রমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদ-বিরচিত-

সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ।

মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ

এবং তাৎপর্য্য-মণ্ডিত।
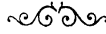
মহামহোপাধ্যায়—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

এবং

কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-দর্শনতীর্থ-

বিদ্যারত্নোপনামক-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রি-কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

সত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক বিবিধ-শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচারক

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শকাব্দ—১৭৩৫। ৭
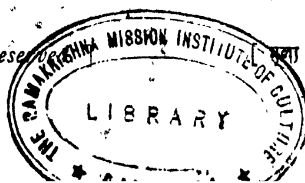
মূল্য ২৷৹ আড়াই টাকা।

প্রিণ্টার্—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,

মেট্কাফ্ প্রেস্,

৭৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভূমিকা।

এতদিনে ভগবৎপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত 'সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ' নামক একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় নাই। যাঁহারা ভগবৎপাদের অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের অধিকতর প্রীতি সম্পাদন করিবে, সন্দেহ নাই। কারণ, এই গ্রন্থখানিতে বেদান্তশাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা নিরন্তর তাপত্রয়পরীত সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে চান, যাঁহারা জরা, মৃত্যু প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের একমাত্র উপনিষদের (বেদান্তের) শরণাপন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু উপনিষৎ অতি দুর্ব্বোধ, স্বল্পধী ব্যক্তির সহজে বোধগম্য হয় না; এইজন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কৃপাপরবশ হইয়া এই গ্রন্থে সমগ্র উপনিষদের তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে জীবকুল ব্যাকুল হইয়া ঘটীযন্ত্রের ন্যায় অহরহঃ দেব, মানব, তির্য্যক্ প্রভৃতি বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। শরীর ধারণ করিলে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-রূপ ত্রিবিধ তাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। কৃমি কীট হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সুখদুঃখ তরতমভাবে বিদ্যমান আছে। এই তাপত্রয়ের দ্বারা জীবনিবহ পুনঃপুনঃ তাপিত হইয়া, তাহার নিবৃত্তির জন্য নানাবিধ উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকে; কিন্তু মোহান্ধজীব দুঃখনিবৃত্তি কিংবা সুখপ্রাপ্তির বাস্তবিক সাধন কি তাহা জানিতে না পারিয়া, স্রক্, চন্দন, বনিতা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিষয় দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় দুঃখ নিবৃত্তি কিংবা সুখপ্রাপ্তির হেতু নহে; বরং ইহারা নানাবিধ দুঃখের নিদান হইয়া থাকে। এইজন্য পুরুষধৌরেয়গণ বিষয়সম্ভূত সুখকে অবজ্ঞা করিয়া, অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সুখলাভের জন্য শাস্ত্রীয় সাধন অবলম্বন করিয়া থাকেন; কারণ, শাস্ত্রীয় সাধনই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এক্ষণে দেখা যাউক, শাস্ত্র কি এবং সাধনই বা কাহাকে বলে। কারণ, ইহা জানিতে না পারিলে, কোন ব্যক্তি ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; এই নিমিত্ত প্রথমেই শাস্ত্রের পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

শাস্ত্র-স্বরূপ।

শাস্ত্র শব্দে প্রথমতঃ বেদকেই বুঝায়; বেদমূলকত্ব প্রযুক্ত মন্বাদি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহকে শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। এই বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে একটিকে মন্ত্র ও অপরটিকে ব্রাহ্মণ বলে। মন্ত্রভাগকে কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রাহ্মণভাগকে জ্ঞানকাণ্ড বলা যাইতে পারে। যদিও ব্রাহ্মণভাগে কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় উল্লিখিত আছে, তথাপি জ্ঞান প্রধানভাবে বিবৃত হওয়ায়, তাহাকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হইয়া থাকে। * কর্ম্মকাণ্ডে প্রথম অধিকারীর জন্য চিত্তশুদ্ধির উপায়স্বরূপ জ্যোতিষ্টোমগণ প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানকাণ্ডে সংসার-পারাবার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীব কিরূপে শান্তি ও সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তাহাই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে অজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ প্রদান করে এবং যাহা হইতে অলৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের উপায় অবগত হওয়া যায়, মনীষিগণ তাহাকে বেদ বলিয়া থাকেন। যেমন কর্ম্মকাণ্ডে অলৌকিক স্বর্গাদিরূপ ইষ্টপ্রাপ্তির উপায়—যাগাদি বিশেষরূপে অভিহিত হইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডে অপরিচ্ছিন্ন আনন্দাত্মক ব্রহ্মরূপ মুক্তির বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য অপ্রতিহত, তদ্রূপ ব্রাহ্মণভাগেরও প্রামাণ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধর্ম্মসূত্রকার ভগবান্ আপস্তম্ব "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" এই সূত্রে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই অবিশেষে বেদ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণভাগের বেদত্বে আপত্তি।

কোন কোন মহাত্মা মন্ত্রভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণভাগকে বেদ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন,—"ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যাস্বরূপ; সুতরাং তাহা ভাষ্য টীকাদির ন্যায় পুরুষ-নির্ম্মিত; এবংবিধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ কখনই বেদ হইতে পারে না। অপিচ, ব্রাহ্মণভাগে জনমেজয় প্রভৃতির উপাখ্যান বর্ণিত আছে, এবংবিধ অর্ব্বাকৃতন পুরুষের নাম তাহাতে বিদ্যমান থাকায়, তাহার পৌরুষেয়ত্ব এবং পরভবিকত্ব অনিবার্য্য। তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে ঋষিগণ কর্ম্মযোগী ছিলেন, তাঁহারা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বিবিধ বৈদিক কর্ম্মের

---

* মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ ইহাতে সামান্যতঃ বিচার করা হইলে বিশেষ বিচার অন্য গ্রন্থে প্রদর্শিত হইবে।

অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং একমাত্র মন্ত্রভাগই প্রমাণভূত। তাঁহারা এইরূপ নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, সাধুপ্রকৃতি জনগণের হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থাপিত করিয়া থাকেন।

আপত্তি-খণ্ডন।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এই আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বেদার্থতত্ত্ববিৎ ঋষিগণের বাক্য দ্বারা বেদার্থ নিরূপণ করা হইয়া থাকে। ভগবান্ আপস্তম্ব যখন স্পষ্টভাবে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহার বাক্য অপ্রমাণ বলিবার কি যুক্তি আছে?

কেবল ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা দেখিয়া যদি ব্রাহ্মণভাগকে অপরের রচিত বলিতে হয়, তাহা হইলে, ভাষ্যকারদিগের বাক্যেও নিজ নিজ বাক্যের ব্যাখ্যা দেখিয়া, ভাষ্য ও ব্যাখ্যার কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন—ইহা স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে, আচার্য্য শঙ্করকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তদন্তর্গত ব্যাখ্যা-ভাগটি অন্যের রচিত বলা যাইতে পারে। কারণ—

> "সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
> স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"

যাহাতে সূত্রানুসারী পদসমূহের দ্বারা সূত্রার্থ বর্ণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত পদ-গুলির ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাকেই ভাষ্যজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভাষ্য বলিয়া থাকেন। অতএব কেবল ব্যাখ্যা থাকিলেই যে ব্যাখ্যাংশের কর্ত্তা ভিন্ন, তাহার কোন প্রমাণ নাই সুতরাং বলিতে হইবে, জ্ঞানকাণ্ড অপ্রমাণ নহে। ব্রাহ্মণভাগে জনমেজয় প্রভৃতির সংবাদ দৃষ্ট হয় বলিয়া যদি তাহাকে পৌরুষেয় ও অপ্রমাণ বলা হয়, তাহা হইলে, মন্ত্রভাগে উর্ব্বশী ও পুরুরবস্ প্রভৃতির উপাখ্যান থাকায়, তাহারও পৌরুষেয়ত্ব ও অপ্রামাণ্য হউক এবং তজ্জন্য তাহার বেদত্ব বিলুপ্ত হউক। সুতরাং মন্ত্রভাগের যদি বেদত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ভাগের ও বেদত্ব সিদ্ধ হইবে। অতএব বলিতে হইবে,—বেদের জ্ঞানকাণ্ড অপ্রমাণ নহে।

ব্রাহ্মণভাগে তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবিদ্যা নিবৃত্তির জন্য মনুষ্য-মাত্রেরই অভীপ্সিত। কর্ম্মকাণ্ডে উপদিষ্ট স্বর্গাদিফল অদৃষ্টদ্বারা অন্য দেহে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের ফল মুক্তি এই দেহেই সম্ভব হইতে পারে। কর্ম্ম লোকান্তরে

ফল প্রদান করে, জ্ঞান ইহলোকে সমূলে অবিদ্যা বিনাশ করিয়া থাকে। অলৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের বিষয় ইহাতে সমীচীনভাবে বিবৃত হওয়ায়, ইহাকে বেদ না বলিয়া কেহই থাকিতে পারে না। এই সংসাররূপ অনর্থপরম্পরার নিবৃত্তির বিষয় যাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যে সফল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডের ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডও প্রমাণ এবং তজ্জন্য তাহার আকর বেদান্তও প্রমাণভূত।

বেদান্ত কি ?

পূর্ব্বে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বেদত্ব নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের প্রকৃত বেদান্তের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ এবং তাহার অপৌরুষেয়ত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করিলে, প্রকৃতস্থলে কি উপকার হইবে, তাহা এক্ষণে বিচার করা হউক। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণভাগই উপনিষৎ, তাহাকেই বেদান্ত বলা হয়; সুতরাং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণভাগের বেদত্ব নিরূপণ করায়, উপনিষৎ—বেদান্তের বেদত্ব সিদ্ধ হইল। এখানে আপত্তি হইতে পারে,—যখন বেদশব্দদ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের গ্রহণ হইতে পারে, তখন বেদান্ত শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন কি ? সুতরাং শাস্ত্রে বেদ ও বেদান্ত দুইটি বিভিন্ন শব্দ থাকায় বেদ হইতে বেদান্ত ভিন্ন বুঝিতে হইবে; কারণ, শব্দভেদ বস্তুভেদের প্রতি হেতু দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ আপত্তির উপর বলা যাইতে পারে,—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই বেদ হইলেও, জ্ঞানকাণ্ডে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মুক্তির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হওয়ায়, ইহার 'বেদান্ত' এই বিশেষ আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। বেদস্য অন্তঃ সারভাগঃ বেদান্তঃ অর্থাৎ বেদের অন্ত—চরম ভাগকে বেদান্ত বলে।—ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজ-ন্যায় এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিগৃহীত হইতে পারে। যেমন সন্ন্যাসী হইতে হইলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহই হইতে পারেন না, তথাপি সন্ন্যাস তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা হয়, তদ্রূপ বেদান্ত বেদ হইলেও বেদের চরমভাগ বলিয়া তাহাকে 'বেদান্ত' নামে অভিহিত করা হয়। বেদান্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, উপনিষৎ এবং রহস্য পর্য্যায় শব্দ; উপ ও নি পূর্ব্বক সদ্ (ষদ্) ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'উপনিষৎ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ষদ্ অর্থাৎ সদ্ ধাতুর অর্থাৎ বিদারণ (বিনাশ) গতি ও অবসাদ, অর্থাৎ যে সমীপে নিঃশেষরূপে অবিদ্যাকে নাশ করে, অথবা যে সমীপে নিঃশেষরূপে ব্রহ্মকে পাওয়াইয়া দেয়, তাহাকে উপনিষৎ বলা হয়। গ্রন্থদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় বলিয়া, গ্রন্থ ও 'উপনিষৎ' নামে অভিহিত হয়; যথা,—ঈশোপনিষৎ।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে,—বেদোক্ত সাধনেই যে মুক্তি হইবে, তাহার প্রমাণ কি ? বেদের এত প্রামাণ্য কিসের জন্য ? এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে—

বেদ অপৌরুষেয়।

বেদ মন্বাদি স্মৃতির ন্যায় মনুষ্যকৃত নহে। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্-যদৃগ্বেদযজুর্ব্বেদসামবেদঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। এইরূপ উৎপত্তিশ্রুতি থাকায়, বেদ ঈশ্বরের ন্যায় কূটস্থ নিত্য নহে, কিন্তু এককল্পস্থায়ী ; নৈয়ায়িকের ন্যায় বেদান্তমতে শব্দের তৃতীয়ক্ষণে নাশ স্বীকার করা যায় না। সৃষ্টির প্রথমে বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়কালে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, পুনরায় ঈশ্বর গতকল্পীয় বেদ হিরণ্যগর্ভকে উপদেশ দেন ; তিনি আবার মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন ; এইরূপে পুনরায় বেদ সম্প্রদায়ক্রমে প্রচার লাভ করে। যদ্যপি বেদ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি বেদে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা নাই ; কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থে যেরূপ কালিদাসাদির স্বাতন্ত্র্য আছে, বেদে ঈশ্বরের সেরূপ নাই। ঈশ্বর গত কল্পে যেরূপ আনুপূর্ব্বিক বেদ রচনা করিয়াছিলেন, একল্পেও তদ্রূপ রচনা করিয়াছেন। যদি তাঁহার বেদে স্বাতন্ত্র্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি যেমন আনুপূর্ব্বীর অন্যথা করিতে পারেন, সেইরূপ অর্থেরও অন্যথা করিতে পারেন। একল্পে অগ্নিহোত্র যাগে স্বর্গ হয়, ব্রহ্মহননে নরক হয় ; ঈশ্বরের বেদে স্বতন্ত্রতা থাকিলে কল্পান্তরে তাহার বিপরীত হইতে পারে,—অর্থাৎ অগ্নিহোত্র দ্বারা নরক এবং ব্রহ্মহত্যা দ্বারা স্বর্গও হইতে পারে। তজ্জন্য মনীষিগণ বেদে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন না। ভগবান্ কুমারিলভট্টও স্বপ্রণীত শ্লোকবার্ত্তিকে স্পষ্টভাবে এই কথা বলিয়াছেন,—"যত্নতঃ প্রতিষেধ্যা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা"—অর্থাৎ পুরুষগণের স্বতন্ত্রতাই আমরা যত্নসহকারে নিষেধ করিয়া থাকি। পৌরুষেয় শব্দের অর্থ—পুরুষনির্ম্মিত ; অপৌরুষেয় তাহার বিপরীত,—এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ বেদও ঈশ্বররূপ পুরুষনির্ম্মিত। সুতরাং এখানে পৌরুষেয় শব্দের অর্থ—পুরুষ-স্বাতন্ত্র্য ; তদ্রাহিত্য অপৌরুষেয়ত্ব এইরূপ পারিভাষিক লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিরূপিত হইলে, তদন্তর্গত বেদান্তের অপৌরুষেয়ত্বে আর সন্দেহ নাই।

বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিরূপিত হইলেও, বেদ স্বতঃপ্রমাণ কিংবা পরতঃপ্রমাণ এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। তার্কিকগণ বক্তৃযাথার্থ্যজ্ঞানকেই প্রামাণ্য-

প্রয়োজক বলিয়া—পরতঃপ্রামাণ্যবাদ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ পরতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকারে অনবস্থা দোষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায় না ; এতদ্ভিন্ন আরও বহুল দোষ ঘটিয়া থাকে। বেদ স্বতঃপ্রমাণ কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, তদুত্তরে আমরা বলিব,—যেহেতু কোনরূপ অপ্রামাণ্য হেতু নাই, অতএব বেদ স্বতঃপ্রমাণ। পুরুষপ্রণীত বাক্যে পুরুষগত ভ্রান্তি, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা ; বেদে পুরুষ-প্রবেশ না থাকায়, সেই সমস্ত দোষের আশঙ্কাই হইতে পারে না। সুতরাং 'প্রমাণ—স্বতঃ এবং অপ্রমাণ' পরতঃ—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য বাদ স্থির করিয়া, বেদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করা উচিত।

অদ্বৈতবাদ।

এক্ষণে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ নির্ণীত হইলে,বেদের তাৎপর্য্য কোথায়,তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের তাৎপর্য্য কর্ম্মে থাকিলেও, জ্ঞানকাণ্ডের—বেদান্তের তাৎপর্য্য অদ্বৈত ব্রহ্মে বলিতে হইবে। সমস্ত বেদান্তবাক্য অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদনের জন্য উদ্‌গ্রীব। অদ্বৈতবাদ কি ? এই জগতে একটি বস্তুর সত্তায় সমস্ত চলিতেছে, সমস্তই তাহাতে অধ্যস্ত ; জীব সেই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ তত্ত্বকে অদ্বৈতবাদ বলা যায়। দ্বৈতবাদিগণ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং জীবগণের পরস্পর ভেদ স্বীকার করিয়া, সমস্ত পদার্থের সত্যতা নিরূপণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক, বেদান্তের তাৎপর্য্য দ্বৈতে কিংবা অদ্বৈতে ? অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং শাস্ত্রত্বম্- অর্থাৎ যে অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাপন করে, তাহাকে শাস্ত্র বলে, বেদান্তও অজ্ঞাত জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রনামের যোগ্য হয়। ভেদ লোকপ্রসিদ্ধ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ- গ্রাহ্য ; তাহাই যদি বেদান্তের তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে বেদান্তের অনুবাদকত্ব হেতু অপ্রামাণ্য দুর্ব্বার হইয়া উঠে। আরও এক কথা, বেদান্তে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" এইরূপ বাক্য দ্বারা দ্বৈতবাদের নিন্দা পরিশ্রুত হয়। সমস্ত বেদান্ত পর্য্যালোচনা করিলেও কোথাও অদ্বৈতের নিন্দা পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা বেদান্তের তাৎপর্য্য যে অদ্বৈতে, তাহা অতি সহজেই অবগত হওয়া যায়। "যত্র দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরমিতরং পশ্যতি" এই শ্রুতিতেও ইব শব্দ দ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্বই নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রুতিতে যেখানে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উপাধি-নিবন্ধন বুঝিতে হইবে। যেমন একই চন্দ্র জলভাজন-ভেদে নানা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, একই বস্তু; সেইরূপ জীব অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদে নানা বলিয়া প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক পক্ষে অদ্বৈততত্ত্ব কিংবা দ্বৈততত্ত্ব এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, একতর পক্ষপাতিনী যুক্তি দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হয়। অদ্বৈতও বটে দ্বৈতও বটে এরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ একত্র সম্ভব নহে। সুতরাং দুইটির মধ্যে একটি সত্য, অপরটি তাহাতে আরোপিত, এইরূপ কল্পনা সাধীয়সী। এখন দেখা যাউক, একত্ব ও দ্বিত্ব এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি বা মিথ্যা—কল্পিত। যখন একত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তখন দ্বৈতের চিহ্নমাত্র ছিল না, দ্বৈতজ্ঞান একত্বজ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যেটি নিরপেক্ষ, তাহা সত্য; যেটি সাপেক্ষ সেটি মিথ্যা। এখানে একত্ব জ্ঞান কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া উৎপন্ন হওয়ায় তাহা সত্য, দ্বৈতজ্ঞান একত্বকে অপেক্ষা করিয়া জন্মে বলিয়া তাহা মিথ্যা। যেমন পরবর্ত্তী (শুক্তি- প্রভৃতি-বস্তুকে) অপেক্ষা করিয়া রজত প্রভৃতির জ্ঞান হয়, সুতরাং শুক্তিজ্ঞান সত্য, রজতজ্ঞান তাহাতে আরোপিত। যদি বল একত্বজ্ঞানে দ্বিত্বের অপেক্ষা না থাকিলেও দ্বিত্বের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে অদ্বৈত শব্দের দ্বৈতাভাব, অর্থ করিলে কোনরূপ দোষ থাকে না। যদি একটি বস্তু পরমার্থ সত্য হইল, অপর সমস্ত বস্তু তাহাতে কল্পিত, ইহা প্রমাণিত হইলে, মিথ্যাভূত বন্ধন জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে।

মায়াবাদ।

মায়াবাদ অদ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্ নহে। যদি সর্ব্বোপাদানস্বরূপে একটি বস্তু সিদ্ধ হয়, তাহার শক্তিরূপে আর একটি বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে; সেই শক্তির নাম মায়া। সেই মায়া-শক্তি মিথ্যা হইলে অদ্বৈত প্রসার লাভ করিতে পারে। অদ্বৈতবাদ বলিলে দৃশ্যমান সংসারের মায়িকত্ব বুঝায়, এবং মায়াবাদ বলিলে, তদধিষ্ঠাতৃরূপে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে। মায়া সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপা, অবিদ্যা, অজ্ঞান, তমঃ প্রভৃতি ইহার পর্য্যায় শব্দ। ইহাকে সৎস্বরূপা বলা যাইতে পারে না; কারণ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, অসৎ অর্থাৎ খ-পুষ্পরূপ বলা যাইতে পারে না; কারণ তাহা জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইতে পারে না, অভাব পদার্থের অন্তর্গতও বলা

যায় না; যেহেতু ভাবরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন অনির্বার্য্য ভাবরূপ পদার্থকে মায়া বলা যায়। মায়াবাদের বৈদিকত্ব সম্বন্ধে—"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নি-বেশিতে॥" "ইন্দ্রো মায়াভি পুররূপ ঈয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। এতদ্ভিন্ন সংহিতা ও উপনিষদের বহুস্থলে মায়া শব্দের প্রয়োগ বিদ্যমান আছে। কোন কোন আধুনিক ধর্ম্মপ্রচারক মায়াবাদ অবৈদিক বলিয়া ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন না। বস্তুতঃ তাঁহারা যে স্বীয় স্বীয় ভ্রান্তমতের পোষকতার জন্য অন্ধ হইয়া, বেদের বহুস্থলে লব্ধ মায়া শব্দকে অপার্থ করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হ'ন না। যাঁহারা "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" এই শ্রুতিতে মায়াশব্দকে সাংখ্য-মতের প্রকৃতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্বয়ের দিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য রাখেন না। কেন না, "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"—মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এই মায়া শব্দ যদি সাংখ্যমতের প্রকৃতি হইত তাহা হইলে 'প্রকৃতিন্তু মায়াং বিদ্যাৎ' অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়া জানিবে এইরূপ পাঠ থাকা উচিত ছিল। কারণ এখানে মায়াং'—এই পদটি উদ্দেশ্য এবং 'প্রকৃতিং' এই পদটি বিধেয়; অর্থাৎ মায়াকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার প্রকৃতিত্ব (উপাদান কারণত্ব) বিহিত হইয়াছে। আর যদি প্রতিবাদীর আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত মায়া শব্দকে সাংখ্যমতের প্রকৃতি বলা যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে প্রকৃতির স্বরূপ একরূপ নিরূপিত হইয়াছে; সাংখ্যবাদিগণ প্রকৃতির স্বত-ন্ত্রতা ও সত্যতা স্বীকার করেন, বেদান্তীরা তাহাই করেন না, এইমাত্র ভেদ। ইহা দ্বারা মায়ার বৈদিকতা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। শ্রুতিবাক্য উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিলে, মায়াবাদের অস্তিত্ব অতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে মায়াবাদের বৈদিকতা স্থাপনের জন্য ছান্দোগ্যবাকের কিঞ্চিৎ বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ"—হে সৌম্য! এই জগৎ পূর্ব্বে সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল, এই বাক্যে 'ইদং' শব্দের অর্থ দ্বৈত, দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্ম অগ্রকালসং এইরূপ শাব্দ-বোধ হইবে। অর্থাৎ দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়া অগ্রকাল সত্ব বিধেয় হইতেছে। উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক দেশ ও কাল অবচ্ছেদে বিধেয়ের অন্বয় হইয়া থাকে,—এই ন্যায় সর্ব্ববাদিসম্মত। যেমন ধনী সুখী এস্থলে উদ্দেশ্য ধনী, উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ধন, তৎকালাবচ্ছেদে সুখিত্ব প্রতীয়-মান হয়; যৎকালে ধন বিদ্যমান আছে, তৎকালে পুরুষ সুখী থাকেন। সেই-রূপ "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" এইবাক্যে 'দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্ম' পাওয়া

াইতেছে, পরবর্ত্তী 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এইবাক্যে দ্বৈতাভাববত্ব বিহিত হইতেছে। অর্থাৎ দুই বাক্য মিলিত হইয়া দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্নং ব্রহ্ম দ্বৈতবত্ত্বকালাবচ্ছেদেন দ্বৈতাভাববৎ এইরূপ শাব্দবোধ হইবে। যদি দ্বৈতবত্ত্বকালেই ব্রহ্মে দ্বৈতাভাব সিদ্ধ হইল। তাহা হইলে অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব আসিয়া পড়িল। দ্দেশাবচ্ছেদে যৎকালাবচ্ছেদে যাহার সত্ব তদ্দেশাবচ্ছেদে তৎকালাবচ্ছেদে তাহার অসত্ত্বকে মিথ্যাত্ব বলা হয়। অর্থাৎ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন''নাত্র কাচন ভিদাস্তি'—ইত্যাদি শ্রুতি যৎকালে ব্রহ্মে দ্বৈতের প্রতিভানের কথা বলিতেছে, তৎকালে তাহাতেই তাহার মিথ্যাত্ব বলিতেছে। এই মিথ্যা দ্রব্যই মায়া। শ্রুতিবাক্য এইরূপে বিচার করিলে প্রত্যেক বাক্য হইতে মায়ার অস্তিত্ব পাওয়া যাইবে। কিন্তু যাহাদের বিচার শক্তি নাই, যাহারা শুকবৎ ২।১টি শ্রুতিবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাদের সহিত এইরূপ শ্রুতি-সমন্বয় প্রদর্শন করা বিড়ম্বনামাত্র। এতদ্ভিন্ন "মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ" এই ব্যাসসূত্রে, "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" এই গীতাবাক্যে এবং "মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ" এবংবিধ পুরাণবাক্য দ্বারাও মায়ার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। "অহমজ্ঞঃ"—ইত্যাদি অনুভবও মায়ার অস্তিত্বে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।—এই মায়ার স্বরূপ বিদিত হইলে অদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে।

অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অদ্বৈতবাদের স্থান সর্ব্বোচ্চে। সকল মতই অদ্বৈতবাদের সুশীতল ছায়ায় সমাশ্রিত; সকলই অদ্বৈতবাদের সেবায় নিরত। এমন শান্ত, পবিত্র ও উদারভাব আর কোথায়ও নাই। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ শান্ত উপাসীত"—এইরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা যখন একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই অবগত হওয়া যায়, যখন ব্রহ্মব্যতীত অন্য পদার্থের মিথ্যাত্ব জানা যায়, তখন কে কাহার উপর রাগদ্বেষ করিবে; সকলেই শান্তভাবে ভগবদুপাসনা করিবে। যেখানে ভেদ, তথায় পরস্পর বিরোধ এবং উচ্চ নীচ ভাব পরিলক্ষিত হয়। যদি দ্বৈতবাদিগণের দ্বৈতই পরমার্থ-তত্ত্ব হয় এবং চরমে নিজ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পরমেশ্বরের দাসত্ব করাই মোক্ষ হয়, তবে আর বন্ধন কাহাকে বলে? যতদিন পরাধীনতা থাকিবে, যতদিন দাসত্ব থাকিবে, ততদিন সুখ শান্তি কোথায়? সুতরাং সেই মুক্তি বন্ধনের নামান্তর মাত্র।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অনাদিকাল হইতে আগত সনাতন বৈদিক অদ্বৈতবাদকে মণ্ডন করিয়াছেন। উপক্রম ও উপসংহারের একত্ব প্রভৃতি ষড়্বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গদ্বারা শ্রুত্যর্থ নিরূপণ করিতে হয়, সেইরূপে শ্রুতির অর্থ করিলে সকল বাক্যের অদ্বৈতে তাৎপর্য্য অতি সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায়। দুই একটি দ্বৈত-প্রতিভাসক শ্রুতিকে দেখিয়া সমস্ত শ্রুতির দ্বৈতে তাৎপর্য্য নির্ণয় করা হঠকারিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। দ্বৈতবাদিগণ বেদের অধিক সাহায্য না পাইয়া অবশেষে পুরাণের দ্বারস্থ হইয়াছেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদের অনুকূলতা আচরণ করেন নাই। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বহুল-পরিমাণে অদ্বৈতবাদ পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা দ্বৈতকে সত্য বিবেচনা করিয়া তদনুসারে অন্যকে উপদেশ দেন, তাঁহাদিগকে আমরা দোষ প্রদান করি না; কারণ—অদ্বৈত অতি গহন; অকস্মাৎ লোকের বুদ্ধিগম্য হয় না; সেই সমস্ত প্রথম অধিকারীর পক্ষে দ্বৈতমত শ্রেয়ঃ। যেমন বালক নির্ম্মল নভোমণ্ডলে তলমলিনতাদির কল্পনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভেদবাদিগণ সেই অদ্বৈত পরব্রহ্ম হইতে জীব ও প্রপঞ্চের সত্য ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে; কিন্তু সেই সমস্ত লোক যদি দ্বৈতপক্ষ গ্রহণ করিয়া, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে এক সময়ে অদ্বৈতের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইবে; যাঁহারা অদ্বৈতবাদকে অলীক বলিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা যদি বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি সূত্র পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, বহুকাল হইতে অদ্বৈত-বাদ চলিয়া আসিতেছে। যখন সেই সমস্ত সূত্রে পূর্ব্বপক্ষরূপে অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, তখন ইহা বহুকাল হইতে আগত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য কোন বাদী যখন অদ্বৈতবাদী নহেন, তখন পরিশেষ-প্রাপ্ত এক মতে ব্যাসদেবকেই অদ্বৈতবাদী বলিতে হইবে। ভগবান্ গৌড়পাদ সেই মতের পরিপোষক, ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহার বহুল প্রচার করিয়া-ছেন মাত্র। এই অদ্বৈতজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, ইহা মোক্ষলাভের একমাত্র সাধন।

মুক্তির সাধন কি ?

পূর্ব্বে শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় সাধনের বিষয় উপক্রান্ত করিয়া শাস্ত্রস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে; এক্ষণে অবসরক্রমে সাধনেরবিষয় বর্ণিত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানই অবিদ্যা-নিবৃত্তির—মুক্তির একমাত্র সাধন; কারণ জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক। লোকেও শুক্তিতে রজতভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, শুক্তি ও রজ্জুর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত

হইয়া থাকে। যাহার সহিত যাহার বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়, সেই তাহার নিবর্ত্তক দেখা যায়, যেমন আলোক ও অন্ধকার। যাঁহারা কর্ম্মদ্বারা কিংবা কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভের আশা করিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ কর্ম্মজন্য ফল অনিত্য; ইহলোকে কৃষ্যাদিকর্ম্মজন্য শস্যাদি ফল যেমন অনিত্য, সেইরূপ লোকান্তরে যাগাদি জন্য স্বর্গাদি ফলও অনিত্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যাদি। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ও সম্ভব হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্মে যিনি অধিকারী, তিনি জ্ঞানে অধিকারী হইতে পারেন না। আত্মার ব্রাহ্মণত্বাদি অভিমানস্থাপন না করিলে, কখনও পুরুষ ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতে সমর্থ হ'ন না; কিন্তু যিনি জ্ঞানে অধিকারী, তিনি সেই সমস্ত ধর্ম্ম আরোপিত জানিয়া, আত্মার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। অপিচ, অধিকারী ও ফল ভিন্ন হওয়ায় এককালে একপুরুষে যুগপৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের স্থিতির সম্ভব নহে। বিশেষতঃ কর্ম্ম অজ্ঞানসম্ভূত এবং অজ্ঞানের দ্বারা তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; যে যাহা হইতে জাত এবং বর্দ্ধিত, সে তাহার নিবর্ত্তক হইতে পারে না। তাই বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যর্থ হয় না; কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন-পুরঃসর জ্ঞান উৎপাদন করিয়া দেয়; সেই তত্ত্বজ্ঞান একমাত্র মুক্তির সাধন; ভগবান্ অক্ষপাদও তদীয় দর্শনে "তত্ত্বজ্ঞানান্ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" এই প্রথম-সূত্রেই তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষসাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

শঙ্কর-প্রাদুর্ভাব।

কালক্রমে ভারতে সনাতন আর্য্যবর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর ঘোরতর কুঠারাঘাত হইল; বৌদ্ধ-জৈন-প্রমুখ নাস্তিকবৃন্দ সনাতন বেদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নবীন মত প্রচার করিতে লাগিল। পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থভাগ লোক সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এমন কি অনেক নৃপতি সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বলপূর্ব্বক প্রজাদিগকে সেই ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিলেন; তদানীং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিধ্বস্ত, বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বিলুপ্ত এবং সদাচার তিরোহিত হইতে লাগিল। কেবল ব্রাহ্মণগণ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষার জন্য লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পুলিনে, গহন বিপিনে, পর্ব্বতকন্দরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেহই তাহাদের

প্রবলবেগের সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ হইলেন না। তখন আর ভগবান্ স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয়ে অধর্ম্মের ঘোরতর প্রতিঘাত হইতে লাগিল। তিনি যে—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন তাহা স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। অবিলম্বে দাক্ষিণাত্য কেরলদেশ নিজ জন্মদ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন। ঘোর অমানিশার মধ্যে যেন উষার ক্ষীণালোক দেখা দিল। শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় বালক দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বদনমণ্ডলে যেন মূর্ত্তিমতী প্রতিভা লীলা করিতে লাগিল; অল্পকাল মধ্যেই বালক বেদাদিবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। কিন্তু তাঁহার সংসারের প্রতি সাতিশয় বৈরাগ্য জন্মিল; তিনি সর্ব্বদাই সংসারের অনিত্যতা দর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। কিন্তু তিনি দেখিলেন,—তাঁহার বিধবা জননী সন্ন্যাসের পরিপন্থিনী। তখন তিনি এক উপায় অবলম্বন করিয়া জননীর অনুমতি লইয়া সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। যদ্যপি "যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" এই শ্রুতিদ্বারা তীব্রবৈরাগ্যশালী পুরুষ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন, যদি চ ভগবৎপাদ ইহা অবগত ছিলেন, তথাপি তিনি লোকশিক্ষার জন্য মাতার আদেশ প্রতিপালন করিয়াই সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন। জগতে পিতামাতার ন্যায় গুরু আর কেহ নাই, ইহা জগদ্বাসীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি এইরূপ রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অনন্তর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গোবিন্দপাদের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গুরুলব্ধ বিদ্যার প্রকর্ষ প্রদর্শন করিলেন এবং গুরুর পূজা ও সেবা করিয়া সকলকে তাহা শিক্ষা দিলেন। তাহার পর তিনি ৺কাশীধামে অবস্থান করিয়া শিষ্যদিগকে বেদান্তের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে তিনি উপনিষদ্ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্য এবং নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য জনগণসমীপে প্রকটিত করিয়াছেন। যে সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম একদা বৌদ্ধবিপ্লবে মলিনভাব ধারণ করিয়াছিল, এমন কি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের নাম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এ হেন দুঃসময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া কুমারিকা হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দুন্দুভিনাদে মুখরিত করিলেন। ভারতের চারিপ্রান্তে দুর্গস্বরূপ চারিটি মঠ সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং

শৃঙ্গেরীমঠে অবস্থানপূর্ব্বক প্রধান প্রধান শিষ্যগণকে অন্য মঠে স্থাপন করিলেন। যেথানে বৌদ্ধগণ বুদ্ধমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ভগবৎপাদ সেইস্থানে বিষ্ণুমন্দির কিংবা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্তম্ভরোপণ করিলেন এবং ঘোরতর তর্কযুক্তি ও শাস্ত্রবলে নাস্তিকদিগের দর্পচূর্ণ করিলেন।

যে মহাত্মা এইরূপ ভীষণ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত সুবিমল আর্য্যধর্ম্ম-শশাঙ্ককে বৌদ্ধজৈনরাহুর করালবদন হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যিনি শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়া লোকের মুক্তিমার্গ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, যিনি গুরুশিষ্যভাব, পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রভৃতির পুনরায় প্রচার করিয়াছেন, সেই মহাত্মা কোন্ ব্যক্তির না পূজ্য? কিন্তু কোন কোন আধুনিক গ্রন্থকার বা তদনুসারী ব্যক্তিগণ সেই ভগবৎপাদের উপর নানাবিধ দোষ অর্পণ করিয়া থাকে; এমন কি ভগবৎপাদের উপর বিষম কটাক্ষপাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা সেই সমস্ত লোকের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হই। অবশ্য মহাজনের সহিত বিরোধও বাঞ্ছনীয়; কিন্তু যাহারা প্রকৃত তত্ত্বের অপলাপ করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য কষ্টকল্পনা দ্বারা শাস্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সাধুপ্রকৃতি জনগণের হৃদয়ে বিবিধ সন্দেহ উপস্থাপিত করে এবং লোককে প্রকৃতমার্গ হইতে অসৎপথে চালিত করে, তাহারা যে সমাজদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেবল তর্কযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া বস্তু নিরূপণ করা যায় না; আজ যে তার্কিক তর্কবলে একটি পদার্থ স্থির করিলেন এবং তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন, আর কিছুদিন পরে তদপেক্ষা অপর বলবান্ তার্কিক তাহার খণ্ডন করিলেন। এইরূপে কেবল তর্কবলে কোন পদার্থ নির্ণীত হয় না, বরং অনবস্থা চলিয়া যায়। তজ্জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গভীর গবেষণা দ্বারা স্থির করিলেন,—তর্কের যখন একত্র অবস্থিতি নাই, তখন তাহাকেই একমাত্র প্রমাণ না বলিয়া, যাহা অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত, যাহাতে ভ্রান্তি, প্রমাদ প্রভৃতি পুরুষদোষ লেশমাত্রও স্পর্শ করে নাই, এবংবিধ আপ্তবাক্যকে প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অলৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রসার নাই, একমাত্র আপ্তবাক্য তথায় সফলতা লাভ করে। সেই আপ্তবাক্য—বেদ। বেদানুসারী বলিয়া ঋষিগণের বাক্যকে আপ্তবাক্য বলা হইয়া থাকে। এই অলৌকিক তত্ত্ব একমাত্র বেদ দ্বারা অধিগত হওয়া যায়, তর্ক তাহার সহায়তা করে মাত্র। প্রমাণ,—আগম

—বেদবেদান্ত; তর্ক তাহার ইতিকর্ত্তব্যতাস্থানীয়। অবলম্বনীয় প্রমাণের অভাব হইলে, তর্ক কোথায় আশ্রয় লাভ করিবে? এইজন্যই তিনি অপৌরুষেয় বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া, মানবহৃদয়ের অজ্ঞান দূর করিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যেমন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইরূপ স্বল্পধী ব্যক্তি যাহাতে অল্পপ্রয়াসে সমগ্র বেদান্তের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, তজ্জন্য তিনি সরলভাবে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানি বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থখানি শঙ্কর-কৃত।

এই "সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ"-নামক গ্রন্থখানি শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ভগবৎপাদ বেদান্তের প্রায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু সরলবিশ্বাসী মানব কেবল এই একখানি গ্রন্থের সাহায্যে বেদান্তের অনেক বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইবেন। ইহাতে বিষয়গুলি অতি পরিপাটীরূপে যথাক্রমে উপন্যস্ত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণের পর সাধন-চতুষ্টয়ের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, কামের স্বরূপ বর্ণন পূর্ব্বক যমের সহিত তাহার তুলনা করিয়া, যমের অপেক্ষা কামের ভীষণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর সঙ্কল্পত্যাগই যে কামবিজয়ের একমাত্র উপায়, তাহা বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে। লোকে ধনের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া তাহাকেই সারভূত বস্তু বিবেচনা করে; এই গ্রন্থে ভগবৎপাদ সেই ধনে বৈরাগ্যোৎপাদনের জন্য তাহার দোষ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তত্রত্য একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল—

রাজ্ঞো ভয়ং চৌরভয়ং প্রমাদাদ্
ভয়ং তথা জ্ঞাতিভয়ঞ্চ বস্তুতঃ।
ধনং ভয়গ্রস্তমনর্থমূলং
যতঃ সতাং তন্ন সুখায় কল্পতে॥

তাহার পর বৈরাগ্যের ফল বর্ণন পূর্ব্বক শম দম প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সাধন চতুষ্টয়ের অন্তর্গত উপরতি-শব্দবাচ্য সন্ন্যাস তাহার অন্যতম; ইহাতে সন্ন্যাসের স্বরূপ উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে এই সমস্ত সাধন নির্ণয় করিয়া বস্তুতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত পদার্থ মিথ্যা,—রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অধ্যস্ত,—

বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের আর পৃথক্ সত্তা নাই, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শ্রুতির বিরোধ ঘটিলে, শ্রুতিই বলবতী ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পর আত্মা ও অনাত্মার অবিবেকই ভ্রান্তির কারণ; অজ্ঞানের মূলকারণত্ব এবং অজ্ঞানের অস্তিত্বে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব প্রভৃতি কারণ, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া পরব্রহ্মে অধ্যস্ত ভূতসমূহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, লিঙ্গশরীর, অন্তঃকরণ ও পঞ্চকোশ প্রভৃতির স্বরূপ সম্যক্‌রূপে বিবেচিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ ইহা প্রদর্শন পূর্ব্বক বাদিগণের অভিমত আত্মস্বরূপ দেখাইয়া যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। অনন্তর আত্মার আনন্দস্বরূপতা, আত্মভিন্ন পদার্থের সুখরূপতানিরাস এবং আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার পর 'তত্ত্বমসি'—বাক্যে তৎ ও ত্বং পদার্থের নিরূপণ করিয়া লক্ষ্যার্থ নিরূপণ করিয়াছেন এবং অখণ্ডার্থে বেদান্তের তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়া অখণ্ডার্থ কি তাহা দেখাইয়াছেন। অনন্তর অধিকারি-নিরূপণ, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া অষ্টাঙ্গযোগের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরিশেষে জ্ঞানের মুক্তি-হেতুত্ব প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানের অবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই-রূপে অতি সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় সমস্ত বিষয় গুরুশিষ্য-সংবাদচ্ছলে অতি উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার রচনার পারিপাট্য এবং লেখার কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। শ্লোকগুলি সহজ কাব্যের ন্যায় অতি মধুর। এই সুন্দর গ্রন্থখানি আয়ত্ত করিয়া রাখিলে বেদান্তের প্রায় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিবার সামর্থ্য জন্মে।

কিন্তু কেহ কেহ এই উপাদেয় গ্রন্থখানিকে শঙ্কর-প্রণীত বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন,—এই গ্রন্থে যেরূপ শ্লোক দেখা যায়, তাহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। অপিচ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত তৎকালে স্ফুটভাবে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। যদি শঙ্করাচার্য্য স্বয়ংই এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া দিয়া থাকিবেন, তবে তাহা লইয়া পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের বিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইবেই বা কেন? এতদ্ভিন্ন এ গ্রন্থখানির রচনা শঙ্করাচার্য্য কৃত অন্যান্য গ্রন্থের রচনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁহারা এবংবিধ যুক্তিবলে এই গ্রন্থখানি শঙ্কর-প্রণীত বলিতে সম্মত নহেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি,—এ পুস্তকখানিতে যেরূপ সুন্দরভাবে বেদান্তের বিষয়গুলি সন্নি-বেশিত হইয়াছে এবং সরলভাবে সুন্দর শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই

গ্রন্থখানি একজন বিশিষ্ট অভিজ্ঞব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, শঙ্করের অন্যান্য গ্রন্থের সহিত ইহার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। শঙ্করের সমস্ত গ্রন্থের ভাষা অতি পরিপাটী এবং কাব্যের রচনা অপেক্ষা মধুর; তাই বলিয়া আধুনিক বলা চলে না। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ শঙ্করের এক একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহাই শঙ্করের মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এই কারণে যে তৎকালে এই গ্রন্থ ছিল না, ইহা বলার কি যুক্তি আছে? অপিচ শৃঙ্গেরী মঠ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠ; তথায় তিনি অবস্থান করত এই সমস্ত গ্রন্থ শিষ্যদিগকে পড়াইতেন, অবিচ্ছিন্নভাবে সম্প্রদায় পরম্পরায় যে গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া যাহা কিছু প্রতিপাদন করিবার কি কারণ বিদ্যমান আছে? ভূতপূর্ব্ব শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করস্বামী একজন পরমযোগী ও গভীর পণ্ডিত ছিলেন, বিষয়বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ছিল না। যাঁহারা সেই মহাত্মাকে একবার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যেন শঙ্কর পুনর্ব্বায় ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই মহাত্মার তত্ত্বাবধানে শৃঙ্গেরী মঠ হইতে যে শঙ্করগ্রন্থ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানিও সন্নিবেশিত হইয়াছে; যদি এইগ্রন্থ শঙ্করপ্রণীত না হইত, তাহা হইলে পরমযোগী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সুধীপ্রবর শৃঙ্গেরীমঠ-স্বামী অপরের পুস্তক শঙ্করপ্রণীত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত কেন করিবেন? এই গ্রন্থখানি শঙ্করের না হইলেও কি তাঁহার গৌরবের কিছুমাত্র হানি হইত? অপিচ, অপর কোন ব্যক্তি এইরূপ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় নাম গোপন পূর্ব্বক অপরের নামে প্রকাশ করিবেন বা কেন? তিনিই একমাত্র এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া সুধীসমাজে সুপরিচিত হইতে পারিতেন। এতদিন বঙ্গদেশে এ গ্রন্থখানির প্রচার ছিল না; কেহই এগ্রন্থবিষয়ে সংবাদ রাখেন না; যাঁহারা কেবল প্রচার না দেখিয়াই—এই গ্রন্থ শঙ্করের নহে, ইহা বলিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাঁহাদের অনুকূলে যুক্তি নাই। ভগবৎপাদকৃত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে,- যাঁহারা বিচার-সমর্থ এবং সুবুদ্ধি তাঁহাদের পক্ষে উপনিষদ-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ও গীতাভাষ্য বিশেষ উপযোগী, কিন্তু যাঁহারা সেই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে "সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ কার্য্যকারী হইবে, এই অভিপ্রায়ে তিনি দ্বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা শক্তিশালী পুরুষ, তাঁহারা লোকহিতের জন্য নানাবিধ রচনা করিতে পারেন তাই বলিয়া এগ্রন্থ অপরপ্রণীত ইহা বলায় স্বকীয় অসামর্থ্যেরই পরিচয়

দেওয়া হয়। এ সমস্ত দৃঢ় প্রমাণ থাকিতে কেহ যদি ইহা শঙ্করকৃত বলিতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের আগ্রহের জন্য 'তথাস্তু' বলিতে প্রস্তুত আছি। এ গ্রন্থের রচয়িতা যিনি হউন না কেন, ইহাতে বেদান্তের বিষয় যেরূপ সুন্দর ও সরল ভাবে বিবৃত আছে, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্য "নন্থ বক্তৃ-বিশেষ-নিঃস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ" এই নীতির অনুসরণ করিয়া ইহার সমাদর করিবেন; সন্দেহ নাই।

পুস্তকের আদর্শ।

আমরা এই পুস্তকের অনুবাদে দুইখানি মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্য লাভ করিয়াছি। তন্মধ্যে একখানি শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস্ হইতে মুদ্রিত, অপর খানি মহীশূর ওরিএন্টাল্ লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। আমরা উল্লিখিত উভয় পুস্তকেরই সাহায্য পাইয়াছি; তথাপি প্রথমোক্ত পুস্তকখানির বিশেষরূপ অনুসরণ করিয়াছি। কারণ উক্ত পুস্তক খানি শৃঙ্গেরী মঠের স্বামীজী মহারাজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি অনেক শ্লোক মূল হস্তলিখিত পুস্তক হইতে যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বোধহয় না; কারণ অনেক শ্লোকের অর্থে কষ্ট কল্পনা করিতে হইয়াছে। উভয় পুস্তকের পাঠ দেখিয়া যতদূর সম্ভব, সমীচীন পাঠ সংযোজিত হইয়াছে।

অনুবাদকের পরিচয়।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রথমে এই পুস্তকের অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন; কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া তিনি পীড়িত হ'ন; পরে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে লোটাস্ লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমারই উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। যদিও আংশিক ভাবে গ্রন্থানুবাদে আমার বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি ছিল না, তথাপি অনিলবাবুর কার্য্য বলিয়া এ ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তর্কভূষণ মহাশয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত; যদিও তাঁহার অনুবাদের সহিত আমার অনুবাদের সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, তথাপি মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই নবীন উৎসাহের প্রতি পাঠকগণের কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টিপাত হইলে, এই দীন লেখক পাঠকবর্গের হস্তে আরও অনেক গ্রন্থ অর্পণ করিতে সমর্থ হইবে। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ১০০৬টী শ্লোক আছে;

তন্মধ্যে ২৭২টি শ্লোকের অনুবাদক তর্কভূষণ মহাশয় ; অবশিষ্ট শ্লোকের অনুবাদ আমাকেই করিতে হইয়াছে। আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গিয়া অনেক স্থলে ভাষার পারিপাট্য রক্ষিত হয় নাই। অনেক পারিভাষিক শব্দের প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে ; কিন্তু সকলস্থলে অর্থ পরিস্ফুট না হইতেও পারে। আমার এই প্রথম অনুবাদে ত্রুটি থাকিবারই বিশেষ সম্ভাবনা ; পাঠকবর্গ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া, ইহার দোষগুণ আমাকে জানাইলে কৃতার্থ হইব।

প্রকাশকের পরিচয়।

লোটাস্ লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশেষ পরিশ্রমের সহিত এই সমস্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহার এইরূপ উদ্যম যে সাতিশয় প্রশংসার বিষয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে সমস্ত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এইরূপ ভাবে প্রকাশিত হয় নাই, অনিল বাবু সেই সমস্ত গ্রন্থ সাধারণের সুখপাঠ্য করিয়া দিতেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এবং কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীযুক্ত অনিলবাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেশের ও সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করুন ইতি।

কলিকাতা

নিবেদক—

শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্মা,

বিষয়-সূচী।

সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ।

মঙ্গলাচরণম্—

অখণ্ডানন্দ-সন্দোহো * বন্দনাদ্ যস্য জায়তে।
গোবিন্দং তমহং বন্দে চিদানন্দতনুং গুরুম্॥ ১

অন্বয়। যস্য (যাঁহার) বন্দনাৎ (উপাসনা দ্বারা) অখণ্ডানন্দসম্বোধঃ (অপরিচ্ছিন্ন সুখের সাক্ষাৎকার) জায়তে (হইয়া থাকে) চিদানন্দতনুং (চৈতন্য ও আনন্দের মূর্ত্তিস্বরূপ) তং (সেই) গোবিন্দং (গোবিন্দনামক) গুরুং (গুরুকে) অহং (আমি) বন্দে (বন্দনা করিতেছি)॥ ১

অনুবাদ। যাঁহার উপাসনা করিলে অবিনশ্বর সুখের অনুভব হয়, চৈতন্য ও আনন্দের বিগ্রহস্বরূপ সেই গোবিন্দ-নামক গুরুকে আমি বন্দনা করিতেছি॥ ১

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্‌মনসগোচরম্।
আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়েঽভীষ্টসিদ্ধয়ে॥ ২

অন্বয়। অখণ্ডং (অবিনাশী) সচ্চিদানন্দং (সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) অবাঙ্মনসগোচরং (বাক্য ও মনের অতীত) অখিলাধারং (বিশ্বের আশ্রয়) আত্মানং (আত্মাকে) অভীষ্টসিদ্ধয়ে (অভীষ্টসিদ্ধির জন্য) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করিতেছি)॥ ২

অনুবাদ। যাঁহার বিনাশ নাই, যিনি পরমার্থসৎ, যিনি জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ এবং যিনি চরাচর প্রপঞ্চের আশ্রয়, সেই ব্রহ্মকে আমি আশ্রয় করিতেছি, সেই ব্রহ্ম বাক্য এবং মনের অগোচর॥ ২

* অখণ্ডানন্দ-সংবোধঃ ইতি বা পাঠঃ।

যদালম্বো দরং হন্তি সতাং প্রত্যূহসম্ভবম্।
তদালম্বে দয়ালম্বং লম্বোদর-পদাম্বুজম্॥ ৩

অন্বয়। যদালম্বঃ (যাহার অবলম্বন) সতাং (সজ্জনগণের) প্রত্যূহসম্ভবং (বিঘ্ন হইতে সমুৎপন্ন) দরং (ভয়কে) হন্তি (হনন করিয়া থাকে) তৎ (সেই) দয়ালম্বং (করুণার আধার) লম্বোদর-পদাম্বুজং (গণেশের চরণ-পদ্মকে) আলম্বে (আমি অবলম্বন করিতেছি)॥ ৩

অনুবাদ। যাঁহাকে অবলম্বন করিলে, সজ্জনগণের বিঘ্ন হইতে সমুৎপন্ন ভয়ের নিবৃত্তি হয়, করুণার আধার সেই গণেশ-পাদপদ্মকে আমি অবলম্বন করিতেছি॥ ৩

অর্থতোঽপ্যদ্বয়ানন্দমতীত-দ্বৈত-লক্ষণম্।
আত্মারামমহং বন্দে শ্রীগুরুং শিব-বিগ্রহম্॥ ৪

অন্বয়। অর্থতঃ (বাস্তব পক্ষে) অপি (ও) অদ্বয়ানন্দং (দ্বৈতবর্জ্জিত আনন্দ-স্বরূপ) অতীত-দ্বৈত-লক্ষণম্ (অবিদ্যাবিনির্ম্মুক্ত) আত্মারামং (একমাত্র আত্মাতেই অনুরক্ত) শিববিগ্রহং (সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ) শ্রীগুরুং (শ্রীগুরুদেবকে) অহং (আমি) বন্দে (বন্দনা করিতেছি)॥ ৪

অনুবাদ। নামেও যিনি অদ্বয়ানন্দ অথচ অর্থতঃও যিনি দ্বৈতভাব-বর্জ্জিত, আনন্দময় অবিদ্যা হইতে বিনির্ম্মুক্ত সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তিধারী আত্মমাত্রানুরক্ত সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করিতেছি॥ ৪

মন্তব্য। এই শ্লোকে 'অতীত-দ্বৈত-লক্ষণ' এই পদটি বহুব্রীহিসমাস-নিষ্পন্ন, যাঁহার দ্বৈত-লক্ষণ অতীত হইয়াছে—তাঁহাকেই অতীতদ্বৈতলক্ষণ কহা যায়। দ্বৈতলক্ষণ এই শব্দটির অর্থ, অজ্ঞান বা অবিদ্যা, দ্বৈত অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ যাঁহার লক্ষণ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি দ্বারা দ্বৈতলক্ষণ এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই দ্বৈতলক্ষণ শব্দটির অর্থ এই স্থলে অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতেছে। কার্য্য দেখিয়াই লোকে কারণের অনুমান করিয়া থাকে। ইহা লোক-প্রসিদ্ধ; অদ্বৈতবাদীর মতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিদ্যারই কার্য্য; এই কারণে দ্বৈতরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণ যে অজ্ঞান, তাহার অনুমান করা যাইতে পারে। এই শ্লোকটি পাঠ করিলে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, আচার্য্য

শঙ্করের অদ্বয়ানন্দ-নামক আর একজন গুরু ছিলেন ; কারণ, প্রথম শ্লোকে তিনি গোবিন্দ-নামক গুরুকে নমস্কার করিয়া আবার যথন 'অদ্বয়ানন্দ শ্রীগুরুকে বন্দনা করিতেছি' বলিয়া এই চতুর্থ শ্লোকের দ্বারা গুরু বন্দনা করিতেছেন, ইহা দ্বারা ইহাই সম্ভবপর হয় যে, আচার্য্য শঙ্করের গোবিন্দ এবং অদ্বয়ানন্দ নামে দুইজন অদ্বৈতবিদ্যার উপদেষ্টা গুরু ছিলেন—নহিলে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া—দুইটি শ্লোকে তিনি দুইবার গুরুবন্দনা করিবেন কেন?—আমার বিবেচনায় কিন্তু এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না—কারণ, অত্যন্ত ভক্তিবশতঃ মঙ্গলাচরণের উপক্রমে এবং উপসংহারে দুইবার একই গুরুকে বন্দনা করিয়া, শঙ্কর কোন প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারা যায় না। তাহার পর অদ্বয়ানন্দ এই পদটি আচার্য্যের গুরু গোবিন্দের উপাধি এই প্রকার ধরিয়া লইলেও গোল চুকিয়া যায়। নিরুপাধিক নাম দ্বারা গুরুকে স্মরণ করিয়া,পূর্ব্ব শ্লোকে গুরু বন্দনা করা হইয়াছে; ইহাতে গুরুর প্রতি ঈষৎ অসম্মান সূচিত হইতে পারে—ইহা ভাবিয়া তাহারই প্রতিবিধান করিবার জন্য গুরুর প্রসিদ্ধ উপাধির উল্লেখপূর্ব্বক এই চতুর্থ শ্লোকে বন্দনা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন, এই প্রকার ভাব বর্ণন করিলে কোন ক্ষতিই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীগুরু এই শব্দটির দ্বারা গুরুর গুরুই অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে আচার্য্য শঙ্কর প্রথম শ্লোকে নিজ গুরুর বন্দনা করিয়া, এই চতুর্থ শ্লোকের দ্বারা গুরুর গুরুর অর্থাৎ পরমগুরুর বন্দনা করিতেছেন। শ্রীগুরু বলিলে পরম গুরুকে বুঝা যায় এই প্রকার কোন দৃঢ়তর প্রমাণ না থাকায়, আমরা এই মতের সমর্থন করিতে পারি না।

বেদান্ত-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ উচ্যতে।
প্রেক্ষাবতাং মুমুক্ষূণাং সুখবোধোপপত্তয়ে ॥ ৫

অন্বয়। প্রেক্ষাবতাং মুমুক্ষূণাং (বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থিগণের) সুখ-বোধোপপত্তয়ে (অনায়াসে জ্ঞানলাভের জন্য) বেদান্তশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ (বেদান্ত-শাস্ত্রের সারভূত সিদ্ধান্তসমূহ) উচ্যতে (বলা হইতেছে) ॥ ৫

অনুবাদ। সদসদ্‌বিবেকশালী মোক্ষার্থী যতিগণের—অনায়াসে বোধলাভের জন্য আমি বেদান্তশাস্ত্রের সারস্বরূপ সিদ্ধান্তসমূহ বলিতেছি ॥ ৫

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ম্।

অস্য শাস্ত্রানুসারিত্বাৎ অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ম্।
যদেব মূলং শাস্ত্রস্য নির্দ্দিষ্টং তদিহোচ্যতে ॥ ৬

অন্বয়। যদেব (যাহাই) শাস্ত্রস্য (শাস্ত্রের) মূলং (প্রধান) অনুবন্ধচতুষ্টয়ং (চারিটি আরম্ভহেতু) নির্দ্দিষ্টম্ (উক্ত হইয়াছে) অস্য (এইগ্রন্থের) শাস্ত্রানুসারিত্বাৎ (শাস্ত্রের অনুসারেই রচিত হওয়া প্রযুক্ত) তৎ (সেই চারিটি অনুবন্ধই) ইহ (এই গ্রন্থে) উচ্যতে (কথিত হইতেছে) ॥ ৬

অনুবাদ। বেদান্তশাস্ত্রের আরম্ভহেতু বলিয়া যে চারিটি বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই গ্রন্থও বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থেও সেই চারিটি আরম্ভহেতুই বলা যাইতেছে ॥ ৬

মন্তব্য। কোন একটি শাস্ত্রের আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ শাস্ত্রের দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? কাহার জন্য ঐ শাস্ত্র রচিত হইয়াছে? শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি? এবং ঐ বিষয় প্রয়োজন এবং শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি প্রকার?—এই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে শ্রোতার ঐ শাস্ত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না; এই কারণে সকল শাস্ত্রারম্ভের পূর্ব্বেই এই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক; এই চারিটি বিষয়কেই—অনুবন্ধ বলা যায়। এই শ্লোকটির দ্বারা—সেই অনুবন্ধ চারিটি কি, তাহারই নির্ণয় করিবার জন্য সূচনা করা হইতেছে। শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে—এই গ্রন্থের অনুবন্ধ-চতুষ্টয় মূলভূত বেদান্ত-শাস্ত্রের অনুবন্ধ-চতুষ্টয় হইতে ভিন্ন নহে; কারণ বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারেই এই গ্রন্থখানি রচিত হইতেছে; সুতরাং মূল বেদান্তশাস্ত্রের যাহা অনুবন্ধ-চতুষ্টয়, তাহাই এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইতেছে—তাহা প্রদর্শিত হইলে, আর এই গ্রন্থের জন্য উপযোগী স্বতন্ত্র অনুবন্ধ-চতুষ্টয় দেখাইবার কোন আবশ্যকতা নাই ॥

অধিকারী চ বিষয়ঃ সম্বন্ধশ্চ প্রয়োজনম্।
শাস্ত্রারম্ভফলং প্রাহুঃ অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ম্ ॥ ৭

অন্বয়। অধিকারী—(শাস্ত্রোক্ত ফলের কামনা যাহার আছে সেই ব্যক্তি) বিষয়ঃ (প্রতিপাদ্য বস্তু) সম্বন্ধঃ (শাস্ত্র, প্রয়োজন এবং বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ)

প্রয়োজনং চ (এবং ফল) (ইতি) শাস্ত্রারম্ভফলং (শাস্ত্রারম্ভের হেতু) অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ং (চারিটি অনুবন্ধ) প্রাহুঃ (শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন) ॥ ৭

অনুবাদ। অধিকারী অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ফলকামী, শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু, অধিকারী, প্রতিপাদ্য বস্তু এবং প্রয়োজন—এই কয়টির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন, এই চারিটি অনুবন্ধ—যাহার জ্ঞান শাস্ত্রারম্ভের হেতু, তাহাকেই অনুবন্ধ কহা যায় ॥ ৭

চতুর্ভিঃ সাধনৈঃ সম্যক্ সম্পন্নো যুক্তিদক্ষিণঃ।
মেধাবী পুরুষো বিদ্বান্ অধিকার্য্যত্র সম্মতঃ ॥ ৮

অন্বয়। চতুর্ভিঃ সাধনৈঃ সম্যক্ সম্পন্নঃ (বক্ষ্যমাণ চারিপ্রকার সাধনের দ্বারা সম্পন্ন) যুক্তিদক্ষিণঃ (যুক্তি-পরতন্ত্র) মেধাবী (ধারণাসমর্থ) বিদ্বান্ (অধীত-বেদাদিশাস্ত্র) পুরুষঃ (মানব) অত্র (এই বেদান্তশাস্ত্রে) অধিকারী (অধিকার-যুক্ত) সম্মতঃ (বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন) ॥ ৮

অনুবাদ। কথিত চারি প্রকার সাধনসম্পত্তি যাঁহার হইয়াছে, যিনি যুক্তির অনুকূল, যিনি ধারণাসমর্থ এবং যাঁহার বেদাদিশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি হইয়াছে, এই প্রকার মনুষ্যই এই বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন ॥ ৮

বিষয়ঃ শুদ্ধচৈতন্যং জীবব্রহ্মৈক্যলক্ষণম্।
যত্রৈব দৃশ্যতে সর্ব্ববেদান্তানাং সমন্বয়ঃ ॥ ৯

অন্বয়। যত্র (যাহাতে) সর্ব্ববেদান্তানাং (উপনিষৎসমূহের) সমন্বয়ঃ (তাৎপর্য্য) দৃশ্যতে (পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে) [তৎ] জীবব্রহ্মৈক্যলক্ষণং (জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যস্বরূপ সেই) শুদ্ধচৈতন্যং (পরব্রহ্ম) বিষয়ঃ (এই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য) ॥ ৯

অনুবাদ। সকল উপনিষদেরই যাহা তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ শুদ্ধ চৈতন্যই এই শাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য ॥ ৯

এতদৈক্যপ্রমেয়স্য প্রমাণস্যাঽপি চ শ্রুতেঃ।
সম্বন্ধঃ কথ্যতে সদ্ভিঃ বোধ্যবোধকলক্ষণঃ ॥ ১০

অন্বয়। এতদৈক্যপ্রমেয়স্য—(এই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয়ের) শ্রুতেঃ চ (এবং শ্রুতিরূপ) প্রমাণস্য (প্রমাণের) বোধ্যবোধকলক্ষণঃ (বোধ্য-বোধকস্বরূপ) সম্বন্ধঃ (পরস্পর সম্বন্ধই) সদ্ভিঃ (সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক) সম্বন্ধঃ (সম্বন্ধ বলিয়া) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১০

অনুবাদ। এই জীব ও ব্রহ্মে ঐক্যরূপ যে প্রমেয়, তাহার এবং শ্রুতিস্বরূপ প্রমাণের মধ্যে বোধ্য-বোধকরূপ সম্বন্ধই—পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥১০

ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সন্তঃ প্রাহুঃ প্রয়োজনম্।
যেন নিঃশেষসংসারবন্ধাৎ সদ্যঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১

অন্বয়। সন্তঃ (সজ্জনগণ) ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং (জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বিজ্ঞানকে) প্রয়োজনং (বেদান্তশাস্ত্রের ফল) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন); যেন (যে ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ-জ্ঞানের দ্বারা) নিঃশেষ-সংসারবন্ধাৎ (সমগ্র সংসার বন্ধন হইতে) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রমুচ্যতে [জীব] (মুক্তি লাভ করিয়া থাকে) ॥ ১১

অনুবাদ। যাহার দ্বারা (জীব) সকল প্রকার সংসার-বন্ধন হইতে সদ্যঃ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, সেই জীব ওব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানকেই সজ্জনগণ বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥১১

প্রয়োজনং সম্প্রবৃত্তেঃ কারণং ফললক্ষণম্।
প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে ॥ ১২

অন্বয়। ফললক্ষণং (ফলস্বরূপ) প্রয়োজনং (প্রয়োজন) সম্প্রবৃত্তেঃ (সম্যক্ প্রবৃত্তির) কারণং (হেতু) [হইয়া থাকে]; মন্দঃ অপি (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও) প্রয়োজনং (ফলকে) অনুদ্দিশ্য (লক্ষ্য না করিয়া) ন প্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্ত হয় না) ॥ ১২

অনুবাদ। ফলস্বরূপ প্রয়োজনই (লোকের) প্রবৃত্তির প্রতি কারণ (হইয়া থাকে); [কারণ সচরাচর লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে] অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও প্রয়োজন না দেখিতে পাইলে [কোন কার্য্যে] প্রবৃত্ত হয় না ॥১২

সাধন-চতুষ্টয়ম্।

সাধন-চতুষ্টয়-সম্পত্তিঃ যস্যাঽস্তি ধীমতঃ পুংসঃ।
তস্যৈবৈতৎফলসিদ্ধিঃ নাঽন্যস্য কিঞ্চিদূনস্য ॥ ১৩

অন্বয়। যস্য (যে) ধীমতঃ (ধীমান্) পুংসঃ (পুরুষের) সাধনচতুষ্টয়-সম্পত্তিঃ (চারিটি সাধনের সম্পাদন) অস্তি (আছে), তস্য (তাহার) এব (ই) এতৎ-ফলসিদ্ধিঃ (এই ফলের সিদ্ধি) [হইয়া থাকে]; কিঞ্চিদূনস্য অন্যস্য (এই সাধন-সম্পত্তির কোন অংশে ন্যূনতা যাহার আছে এইরূপ অন্য কোন ব্যক্তির) ন (নহে) [এই ফল লাভ হয় না] ॥ ১৩

অনুবাদ। যিনি বুদ্ধিমান্ এবং এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন, সেই পুরুষেরই এই ফল (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান) লাভ হয়; যাহার কিন্তু সাধন-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটিও অসম্পূর্ণ থাকে, তাহার এই ফললাভ হয় না ॥ ১৩

চত্বারি সাধনান্যত্র বদন্তি পরমর্ষয়ঃ।
মুক্তির্যেষাং তু সদ্ভাবে নাভাবে সিধ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ১৪

অন্বয়। পরমর্ষয়ঃ (ঋষিশ্রেষ্ঠগণ) অত্র (এই ফললাভের প্রতি) চত্বারি (চারিটি) সাধনানি (সাধন অর্থাৎ উপায়) বদন্তি (নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন); যেষাং (যে চারিটি সাধনের) সদ্ভাবে (সদ্ভাব হইলে) মুক্তিঃ (মোক্ষ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়), অভাবে (সদ্ভাব না হইলে) ন (হয় না) ॥ ১৪

অনুবাদ। মহর্ষিগণ এই (তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফললাভের) চারিটি সাধন নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—এই চারিটি সাধনের সদ্ভাব হইলে মুক্তি লাভ হয়, এই চারিটি সাধনের সদ্ভাব না হইলে মুক্তি সিদ্ধ হয় না ॥ ১৪

আদ্যং নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকঃ সাধনং মতম্।
ইহামুত্রার্থ-ফলভোগবিরাগো দ্বিতীয়কম্ ॥ ১৫

অন্বয়। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর পরস্পর বৈলক্ষণ্য জ্ঞান) আদ্যং (প্রথম) সাধনং (উপায়) [বলিয়া] মতং (অভিমত);

ইহ (এই সংসারে) অমুত্র (পরলোকে) ফলভোগবিরাগঃ (ফল ভোগের প্রতি বিরক্তি) দ্বিতীয়কং (দ্বিতীয়) [সাধনং মতমিতি শেষঃ—সাধন বলিয়া বিবেচিত হয়] ॥ ১৫

অনুবাদ। নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে যে পরস্পর বৈলক্ষণ্য আছে, তাহার জ্ঞানই প্রথম সাধন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই জগতে এবং স্বর্গাদি লোকে যত প্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, সেই সকলেরই উপর বিরক্তিই দ্বিতীয় সাধন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥১৫

শমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ তৃতীয়ং সাধনং মতম্।
তুরীয়ং তু মুমুক্ষুত্বং সাধনং শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ১৬

অন্বয়। শমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ (শম প্রভৃতি ছয়টির সদ্‌ভাব) তৃতীয়ং (তৃতীয়) সাধনং উপায়) মতং (বিবেচিত হয়); মুমুক্ষুত্বং তু (মোক্ষলাভের জন্য ইচ্ছাই) শাস্ত্রসম্মতং (শাস্ত্রস্বীকৃত) তুরীয়ং (চতুর্থ) সাধনং (উপায়) শাস্ত্রসম্মতং (শাস্ত্রে কথিত হয়) ॥ ১৬

অনুবাদ। শম প্রভৃতি (বক্ষ্যমাণ) ছয়টির সদ্ভাবই তৃতীয় সাধন বলিয়া বিবেচিত হয়। মুক্তিলাভের জন্য ইচ্ছাই চতুর্থ উপায় বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৬

নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকঃ।

ব্রহ্মৈব নিত্যমন্যৎ তু হ্যনিত্যমিতি বেদনম্।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইতি কথ্যতে ॥ ১৭

অন্বয়। ব্রহ্ম (পরমাত্মা) এব (ই) নিত্যং (অবিনাশী) অন্যৎ (ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত) তু হি (প্রসিদ্ধ বস্তু মাত্রই) অনিত্যং (বিনাশী) ইতি (এইপ্রকার) বেদনং (যে জ্ঞান) অয়ং (ইহা) সঃ (সেই) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বৈলক্ষণ্য-জ্ঞান) ইতি (এইরূপ) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১৭

অনুবাদ। পরমাত্মাই একমাত্র অবিনাশী—পরমাত্ম-ব্যতিরিক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ আর সকল বস্তুই বিনাশী—এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭

মৃদাদি-কারণং নিত্যং ত্রিষু লোকেষু দর্শনাৎ।
ঘটাদ্যনিত্যং তৎকার্য্যং যতস্তন্নাশমীক্ষতে ॥ ১৮ *

অন্বয়। ত্রিষু (তিন) লোকেষু (লোকে) দর্শনাৎ (দেখিতে পাওয়া যায় যে,) মৃদাদি (মৃত্তিকা প্রভৃতি) কারণং (উপাদান) নিত্যং (কার্য্যদ্রব্য হইতে অধিককালস্থায়ি হইয়া থাকে) তৎকার্য্যং (সেই মৃত্তিকা প্রভৃতির কার্য্য) ঘটাদি (কলসপ্রভৃতি দ্রব্য) অনিত্যং (অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী) যতঃ (যেহেতু) তন্নাশং (ঐ সকল ঘট প্রভৃতি কার্য্যদ্রব্যের নাশ) ঈক্ষতে (লোকে দেখিয়া থাকে) ॥ ১৮

অনুবাদ। ত্রিলোকের মধ্যে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্তিকা প্রভৃতি কার্য্যের উপাদানদ্রব্যগুলি—সেই সেই কার্য্য অপেক্ষা নিত্য অর্থাৎ অধিককালস্থায়ি। কিন্তু, ঘটাদি কার্য্যদ্রব্যগুলি মৃত্তিকাদি কারণ অপেক্ষা অনিত্য; যেহেতু লোকে (মৃত্তিকাপ্রভৃতির বর্ত্তমানতা-দশাতেই) ঘটাদি কার্য্যদ্রব্যের ধ্বংস দেখিতে পায় ॥ ১৮

তথৈবৈতজ্জগৎ সর্ব্বমনিত্যং ব্রহ্মকার্য্যতঃ।
তৎকারণং পরং ব্রহ্ম ভবেন্নিত্যং মৃদাদিবৎ ॥ ১৯

অন্বয়। তথৈব (সেই প্রকার) এতৎ সর্ব্বং জগৎ (এই সমগ্র জগৎ) ব্রহ্ম-কার্য্যতঃ (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া) অনিত্য (বিনাশি); তৎকারণং (সেই জগতের কারণ) পরং ব্রহ্ম (নিরুপাধিক ব্রহ্ম) নিত্যং (অবিনাশি) ভবেৎ (হইয়া থাকে) মৃদাদিবৎ (যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতি) ॥১৯

অনুবাদ। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই সমগ্র বিশ্ব অনিত্য, আর এই জগতের কারণ সেই পরব্রহ্ম (ঘটাদি কার্য্য অপেক্ষা তদীয় কারণ মৃদাদি যেরূপ নিত্য সেইরূপ) পরমার্থতঃ নিত্য ॥ ১৯

* যতস্তন্নাশ ঈক্ষ্যতে—ইতি বা পাঠঃ।

তাৎপর্য্য। এই শ্লোকে ব্রহ্ম যে নিত্য এই বিষয়ে মৃদাদি বস্তুকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা কেহ কেহ এইপ্রকার শঙ্কা করিতে পারেন যে, বেদান্ত-সিদ্ধান্তে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য। তাহাই যদি স্থির হয়, তবে মৃৎপ্রভৃতিকে নিত্য বলিয়া দৃষ্টান্তরূপে যে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তাহা কিপ্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? বাস্তবিক আচার্য্য শঙ্করের এইপ্রকার অভিপ্রায় নহে। কার্য্য হইতে কারণ অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ি; সুতরাং কার্য্যাপেক্ষা কারণ নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। আচার্য্য শঙ্কর ইহাই প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, যেমন ঘট মাটীর কার্য্য, এইজন্য মাটী ঘট অপেক্ষা নিত্য; এইরূপ যিনি সর্ব্বজগতের কারণ, তিনি সর্ব্বজগৎ অপেক্ষা নিত্য। ফলতঃ দাঁড়াইল এই যে, মৃদাদি বস্তু যেরূপ আপেক্ষিক নিত্য, ব্রহ্মের পক্ষে সেরূপ আপেক্ষিক নিত্যতা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, ব্রহ্ম উৎপত্তিশূন্য ও নিরবয়ব; সেই কারণে তাঁহার কোনকালেই বিনাশ হইবে এইপ্রকার সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না। কিন্তু মৃদাদি কারণ ঘটাদি কার্য্য দ্রব্য অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ি হইলেও, তাহা যে হেতু উৎপত্তিমৎ এবং সাবয়ব, এই কারণে তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য তাহা নিজ কার্য্য হইতে অধিক কাল স্থায়ি হইলেও তাহাকে কখনই অবিনাশি বলা যায় না। কিন্তু এইরূপে ব্রহ্মকে সকল কার্য্যাপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ি স্বীকার করিলেও, মৃদাদি বস্তুর ন্যায় তাঁহার কোনকালে বিনাশ হইবার সম্ভাবনা করা যায় না। কারণ, বিনাশি দ্রব্যের যাহা ধর্ম্ম অর্থাৎ সাবয়বত্ব এবং উৎপত্তিমত্ত্ব, তাহা ব্রহ্মে বিদ্যমান নাই; এই কারণে ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নিত্য ॥ ১৯

সর্গং বক্ত্যস্য তস্মাদ্‌বা এতস্মাদিত্যপি শ্রুতিঃ।
সকাশাদ্‌ব্রহ্মণস্তস্মাৎ অনিত্যত্বে ন সংশয়ঃ ॥ ২০

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই) এতস্মাৎ বা (এই ব্রহ্ম হইতেই) ইতি (এই প্রকার) শ্রুতিঃ (বেদ) অপি (ও) অস্য (এই জগতের) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) সকাশাৎ (সকাশ হইতে) সর্গং (সৃষ্টি) বক্তি (নির্দ্দেশ করিতেছে) তস্মাৎ (সেই কারণে) অনিত্যত্বে (এই জগতের অনিত্যত্ব বিষয়ে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন (হইতে পারে না) ॥ ২০

অনুবাদ। এই সেই ব্রহ্ম হইতে (আকাশ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিতেছে যে, এই প্রপঞ্চ

ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কারণে জগতের অনিত্যত্ব বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না ॥ ২০

সর্ব্বস্যানিত্যত্বে সাবয়বত্বেন সর্ব্বতঃ সিদ্ধে।
বৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যত্বমতির্ভ্রম এব মূঢ়বুদ্ধীনাম্ ॥ ২১

অন্বয়। সাবয়বত্বেন (অবয়বের সহিত বিদ্যমান বলিয়া) সর্ব্বস্য (সকল বস্তুরই) অনিত্যত্বে (বিনাশিত্ব) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বপ্রকারে) সিদ্ধে (প্রতিপন্ন হইলে) বৈকুণ্ঠাদিষু (বৈকুণ্ঠাদি লোকসমূহে) নিত্যত্বমতিঃ (ইহারা অবিনাশী এই প্রকার জ্ঞান) মূঢ়বুদ্ধীনাং (মূঢ়মতি মানবগণের) ভ্রম এব (ভ্রান্তি মাত্র)॥ ২১

অনুবাদ। সাবয়বত্ব-নিবন্ধন (অর্থাৎ অবয়ব আছে বলিয়া) সকল প্রপঞ্চেরই (এইরূপে) অনিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইলে, বৈকুণ্ঠাদি লোকসমূহে যে নিত্যত্ব বোধ, তাহা মূঢ়বুদ্ধি জনগণের ভ্রান্তি মাত্র ॥ ২১

অনিত্যত্বং চ নিত্যত্বমেবং যৎ শ্রুতিযুক্তিভিঃ।
বিবেচনং নিত্যানিত্যবিবেক ইতি কথ্যতে ॥ ২২

অন্বয়। এবং (সেই প্রকার) অনিত্যত্বং (বিনাশিত্ব) চ (এবং) নিত্যত্বং (অবিনাশিত্ব) [ভবতি ইতি শেষঃ হইয়া থাকে]; শ্রুতিযুক্তিভিঃ (বেদ ও তদনুসারী তর্কের সাহায্যে) ইতি যৎ (এই প্রকার যে) বিবেচনং (বিচার) [তাহাই] নিত্যানিত্যবিবেকঃ (নিত্য ও অনিত্যের স্বরূপ-জ্ঞান) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে)॥ ২২

অনুবাদ। এইরূপে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব [সম্বন্ধে] বেদ ও তদনুযায়ী তর্কের সাহায্যে যে বিচার, তাহাই নিত্যানিত্য বিবেক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২২

বিরক্তিঃ।

ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু হ্যনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ।
নৈস্পৃহ্যং তুচ্ছবুদ্ধির্যৎ * তদ্‌বৈরাগ্যমিতীর্য্যতে ॥ ২৩

অন্বয়। ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু (এই লোকের এবং পরলোকের ভোগ্যবস্তুসমূহে)

* তুচ্ছবুদ্ধ্যা যৎ ইতি বা পাঠঃ।

অনিত্যত্বেন (অনিত্য এই ভাবে) নিশ্চয়াৎ (নিশ্চয় হওয়া প্রযুক্ত) যৎ নৈস্পৃহ্যং (যে নিস্পৃহতা অর্থাৎ) তুচ্ছবুদ্ধিঃ (অকিঞ্চিৎকরত্ববোধ) তৎ (তাহাই) বৈরাগ্যং (বিরক্তি) ইতি (এই বলিয়া) ঈর্য্যতে (কথিত হইয়া থাকে)॥ ২৩

অনুবাদ। ঐহিক এবং পারলৌকিক সকল ভোগ্য বস্তুতেই অনিত্যস্বরূপে নিশ্চয় হওয়া প্রযুক্ত যে নিস্পৃহতা বা তুচ্ছবুদ্ধি (উদিত হয়) তাহাই বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৩

নিত্যানিত্যপদার্থবিবেকাৎ পুরুষস্য জায়তে সম্যঃ।
স্রক্‌চন্দনবনিতাদৌ সর্ব্বত্রাঽনিত্যবস্তুনি বিরক্তিঃ॥ ২৪

অন্বয়। নিত্যানিত্যপদার্থবিবেকাৎ (নিত্য ও অনিত্য বস্তুর যথার্থরূপে জ্ঞান হওয়া নিবন্ধন) স্রক্‌চন্দনবনিতাদৌ (পুষ্পমাল্য, চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি) সর্ব্বত্র (সকল) অনিত্যবস্তুনি (বিনশ্বর পদার্থের উপর) পুরুষস্য (পুরুষের) বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে)॥ ২৪

অনুবাদ। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর স্বরূপ কি তদ্‌বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হওয়া নিবন্ধন পুরুষের পুষ্পমাল্য, চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি যাবতীয় অনিত্য বস্তুতেই বৈরাগ্য উদিত হইয়া থাকে ॥ ২৪

কাকস্য বিষ্ঠাবদসহ্যবুদ্ধি-
র্ভোগ্যেষু সা তীব্রবিরক্তিরিষ্যতে।
বিরক্তিতীব্রত্বনিদানমাহু-
র্ভোগ্যেষু দোষেক্ষণমেব সন্তঃ॥ ২৫

অন্বয়। ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তুনিবহে) কাকস্য (কাকের) বিষ্ঠাবৎ (বিষ্ঠার ন্যায়) অসহ্যবুদ্ধিঃ (যে অসহনীয়ত্ব-বোধ) সা (তাহাই) তীব্রবিরক্তিঃ (উৎকট বৈরাগ্য) ইষ্যতে (বলিয়া স্বীকৃত হয়) ; সন্তঃ (সজ্জনগণ) ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তু-সমূহে) দোষেক্ষণমেব (দোষদর্শনকেই) বিরক্তিতীব্রত্বনিদানং (তীব্র বৈরাগ্যের মূল কারণ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)॥ ২৫

অনুবাদ। ভোগ্যবস্তুনিবহে কাকের বিষ্ঠার ন্যায় যে অসহনীয়তা বোধ, তাহাকেই সাধুগণ তীব্র বৈরাগ্যের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২৫

প্রদৃশ্যতে বস্তুনি যত্র দোষঃ
ন তত্র পুংসোঽস্তি পুনঃ প্রবৃত্তিঃ।
অন্তর্মহারোগবতীং বিজানন্
কো নাম বেশ্যামপি রূপিণীং ব্রজেৎ ॥ ২৬

অন্বয়। যত্র (যে) বস্তুনি (বস্তুতে) দোষঃ (দুঃখকরত্ব প্রভৃতি দোষ) প্রদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তত্র (তাহাতে) পুংসঃ (পুরুষের) পুনঃ (পুনর্ব্বার) প্রবৃত্তিঃ (অনুরাগ) ন অস্তি (হয় না)। অন্তর্মহারোগবতীং (দেহমধ্যে ইহার মহারোগ আছে এই প্রকার) বিজানন্ (জানিয়া) কো নাম (কোন্ ব্যক্তি) রূপিণীম্ (রূপবতী) অপি (হইলেও) বেশ্যাং ব্রজেৎ (ঐ বেশ্যার সহিত সমাগত হয়?) ॥ ২৬

অনুবাদ। যে বস্তুতে দোষ আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে লোকের আর প্রবৃত্তি হয় না। ইহার অভ্যন্তরে মহারোগ আছে ইহা জানিতে পারিলে, কোন্ ব্যক্তি রূপবতী বেশ্যার সহিত সমাগত হয়? ॥ ২৬

অত্রাপি চান্যত্র চ বিদ্যমান-
পদার্থসংমর্শনমেব কার্য্যম্।
যথাপ্রকারার্থগুণাভিমর্শনং
সন্দর্শয়ত্যেব তদীয়-দোষম্ ॥ ২৭

অন্বয়। অত্র (এই পৃথিবীতে) অপি (এবং) অন্যত্র চ (পরলোকেও) বিদ্যমান-পদার্থসংমর্শনং (বিদ্যমান বস্তুনিবহের কি স্বভাব তাহার বিচার) কার্য্যং (করা উচিত)। যথাপ্রকারার্থগুণাভিমর্শনং (যথাযথভাবে বস্তুর ধর্ম্মসমূহের বিচার) তদীয় দোষং (সেই বস্তুর দোষকে) সন্দর্শয়তি এব (নিশ্চয়ই দেখাইয়া দেয়) ॥ ২৭

অনুবাদ। এই লোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, যত প্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, তাহাদের কি স্বভাব (অর্থাৎ তাহারা অনিত্য এবং পরিণামে দুঃখের হেতু হয় কি না) তাহারই বিবেচনা করা উচিত। এইভাবে ভোগ্যবস্তুনিবহের স্বরূপ বিচার শেষে তদীয়

দোষ (অর্থাৎ অনিত্যত্ব এবং পরিণামে দুঃখহেতুত্ব) প্রদর্শন করিয়া দিয়া থাকে ॥ ২৭

কুক্ষৌ স্বমাতুর্মলমূত্রমধ্যে
স্থিতিং তদা বিট্‌ক্রিমিদংশনঞ্চ।
তদীয়-কৌক্ষেয়কবহ্নিদাহং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ২৮

অন্বয়। স্বমাতুঃ (নিজ জননীর) কুক্ষৌ (উদরে) মলমূত্রমধ্যে (মল ও মূত্রের মধ্যে) স্থিতিং (অবস্থান) তদা (সেই অবস্থানকালে) বিট্‌ক্রিমি দংশনং (বিষ্ঠাজাত ক্রিমিগণের দংশন) তদীয়-কৌক্ষেয়ক-বহ্নিদাহং (এবং জননীর উদরমধ্যস্থিত অগ্নির তাপ দ্বারা দাহ) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি ? (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ২৮

অনুবাদ। নিজ জননীর উদরে বিষ্ঠা ও মূত্রের মধ্যে অবস্থান ও সেই অবস্থানকালে বিষ্ঠাজাত ক্রিমি দ্বারা দংশন এবং জননীর জঠরমধ্যস্থিত বহ্নির তাপ দ্বারা দাহ প্রভৃতির বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তি (এই সংসারের উপর) বিরক্তিকে না প্রাপ্ত হয় ? ॥ ২৮

স্বকীয়-বিণ্মূত্র-নিমজ্জনং যৎ *
চোত্তানগত্যা শয়নং তদা যৎ।
বালগ্রহাদ্যাহতিভাক্‌চ শৈশবং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ২৯

অন্বয়। তদা (সেই সময়ে) যৎ (যে) স্বকীয়বিণ্মূত্রনিমজ্জনং (নিজের বিষ্ঠা এবং মূত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকা) যৎ (যে) উত্তানগত্যা (ঊর্দ্ধদিকে পাদ করিয়া) (নিম্নমুখে) শয়নং (অবস্থান) চ (এবং) বালগ্রহাদ্যাহতিভাক্ (বালকগণের পীড়াদায়ক গ্রহগণের আক্রমণযুক্ত) শৈশবং (বাল্যকালকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ২৯

অনুবাদ। সেইকালে (অর্থাৎ জননীর জঠরমধ্যে বাসকালে)

---

* বিসর্জ্জনং তৎ ইতি বা পাঠঃ।

নিজেরই বিষ্ঠা এবং মূত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যে অবস্থান, জননীর জঠরমধ্যে ঊর্দ্ধভাগে পাদন্যাসপূর্ব্বক নিম্নে মুখ করিয়া যে অবস্থিতি, এবং (জন্মের পর) বালকগণের পীড়াপ্রদ বিবিধ গ্রহগণের উপদ্রব-সঙ্কুল যে শৈশব, তাহা চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না ? ॥ ২৯

স্বীয়ৈঃ পরৈস্তাড়নমজ্ঞভাবম্
অত্যন্তচাপল্যমসৎক্রিয়াঞ্চ।
কুমারভাবে প্রতিষিদ্ধবৃত্তিং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩০

অন্বয়। কুমারভাবে (কৌমারাবস্থাতে) স্বীয়ৈঃ (স্বজনকর্ত্তৃক) পরৈঃ (এবং অনাত্মীয় জনকর্ত্তৃক) তাড়নম্ (প্রহার প্রভৃতি) অজ্ঞভাবম্ (মূর্খতা) অত্যন্তচাপল্যম্ (অতিশয় চপলতা) অসৎক্রিয়াং (অনুচিত কার্য্য) প্রতিষিদ্ধ-বৃত্তিং চ (এবং নানাপ্রকার প্রতিষিদ্ধসেবা) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৩০

অনুবাদ। (তাহার পর) কৌমারাবস্থাতে আত্মীয় এবং অনাত্মীয় জনকর্ত্তৃক তাড়না, মূর্খতা, অতিশয় চাঞ্চল্য, অনুচিত কার্য্য ও নানাপ্রকার প্রতিষিদ্ধ সেবা (প্রভৃতির বিষয়) চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৩০

মদোদ্ধতিং মান্যতিরস্কৃতিং চ
কামাতুরত্বং সময়াতিলঙ্ঘনম্।
তাং তাং যুবত্যোদিতদুষ্টচেষ্টাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩১

অন্বয়। মদোদ্ধতিং (যৌবনমদে ঔদ্ধত্য) মান্যতিরস্কৃতিং (মাননীয় জনকে তিরস্কার) কামাতুরত্বং (কামব্যাকুলতা) সময়াতিলঙ্ঘনং (মর্য্যাদার অতিক্রম) তাং তাং (সেই সেই) যুবত্যা (যুবতির সহিত) উদিত-দুষ্টচেষ্টাং (নব নব ভাবে আবির্ভূত দুষ্ট চেষ্টা) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩১

অনুবাদ। যৌবন-মদে ঔদ্ধত্য, মান্যজনকে তিরস্কার করা, কামাতুরতা, মর্য্যাদা লঙ্ঘন,এবং যুবতীর সহিত সমাগমকালে সেই সেই নূতন নূতন আবির্ভূত কুৎসিত চেষ্টা চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৩১

বিরূপতাং সর্ব্বজনাদবজ্ঞাং
সর্ব্বত্র দৈন্যং নিজবুদ্ধিহৈন্যম্।
বৃদ্ধত্ব-সম্ভাবিত-দুর্দ্দশাং তাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩২

অন্বয়। বিরূপতাং (জরাজনিত কদাকারতা) সর্ব্বজনাৎ (সকল লোকের কাছে) অবজ্ঞাং (অবমান) সর্ব্বত্র (সকল স্থলে) দৈন্যং (অবসন্নতা) নিজবুদ্ধি-হৈন্যং (নিজবুদ্ধির হীনতা) তাং (সেই) বৃদ্ধত্ব-সম্ভাবিতদুর্দ্দশাং (বৃদ্ধত্বনিবন্ধন সম্ভাবিত দুরবস্থাকে) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩২

অনুবাদ। বিকৃত আকার, সকল লোকের নিকটে অবজ্ঞা, সকল স্থানেই দীনতা, নিজবুদ্ধির হ্রাস এবং সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ বার্দ্ধক্যবশে সম্ভাবিত দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি না বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় ? ॥ ৩২

পিত্তজ্বরার্শঃক্ষয়গুল্মশূল-
শ্লেষ্মাদি-রোগোদিত-তীব্রদুঃখম্।
দুর্গন্ধমস্বাস্থ্যমনূনচিন্তাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৩

অন্বয়। পিত্তজ্বরার্শঃক্ষয়গুল্মশূল-শ্লেষ্মাদি-রোগোদিত-তীব্রদুঃখং (পিত্তজ্বর, অর্শঃ, ক্ষয়, গুল্ম, শূল ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন ভীষণ দুঃখ) দুর্গন্ধম্ (শরীরের দুর্গন্ধ), অস্বাস্থ্যং (সর্ব্বদা স্বাস্থ্যের অভাব) অনূনচিন্তাং (এবং নিরন্তর চিন্তা) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কেই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৩

অনুবাদ। (বৃদ্ধাবস্থায়) পিত্তজ্বর, ক্ষয়, গুল্ম, শূল ও শ্লেষ্ম-প্রভৃতি রোগ হইতে সমুৎপন্ন উৎকট দুঃখ [শরীরে] দুর্গন্ধ, [সর্ব্বদা] স্বাস্থ্যের অভাব, এবং অপার চিন্তা [এই সকল বিষয়] বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৩৩

যমাবলোকোদিত-ভীতি-কম্প-
মর্ম্মব্যথোচ্ছ্বাসগতীশ্চ বেদনাম্।
প্রাণপ্রয়াণে পরিদৃশ্যমানাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৪

অন্বয়। যমাবলোকোদিত-ভীতি-কম্প-মর্ম্মব্যথোচ্ছ্বাসগতীঃ (যম দর্শনে যে ভয় হয়, সেই ভয় হইতে উৎপন্ন কম্প মর্ম্মব্যথা এবং উৎকট শ্বাসের ক্রিয়া) প্রাণপ্রয়াণে (প্রাণবিয়োগকালে) পরিদৃশ্যমানাং (সর্ব্বস্থানেই দৃশ্যমান) বেদনাং (যন্ত্রণা) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?) ॥ ৩৪

অনুবাদ। মৃত্যুসময়ে যমকে দেখিতে পাইয়া যে ভয় হয়, সেই ভয় হইতে উৎপন্ন কম্প, মর্ম্মপীড়া, ক্লেশজনক উর্দ্ধশ্বাসের গতি, এবং পরিদৃশ্যমান যন্ত্রণার বিষয় বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৩৪

অঙ্গারনদ্যাং তপনে চ কুম্ভী-
পাকেঽপি বীচ্যামসিপত্রকাননে।
দূতৈর্যমস্য ক্রিয়মাণবাধাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৫

অন্বয়। অঙ্গারনদ্যাং (তপ্ত অঙ্গারময় নদীতে) তপনে (তপন নামক নরকে) কুম্ভীপাকে (কুম্ভীপাক নরকে) বীচ্যাং (বীচীনামক নরকে) অসিপত্রকাননে (এবং অসিপত্রকানন নরকে) যমস্য (যমের) দূতৈঃ (দূতগণকর্ত্তৃক) ক্রিয়মাণবাধাং (উৎপাদিত হইয়া থাকে যাহা, সেই ক্লেশ)

বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৫

অনুবাদ। অঙ্গার-নদী, তপন, কুম্ভীপাক, বীচী এবং অসি-পত্রকানন নামে প্রসিদ্ধ নরকসমূহে যমদূতগণ [দেহপাতের পর পাপিগণকে] যে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে, তাহা বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৩৫

পুণ্যক্ষয়ে পুণ্যকৃতো নভঃস্থৈ
নিপাত্যমানান্ শিথিলীকৃতাঙ্গান্।
নক্ষত্ররূপেণ দিবশ্চ্যুতাংস্তান্
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৬

অন্বয়। পুণ্যক্ষয়ে (স্বর্গভোগের হেতু পুণ্যের ক্ষয় হইলে) নভঃস্থৈঃ (আকাশস্থিত [অধিকারী] পুরুষগণ কর্ত্তৃক) নিপাত্যমানান্ (অধোদেশে নিঃক্ষিপ্ত) শিথিলীকৃতাঙ্গান্ (বিবশ-দেহ) নক্ষত্ররূপেণ (নক্ষত্রের রূপে) দিবঃ (আকাশ হইতে) চ্যুতান্ (নিপতিত) পুণ্যকৃতঃ (পুণ্যকারী ব্যক্তি-গণকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৬

অনুবাদ। [স্বর্গভোগের অনুকূল] পুণ্যের [ভোগাবসানে] ক্ষয় হইলে, আকাশস্থিত পুরুষগণকর্ত্তৃক [অধোদেশে বলপূর্ব্বক] প্রক্ষিপ্ত, বিকলাঙ্গ এবং নক্ষত্ররূপে আকাশ হইতে চ্যুত পুণ্যকার্য্যকারী জীবগণেরও [অবস্থা] বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৩৬

বায়্বর্কবহ্নীন্দ্রমুখান্ সুরেন্দ্রান্
ঈশোগ্রভীত্যা গ্রথিতান্তরঙ্গান্।
বিপক্ষলোকৈঃ পরিদূয়মানান্
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৭

অন্বয়। ঈশোগ্রভীত্যা গ্রথিতান্তরঙ্গান্ (পরমেশ্বর হইতে উগ্রভয় দ্বারা

যাঁহাদের অন্তঃকরণ পরিপূরিত) বিপক্ষলোকৈঃ (শত্রুগণকর্ত্তৃক) পরিদূয়-মানান্ (পরিভূত) বায়্বর্কবহ্নীন্দ্রমুখান্ (বায়ু সূর্য্য বহ্নি ও ইন্দ্রপ্রমুখ) সুরেন্দ্রান্ (দেবশ্রেষ্ঠগণকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?)॥ ৩৭

অনুবাদ। পরমেশ্বর হইতে উগ্রভয়ে [সর্ব্বদা] পরিপূরিতচিত্ত [এবং অসুর প্রভৃতি] শত্রুগণের দ্বারা [প্রায়ই] পরিভূত বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণের (ও) [অবস্থা] বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না?॥ ৩৭

শ্রুত্যা নিরুক্তং সুখতারতম্যং
কীটান্তমারভ্য মহামহেশম্।*
ঔপাধিকং তত্ত্ব্ন বাস্তবং চেৎ
আলোচ্য কো বা বিরতিং ন যাতি॥ ৩৮

অন্বয়। মহামহেশং (পরমেশ্বর হইতে) আরভ্য (আরম্ভ করিয়া) কীটান্ত (কীট পর্য্যন্ত) সুখতারতম্যং (সুখের তারতম্য) শ্রুত্যা (বেদের দ্বারা) নিরুক্তং (নির্দ্ধারিত) তৎ তু (সেই সুখও) ঔপাধিকং (অজ্ঞানরূপ উপাধি নিবন্ধন) বাস্তবং (পারমার্থিক) ন তু (কিন্তু নহে) আলোচ্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?)॥৩৮

অনুবাদ। পরমেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্য্যন্ত সুখের তারতম্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে; সেই সুখও (অজ্ঞানকল্পিত দেহাদি) উপাধিরই ধর্ম্ম, উহা (আত্মার) পারমার্থিক ধর্ম্ম নহে, ইহা বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয়?॥ ৩৮

সালোক্য-সামীপ্য-সরূপতাদি-
ভেদস্তু সৎকর্ম্মবিশেষসিদ্ধঃ।
ন কর্ম্মসিদ্ধস্য তু নিত্যতেতি
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি॥ ৩৯

* ব্রহ্মান্তমারভ্য মহীমহেশম্—ইতি বা পাঠঃ।

অন্বয়। সালোক্য-সামীপ্য-সরূপতাদি-ভেদঃ (সালোক্য অর্থাৎ ইষ্টদেবতার সহিত এক লোকে অবস্থান, সামীপ্য অর্থাৎ অভীষ্ট দেবতার নিকটে অবস্থিতি, এবং সারূপ্য অর্থাৎ ইষ্টদেবতার ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করা প্রভৃতি মুক্তির যত প্রকার ভেদ তাহা) সৎকর্ম্মবিশেষসিদ্ধঃ (উৎকৃষ্ট কর্ম্ম বিশেষ হইতেই উৎপন্ন হয়) কর্ম্মসিদ্ধস্য (যাহা কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধ তাহার) নিত্যতা (অবিনাশিত্ব) ন (হইতে পারে না) বিচার্য্য (ইহা বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৯

অনুবাদ। ইষ্টদেবতার সহিত একলোকে অবস্থান, ইষ্ট-দেবতার নিকটে থাকা এবং ইষ্টদেবতার সদৃশ মূর্ত্তিলাভ করা প্রভৃতি যে কয়প্রকার গৌণমুক্তি আছে, তাহা সকলই সৎকর্ম্ম-বিশেষেরই ফল। যাহা কর্ম্মের ফল, তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না ; ইহা বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা (গৌণমুক্তির প্রতিও) বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৩৯

যত্রাস্তি লোকে গতি-তারতম্যং
উচ্চাবচত্বান্বিতমত্র তৎকৃতম্।
যথেহ তদ্বৎ খলু দুঃখমন্ত্রী-
ত্যালোচ্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৪০

অন্বয়। লোকে (সংসারে) যত্র (যে বস্তুতে) উচ্চাবচত্বান্বিতং (উৎকর্ষ ও অপকর্ষযুক্ত) গতিতারতম্যং (ফলের ন্যূনাধিকভাব) অস্তি (বিদ্যমান আছে) তৎ (সেই বস্তু) কৃতং (কার্য্য অর্থাৎ বিনাশ-স্বভাব) অস্তি (হইয়া থাকে) ; ইহ (এই লোকে) যথা (যেমন) (তৎ) দুঃখং (সেই বস্তু পরিণামে দুঃখকরও) [হইয়া থাকে] ; তদ্বৎ (সেইরূপই) অন্যত্রাপি লোকে (অন্য লোকেও) অস্তি (হইয়া থাকে) ; ইতি (ইহা) আলোচ্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৪০

অনুবাদ। সংসারে যে স্থানে উৎকর্ষ ও অপকর্ষযুক্ত গতি-তার-তম্য অর্থাৎ ফলের ন্যূনাধিক ভাব বিদ্যমান আছে, সেই স্থানই কৃত অর্থাৎ

কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পাদিত এবং পরিণামে দুঃখের হেতু হয়—এই নিয়ম যেমন এই পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট হয় সেইরূপ লোকান্তরেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয়? ॥ ৪০

কো নাম লোকে পুরুষো বিবেকী
বিনশ্বরে তুচ্ছসুখে গৃহাদৌ।
কুর্য্যাদ্রতিং নিত্যমবেক্ষমাণো
বৃথৈব মোহান্ম্রিয়মাণজন্তূন্ ॥ ৪১

অন্বয়। লোকে (এই পৃথিবীতে) কো নাম (কোন্) বিবেকী (বিবেক-সম্পন্ন) পুরুষঃ (মনুষ্য) বিনশ্বরে (বিনাশস্বভাব) তুচ্ছসুখে (অল্পমাত্র সুখের হেতু) গৃহাদৌ (গৃহ প্রভৃতিতে) ম্রিয়মাণান্ (মরণশীল) জন্তূন্ (প্রাণিগণকে) নিত্যং (সর্ব্বদা) অবেক্ষমাণঃ (বিলোকন করিয়াও) রতিং (অনুরাগ) মোহাৎ (মোহবশতঃ) কুর্য্যাৎ (করিয়া থাকে?) ॥ ৪১

অনুবাদ। এই সংসারে প্রতিদিন প্রাণিগণ মরিতেছে, ইহা দেখিয়াও, কোন্ বিবেকশালী পুরুষ যৎসামান্য সুখের হেতু অথচ বিন-শ্বর গৃহ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুতে মোহবশতঃ আসক্ত হইয়া থাকে? ॥ ৪১

সুখং কিমস্ত্যত্র বিচার্য্যমাণে
গৃহেঽপি বা যোষিতি বা পদার্থে।
মায়াতমোঽন্ধীকৃতচক্ষুষো যে
তএব মুহ্যন্তি বিবেকশূন্যাঃ ॥ ৪২

অন্বয়। বিচার্য্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) অত্র (এই সংসারে) গৃহে (ঘর বাড়ী প্রভৃতিতে) অপি বা (অথবা) যোষিতি (স্ত্রীস্বরূপ) পদার্থে (বস্তুতে) কিং (কি) সুখং (সুখ) অস্তি (আছে?) যে (যাহারা) মায়াতমোঽন্ধীকৃতচক্ষুষঃ (মায়া অর্থাৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকারে লুপ্তদৃষ্টি) তে (তাহারা) এব (ই) বিবেকশূন্যাঃ (সদসদ্‌বোধহীন হইয়া) মুহ্যন্তি (মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৪২

অনুবাদ। বিচার করিয়া দেখিলে, এই সংসারে, গৃহ কিংবা স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুতে কি সুখ লাভ হয়? মায়াময় অন্ধকারে যাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তিই (এই সকল বিষয়ে) মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪২

অবিচারিতরমণীয়ং সর্ব্বমুদুম্বর-ফলোপমং ভোগ্যম্।
অজ্ঞানামুপভোগ্যং ন তু তজ্জ্ঞানাম্‌………॥ ৪৩ *

অন্বয়। অবিচারিতরমণীয়ং (যে পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখা না যায়, সেই পর্য্যন্ত রমণীয়) উদুম্বরফলোপমং (ডুমুরের ফলের ন্যায়) ভোগ্যং (উপভোগের বিষয় বস্তু) অজ্ঞানাং (বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণেরই) উপভোগ্যং (উপভোগের যোগ্য হইয়া থাকে) জ্ঞানাং (বিবেকশালী ব্যক্তিগণের) তৎ (তাহা) ন তু (উপভোগের যোগ্য নহে) ॥ ৪৩

অনুবাদ। [জগতের] সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুই যে পর্য্যন্ত বিচারিত না হয়, সে পর্য্যন্তই রমণীয় [বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে]; শেষে উদুম্বর ফলের ন্যায় [আস্বাদে বিরস হইয়া থাকে]; যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের নিকটেই ঐসকল বস্তু উপভোগ্য হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের নিকট ঐ সকল বস্তু উপভোগ্য হইতে পারে না ॥ ৪৩

গতেঽপি তোয়ে সুষিরং কুলীরো
হাতুং হ্যশক্তো ম্রিয়তে বিমোহাৎ।
যথা তথা গেহসুখানুষক্তঃ
বিনাশমায়াতি নরো ভ্রমেণ ॥ ৪৪

অন্বয়। তোয়ে (জল) গতে (চলিয়া গেলে) অপি (ও) সুষিরং (গর্ত্তকে) হাতুং (পরিত্যাগ করিতে) অশক্তঃ (অসমর্থ হইয়া) কুলীর (কর্কট) বিমোহাৎ (মোহবশতঃ) ম্রিয়তে (মরিয়া যায়) যথা (যেমন) তথা (সেইরূপেই) গেহসুখানুষক্তঃ (গৃহসুখে আসক্ত) নরঃ (মনুষ্য) ভ্রমেণ (মোহবশতঃ) বিনাশং (মৃত্যুকে) আয়াতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৪৪

* যোষিতি বা পদার্থে—ইতি ক্বচিদধিকঃ।

অনুবাদ। [বাহিরের] জল চলিয়া যাইলেও, কর্কট মোহবশতঃ গর্ত্ত ছাড়িতে অসমর্থ হয় বলিয়া, পরিণামে যেমন মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ গৃহ প্রভৃতির সুখে আসক্তচিত্ত মানব মোহবশতঃ মৃত্যুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৪

কোশক্রিমিস্তন্তুভিরাত্মদেহম্
আবেষ্ট্য চাবেষ্ট্য চ গুপ্তিমিচ্ছন্।
স্বয়ং বিনির্গন্তুমশক্ত এব সন্
ততস্তদন্তে ম্রিয়তে চ লগ্নঃ ॥ ৪৫

অন্বয়। গুপ্তিম্ (রক্ষাকে) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া) কোশক্রিমিঃ (গুটিপোকা) তন্তুভিঃ (নিজদেহনির্ম্মিত সূত্রসমূহের দ্বারা) আবেষ্ট্য আবেষ্ট্য চ (আপনাকে বার বার আবেষ্টিত করিয়া) স্বয়ং (নিজে) বিনির্গন্তুং (বাহিরে যাইতে) অশক্তঃ (অসমর্থ) এব (ই) সন্ (হইয়া) ততঃ (তাহার পর) তদন্তে (তাহার মধ্যে) লগ্নঃ (সংলগ্ন থাকিয়াই) ম্রিয়তে (মরিয়া যায়) ॥ ৪৫

অনুবাদ। আত্মরক্ষার্থ উদ্যত গুটিপোকা [নিজদেহপ্রসূত] সূত্রসমূহের দ্বারা বার বার [আপনাকে] বেষ্টন করিয়া, সেই সূত্রনির্ম্মিত আত্মকারাগারের মধ্যে সংলগ্ন হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে তাহার মধ্য হইতে বাহিরে যাইতে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ৪৫

যথা তথা পুত্রকলত্রমিত্র-
স্নেহানুবন্ধৈর্গ্রথিতো গৃহস্থঃ।
কদাপি বা তান্ পরিমুচ্য গেহাৎ
গন্তুং ন শক্তো ম্রিয়তে মুধৈব ॥ ৪৬

অন্বয়। যথা (যেমন গুটিপোকা) তথা (সেইরূপই) গৃহস্থঃ (গৃহস্বামী) পুত্রকলত্রমিত্রস্নেহানুবন্ধৈঃ (পুত্র পত্নী ও মিত্র প্রভৃতির প্রতি স্নেহরূপ বন্ধনের দ্বারা) গ্রথিতঃ (বদ্ধ হইয়া) কদাপি (কোন সময়েও) তান্ (তাহাদিগকে) পরিমুচ্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) গেহাৎ (গৃহ হইতে) গন্তুং (বাহিরে যাইতে)

ন শক্তঃ (সমর্থ না হইয়া) মুধৈব (অকৃতকার্য্য হইয়াই) ম্রিয়তে (মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়)॥ ৪৬

অনুবাদ। যেমন গুটিপোকা করিয়া থাকে, সেইরূপই গৃহস্থ ব্যক্তিও পুত্র পত্নী এবং মিত্র প্রভৃতির প্রতি যে স্নেহরূপ বন্ধন, তাহা দ্বারা বদ্ধ হইয়া, কোনকালেই সেই পুত্র পত্নী প্রভৃতিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে (অর্থাৎ বিরক্তিসহকারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে) সমর্থ হয় না এবং (শেষে) বৃথাই মৃত্যুবশ প্রাপ্ত হয়॥ ৪৬

কারাগৃহস্যাস্য চ কো বিশেষঃ
প্রদৃশ্যতে সাধু বিচার্য্যমাণে।
মুক্তেঃ প্রতীপত্বমিহাপি পুংসঃ
কান্তাসুখাভ্যুত্থিত-মোহপাশৈঃ॥ ৪৭

অন্বয়। সাধু (ভাল করিয়া) বিচার্য্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) অস্য (এই গৃহের) কারাগৃহস্য চ (এই কারাগৃহের) কঃ (কি) বিশেষঃ (পার্থক্য) প্রদৃশ্যতে (পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে)? ইহ (এইখানে) অপি (ও) কান্তাসুখাভ্যুত্থিত-মোহপাশৈঃ (কান্তার সমাগম-জনিত যে সুখ তাহাতে মোহরূপ রজ্জুসমূহের দ্বারা) মুক্তেঃ (মোক্ষের) প্রতীপত্বং (প্রতিকূলতা) পুংসঃ (পুরুষের) [সর্ব্বদাই হইয়া থাকে]॥ ৪৭

অনুবাদ। ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, এই গৃহের সহিত কারাগৃহের কি পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে? [কিছুই নহে।] কারণ, এই গৃহেও কান্তার সমাগম হইতে সমুৎপন্ন সুখের মোহরূপ বন্ধনরজ্জুসমূহের দ্বারা পুরুষের মুক্তির প্রতিবন্ধ হইয়াই থাকে॥ ৪৭

গৃহস্পৃহা পাদনিবদ্ধ-শৃঙ্খলা
কান্তাসুতাশা পটুকণ্ঠপাশঃ।
শীর্ষে পতদ্ভূর্য্যশনির্হি সাক্ষাৎ
প্রাণান্তহেতুঃ প্রবলা ধনাশা॥ ৪৮

অন্বয়। গৃহস্পৃহা (গৃহটিকে ভোগ করিবার ইচ্ছাই) পাদনিবদ্ধশৃঙ্খলা (পাদদেশে সংলগ্ন শিকল) কান্তাসুতাশা (পত্নী ও পুত্রের আশাই) পটুকণ্ঠপাশঃ (সুদৃঢ় কণ্ঠের রজ্জু) প্রবলা (অতিশয়) ধনাশা (ধনার্জ্জনের আশাই) শীর্ষে (মাথার উপর) পতদ্‌ভূর্য্যশনিঃ (পতনশীল বহু বজ্রের ন্যায়) প্রাণান্তহেতুঃ (প্রাণ-বিনাশের কারণ) [হইয়া থাকে] ॥ ৪৮

অনুবাদ। গৃহভোগ করিবার আশাই [এখানে] চরণ-দেশে সংলগ্ন শিকলের সদৃশ, কান্তা ও পুত্র-বিষয়ে যে আশা, তাহাই [এখানে] সুদৃঢ় কণ্ঠপাশের সদৃশ, এবং অতিশয় ধনার্জ্জনের আশাই [এখানে] মস্তকের উপর পতনোন্মুখ বহু বজ্রের ন্যায় প্রাণবিনাশের কারণস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। [সুতরাং কারাগৃহ হইতে এই গৃহের পার্থক্য কিছুই নাই, ইহাই তাৎপর্য্য] ॥ ৪৮

কাম-দোষঃ।

আশাপাশশতেন পাশিতপদো নোত্থাতুমেব ক্ষমঃ
কামক্রোধমদাদিভিঃ প্রতিভটৈঃ সংরক্ষ্যমাণোঽনিশম্।
সংমোহাবরণেন গোপনবতঃ সংসার-কারাগৃহাৎ
নির্গন্তুং ত্রিবিধৈষণাপরবশঃ কঃ শক্নুয়াদ্রাগিষু॥ ৪৯

অন্বয়। রাগিষু (আসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে) আশাপাশশতেন (আশারূপ শত রজ্জুদ্বারা) পাশিতপদঃ (বদ্ধচরণ) উত্থাতুং এব (উঠিতেই) ন ক্ষমঃ (অসমর্থ) কামক্রোধমদাদিভিঃ (কাম ক্রোধ এবং মদ প্রভৃতি) প্রতিভটৈঃ (সৈনিক-পুরুষগণ কর্ত্তৃক) অনিশং (সর্ব্বদা) সংরক্ষ্যমাণঃ (সম্যক্ প্রকারে রক্ষিত) ত্রিবিধৈষণাপরবশঃ (পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা এই ত্রিবিধ কামনার পরবশ) কঃ (কোন্ ব্যক্তি) সংমোহাবরণেন (সম্যক্ প্রকার মোহরূপ আবরণদ্বারা) গোপনবতঃ (সুরক্ষিত) সংসারকারাগৃহাৎ (সংসার-স্বরূপ কারাগৃহ হইতে) নির্গন্তুং (বাহির হইতে) শক্নুয়াৎ (সমর্থ হইতে পারে ?) ॥৪৯

অনুবাদ। [সংসারে] আসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এই সংসাররূপ কারাগৃহ হইতে নির্গত হইতে সমর্থ পারে ? [অর্থাৎ

কেহই নির্গত হইতে পারে না।] কারণ, এই সংসাররূপ কারাগৃহ সংমোহরূপ আবরণ [ভিত্তি] দ্বারা সুরক্ষিত, আর সেই রাগী ব্যক্তিও আশারূপ শত রজ্জু দ্বারা বদ্ধচরণ ; সুতরাং তাহার উত্থান করিবারও শক্তি নাই। তাহার উপর কাম ক্রোধ মদ প্রভৃতি শত্রুসেনাগণ তাহাকে সর্ব্বদা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা-রূপ ত্রিবিধ এষণা তাহাকে সকল প্রকারে অধীন করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৪৯

কামান্ধকারেণ নিরুদ্ধদৃষ্টি-
মুর্হ্যত্যসত্যপ্যবলাস্বরূপে।
ন হ্যন্ধদৃষ্টে রসতঃ সতো বা
সুখত্ব-দুঃখত্ব-বিচারণাস্তি ॥ ৫০

অন্বয়। কামান্ধকারেণ (কামরূপ অন্ধকারের দ্বারা) নিরুদ্ধদৃষ্টিঃ (যাহার দৃষ্টি নিরুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি) অসতি অপি (বস্তুতঃ সৎ না হইলেও) অবলাস্বরূপে (স্ত্রীরূপ বিষয়ে) মুহ্যতি (মোহ প্রাপ্ত হয়) অন্ধদৃষ্টেঃ (যাহার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তির) অসতঃ (অবিদ্যমান বস্তুর) সতো বা (অথবা বিদ্যমান বস্তুর মধ্যে) সুখত্ব-দুঃখত্ব-বিচারণা (এইটি সুখের কারণ বা এইটি দুঃখের কারণ এইপ্রকার যথার্থ বিবেক) ন অস্তি (হয় না) ॥৫০

অনুবাদ। কামরূপ অন্ধকার যাহার দৃষ্টিকে নিরুদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই অসৎকল্প অবলা-বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার দেখিবার শক্তি নাই, সেই ব্যক্তির সুখ এবং দুঃখের হেতুতা সদ্‌বস্তুতে আছে বা অসদ্‌বস্তুতে আছে এই প্রকার বিচার করিবার শক্তি নাই ॥ ৫০

শ্লেষ্মোদ্‌গারি মুখং স্রবন্মলবতী নাসাশ্রুমল্লোচনং
স্বেদস্রাবি মলাভিপূর্ণমভিতোদুর্গন্ধদুষ্টং বপুঃ।
অন্যদ্‌বক্তুমশক্যমেব মনসা মন্তুং ক্বচিন্নার্হতি
স্ত্রীরূপং কথমীদৃশং সুমনসাং পাত্রীভবেন্নেত্রয়োঃ ॥ ৫১

অন্বয়। মুখং (মুখ) শ্লেষ্মোদ্‌গারি (শ্লেষ্মা উদ্‌গিরণ করে) নাসা

(নাসিকা) স্রবন্মলবতী (কফরূপ-মল-স্রাবিণী) লোচনং (নয়ন) অশ্রুমৎ (অশ্রু-বারিযুক্ত) বপুঃ (শরীর) স্বেদস্রাবি (অনবরত স্বেদক্ষরণযুক্ত) মলাভিপূর্ণং (ভিতরে বিষ্ঠা ও মূত্র প্রভৃতি মলে পরিপূরিত) অভিতঃ (সর্ব্বাংশেই) দুর্গন্ধদুষ্টং (দুর্গন্ধরূপ দোষদ্বারা দুষ্ট) অন্যৎ (আর যাহা কিছু [অর্থাৎ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে] তাহা) বক্তুং (বলিতে) অশক্যং (পারা যায় না) ক্বচিৎ (আবার কোন কোন দোষবিষয়ে) মন্তুং (মনে করিতে ও) ন অর্হতি (পারা যায় না) ঈদৃশং (এই প্রকার) স্ত্রীরূপং (রমণীর স্বরূপ) সুমনসাং (সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের) কথং (কি প্রকারে) নেত্রয়োঃ (নয়নদ্বয়ে) পাত্রীভবেৎ (দেখিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ?) ॥৫১

অনুবাদ। মুখ শ্লেষ্মা উদ্‌গিরণ করিয়া থাকে, নাসিকা মলযুক্ত, নয়ন অশ্রুযুক্ত ; শরীর সর্ব্বাংশেই স্বেদস্রাবি, অভ্যন্তরে মল পরিপূর্ণ এবং দুর্গন্ধিযুক্ত ; ইহা ছাড়া অন্যান্য যাহা কিছু দোষ আছে, তাহা মুখে বলাও যায় না এবং মনে করাও উচিত নহে; এইত হইল স্ত্রীলোকের স্বরূপ। এই স্ত্রীরূপ কি প্রকারে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নয়নদ্বয়ে দেখিবার যোগ্য বলিয়া প্রতীত হয় ? ॥ ৫১

দূরাদবেক্ষ্যাগ্নিশিখাং পতঙ্গো
রম্যত্ব-বুদ্ধ্যা বিনিপত্য নশ্যতি।
যথা তথা নষ্টদৃগেব সূক্ষ্মং
কথং নিরীক্ষেত বিমুক্তিমার্গম্ ॥ ৫২

অন্বয়। যথা (যেমন) পতঙ্গঃ (পোকামাকড়্ প্রভৃতি) দূরাৎ (দূর হইতে) অগ্নিশিখাং (আগুনের শিখাকে) রম্যত্ববুদ্ধ্যা (ইহা অতি সুন্দর এই প্রকার বুদ্ধিতে) অবেক্ষ্য (বিলোকন করিয়া) বিনিপত্য (তাহার উপর পড়িয়া) নশ্যতি (নাশ প্রাপ্ত হয়) তথা (সেইরূপ) নষ্টদৃগ্ (মূঢ়বুদ্ধি) এব (ই) সূক্ষ্মং (দুর্জ্ঞেয়) বিমুক্তিমার্গং (মুক্তির উপায়) কথং (কি প্রকারে) নিরীক্ষেত (বিলোকন করিবে ?) ॥৫২

অনুবাদ। যেমন পতঙ্গ দূর হইতে অগ্নিশিখাকে পরম সুন্দর বুদ্ধিতে বিলোকন পূর্ব্বক [তাহার উপর] নিপতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় [এবং সে নিজের সেই অগ্নিশিখা হইতে বিমুক্তির পথ

দেখিতে পায় না] সেইরূপ মূঢ়-চেতা ব্যক্তি অতি দুর্জ্ঞেয় মুক্তির পং
কি প্রকারে বিলোকন করিতে পাইবে ? ॥ ৫২

কামেন কান্তাং পরিগৃহ্য তদ্বৎ
জনোঽপ্যয়ং নশ্যতি নষ্টবুদ্ধিঃ। *
মাংসাস্থিমজ্জামলমূত্রপাত্রং
স্ত্রিয়ং তথা † রম্যতয়ৈব পশ্যতি ॥ ৫৩

অন্বয়। তদ্বৎ (সেই প্রকার) অয়ং (এই) জনঃ (প্রাকৃত ব্যক্তি) অপি (ও) নষ্টবুদ্ধিঃ (মূঢ়চেতা হইয়া) কামেন (কামের বশে) কান্তাং (স্ত্রীকে রমণীয়) পরিগৃহ্য (বিবেচনা করিয়া) নশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তথা (আরও) মাংসাস্থিমজ্জামলমূত্রপাত্রং (মাংস, অস্থি, মজ্জা, মল ও মূত্রের আধারস্বরূপ) স্ত্রিয়ং (স্ত্রীলোককে) রম্যতয়া (রমণীয় বলিয়া) এব (ই) পশ্যতি (দেখিয়া থাকে) ॥ ৫৩

অনুবাদ। এই প্রাকৃত (অর্থাৎ বিষয়াসক্ত) ব্যক্তিও সেইরূপ কামের বশেই (স্ত্রীকে) কান্তা (অর্থাৎ পরম রমণীয়া) বলিয়া বোধ করে এবং সেই জন্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। [আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ঈদৃশ ব্যক্তিই] মাংস, অস্থি, মজ্জা, মল ও মূত্রের আধার-স্বরূপ স্ত্রীলোককে মনোহারিণী বলিয়া বিলোকন করিয়া থাকে ॥ ৫৩

কাম এব যমঃ সাক্ষাৎ কান্তা বৈতরণী নদী।
বিবেকিনাং মুমুক্ষূণাং নিলয়স্তু যমালয়ঃ ॥ ৫৪

অন্বয়। বিবেকিনাং (বিবেকসম্পন্ন) মুমুক্ষূণাং (মোক্ষার্থিব্যক্তিগণের পক্ষে) কামঃ (কাম) এব (ই) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) যমঃ (মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায়) কান্তা (স্ত্রীই) বৈতরণী (যমালয়ের দ্বারে বহনশীল বৈতরণী নামে প্রসিদ্ধ) নদী (নদীর ন্যায়) নিলয়ঃ (গৃহ) তু (ই) যমালয়ঃ (যমগৃহের ন্যায়) [প্রতীত হইয়া থাকে ইহাই তাৎপর্য্য] ॥ ৫৪

অনুবাদ। বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থি-ব্যক্তিগণের সমক্ষে কামই

---

* নষ্টদৃষ্টিঃ ইতি বা পাঠঃ। † স্ত্রিয়ং স্বয়ম্ ইতি বা পাঠঃ।

সাক্ষাৎ যম, স্ত্রীই বৈতরণী নদী এবং নিজ গৃহই সাক্ষাৎ যমের গৃহ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৫৪

যমালয়ে বাঽপি গৃহেঽপি নো নৃণাং
তাপত্রয়ক্লেশনিবৃত্তিরস্তি।
কিঞ্চিৎ সমালোক্য তু তদ্‌বিরামং
সুখাত্মনা পশ্যতি মূঢ়লোকঃ ॥ ৫৫

অন্বয়। যমালয়ে (যমের ভবনে) অপিবা (অথবা) গৃহে (নিজভবনে) নৃণাং (মনুষ্যগণের) তাপত্রয়ক্লেশনিবৃত্তিঃ (তাপত্রয়জনিত ক্লেশ হইতে বিরাম) ন অস্তি (হয় না) মূঢ়লোকঃ তু (মূঢ়বুদ্ধিলোক কিন্তু) কিঞ্চিৎ (কোন একটা বস্তুকে) সুখাত্মনা (সুখহেতুস্বরূপে) সমালোক্য (বিবেচনা করিয়া) তদ্‌বিরামং (সেই তাপত্রয়ের নিবৃত্তি) পশ্যতি (ভাবিয়া থাকে) ॥ ৫৫

অনুবাদ। মনুষ্যগণের কি যমালয়ে অথবা নিজগৃহে কোন স্থলেই তাপত্রয়-জনিত ক্লেশের নিবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু, মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি কোন একটি বস্তুকেই [সংস্কারবশে] সুখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করে, এবং তাহা দ্বারাই উক্ত তাপত্রয়জনিত ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকে ॥ ৫৫

যমস্য কামস্য চ তারতম্যং
বিচার্য্যমাণে মহদস্তি লোকে।
হিতং করোত্যস্য যমোঽপ্রিয়ঃ সন্
কামস্ত্বনর্থং কুরুতে প্রিয়ঃ সন্ ॥ ৫৬

অন্বয়। বিচার্য্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) যমস্য (যমের) কামস্য চ (এবং কামের মধ্যে) মহৎ (অতিশয়) তারতম্যং (বৈষম্য) লোকে (লোক-মধ্যে) অস্তি (আছে); অস্য (এই পুরুষের) অপ্রিয়ঃ সন্ (অপ্রিয় হইয়াও) যমঃ (যম) হিতং (শুভ) করোতি (করিয়া থাকে) তু (কিন্তু) কামঃ (কাম) প্রিয়ঃ সন্ (প্রিয় হইয়াও) অনর্থং (অহিত) করোতি (করিয়া থাকে) ॥ ৫৬

অনুবাদ। বিচার করিয়া দেখিলে [বুঝিতে পারা যায় যে] যম এবং কাম এই উভয়ের মধ্যে অতিশয় বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

[কারণ] যম অপ্রিয় হইয়াও হিতই করিয়া থাকে, কিন্তু কাম প্রিয় হইয়াও অহিতই করিয়া থাকে॥ ৫৬ 20,722

যমোঽসতামেব করোত্যনর্থং
সতাং তু সৌখ্যং কুরুতে হিতঃ সন্।
কামঃ সতামেব গতিং নিরুন্ধন্
করোত্যনর্থং হ্যসতাং নু কথা কা॥ ৫৭

অন্বয়। যমঃ (যম) অসতাং (অসাধু জনগণের) এব (ই) অনর্থং (অনিষ্ট) করোতি (করিয়া থাকে); তু (কিন্তু) সতাং (সাধুগণের) হিতঃ সন্ (অনুকূলকারী হইয়া) সৌখ্যং (সুখ) করোতি (সম্পাদন করিয়া থাকে); তু (কিন্তু) কামঃ (কাম) সতাং (সাধুগণের) এব (ই) গতিং (সদ্‌গতিকে) নিরুন্ধন্ (রুদ্ধ করিয়া) অনর্থং (অহিত) করোতি (সম্পাদন করিয়া থাকে); অসতাং (অসাধুগণের) কা (কি) কথা [বক্তব্য ?]॥৫৭

অনুবাদ। যম অসাধুগণেরই অনিষ্ট বিধান করিয়া থাকে, কিন্তু (যম) সাধুগণের অনুকূল হইয়া সুখেরই বিধান করিয়া থাকে। কাম কিন্তু সাধুগণেরও সদ্‌গতি রুদ্ধ করিয়া অহিতই সাধন করে। অসাধুগণের [যে অহিতাচরণ করে, সে বিষয়ে আর অধিক] কি কথা বলা যাইতে পারে ?॥ ৫৭

বিশ্বস্য বৃদ্ধিং স্বয়মেব কাঙ্ক্ষন্
প্রবর্ত্তকং কামিজনং সসর্জ্জ।
তেনৈব লোকঃ পরিমুহ্যমানঃ
প্রবর্দ্ধতে চন্দ্রমসেব চাব্ধিঃ॥ ৫৮

অন্বয়। [বিধাতা] স্বয়মেব (নিজেই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) বৃদ্ধিং (বৃদ্ধিকে) কাঙ্ক্ষন্ (কামনা করিয়া) প্রবর্ত্তকং (প্রবৃত্তির হেতু) কামিজনং (কামনাযুক্ত জীবসমূহকে) সসর্জ্জ (সৃষ্টি করিয়াছেন); তেন (তাহার দ্বারা) এব (ই) পরিমুহ্যমানঃ (মোহপ্রাপ্ত হইয়া) লোকঃ (এই জীব-নিবহ) চন্দ্রমসা (চন্দ্রের দ্বারা) অব্ধিঃ (সমুদ্রের) ইব (ন্যায়) প্রবর্দ্ধতে (প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে)॥ ৫৮

অনুবাদ। [বিধাতা] নিজেই সংসারের বৃদ্ধি কামনা করিয়া প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ কামিজনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই কামের দ্বারাই মোহপ্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের দ্বারা সমুদ্রের ন্যায় এই জীবলোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৫৮

কামো নাম মহান্ জগদ্ভ্রময়িতা স্থিত্বাঽন্তরঙ্গে স্বয়ং
স্ত্রীপুংসাবিতরেতরাঙ্গকগুণৈর্হাসৈশ্চ ভাবৈঃ স্ফুটম্।
অন্যোন্যং পরিমোহ্য নৈজতমসা প্রেমানুবন্ধেন তৌ
বদ্ধ্বা ভ্রাময়তি প্রপঞ্চরচনাং সংবর্দ্ধয়ন্ ব্রহ্মহা ॥ ৫৯

অন্বয়। কামঃ (কন্দর্প) নাম (প্রসিদ্ধ। মহান্ (বড়) জগদ্ভ্রময়িতা (সংসারের ভ্রান্তিজনক) অন্তরঙ্গে (হৃদয়ে) পরং (প্রকৃষ্টভাবে) স্থিত্বা (অবস্থিতি করিয়া) ইতরেতরাঙ্গকগুণৈঃ (পরস্পরের অঙ্গে স্থিত লাবণ্য প্রভৃতি গুণের সাহায্যে) হাসৈঃ (হাস্যের দ্বারা) ভাবৈঃ (নানাপ্রকার মনোবিকারের দ্বারা) তৌ (সেই) স্ত্রীপুংসৌ (স্ত্রী এবং পুরুষকে) অন্যোন্যং (পরস্পর) পরিমোহ্য (অতিশয়রূপে মোহের বশীভূত করিয়া) নৈজতমসা (স্বকীয় তমোগুণের দ্বারা) প্রেমানুবন্ধেন (জনিত প্রেমরূপ বন্ধনরজ্জু দ্বারা) বদ্ধ্বা (বন্ধন করিয়া) প্রপঞ্চরচনাং (বিশ্বসৃষ্টিকে) সংবর্দ্ধয়ন্ (বাড়াইয়া) ব্রহ্মহা (পরব্রহ্মের তিরোধানকারী হইয়া) ভ্রাময়তি (ভ্রান্তি করাইতেছে) ॥ ৫৯

অনুবাদ। কামই মহান্, এই কামই জগতের ভ্রান্তিহেতু, এই কাম হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া স্ত্রী এবং পুরুষকে পরস্পর অনুরাগরূপ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া থাকে ; কামজনিত মোহই সেই অনুরাগরূপ রজ্জুর উপাদান হইয়া থাকে ; এই কামের প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের অঙ্গের সৌন্দর্য্য প্রভৃতি গুণ দেখিতে পায়, ইহারই প্রভাবে তাহাদের পরস্পরের হাস্য এবং ভাব তাহাদের মোহের কারণ হইয়া থাকে ; এইরূপে কামই তাহাদিগকে পরিমোহিত করিয়া এবং মোহকল্পিত প্রেম-রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া প্রপঞ্চ-রচনাকে বাড়াইবার জন্য ভ্রান্তিজালের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। [এই কারণে] কামই ব্রহ্মহা (অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে) ॥ ৫৯

অতোঽন্তরঙ্গস্থিত-কামবেগাৎ
ভোগ্যে প্রবৃত্তিঃ স্বতএব সিদ্ধা।
সর্ব্বস্য জন্তো র্ধ্রুবমন্যথা চেৎ
অবোধিতার্থেষু কথং প্রবৃত্তিঃ॥ ৬০

অন্বয়। অতঃ (এই কারণে) সর্ব্বস্য (সকল) জন্তোঃ (জীবের) অন্তরঙ্গস্থিতকামবেগাৎ (হৃদয়স্থিত কামের বেগবশতঃ) ভোগ্যে (ভোগ্য বস্তুতে) প্রবৃত্তিঃ (অভিরুচি) স্বতএব (স্বভাবতই) সিদ্ধা (প্রসিদ্ধ আছে); চেৎ (যদি) অন্যথা (ইহা না হইবে) [তবে] অবোধিতার্থেষু (যাহার স্বরূপ জ্ঞাত নহে, তাদৃশ বস্তুসমূহে) প্রবৃত্তিঃ (অভিরুচি) কথং (কি প্রকারে হইয়া থাকে)॥ ৬০

অনুবাদ। এই কারণেই সকল জীবেরই হৃদয়স্থিত কামের বেগবশতঃই ভোগ্যবস্তুতে প্রবৃত্তি স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থকে। তাহা যদি না হইবে তবে অজ্ঞাত বস্তুব প্রতি ভোগ করিবার এই প্রকার প্রবৃত্তি (লোকের) কি প্রকারে হইতে পারে?॥ ৬০

তেনৈব সর্ব্বজন্তূনাং কামনা বলবত্তরা।
জীর্য্যত্যপি চ দেহেঽস্মিন্ কামনা নৈব জীর্য্যতি॥* ৬১

অন্বয়। তেন (সেই কামের দ্বারা) এব (ই) সর্ব্বজন্তূনাং (সকল প্রাণীর) কামনা (ভোগাভিলাষ) বলবত্তরা (অতিশয় প্রবল [ভবতীতি শেষঃ (হইয়া থাকে;)]; অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) জীর্য্যতি [জীর্ণ হইলে] অপি (ও) কামনা (ভোগাভিলাষ নৈব জীর্য্যতি (জীর্ণ হয় না)॥ ৬০

অনুবাদ। সেই কামের প্রভাবেই সকল প্রাণীর কামনা অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে। [এমন কি] এই দেহ জীর্ণ হইলেও, কামনা কিছুতেই জীর্ণ হয় না॥ ৬১

অবেক্ষ্য বিষয়ে দোষং বুদ্ধিযুক্তো বিচক্ষণঃ।
কামপাশেন যো মুক্তঃ স মুক্তেঃ পথগোচরঃ॥ † ৬২

অন্বয়। যঃ (যে) বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিমান্) বিচক্ষণঃ (বিবেচক ব্যক্তি)

---

* জীর্য্যতে ইতি বা পাঠঃ॥ † পথগোচরঃ ইতি বা পাঠঃ॥

বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) দোষং (দোষকে) অবেক্ষ্য (বিচার করিয়া) কাম-পাশেন (কামপাশ হইতে) মুক্তঃ (মুক্তিলাভ করিয়াছে) সঃ (সেই ব্যক্তিই) মুক্তেঃ (মুক্তির) পথগোচরঃ (পথে আরূঢ় হইয়া থাকে*) ॥ ৬২

অনুবাদ। যে বুদ্ধিমান্ এবং বিবেচক ব্যক্তি এইরূপে ভোগ্য বস্তুতে দোষ দর্শন করিয়া কাম-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই মুক্তির পথে আরূঢ় হইতে পারিয়াছে ॥ ৬২

কামবিজয়োপায়ঃ।

কামস্য বিজয়োপায়ং সূক্ষ্মং বক্ষ্যাম্যহং সতাম্।
সংকল্পস্য পরিত্যাগ উপায়ঃ সুলভো মতঃ ॥ ৬৩

অন্বয়। অহং (আমি) সতাং (সজ্জনগণের) সূক্ষ্মং (দুর্বিজ্ঞেয়) কামস্য (কামের) বিজয়োপায়ং (জয় করিবার উপায়) বক্ষ্যামি (বলিব)। সংকল্পস্য (সংকল্পের) পরিত্যাগঃ (পরিবর্জ্জন) সুলভঃ (অনায়াসসাধ্য) উপায়ঃ (কাম বিজয়ের উপায়) মতঃ (বিবেচিত হইয়া থাকে) ॥ ৬৩

অনুবাদ। আমি সজ্জনগণের (পক্ষে) কামবিজয়ের দুর্জ্ঞেয় উপায় (কি তাহা) বলিতেছি। সংকল্পের পরিত্যাগই কামবিজয়ের অনায়াসসাধ্য উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ৬৩

শ্রুতে দৃষ্টেঽপি বা ভোগ্যে যস্মিন্ কস্মিংশ্চ বস্তুনি।
সমীচীনত্বধীত্যাগাৎ কামো নোদেতি কর্হিচিৎ ॥ ৬৪

অন্বয়। শ্রুতে (শ্রুতিগোচরই হউক) দৃষ্টেঽপি বা (দৃষ্টিগোচরই বা হউক) যস্মিন্ (যে) কস্মিন্ (কোন) ভোগ্য (ভোগের সাধন) বস্তুনি (বস্তুতে) সমীচীনত্বধীত্যাগাৎ (ইহা সমীচীন এই প্রকার বুদ্ধি পরিহার করিলে) কর্হিচিৎ (কোন কালেই) কামঃ (কাম) ন উদেতি (উদিত হইতে পারে না) ॥ ৬৪

অনুবাদ। শ্রুতিগোচরই হউক বা দৃষ্টিগোচরই হউক, যে কোন ভোগ্য বস্তু আছে, তাহাতে ইহা সমীচীন (অর্থাৎ আমার সুখ-সাধন) এইপ্রকার বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে, কোন সময়েই কাম উদিত হইতে পারে না ॥ ৬৪

কামস্য বীজং সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পাদেব জায়তে।
বীজে নষ্টেঽঙ্কুর ইব তস্মিন্ নষ্টে বিনশ্যতি ॥ ৬৫

অন্বয়। সঙ্কল্পঃ (অভিলাষ) কামস্য (কামের) বীজং (বীজ=উৎপত্তির কারণ) ; [অতএব] সঙ্কল্পাৎ (সঙ্কল্প হইতে) এব (ই) [কামঃ] জায়তে (জন্মে)। বীজে নষ্টে (বীজ নষ্ট হইলে) অঙ্কুরঃ ইব (অঙ্কুরবৎ) তস্মিন্ নষ্টে (তাহা=সঙ্কল্প, নষ্ট হইলে) [কামঃ] বিনশ্যতি (বিনষ্ট হইয়া যায়) ॥ ৬৫

অনুবাদ। অভিলাষ কামের বীজ [-স্বরূপ] ; [অতএব] সঙ্কল্প হইতেই কাম উৎপন্ন হইয়া থাকে ; বীজ নষ্ট হইলে অঙ্কুরের ন্যায়, অভিলাষ বিনষ্ট হইলে কামও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৫

ন কোঽপি সম্যক্ত্বধিয়া বিনৈব
ভোগ্যং নরঃ কাময়িতুং সমর্থঃ।
যতস্ততঃ কামজয়েচ্ছুরেতাং
সম্যক্ত্ববুদ্ধিং বিষয়ে নিহন্যাৎ ॥ ৬৬

অন্বয়। কোঽপি (কোনও) নরঃ (মনুষ্য) সম্যক্ত্বধিয়া (ইহা সম্যক্ এই প্রকার বুদ্ধির) বিনা (বিরহে) ভোগ্যং (ভোগসাধন বস্তুকে) কাময়িতুং (কামনা করিতে) সমর্থঃ (যোগ্য) ন এব (হইতেই পারে না)। যতঃ (যেহেতু এই প্রকার) ততঃ (সেই কারণে) কামজয়েচ্ছুঃ (কাম বিজয় করিতে অভিলাষী) বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) এতাং (এই) সম্যক্ত্ববুদ্ধিং (চারুতাজ্ঞান) নিহন্যাৎ (বিনষ্ট করিবে) ॥ ৬৬

অনুবাদ। যে কারণে কোন মনুষ্যই এই সম্যক্ত্ব-বোধ অর্থাৎ চারুতা জ্ঞান ব্যতিরেকে ভোগ্য বিষয়কে কামনা করিতে সমর্থ নহে ; সেই কারণে, যে ব্যক্তি কামকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সে ভোগ্য বিষয়ে এই চারুতা-বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিবে ॥ ৬৬

ভোগ্যে নরঃ কামজয়েচ্ছুরেতাং
সুখত্ববুদ্ধিং বিষয়ে নিহন্যাৎ।
যাবৎ সুখত্বভ্রমধীঃ পদার্থে
তাবন্ন জেতুং প্রভবেদ্ধি কামম্ ॥ ৬৭

অন্বয়। কামজয়েচ্ছুঃ (কামকে জয় করিতে অভিলাষী) নরঃ (মনুষ্য) বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) এতাং (এই) সুখত্ববুদ্ধিং (ইহা সুখের হেতু এইপ্রকার বুদ্ধিকে) নিহন্যাৎ (অবশ্যই বিনষ্ট করিবে), হি (যেহেতু) যাবৎ (যেকাল পর্য্যন্ত) পদার্থে (ভোগ্য বস্তুতে) সুখত্বভ্রমধীঃ (ইহা সুখের হেতু এইরূপ ভ্রান্তি-জ্ঞান) তাবৎ (সেই কাল পর্য্যন্ত) কামম্ (কামকে) জেতুং (জয় করিতে) ন প্রভবেৎ (কেহই সমর্থ হয় না)॥ ৬৭

অনুবাদ। কামকে জয় করিতে যাহার অভিলাষ আছে, সেই ব্যক্তি ভোগ্য বস্তুতে এই সুখকরত্ব-জ্ঞানকে পরিহার করিবে। কারণ, যে পর্য্যন্ত ভোগ্য বস্তুতে এইরূপ সুখহেতুত্ব-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত কেহই কামকে জয় করিতে সমর্থ হয় না॥ ৬৭

সংকল্পানুদয়ে হেতুর্যথাভূতার্থদর্শনম্।
অনর্থচিন্তনং চাভ্যাং নাঽবকাশোঽস্য বিদ্যতে॥ ৬৮

অন্বয়। যথাভূতার্থ-দর্শনং (যে বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহারই বোধ) অনর্থচিন্তনং চ (এবং তাহা দ্বারা যে অনর্থ হইতে পারে তাহার চিন্তা, এই দুইটিই) সংকল্পানুদয়ে (সংকল্পের অনুদয়ের প্রতি) হেতুঃ (কারণ); আভ্যাং (এই দুইটির দ্বারাই) অস্য (এই কামের) অবকাশঃ (অবসর) ন বিদ্যতে (থাকে না)॥ ৬৮

অনুবাদ। বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বভাব, তাহার বোধ এবং ঐ বস্তু হইতে যে প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহারও বোধ—এই দ্বিবিধ জ্ঞানই সংকল্পের অনুদয়ের প্রতি কারণ [হইয়া থাকে]; এই দুইপ্রকার বোধ দ্বারা কামের অবসর বিলুপ্ত হইয়া থাকে (অর্থাৎ এই দুইপ্রকার বোধ হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে, কামের উদয় হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না)॥ ৬৮

রত্নে যদি শিলাবুদ্ধির্জায়তে বা ভয়ং ততঃ।
সমীচীনত্বধীর্নৈতি নোপাদেয়ত্বধীরপি॥ ৬৯

অন্বয়। রত্নে (কোন রত্নে) যদি (যদি) শিলাবুদ্ধিঃ (ইহা প্রস্তর মাত্র এই প্রকার বুদ্ধি) জায়তে (উৎপন্ন হয়), ততঃ (তাহা হইতে) ভয়ং বা (ভয়ও) জায়তে যদি (যদি উৎপন্ন হয়), সমীচীনত্বধীঃ (তাহা হইলে ইহা সমীচীন এই

প্রকার বুদ্ধি) উপাদেয়ত্বধীঃ অপি (অথবা ইহাকে উপাদান করিতে হইবে এই প্রকার বুদ্ধিঃ) ন এতি (কখনও মনে উদিত হয় না) ॥ ৬৯

অনুবাদ। কোন রত্নে যদি ইহা প্রস্তর মাত্র এইপ্রকার জ্ঞান হয়, অথবা ঐ রত্ন হইতে যদি কোন [অনিষ্ট-সম্ভাবনা প্রযুক্ত] ভয় হয়, তাহা হইলে, তাহাতে কাহারও ইহা সমীচীন এবং ইহা উপাদেয় এইপ্রকার বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না ॥ ৬৯

যথার্থদর্শনং বস্তুন্যনর্থস্যাপি চিন্তনম্।
সংকল্পস্যাৰ্ত্তপি কামস্য তদ্‌বধোপায় ইষ্যতে ॥ ৭০

অন্বয়। তৎ (সেই কারণে) বস্তুনি (ভোগ্য বস্তুতে) যথার্থ দর্শনং (তাহার যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহার জ্ঞান) অনর্থস্য চিন্তনং চ (এবং তাহা হইতে যে অনর্থ ঘটিতে পারে তাহার চিন্তা) সংকল্পস্য (সংকল্পের) কামস্য অপি চ (এবং কামেরও) বধোপায়ঃ (বিধ্বংস করিবার হেতু বলিয়া) ইষ্যতে (অভিমত হইয়া থাকে) ॥ ৭০

অনুবাদ। সেই কারণে ভোগ্য বস্তুবিষয়ে যথার্থ দৃষ্টি (অর্থাৎ ঐ ভোগ্য বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বভাব তাহার অবধারণ) এবং ঐ ভোগ্য বস্তু হইতে যে অনর্থপাত হইতে পারে,তাহার চিন্তা এই দুইটিই সংকল্প এবং কামকে বিধ্বস্ত করিবার হেতু বলিয়া অভিমত হইয়া থাকে ॥ ৭০

ধনদোষঃ।

ধনং ভয়নিবন্ধনং সততদুঃখসংবর্দ্ধনং
প্রচণ্ডতর-কর্দ্দনং স্ফুটিত-বন্ধুসংবর্দ্ধনম্।
বিশিষ্টগুণবাধনং কৃপণধীসমারাধনং
ন মুক্তিগতিসাধনং ভবতি নাঽপি হৃচ্ছোধনম্ ॥৭১

অন্বয়। ধনং (অর্থ) ভয়নিবন্ধনং (ভীতির হেতু) [সুতরাং] সততদুঃখ-সংবর্দ্ধনং (সর্ব্বদা দুঃখকে বাড়াইয়া থাকে) স্ফুটিত-বন্ধুসংবর্দ্ধনং (বন্ধুবিচ্ছেদকে বাড়াইয়া থাকে) প্রচণ্ডতরকর্দ্দনং (ইহা অতি ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনার হেতু) বিশিষ্ট-

গুণবাধনং (উৎকৃষ্ট গুণসমূহের বাধাকর) কৃপণধীসমারাধনং (একমাত্র কৃপণেরই অভিরুচিজনক) মুক্তিগতিসাধনং (মুক্তিপ্রাপ্তির উপায়) ন ভবতি (হইতে পারে না), হৃচ্ছোধনং (চিত্তশুদ্ধিরও হেতু) ন অপি [ভবতি ইতি শেষঃ = হইতে পারে না] ॥ ৭১

অনুবাদ। ধন ভয়ের হেতু এবং সতত দুঃখবৃদ্ধির কারণ হয়। ইহা অতি ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনারই হেতু হয়। ইহা বন্ধুবিচ্ছেদের বৃদ্ধিকর, ইহা উৎকৃষ্ট গুণ সকলকে বিলুপ্ত করে, কেবল কৃপণগণের মতিই ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ধন মুক্তিলাভের কারণ হয় না এবং ইহা চিত্তশুদ্ধিরও কারণ হইতে পারে না ॥ ৭১

রাজ্ঞোভয়ং চৌরভয়ং প্রমাদাৎ
ভয়ং তথা জ্ঞাতিভয়ং চ বস্তুতঃ।
ধনং ভয়গ্রস্তমনর্থমূলং
যতঃ সতাং তন্ন সুখায় কল্প্যতে ॥ * ৭২

অন্বয়। রাজ্ঞঃ (নৃপতি হইতে) ভয়ং (ভয়) চৌরভয়ং (চোর হইতে ভয়) প্রমাদাৎ (অসাবধানতা হইতে) ভয়ং (ভয়) তথা (সেই প্রকার) জ্ঞাতি-ভয়ং (জ্ঞাতি হইতে ভয়) বস্তুতঃ (যথার্থ কথা এই যে) যতঃ (যেহেতু) ধনং (অর্থ) ভয়গ্রস্ত (ভয়সমূহ দ্বারা গ্রস্ত) অনর্থমূলং (এবং দুঃখের কারণ); তৎ (এজন্য) সুখায় (সুখের হেতু বলিয়া) ন কল্প্যতে (কল্পিত হইতে পারে না) ॥ ৭২

অনুবাদ। (ধন থাকিলে) নৃপতি হইতে ভয়, চোর হইতে ভয়, অসাবধানতা হইতে ভয় এবং জ্ঞাতিজন হইতেও ভয় হইয়া থাকে। বাস্তবপক্ষে যেহেতু ধন এইরূপে (নানাপ্রকার) ভয়েরই হেতু এবং অনর্থের হেতু হইয়া থাকে, এইজন্য (বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে) ইহা (কখনই) সুখের হেতু বলিয়া বিবেচিত হয় না ॥ ৭২

অর্জ্জনে রক্ষণে দানে ব্যয়ে বাঽপিচ বস্তুতঃ।
দুঃখমেব সদা নৃণাং ন ধনং সুখসাধনম্ ॥ ৭৩

অন্বয়। নৃণাং (মনুষ্যগণের) অর্জ্জনে (ধনের অর্জ্জনে) রক্ষণে (রক্ষায়)

* নৈব সুখায় কল্পতে ইতি বা পাঠঃ।

দানে (দানে), ব্যয়েঽপিবা (কিংবা ব্যয়েও) সদা (সকল সময়েই) দুঃখং (দুঃখের কারণ) এব (ই); ধনং (এইরূপ ধন) সুখসাধনং (সুখের সাধন) ন ভবতীতি-শেষঃ (হইতে পারে না) ॥ ৭৩

অনুবাদ। (ধনের অর্জ্জনে) রক্ষণে দানে এবং ব্যয়ে ধন মনুষ্য-গণের সর্ব্বদাই দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে; এই কারণে, ইহা সুখের সাধন হয় না ॥ ৭৩

সতামপি পদার্থস্য লাভাল্লোভঃ প্রবর্ত্ততে।
বিবেকো লুপ্যতে লোভাৎ তস্মিন্ লুপ্তে বিনশ্যতি ॥৭৪

অন্বয়। সতাং (সাধুগণের) অপি (ও) পদার্থস্য (ধনের) লাভাৎ (লাভ হইতে) লোভঃ (লোভ) প্রবর্ত্ততে (উদিত হয়)। লোভাৎ (লোভ হইতে) বিবেকঃ (সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি) লুপ্যতে (লুপ্ত হইয়া থাকে), তস্মিন্ (সেই বিবেক) লুপ্তে (বিনষ্ট হইলে) বিনশ্যতি (লোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়) ॥ ৭৪

অনুবাদ। ধনলাভ হইলে (ক্রমে) সাধুগণেরও লোভের উদয় হইয়া থাকে। লোভ হইলে, ইহা সৎ উহা অসৎ এইপ্রকার বুঝিবার শক্তিরূপ যে বিবেক, তাহাও লুপ্ত হয়; বিবেক লুপ্ত হইলে মনুষ্য বিনাশকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৪

দহত্যলাভে নিঃস্বত্বং লাভে লোভো দহত্যমুম্।
তস্মাৎ সন্তাপকং বিত্তং কস্য সৌখ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৭৫

অন্বয়। অলাভে (ধনলাভ না হইলে) নিঃস্বত্বং (দরিদ্রব্যক্তিকে) দহতি (তাপিত করিয়া থাকে), লাভে (লাভ হইলে) অমুং (সেই ব্যক্তিকেই) লোভঃ (লোভ) দহতি (তাপিত করে); তস্মাৎ (সেই কারণে) সন্তাপকং (সন্তাপজনক) বিত্তং (ধন) কস্য (কোন্ ব্যক্তির) সৌখ্যং (সুখকে) প্রযচ্ছতি (দান করিয়া থাকে?) ॥ ৭৫

অনুবাদ। যদি লব্ধ না হয়, তাহা হইলে ধন দরিদ্র ব্যক্তিকে তাপযুক্ত করিয়া থাকে। আবার ধনলাভ হইলে, লোভ (উদিত হইয়া) হৃদয়ের সন্তাপকর হইয়া থাকে। এই কারণে (সর্ব্বপ্রকারেই) (হৃদয়ের) তাপজনক ধন (এই সংসারে) কাহার সুখ প্রদান-করে? (অর্থাৎ কাহারও সুখের হেতু হয় না) ॥ ৭৫

ভোগেন মত্ততা জন্তো র্দানেন পুনরুদ্ভবঃ ।
বৃথৈবোভয়থা বিত্তং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৭৬

অন্বয়। ভোগেন (ধনভোগের দ্বারা) জন্তোঃ (জীবের) মত্ততা (প্রমাদ) [ভবতি ইতি শেষঃ = হইয়া থাকে], দানেন (দানের দ্বারা) পুনরুদ্ভবঃ (দানজনিত পুণ্যের প্রভাবে সুখভোগ করিবার জন্য—আবার জন্মলাভ) [ভবতীতিশেষঃ = হইয়া থাকে] ; উভয়থা (উভয় প্রকারেই) বিত্তং (ধন) বৃথা (নিরর্থক) এব (ই); অন্যথা (ধনের এই দুই প্রকার ছাড়া অন্য কোন) গতিঃ (গতি) ন অস্তি এব (বিদ্যমান নাই) ॥ ৭৬

অনুবাদ। ধনের ভোগে জীবের মত্ততা উপস্থিত হয়, (সৎ বা অসৎ কার্য্যে) দান করিলে (তজ্জনিত পুণ্য বা পাপের প্রভাবে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবার জন্য) পুনর্ব্বার জন্মলাভ করিতে হয়। উভয় প্রকারেই ধন বৃথাই হয় ; এই দুইটি প্রকার ছাড়া ধনের অন্য কোন গতিও নাই ॥ ৭৬

ধনেন মদবৃদ্ধিঃ স্যান্মদেন স্মৃতিনাশনম্ ।
স্মৃতিনাশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৭৭

অন্বয়। ধনেন (ধনের দ্বারা) মদবৃদ্ধিঃ (অভিমানের বৃদ্ধি) স্যাৎ (হইয়া থাকে), মদেন (অভিমানের দ্বারা) স্মৃতিনাশনং (স্মৃতির বিলোপ হয়), স্মৃতি-নাশাৎ (স্মৃতির বিলোপ হইলে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধির নাশ হয়), বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধির নাশ হইলে) প্রণশ্যতি (লোকে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৭৭

অনুবাদ। ধন হইলে (লোকের) অভিমান বাড়িয়া থাকে ; অভিমান অতিশয় বাড়িলে, উহা স্মৃতিকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। স্মৃতির বিলোপ হইলে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইলে লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭৭

সুখয়তি ধনমেবেত্যন্তরাশা-পিশাচ্যা
　দৃঢ়তরমুপগূঢ়ো মূঢ়লোকো জড়াত্মা ।
নিবসতি তদুপান্তে সন্ততং প্রেক্ষমাণো
　ব্রজতি তদপি পশ্চাৎ প্রাণমেতস্য হৃত্বা ॥ ৭৮

অন্বয়। ধনং (ধন) সুখয়তি (সুখ প্রদান করে) এব (ই) ইতি (এই প্রকার) অন্তরাশা-পিশাচ্যা (মনের মধ্যে স্থিত আশারূপধারিণী পিশাচী কর্ত্তৃক) দৃঢ়তরং (অতি দৃঢ়ভাবে) উপগূঢ়ঃ (আলিঙ্গিত হইয়া) জড়াত্মা (জড়ভাবাপন্ন) মূঢ়লোকঃ (মোহগ্রস্ত ব্যক্তি) তদুপান্তে (ধনের কাছে) সন্ততং (সর্ব্বদা) প্রেক্ষমাণঃ (দেখিতে দেখিতে) নিবসতি (বাস করে) ; পশ্চাৎ (শেষে কিন্তু) তৎ (সেই ধনই) এতস্য (এই মূঢ়ব্যক্তির) প্রাণং (প্রাণকে) হৃত্বা (হরণ করিয়া) ব্রজতি (চলিয়া যায়) ॥ ৭৮

অনুবাদ। ধন আমাকে সুখপ্রদান করিবেই—এইপ্রকার হৃদয়স্থিত যে আশা তাহা পিশাচী স্বরূপে মূঢ় ব্যক্তিকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে ; তাহারই বশে জড়াত্মা হইয়া মনুষ্য ধনের দিকে চাহিয়া সর্ব্বদাই ধনের নিকট বাস করিয়া থাকে। শেষে কিন্তু, সেই ধনই তাহার প্রাণবিনাশের হেতু হয় এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ৭৮

সম্পন্নোঽন্ধবদেব কিঞ্চিদপরং নো বীক্ষতে চক্ষুষা
সদ্ভির্বর্জ্জিতমার্গ এব চরতি প্রোৎসাহিতো বালিশৈঃ।
তস্মিন্নেব মুহুঃ স্খলন্ প্রতিপদং গত্বান্ধকূপে পত-
ত্যস্যান্ধত্ব-নিবর্ত্তকৌষধমিদং দারিদ্র্যমেবাঞ্জনম্ ॥৭৯

অন্বয়। সম্পন্নঃ (ধনী) অন্ধবৎ (অন্ধের ন্যায়) অপরং (অন্য) কিঞ্চিৎ (কোন বস্তুই) চক্ষুষা (নয়ন দ্বারা) নো বীক্ষতে এব (দেখিতেই পায় না), সদ্ভিঃ (সাধুগণ কর্ত্তৃক) বর্জ্জিতমার্গে (পরিত্যক্ত পথে) এব (ই) বালিশৈঃ (মূর্খগণ কর্ত্তৃক) প্রোৎসাহিতঃ (প্রকৃষ্টরূপে উৎসাহিত হইয়া) চরতি (বিচরণ করিয়া থাকে)। তস্মিন্ (সেই পথে) এব (ই) প্রতিপদং (প্রত্যেক পদেতেই) মুহুঃ (বারবার) স্খলন্ (স্খলিত হইয়া) গত্বা (যাইয়া) অন্ধকূপে (অন্ধকূপ-সদৃশ মহাবিপদে) পততি (পতিত হইয়া থাকে), তস্য (সেই ব্যক্তির) অন্ধত্বনিবর্ত্তকং (এইপ্রকার অন্ধত্বকে নিবারণ করিতে সমর্থ) ইদং (এই) দারিদ্র্যং (দরিদ্রতা) অঞ্জনং (অঞ্জন) এব (ই) ঔষধং (ঔষধস্বরূপ) [ভবতি ইতি শেষঃ=হইয়া থাকে] ॥ ৭৯

অনুবাদ। সম্পত্তিশালী মনুষ্য অন্ধের ন্যায় (ধন ছাড়া) অপর

কোন বস্তুই নেত্র দ্বারা দেখিতে পায় না। সে মূর্খজনের বাক্যের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, সাধুজন-বিগর্হিত পথে বিচরণ করিয়া থাকে। সেই পথে প্রতিপদক্ষেপেই বারংবার স্খলিত হইয়া যাইতে যাইতে সে অবশেষে অন্ধকূপসদৃশ মহাবিপদে পতিত হইয়া থাকে। দারিদ্র্য-রূপ অঞ্জনই তাহার এই ধনমদান্ধতা-রূপ রোগ-নিবৃত্তির একমাত্র ঔষধ ॥ ৭৯

লোভঃ ক্রোধশ্চ দম্ভশ্চ মদো মৎসর এব চ।
বর্দ্ধতে বিত্ত-সম্প্রাপ্ত্যা কথং তচ্চিত্তশোধনম্ ॥ ৮০

অন্বয়। বিত্তসম্প্রাপ্ত্যা (প্রচুর ধন হইলে) লোভঃ ক্রোধশ্চ দম্ভশ্চ মদঃ (লোভ, ক্রোধ, দম্ভ, মদ) মৎসরঃ এব চ (এবং পরের গুণ দেখিয়া তাহার উপর বিদ্বেষ) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়), তৎ (সেই ধন) কথং (কি প্রকারে) চিত্তশোধনং (চিত্তশুদ্ধির কারণ)। [ভবতীতি শেষঃ—হয় ?] ॥ ৮০

অনুবাদ। ধনের সম্যক প্রকারে লাভের দ্বারা লোভ, ক্রোধ, দম্ভ, মদ এবং মৎসর বাড়িয়া থাকে। সেই ধন কি প্রকারে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিবে ? ॥ ৮০

অলাভাদ্দ্বিগুণং দুঃখং বিত্তস্য ব্যয়সম্ভবে।
ততোঽপি দ্বিগুণং * দুঃখং দুর্ব্যয়ে বিদুষামপি ॥৮১

অন্বয়। বিত্তস্য (ধনের) ব্যয়সম্ভবে (ব্যয়ের সম্ভাবনা হইলে) অলাভাৎ (অপ্রাপ্তি হইতে) দ্বিগুণং (যে দুঃখ হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা দুইগুণ অধিক) দুঃখং (দুঃখ) [ভবতি=হইয়া থাকে], দুর্ব্যয়ে (অন্যায়রূপে ব্যয় হইলে) বিদুষামপি (অভিজ্ঞব্যক্তিগণেরও) ততোঽপি (তাহা হইতেও) দ্বিগুণং (দুইগুণ অধিক) দুঃখং (দুঃখ) [ভবতি=হইয়া থাকে] ॥ ৮১

অনুবাদ। ধনব্যয়ের সম্ভাবনা হইলে, অপ্রাপ্তিনিবন্ধন দুঃখ হইতে দুইগুণ অধিক দুঃখ হইয়া থাকে। অন্যায়রূপে ব্যয় হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও তাহা হইতেও দুইগুণ অধিক দুঃখ হইয়া থাকে ॥ ৮১

---

* ততোঽপি ত্রিগুণং দুঃখম্ ইতি বা পাঠঃ।

নিত্যাহিতেন বিত্তেন ভয়চিন্তানপায়িনা।
চিত্তস্বাস্থ্যং কুতো জন্তোঃ গৃহস্থেনাহহিনা যথা॥ ৮২

অন্বয়। ভয়চিন্তানপায়িনা (ভয় ও চিন্তার সহিত সর্ব্বদা সম্বদ্ধ) নিত্যাহিতেন (সুতরাং সর্ব্বদাই অহিতকর) বিত্তেন (বিত্তের দ্বারা) জন্তোঃ (প্রাণীর) যথা (যেমন) গৃহস্থিতেন (গৃহেতে অবস্থিত) অহিনা (সর্পের দ্বারা) চিত্তস্বাস্থ্যং (চিত্তের স্বাস্থ্য) কুতঃ (কি প্রকারে হইবে?)॥ ৮২।

অনুবাদ। গৃহে সর্প থাকিলে যেমন [গৃহস্থের চিত্ত-স্বাস্থ্য হয় না], সেইরূপ ভয় ও চিন্তার সহিত সর্ব্বদা সম্বদ্ধ সুতরাং সতত অনিষ্ট-কর ধন থাকিলে, জীবের সুস্থচিত্ততা কিরূপে হইতে পারে?॥ ৮২

কান্তারে বিজনে পুরে * জনপদে সেতৌ নিরীতৌ চ বা
চৌরৈর্বাপি তথেতরৈর্নরবরৈ র্যুক্তো বিযুক্তোহপি বা।
নিঃস্বঃ স্বস্থতয়া সুখেন বসতি হ্যাদ্রীয়মাণো জনৈঃ
ক্লিশ্নাত্যেব ধনী সদাকুলমতির্ভীতশ্চ পুত্রাদপি॥ ৮৩

অন্বয়। বিজনে (জনহীন) কান্তারে (বনে) পুরে (নগরে) জনপদে (দেশে) সেতৌ (সেতুতে) নিরীতৌ চ বা (কিংবা নিরুপদ্রব স্থানে—যে কোন স্থানেই হোক না কেন) চৌরৈঃ ((চৌরগণ কর্ত্তৃক) তথা (সেইরূপ) ইতরৈঃ (হীনপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক) নরবরৈঃ (অথবা মনুষ্যশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক) যুক্তঃ (মিলিত) বিযুক্তঃ অপি বা (কিংবা বিরহিত হইয়া) নিঃস্বঃ (নির্ধন ব্যক্তি) সুখেন (অনায়াসে) বসতি (বাস করিয়া থাকে); জনৈঃ (সকল লোকই) আদ্রীয়মাণঃ (তাহাকে আদর করিয়া থাকে); ধনী (ধনবান্) সদা (সর্ব্বদা আকুলমতিঃ (ব্যাকুলচিত্ত) পুত্রাদপি (পুত্র হইতেও) ভীতঃ (ভয়যুক্ত হইয়া ক্লিশ্নাতি (ক্লেশ পাইয়া থাকে)॥ ৮৩

অনুবাদ। নির্জ্জনবনে বা জনপদে কিংবা নগরে অথবা সেতুতে কিংবা সর্ব্বপ্রকার দুর্ভিক্ষাদি-ভয়-হীন স্থানে যেখানেই নিঃস্ব ব্যক্তি বাস করে, সেখানে চোর বা ইতরজন কিংবা নৃপতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত মিলিত হউক বা না হউক, সে বিনা ক্লেশেই বাস করিয়া থাকে

* বনে ইতি বা পাঠঃ।

এবং সকল লোকেই তাহাকে আদর করিয়া থাকে ; কিন্তু ধনী সর্ব্বদাই ব্যাকুলচিত্ত (এমন কি) পুত্র হইতেও ভয়যুক্ত হইয়া—সর্ব্বদাই ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮৩

তস্মাদনর্থস্য নিদানমর্থঃ
পুমর্থসিদ্ধি র্ন ভবত্যনেন।
ততো বনান্তে নিবসন্তি সন্তঃ
সন্ন্যস্য সর্ব্বং প্রতিকূলমর্থম্ ॥ ৮৪

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই কারণে) অর্থঃ (ধন) অনর্থস্য (অনর্থের) নিদানং মূল কারণ), অনেন (এই অর্থের দ্বারা) পুমর্থসিদ্ধিঃ (পুরুষার্থের সিদ্ধি) ন ভবতি (হইতে পারে না); ততঃ (সেই কারণে) সন্তঃ (সাধুগণ) প্রতিকূলং (মোক্ষমার্গের বিরোধী) সর্ব্বং (সকল) অর্থং (ধনকে) সন্ন্যস্য (পরিত্যাগ করিয়া) বনান্তে (বনমধ্যে) নিবসন্তি (বাস করিয়া থাকেন) ॥ ৮৪

অনুবাদ। সেই হেতু অর্থ অনর্থের নিদান, এই অর্থের দ্বারা পুরুষার্থের (অর্থাৎ মোক্ষের) সিদ্ধি হইতে পারে না। সেই জন্যই মোক্ষমার্গের প্রতিকূল বলিয়া সকল প্রকার অর্থ ত্যাগ করিয়া সাধুগণ অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৮৪

বিরক্তি-ফলোপসংহারঃ।

শ্রদ্ধাভক্তিমতীং সতীং গুণবতীং পুত্রান্ শ্রুতান্ সম্মতান্
অক্ষয্যং বসু ধন্যভোগবিভবৈঃ শ্রীসুন্দরং মন্দিরম্।
সর্ব্বং নশ্বরমিত্যবেত্য কবয়ঃ শ্রুত্যুক্তিভির্যুক্তিভিঃ
সংন্যস্যন্ত্যপরে তু তৎ সুখমিতি ভ্রাম্যন্তি দুঃখার্ণবে ॥৮৫

অন্বয়। শ্রদ্ধাভক্তিমতীং (শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্না) গুণবতীং (গুণবতী) সতীং (সাধ্বী পত্নী) শ্রুতান্ (সুপণ্ডিত) সম্মতান্ (অনুগত) পুত্রান্ (পুত্রগণ) অক্ষয্যং

(ক্ষয় হইবার নহে এইরূপ) বসু (ধন) ধন্যভোগবিভবৈঃ (পুণ্যের দ্বারা লব্ধ নানা-বিধ ভোগসাধন-বিভব-সমূহের দ্বারা) শ্রীসুন্দরং (পরম-শোভা-মনোহর) মন্দিরং (ভবন) সর্ব্বং (এই প্রকার সকল বস্তুই) নশ্বরং (বিনাশশীল) ইতি (ইহা) শ্রুত্যুক্তিভিঃ (শ্রুতির বচনসমূহের দ্বারা) যুক্তিভিঃ (এবং যুক্তিসমূহের দ্বারা) অবেত্য (বুঝিয়া) কবয়ঃ (তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ) সংন্যস্যন্তি (সংন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন), অপরে তু (কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তিগণ) তৎ (সেই সকল বস্তুকেই) সুখম্ (সুখের হেতু) ইতি [এই প্রকার অবেত্য = নিশ্চয় করিয়া] দুঃখার্ণবে (দুঃখঃ-সমুদ্রে) ভ্রাম্যন্তি (ভ্রমণ করিয়া থাকে) ॥ ৮৫

অনুবাদ। শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্পন্না গুণবতী পতিব্রতা পত্নী, অনুগত এবং পণ্ডিত পুত্রগণ, প্রচুর ধন, ও পুণ্যবলে লব্ধ নানাবিধ ভোগ-জনক-বিলাস সামগ্রীতে পূর্ণ পরম সুন্দর ভবন, এই সকল বস্তুই বিনশ্বর, ইহা শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তিসমূহের সাহায্যে বুঝিতে পারিয়া, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ সংন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন; কিন্তু মোহান্ধ ব্যক্তিগণ এই সকল বস্তুকেই (একমাত্র) সুখের সাধন বিবেচনা করিয়া, দুঃখ-সমুদ্রে পতিত হইয়া ঘুরিতে থাকে ॥ ৮৫

সুখমিতি মলরাশৌ যে রমন্তেঽত্র গেহে
ক্রিময় ইব কলত্র-ক্ষেত্র-পুত্রানুষক্ত্যা।
সুরপদ ইব তেষাং নৈব মোক্ষপ্রসঙ্গ-
স্ত্বপি তু নিরয়গর্ভাবাস-দুঃখপ্রবাহঃ ॥ ৮৬

অন্বয়। অত্র (এই) মলরাশৌ (মলসমূহ-পরিপূর্ণ) গেহে (গৃহে) সুরপদ ইব (ইহা স্বর্গসদৃশ এই প্রকার বিবেচনা করিয়া) কলত্র-ক্ষেত্র-পুত্রানুষক্ত্যা (স্ত্রী, বিষয় এবং পুত্র প্রভৃতির প্রতি একান্ত অনুরাগের বশে) সুখমিতি (সুখ ভোগ করিব এই আশায়) ক্রিময়ঃ ইব (ক্রিমিসমূহের ন্যায়) যে (যাহারা) রমন্তে (আসক্ত হইয়া থাকে) তেষাং (তাহাদিগের) মোক্ষপ্রসঙ্গঃ (মুক্তির সম্ভাবনা) নৈব [ভবতীতি শেষঃ = হইতে পারে না], অপিতু (কিন্তু) নিরয়গর্ভাবাসদুঃখপ্রসঙ্গঃ (নরক এবং গর্ভে বাসজনিত দুঃখধারা) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে] ॥ ৮৬

অনুবাদ। এই মলরাশিপূর্ণ গৃহকেই স্বর্গসদৃশ বিবেচনা করিয়া—স্ত্রী,বিষয় এবং পুত্রগণের প্রতি একান্ত আসক্তিবশতঃ ক্রিমি-সদৃশ যে সকল ব্যক্তিগণ প্রীতি অনুভব করে, তাহাদের মোক্ষের সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত, (বারংবার) নরক এবং গর্ভবাসজনিত দুঃখ-প্রবাহ (তাহাদের বিরত হয় না)॥ ৮৬

যেষামাশা নিরাশা স্যাৎ দারাপত্যধনাদিষু।
তেষাং সিধ্যতি নান্যেষাং মোক্ষাশাভিমুখী গতিঃ॥ ৮৭

অন্বয়। দারাপত্যধনাদিষু (পত্নী পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতিতে) যেষাং (যাহাদের) নিরাশা (নৈরাশ্যই) আশা (আশার স্থলাভিষিক্ত), তেষাং (তাহাদিগেরই) মোক্ষাশাভিমুখী (মোক্ষের দিকে অনুকূল) গতিঃ/(যাত্রা) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়); অন্যেষাং (অপর ব্যক্তিগণের) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না)॥ ৮৭

অনুবাদ। পত্নী, পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহে নিরাশাই যাঁহাদের আশার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাঁহাদেরই মুক্তির দিকে অনুকূল গতি সিদ্ধ হয়, অপরের হয় না॥ ৮৭

সৎকর্ম্মক্ষয়পাপ্মনাং শ্রুতিমতাং সিদ্ধাত্মনাং ধীমতাং
নিত্যানিত্যপদার্থশোধনমিদং যুক্ত্যা মুহুঃ কুর্ব্বতাম্।
তস্মাদুত্থমহাবিরক্ত্যসিমতাং মোক্ষৈককাঙ্ক্ষাবতাং
ধন্যানাং সুলভং প্রিয়াদি-বিষয়েষ্বাশালতাচ্ছেদনম্॥৮৮

অন্বয়। সৎকর্ম্মক্ষয়পাপ্মনাং (সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে) শ্রুতিমতাং (যাহারা বেদার্থগ্রহ করিয়াছে) সিদ্ধাত্মনাং (যাহাদের আত্মা যোগবলে সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিয়াছে) মুহুঃ (বারংবার) ইদং (এই পূর্ব্বোক্ত প্রকার) নিত্যানিত্যপদার্থশোধনং (এই প্রকার বস্তু নিত্য এবং এই প্রকার বস্তু অনিত্য এই ভাবে বিচার) যুক্ত্যা (যুক্তি দ্বারা) কুর্ব্বতাং (করিয়া থাকেন) তস্মাৎ (সেই নিত্যানিত্য বিচার হইতে) উত্থ-মহাবিরক্ত্যসিমতাং (উত্থিত তীব্রবৈরাগ্যরূপ অসি যাহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে) মোক্ষৈককাঙ্ক্ষাবতাং (একমাত্র মুক্তিকেই যাহারা অভিলাষ করে)

ধন্যানাং (সেই ভাগ্যবান্ পুরুষগণেরই) প্রিয়াদি-বিষয়েষু (কান্তা প্রভৃতি ভোগ্য-বস্তুসমূহে) আশালতাচ্ছেদনং (আশারূপ লতার উচ্ছেদ) সুলভং (সুলভ) [ভবতীতি শেষঃ=হইয়া থাকে] ॥ ৮৮

অনুবাদ। সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা যাঁহাদের [পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান জন্মার্জ্জিত] পাপের ক্ষয় হইয়াছে, যাঁহারা বেদের অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা (প্রাণায়ামাদি দ্বারা) সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিতে পরিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বদাই যুক্তির সাহায্যে নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর বিবেক-জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, যাঁহারা সেই বিবেক-জ্ঞান হইতে উদিত তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এবং যাঁহারা একমাত্র মুক্তিরই কামনা করিয়া থাকেন, সেই সকল ধন্য মানবগণেরই কান্তা পুত্র প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়সমূহে আশালতার উচ্ছেদ সুলভ হইয়া থাকে ॥ ৮৮

সংসার-মৃত্যো র্বলিনঃ প্রবেষ্টুং
দ্বারাণি চ ত্রীণি মহান্তি লোকে।
কান্তা চ জিহ্বা কনকঞ্চ তানি
রুণদ্ধি যস্তস্য ভয়ং ন মৃত্যোঃ ॥ ৮৯

অন্বয়। বলিনঃ (বলবান্) সংসারমৃত্যোঃ (সংসাররূপ মৃত্যুর) প্রবেষ্টুং (প্রবেশ করিবার) কান্তা (প্রিয়তমা) জিহ্বা (রসনা) কনকঞ্চ (এবং সুবর্ণ) ত্রীণি (এই তিনটি) মহান্তি (বৃহৎ) দ্বারাণি (দ্বারস্বরূপ) [ভবন্তি ইতি শেষঃ= হইয়া থাকে]। যঃ (যে ব্যক্তি) তানি (সেই তিনটি দ্বারকে) রুণদ্ধি (রুদ্ধ করিয়া থাকে) তস্য (সেই ব্যক্তির) মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) ন ভয়ং (ভয় নাই) ॥ ৮৯

অনুবাদ। বলবান্ সংসার-রূপ মৃত্যুর (মনুষ্য-শরীরে) প্রবেশ করিবার জন্য কান্তা, রসনা এবং সুবর্ণ এই তিনটি বস্তুই সুপ্রশস্ত দ্বার-স্বরূপ হইয়া থাকে। যিনি এই তিনটি দ্বারকে রুদ্ধ করিতে পারেন (অর্থাৎ) এই তিনটি বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার আর মরণের ভয় থাকে না ॥ ৮৯

মুক্তিশ্রীনগরস্য দুর্জ্জয়তরং দ্বারং যদস্ত্যাদিমং
তস্য দ্বে অররে ধনং চ যুবতী তাভ্যাং পিনদ্ধং দৃঢ়ম্।
কামাখ্যার্গলদারুণা বলবতা দ্বারং তদেতৎ ত্রয়ং
ধীরো যস্তু ভিনত্তি সোঽর্হতি সুখং ভোক্তুং বিমুক্তিশ্রিয়ম্ ॥৯০

অন্বয়। মুক্তিশ্রীনগরস্য (মুক্তি-লক্ষ্মী যে নগরে বিদ্যমান আছেন, সেই নগরের) দুর্জ্জয়তরং (অতিশয় দুর্জ্জয়) আদিমং (প্রথম) যৎ (যে) দ্বারং (একটি দ্বার) অস্তি (বিদ্যমান আছে)। তস্য (সেই দ্বারের) ধনং (অর্থ) যুবতী চ (এবং যুবতী) দ্বে (এই দুইটি) অররে (কপাট); তাভ্যাং (সেই দুইখানি কপাট দ্বারা) বলবতা (অতিশয় প্রবল) কামাখ্যার্গলদারুণা (কাম নামক যে কাষ্ঠময় অর্গল তাহা দ্বারা) দ্বারং (ঐ দ্বার) দৃঢ়ং (দৃঢ়ভাবে) পিনদ্ধং (আবৃত রহিয়াছে)। তদেতৎ ত্রয়ং (সেই তিনটি বস্তু অর্থাৎ যুবতী অর্থ এবং কামকে) যঃ (যে) ধীরঃ (ধীর ব্যক্তি) ভিনত্তি (ভেদ করিতে পারে), সঃ (সেই ব্যক্তি) বিমুক্তিশ্রিয়ং (মোক্ষলক্ষ্মীকে) সুখং (সুখে) ভোক্তুং (ভোগ করিতে) অর্হতি (সমর্থ হয়) ॥ ৯০

অনুবাদ। যে নগরীতে মোক্ষ-লক্ষ্মী বাস করেন, তাহার প্রথম দ্বারটি অতিশয় দুর্জ্জয়। কারণ, ধন এবং যুবতী এই দুইটি (ভোগ্য বস্তুই) সেই দ্বারের দুইখানি কপাট; সেই কপাট দুইখানির দ্বারা এবং কামরূপ কাষ্ঠময় অর্গলের সাহায্যে ঐ দ্বার সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই তিনটি বস্তুকে যে ধীর ব্যক্তি ভেদ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মোক্ষলক্ষ্মীকে ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৯০

আরূঢ়স্য বিবেকাশ্বং তীব্রবৈরাগ্য-খড়্গিনঃ।
তিতিক্ষা-বর্ম্ম-যুক্তস্য প্রতিযোগী ন দৃশ্যতে ॥ ৯১

অন্বয়। বিবেকাশ্বং (বিবেকরূপ অশ্বে) আরূঢ়স্য যে ব্যক্তি আরোহণ করিয়াছে) তীব্রবৈরাগ্য-খড়্গিনঃ (তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি যাহার আছে) তিতিক্ষা-বর্ম্ম-যুক্তস্য (এবং সহনশীলতারূপ বর্ম্ম যে ব্যক্তি পরিধান করিয়াছে, সেই ব্যক্তির) প্রতিযোগী (প্রতিদ্বন্দ্বী) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না) ॥ ৯১

অনুবাদ। যে ব্যক্তি বিবেকরূপ অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন,

তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি যাঁহার অধিকৃত, এবং যিনি তিতিক্ষারূপ বর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৯১

বিবেকজাং তীব্রবিরক্তিমেব
মুক্তের্নিদানং প্রবদন্তি সন্তঃ ।
তস্মাদ্বিবেকী বিরতিং মুমুক্ষুঃ
সম্পাদয়েৎ তাং প্রথমং প্রযত্নাৎ ॥ ৯২

অন্বয়। সন্তঃ (সাধুগণ) বিবেকজাং (সদসদ্বিচার হইতে প্রসূত) তীব্র-বিরক্তিমেব (তীব্র বৈরাগকেই) মুক্তেঃ (মোক্ষের) নিদানং (মূলকারণ) প্রবদন্তি (বলিয়া থাকেন) ;তস্মাৎ (সেই কারণে) বিবেকী (বিবেকসম্পন্ন) মুমুক্ষুঃ (মোক্ষার্থী) প্রযত্নাৎ (যত্নের দ্বারা) তাং (সেই বৈরাগ্যকেই) প্রথমং (প্রথমতঃ) সম্পাদয়েৎ (সম্পাদন করিবেন) ॥ ৯২

অনুবাদ। সৎ এবং অসদ্বস্তুর বিচার হইতে প্রসূত তীব্র বৈরাগ্যকেই সাধুগণ মুক্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেইজন্য বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থী প্রযত্নের দ্বারা প্রথমতঃ সেই বৈরাগ্য-কেই সম্পাদিত করিবেন ॥ ৯২

পুমানজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসিতুম্ ।
ন হি শক্নোতি নির্ব্বেদো বন্ধভেদো মহানসৌ ॥৯৩

অন্বয়। অজাতনির্ব্বেদঃ (যাহার বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, এইরূপ) পুমান্ (পুরুষ) দেহবন্ধং (দেহরূপ বন্ধনকে) জিহাসিতুং (উচ্ছিন্ন করিবার ইচ্ছা করিতেও) ন শক্নোতি (সমর্থ হয় না) ; হি (যেহেতু) অসৌ (এই) নির্ব্বেদঃ (বৈরাগ্যই) মহান্ (প্রবল) বন্ধভেদঃ (বন্ধন ভেদ করিবার উপায়) ॥ ৯৩

অনুবাদ। যাহার বৈরাগ্য হয় নাই, সেই পুরুষ দেহরূপ বন্ধ-নকে ছিন্ন করিবার ইচ্ছাও করিতে পারে না। এই বৈরাগ্যই বন্ধন ভেদ করিবার মহান্ উপায় ॥ ৯৩

বৈরাগ্যরহিতা এব যমালয় ইবালয়ে।
ক্লিশ্যন্তি ত্রিবিধৈস্তাপৈর্ম্মোহিতা অপি পণ্ডিতাঃ॥ ৯৪

অন্বয়। বৈরাগ্যরহিতা এব (যাহাদের বৈরাগ্য উদিত হয় নাই, তাহারাই) পণ্ডিতা অপি (পণ্ডিত হইলেও) মোহিতাঃ (মোহপরবশ হইয়া) ত্রিবিধৈঃ তাপৈঃ (তিন প্রকার তাপের দ্বারা) ক্লিশ্যন্তি (ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ৯৪

অনুবাদ। যাহারা বৈরাগ্যহীন, তাহারা পণ্ডিত হইলেও মোহ-পরবশ হইয়া আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপের দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৯৪

শমাদিসাধন-নিরূপণম্।

শমোদমস্তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রদ্ধা ততঃ পরম্।
সমাধানমিতি প্রোক্তং ষড়েবৈতে শমাদয়ঃ॥ ৯৫

অন্বয়। শমঃ (শম) দমঃ (দম) তিতিক্ষা, (সহিষ্ণুতা) উপরতিঃ (সন্ন্যাস) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) ততঃ পরং (তাহার পর) সমাধানং (সমাধি) ইতি (ইহা) প্রোক্তং (কথিত হইয়াছে) এতে (এই) শমাদয়ঃ (শম প্রভৃতি উপায়) ষড়্ এব (ছয়টিই) [ভবন্তীতি শেষঃ = হইয়া থাকে]॥ ৯৫

অনুবাদ। শম, দম, তিতিক্ষা, সন্ন্যাস শ্রদ্ধা এবং তৎপরে সমাধান [কথিত হইয়া থাকে]; এই শমাদি [উপায়] ছয়টিই [হইয়া থাকে]॥ ৯৫

শমঃ।

একবৃত্ত্যৈব মনসঃ স্বলক্ষ্যে নিয়তস্থিতিঃ।
শম ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শমলক্ষণবেদিভিঃ॥ ৯৬

অন্বয়। মনসঃ (অন্তঃকরণের) স্বলক্ষ্যে নিজের লক্ষ্য বস্তুতে) এক-বৃত্ত্যা (একটি বৃত্তির দ্বারা) এব (ই) নিয়তস্থিতিঃ (অচঞ্চল ভাবে অবস্থানই)

শমলক্ষণবেদিভিঃ (শমের লক্ষণ যাঁহারা জানেন এই প্রকার) সদ্ভিঃ (সাধুগণ কর্ত্তৃক) শমঃ (শম) ইতি (এই বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হইয়া থাকে) ॥ ৯৬

অনুবাদ। ধ্যেয় বস্তুতে একাকার বৃত্তির দ্বারাই চিত্তের নিয়ত অবস্থিতিই শম ; এইরূপ শমলক্ষণবিৎ সাধুগণ নির্দ্দেশ করেন ॥ ৯৬

উত্তমো মধ্যমশ্চৈব জঘন্যশ্চেতি চ ত্রিধা। *
নিরূপিতো বিপশ্চিদ্ভিঃ তত্তল্লক্ষণবেদিভিঃ ॥ ৯৭

অন্বয়। তত্তল্লক্ষণ-বেদিভিঃ (বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ) বিপশ্চিদ্ভিঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) উত্তমঃ (উত্তম) মধ্যমঃ (মধ্যম) জঘন্যশ্চ (এবং জঘন্য) ইতি (এইরূপে) স শমঃ (সেই শম) ত্রিধা (ত্রিবিধ) নিরূপিতঃ (নির্ণীত হইয়া থাকে) ॥ ৯৭

অনুবাদ। বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই শম তিন প্রকার, এইরূপ নিরূপণ করিয়া থাকেন ; যথা—উত্তম, মধ্যম এবং অধম ॥ ৯৭

স্ববিকারং পরিত্যজ্য বস্তুমাত্রতয়া স্থিতিঃ।
মনসঃ সোত্তমা শান্তির্ব্রহ্মনির্ব্বাণলক্ষণা ॥ ৯৮

অন্বয়। স্ববিকারং (নিজ বিকারকে) পবিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) বস্তুমাত্রতয়া (কেবল বস্তুস্বরূপে) মনসঃ (অন্তঃকরণের) যা স্থিতিঃ (যে অবস্থান) সা (তাহাই) উত্তমা (উৎকৃষ্ট) ব্রহ্মনির্ব্বাণলক্ষণা (পরব্রহ্মলয় স্বরূপা) শান্তিঃ (শম) [উচ্যতে ইতি শেষঃ = কথিত হয়] ॥ ৯৮

অনুবাদ। নিজ বিকারকে [একেবারে] পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমার্থবস্তু-স্বরূপে চিত্তের যে অবস্থান, তাহাই উত্তম শম ; তাহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণস্বরূপ ॥ ৯৮

প্রত্যক্-প্রত্যয়-সন্তান-প্রবাহ-করণং ধিয়ঃ।
যদেষা মধ্যমা শান্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বৈকলক্ষণা ॥ ৯৯

অন্বয়। ধিয়ঃ (অন্তঃকরণের) যৎ (যে) প্রত্যক্-প্রত্যয়-সন্তান-প্রবাহ-করণং (বাহ্য বস্তু ব্যতিরেকে কেবল সেই আভ্যন্তর বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিক একাকার পরিণামরূপ প্রত্যয়সমূহের সৃষ্টি) এষা (ইহাই) শুদ্ধ-

* জঘন্য ইতি চ ত্রিধা ইতি বা পাঠঃ।

সত্ত্বৈক লক্ষণা (বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) মধ্যমা (মধ্যম) শান্তিঃ (শম) [উচ্যতে ইতি শেষঃ = কথিত হইয়া থাকে] ॥ ৯৯

অনুবাদ। (বাহ্য বস্তুর সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিয়া) মনের আভ্যন্তর বস্তুতে যে একজাতীয় প্রত্যয়সমূহের ধারা সম্পাদন, তাহাই মধ্যম শান্তি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; ইহার নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব ॥৯৯

বিষয়-ব্যাপৃতিং ত্যক্ত্বা শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ।
মনসশ্চেতরা শান্তিঃ মিশ্রসত্ত্বৈকলক্ষণা ॥ ১০০

অন্বয়। বিষয়ব্যাপৃতিং (বিষয়ান্তরে সঞ্চারকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ (বেদান্তবাক্যের শ্রবণে মনের স্থিরতা) মনসঃ (অন্তঃকরণের) ইতরা শান্তিঃ (অধম শম) মিশ্রসত্ত্বৈকলক্ষণা (ইহা মিশ্রসত্ত্ব-স্বরূপ) [কথ্যতে ইতি শেষঃ = কথিত হইয়া থাকে] ॥ ১০০

অনুবাদ। বাহ্যবিষয়সমূহে সঞ্চার পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদান্ত বাক্যের দ্বারা আত্মার স্বরূপ শ্রবণরূপ বিষয়ে চিত্তের যে স্থিরতা, তাহাই চিত্তের মধ্যম শম; ইহারই নাম মিশ্র সত্ত্ব ॥ ১০০

প্রাচ্যোদীচ্যাঙ্গ-সদ্‌ভাবে শমঃ সিধ্যতি নান্যথা।
তীব্রা বিরক্তিঃ প্রাচ্যাঙ্গমুদীচ্যাঙ্গং দমাদয়ঃ ॥ ১০১

অন্বয়। প্রাচ্যোদীচ্যাঙ্গ-সদ্ভাবে (পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী অঙ্গের সদ্‌ভাব হইলেই) শমঃ (শম) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) অন্যথা (অন্যপ্রকারে) ন (সিদ্ধ হয় না) তীব্রা (তীব্র) বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য) প্রাচ্যাঙ্গং (পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্গ) দমাদয়ঃ (দম প্রভৃতিই) উদীচ্যাঙ্গম্ (উত্তরবর্ত্তী অঙ্গ) ॥ ১০১

অনুবাদ। প্রাচ্য এবং উদীচ্য (অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পশ্চাদ্-বর্ত্তী) অঙ্গের সদ্ভাব হইলেই এই শম সিদ্ধি লাভ করে। তীব্র বৈরাগ্যই ইহার পূর্ব্ববর্ত্তি অঙ্গ এবং দম প্রভৃতি (বক্ষ্যমাণ উপায়-গুলিই) পরবর্ত্তি [অঙ্গ হইয়া থাকে] ॥ ১০১

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মোহশ্চ মৎসরঃ।
ন জিতাঃ ষড়িমে যস্য * তস্য শান্তি র্ন সিধ্যতি ॥ ১০২

অন্বয়। কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (কোপ) লোভঃ (লোভ) মদঃ (মদ)

* ষড়িমে যেন ইতি বা পাঠঃ।

মোহঃ (মোহ) মৎসরশ্চ (এবং মৎসর) ইমে (এই) ষট্ (ছয়টি) যস্য (যে ব্যক্তির) ন জিতাঃ (বশীকৃত হয় নাই) তস্য (তাহার) শান্তিঃ (শম) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না) ॥ ১০২

অনুবাদ। কাম, ক্রোধ, লোভ, অভিমান, মোহ এবং পরগুণ-বিদ্বেষ এই ছয়টি (রিপু) যাহার বশীকৃত হয় নাই, তাহার শান্তি সিদ্ধ হয় না ॥ ১০২

শব্দাদি-বিষয়েভ্যো যো বিষবন্ন নিবর্ত্ততে।
তীব্রমোক্ষেচ্ছয়া ভিক্ষুস্তস্য * শান্তি র্ন বিদ্যতে ॥ ১০৩

অন্বয়। যঃ (যে) ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) তীব্রমোক্ষেচ্ছয়া (মুক্তিতে উৎকট অভিলাষ নিবন্ধন) বিষবৎ (বিষসদৃশ) শব্দাদি-বিষয়েভ্যঃ (শব্দাদি-ভোগ্যবস্তু-সমূহ হইতে) ন নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয় না) তস্য (তাহার) শান্তিঃ (শম) ন বিদ্যতে (হইতে পারে না) ॥ ১০৩

অনুবাদ। মোক্ষে তীব্র অভিলাষ বশতঃ যে সন্ন্যাসী বিষসদৃশ শব্দাদি ভোগ্যবস্তু হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহার শান্তি হইতে পারে না ॥ ১০৩

যেন নারাধিতো দেবো যস্য নো গুর্ব্বনুগ্রহঃ।
ন বশ্যং হৃদয়ং যস্য তস্য শান্তির্ন সিধ্যতি ॥ ১০৪

অন্বয়। যেন (যে ব্যক্তি-কর্ত্তৃক) দেবঃ (দেবতা) ন আরাধিতঃ (উপাসিত হয় নাই) যস্য (যাহার উপর) গুর্ব্বনুগ্রহঃ (গুরুর কৃপা নাই) যস্য (যাহার) হৃদয়ং (অন্তঃকরণ) ন বশ্যং (বশীভূত হয় নাই) তস্য (সেই ব্যক্তির) শান্তিঃ (শম) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হইতে পারে না) ॥ ১০৪

অনুবাদ। যে দেবতার আরাধনা করে নাই, যাহার উপর গুরুর কৃপা নাই এবং যাহার অন্তঃকরণ বশীভূত হইবার নহে, সেই ব্যক্তির কখনই শম সিদ্ধ হয় না ॥ ১০৪

---

* ভিক্ষোঃ ইতি বা পাঠঃ।

মনঃপ্রসাদ-সাধনম্।

মনঃপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং সাধনং শ্রূয়তাং বুধৈঃ।
মনঃপ্রসাদো যৎসত্ত্বে যদভাবে ন সিধ্যতি॥ ১০৫

অন্বয়। যৎসত্ত্বে (যাহা বিদ্যমান থাকিলে) মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে], যদভাবে (যাহার অভাব হইলে) ন সিধ্যতি (মনঃপ্রসাদ সিদ্ধ হয় না); মনঃপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং (মনের প্রসন্নতা-সিদ্ধির জন্য) সাধনং (সেই সাধন) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ-কর্তৃক) শ্রূয়তাম্ (শ্রুত হউক)॥ ১০৫

অনুবাদ। যাহা হইলে চিত্তের প্রসন্নতা হয়, [এবং] যাহার অভাবে [চিত্তের প্রসন্নতা] হয় না, চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদনের সেই সাধন [কি, তাহা] পণ্ডিতগণ শ্রবণ করুন॥ ১০৫

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ দয়া ভূতেষ্ববক্রতা।
বিষয়েষ্বতিবৈতৃষ্ণ্যং শৌচং দম্ভবিবর্জ্জনম্॥ ১০৬

অন্বয়। ব্রহ্মচর্য্যং (মৈথুনবর্জ্জন), অহিংসা (প্রাণিহিংসা-বর্জ্জন), ভূতেষু (জীবগণের প্রতি) দয়া (করুণা), অবক্রতা (সরলতা), বিষয়েষু (বিষয়-সমূহে) অতিবৈতৃষ্ণ্যং (অত্যন্ত বিতৃষ্ণা), শৌচং (বাহ্য এবং আভ্যন্তর শুচিতা) দম্ভবিবর্জ্জন (দাম্ভিকতা পরিহার)॥ ১০৬

অনুবাদ। মৈথুন-বর্জ্জন, প্রাণিহিংসা-পরিত্যাগ, জীবসমূহে করুণা, সরলতা, ভোগ্যবস্তুসমূহে অতিশয় বৈরাগ্য, বাহ্য এবং আভ্যন্তর শৌচ, অদাম্ভিকতা॥ ১০৬

সত্যং নির্ম্মমতা স্থৈর্য্যমভিমানবিবর্জ্জনম্।*
ঈশ্বরধ্যানপরতা ব্রহ্মবিদ্ভিঃ সহ স্থিতিঃ॥ ১০৭

অন্বয়। সত্যং (মিথ্যাব্যবহার পরিত্যাগ), স্থৈর্য্যং (স্থিরতা), অভিমান-বিবর্জ্জনং (অভিমান পরিহার), ঈশ্বরধ্যানপরতা (ঈশ্বর-চিন্তাভ্যাস), ব্রহ্মবিদ্ভিঃ (ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তিগণের) সহ (সহিত) স্থিতিঃ (অবস্থান)॥ ১০৭

---

* অভিমান বিসর্জ্জনমিতি বা পাঠঃ।

অনুবাদ। মিথ্যা-ব্যবহার-বর্জ্জন, স্থিরতা, অভিমানত্যাগ, ঈশ্বরচিন্তাভ্যাস, ব্রহ্মবিদ্‌গণের সহিত অবস্থান ॥ ১০৭

জ্ঞানশাস্ত্রৈকপরতা সমতা সুখদুঃখয়োঃ।
মানানাসক্তিরেকান্তশীলতা চ মুমুক্ষুতা ॥ ১০৮

অন্বয়। জ্ঞানশাস্ত্রৈকপরতা (অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন), সুখদুঃখয়োঃ (সুখে বা দুঃখে) সমতা (অবিচলভাবে স্থিতি), মানানাসক্তিঃ (সম্মানে অনাসক্তি), একান্তশীলতা (নির্জ্জনবাসপ্রিয়তা), মুমুক্ষুতা চ (এবং মুক্তিলাভের ইচ্ছা) ॥ ১০৮

অনুবাদ। অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন, সুখে বা দুঃখে চঞ্চল না হওয়া, সম্মানে অনাসক্তি, নির্জ্জনবাস-রতি মোক্ষলাভের ইচ্ছা ॥ ১০৮

যস্যৈতদ্‌বিদ্যতে সর্ব্বং তস্য চিত্তং প্রসীদতি।
নত্বেতদ্ধর্ম্মশূন্যস্য প্রকারান্তরকোটিভিঃ ॥ ১০৯

অন্বয়। যস্য (যাহার) এতৎ (এই) সর্ব্বং (সকল) বিদ্যতে (বিদ্যমান আছে), তস্য (তাহার) চিত্তং (অন্তঃকরণ) প্রসীদতি (প্রসন্ন হয়); এতদ্ধর্ম্ম-শূন্যস্য (এই কয়টি ধর্ম্ম যাহার নাই তাহার) প্রকারান্তরকোটিভিঃ (অন্য কোটি উপায়ের দ্বারাও) [ন প্রসীদতি ইতি শেষঃ = অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয় না] ॥ ১০৯

অনুবাদ। এই সকল ধর্ম্ম যাহার বিদ্যমান আছে, তাহারই অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া থাকে, যাহার কিন্তু এই কয়টি ধর্ম্ম নাই, তাহার অন্য কোটি উপায়ের দ্বারাও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইতে পারে না ॥ ১০৯

ব্রহ্মচর্য্যম্।

স্মরণং দর্শনং স্ত্রীণাং গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্।
সমীচীনত্বধীস্তাসু প্রীতিঃ সম্ভাষণং মিথঃ ॥ ১১০
সহবাসশ্চ সংসর্গঃ অষ্টধা মৈথুনং বিদুঃ।
এতদ্‌বিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যং চিত্তপ্রসাদকম্ ॥ ১১১

অন্বয়। স্ত্রীণাং (রমণীগণের) স্মরণং (চিন্তা) দর্শনং (বিলোকন

গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনং (গুণ ও কর্ম্মের প্রশংসা) তাসু (তাহাদের উপর) সমীচীনত্বধীঃ (চারুতা-বোধ) প্রীতিঃ (ভালবাসা) মিথঃ (অন্যোন্য) সম্ভাষণং (আলাপ) সহবাসঃ (একত্রবাস) সংসর্গঃ (সঙ্গম) অষ্টধা (এই অষ্টপ্রকারই) মৈথুনং (মৈথুন) বিদুঃ (ইহা অভিজ্ঞব্যক্তিগণ বুঝিয়া থাকেন); এতদ্‌বিলক্ষণং (এই কয়টির বিপরীত আচরণ) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্যই) চিত্তপ্রসাদনং (চিত্তের প্রসন্নতার কারণ) ॥ ১১০—১১১

অনুবাদ। রমণীগণের চিন্তা অবলোকন এবং গুণ ও কর্ম্মের প্রশংসা, তাহাদিগকে রমণীয় বলিয়া বোধ করা, তাহাদের প্রতি প্রেম, এবং অনুরাগপূর্ব্বক পরস্পর সম্ভাষণ, তাহাদের সহিত একত্র অবস্থান এবং সঙ্গম এই অষ্টপ্রকার ব্যবহারকেই (পণ্ডিতগণ) মৈথুন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই কয়টির পরিবর্জ্জনই ব্রহ্মচর্য্য, (ব্রহ্মচর্য্যই) চিত্তের প্রসন্নতার হেতু [হইয়া থাকে] ॥ ১১০—১১১

অহিংসা।

অহিংসা বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ প্রাণিমাত্রাপ্রপীড়নম্‌।
স্বাত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কায়েন মনসা গিরা ॥ ১১২

অন্বয়। বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ (বাক্য মনঃ এবং শরীরের দ্বারা) প্রাণিমাত্রাপ্রপীড়নং (জীবমাত্রকেই কোন প্রকার পীড়ন না করা) কায়েন (দেহ দ্বারা) মনসা (মনের দ্বারা) গিরা (বাক্যের দ্বারা) সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণীতেই) স্বাত্মবৎ (নিজের আত্মার ন্যায়) [ব্যবহরণমিতিশেষঃ=ব্যবহার করাই] অহিংসা (অহিংসা) ॥ ১১২

অনুবাদ। বাক্য মনঃ এবং দেহের দ্বারা কোন প্রাণীকেই ক্লেশ প্রদান না করা এবং শরীর, মনঃ এবং বাক্যের দ্বারা সকল জীবের প্রতিই নিজের আত্মার ন্যায় ব্যবহার করাই অহিংসা ॥ ১১২

দয়া-বক্রতে।

অনুকম্পা দয়া সৈব প্রোক্তা বেদান্তবাদিভিঃ।
করণত্রিতয়েম্বেকরূপতাঽবক্রতা মতা ॥ ১১৩

অন্বয়। [যা লোকে = যাহা জগতে] অনুকম্পা (অনুকম্পা) [ইতি প্রসিদ্ধা = বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে] বেদান্তবাদিভিঃ (বেদান্তব্যাখ্যাতৃপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) সৈব (তাহাই) দয়া প্রোক্তা (দয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে); করণত্রিতয়েষু (কর্ম্মেন্দ্রিয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে এবং অন্তরিন্দ্রিয়ে) একরূপতা (এক ভাবে বৃত্তিই) অবক্রতা (অবক্রতা বলিয়া) মতা (সম্মত হইয়া থাকে) ॥ ১১৩

অনুবাদ। [লোকে যাহা] অনুকম্পা [বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে], বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতৃগণ তাহাকেই দয়া বলিয়া থাকেন। কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা একই প্রকার ব্যবহার (অর্থাৎ মনে একরূপ চক্ষু প্রভৃতিতে আর একরূপ এবং বাক্য প্রভৃতিতে অন্য-রূপ ব্যবহার, যাহা খল ও কুটিল ব্যক্তির অভ্যস্ত, তাহার একেবারেই বর্জ্জন অর্থাৎ যেরূপ অন্তরে, বাহিরেও সেইরূপ ব্যবহারই) অবক্রতা বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ ১১৩

বৈতৃষ্ণ্যম্।

ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েম্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলম্ ॥ ১১৪

অন্বয়। যথৈব (যে প্রকারে) কাকবিষ্ঠায়াং (কাকের বিষ্ঠার উপর) তথা (সেইরূপ) ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু (ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত) বিষয়েষু (ভোগ্যবস্তুসমূহে) বৈরাগ্যং (বিরক্তিঃ) অনু (ই) যৎ (যাহা) তৎ (তাহাই) নির্ম্মলং (বিমল) বৈরাগ্য (বৈরাগ্য হি (প্রসিদ্ধ আছে) ॥ ১১৪

অনুবাদ। কাকের বিষ্ঠাতে যেরূপ বিরক্তি থাকে, ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত ভোগ্যবস্তু মাত্রেই সেইরূপ বৈরাগ্যই, নির্ম্মল বৈরাগ্য (বা বৈতৃষ্ণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়) ॥ ১১৪

শৌচম্।

বাহ্যমাভ্যন্তরং চেতি দ্বিবিধং শৌচমুচ্যতে।
মৃজ্জলাভ্যাং কৃতং শৌচং বাহ্যং শারীরিকং স্মৃতম্ ॥* ১১৫

অন্বয়। বাহ্যম্ (বাহ্য) আভ্যন্তরং চ (এবং আভ্যন্তর) শৌচং (শৌচ) দ্বিবিধং (দুই প্রকার) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে); মৃজ্জলাভ্যাং (মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা সম্পাদিত) শারীরিকং (শরীর সম্বন্ধে) শৌচং (শৌচ) বাহ্যং (বাহ্য বলিয়া) স্মৃতম্ (ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ১১৫

অনুবাদ। শৌচ দুই প্রকার কথিত হইয়াছে; যথা বাহ্য এবং আভ্যন্তর। মৃত্তিকা এবং জলের দ্বারা যে শৌচ হয়, তাহাই বাহ্য শৌচ বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৫

অজ্ঞান-দূরীকরণং মানসং শৌচমান্তরম্।
অন্তঃশৌচে স্থিতে সম্যগ্ বাহ্যং নাবশ্যকং নৃণাম্ ॥ ১১৬

অন্বয়। মানসং (মনের) শৌচং (শৌচই) আন্তরং (আন্তর শৌচ) [তাহাই] অজ্ঞান-দূরীকরণং (অজ্ঞানের নিরাকরণ) [ভবতীতি শেষঃ= হইয়া থাকে] অন্তঃশৌচে (অন্তঃশৌচ) সম্যক্ (সম্যক্প্রকারে) স্থিতে (সিদ্ধ হইলে) নৃণাং (মনুষ্যগণের) বাহ্যং (বাহ্য) শৌচং (শৌচ) ন আবশ্যকং (আবশ্যক হয় না) ॥ ১১৬

অনুবাদ। মনের বিশুদ্ধতাই আন্তর শৌচ, তাহাও অজ্ঞানকে [দূর] করা ছাড়া অন্য কিছু নহে। অন্তঃশৌচ অর্থাৎ মনের বিশুদ্ধি [স]ম্যক্প্রকারে সিদ্ধ হইলে মনুষ্যগণের আর বাহ্যশৌচ আবশ্যক [হ]য় না ॥ ১১৬

দম্ভঃ।

ধ্যানপূজাদিকং লোকে দ্রষ্টর্য্যেব করোতি যঃ।
পারমার্থিক-ধীহীনঃ স দম্ভাচার উচ্যতে।
পুংসস্তথাহনাচরণ মদম্ভিত্বং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ১১৭

---

* শারীরকমিতি বা পাঠঃ।

অন্বয়। দ্রষ্টরি (দেখিবার লোক বিদ্যমান থাকিলে) এব (ই) লোকে (সংসারে) যঃ (যে ব্যক্তি) ধ্যানপূজাদিকং (ধ্যান ও পূজা প্রভৃতি) করোতি (করিয়া থাকে) পারমার্থিক-ধীহীনঃ (শ্রদ্ধাহীন) সঃ (সেই ব্যক্তি) দম্ভাচারঃ (দম্ভাচার বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে)। পুংসঃ (পুরুষের) তথা অনাচরণং (সেইরূপ আচার না করাকেই) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) অদম্ভিত্বং (অদম্ভিত্ব বলিয়া) বিদুঃ (জানিয়া থাকেন)॥ ১১৭

অনুবাদ। দেখিবার লোক বিদ্যমান থাকিলে (কেবল দেখাইবার জন্যই) এই সংসারে যে ব্যক্তি ধ্যান ও পূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তিকেই দম্ভাচার বলা যায়। এই প্রকার দম্ভাচার পরিত্যাগ করাকেই পণ্ডিতগণ অদম্ভিত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ১১৭

সত্যম্।

যৎ স্বেন দৃষ্টং সম্যক্ চ শ্রুতং তস্যৈব ভাষণম্।
সত্যমিত্যুচ্যতে ব্রহ্ম সত্যমিত্যভিভাষণম্॥ ১১৮

অন্বয়। স্বেন (নিজে) যৎ (যাহা) দৃষ্টং (দেখিয়াছে) সম্যক্ চ (এ[বং] সমীচীনভাবে) শ্রুতং (শুনিয়াছে), তস্য এব (তাহারই) ভাষণং (কথন[কে]) সত্যম্ ইতি (সত্য বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে); ব্রহ্ম (ব্রহ্মই) সত[্যম্] (সত্য) ইত্যভিভাষণং (এই প্রকার সর্ব্বদা মুখে বলাও) সত্যমিত্যুচ্যতে (স[ত্য] বলিয়া কথিত হইয়াছে)॥ ১১৮

অনুবাদ। যাহা স্বয়ং দেখিয়াছে বা ভাল করিয়া (বিশ্ব[স্ত] ব্যক্তির নিকটে) শুনা গিয়াছে, তাহারই কথনকে সত্য বলা যায় এ[বং] সর্ব্বদা "ব্রহ্মই সত্য" এই প্রকার উক্তিকে ও সত্য বলা যায়॥ ১১৮

নির্ম্মমতা।

দেহাদিষু স্বকীয়ত্ব-দৃঢ়বুদ্ধি-বিসর্জ্জনম্।
নির্ম্মমত্বং স্মৃতং যেন কৈবল্যং লভতে বুধঃ॥ ১১৯

অন্বয়। দেহাদিষু (দেহ প্রভৃতি বস্তুতে) স্বকীয়ত্ব-বুদ্ধি-বিসর্জ্জনং (ইহা আমার এই প্রকার বুদ্ধিকে হইতে না দেওয়াই) নির্ম্মমত্বং (নির্ম্মমতা বলিয়া) স্মৃতং (স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে); যেন (যে নির্ম্মমতার দ্বারা) বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) কৈবল্যং (নির্ব্বাণ) লভতে (লাভ করিয়া থাকেন)॥ ১১৯

অনুবাদ। দেহ প্রভৃতি বস্তুতে ইহা আমার এই প্রকার বুদ্ধিকে না হইতে দেওয়াই স্মৃতিশাস্ত্রে নির্ম্মমত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে; এই নির্ম্মমত্ব দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ১১৯

স্থৈর্য্যম্।

গুরুবেদান্তবচনৈর্নিশ্চিতার্থে দৃঢ়স্থিতিঃ।
তদেকবৃত্ত্যা তৎস্থৈর্য্যং নৈশ্চল্যং ন তু বর্ষ্মণঃ॥ ১২০

অন্বয়। গুরুবেদান্তবচনৈঃ (গুরুর এবং বেদান্তের বচনসমূহের দ্বারা) নিশ্চিতার্থে (যাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে সেই বস্তুতে) তদেকবৃত্ত্যা (তাহাতে চিত্তকে একাগ্রভাবে সংলগ্ন করিয়া) যা (যে) দৃঢ়স্থিতিঃ (অকম্পিতভাবে অবস্থান) তৎ (তাহাই) স্থৈর্য্যং (স্থৈর্য্য), বর্ষ্মণঃ (দেহের) নৈশ্চল্যং (নিশ্চলতাই) ন তু [স্থৈর্য্যমিত্যুচ্যতে ইতি শেষঃ = স্থৈর্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় না]॥ ১২০

অনুবাদ। গুরুর উপদেশ এবং বেদান্তবচনসমূহ দ্বারা যে বস্তু নির্ণীত হয়, সেই বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতার সহিত সর্ব্বদা অবস্থান (অর্থাৎ ধ্যান করাই) স্থৈর্য্য; কেবল শরীরকে নিশ্চল করিয়া রাখাই স্থৈর্য্য হইতে পারে না॥ ১২০

অভিমান-বিসর্জ্জনম্।

বিদ্যৈশ্বর্য্যতপোরূপকুলবর্ণাশ্রমাদিভিঃ।
সঞ্জাতাহংকৃতে স্ত্যাগ স্ত্বভিমানবিসর্জ্জনম্॥ * ১২১

অন্বয়। বিদ্যৈশ্বর্য্যতপোরূপকুলবর্ণাশ্রমাদিভিঃ (বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা,

* সঞ্জাতাহংকৃতিত্যাগঃ ইতি বা পাঠঃ।

শরীরের সৌন্দর্য্য, বংশ এবং আশ্রম প্রভৃতির দ্বারা) সঞ্জাতাহংকৃতেঃ ত্যাগঃ (উৎপন্ন হইয়া থাকে যে অহংকার তাহারই পরিত্যাগ) অভিমানবিসর্জ্জনং (অভিমান বিসর্জ্জন)॥ ১২১

অনুবাদ। বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, বর্ণ এবং আশ্রম প্রভৃতির দ্বারা যে অহংকার উৎপন্ন হয়, একেবারে তাহাকে পরিত্যাগ করাই অভিমান-বিসর্জ্জন (বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে)॥ ১২১

ঈশ্বরধ্যানম্।

ত্রিভিশ্চ করণৈঃ সম্যগ্ হিত্বা বৈষয়িকীং ক্রিয়াম্।
স্বাত্মৈকচিন্তনং যত্তদীশ্বরধ্যানমীরিতম্॥ ১২২

অন্বয়। ত্রিভিঃ (তিন প্রকার) করণৈঃ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা) বৈষয়িকীং (বিষয়-সম্বন্ধিনী) ক্রিয়াং (ক্রিয়াকে) সম্যক্ (সম্যক্ প্রকারে) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) যৎ (যে) স্বাত্মৈকচিন্তনং (নিজের আত্মার ধ্যান) তৎ (তাহাই) ঈশ্বরধ্যানং (ঈশ্বর-ধ্যান বলিয়া) ঈরিতং (কথিত হইয়া থাকে)॥ ১২২

অনুবাদ। ত্রিবিধ করণের দ্বারা যত প্রকার বৈষয়িক ব্যাপার হইয়া থাকে; তাহা সকলই পরিত্যাগ করিয়া, নিজের আত্মাকে অনন্যভাবে চিন্তা করাকেই ঈশ্বরধ্যান বলিয়া (আচার্য্যগণ) নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ১২২

ব্রহ্মবিৎসহবাসঃ।

ছায়েব সর্ব্বদা বাসো ব্রহ্মবিদ্ভিঃ সহ স্থিতিঃ॥ ১২৩

অন্বয়। ছায়া ইব (ছায়ার ন্যায়) সর্ব্বদা (সকল সময়েই) ব্রহ্মবিদ্ভিঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের) সহ স্থিতিঃ (সহ অবস্থানই) বাসঃ (ব্রহ্মবিৎ-সহবাস) [উচ্যতে ইতি শেষঃ = উক্ত হইয়া থাকে]॥ ১২৩

অনুবাদ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের সহিত সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় যে অবস্থান তাহাকেই ব্রহ্মবিৎ সহবাস বলা যায়॥ ১২৩

জ্ঞান-নিষ্ঠা।

যদ্যদুক্তং জ্ঞানশাস্ত্রে শ্রবণাদিক্রমেষু যঃ।
নিরতঃ কর্ম্মধীহীনঃ জ্ঞাননিষ্ঠঃ স এব হি॥ ১২৪

অন্বয়। জ্ঞানশাস্ত্রে (বেদান্তাদি জ্ঞানশাস্ত্রে) যদ্ যদ্ উক্তং (যাহা কিছু বলা হইয়াছে) শ্রবণাদিক্রমেষু (সেই সেই শ্রবণ-মননাদিক্রমে) কর্ম্মধীহীনঃ (কর্ম্মবুদ্ধিকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) নিরতঃ (ব্যাপৃত হইয়া থাকে), স এব হি (সেই ব্যক্তিই) জ্ঞাননিষ্ঠঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়)॥ ১২৪

অনুবাদ। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তদনুসারে ঐ শ্রবণাদিতে যে ব্যক্তি কর্ম্ম বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই জ্ঞাননিষ্ঠ বলা যায়॥ ১২৪

সমত্বম্।

ধনকান্তাজ্বরাদীনাং প্রাপ্তিকালে সুখাদিভিঃ। *
বিকারহীনতৈব স্যাৎ সুখদুঃখসমানতা॥ ১২৫

অন্বয়। ধনকান্তাজ্বরাদীনাং (অর্থ, রমণী বা জ্বর প্রভৃতি রোগাদির) প্রাপ্তিকালে (প্রাপ্তিসময়ে) সুখাদিভিঃ (সুখ বা দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা) বিকারহীনতা (নির্ব্বিকারতা) এব (ই) সুখদুঃখসমানতা (সুখ-দুঃখ-সমত্ব) স্যাৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে)॥ ১২৫

---

* প্রাপ্তকালে ইতি বা পাঠঃ।

অনুবাদ। ধন, কান্তা কিংবা জ্বর প্রভৃতির প্রাপ্তিকালে অন্তঃকরণে কোন প্রকারে বিকার না হইতে দেওয়াকে সুখ-দুঃখ-সমানতা বলা যায়॥ ১২৫

মানানাসক্তিঃ।

শ্রেষ্ঠং পূজ্যং বিদিত্বা মাং মানয়ন্তু জনা ভুবি।
ইত্যাসক্ত্যা বিহীনত্বং মানানাসক্তিরুচ্যতে॥ ১২৬

অন্বয়। মাং (আমাকে) শ্রেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠ) পূজ্যং (পূজনীয়) বিদিত্বা (বিবেচনা করিয়া) ভুবি (পৃথিবীতে) জনাঃ (জনসমূহ) মানয়ন্তু (সম্মানিত করুক) ইতি (এই প্রকার) আসক্ত্যা বিহীনত্বং (আসক্তিকে পরিত্যাগ করা) মানানাসক্তিঃ (মানে অনাসক্তি) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হইয়া থাকে)॥ ১২৬

অনুবাদ। আমাকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য বোধ করিয়া জনসমূহ সম্মানিত করুক, এই প্রকার আসক্তির পরিত্যাগই মানে অনাসক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১২৬

একান্তশীলতা।

সচ্চিন্তনস্য সংবাধো বিঘ্নোঽয়ং নির্জ্জনে ততঃ।
স্থেয়মিত্যেক এবাস্তি চেৎ সৈবৈকান্তশীলতা॥ ১২৭

অন্বয়। অয়ং (এই) সংবাধঃ (জনপূর্ণস্থান) সচ্চিন্তনস্য (ব্রহ্মচিন্তার পক্ষে) বিঘ্নঃ (ব্যাঘাতকর) ততঃ (সেইজন্য) নির্জ্জনে (জনশূন্য স্থানে) স্থেয়ং (বাস করিতে হইবে) ইতি (এই প্রকার সংকল্প করিয়া) চেৎ (যদি) এক এব অস্তি (একাকীই [কেহ] অবস্থান করিতে থাকে), সা এব (তাহাই) একান্তশীলতা (একান্তশীলতা বলিয়া) [কথ্যতে ইতি শেষঃ=কথিত হইয়া থাকে]॥ ১২৭

অনুবাদ। জনপূর্ণস্থান ব্রহ্মচিন্তার পক্ষে ব্যাঘাত করে, সুতরাং

নির্জ্জনেই অবস্থান করিতে হইবে; এই প্রকার সংকল্প করিয়া যদি কেহ একাকী বাস করে; তাহা হইলে (তাহার সেইরূপ বাসকেই) একান্ত শীলতা বলা যায়॥ ১২৭

মুমুক্ষুত্বম্।

সংসারবন্ধনির্ম্মুক্তিঃ কদা ঝটিতি মে ভবেৎ।
ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধি রীরিতা সা মুমুক্ষুতা॥ ১২৮

অন্বয়। কদা (কোন্ সময়ে) ঝটিতি (শীঘ্র) মে (আমার) সংসারবন্ধ-নির্মুক্তিঃ (সংসার-বন্ধন হইতে মোক্ষ হইবে) ইতি (এই প্রকার) যা (যে) সুদৃঢ়া (সুস্থির) বুদ্ধিঃ (ভাবনা), সা (তাহাই) মুমুক্ষুতা (মোক্ষকামনা) ঈরিতা (বলিয়া কথিত হইয়া থাকে)॥ ১২৮

অনুবাদ। সত্বর কোন্ সময়ে এই সংসার-বন্ধন হইতে আমার মোক্ষলাভ হইবে, এই প্রকার যে সুদৃঢ় ভাবনা, তাহাই মুমুক্ষুতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে॥ ১২৮

দমঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাদিভির্ধর্ম্মৈর্বুদ্ধের্দোষনিবৃত্তয়ে।
দণ্ডনং দম ইত্যাহু র্মনসঃ শান্তিসাধনম্॥ * ১২৯

অন্বয়। দোষনিবৃত্তয়ে (কামাদি দোষসমূহকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য) ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ (ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি) ধর্ম্মৈঃ (ধর্ম্মের দ্বারা) মনসঃ (হৃদয়ের) শান্তি-সাধনং (শান্তির উপায় স্বরূপ) দণ্ডনং (দণ্ডপ্রদান অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকে) দমঃ (দম) ইতি (এই নামের দ্বারা) আহুঃ (পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন)॥১২৯

অনুবাদ। (কাম ক্রোধ প্রভৃতি) দোষ নিবৃত্তি করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মের দ্বারা মনের শান্তিবিধানের উপায়স্বরূপ

---

* দমশব্দার্থকোবিদাঃ ইতি বা পাঠঃ।

যে দণ্ডন (অর্থাৎ নিয়ত করিয়া রাখা), তাহাই (পণ্ডিতগণ) দম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১২৯

তত্তদ্‌বৃত্তিনিরোধেন বাহ্যেন্দ্রিয়বিনিগ্রহঃ।
যোগিনো দম ইত্যাহুর্মনসঃ শান্তিসাধনম্ ॥ ১৩০

অন্বয়। তত্তদ্‌বৃত্তিনিরোধেন (সেই সেই বৃত্তিনিরোধ দ্বারা) বাহ্যেন্দ্রিয়-বিনিগ্রহঃ (বহিরিন্দ্রিয়ের সম্যক্‌রূপে যে নিগ্রহ) [তমেব = তাহাকেই] যোগিনঃ (যোগীরা) মনসঃ (মনের) শান্তিসাধনম্ (শান্তির উপায়রূপ) দমঃ ইতি (দম এই নামে) আহুঃ (নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন) ॥ ১৩০

অনুবাদ। বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহের সেই সেই বৃত্তি নিরোধদ্বারা বহিরিন্দ্রিয়ের যে সম্যক্‌রূপে নিগ্রহ, [তাহাকেই] যোগীরা চিত্তের শান্তিবিধানের উপায়স্বরূপ দম এই নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ১৩০

ইন্দ্রিয়েষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু প্রবৃত্তেষু যদৃচ্ছয়া।
অনুধাবতি তান্যেব মনো বায়ুমিবানলঃ ॥ ১৩১

অন্বয়। ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে) ইন্দ্রিয়েষু (ইন্দ্রিয়সমূহ) প্রবৃত্তেষু (প্রবৃত্ত হইলে) যদৃচ্ছয়া (স্বভাববশতঃ) অনলঃ ইব (অগ্নি যেমন) বায়ুং (বায়ুকে) [অনুগমন করে সেইরূপ] মনঃ (অন্তঃকরণও) তানি এব (সেই ইন্দ্রিয়সমূহকেও) অনুধাবতি (অনুসরণ করিয়া থাকে) ॥ ১৩১

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়-সমূহে প্রবৃত্ত হইলে, অগ্নি যেমন বায়ুর অনুসরণ করে, সেইরূপ অন্তঃকরণও স্বভাবের বশে সেই ইন্দ্রিয়গণেরই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১৩১

ইন্দ্রিয়েষু নিরুদ্ধেষু ত্যক্ত্বা বেগং মনঃ স্বয়ম্।
সত্যভাবমুপাদত্তে প্রসাদস্তেন জায়তে ॥ ১৩২

অন্বয়। ইন্দ্রিয়েষু (ইন্দ্রিয়সমূহ) নিরুদ্ধেষু (নিরুদ্ধ হইলে) মনঃ

(অন্তঃকরণ) স্বয়ং (নিজেই) বেগং (বেগকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) সত্যভাবং (সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতিকে) উপাদত্তে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) তেন (তাহা দ্বারাই) প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ১৩২

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধ হইলে, অন্তঃকরণ (বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার) বেগ নিজেই পরিত্যাগ করিয়া, সত্যস্বরূপ আত্মাতে অবস্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতেই চিত্তের প্রসন্নতা উৎপন্ন হয় ॥ ১৩২

প্রসন্নে সতি চিত্তেঽস্য মুক্তিঃ সিধ্যতি নাঽন্যথা।
মনঃপ্রসাদস্য নিদানমেব
নিরোধনং যৎ সকলেন্দ্রিয়াণাম্।
বাহ্যেন্দ্রিয়ে সাধু নিরুধ্যমানে
বাহ্যার্থভোগো মনসো নিবর্ত্ততে ॥* ১৩৩

অন্বয়। যৎ (যাহা) সকলেন্দ্রিয়াণাং (সকল ইন্দ্রিয়ের) নিরোধনং (নিরোধকরিবার হেতু) [তৎ = তাহাই] মনঃপ্রসাদস্য (অন্তঃকরণের প্রসন্নতার) নিদানম্ এব (মূল কারণই) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে]; বাহ্যেন্দ্রিয়ে (বহিরিন্দ্রিয়) সাধু (সম্যগ্‌ভাবে) নিরুধ্যমানে (নিরুদ্ধ হইলে) মনসঃ (অন্তঃকরণের) বাহ্যার্থভোগঃ (বাহ্যবস্তুর উপভোগ) নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হইয়া থাকে); চিত্তে (মনঃ) প্রসন্নে সতি (প্রসন্ন হইলে) অস্য (সাধকের) মুক্তিঃ (মোক্ষ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) অন্যথা ন (অন্য প্রকারে নহে) [মোক্ষ হইতে পারে না] ॥ ১৩৩

অনুবাদ। যাহা সকল ইন্দ্রিয়ের নিরোধ করিবার হেতু, তাহাই অন্তঃকরণের প্রসন্নতার প্রতি কারণ হইয়া থাকে। বহিরিন্দ্রিয় সম্যগ্‌রূপে যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই অন্তঃকরণেরও বাহ্যার্থের প্রতি আভিমুখ্য বা ভোগ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপে চিত্ত যদি প্রসন্ন হয়, তাহা হইলেই মুক্তি সিদ্ধ হয়, অন্যথা হয় না ॥ ১৩৩

---

* বিযুজ্যতে ইতি বা পাঠঃ।

তেন স্বদৌষ্ট্যং পরিমুচ্য চিত্তং
শনৈঃ শনৈঃ শান্তিমুপাদদাতি।
চিত্তস্য বাহ্যার্থবিমোক্ষমেব
মোক্ষং বিদুর্মোক্ষণলক্ষণজ্ঞাঃ ॥ ১৩৪

অন্বয়। তেন (সেই দমের দ্বারা) চিত্তং (অন্তঃকরণ) স্বদৌষ্ট্যং (নিজের দুষ্ট স্বভাব) পরিমুচ্য (পরিত্যাগ করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) শান্তিং (শান্তিকে) উপাদদাতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)। মোক্ষণলক্ষণজ্ঞাঃ (মোক্ষের লক্ষণ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা) চিত্তস্য (অন্তঃকরণের) বাহ্যার্থবিমোক্ষং (বাহ্যার্থ হইতে নিস্কৃতি লাভ করাকে) এব (ই) মোক্ষং (মোক্ষ) বিদুঃ (বলিয়া বুঝিয়া থাকেন)॥ ১৩৪

অনুবাদ। সেই দমের দ্বারা অন্তঃকরণ নিজের দুষ্টস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ধীরে ধীরে শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মোক্ষের লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাহ্যার্থ হইতে চিত্তের মোক্ষকেই মোক্ষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন॥ ১৩৪

দমং বিনা সাধু মনঃপ্রসাদ-
হেতুং ন বিদ্মঃ সুকরং মুমুক্ষোঃ।
দমেন চিত্তং নিজদোষজাতং
বিসৃজ্য শান্তিং সমুপৈতি শীঘ্রম্ ॥ ১৩৫

অন্বয়। দমং (দমকে) বিনা (ছাড়িয়া) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থী ব্যক্তির) সুকরং (অনায়াসলভ্য) মনঃপ্রসাদহেতুং (চিত্তপ্রসন্নতার কারণ) সাধু (সম্যক্‌প্রকারে) ন বিদ্মঃ (আমরা জানি না)। দমেন (দমের দ্বারাই) চিত্তং (অন্তঃকরণ) নিজদোষজাতং (স্বীয় দোষসমূহকে) বিসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) শীঘ্রং (সত্বর) শান্তিং (শান্তিকে) সমুপৈতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ১৩৫

অনুবাদ। দম ব্যতিরেকে মোক্ষার্থী ব্যক্তির অন্য কোন প্রকার অনায়াসলভ্য চিত্তপ্রসাদের হেতু সম্যগ্‌ভাবে হইতে পারে, ইহা

আমরা জানি না। দমের দ্বারা চিত্ত দোষসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৩৫

প্রাণায়ামাদ্ভবতি মনসো নিশ্চলত্বং প্রসাদো
যস্যাপ্যস্য প্রতিনিয়তদিগ্‌দেশকালাদ্যবেক্ষ্য।
সম্যগ্‌দৃষ্ট্যা ক্বচিদপি তয়া নো দমো হন্যতে তৎ
কুর্য্যাদ্‌ ধীমান্‌ দমমনলসশ্চিত্তশান্ত্যৈ প্রযত্নাৎ॥১৩৬

অন্বয়। প্রতিনিয়তদিগ্‌দেশকালাদি (শাস্ত্রবিহিত নিয়ত দিক্‌, নিয়ত কাল এবং নিয়ত দেশ প্রভৃতি) অবেক্ষ্য (ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া) প্রাণায়ামাৎ (প্রাণায়াম করিলে) যস্য (যাহার) মনসঃ (মনের) নিশ্চলত্বং (নিশ্চলতা) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে]; অস্য (এই ব্যক্তির) ক্বচিদপি (কোনও ভোগ্যবস্তুতে) তয়া (সেই পূর্ব্বকথিত) সম্যগ্‌দৃষ্ট্যা (ইহা পরম সুন্দর এই প্রকার বুদ্ধির উদয় হইলে) প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) ন [ভবতীতি = হইতে পারে না] ; তৎ (সেইজন্য) অদমঃ (দম যাহার সিদ্ধ হয় নাই এই প্রকার ব্যক্তি) হন্যতে (সিদ্ধি হইতে স্খলিত হইতে পারে) ; [অতএব = এই কারণেই] ধীমান্‌ (সুবোধ ব্যক্তি) অনলসঃ (আলস্য রহিত হইয়া , প্রযত্নাৎ (যত্নের সহিত) চিত্তশান্ত্যৈ (চিত্তের শান্তির জন্য) দমং (দমকেই) কুর্য্যাৎ (করিবে)॥ ১৩৬

অনুবাদ। শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে নিয়ত দিক্‌, দেশ ও কালাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণায়াম করিলে যে ব্যক্তির [সময়বিশেষে] চিত্তের নিশ্চলত্ব হয়, দৈববশাৎ উপগত কোন ভোগ্য বস্তুতে চারুতা-বুদ্ধির উদয় হইলে, সেই ব্যক্তির [দমসিদ্ধি হয় নাই বলিয়া] চিত্তের প্রসাদ হইতে পারে না ; সেই জন্য [ইহা স্থির যে] যাহার দমসিদ্ধি হয় নাই, [তাহার প্রাণায়ামাদি হঠযোগের সিদ্ধি হইলেও] সমাধি-পথ হইতে স্খলন হয় এবং বিনাশও হইতে পারে ; এই কারণে [বাহ্য হঠযোগাদির উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া] সুবোধ ব্যক্তি প্রযত্নের সহিত আলস্য পরিহারপূর্ব্বক মনের শান্তির জন্য দমকে অভ্যাস করিয়া থাকেন॥ ১৩৬

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং গতিনিগ্রহেণ
ভোগ্যেষু দোষাদ্যবমর্শনেন।
ঈশপ্রসাদাচ্চ গুরোঃ প্রসাদা-
চ্ছান্তিং সমায়াত্যচিরেণ চিত্তম্॥ ১৩৭

অন্বয়। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং (সকল ইন্দ্রিয়ের) গতিনিগ্রহেণ (যথেষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তির নিরোধ দ্বারা) ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তুসমূহে) দোষাদ্যবমর্শনেন (দোষ বিচার দ্বারা) ঈশপ্রসাদাৎ (ভগবানের অনুগ্রহের দ্বারা) গুরোঃ (শ্রীগুরু-দেবের) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহ দ্বারা) অচিরেণ (অল্পকালের মধ্যেই) চিত্তং (অন্তঃকরণ) শান্তিং (শান্তিকে) সমায়াতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ১৩৭

অনুবাদ। সকল ইন্দ্রিয়েরই যথেষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তির নিরোধের দ্বারা, ভোগ্য বস্তু মাত্রেই দোষোদ্ভাবন দ্বারা পরমেশ্বরের কৃপায় এবং শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহে অল্পকালের মধ্যেই চিত্ত শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৩৭

তিতিক্ষা।

আধ্যাত্মিকাদি যদ্ দুঃখংপ্রাপ্তং প্রারব্ধবেগতঃ।
অচিন্তয়া তৎসহনং তিতিক্ষেতি প্রচক্ষতে॥ ১৩৮

অন্বয়। প্রারব্ধবেগতঃ (প্রারব্ধ কর্ম্মের গতিবশতঃ) যৎ (যাহা কিছু) আধ্যাত্মিকাদি (আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক প্রভৃতি) দুঃখং (দুঃখ) প্রাপ্তং (উপস্থিত হয়), অচিন্তয়া (সে বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া) তৎসহনং (তাহা সহ্য করাই) তিতিক্ষা (তিতিক্ষা এই শব্দের অর্থ) প্রচক্ষতে [পণ্ডিতগণ] (বলিয়া থাকেন)॥ ১৩৮

অনুবাদ। প্রারব্ধকর্ম্মের বেগবশতঃ আধ্যাত্মিক প্রভৃতি যে কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে, কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া তাহার সহনই তিতিক্ষা—এই প্রকার বিজ্ঞব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন॥ ১৩৮

রক্ষা তিতিক্ষাসদৃশী মুমুক্ষো-
র্ন বিদ্যতেঽসৌ পবিনা ন ভিদ্যতে।
যামেব ধীরাঃ কবচীয়বিঘ্নান্*
সর্ব্বাংস্তৃণীকৃত্য জয়ন্তি মায়াম্॥ ১৩৯

অন্বয়। মুমুক্ষোঃ (মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির) তিতিক্ষা-সদৃশী (তিতিক্ষার সমান) রক্ষা (অন্য কোন রূপ রক্ষা) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই); অসৌ (এই তিতিক্ষা) পবিনা (বজ্রের দ্বারা) ন ভিদ্যতে (ভিন্ন হইতে পারে না); যাং (যাহাকে) এত্য (প্রাপ্ত হইয়া) ধীরাঃ (ধীরগণ) সর্ব্বান্ (সকল) কবচীয়-বিঘ্নান্ (দেহ প্রভৃতির রক্ষা সম্বন্ধে যত প্রকার বিঘ্ন হইতে পারে, সেই সকলকে) তৃণীকৃত্য (উপেক্ষা করিয়া) মায়াং (সংসারের মায়াকে) জয়ন্তি (জয় করেন)॥ ১৩৯

অনুবাদ। মোক্ষার্থিব্যক্তির তিতিক্ষার ন্যায় রক্ষা আর নাই। তিতিক্ষা বজ্রের দ্বারাও ভিন্ন হয় না। এই তিতিক্ষার দ্বারা ধীর ব্যক্তিগণ দেহরক্ষার যাবতীয় বিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন॥ ১৩৯

ক্ষমাবতামেব হি যোগসিদ্ধিঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্মীসুখভোগসিদ্ধিঃ।
ক্ষমাবিহীনা নিপতন্তি বিঘ্নৈ-
র্বাতৈর্হতাঃ পর্ণচয়া ইব দ্রুমাৎ॥১৪০

অন্বয়। ক্ষমাবতাং (ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের) এব (ই) যোগসিদ্ধিঃ (সমাধি-সিদ্ধি) [ভবতি=হইয়া থাকে]; স্বারাজ্যলক্ষ্মীসুখভোগসিদ্ধিঃ [চ] (এবং স্বর্গ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্মী দ্বারা যত প্রকার সুখভোগ হইতে পারে, তাহারও সিদ্ধি) [ভবতি=হইয়া থাকে]; বাতৈঃ (বায়ুসমূহ দ্বারা) হতাঃ (তাড়িত) পর্ণচয়াঃ (পত্রসমূহ) দ্রুমাদিব (যেমন বৃক্ষ হইতে) নিপতন্তি (পতিত হয়), ক্ষমাবিহীনাঃ (ক্ষমাহীন জনগণও) [তথা=সেইরূপ] বিঘ্নৈঃ (বিঘ্নসমূহের দ্বারা) নিপতন্তি (যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে)॥ ১৪০

অনুবাদ। যাঁহারা ক্ষমাশীল, তাঁহাদেরই যোগসিদ্ধি হয় এবং

---

* কবচীব বিঘ্নান্ ইতি বা পাঠঃ।

তাঁহারাই স্বর্গসাম্রাজ্যলক্ষ্মীর লাভ নিবন্ধন সকল প্রকার সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন। যাহারা ক্ষমাশীল নহে, তাহারাই বায়ুসমূহের দ্বারা আহত পত্রসমূহ যেমন বৃক্ষ হইতে পতিত হয়, সেইরূপ (যোগমার্গ হইতে) পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৪০

তিতিক্ষয়া তপো দানং যজ্ঞস্তীর্থং ব্রতং শ্রুতম্।
ভূতিঃ স্বর্গোঽপবর্গশ্চ প্রাপ্যতে তত্তদর্থিভিঃ ॥ ১৪১

অন্বয়। তত্তদর্থিভিঃ (সেই সেই ফল কামনা যাহারা করে, তাহারা) তিতিক্ষয়া (ক্ষমার প্রভাবেই) তপঃ (তপস্যা) দানং (দান) যজ্ঞঃ (যাগ-হোম প্রভৃতি) তীর্থং (বারাণসী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র) ব্রতং (চান্দ্রায়ণাদি ব্রত) শ্রুতং (বিদ্যা) ভূতিঃ (ঐশ্বর্য্য) স্বর্গঃ (স্বর্গ) অপবর্গশ্চ (এবং অপবর্গ) প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ১৪১

অনুবাদ। তত্তৎফলকামী ব্যক্তিগণ এক তিতিক্ষার দ্বারাই তপস্যা, দান, যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রত, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য এবং অপবর্গ পর্য্যন্তও লাভ করিতে পারে ॥ ১৪১

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সাধূনামপি চার্হণম্।*
পরাক্ষেপাদিসহনং তিতিক্ষোরেব সিধ্যতি ॥ ১৪২

অন্বয়। ব্রহ্মচর্য্য (ব্রহ্মচর্য্য) অহিংসা (হিংসা পরিত্যাগ) সাধুনাং (সাধুগণের) অর্হণং (পূজন) অপিচ (এবং) পরাক্ষেপাদিসহনং (পরের তিরস্কার প্রভৃতির সহন) তিতিক্ষোঃ এব (তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিরই) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে)॥ ১৪২

অনুবাদ। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সাধুগণের সেবা এবং পরের নিকট হইতে লব্ধ তিরস্কার প্রভৃতির সহন, তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিরই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৪২

সাধনেষ্বপি সর্ব্বেষু তিতিক্ষোত্তমসাধনম্।
যত্র বিঘ্নাঃ পলায়ন্তে দৈবিকা অপি ভৌতিকাঃ ॥ ১৪৩

অন্বয়। সর্ব্বেষু (সকল) সাধনেষু (সাধনের মধ্যে) তিতিক্ষা (সহ

---

* সাধুনামপ্যগর্হণম্ ইতি বা পাঠঃ।

শীলতাই) উত্তমসাধনং (উৎকৃষ্ট সাধন); যত্র (যে তিতিক্ষা সিদ্ধ হইলে) দৈবিকাঃ (দৈব) ভৌতিকা অপি (এবং ভৌতিক) বিঘ্নাঃ (বিঘ্নসমূহ) পলায়ন্তে (পলায়ন করিয়া থাকে) ॥ ১৪৩

অনুবাদ। সকল প্রকার [মোক্ষ] সাধনের মধ্যে সহিষ্ণুতাই অত্যুৎকৃষ্ট সাধন ; (কারণ) এই তিতিক্ষা-বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইলে দৈবিক এবং ভৌতিক সকল প্রকার বিঘ্নই (সাধককে ছাড়িয়া) পলায়ন করিয়া থাকে ॥ ১৪৩

তিতিক্ষোরেব বিঘ্নেভ্য স্ত্বনিবর্ত্তিতচেতসঃ।
সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বা অণিমাদ্যাঃ সমৃদ্ধয়ঃ ॥ ১৪৪

অন্বয়। বিঘ্নেভ্যঃ (বিঘ্নসমূহ হইতে) অনিবর্ত্তিতচেতসঃ (বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও যাহার চিত্ত মোক্ষমার্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না, এই প্রকার) তিতিক্ষোঃ এব (সহিষ্ণু ব্যক্তিরই) সর্ব্বাঃ (সকল প্রকার) অণিমাদ্যাঃ (অণিমাদি) সমৃদ্ধয়ঃ (সমৃদ্ধিরূপ) সিদ্ধয়ঃ (সিদ্ধিকয়টিই) সিধ্যন্তি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) ॥ ১৪৪

অনুবাদ। বিঘ্নসমূহের উদয় হইলেও, মোক্ষপথ হইতে যাহার চিত্ত বিনিবৃত্ত হয় না, এইরূপ তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিরই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য নামে প্রসিদ্ধ সিদ্ধিসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৪৪

তস্মান্মুমুক্ষোরধিকা তিতিক্ষা
সম্পাদনীয়েপ্সিতকার্য্যসিদ্ধয়ে।
তীব্রা মুমুক্ষা চ মহত্যুপেক্ষা
চোভে তিতিক্ষা-সহকারিকারণম্ ॥১৪৫

অন্বয়। ঈপ্সিতকার্য্যসিদ্ধয়ে (অভিলষিত কার্য্য অর্থাৎ মোক্ষ সিদ্ধির জন্য) তস্মাৎ (সেই কারণে) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষকাম ব্যক্তির) অধিকা (অধিক) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) সম্পাদনীয়া (সম্পাদনীয় অর্থাৎ সম্পাদন করা উচিত); তীব্রা (উৎকট) মুমুক্ষা (মুক্তির ইচ্ছা) চ (এবং) মহতী (প্রবল) উপেক্ষা বৈরাগ্য) উভে (এই দুইটিই) তিতিক্ষা-সহকারিকারণম্ (তিতিক্ষার সহকারি কারণ হইয়া থাকে) ॥ ১৪৫

সিদ্ধি-(*) প্রতিপত্তি-যোগ্যা দণ্ডাদয়ঃ, গোত্বাদয়স্তু নিয়মেন তদনর্হা ইতি।

অতো 'বস্তুবিরোধঃ প্রতীতি-পরাহত' ইতি প্রতীতি-প্রকারনিহ্নবাদেবোচ্যতে, প্রতীতিপ্রকারো হি ইদমিত্থমিত্যেব (†) সর্ব্বসম্মতঃ। তদেতৎ সূত্রকারেণ "নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ", [ব্রহ্ম সূ° ২।২।৩২] ইতি সুব্যক্তমুপপাদিতম্। অতঃ প্রত্যক্ষস্য সবিশেষ-বিষয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদি-দৃষ্টসম্বন্ধবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদনুমান (‡) মপি সবিশেষ-বিষয়মেব। প্রমাণ-সংখ্যাবিবাদেঽপি সর্ব্বাভ্যুপগত-প্রমাণানাময়মেব বিষয় ইতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্ব্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ। বস্তুগত-স্বভাব-বিশেষৈস্তদেব বস্তু নির্ব্বিশেষমিতি বদন্ জননী-বন্ধ্যাত্ব-প্রতিজ্ঞাবৎ স্ববাগ্‌বিরোধিত্বমপি-ন জানাতি ॥ ৫২ ॥

ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবেও থাকিতে এবং প্রতীতির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু, গোত্বাদি পদার্থ কখনই তাহা পারে না।

অতএব, বাদিগণ যথার্থ-প্রতীতির প্রণালী গোপন করিয়াই [ভাবাভাবের একত্র অবস্থিতিরূপ] বস্তু-বিরোধকে 'প্রতীতি-বাধিত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যদিও বস্তু ও তাহার ভেদ এক—অভিন্ন হইতে পারে না ; সত্য, তথাপি, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া ঐ বিরোধ উপেক্ষণীয়। কারণ, 'ইহা এই প্রকার,' এইরূপ প্রতীতিই সর্ব্ববাদি-সম্মত। সূত্রকারও ইহা, 'একেতে ভেদও অভেদ হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব।' এই সূত্রে বিশদভাবে সমর্থিত করিয়াছেন। অতএব, প্রত্যক্ষ যখন সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক এবং অনুমানও যখন সেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ-পরিজ্ঞাত [ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদিরূপ] সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তু-বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, তখন অনুমানও সবিশেষ বস্তু-বিষয়েই হয়,—নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে নহে।

প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে [ব্যক্তি বিশেষের] বিবাদ থাকিলেও সর্ব্ব-সম্মত প্রমাণ সমূহের বিষয় উক্ত প্রকারই। অতএব, কোন প্রমাণ দ্বারাই নির্ব্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে না। বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব আছে, স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সেই বস্তুকেই আবার নির্ব্বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যে, '[আমার] মাতা বন্ধ্যা' (অজাত-সন্তানা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার ন্যায় স্বোক্তি-বিরোধী, ইহাও সে জানে না॥

(*) পৃথক্ স্থিতি প্রতিপত্তীতি (গ) পাঠঃ

(†) ইত্যেবং ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) বিশিষ্টত্বাদনুমানং ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

যত্তু, প্রত্যক্ষং সন্মাত্রগ্রাহিত্বেন ন ভেদবিষয়ম্, ভেদশ্চ বিকল্পাসহত্বাদ্
র্নরূপ ইত্যুক্তম্। তদপি জাত্যাদিবিশিষ্টস্যৈব বস্তুনঃ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ
ত্যাদেরেব প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বস্তুনঃ স্বস্য চ ভেদব্যবহার-হেতুত্বাচ্চ
রাৎসারিতম্। সংবেদনবৎ রূপাদিবচ্চ পরত্র ব্যবহার-বিশেষহেতোঃ
স্মিন্নপি তদ্ব্যবহারহেতুত্বং যুষ্মাভিরভ্যুপেতং ভেদস্যাপি সম্ভবত্যেব।
তএব, নানবস্থা, অন্যোন্যাশ্রয়ণং চ। এককক্ষণবর্ত্তিত্বেঽপি প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য
স্মিন্নেব ক্ষণে বস্তুভেদরূপ-তৎসংস্থানরূপ-জাত্যাদের্গৃহীতত্বাৎ ক্ষণান্তর-
হ্যং ন কিঞ্চিদিহ তিষ্ঠতি।

অপি চ, সন্মাত্রগ্রাহিত্বে 'ঘটোঽস্তি, পটোঽস্তি' ইতি বিশিষ্ট-বিষয়া
তিপত্তির্বিরুধ্যেত। যদি চ, সন্মাত্রাতিরেকি-বস্তু-সংস্থানরূপ-জাত্যাদি-
ক্ষণো ভেদঃ প্রত্যক্ষেণ ন গৃহীতঃ; কিমিতি অশ্বার্থী মহিষ-দর্শনেন
বর্ত্ততে। সর্ব্বাসু প্রতিপত্তিষু সন্মাত্রমেব বিষয়শ্চেৎ; তত্তৎপ্রতিপত্তি-
ষয়-সহচারিণঃ সর্ব্বে শব্দা একৈকপ্রতিপত্তিষু কিমিতি ন স্মর্য্যন্তে।

৫৩। আর যে, বলা হইয়াছে,—'প্রত্যক্ষপ্রমাণ কেবলই সৎ-বস্তু গ্রহণ করে,—ভেদ
হণ করে না, এবং যুক্তিসহ নয় বলিয়া উক্ত ভেদও নিরূপণ করিতে পারা যায় না।'
াহাও দূরীকৃত হইল। কারণ, জাত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং
জাত্যাদি ধর্ম্মই অপর বস্তু হইতে [স্বীয় আশ্রয়ীভূত] বস্তুর ও নিজের ভেদ-সাধন করে।
মুভবেও দেখা যায়, রূপ-রসাদি গুণ যেরূপ আশ্রয়ের পরিচয়-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া
িজেরও বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপন করে; সেইরূপ অন্য পদার্থও যে, অপর বস্তুর ব্যবহার-
িশেষ জ্ঞাপন করিয়া নিজেরও তদনুরূপ ব্যবহার জ্ঞাপন করিতে পারে, ইহা তোমাদেরও
ীকার করা উচিত; সুতরাং ভেদের সম্পর্কেও উক্ত নিয়ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইবে। এই
ারণেই, [ভেদকে বস্তু হইতে পৃথক্ বলিলেও] পূর্ব্বোক্ত 'অনবস্থা' বা 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ
ঘটিতে পারে] না। আর, প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী এক-ক্ষণমাত্র-স্থায়ী হইলেও সেই ক্ষণেই সে
স্তু-ভেদ—আকৃতি ও গোত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে; সুতরাং পরক্ষণে গ্রহণ করিবার
জানিবার) আর কিছুই বাকী থাকে না।

আরও (এক কথা),—প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি সৎভিন্ন আর কোন বস্তুই গ্রহণ না করে,
বে, "ঘটোঽস্তি" = ঘট আছে, 'পটোঽস্তি' = পট আছে,' ইত্যাদি প্রকার যে বিশিষ্টার্থ-বোধক
তীতি হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং যদি সতের অতিরিক্ত, বস্তু-সংস্থানাত্মক গোত্বাদি
াতি-স্বরূপ বস্তু-ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝা-ই না যায়, তবে অশ্ব-প্রার্থী লোক মহিষ-দর্শনে
িরিয়া আইসে কেন? আর, সমস্ত জ্ঞানেই যদি একমাত্র সৎ-বস্তুই গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে,

কিঞ্চ, অশ্বে হস্তিনি চ সংবেদনয়োরেকবিষয়ত্বেনোপরিতনস্য গৃহীত-গ্রাহিত্বাদ্ বিশেষাভাবাচ্চ স্মৃতিবৈলক্ষণ্যং ন স্যাৎ। * প্রতিসংবেদনং বিশেষাভ্যুপগমে প্রত্যক্ষস্য বিশিষ্টার্থ-বিষয়ত্বমেবাভ্যুপগতং ভবতি। সর্ব্বেষাং সংবেদনানামেকবিষয়তায়াম্ একেনৈব সংবেদনেনাশেষগ্রহণাদন্ধ-বধিরাদ্যভাবশ্চ প্রসজ্যেত ॥ ৫৩ ॥

ন চ চক্ষুষা সন্মাত্রং গৃহ্যতে, তস্য রূপ-রূপিরূপৈকার্থসমবেত-পদার্থ-গ্রাহিত্বাৎ। নাপি ত্বচা, স্পর্শবদ্বস্তুবিষয়ত্বাৎ। শ্রোত্রাদীন্যপি ন সন্মাত্র-বিষয়াণি; কিন্তু, শব্দ-রস-গন্ধ-লক্ষণবিশেষবিষয়াণ্যেব। অতঃ সন্মাত্রস্য চ† গ্রাহকং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে।

সেই সৎ-প্রতীতির সহিত যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বা হইতে পারে, প্রত্যেক প্রতীতিকালে সেই সমস্ত শব্দই স্মৃতিপথে উদিত হয় না কেন?

আরও এক কথা,—অশ্ব ও হস্তি-বিষয়ে পর-পর দুইটী জ্ঞান হইল, এবং [তোমার মতে] উভয় জ্ঞানেরই বিষয় বা গ্রাহ্য হইল সেই একই সৎপদার্থ। অতএব গৃহীত-গ্রাহিতা-নিবন্ধন, অর্থাৎ প্রথমাবগত সৎপদার্থকেই গ্রহণ করায় পরভবিক হস্তি-জ্ঞানটী স্মৃতি-জ্ঞানেরই অনুরূপ হইল—কিছুমাত্র বিশেষ রহিল না; সুতরাং এই দ্বিতীয় জ্ঞানটী স্মৃতির মধ্যে পরি-গণিত হইতে পারে? আর যদি প্রত্যেক জ্ঞানেই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ই স্বীকার করিতে হইবে। [কারণ, বিষয়-ভেদ ব্যতীত কখনও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না।] [বিশেষতঃ] সকল জ্ঞানেরই যদি একই (সৎ) বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে [যে কোন] একটী মাত্র জ্ঞানের দ্বারাই যখন সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন আর অন্ধ-বধিরাদিভাব থাকিতে পারে না। অর্থাৎ রূপ, রসাদি বিষয়গুলি যখন নামে মাত্র ভিন্ন—ফলতঃ এক সৎস্বরূপ, তখন অন্ধ ও বধির রসনায় রসাস্বাদন করিলেই রূপ ও শব্দ বিষয়েও জ্ঞান লাভ করিতে পারে; কারণ, সমস্ত বিষয়ই এক—সৎস্বরূপ॥

(৫৪)। শুদ্ধ সৎ-বস্তুটী চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারে না; কারণ, চক্ষু কেবল রূপ ও রূপযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে, [সৎ-বস্তু রূপ বা রূপযুক্ত নহে]। [সৎ-বস্তু] ত্বকের দ্বারাও অনুভূত হইতে পারে না; কারণ, ত্বক্ কেবল স্পর্শযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করে, [কিন্তু সত্তের স্পর্শ-গুণ নাই]। শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও শুধু সৎ-বস্তুকে গ্রহণ করে না, পরন্তু, শব্দ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়কেই গ্রহণ করে। অতএব, ঐ মতে শুধু সৎ-বস্তুর গ্রাহক কোনই প্রমাণ দেখা যায় না।

---

* বৈলক্ষণ্যাভাবাৎ ইতি (গ) পাঠঃ।　　† "সন্মাত্রস্য গ্রাহকম্" ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

নির্ব্বিশেষ-সন্মাত্রস্য প্রত্যক্ষেণৈব গ্রহণে তদ্বিষয়াগমস্য প্রাপ্তবিষয়ত্বেনানুবাদকত্বমেব স্যাৎ; সন্মাত্র-ব্রহ্মণঃ প্রমেয়ভাবশ্চ; * ততো জড়ত্ব-নাশিত্বাদয়স্ত্বয়ৈবোক্তাঃ। অতো বস্তুসংস্থানরূপ-জাত্যাদিলক্ষণ-ভেদবিশিষ্ট-বিষয়মেব প্রত্যক্ষম্। সংস্থানাতিরেকিণোঽনেকেষ্বেকাকারবুদ্ধি-বোধ্যস্যাদর্শনাৎ, তাবতৈব গোত্বাদি-জাতি-ব্যবহারোপপত্তেঃ, অতিরেকবাদেঽপি সংস্থানস্য সংপ্রতিপন্নত্বাচ্চ সংস্থানমেব জাতিঃ। সংস্থানং নাম স্বাসাধারণং রূপমিতি যথাবস্তু সংস্থানমনুসন্ধেয়ম্। জাতিগ্রহণেনৈব ভিন্ন-ইতি ব্যবহারসম্ভবাৎ, পদার্থান্তরাদর্শনাৎ, অর্থান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপগতত্বাচ্চ † গোত্বাদিরেব ভেদঃ।

আর, যদি প্রত্যক্ষ দ্বারাই নির্ব্বিশেষ, শুদ্ধ সংবস্তুর গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়; তবে, প্রমাণান্তর-প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদক হওয়ায় সং-বস্তু-প্রতিপাদক শাস্ত্রটী 'অনুবাদক' হইতে পারে, ‡ এবং সংমাত্ররূপী ব্রহ্মও প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন; সুতরাং তোমা দ্বারাই সং-ব্রহ্মের জড়ত্ব ও বিনাশিত্ব ধর্ম্ম উক্ত হইতেছে। অতএব, সংস্থান—জাত্যাদিরূপ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়,—নির্ব্বিশেষ নহে।

[তাহার পর,] যেহেতু, অনেক বস্তুর উপর যে একটী একাকার বোধ জন্মে, অর্থাৎ সকল গো-ই এক প্রকার', এইরূপ যে বুদ্ধি হয়; বস্তুর সংস্থান ব্যতীত আর কাহাকেই ত তাহার বিষয় (বোদ্ধব্য) হইতে দেখা যায় না, এবং একমাত্র সেই সংস্থান দ্বারাই গোত্ব প্রভৃতি জাতি-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে; বিশেষতঃ, সংস্থানাতিরিক্ত জাতি-বাদীর মতেও উক্ত সংস্থান সম্বন্ধে বিবাদ নাই; অতএব, সংস্থান ও জাতি এক—অভিন্ন, [সংস্থানাতিরিক্ত জাতি নাই]। স্ব-স্ব অসাধারণ বা বিশিষ্ট রূপেরই নাম সংস্থান। অতএব, যে বস্তু যেরূপ, তাহার তদনুরূপ সংস্থান বুঝিতে হইবে। যেহেতু, জাতি-জ্ঞানেই বস্তুর ভেদ-ব্যবহার চলিতে পারে, তদতিরিক্ত (ভেদ নামক) কোন পদার্থও দৃষ্ট হয় না, এবং ভেদকে যাহারা পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, [ভেদ যখন] তাহাদেরও অনুমোদিত; অতএব, গোত্বাদি জাতি ও ভেদ একই পদার্থ, [পৃথক্ নহে]।

---

* প্রমেয়ভাবশ্চেৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

† পদার্থান্তরবাদিনামভ্যুপগন্তব্যত্বাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

‡ যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণান্তর-বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়, সে শাস্ত্রকে (শব্দকে) 'অনুবাদক' বলে। 'অনুবাদক' শাস্ত্র প্রমাণ নহে।

ননু চ, জাত্যাদিরেব ভেদশ্চেৎ; তস্মিন্ গৃহীতে তদ্ব্যবহারবৎ* ভেদ-ব্যবহারোঽপি স্যাৎ। সত্যং, ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব গোত্বাদিব্যবহারাৎ। গোত্বাদিরেব হি সকলেতরস্য ব্যাবৃত্তিঃ, গোত্বাদৌ গৃহীতে সকলেতর-সজাতীয়-বুদ্ধি-ব্যবহারয়োর্নিবৃত্তেঃ। † ভেদ-গ্রহণেনৈব হ্যভেদ-নিবৃত্তিঃ। অয়মস্মাদ্ ভিন্ন ইতি তু ব্যবহারে প্রতিযোগি-নির্দ্দেশস্য তদপেক্ষত্বাৎ প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভিন্ন ইতি ব্যবহার ইত্যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

যৎ পুনঃ,—ঘটাদীনাং বিশেষাণাং ব্যাবর্ত্তমানত্বেনাপারমার্থ্যমুক্তম্; তদ-নালোচিত-বাধ্য-বাধকভাব-ব্যাবৃত্ত্যনুবৃত্তিবিশেষস্য ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্। ‡ দ্বয়োর্জ্ঞানয়োর্হি বিরোধে বাধ্য-বাধকভাবঃ,—বাধিতস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ। অত্র ঘট-পটাদিষু দেশ-কাল-ভেদেন বিরোধ এব নাস্তি। যস্মিন্ দেশে যস্মিন্

বেশ কথা; জাত্যাদি ও ভেদ যদি একই হয়, তবে, জাতি-জ্ঞান হইলে যেরূপ তাহার (গোত্বাদি জাতির) ব্যবহার হয়, সেইরূপ [সঙ্গে সঙ্গে] ভেদ-ব্যবহারও হইতে পারে? হাঁ, সত্য কথা, গোত্বাদির যখন ব্যবহার হয়, তখন ভেদ-ব্যবহারও ত হইয়াই থাকে; যেহেতু, গোত্বাদি জাতির জ্ঞান হইলেই (তাহাকে, পশুত্বরূপে) তৎসজাতীয় অপর সকল (মহিষ প্রভৃতি প্রাণী) বলিয়াত বোধ হয় না, এবং অপর প্রাণী বলিয়া তাহার ব্যবহারও হয় না। অতএব, গোত্বাদি জাতিই অপর সকল পদার্থের ব্যাবৃত্তি বা ব্যবচ্ছেদক (ভেদ), তদ্ভিন্ন ভেদনামক আর কোন পদার্থ নাই। [পরস্পরের মধ্যে] ভেদ প্রতীতি হইলেই [পরস্পরের] অভেদ বা একত্ব বোধ নিবৃত্তি হয়। 'ইহা অমুক হইতে ভিন্ন,' এইরূপ ব্যবহার-স্থলে ভেদ-প্রতীতির জন্যই প্রতিযোগী 'অমুক'-পদের নির্দ্দেশ করিতে হয়, অর্থাৎ ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াই প্রতিযোগী 'অমুক' পদের উল্লেখ করিতে হইয়াছে; এই কারণে, এই প্রতিযোগী হইতে (ইহা) 'ভিন্ন', এইরূপ ব্যবহার করা হয়; এ কথা ["ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব" ইত্যাদি স্থলে] বলা হইয়াছে।

(৫৫)। আর যে, ঘটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলি ব্যাবর্ত্তমান (পটাদিতে অসম্বদ্ধ) বলিয়া অপরমার্থ বলা হইয়াছে; তাহাও, বাধ্য-বাধকভাব ও ব্যাবৃত্তি-অনুবৃত্তি কথার তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনা না থাকায় ভ্রান্তকল্পনামাত্র। কারণ, উভয় জ্ঞানের মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই বাধ্য-বাধকভাব হয়,—বাধিত পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি বা বাধা হয়। [কিন্তু,] এই ঘট-পটাদি স্থলে যখন, দেশ (আশ্রয় স্থান) ও কাল ভিন্ন ভিন্ন, তখন [উভয় জ্ঞানের মধ্যে ত] কোনই বিরোধ নাই। যে স্থানে ও যে কালে যে বস্তুর সদ্ভাব বা অস্তিত্ব প্রতীতি-সিদ্ধ, সেই স্থানে ও সেই কালে যদি তাহারই অভাব দৃষ্ট হয়, তখনই

---

* ব্যবহারাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ। † নির্ব্বৃত্তেঃ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

‡ পরিকল্পিতং' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

কালে যস্য সদ্ভাবঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্ দেশে তস্মিন্ কালে তস্যাভাবঃ প্রতিপন্নশ্চেৎ; তত্র বিরোধাদ্ বলবতো বাধকত্বং, বাধিতস্য চ * নিবৃত্তিঃ। দেশান্তর-কালান্তর-সম্বন্ধিতয়ানুভূতস্যান্যদেশ-কালয়োরভাবপ্রতীতৌ ন বিরোধ ইতি কথমত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ, † অন্যত্র নিবৃত্তস্যান্যত্র নিবৃত্তির্বা কথমুচ্যতে? রজ্জু-সর্পাদিষু তু তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়ৈবাভাবপ্রতীতে-র্বিরোধো বাধকত্বং ব্যাবৃত্তিশ্চেতি। দেশ-কালান্তরদৃষ্টস্য দেশ-কালান্তর ব্যাবর্ত্তমানত্বং মিথ্যাত্বব্যাপ্তং ন দৃষ্টমিতি ন ব্যাবর্ত্তমানত্বমাত্রমপারমার্থ্যে হেতুঃ ‡ ॥ ৫৫ ॥

যত্তু, অনুবর্ত্তমানত্বাৎ সৎ পরামার্থ ইতি, তৎ সিদ্ধমেবেতি ন সাধনম-পেক্ষিতি। অতো ন সন্মাত্রমেব বস্তু। অনুভূতি-তদ্বিষয়য়োশ্চ § বিষয়-বিষয়িভাবেন ভেদস্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাদ্ অবাধিতত্বাচ্চ অনুভূতিরেব পরমার্থ ইত্যেতদপি নিরস্তম্।

বিরোধ হয়, এবং] বিরোধ বশতঃ বলবান্টী (যাহা প্রবল প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থ,) [দুর্ব্বলের] বাধক হয়, এবং বাধিত পদার্থটীর নিবৃত্তি, অর্থাৎ অসত্যতা নিশ্চিত হয়। [কিন্তু,] যে বস্তু ভিন্নস্থানবর্ত্তী ও ভিন্নসময়বর্ত্তী বলিয়া অনুভূত, তাহার অন্য দেশে ও অন্য কালে অভাব প্রতীতি হইলেও কোন বিরোধ হয় না; অতএব, ঐরূপ স্থলে বাধ্য-বাধকভাব হইবে কিরূপে? এবং এক স্থানে যাহার অভাব, অন্যত্র তাহার নিবৃত্তিইবা বলা হয় কিরূপে? রজ্জু-সর্পাদি স্থলে কিন্তু, একই দেশে একই কালে [সর্পের] অভাব প্রতীতি হয়; সুতরাং বিরোধ ঘটে, এবং তন্নিবন্ধন, বাধকত্ব ও ব্যাবৃত্তিও (সম্ভবপর হয়)। কিন্তু, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন কালে দৃষ্ট পদার্থ যদি অন্য দেশে ও অন্য কালে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলেই যে সেই পদার্থ মিথ্যা হইবে, এরূপ নিয়ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব, কেবল ব্যাবর্ত্তমানত্বই [বস্তুর] অপারমার্থ্যের—মিথ্যাত্বের কারণ নহে ॥

(৫৬)। আর যে, অনুবর্ত্তমান, অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনুগত বলিয়া 'সৎ'-ব্রহ্মকে পরমার্থ [বলা হইয়াছে]; ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা; সুতরাং তাহার আর সাধন বা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব, সৎ-ই একমাত্র পদার্থ নহে; কারণ, অনুভূতি (সৎ) ও তাহার বিষয় (ঘটাদি), এই উভয়ের মধ্যে বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ অনুভূতি বিষয়ী, এবং ঘটাদি পদার্থ তাহার বিষয়, সুতরাং উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, এবং [কোন প্রমাণেও] বাধিত নহে; এই কারণে, 'একমাত্র অনুভূতিই 'সৎ', এই সিদ্ধান্তও নিরস্ত হইল।

---

* 'তস্য চ' ইতি (ক) পাঠঃ।
† দেশান্তরে ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ।
‡ অপারমার্থ্য-হেতুঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।
§ সদ্বিশেষয়োশ্চ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

যত্তু, অনুভূতেঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বমুক্তম্; তদ্ বিষয়-প্রকাশনবেলায়াং জ্ঞাতুরাত্মনস্তথৈব *, ন তু সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা তথৈবেতি নিয়মোঽস্তি। পরানুভবস্য হানোপাদানাদি-লিঙ্গকানুমান জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, স্বানুভবস্যাপ্যতীতস্য "অজ্ঞাসিষং" ইতি জ্ঞান-বিষয়ত্বদর্শনাচ্চ। (ক) অতোঽনুভূতিশ্চেৎ, স্বতঃসিদ্ধেতি বক্তুং ন শক্যতে।

অনুভূতেরনুভাব্যত্বেঽননুভূতিত্বমিত্যপি † দুরুক্তম্; স্বগতাতীতানুভবানাং পরগতানুভবানাং চ অনুভাব্যত্বেনাননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাৎ। পরানুভবানুমানানভ্যুপগমে চ শব্দার্থ-সম্বন্ধগ্রহণাভাবেন সমস্ত-শব্দ-ব্যবহারোচ্ছেদ-প্রসঙ্গঃ। আচার্য্যস্য জ্ঞানবত্ত্বমনুমায় তদুপসত্তিশ্চ ক্রিয়তে; সা চ নোপপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আর যে, অনুভূতিকে 'স্বপ্রকাশ' বলা হইয়াছে, তাহাও, জ্ঞাতা যখন কোন বিষয় প্রকাশ করে (অবগত হয়), কেবল তখন তাহার পক্ষেই সেইরূপ (স্বপ্রকাশ); কিন্তু সর্ব্বদা সকলের পক্ষেই যে, সেইরূপ হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। কারণ, পরকীয় অনুভব ত [তাহার] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দর্শনে কেবল অনুমান প্রমাণেরই বিষয় হয়, এবং স্বীয় অনুভবও পরক্ষণে 'আমি জানিয়াছিলাম,' এইরূপ জ্ঞানের (স্মরণের) বিষয়ীভূত হয়। অতএব, অনুভূতি হইলেই যে উহা স্বতঃসিদ্ধ (স্বপ্রকাশ) হইবে, ইহা বলিতে পার না।

আর, অনুভূতি অনুভাব্য হইলেই যে, অননুভূতি হইবে, অর্থাৎ অনুভূতি হইবে না, ইহাও ভাল কথা নহে। কারণ, [তাহা হইলে] নিজের ও পরের যে সকল অনুভব অতীত হইয়া গিয়াছে; সে সকলের আর অনুভূতিত্ব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ সেই সমুদয় অনুভূতি আর অনুভব মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; কারণ, সেই সমস্ত অনুভবই অন্য অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। আর, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান স্বীকার না করিলে শব্দ ও অর্থের যে [বাচ্য-বাচকরূপ] সম্বন্ধ, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না; সুতরাং সমস্ত শব্দ-ব্যবহারই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। ‡ আচার্য্যকে জ্ঞানবান্ জানিয়া (অনুমান করিয়া) [শিষ্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পারে না ॥

---

* তথৈব' ইতি (খ) পাঠঃ। (ক) জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

† অনুভাব্যত্বেঽনুভূতিত্বমিত্যপি' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

‡ তাৎপর্য্য,—কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা সাধারণতঃ এইরূপে জানা হইয়া থাকে,—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আদেশ করিল যে, 'তুমি একটা অশ্ব লইয়া আইস'। এই আদেশ মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি একটা প্রাণী (অশ্ব) লইয়া আসিল। প্রথম ব্যক্তি পুনশ্চ বলিল 'অশ্বটা বাঁধিয়া রাখ এবং একটা গো লইয়া আইস'। দ্বিতীয় ব্যক্তি যথা-কথিত আদেশ প্রতিপালন করিল। অশ্ব ও গো শব্দের অর্থানভিজ্ঞ তৃতীয় এক ব্যক্তি উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল এবং বুঝিল যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি 'অশ্ব ও গো'-শব্দের অর্থ জানে, এবং জানে বলিয়াই

নচান্যবিষয়ত্বে অননুভূতিত্বম্? অনুভূতিত্বং নাম বর্ত্তমানদশায়াং স্ব-সত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং, স্ব-সত্তয়ৈব স্ববিষয়-সাধনত্বং বা। তে চ অনুভবান্তরানুভাব্যত্বেঽপি স্বানুভব-সিদ্ধে নাপগচ্ছতঃ ইতি নানুভূতিত্বমপগচ্ছতি। ঘটাদেস্ত্বননুভূতিত্বমেতৎস্বভাববিরহাৎ, নানুভাব্যত্বাৎ। তথানুভূতেরননুভাব্যত্বেঽপি অননুভূতিত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ; গগন-কুসুমাদেরননুভাব্যস্যাননুভূতিত্বাৎ।

গগন-কুসুমাদেরননুভূতিত্বমসত্ত্ব-প্রযুক্তম্, নাননুভাব্যত্ব-প্রযুক্তম্, ইতি চেৎ? এবং তর্হি ঘটাদেরপ্যজ্ঞানাবিরোধিত্বমেবাননুভূতিত্ব-নিবন্ধনম্, * নানুভাব্যত্ব-মিত্যাস্থীয়তাম্। অনুভূতেরনুভাব্যত্বে অজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি তস্যা ঘটাদেরিব প্রসজ্যতে ইতি চেৎ? অননুভাব্যত্বেঽপি গগন-কুসুমাদে-

(৫৭) আর, অন্য জ্ঞানের বিষয় হইলেই যে, [অনুভূতির] অনুভূতিত্ব থাকিবে না, তাহাও নহে। অনুভূতি কি? না,—যে নিজের বর্ত্তমানক্ষণে স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় আশ্রয়—আত্মার নিকট প্রকাশ পায়, অথবা, যাহা স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় বিষয়ের—রূপরসাদির সাধন বা অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, [তাহাই অনুভূতি]। উক্ত উভয় প্রকার অনুভূতিই নিজ নিজ প্রতীতি-সিদ্ধ; সুতরাং অপর অনুভবের বিষয় হইলেও [স্বরূপ হইতে] প্রচ্যুত হয় না; অতএব, তাহার অনুভূতিত্বও নষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ-স্বভাবের অভাব নিবন্ধনই ঘটাদি পদার্থ সকল অননুভূতি বা অনুভূতি হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু, অনুভাব্যত্ব-নিবন্ধন নহে। সেইরূপ গগন-কুসুমাদি (অসৎ পদার্থ সকল) সেরূপ অননুভাব্য অর্থাৎ অনুভবের অবিষয় হইয়াও অনুভূতি হয় না; তদ্রূপ, অনুভূতি স্বয়ং অনুভবান্তরের বিষয় না হইলেও যে, অননুভূতি হইতে পারে, তাহারই বা বারণ হইবে কিসে? যদি বল, গগন-কুসুমাদির যে অননুভূতিত্ব, তাহা অসত্ত্বজনিত,—অননুভাব্যত্বজনিত নহে, [বেশ কথা,] এরূপ হইলে, ঘটাদির যে অননুভূতিত্ব, অজ্ঞানের সহিত সহাবস্থানই তাহার কারণ—অননুভাব্যত্ব নহে, ইহাও স্বীকার করা উচিত।

দুই শব্দ উচ্চারণ মাত্র এই দুইটী প্রাণী আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত ব্যবহার দর্শনে তৃতীয় ব্যক্তি ইহাও বুঝিয়া লইল যে, এইরূপ দুইটী প্রাণী যথাক্রমে 'অশ্ব' ও 'গো' শব্দের বাচ্য—অর্থ, এবং এই শব্দদ্বয় ঐ প্রাণিদ্বয়ের বাচক—বোধক। এ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য দেখিয়া অনুমানেরই সাহায্যে বুঝিয়াছে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থজানা আছে, নচেৎ সে কখনই ঐ শব্দ শ্রবণ মাত্র তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিত না, নিজেই তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। সে কখনই ঐ শব্দদ্বয় শ্রবণমাত্র তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারিত না। অতএব, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান অস্বীকার করিলে কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা জানিবার কোনই উপায় থাকে না।

* ঘটাদেরপ্যননুভূতিত্বনিবন্ধনমজ্ঞানাবিরোধিত্বমেব, ইতি (খ) পাঠঃ।

রিবাজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি প্রসজ্যত এব। অতোঽনুভাব্যত্বেঽননুভূতিত্ব-মিত্যুপহাস্যম্ ॥ ৫৭ ॥

যত্তু, সংবিদঃ স্বতঃসিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবাদ্যভাবাদুৎপত্তির্নিরস্যতে, তদন্ধস্য জাত্যন্ধেন যষ্টিঃ প্রদীয়তে। প্রাগভাবস্য গ্রাহকাভাবাদভাবো ন শক্যতে বক্তুম্; অনুভূত্যৈব গ্রহণাৎ *। কথমনুভূতিঃ সতী তদানী-মেব স্বাভাবং বিরুদ্ধমবগময়তীতি চেৎ? নহি অনুভূতিঃ স্বসমানকাল-বর্ত্তিনমেব বিষয়ীকরোতীত্যস্তি নিয়মঃ, অতীতানাগতয়োরবিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ।

যদি বল, অনুভূতিরও অনুভাব্যত্ব স্বীকার করিলে [অনুভাব্য] ঘটাদির ন্যায় তাহারও অজ্ঞানাবিরোধিতা অর্থাৎ অজ্ঞানের সহিত একত্রাবস্থিতি সম্ভাবিত হইতে পারে? [হাঁ, ইহা ঠিক কথা, কিন্তু তোমার মতেও] অননুভাব্য হইলেও ত গগন-কুসুমাদির ন্যায় তাহারও (অনুভূতিরও) অজ্ঞান-সহাবস্থিতি হইতেই পারে? অতএব, অনুভবের বিষয় হইলেই যে, অনুভূতি হইবে না, ইহা উপহাসের যোগ্য † ॥

(৫৮)। আর যে, সংবিৎ (অনুভূতি) স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাহার প্রাগভাব প্রভৃতি কারণ না থাকায় উৎপত্তি হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; তাহাও ঠিক এক জন্মান্ধকর্ত্তৃক অপর অন্ধকে যষ্টি [লাঠি] প্রদানেরই অনুরূপ। কারণ, প্রাগভাবকে যখন বুঝিবারই উপায় নাই, তখন প্রাগভাব নাই বা অপ্রামাণিক। একথা বলিতে পার না; যে হেতু, স্বয়ং অনুভবই তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। যদি বল, অনুভূতি নিজে বিদ্যমান থাকিয়া তৎকালেই আবার নিজেরই অভাব জ্ঞাপন [প্রকাশ] করিবে কিরূপে? কারণ, একই কালে এক বস্তুর যে, ভাবও অভাব; তাহা ত হইতেই পারে না বিরুদ্ধ। না,—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, অনুভূতি যে, কেবল বর্ত্তমানকালীন বিষয়কেই গ্রহণ করিবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই; তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ [যাহা বর্ত্তমান নাই, এমন] বস্তু-বিষয়ে আর অনুভব [জ্ঞান] হইতেই পারে না।

---

* গ্রাহণাৎ' ইতি (ক) পাঠঃ।

† তাৎপর্য্য—শঙ্করমতে আত্মা ও অনুভূতি এক অভিন্ন পদার্থ। দৃশ্যমাত্রই অনুভূতির দ্বারা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ অনুভূত হয়, সেই আত্মস্বরূপ অনুভূতিকে প্রকাশ করিবারনিমিত্ত আর অপর অনুভূতির আবশ্যক হয় না, উহা স্বপ্রকাশ। পরন্তু, যে সকল বস্তু অনুভবের বিষয় বা অনুভাব্য হয়, সে সকল বস্তু অনুভূতি হইতে ভিন্ন—কখনও অনুভূতি স্বরূপ হইতে পারে না; যেমন,—অনুভবের বিষয় ঘট-পটাদি পদার্থ সকল কখনও অনুভূতি স্বরূপ হয় না। কিন্তু রামানুজস্বামী এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অনুভাব্য হইলেই যে, অনুভূতির অনুভূতিত্ব নষ্ট হইয়া যাবে, অর্থাৎ অননুভূতিত্ব হইবে, আর অননুভাব্য হইলেই যে, অনুভূতি হইবে; এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশ-কুসুম অসৎ পদার্থ; সুতরাং কখনও অনুভাব্য হয় না, কিন্তু তা'বলিয়া কি কখনও সে অনুভূতি (জ্ঞান স্বরূপ) হইতে পারে? যদি বল যে, গগন-কুসুমাদি

অথ মন্যসে,—অনুভূতি-প্রাগভাবাদেঃ সিদ্ধ্যতস্তৎসমকালভাবনিয়মোঽস্তীতি। কিং ত্বয়া কচিদেবং দৃষ্টম্; যেন নিয়মং ব্রবীষি? হন্ত তর্হি তত এব দর্শনাৎ প্রাগভাবাদিঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন তদপহ্নবঃ (*)। তৎপ্রাগভাবং চ তৎসমকালবর্ত্তিনমনুন্মত্তঃ কো ব্রবীতি?

ইন্দ্রিয়-জন্মনঃ প্রত্যক্ষস্য হি এষ স্বভাবনিয়মঃ,—যৎ স্বসমকালবর্ত্তিনঃ পদার্থস্য গ্রাহকত্বম্, ন সর্ব্বেষাং জ্ঞানানাং প্রমাণানাং চ, স্মরণানুমানাগমযোগি-প্রত্যক্ষাদিষু কালান্তরবর্ত্তিনোঽপি গ্রহণ-দর্শনাৎ। অতএব চ

যদি মনে কর যে, উপলব্ধি ব্যতীত যখন কোন বস্তুরই প্রতীতি হয় না; তখন নিশ্চয়ই অনুভূতি ও তাহার প্রাগভাবাদির সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম আছে। জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি কোথাও এরূপ (অনুভূতি ও তৎপ্রাগভাবের সমকালবর্ত্তিত্ব) দেখিয়াছ, যাহাতে ঐরূপ নিয়ম আছে বলিতেছ? আর যদি বা দেখিয়াই থাক, তবে ত সেই দর্শন হইতেই অর্থাৎ তোমার দৃষ্ট সেই উদাহরণ হইতেই অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইতেছে; অতএব অনুভূতির প্রাগভাব অপলাপ করা যায় না। [পক্ষান্তরে] একই বস্তুর ভাব ও অভাব যে, একই কালে থাকিতে পারে, ইহা উন্মত্ত ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। (†)।

যে হেতু, স্মরণ, অনুমান ও যোগি-প্রত্যক্ষে তৎকালে অনুপস্থিত—কালান্তরবর্ত্তী বস্তুরও গ্রহণ বা উপলব্ধি দৃষ্ট হয়; [অতএব বুঝিতে হইবে,] নিজের সমকালবর্ত্তি-বস্তুগ্রহণের যে নিয়ম, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত প্রমাণ সম্বন্ধে নহে।

সৎ পদার্থগুলি অজ্ঞান-বিরোধী হয় না—অর্থাৎ মিথ্যাত্বনিবন্ধন অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থান করে, ই কারণেই উহারা অনুভূতি শ্রেণী হইতে পরিত্যক্ত। এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শঙ্করমতে সমস্ত বস্তু যখন অজ্ঞান-সহকৃত, তখন গগনকুসুমাদির ন্যায় ঘটাদি পদার্থও ত অজ্ঞানেই অবস্থিত, সুতরাং ই কারণেই উহারা অনুভূতি হইবে না, অতএব অনুভাবাত্মকে আর অননুভূতিত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সমীচীন হইতে পারে না।

(*) 'তদভাব নিহ্নবঃ' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অনুভূতি বা জ্ঞান বস্তুটী নিত্যসিদ্ধ, উহার উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ, যাহার 'প্রাগভাব' নাই, অর্থাৎ কখনও অসত্তা নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না; ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। অনুভূতির 'প্রাগভাব' জানিতে হইলেও অনুভব থাকা আবশ্যক, বিনা অনুভবে কোন বস্তুরই সিদ্ধি প্রমাণ হয় না, অথচ অনুভব ও তাহার প্রাগভাব একই কালে থাকিতে পারে না; কারণ, উহারা বিরুদ্ধ পদার্থ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা সত্য নহে; যাহা অনুভবকালে অবর্ত্তমান, এরূপ অতীত ও অনাগত পদার্থেরও যখন জ্ঞান (স্মরণ) হয়, তখন 'প্রাগভাব' বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার অনুভবে বাধা কি? যদি বল যে, 'প্রাগভাব'-সম্বন্ধেই কেবল অনুভবের সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম—অন্যের সম্বন্ধে নহে; এ বিষয়ে কিন্তু কোন

প্রমাণস্য প্রমেয়াবিনাভাবঃ, নহি প্রমাণস্য স্বসমকালবর্ত্তিনা অবিনাভাবোঽর্থ-সম্বন্ধঃ; অপিতু, যদ্দেশ-কালাদি-সম্বন্ধিতয়া যোঽর্থোঽবভাসতে, তস্য তথাবিধাকারমিথ্যাত্ব-প্রত্যনীকতা। অত ইদমপি নিরস্তং,—স্মৃতির্ন বাহ্য-বিষয়া নষ্টেঽপ্যর্থে স্মৃতিদর্শনাদিতি ॥ ৫৮ ॥

অথ উচ্যেত,— ন তাবৎ সংবিৎপ্রাগভাবঃ প্রত্যক্ষাবসেয়ঃ, অবর্ত্ত-মানত্বাৎ। ন চ প্রমাণান্তরাবসেয়ঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাৎ। নহি সংবিৎ-প্রাগভাব-ব্যাপ্তমিহ লিঙ্গমুপলভ্যতে, নানুপপত্তিরপি (*) কস্যচিদ্ দৃশ্যতে। নচা-গমস্তদ্বিষয়ো দৃষ্টচরঃ। অতস্তৎপ্রাগভাবঃ প্রমাণাভাবাদেব ন সেৎস্যতীতি। যদ্যেবং, স্বতঃসিদ্ধত্ব-বিভবং পরিত্যজ্য প্রমাণাভাবেঽবরূঢ়শ্চেৎ; যোগ্যানুপ-লব্ধ্যেবাভাবঃ সমর্থিত ইত্যুপশাম্যতু ভবান্।

এই কারণেই প্রমেয় [জ্ঞেয়] পদার্থের সহিত প্রমাণের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধও সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, স্বীয় সমকালবর্ত্তী বস্তুর সহিত যে অবিনাভাব, তাহাই প্রমাণের বিষয়সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ নহে; পরন্তু, যে পদার্থ যে কালে ও যে দেশে সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই পদার্থের যে, সেই প্রকার অবস্থায় মিথ্যাত্ব-নিবৃত্তি করা, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব-জ্ঞাপন করা, [তাহাই প্রমাণের অর্থ-সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ]। যে হেতু, বিনষ্ট বস্তু-বিষয়েও স্মরণ হইতে দেখা যায়, অতএব 'স্মৃতি-জ্ঞানটী বাহ্য-পদার্থ-বিষয়ক নহে, অর্থাৎ স্মৃতির কোন বিষয় নাই, উহা নির্ব্বিষয়।' এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তও উক্ত হেতু বলেই নিরস্ত হইল॥

(৫৯)। যদি বল যে, সংবিদের [অনুভূতির] প্রাগভাব প্রত্যক্ষ দ্বারা নিরূপণ করা যায় না; কারণ, তৎকালে সে বর্ত্তমান থাকে না। [অনুমানাদি] প্রমাণান্তর দ্বারাও তাহা জানা যায় না; কারণ, এ বিষয়ে 'লিঙ্গ' বা হেতু প্রভৃতি কোন সাধন নাই, কেন না,—অনুভূতির প্রাগভাব দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ সেই প্রাগভাবের অধীন কোন হেতু (লিঙ্গ) দৃষ্ট হয় না, অথচ, তাহার অভাবে কোন বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্যও দেখা যাইতেছে না, [যাহার জন্য অনুভূতির প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে], এবং প্রাগভাবের অস্তিত্ববোধক কোন শব্দ-প্রমাণও দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব, প্রমাণাভাব বশতঃই অনু-ভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইবে না। [বেশ কথা,] এইরূপে যদি আপনাকে [অনুভূতির] স্বতঃসিদ্ধত্ব-সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাগভাব অস্বীকারের পক্ষে অনুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' রূপ যে হেতু পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল; এখন যদি সেই হেতু ত্যাগ করিয়া আবার প্রমাণাভাবকেই প্রাগ-ভাব অস্বীকারের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে, [ন্যায়মতে যথন] 'অনুপলব্ধি'

দৃষ্টান্ত নাই। আর যদি দৃষ্টান্তই থাকে, তবে ত সেই দৃষ্টান্ত-বলেই অনুভূতির সমকালীন প্রাগভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে,—'অনুভূতির প্রাগভাব নাই' বল কিরূপে? অথচ একই বস্তুর একই কালে যে ভাব ও অভাব থাকিতে পারে, ইহা উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব শঙ্করের যুক্তি উপেক্ষণীয়।

(*), নানুপলব্ধিঃ ইত্যাদিঃ (খ) পাঠঃ; (গ, ঘ) পুস্তকে তু অয়মংশ এব নাস্তি।

কিংচ, প্রত্যক্ষজ্ঞানং স্ববিষয়ং ঘটাদিকং স্বসত্তাকালে সন্তং সাধয়ৎ তস্য ন সর্ব্বদা সত্তামবগময়ৎ দৃশ্যতে, ইতি ঘটাদেঃ পূর্ব্বোত্তর-কালসত্তা ন প্রতীয়তে। তদপ্রতীতিশ্চ সংবেদনস্য কাল-পরিচ্ছিন্নতয়া প্রতীতেঃ। ঘটাদি-বিষয়মেব সংবেদনং স্বয়ং কালানবচ্ছিন্নং প্রতীতং চেৎ; সংবেদন-বিষয়ো ঘটাদিরপি কালানবচ্ছিন্নঃ প্রতীয়েত, ইতি নিত্যঃ স্যাৎ। নিত্যং চেৎ সংবেদনং স্বতঃসিদ্ধং, নিত্যমিত্যেব প্রতীয়েত; ন চ তথা প্রতীয়তে।

প্রমাণ দ্বারাই অভাব সমর্থিত বা প্রমাণিত হইয়াছে, [তখন আর প্রমাণ নাই, বলা চলে কিরূপে ?] (*) অতএব আপনি [বিচার হইতে] বিরত হউন।

আরও এক কথা,—দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ঘটাদি পদার্থ যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই সৎ ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান তৎসাধক হইলেও কিন্তু তাহার সর্ব্বকালীন সত্তা জ্ঞাপন করে না ; এই কারণেই পূর্ব্বোত্তরকালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পর আর ঘটের সত্তা প্রতীত হয় না ; সংবেদন বা অনুভব নিজে কালাবচ্ছিন্ন বলিয়াই অর্থাৎ সর্ব্ব-কালীন নয় বলিয়াই (সময় সময়) সেই ঘটাদি সত্তার অপ্রতীতি হইয়া থাকে। আর সেই ঘটাদি বিষয়ে যে অনুভব হয়, সে নিজেই যদি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না হইয়া প্রতীত হইত, তাহা হইলে সেই অনুভবের বিষয় ঘটাদি পদার্থও কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়াই প্রতীত হইত ; সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত। স্বতঃসিদ্ধ সংবেদন যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে 'নিত্য' বলিয়াই প্রতীত হইত ? কিন্তু সেরূপে ত প্রতীত হয় না।

(*) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর মতে, অনুভূতির প্রাগভাব না থাকার পক্ষে প্রথমতঃ অনুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব'ই একমাত্র প্রধান হেতু রূপে উল্লিখিত হইয়াছিল। এখন আবার সেই 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' হেতু ত্যাগ করিয়া অনুভূতির প্রাগভাব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ আছে ; সে সমুদয়ের দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় না, এই হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, প্রাগভাব সম্বন্ধে প্রমাণ নাই, বলিতে পার না ; কারণ ন্যায় প্রভৃতি দর্শনের মতে 'যোগ্যানুপলব্ধি' ও একটী প্রমাণ, সুতরাং তাহা দ্বারাই অভাব প্রমাণিত হইতে পারে। 'যোগ্যানুপলব্ধি' অর্থ,—যে বস্তু যে সকল কারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ-যোগ্য ; সেই সকল কারণ অবিকল ভাবে বিদ্যমান থাকিতেও যদি তাহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ না হয়, তবে, তাহাকে 'যোগ্যানুপলব্ধি' বলে। এই 'যোগ্যানুপলব্ধি'কে কেহ কেহ প্রমাণমধ্যে পরিগণিত করেন, আবার কেহ বা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ইহার উপপত্তি করিয়া থাকেন। ফলকথা, অভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে যখন ঐরূপ প্রমাণ রহিয়াছে, তখন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই, এ কথা বলা যায় না।

৬৮। তাৎপর্য্য,—যেমন, ঘটের অনুভবাভাব ও পটের বিনাশ কখনই অপরাপর বস্তুর স্মৃতি-বাধক হয় না; তেমনি, অনুভবাতিরিক্ত বিষয়ের অনুভব ও অহংভাবের নিবৃত্তি কখনই সুষুপ্তি (গাঢ়নিদ্রা-) কালীন অনুভবের স্মৃতির-বাধক—অস্মরণের হেতু হইতে পারে না।

এবমনুমানাদি-সংবিদোঽপি কালানবচ্ছিন্নাঃ প্রতীতাশ্চেৎ; স্ববিষয়ানপি কালানবচ্ছিন্নান্ প্রকাশয়ন্তি, ইতি তে চ সর্ব্বে কালানবচ্ছিন্না নিত্যাঃ স্যুঃ; সংবিদনুরূপ-স্বরূপত্বাদ্ * বিষয়াণাম্। ন চ নির্ব্বিষয়া কাচিৎ সংবিদস্তি; অনুপলব্ধেঃ। বিষয়-প্রকাশনতয়ৈবোপলব্ধেরেব হি সংবিদঃ স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিতা; সংবিদো বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব-বিরহে সতি স্বয়ংপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ অনুভূতেরনুভবান্তরাননুভাব্যত্বাচ্চ সংবিদস্তুচ্ছতৈব স্যাৎ।

ন চ স্বাপ-মদ-মূর্চ্ছাদিষু সর্ব্ব-বিষয়-শূন্যা কেবলৈব সংবিৎ পরিস্ফুরতীতি বাচ্যম্; যোগ্যানুলব্ধি-পরাহতত্বাৎ। † তাস্বপি দশাসু অনুভূতিরনুভূতা চেৎ; তস্যাঃ প্রবোধ-সময়েঽনুসংধানং স্যাৎ; ন চ তদস্তি ॥ ৫৯ ॥

নন্বনুভূতস্য পদার্থস্য স্মরণ-নিয়মো ন দৃষ্টচরঃ; অতঃ স্মরণাভাবঃ কথমনুভবাভাবং সাধয়েৎ? উচ্যতে,—নিখিল-সংস্কার-তিরস্কৃতিকর-দেহ-

এইরূপ, অনুমানাদি-জন্য জ্ঞানও যদি কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইত, তবে, নিজ-নিজ বিষয় সমূহকেও কালানবচ্ছিন্ন বলিয়াই জ্ঞাপন করিত, সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত; কারণ, অনুভূয়মান বিষয় তাহার অনুভব তুল্যরূপ হইয়া থাকে। আর, বিষয়-বিহীন যে, কোন অনুভূতি আছে, বা থাকিতে পারে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ ঐরূপ অনুভূতি দেখা যায় না। কেন না, অনুভূতির যে বিষয়-প্রকাশ করা স্বভাব, তাহা দ্বারাই জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা সাধন করা হইয়াছে। এখন বিষয়-প্রকাশন কালে অনুভূতির বর্ত্তমান থাকা রূপ স্বভাবটী না থাকিলে তাহার স্বয়ংপ্রকাশত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না; এবং অনুভূতি-বিষয়ে পৃথক্ অনুভব স্বীকার করায় ফলে-ফলে অনুভূতির তুচ্ছতাই (মিথ্যাত্বই) হইয়া পড়ে।

আর, স্বপ্ন, মত্ততা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি দশায় যে, সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্কশূন্য কেবলই জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায়; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত যোগ্যানুপলব্ধি যুক্তি দ্বারাই তাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই সকল অবস্থায়ও অনুভূতির অনুভব থাকিত, তবে, নিদ্রাভঙ্গের পরও তাহার স্মরণ হইত. [অথচ কাহারো] তাহা হয় না।

৬১। ভাল, অনুভূত পদার্থ মাত্রেরই যে স্মরণ হইবে, এরূপ নিয়ম ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই? অতএব, উক্ত স্মরণাভাব দ্বারা অনুভবের অভাব সাধন হয় কিরূপে? বলিতেছি,— দেহত্যাগ প্রভৃতি কারণেই সমস্ত সংস্কারের তিরোধান হইয়া থাকে, [নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির

(*) সংবিদনুরূপত্বাৎ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(†) পরাকৃতত্বাৎ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

বিগমাদি-প্রবলহেতু-বিরহেঽপ্যস্মরণ-নিয়মোঽনুভবাভাবমেব সাধয়তি; ন কেবলমস্মরণ-নিয়মাদনুভবাভাবঃ, সুপ্তোত্থিতস্য "ইয়ন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষম্" ইতি প্রত্যবমর্শেনৈব সিদ্ধেঃ। ন চ সত্যপ্যনুভবে তদস্মরণ-নিয়মো বিষয়াবচ্ছেদ-বিরহাদহঙ্কারবিগমাদ্বেতি শক্যতে বক্তুম্; অর্থান্তরাননুভবস্যার্থান্তরাভাবস্য চ অনুভূতার্থান্তরাস্মরণ-হেতুত্বাভাবাৎ। তাস্বপি দশাস্বহমর্থোঽনুবর্ত্তত-ইতি চ বক্ষ্যতে।

ননু স্বাপাদি-দশাস্বপি সবিশেষোঽনুভবোঽস্তীতি পূর্ব্বমুক্তম্? সত্যমুক্তম্; সস্বাত্মানুভবঃ; স চ সবিশেষ * এবেতি স্থাপয়িষ্যতে। ইহ তু সকলবিষয়-বিরহিণী নিরাশ্রয়া চ সংবিদ্ নিষিধ্যতে। কেবলৈব সংবিদাত্মানুভব ইতি চেৎ; ন, সা চ সাশ্রয়েতি হ্যুপপাদয়িষ্যতে। অতোঽনুভূতিঃ সতী স্বয়ং স্বপ্রাগভাবং ন সাধয়তীতি প্রাগভাবাসিদ্ধির্ন শক্যতে বক্তুম্।

সংস্কারনাশক সেই সকল কারণের অভাবেও যে, স্মরণাভাব, তাহাই [তাৎকালিক] অনুভবের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে। আর, কেবল স্মরণাভাবের নিয়ম হইতেই যে, অনুভবের অভাব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে,—'আমি এত ক্ষণ কিছুই জানিতে পারি নাই'; সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এইরূপ বোধ হইতেও তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এ কথাও বলিতে পার না যে, [তৎকালে] অনুভবসত্ত্বেও বিষয়নির্দ্ধারণের অভাব কিংবা অহঙ্কারের (আমিত্ববোধের) অপগম বশতঃ অনুভূতির স্মরণ হয় না। তাহার কারণ এই যে, অন্য বস্তুর অনুভূতির অভাব এবং অন্য বস্তুর বিনাশ, কখনই অপর অনুভূত পদার্থের অস্মরণের হেতু হইতে পারে না। বস্তুতঃ সেই স্বপ্নাদি অবস্থায়ও যে অহংভাব বা আমিত্ব অনুবৃত্ত থাকে, ইহা পরে বলা হইবে।

আচ্ছা, স্বপ্নাদি দশায়ও সবিশেষ অনুভব থাকে, এ কথা (তুমি—রামানুজ) পূর্ব্বে বলিয়াছ, [এখন তাহার নিষেধ করিতেছ কি প্রকারে?] হাঁ, বলা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু সে-টী আত্মানুভবের কথা; সেই অনুভবটী যে নিশ্চয়ই সবিশেষ (নির্ব্বিশেষ নহে), তাহা অতঃপর ব্যবস্থাপিত করা হইবে। এখানে কেবল সর্ব্বপ্রকার বিষয়-বিরহিত ও নিরাশ্রয় অনুভূতির প্রতিষেধ করা হইতেছে মাত্র। যদি বল, কেবল নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই আত্মানুভব, তদতিরিক্ত আত্মানুভব নাই?] না,—এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, সেই অনুভূতিও যে পরাশ্রিত (নির্ব্বিশেষ নহে), ইহা পরে উপপাদন করিব। অতএব, 'অনুভূতি স্বয়ং বিদ্যমান থাকিয়া নিজের প্রাগভাব সাধন করিতে পারে না, অতএব অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হয় না,' এ কথা বলিতে পার না। [আর, যখন যুক্তির সাহায্যে] অনুভূতিরও অনুভব সম্ভবপর

(*) সবিষয় এব ইতি (খ) পাঠঃ।

অনুভূতেরনুভাব্যত্ব-সম্ভবোপপাদনেনান্যতোঽপ্যসিদ্ধির্নিরস্তা। তস্মাৎ প্রাগভাবাদ্যসিদ্ধ্যা সংবিদোঽনুৎপত্তিরুপপত্তিমতী ॥ ৬০ ॥

যদপ্যস্যা অনুৎপত্ত্যা বিকারান্তর-নিরসনম্; তদপ্যনুপপন্নম্ প্রাগভাবে ব্যভিচারাৎ; তস্য হি জন্মাভাবেঽপি বিনাশো দৃশ্যতে ভাবেষ্বিতি বিশেষণে তর্ককুশলতা আবিষ্কৃতা ভবতি। তথা চ ভবদভিমতা বিদ্যানুৎপন্নৈব বিবিধ-বিকারাস্পদং তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদন্তবতী চ ইতি তস্যা-মনৈকান্ত্যম্। তদ্বিকারাঃ সর্ব্বে মিথ্যাভূতা ইতি চেৎ; কিং ভবতঃ পরমার্থ-ভূতোঽপ্যস্তি বিকারঃ? যেনৈতদ্বিশেষণমর্থবদ্ ভবতি। নহ্যসাবভ্যুপ-গম্যতে।

যদপি—অনুভূতিরজত্বাৎ স্বস্মিন্ বিভাগং ন সহতে ইতি। তদপি নোপ-পদ্যতে, অজস্যৈবাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিভক্তত্বাদ্, অনাদিত্বেন চাভ্যু-পগতায়া অবিদ্যায়া আত্মনো ব্যতিরেকস্যাবশ্যাশ্রয়ণীয়ত্বাৎ। স বিভাগো

বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, [তখন, 'অনুভূতি] প্রমাণান্তর দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে না,' এই যুক্তিও নিরস্ত হইল। অতএব, প্রাগভাবাদি কারণের অভাবে 'সংবিদের (জ্ঞানের) উৎপত্তি হইতে পারে না,' এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে।

(৬১)। আর যে, এই অনুৎপত্তির সাহায্যেই [অনুভূতির] অন্যান্য বিকারেরও প্রত্যা-খ্যান করা হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, প্রাগভাবেই তাহার ব্যভিচার (নিয়মের ভঙ্গ) দৃষ্ট হয়; যেহেতু প্রাগভাবের জন্ম না থাকিলেও বিনাশ দৃষ্ট হয়। যদি বল, অভাব ভিন্ন পদার্থের সম্বন্ধেই [ঐরূপ নিয়ম]; হাঁ, ঐরূপ বিশেষণ-যোগেও কেবল তর্ককৌশলই প্রদর্শিত হয় মাত্র (কোন বস্তুঃ-সিদ্ধি হয় না)। দেখ,—তোমার অভিমত অবিদ্যা-পদার্থটী উৎপন্ন না হইয়াও বিবিধ বিকার জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সেই অবিদ্যাতেই [পূর্ব্বোক্ত নিয়ম] অনৈকান্তিক, অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে। যদি বল, অবিদ্যার সমস্ত বিকারই মিথ্যা, [সুতরাং সেখানে নিয়ম ভঙ্গ হবে না।] জিজ্ঞাসা করি,—তোমার মতে পরমার্থ বা সত্যস্বরূপও কোন বিকার আছে কি? যাহাতে এইরূপ বিশেষণ সার্থক হইতে পারে? নিশ্চয়ই [তোমরা] ইহা (কোন বিকারেরই সত্যতা) স্বীকার কর না।

আরো যে বলা হইয়াছে, অনুভূতি স্বয়ং অজ (জন্মরহিত); সুতরাং নিজে বিভাগার্হ হইতে পারে না। তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, আত্মা জন্মরহিত হইয়াও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিভক্ত বা পৃথক্ হইয়া আছে, এবং 'অনাদি' বলিয়া স্বীকৃত অবিদ্যা হইতেও আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, সেই বিভাগ মিথ্যা (সত্য নহে)।

মিথ্যারূপ ইতি চেৎ ; জন্ম-প্রতিবদ্ধঃ পরমার্থ-বিভাগঃ কিং কচিদ্ দৃষ্টস্ত্বয়া? অবিদ্যায়া আত্মনঃ পরমার্থতো বিভাগাভাবে বস্তুতো হ্যবিদ্যৈব স্যাদাত্মা। অবাধিতপ্রতিপত্তিসিদ্ধ-দৃশ্যভেদ-সমর্থনেন দর্শনভেদোঽপি সমর্থিত এব, (*) ছেদ্য-ভেদাৎ ছেদনভেদবৎ ॥ ৬১ ॥

যদপি—নাস্যা দৃশের্দৃশিস্বরূপায়া দৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্ম্মোঽস্তি ; দৃশ্যত্বা-দেব তেষাং ন দৃশিধর্ম্মত্বম্ ইতি চ। তদপি স্বাভ্যুপগতৈঃ প্রমাণসিদ্ধৈ-র্নিত্যত্ব-স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি-ধর্ম্মৈরুভয়মনৈকান্তিকম্।

জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোথাও কি জন্মাধীন পারমার্থিক (যথার্থ সত্য) বিভাগ দেখিয়াছ? (১) বস্তুতঃ অবিদ্যা হইতে আত্মার যদি যথার্থ বিভাগ নাই থাকে, তবে, ফলে-ফলে অবিদ্যাই আত্মা হইতে পারে, অর্থাৎ আত্মাও অবিদ্যার মধ্যে যদি ভেদই না রহিল, তাহা হইলে আত্মা ও অবিদ্যা একই হইয়া পড়ে। আর, দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থের যে, পরস্পর প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাও যখন বাধিত অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তখন উহা সত্য। অতএব, যেমন ছেদনীয় বৃক্ষাদির ভেদ অনুসারে ছেদন ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ; তেমনি অবাধিত দৃশ্য ভেদ অনুসারে তাহার দর্শন, অর্থাৎ ভেদানুভূতিরও নানাত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

৬২। আরো যে বলা হইয়াছে,—এই অনুভূতি স্বয়ংই দৃশি স্বরূপ (জ্ঞান স্বরূপ), সুতরাং তাহার দৃশ্য (দর্শন-যোগ্য) কোনও ধর্ম্ম থাকিতে পারে না ; এবং পক্ষান্তরে, [নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিকে তাহার দৃশ্য বলিলে, সেই] দৃশ্যত্ব-নিবন্ধনই তাহারা দৃশিরূপা অনুভূতির ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই উভয় যুক্তিও তাহাদের স্বীকৃত ও

(*) তাৎপর্য্য—"প্রতিপ্রমাতৃ-বিষয়ং পরস্পরবিলক্ষণাঃ। অপরোক্ষং প্রদর্শ্যন্তে সুখ-দুঃখাদিবৎ ধিয়ঃ। অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন সুখ-দুঃখাদি বিষয়ে যেরূপ পৃথক পৃথক জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জ্ঞেয় পদার্থের ভেদ অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।

(১) তাৎপর্য্য,—পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন যে, অনুভূতির যখন জন্ম নাই, তখন তাহাতে কোন বাস্তবিক বিভাগ ঘটিতে পারে না। ফলকথা,—যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইয়া থাকে। এ কথার উপর ভাষ্যকার প্রশ্ন করিতেছেন যে, বস্তু-বিভাগ যে জন্মপ্রতিবদ্ধ—জন্মাধীন, অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইবে—জন্মহীনের হইবে না ; কোথাও কি ইহার উদাহরণ দেখিয়াছ? যাহাতে এরূপ নিয়ম বলিতেছ। যদি বল, জন্মশীল, অথচ পারমার্থিক বিভাগ সম্পন্ন ঘট-পটাদিই ইহার দৃষ্টান্ত। এ কথা বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে ঘটাদির পারমার্থিক বিভাগ থাকায় অদ্বৈতবাদের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। এই কারণে অন্য কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ন চ তে সংবেদনমাত্রম্, স্বরূপভেদাৎ স্বসত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি কস্যচিদ্-বিষয়স্য প্রকাশনং হি সংবেদনম্। স্বয়ংপ্রকাশতা তু স্বসত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ায় প্রকাশমানতা। প্রকাশশ্চ চিদচিদশেষ-পদার্থসাধারণং ব্যবহারানুগুণ্যম্। সর্ব্বকাল-বর্ত্তমানত্বং হি-নিত্যত্বম্। একত্বং-একসংখ্যাবচ্ছেদইতি। তেষাং জড়ত্বাদ্যভাবরূপতায়ামপি তথাভূতৈরপি চৈতন্য-ধর্ম্মভূতৈস্তৈরনৈকান্ত্যম্-পরিহার্য্যম্। সংবিদি তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়ত্বাদি-প্রত্যনীকত্বমিত্যভাব-রূপো ভাবরূপো বা ধর্ম্মো নাভ্যুপেতশ্চেৎ; তত্তন্নিষেধোক্ত্যা কিমপি নোক্তং ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

প্রমাণ-সিদ্ধ নিত্যত্ব ও স্বয়ং-প্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে। (*)

আর সেই নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-গুলি যে অনুভূতিরই স্বরূপ, তাহা নহে, কারণ, উহাদের স্বরূপ-গত ভেদ আছে। [অনুভূতি] বিদ্যমান থাকায় তদাশ্রয়—আত্মার নিকট যে, কোন বিষয় প্রকাশ করা; তাহার নাম সংবেদন। আর স্বীয় আশ্রয়—আত্মার নিকট যে, প্রকাশমানভাবে বিদ্যমান থাকা, তাহার নাম স্বয়ংপ্রকাশমানতা। চিৎ-জড় সর্ব্বপদার্থ-গত ব্যবহার সম্পাদন-সামর্থ্যের নাম প্রকাশ। সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকার নাম নিত্যত্ব। একত্ব অর্থ 'এক' সংখ্যা দ্বারা পরিমিত করা। এ সকল পদার্থ জড়ত্বাদির অভাব স্বরূপ হইলেও চৈতন্যের ধর্ম্ম; সুতরাং এবংবিধ চৈতন্য-ধর্ম্ম নিত্যত্বাদি দ্বারা যে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তির ব্যভিচার ঘটে, তাহার পরিহার সহজসাধ্য নহে। অধিকন্তু, উক্ত অনুভূতি হইতে পৃথক্, জড়ত্বাদিবিরোধী, উক্ত ধর্ম্ম সকল ভাবরূপীই হউক, আর অভাবরূপীই হউক, উহাদের অনুভূতি-সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, ফলতঃ কিছুই প্রতিপাদন করা হইল না। অর্থাৎ জড়ত্ববিরোধী স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি ভাবই হউক, আর অভাবই হউক, অনুভূতির সহিতে তাহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে; নচেৎ বন্ধ্যার পুত্র-প্রতিষেধের ন্যায় ঐ সকলের অনুভূতি-ধর্ম্মত্ব প্রত্যাখ্যান করাও সঙ্গত হয় না॥ ৬২ ॥

(*) তাৎপর্য্য,— শঙ্করমতে অনুভূতিটী স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানমাত্রই দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ হইতে পৃথক্। পক্ষান্তরে, যাহা দৃশ্য, তাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্। দৃশ্য ঘট ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান কখনই এক হইতে পারে না। সুতরাং নিত্যত্ব ও স্বয়ং প্রকাশত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি অনুভূতির দৃশ্য-ধর্ম্ম নহে, পক্ষান্তরে ঐ সকলকে অনুভূতির দৃশ্য বলিলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সেই দৃশ্যত্ব বশতঃই তাহার অনুভূতির ধর্ম্ম হইতে পারে না, ইত্যাদি ভাষ্যকার বলিতেছেন, উক্ত উভয় নিয়মই ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ অখণ্ডনীয় নহে। কারণ অনুভূতির যে নিত্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব আছে, তাহা বাদীর অনুমোদিত এবং প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত। ঐ নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব যখন অনুভূতিতে রহিয়াছে, তখনই অনুভূতিতে কোন প্রকার দৃশ্য ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত নিয়ম ভগ্ন হইয়াছে।

অপি চ, সংবিৎ সিধ্যতি বা * নবা ? সিধ্যতি চেৎ ; সধর্ম্মতা স্যাৎ ; ন চেৎ ; তুচ্ছতা, গগন-কুসুমাদিবৎ। সিদ্ধিরেব সংবিদিতি চেৎ ; কস্য কং প্রতি, ইতি বক্তব্যম্। যদি ন কস্যচিৎ কংচিৎ প্রতি ; সা তর্হি ন সিদ্ধিঃ। সিদ্ধির্হি পুত্রত্বমিব কস্যচিৎ কংচিৎপ্রতি ভবতি। আত্মন ইতি চেৎ ; কোঽয়মাত্মা ? নন্থু সংবিদেবেত্যুক্তম্। সত্যমুক্তম্, ত্বুরুক্তং তু তৎ। তথা হি, কস্যচিৎ পুরুষস্য কিঞ্চিদর্থজাতং প্রতি সিদ্ধিরূপতয়া তৎসম্বন্ধিনী সা সংবিৎ স্বয়ং কথমিবাত্মভাবমনুভবেৎ।

এতদুক্তং ভবতি,—অনুভূতিরিতি স্বাশ্রয়ং প্রতি স্বসদ্ভাবেনৈব কস্যচিদ্বস্তুনো ব্যবহারানুগুণ্যাপাদনস্বভাবো জ্ঞানাবগতি-সংবিদাদ্যপরনামা সকর্ম্মকোঽনুভবিতুরাত্মনো ধর্ম্মবিশেষঃ "ঘটমহং জানামি," "ইমমর্থমবগচ্ছামি," "পটমহং সংবেদ্মি" ইতি সর্ব্বেষামাত্ম-সাক্ষিকঃ প্রসিদ্ধঃ। এতৎ-স্বভাবতয়া ই তস্যাঃ স্বয়ং প্রকাশতা ভবতাপ্যুপপাদিতা।

৬৩। অপিচ, এই সংবিৎ (অনুভূতি) প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় কি না ? যদি সিদ্ধ হয়, তবে তাহার ধর্ম্ম ও সিদ্ধ হইবে। আর যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা গগন-কুসুমের ন্যায় তুচ্ছ (মিথ্যা) হইয়া পড়ে। সংবিৎ যদি সিদ্ধিরই নামান্তর হয়, তবে, বলিতে হইবে, কাহার প্রতি কাহার সিদ্ধি। উহা যদি কাহারও প্রতি কাহারও সিদ্ধিই না হয়, তবে তাহা সিদ্ধিও হইতে পারে না ; একের পুত্রত্ব ধর্ম্মটী যেরূপ অপরের সম্বন্ধেই হয়, সিদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ। অর্থাৎ পুত্রত্ব ধর্ম্মটী যেমন, যে পুত্র এবং যাহার পুত্র, এই উভয়-সাপেক্ষ, সিদ্ধিও ঠিক সেইরূপ—যাহার সম্বন্ধে যাহার সিদ্ধি, তদুভয়-সাপেক্ষ। যদি বল, [সিদ্ধি] আত্মারই ধর্ম্ম। এই আত্মা কে ? [উত্তর] 'সংবিৎই আত্মা,' একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হ্যাঁ, উক্ত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহা ত দুরুক্ত অর্থাৎ অসৎকথা। দেখ, যখন কোন পুরুষের কোন বিষয়ে সিদ্ধিরূপা সংবিৎ উৎপন্ন হয়, তখন সেই বিষয়গত সংবিৎ (জ্ঞান) নিজেই নিজের আত্মত্ব অনুভব করিতে পারে কিরূপে ?

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অভিব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ স্বভাব যে, স্বীয় আশ্রয়ের (অনুভবিতার) নিকট কোন না কোন বস্তুকে ব্যবহার-যোগ্য করিয়া দেয়। জ্ঞান, অবগতি ও সংবিৎ প্রভৃতি যাহার অপর নাম, এবং যাহা সকর্ম্মক অর্থাৎ কোন একটী বিষয় অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না বা থাকে না ; অনুভব-কর্ত্তা—আত্মার ঐরূপ ধর্ম্মেরই নাম অনুভূতি। 'আমি ঘট জানি' 'এই বিষয়টী অবগত হইতেছি,' (এবং) 'পট সংবেদন (অনুভব) করিতেছি,' এইরূপে উক্ত অনুভূতি সকল লোকেরই আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ রহিয়াছে। আর, তুমিও নিশ্চয় উক্ত স্বভাবটী লইয়াই অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের সমর্থন করিয়াছ।

অস্য সকর্ম্মকস্য কর্তৃ-ধর্ম্মবিশেষস্য কর্ম্মত্ববৎ (*) কর্তৃত্বমপি দুর্ঘটমিতি
তথা হি ;—অস্য কর্তুঃ স্থিরত্বং কর্তৃধর্ম্মস্য সংবেদনাখ্যস্য সুখ-দুঃখাদেরি
উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধাশ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। কর্তৃস্থৈর্য্যং তাবৎ "
এবায়মর্থঃ পূর্ব্বং ময়ানুভূতঃ" ইতি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষসিদ্ধম্। (†) "অ
জানামি, অহমজ্ঞাসিষং, জ্ঞাতুরেব মমেদানীং জ্ঞানং নষ্টম্," ইতি
সংবিদুৎপত্ত্যাদয়ঃ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধাঃ, ইতি কুতস্তদৈক্যম্। এবং ক্ষণভঙ্গিন্য
সংবিদ আত্মত্বাভ্যুপগমে পূর্ব্বেদ্যুর্দৃষ্টং পরেদ্যুঃ (‡) "ইদমহমদর্শম্", ইতি
প্রত্যভিজ্ঞা চ ন ঘটতে ; অন্যেনানুভূতস্য নহ্যন্যেন প্রত্যভিজ্ঞানসংভবঃ।

কিংচ, অনুভূতেরাত্মত্বাভ্যুপগমে তস্যা নিত্যত্বেঽপি প্রতিসন্ধান
সম্ভবঃ (§) তদবস্থঃ। প্রতিসন্ধানং হি পূর্ব্বাপরকালস্থায়িনমনুভবিতারমুপ

কর্তৃগত ধর্ম্মবিশেষ এই সকর্ম্মক (কর্ম্ম-সাপেক্ষ) অনুভূতি যেমন নিজেই নিজের কর্ম্ম স্বরূ
হইতে পারে না, তেমনি কর্তৃস্বরূপও হইতে পারে না। দেখ, এই অনুভবের যিনি কর্ত্তা-
অনুভবিতা, তিনি স্থিরতর অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী ; কিন্তু, তাহারই (অনুভবকর্ত্তারই) ধ
অনুভবকে ঠিক সুখ-দুঃখাদির (বুদ্ধি-ধর্ম্মের) ন্যায় উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রাপ্ত হই
দেখা যায়। 'সেই এই বস্তুই আমি পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি', এই প্রত্যভিজ্ঞ
(¶) দ্বারাই কর্ত্তার (অনুভবিতার) স্থিরতা (এই দীর্ঘকালস্থায়িতা) সিদ্ধ হইতেছে
[কিন্তু] 'আমি জানিতেছি', 'আমি জানিয়াছিলাম,' এবং 'পূর্ব্বে যে আমার (জ্ঞাতার)
জ্ঞান বর্ত্তমান ছিল, এখন সেই আমারই সেই জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে,' ইত্যাদিরূপে জ্ঞানে
উৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম নিচয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব জ্ঞাতা (আত্মা) ও জ্ঞানের একত্ব হই
পারে কিরূপে? আরও হেতু এই যে, সংবিৎ বা জ্ঞান পদার্থটী ক্ষণভঙ্গুর—প্রতিক্ষ
জন্ম-মরণ শীল ; সেই সংবিৎকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্ব্বদিবসে দৃষ্ট বস্তর যে
পরদিবসে 'আমি ইহা দেখিয়াছিলাম,' এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা আর হইতে পারে না
কারণ, অন্য-দৃষ্ট পদার্থে কখনই অন্যের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না।

আরও এক কথা,—অনুভূতিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করায় যদিও তাহার নিত্যত্বই স্বীকা
করা হয় সত্য, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞার অসম্ভাবনা দোষ পূর্ব্ববৎই স্থিরতর রহিল ; কারণ, প্রতি

(*) 'কর্ম্মভাববৎ' ইতি (ক, গ) পাঠঃ। (†) 'প্রত্যভিজ্ঞা-সিদ্ধম্' ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) 'অপরেদ্যুঃ' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ। (§) 'প্রতিসন্ধানাভাবঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶)। যে বস্তু পূর্ব্বে একবার অনুভূত হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই বস্তুরই দর্শন হইলে যে, 'আমি ইহা পূ
দেখিয়াছিলাম,' ইত্যাদিরূপে অনুভূতত্ব প্রতীতি, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞাও একপ্রকার প্রমাণ
মধ্যে পরিগণিত।

াপয়তি ; নানুভূতিমাত্রম্, 'অহমেবেদং পূর্ব্বমপ্যন্বভূবম্' ইতি, ভবতো-প্যনুভূতের্নহ্যনুভবিতৃত্বমিষ্টম্, অনুভূতিরনুভূতিমাত্রমেব। সংবিৎ নাম াচিৎ নিরাশ্রয়া নির্ব্বিষয়া বা অত্যন্তানুপলব্ধের্ন সম্ভবতীত্যুক্তম্। উভয়া-্যুপগতা সংবিদেবাত্মেত্যুপলব্ধিপরাহতম্। অনুভূতিমাত্রমেব পরমার্থ-ইতি নিষ্কর্ষকহেত্বাভাসাশ্চ নিরাকৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥

নন্ু চ, "অহং জানামি" ইত্যস্মৎ-প্রত্যয়ে যোঽনিদমংশঃ প্রকাশৈক-রসশ্চিৎ-পদার্থঃ, স আত্মা। তস্মিন্ তদ্বল-নির্ভাসিততয়া যুষ্মদর্থ-লক্ষণঃ—অহং জানামী"তি সিধ্যন্ অহমর্থশ্চিন্মাত্রাতিরেকী যুষ্মদর্থ এব। নৈতদেবম্, অহং জানামি" ইতি ধর্মধর্মিতয়া প্রত্যক্ষপ্রতীতি-বিরোধাদেব। কিঞ্চ,—

ধান বা প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানটী একই অনুভবিতার পূর্ব্বাপরকালস্থায়িত্ব জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ এখন নি প্রত্যভিজ্ঞা করিতেছেন, ইতঃ পূর্ব্বেও তিনিই বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপই প্রতীতি সমুৎ-াদন করে, অতএব প্রত্যভিজ্ঞা আর সাধারণ অনুভূতি এক প্রকার নহে। আর, 'আমিই ইহা র্ব্বেও অনুভব করিয়াছিলাম,' এইপ্রকার অনুভূতিকেই অনুভবিতা (আত্মা) বলিয়া নির্দ্দেশ করা াধ হয় আপনারও অভিপ্রেত নহে; অনুভূতি কেবলই অনুভূতিস্বরূপ, (সে অনুভবিতা হইতে ারে না)। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নিরাশ্রয় ও নির্ব্বিষয় অনুভূতি কখনই সম্ভপর হয় না, ারণ, ঐরূপ অনুভব কখনও দেখা যায় না। আর যে, বাদী প্রতিবাদী উভয়-সম্মত নুভূতিকেই আত্মা [বলা হইয়াছে]; তাহাও প্রতীতিসিদ্ধ ভেদানুভব দ্বারাই প্রত্যখ্যাত ইল এবং একমাত্র অনুভূতিরই পরমার্থ সত্যতা বিষয়ে যে সকল অসৎ যুক্তি বা হেতু দর্শিত হইয়াছিল; সে সকলও উক্ত যুক্তি দ্বারাই নিরস্ত হইল ॥

৬৪। আচ্ছা, 'আমি জানি,' (অহং জানামি) এই 'অহং'-প্রতীতিস্থলে যে, অনিদমংশ অজড়), একমাত্র প্রকাশস্বভাব চৈতন্য পদার্থ, তাহাই যথার্থ আত্মা, এবং 'আমি জানি' এই তীতি-সিদ্ধ যে অর্থ, তাহাও সেই আত্ম-চৈতন্য দ্বারাই নিয়ত সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে ; তরাং সেই 'অহং'-অর্থও ফলে-ফলে চৈতন্যাতিরিক্ত (অচেতন) 'যুষ্মৎ'-অর্থ বা বাহ্য পদার্থই ইয়া পড়িতেছে। (*)। না-ইহা এরূপ হইতে পারে না। কারণ, 'আমি জানি' এই তীতিতে 'অহং'-পদার্থটী ধর্ম্মী (বিশেষ্য), এবং জ্ঞান পদার্থটী তাহারই ধর্ম্ম বা বিশেষণ-াবে অনুভূত হইয়া থাকে ; [অহংকে যুষ্মৎ পদার্থ বলিলে] পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ-প্রতীতির াঘাত হইয়া পড়ে।

(*)। তাৎপর্য্য,—যাহা জ্ঞানের প্রকাশ্য বা বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এই নিয়মানু-ারে আত্ম-চৈতন্য-প্রকাশ্য 'অহং'-পদার্থ আত্মা কখনই প্রকাশক হইতে পারে না; অনাত্মা হইলেই তাহাকে ষ্মৎ'-পদার্থ (তুমি) বলা হয়। অতএব, 'অহং'-পদার্থকে তুমি আত্মা মনে করিলেও বস্তুতঃ উহা আত্ম-কাশ্য হওয়ায় অনাত্মা—বাহ্য—যুষ্মৎপদার্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

অহমর্থো ন চেদাত্মা প্রত্যক্ত্বং নাত্মনো ভবেৎ।
অহং-বুদ্ধ্যা পরাগর্থাৎ প্রত্যগর্থো হি ভিদ্যতে॥
নিরস্তাখিলদুঃখোঽহমনন্তানন্দভাক্ স্বরাট্।
ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ত্ততে॥
অহমর্থ-বিনাশশ্চেন্মোক্ষ ইত্যধ্যবস্যতি।
অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথা-প্রস্তাবগন্ধতঃ॥
ময়ি নষ্টেঽপি মত্তোঽন্যা কাচিৎ জ্ঞপ্তিরবস্থিতা।
ইতি তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কস্যাপি ন ভবিষ্যতি॥
স্বসম্বন্ধিতয়া হ্যস্যাঃ সত্তা-বিজ্ঞপ্তিতাদি * চ।
স্বসম্বন্ধ-(†) বিয়োগে তু জ্ঞপ্তিরেব ন সিধ্যতি॥
ছেত্তুশ্ছেদ্যস্য চাভাবে চ্ছেদনাদেরসিদ্ধিবৎ।
অতোঽহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্মেতি নিশ্চিতম্॥
"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্" ইতি (‡) শ্রুতিঃ।

[বৃহদা০, ৪।৪।১৪]

"এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ" ইতি চ স্মৃতিঃ॥

[গীতা০, ১৩।১]

অপিচ, 'অহং'-পদার্থ যদি আত্মা না হইত, তবে তাহার প্রত্যক্ত্ব বা অবাহ্যত্ব হইতে পারিত না। অন্তরাত্মা 'অহং'-জ্ঞান দ্বারাই বাহ্য পদার্থ হইতে পৃথক্ কৃত হয়। আমি সর্ব্ববিধ দুঃখ রহিত, অনন্ত আনন্দময় এবং স্বরাট্ (স্বপ্রকাশ বা অপরাধীন) হইব, এই অভিলাষবশেই মোক্ষার্থী পুরুষ শাস্ত্র-শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অহমর্থের অর্থাৎ আমিত্বের যদি বিনাশ হয়, তবেই নিশ্চিত মোক্ষ লাভ হয়। (তখন,) সেই পুরুষ মোক্ষ-কথার প্রস্তাব হইতেও দূরে সরিয়া যান। আমি অর্থাৎ আত্মা বিনষ্ট হইলেও যদি তদতিরিক্ত কোন জ্ঞান বিদ্যমান থাকিত ; তাহা হইলে সেই অনাত্ম-পদার্থ লাভের জন্য কাহারও যত্ন সম্ভবপর হইত না। ইহার (জ্ঞানের) সত্তা ও জ্ঞানত্ব (স্বপ্রকাশত্ব) প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল আত্ম-সম্বন্ধ অর্থাৎ আত্মাধীনরূপে প্রতীত হয়। যেমন, চ্ছেদনের কর্ত্তা ও কর্ম্মের (যাহাকে ছেদন করা হয়, তাহার) অভাবে চ্ছেদনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তেমনি সেই আত্ম-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব, 'অহং'-পদার্থ সেই জ্ঞাতাই (অহং জানামি এই জ্ঞানের কর্ত্তাই) যে, প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা), ইহা নিশ্চিত। 'অরে মৈত্রেয়ি

---

* সত্তাদি জ্ঞপ্তিতাদি' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) 'স্বসম্বন্ধি' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'জ্ঞানাত্যেবেতি চ' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ। শ্রুতৌ তু কুত্রাপি নৈবং পাঠ উপলভ্যতে।

"নাত্মা শ্রুতে"রিত্যারভ্য সূত্রকারোঽপি বক্ষ্যতি।
"জ্ঞোঽত এবে"(*)ত্যতো নাত্মা জ্ঞপ্তিমাত্রমিতি স্থিতম্ ॥৬৪॥

অহং-প্রত্যয়সিদ্ধো হ্যস্মদর্থঃ, যুষ্মৎ-প্রত্যয়বিষয়ো যুষ্মদর্থঃ। তত্রাহং জানামীতি সিদ্ধো জ্ঞাতা যুষ্মদর্থ ইতি বচনং 'জননী মে বন্ধ্যা' ইতিবদ্ ব্যাহতার্থঞ্চ। ন চাসৌ জ্ঞাতাহমর্থোঽন্যাধীনপ্রকাশঃ, স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ। চৈতন্যস্বভাবতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা। যঃ প্রকাশস্বভাবঃ, সোঽনন্যাধীনপ্রকাশো দীপবৎ। ন হি দীপাদেঃ স্বপ্রভা-বলনির্ভাসিতত্বেন (†) অপ্রকাশত্বমন্যাধীন-প্রকাশত্বঞ্চ। কিং তর্হি? দীপঃ প্রকাশস্বভাবঃ (‡) স্বয়মেব প্রকাশতে, অন্যানপি প্রকাশয়তি প্রভয়া।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা(§)একমেব তেজোদ্রব্যং প্রভা-প্রভাবদ্রূপেণাব-তিষ্ঠতে। যদ্যপি প্রভা প্রভাবদ্দ্রব্য-গুণভূতা, তথাপি তেজোদ্রব্যমেব, ন শৌ-

---

বিজ্ঞাতাকে—আত্মাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' এই শ্রুতি, এবং 'ইহা যে লোক জানে, [পণ্ডিতেরা] তাহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া থাকেন।' স্বয়ং সূত্রকারও "নাত্মা শ্রুতেঃ" [ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৮], এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "জ্ঞঃ অতএব" [ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯] ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্মা যে, জ্ঞানস্বরূপ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবেন॥

৬৫। বিশেষতঃ, 'অহং'-পদার্থটী 'অহং'-প্রতীতি সিদ্ধ; আর 'যুষ্মৎ'-পদার্থটী 'যুষ্মৎ'-জ্ঞানের বিষয়; সুতরাং 'আমি জানি' এই 'অহং'-প্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে যে, 'যুষ্মৎ'-('তুমি') পদার্থ বলা, তাহা ঠিক্ 'আমার মাতা বন্ধ্যা' এই কথার ন্যায় ব্যাহতার্থ, অর্থাৎ স্বোক্তি-বিরুদ্ধ। উক্ত 'অহং'-পদার্থ—জ্ঞাতার প্রকাশ বা প্রতীতি কখনই অপরের অধীন নহে, যেহেতু উহা স্বপ্রকাশ। কারণ, স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যেরই নাম স্বয়ংপ্রকাশতা, সুতরাং যাহা স্বভাবতঃ স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশ কখনই অপরের অধীন হইতে পারে না, প্রদীপই ইহার দৃষ্টান্ত। প্রদীপ প্রভৃতি জ্যোতিঃ-পদার্থ স্বীয় প্রকাশ-শক্তি প্রভাবে সমুদ্ভাসিত থাকে, এ জন্য কখনই অপ্রকাশিত বা পরাধীন-প্রকাশসম্পন্ন হয় না; তবে কি না, স্বভাবতঃ প্রকাশময় দীপ নিজেই প্রকাশ পায়, এবং প্রভা দ্বারা অপরাপর পদার্থেরও প্রকাশ জন্মায়।

এই কথা বলা হইল যে,—যেমন একই তেজোময় দ্রব্য প্রভা ও প্রভাযুক্তরূপে অবস্থান করে; এইরূপ আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও চৈতন্যগুণ-সম্পন্নরূপে অবস্থিতি করেন। যদিও প্রভা ধর্ম্মটী প্রভাযুক্ত দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম্ম স্বরূপ হউক, তথাপি উহা তেজঃ-পদার্থই বটে,

---

(*) 'এব ততো' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'স্বপ্রকাশবল-নির্ভাসিত্বেন' ইতি (ক) পাঠঃ।　　(‡) 'স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাবঃ' ইতি(ঘ) পাঠঃ।

(§) অত্রত্য 'যথা' শব্দস্য উত্তরত্র 'এবময়মাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণকঃ' ইত্যনেন সম্বন্ধঃ।

ক্ল্যাদিবদ্ গুণঃ। স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্ত্তমানত্বাদ্ রূপবত্ত্বাচ্চ শৌক্ল্যাদিধর্ম্ম-বৈধর্ম্ম্যাৎ প্রকাশবত্ত্বাচ্চ তেজোদ্রব্যমেব, নার্থান্তরম্। প্রকাশবত্ত্বং চ স্বস্বরূপস্যান্যেষাঞ্চ প্রকাশকত্বাৎ। অস্যাস্তু গুণত্বব্যবহারো নিত্যতদাশ্রয়ত্ব-তচ্ছেষত্বনিবন্ধনঃ ।

ন চাশ্রয়াবয়বা এব বিশীর্ণাঃ (*) প্রচরন্তঃ প্রভেত্যুচ্যন্তে, মণি-দ্যুমণি-প্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ। দীপেঽপ্যবয়বি-প্রতিপত্তিঃ কদাচিদপি ন স্যাৎ। ন হি বিশরণস্বভাবাবয়বা দীপাশ্চতুরঙ্গুলমাত্রং নিয়মেন পিণ্ডীভূতা ঊর্দ্ধমুদ্গম্য ততঃ পশ্চাদ্ যুগপদেব তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চৈকরূপা বিশীর্ণাঃ † প্রচরন্তীতি বক্তুং শক্যতে। অতঃ সপ্রভাকা এব দীপাঃ প্রতিক্ষণমুৎপন্না বিনশ্যন্তীতি পুষ্কল-কারণক্রমোপনিপাতাৎ তদ্বিনাশে বিনাশাচ্চাবগম্যতে। প্রভায়াঃ স্বাশ্রয়সমীপে প্রকাশাধিক্যমৌষ্ণ্যাধিক্যমিত্যাদ্যুপলব্ধিব্যবস্থাপ্যম্, অগ্ন্যা-দীনামৌষ্ণ্যাদিবৎ। এবমাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণক (‡) ইতি ॥৬৫॥

শুক্লত্বাদির ন্যায় গুণ নহে। কারণ, ঐ প্রভা স্বীয় আশ্রয় (দীপাদি) পরিত্যাগ করিয়াও দূরে অবস্থিতি করে এবং নিজেও রূপ-সম্পন্ন। অতএব, শুক্লত্বাদিগুণের সহিত উহার ধর্ম্ম-গত পার্থক্য রহিয়াছে ; এই কারণে এবং প্রকাশবত্ত্ব (উজ্জ্বলত্ব) হেতুতেও উহা নিশ্চয়ই তেজো-ময় দ্রব্য, ভিন্ন পদার্থ নহে। প্রভা যখন নিজের স্বরূপ ও অপর পদার্থকেও প্রকাশিত করে, তখন নিশ্চয়ই উহার প্রকাশবত্তা আছে। প্রভার যে, গুণত্ব-ব্যবহার হয়, তাহার কারণ এই যে, প্রভা সর্ব্বদাই তেজোদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই অধীন হইয়া অবস্থিতি করে।

এ কথাও বলিতে পার না যে, তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশিই ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া বিচরণ করতঃ 'প্রভা' নামে অভিহিত হয়। কারণ, তাহা হইলে মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি তেজঃ-পদার্থের প্রতিমুহূর্ত্তেই বিনাশ স্বীকার করিতে হয়। এবং [উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই সর্ব্বসম্মত হইলে] প্রদীপের অবয়বিত্ব প্রতিপত্তি বা বোধ কখনই হইতে পারে না। কারণ, [উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে] প্রত্যেক দীপাবয়বই বিশরণস্বভাব ; তাদৃশ অবয়ব-সম্পন্ন দীপ সকল [প্রথমে] নিয়মিতরূপে চারি অঙ্গুলী (কিঞ্চিৎ) পরিমাণে উন্নতভাবে পিণ্ডীভূত (ঘনীভূত) হইয়া তাহার পরেই যে, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে (চতুর্দ্দিকে) প্রসারিত হইয়া

(*) বিশীর্য্যমাণা' (গ) পাঠঃ ইতি ।

† বিশীর্য্যমাণাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) চৈতন্যগুণঃ' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

চিদ্রূপতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা। তথা হি শ্রুতয়ঃ,—"স যথা সৈন্ধব-ঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়মাত্মা-নন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব;" [বৃহদা০ ৬।৫।১৩]। "বিজ্ঞান-ঘনএব।" [বৃহদা০ ৪।৪।১২]। "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি-র্ভবতি।" [বৃহদা০ ৬।৩।৯]। "ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে।" [বৃহদা০ ৪।৩।৩০]। "অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা।" [বৃহদা০ ৬।৩।৩০]। "কতম আত্মা? যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।" [বৃহদা০ ৮।১২।৪]। "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা

সমভাবে বিচরণ করে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। (*) অতএব, [তৈল ও বর্ত্তী প্রভৃতি উপযুক্ত কারণের সদ্ভাবে সদ্ভাব, আর তাহার অভাবে অভাব দর্শনে জানা যায় যে, দীপ সকল প্রতিক্ষণে স্বস্ব প্রভার সহিতই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অগ্নি প্রভৃতির সান্নিধ্য-নিবন্ধন যেরূপ [অন্য বস্তুর] উত্তাপাধিক্য অনুভূত হয়, প্রভারও স্বীয় আশ্রয় সন্নিধানেই সেইরূপ প্রকাশও উষ্ণতার আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে, অনুভব অনুসারেই ইহার ব্যবস্থা করিতে হয়। অতএব আত্মা চিৎস্বরূপ হইলেও উক্ত দীপাদির ন্যায় চৈতন্যগুণ সম্পন্ন॥

৬৬। চিৎস্বরূপত্ব অর্থ স্বপ্রকাশত্ব; শ্রুতি সকলও সেইরূপই [প্রতিপাদন করিতেছে,] 'অরে মৈত্রেয়ি! 'প্রসিদ্ধ সৈন্ধব-খণ্ড যেরূপ ভিতরে, বাহিরে, সর্ব্বতোভাবে কেবলই লবণ রসময়, এইরূপ এই আত্মাও অন্তর বাহির রহিত, সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ, অর্থাৎ কেবলই বিজ্ঞানস্বরূপ।' 'এই সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ হয়।' 'জ্ঞাতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না।' 'আমি ইহা ঘ্রাণ করিতেছি, বলিয়া যিনি [illegible] করেন, তিনি আত্মা।' 'আত্মা কে? যিনি এই হৃদয়স্থিত, প্রাণাধিদেবতা, বিজ্ঞানময় ও জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ।' 'এই বিজ্ঞানময় আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, (চিন্তাকারী), বোদ্ধা (কর্ত্তব্য নির্দ্ধারক) ও কর্ত্তা।'

(*) তাৎপর্য্য,—প্রথম আপত্তি হইল যে, আত্মা যদি চিৎ—জ্ঞান স্বরূপই হয়, তবে, চৈতন্য (জ্ঞান) তাহার গুণ হয় কিরূপে? চিৎ ও চৈতন্য ত একই পদার্থ। ভাষ্যকার একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপত্তির সমাধান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, প্রদীপ যেরূপ নিজে তেজোময়, অথচ প্রভা তাহার আশ্রিত ধর্ম্ম, আত্মাও তদ্রূপ স্বয়ং চিন্ময়, চৈতন্য তাহার আশ্রিত ধর্ম্ম। প্রতিপক্ষী বলিতেছেন যে, দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না, কারণ, পিণ্ডীভূত তেজোময় দীপের তৈজস অংশগুলিই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইলে 'প্রভা' সংজ্ঞা লাভ করে, সুতরাং প্রভা ও দীপ একই পদার্থ—ভিন্ন নহে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না,—দৃষ্টান্ত ঠিক হইয়াছে; কারণ, ইতস্ততঃ প্রসৃত হওয়াই যদি তৈজস অবয়বের স্বভাব হইত, তাহা হইলে তেজঃপদার্থ (দীপাদি) সর্ব্বদা বিপ্রকীর্ণ ভাবেই থাকিত, কখনই পিণ্ডীভূত হইয়া থাকিতে পারিত না। কারণ, কেহই কখনও স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ তৈজস অবয়বের এইরূপ স্বভাব হইলে দীপাদেরও অনবরত অবয়ব বিশ্লেষণ বশতঃ এক কালে বিনাশ উপস্থিত হইতে পারে, অথচ তাহা সঙ্গত কথা হয় না। অতএব, অবয়ব প্রসারণের কথা ঠিক নহে।

বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।” [বৃহদা০ ৬।৩।৭]। “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।” [বৃহদা০, ২।৪।১৪] “জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ।” [বৃহদা০, ৪।৪।১৪]। “ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, ন রোগং নোত দুঃখতাম্।” “স উত্তমঃ পুরুষঃ।” [ছান্দো০, ৭।২৬।২]। “নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্।” [ছান্দো০, ৮।২।৩]। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি।” [প্রশ্ন০, উ০, ৬।৫]। “তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ,” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ৪।১] ইত্যাদ্যাঃ। বক্ষ্যতি চ, ‘জ্ঞোঽত এব’ [ব্রহ্মসূ০, ২।৩।১৯] ইতি। অতঃ স্বয়ংপ্রকাশোঽয়মাত্মা জ্ঞাতৈব, ন প্রকাশমাত্রম্। প্রকাশত্বাদেব কস্যচিদেব ভবেৎ প্রকাশঃ, প্রদীপাদিপ্রকাশবৎ। তস্মান্নাত্মা ভবিতুমর্হতি সংবিৎ। সংবিদনুভূতি-জ্ঞানাদি

‘অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবে? এই পুরুষই [সমস্ত বিষয়] অনুভব করে।’ ‘দ্রষ্টা কখনই মৃত্যু (মোহ) দর্শন করে না, রোগ নিরীক্ষণ করে না, কিংবা দুঃখ ভোগ করে না।’ ‘তিনিই উত্তম পুরুষ, অর্থাৎ আত্মা।’ ‘[সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ] উপজন, অর্থাৎ ভগবৎ-সমীপবর্ত্তী এই শরীরকে স্মরণ করে না।’ ‘এই আত্মদর্শীর পুরুষাশ্রিত এই ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশ (*) পুরুষকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়।’ ‘সেই এই ‘মনোময়’ কোষ হইতেও অন্তর্ব্বর্ত্তী (সূক্ষ্ম) আত্মা আছে, যাহার নাম ‘বিজ্ঞানময়।’ ইত্যাদি। [সূত্রকার] পরেও বলিবেন, ‘অতএব তিনি জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা।’ অতএব এই স্বপ্রকাশ আত্মা কেবল প্রকাশ মাত্র নহে, নিশ্চয় জ্ঞাতাও বটেন।’ প্রদীপ-প্রকাশ যেমন পরাশ্রিতত্ব-নিবন্ধন সর্ব্বদা অভিব্যক্ত হয় না, তেমনি এই আত্মপ্রকাশও প্রকাশত্ব বশতঃই স্থল বিশেষে আবির্ভূত হয়, অতএব শুধু সংবিৎ কখনই আত্মা হইতে পারে না। শব্দার্থাভিজ্ঞেরা বলেন যে, সংবিৎ, অনুভূতি ও জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি সম্বন্ধী শব্দ,

---

(*) তাৎপর্য্য, পুরুষাশ্রিত ষোড়শ কলা এই প্রকার,—(১) প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ)। (২) শ্রদ্ধা (আস্তিক্য-বুদ্ধি) (৩) আকাশ। (৪) বায়ু। (৫) তেজঃ। (৬) জল। (৭) পৃথিবী। (৮) ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ)। (৯) মনঃ। (১০) অন্ন (ধান্যাদি)। (১১) বীর্য্য (বল)। (১২) তপস্যা। (১৩) মন্ত্র (চতুর্ব্বেদ)। (১৪) কর্ম্ম (যজ্ঞাদি)। (১৫) লোক (কর্ম্মফল)। (১৬) নাম (রাম, শ্যাম প্রভৃতি)।

জীব যত কাল অবিদ্যায় অভিভূত থাকে, আপনাকে জানিতে পারে না; ততকাল উক্ত ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশকে আত্মাতে অবস্থিত মনে করে, এবং তাহার ফলে বিবিধ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যখন জীবের জ্ঞানোদয় হয়—আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়, তখন আর এই ষোড়শ কলা থাকিতে পারে না, নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া কারণে বিলীন হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আরও জানিতে হইলে প্রশ্নোপনিষদে ষষ্ঠ-প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

শব্দাঃ সম্বন্ধিশব্দা ইতি চ শব্দার্থবিদঃ। ন হি লোক-বেদয়োর্জানাত্যাদে (*) রকর্ম্মকস্যাকর্ত্তৃকস্য চ প্রয়োগো দৃষ্টচরঃ ॥৬৬॥

যচ্চোক্তম্,—অজড়ত্বাৎ সংবিদেবাত্মেতি। অত্রেদং প্রষ্টব্যম্, (†) অজড়ত্বমিতি কিমভিপ্রেতম্। স্বসত্তাপ্রযুক্তপ্রকাশত্বমিতি চেৎ; তথা সতি দীপাদিষ্বনৈকান্ত্যম্, সংবিদতিরিক্তপ্রকাশধর্ম্মানভ্যুপগমেনাসিদ্ধিরিতি বিরোধশ্চ। (‡) অব্যভিচরিতপ্রকাশ-সত্তাকত্বমপি সুখাদিষু ব্যভিচারান্নিরস্তম্।

যদ্ব্যুচ্যেত, (§) সুখাদিরব্যভিচরিত-প্রকাশোঽপ্যন্যস্মৈ (¶) প্রকাশমান-

---

অর্থাৎ অপর বস্তুর সম্বন্ধ সাপেক্ষ। কারণ, কি লৌকিক প্রয়োগ, কি বৈদিক প্রয়োগ, কুত্রাপি 'জানাতি' প্রভৃতি পদগুলি কর্ম্ম-রহিত বা কর্ত্তৃ-রহিত ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না।

৬৭। আরও যে বলা হইয়াছে, জড়পদার্থ নয় (অজড়) বলিয়াই সংবিৎ-অর্থে আত্মা বুঝিতে হইবে। তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমার অভিপ্রেত এই 'অজড়ত্ব' পদার্থটা কি? যদি বল, স্বীয় সত্তাবশতঃ প্রকাশত্বই অজড়ত্ব; তাহা হইলে দীপাদিস্থলে তাহার ব্যভিচার হয়, [কারণ, প্রকাশশূন্য দীপ কখনও সত্তালাভ করে না বা করিতে পারে না, অতএব তাহাও অজড় হইতে পারে।] তা' ছাড়া, [তুমি যখন] সংবিদের অতিরিক্ত প্রকাশনামে কোন ধর্ম্মই স্বীকার কর না, তখন তোমার অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে। (॥) [যদি বল,] যাহার সত্তা কখনও অপ্রকাশ থাকে না, [তাহাই অজড়]; তাহা হইলেও সুখ দুঃখাদিতে ব্যভিচার ঘটে, সুতরাং উক্ত নিয়মও নিরস্ত হইল; [কারণ, সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়া কখনও অপ্রকাশ থাকে না]।

যদি বল, সুখাদির সত্তা প্রকাশ-সহকৃত হইলেও উহার প্রকাশ পরার্থে, সুতরাং পরার্থত্ব

(*) জানাতীত্যাদে ইতি (ক) পাঠঃ। (†) দ্রষ্টব্যম্' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

(‡) সিদ্ধির্বিরোধশ্চ, ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

(§) যদ্ব্যুচ্যেত' ইতি (গ) পাঠঃ। (¶) অন্যস্মিন্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(॥) তাৎপর্য্য,—শঙ্করমতে দুইরকম পদার্থ—জড় ও অজড় (চিৎ)। তন্মধ্যে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যবর্গ জড় পদার্থ—অনাত্মা। আর জড়ভিন্ন চিৎপদার্থ—আত্মা। সংবিৎ যখন জড়পদার্থ নহে—অজড়; তখন নিশ্চয়ই তাহা আত্মস্বরূপ হইবে। এখন ভাষ্যকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই অজড় কথার অর্থ কি?—যাহা প্রকাশ ব্যতীত কখনও থাকে না, তাহাকে 'অজড়' বলা যায় না। তাহা হইলে, প্রদীপকেও 'অজড়' বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কারণ, প্রকাশশূন্য প্রদীপ ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু, ইহা দ্বারা শঙ্করের অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাহার মতে সংবিৎ স্বয়ং প্রযোজক বা সাধক, আর প্রকাশ তাহার প্রযোজ্য বা ফল। অর্থাৎ যাহা সংবিৎ নয়, তাহা কদাচ প্রকাশ পায় না। পরস্পর ভেদ না থাকিলে সংবিৎ ও প্রকাশের মধ্যে প্রযোজ্য-প্রযোজকভাব ও থাকিতে পারে না, অথচ, শাঙ্কর মতে সংবিৎ ও প্রকাশ একই বস্তু—উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই; সুতরাং ভেদ না থাকায় তাহার অভিমত প্রযোজ্য-প্রযোজকভাবও সংঘটিত হইতে পারে না, কাজেই তাহার সিদ্ধান্তে বিরোধ উপস্থিত হয়।

তয়া ঘটাদিরিব জড়ত্বেন নাত্মেতি। জ্ঞানং বা কিং স্বস্মৈ প্রকাশতে ? তদপি হ্যন্যস্মৈবাহমর্থস্য জ্ঞাতুরবভাসতে, অহং সুখীতিবৎ জানাম্যহমিতি। অতঃ স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বরূপমজড়ত্বং সংবিদ্যসিদ্ধম্। তস্মাৎ স্বাত্মানং প্রতি স্ব-সত্তয়ৈব সিধ্যন্ অজড়োঽহমর্থ এবাত্মা। জ্ঞানস্যাপি প্রকাশতা তৎসম্বন্ধায়ত্তা, তৎকৃতমেব হি জ্ঞানস্য সুখাদেরিব স্বাশ্রয়চেতনং প্রতি প্রকটত্বমিতরং প্রতি অপ্রকটত্বঞ্চ। অতো ন জ্ঞপ্তিমাত্রমাত্মা, অপি তু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ ॥৬৭॥

অথ যদুক্তম্—অনুভূতিঃ পরমার্থতো নির্ব্বিষয়া নিরাশ্রয়া চ সতী ভ্রান্ত্যা জ্ঞাতৃতয়াবভাসতে, রজততয়েব শুক্তিঃ, নিরধিষ্ঠান-ভ্রমানুপপত্তেরিতি। তদযুক্তম্ ; তথা সতি অনুভব-সামানাধিকরণ্যেনানুভবিতা অহমর্থঃ প্রতীয়েত—'অনুভূতিরহম্' ইতি, পুরোঽবস্থিতভাস্বরদ্রব্যাদ্যাকারতয়া রজতাদিরিব। অত্র তু পৃথগবভাসমানৈবেয়মনুভূতিরর্থান্তরমহমর্থং বিশিনষ্টি, দণ্ড ইব দেবদত্তম্। তথা হি 'অনুভবাম্যহম্' ইতি প্রতীতিঃ। তদেবমস্মদর্থ-

---

নিবন্ধন ঘটাদি পদার্থের ন্যায় জড়তা বশতই উহা আত্মা হইতে পারে না ? [এতদুত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে,] জ্ঞান কি নিজের জন্য অথবা পরের জন্য প্রকাশ পায় ? [বস্তুতঃ] 'আমি সুখী' বলিলে সুখ যেমন জ্ঞাতারই সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, তেমনি 'আমি জানি' বলিলে, এই জ্ঞানও অহংপদার্থ—জ্ঞাতার সম্বন্ধেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব, 'সংবিদে' স্বার্থে প্রকাশমানত্বরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার অজড়ত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব, স্বীয় আত্মার নিমিত্ত স্বীয়-সত্তাবশতঃ সুসিদ্ধ যে 'অহং' পদবাচ্য, তাহাই আত্মা। জ্ঞানের প্রকাশও সেই আত্মারই অধীন, এবং তজ্জন্যই জ্ঞান-পদার্থটী সুখাদির ন্যায় নিজের আশ্রয়ীভূত চেতন—আত্মার নিকটেই প্রকটিত হয়,—অপরের নিকট অপ্রকটিত বা অনভিব্যক্ত থাকে। অতএব, শুদ্ধ জ্ঞানই আত্মা নহে, পরন্তু জ্ঞাতা—জ্ঞানকর্ত্তাই অহংপদার্থ—আত্মা ॥ ৬৭ ॥

৬৮। আরো যে উক্ত হইয়াছে, শুক্তি যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজতরূপে প্রতীত হয়, তেমনি, অনুভূতি বস্তুতঃ নির্ব্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইলেও ভ্রান্তি বশতঃ জ্ঞাতারূপে প্রকাশ পায়, কারণ, কোন একটী সত্য অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্যতীত কখনও ভ্রম হইতে পারে না। এ কথাও যুক্তিসঙ্গত নহে ; কারণ, তাহা হইলে যেমন সম্মুখস্থ উজ্জ্বল শুক্তির সহিত রজতের অভেদ প্রতীতি হয়, তেমনি 'অহং'-পদার্থ অনুভবিতা ও অনুভূতি উভয়েই 'আমি অনুভূতি' এইরূপে অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইত, কখনই উভয়ের ভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না। এ স্থলে কিন্তু, ['দণ্ডী দেবদত্ত' বলিলে] যেমন দণ্ড ও দেবদত্তের অভেদ প্রতীতি হয় না, [আশ্রয়াশ্রয়ীভাব প্রতীতি হয়,] তেমনি অনুভূতি নিজে পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়াই অনুভবিতা—অহংপদার্থকে নিজের আশ্রয়রূপে বিশেষিত করিয়া দেয়। দেখ, 'আমি অনুভব করিতেছি' এইরূপই

মনুভূতিবিশিষ্টং প্রকাশয়ন্ অনুভবাম্যহমিতি প্রত্যয়ো দণ্ডমাত্রে 'দণ্ডী দেবদত্তঃ' ইতিপ্রত্যয়বদ্ বিশেষণভূতোঽনুভূতিমাত্রাবলম্বনঃ কথমিব প্রতিজ্ঞায়েত ?

যদপ্যুক্তম্,—স্থূলোঽহমিত্যাদি-দেহাত্মাভিমানবত এব জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসনাৎ জ্ঞাতৃত্বমপি মিথ্যেতি। তদযুক্তম্; আত্মতয়াভিমততায়া (*) অনুভূতেরপি মিথ্যাত্বং স্যাৎ, তদ্বত এব প্রতীতেঃ। সকলেতরোপমর্দ্দি-তত্ত্বজ্ঞানাবাধিতত্বেনানুভূতের্ন মিথ্যাত্বমিতি চেৎ; হন্তৈবং সতি তদবাধাদেব জ্ঞাতৃত্বমপি ন মিথ্যা ॥ ৬৮ ॥

যদপ্যুক্তম্,—অবিক্রিয়স্যাত্মনো জ্ঞানক্রিয়া-কর্ত্তৃত্বরূপং জ্ঞাতৃত্বং ন সম্ভবতি, অতো জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারাস্পদাব্যক্ত-পরিণামাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থ-(†) মিতি ন জ্ঞাতৃত্বমাত্মনঃ, অপি ত্বন্তঃকরণরূপস্যাহঙ্কারস্য। কর্ত্তৃত্বাদির্হি রূপাদিবদ্ দৃশ্যধর্ম্মঃ, কর্ত্তৃত্বেঽহংপ্রত্যয়গোচরত্বে চাত্মনোঽভ্যুপগম্যমানে দেহস্যেব অনাত্মত্ব-পরাক্ত্ব-জড়ত্বাদিপ্রসঙ্গশ্চেতি। নৈতদুপপদ্যতে, দেহ-

---

প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, (আমিই অনুভব, এরূপ হয় না)। অতএব, 'আমি অনুভব করিতেছি' বলিলেও যখন অনুভূতিকে 'অহং'-পদার্থের বিশেষ্যরূপে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তখন সেই অহং-পদার্থের বিশেষণীভূত সেই জ্ঞানকে অনুভূতিমাত্র-বিষয়ক বলিয়া কিরূপে প্রতিজ্ঞা করিতে পার।

আর, 'আমি স্থূল' ইত্যাদি প্রকারে যাহার দেহে আত্মাভিমান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিরই যখন জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশ পায়, তখন সেই জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা—সত্য নহে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া মনে কর, সেই অনুভূতিও যখন দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষেই প্রকটিত হয়, তখন তাহাও মিথ্যা হইতে পারে। যদি বল, মিথ্যাময় বস্তু-মাত্রেরই বিমর্দ্দক বা নিবারক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা দ্বারা যখন বাধিত হয় না, তখন অনুভূতির মিথ্যাত্ব হইতেই পারে না। বেশ কথা, এরূপ হইলে জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা হইতে পারে না; কারণ, উহাও ত তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয় না॥

৬৯। আরও যে বলা হইয়াছে, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব; তাহাও কখনই বিকার-রহিত আত্মার পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। অতএব, বিকারাত্মক, জড়স্বভাব জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মটী বিকারময় প্রকৃতি-পরিণাম 'অহংকার'-গ্রন্থিতেই অবস্থিত,—আত্মার নহে। [পক্ষান্তরে] রূপরসাদির ন্যায় কর্ত্তৃত্বও দৃশ্য-ধর্ম্ম; সুতরাং আত্মাতে সেই কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম ও 'অহং'-(আমিত্ব) বুদ্ধির বিষয়তা স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই দেহের ন্যায় তাহারও অনাত্মত্ব, পরাক্ত্ব (বাহ্য

(*) আত্মত্বতয়াভিস্থাপনায়া ইতি (গ) পাঠঃ।　　　　(†) স্থিতমিতি (গ) পাঠঃ।

স্যৈবাচেতনত্ব-প্রকৃতিপরিণামিত্ব-দৃশ্যত্ব-পরাক্ত্ব-(*) পরার্থত্বাদিযোগাদন্তঃ-করণরূপস্যাহঙ্কারস্য, চেতনাসাধারণস্বভাবত্বাচ্চ জ্ঞাতৃত্বস্য।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা দেহাদিদৃশ্যত্ব-পরাক্ত্বাদিভির্হেতুভিস্তৎপ্রত্যনীক-দ্রষ্টৃত্ব-প্রত্যক্ত্বাদের্বিবিচ্যতে, এবমন্তঃকরণরূপাহংকারোঽপি তদ্দ্রষ্ট্য-(†) ত্বাদেব তৈরেব হেতুভিস্তস্মাদ্বিবিচ্যত ইতি। অতো বিরোধাদেব ন জ্ঞাতৃত্বমহঙ্কারস্য, দৃশিত্ববৎ। যথা দৃশিত্বং তৎকর্ম্মণো (‡) ঽহঙ্কারস্য নাভ্যুপ-গম্যতে, তথা জ্ঞাতৃত্বমপি ন তৎকর্ম্মণোঽভ্যুপগন্তব্যম্।

ন চ জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকম্; জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বম্; জ্ঞানং চাস্য নিত্যস্য স্বাভাবিক-ধর্ম্মত্বেন নিত্যম্। নিত্যত্বং চাত্মনো "নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদিষু বক্ষ্যতি। "জ্ঞোঽত এব" ইত্যত্র 'জ্ঞ' ইতি ব্যপদেশেন জ্ঞান-গুণাশ্রয়ত্বং চ স্বাভাবিকমিতি বক্ষ্যতি। অস্য জ্ঞানস্বরূপস্যৈব মণিপ্রভৃতীনাং প্রভাশ্রয়ত্ব-মিব (§) জ্ঞানাশ্রয়ত্বমপ্যবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্। স্বয়মপরিচ্ছিন্নমেব জ্ঞানং সঙ্কোচ-বিকাশার্হমিত্যুপপাদয়িষ্যামঃ। অতঃ, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াং কর্ম্মণা সঙ্কু-

---

পদার্থত্ব) ও জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। এ কথাও যুক্তি সঙ্গত হয় না; কারণ, অচেতনত্ব, প্রকৃতি-পরিণামিত্ব, দৃশ্যত্ব, পরাক্ত্ব ও পরার্থত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত দেহের ন্যায় অন্তঃকরণ—অহঙ্কারেরই সম্বন্ধ; জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি চেতন বস্তুরই অসাধারণ (বিশেষ) ধর্ম্ম; (সুতরাং উভয়ের ঐক্য অসম্ভব)।

অভিপ্রায় এই যে, দেহাদি পদার্থগুলি যেমন দৃশ্যত্ব ও পরাক্ত্ব প্রভৃতি কারণে তদ্বিপরীত দ্রষ্টৃত্ব ও প্রত্যক্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ কৃত হয়; তেমনি অন্তঃকরণ অহঙ্কারও স্বীয় দৃশ্যত্ব নিবন্ধনই অচেতনত্ব ও পরিণামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা দ্রষ্টৃত্ব ও পরাক্ত্বাদি ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্ কৃত হইয়া থাকে। অতএব, বিরোধ বশতঃই দৃশিত্বের (জ্ঞানরূপতার) ন্যায় জ্ঞাতৃত্বও অহঙ্কারের ধর্ম্ম নহে; অর্থাৎ দৃশিত্ব বা জ্ঞান যেমন তাহার কর্ম্ম বা প্রকাশ্য অহঙ্কারের ধর্ম্ম হয় না, তদ্রূপ জ্ঞাতৃত্বও তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না।

আর, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ কোনরূপ বিকার নহে; জ্ঞাতৃত্ব অর্থ জ্ঞান-গুণের আশ্রয়ত্ব; আত্মা নিত্য, সুতরাং তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও নিত্য। "নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদি সূত্রে আত্মার নিত্যত্ব অভিহিত হইবে। আর, "জ্ঞঃ অত এব" এই সূত্রে 'জ্ঞ'-(জ্ঞাতা) শব্দ দ্বারাও আত্মা যে স্বভাবতই জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, তাহা প্রতিপাদিত হইবে। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মণি প্রভৃতি তেজঃ-পদার্থ যেমন স্বভাবতই প্রভার আশ্রয় হয়, তেমনি

(*) পরাক্ত্বাদিকযোগাদিতি (গ) পাঠঃ। (†) তদ্দৃশ্যত্বাদেবেতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তৎকরণাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ। (§) গুণাশ্রয়ত্বম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

চিতস্বরূপং তত্তৎকর্ম্মানুগুণ-তরতমভাবেন বর্ত্ততে, তচ্চেন্দ্রিয়দ্বারেণ ব্যবস্থিতম্। তমিমমিন্দ্রিয়দ্বার-জ্ঞানপ্রসরমপেক্ষ্যোদয়াস্তময়ব্যপদেশঃ প্রবর্ত্ততে। জ্ঞানপ্রসরে তু কর্ত্তৃত্বমস্ত্যেব, তচ্চ ন স্বাভাবিকম্, অপি তু কর্ম্মকৃতমিত্যবিক্রিয়া-স্বরূপ এবাত্মা। এবং-(*) রূপাবিক্রিয়াত্মকং জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপস্যাত্মন এবেতি ন কদাচিদপি জড়স্যাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বসম্ভবঃ।

জড়স্বভাবস্যাহঙ্কারস্য (†) চিৎ-সন্নিধানে তচ্ছায়াপত্ত্যা তৎসম্ভব ইতি চেৎ; কেয়ং চিচ্ছায়াপত্তিঃ? কিমহঙ্কার-চ্ছায়াপত্তিঃ সংবিদঃ, উত সংবিচ্ছায়াপত্তিরহঙ্কারস্য। ন তাবৎ সংবিদঃ, সংবিদি জ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাৎ। নাপ্যহঙ্কারস্য, তস্য জড়স্য উক্তরীত্যা জ্ঞাতৃত্বাযোগাৎ, দ্বয়োরপ্যচাক্ষুষত্বাচ্চ, ন হ্যচাক্ষুষাণাং ছায়া দৃষ্টা।

আত্মার জ্ঞানাশ্রয়ত্বও বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞান নিজে অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) হইলেও যে, সংকোচ-বিকাশের যোগ্য, তাহা উপপাদন করিব।

অতএব, ক্ষেত্রজ্ঞদশায় (জীবাবস্থায়) জ্ঞান-ধর্ম্মটী যথাযোগ্য কর্ম্মানুসারে আবশ্যকমতে তারতম্যরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ইন্দ্রিয় দ্বারাই সেই জ্ঞান-সংকোচের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই যে, সংকুচিতভাবে জ্ঞানের প্রসারণ, তাহাও ইন্দ্রিয়-সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই কারণে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবানুসারে সেই জ্ঞানেরও উৎপত্তি ও বিলয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-লাভে জ্ঞানের উদয় বা বিকাশ, আর ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সংকোচে জ্ঞানেরও বিনাশ বা সংকোচ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু, জ্ঞানের প্রসারণ-কার্য্যে নিশ্চয়ই [আত্মার] কর্ত্তৃত্ব আছে। তাহাও (সেই কর্ত্তৃত্বও) স্বভাব-সিদ্ধ নহে, পরন্তু কর্ম্ম-নিমিত্ত, সুতরাং তাহাতে আত্মার স্বরূপতঃ বিকার ঘটে না,—আত্মা অবিক্রিয়ই থাকে। এবংবিধ বিকারাত্মক কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই সম্ভব হয়; অতএব, জড়রূপী অহঙ্কারের কখনও সেই জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম হইতে পারে না।

যদি বল, অহঙ্কার জড়স্বভাব হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ চিৎ-ছায়া সম্পাত বা চৈতন্যপ্রতিবিম্বন হয়; এই কারণে অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে। [জিজ্ঞাসা করি,] এই 'চিৎ-ছায়াপত্তি' পদার্থটা কি?—উহা কি সংবিদের উপর অহঙ্কারের ছায়া পড়া? অথবা অহঙ্কারের উপর চিতের ছায়া পড়া? সংবিদের উপর [বলিতে পার] না; কারণ, তুমি ত সংবিদের জ্ঞাতৃত্বই স্বীকার কর না। অহঙ্কারের উপরও হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জড় অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধ অসম্ভব; পরন্তু, সংবিৎ ও অহঙ্কার, উভয়ই

(*) স্বরূপেতি (গ) পাঠঃ।

(†) জড়স্যাপ্যহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ।

অথাগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডৌষ্ণ্যবৎ চিৎসম্পর্কাৎ জ্ঞাতৃত্বোপলব্ধিরিতি (*)। নৈতৎ, সংবিদি বাস্তবজ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাদেব ন তৎসম্পর্কাদহঙ্কারে জ্ঞাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা। অহঙ্কারস্য ত্বচেতনস্য জ্ঞাতৃত্বাসম্ভবাদেব সুতরাং ন তৎ-সম্পর্কাৎ সংবিদি জ্ঞাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা ॥ ৬৯ ॥

যদপ্যুক্তম্,—উভয়ত্র বস্তুতো ন জ্ঞাতৃত্বমস্তি, অহঙ্কারস্ত্বনুভূতেরভিব্যঞ্জকঃ স্বাত্মস্থামেবানুভূতিমভিব্যনক্তি, আদর্শাদিবদিতি। তদযুক্তম্, আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষো জড়রূপাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ। তদুক্তম্,—

অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুর গ্রাহ্য নহে। অচাক্ষুষ পদার্থের কুত্রাপি ছায়া (প্রতিবিম্ব) দৃষ্ট হয় না। (†)

যদি বল, অগ্নিসম্পর্কবশতঃ যেরূপ অয়ঃপিণ্ডের (লৌহখণ্ডের) উষ্ণতা হয়, তদ্রূপ চিৎ-সান্নিধ্যবশতঃ অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব প্রতীতি হয়? না,—এরূপ হইতে পারে না, কারণ, চিৎপদার্থেরই যখন জ্ঞাতৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে, তখন তৎসম্পর্কবশতঃ অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্বের উপলব্ধি হইতে পারে না। আর, অচেতন অহঙ্কারের যখন জ্ঞাতৃত্ব একেবারেই অসম্ভব, তখন তাহার সম্পর্কবশতই বা সংবিদের (চিতের) জ্ঞাতৃত্ব বা তদুপলব্ধি হইবে কিরূপে? ॥

৭০ ॥ আরো যে বলা হইয়াছে,—সংবিৎ ও অহঙ্কার, এই উভয়ের মধ্যেই বাস্তবিক জ্ঞাতৃত্ব নাই, পরন্তু, অহঙ্কার কেবল অনুভূতিরই অভিব্যঞ্জক; সুতরাং সে দর্পণাদির ন্যায় স্বগত—অনুভূতিরই অভিব্যক্তি করিয়া থাকে। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, স্বয়ং জ্যোতির্ময় (স্বপ্রকাশ) আত্মা কখনও জড়-স্বরূপ (অপ্রকাশ) অহঙ্কারের অভিব্যঙ্গ্য বা প্রকাশ্য হইতে পারে না। ইহা '(অন্যত্রও) উক্ত আছে,—'শান্ত—অগ্নিরহিত অঙ্গারসদৃশ, জড়-

---

(*) চেৎ, নৈতদিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অহঙ্কার স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, সুতরাং তাহার জ্ঞান-ধর্ম্ম কখনই সম্ভবপর হয় না, সত্য কিন্তু, প্রদীপ-সান্নিধ্য বশতঃ স্বয়ং অপ্রকাশ দর্পণে যেরূপ প্রকাশ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞানময় আত্মার নিকটে থাকায় অচেতন—জড়রূপী অহঙ্কারেও সেইরূপই জ্ঞানশক্তি আবির্ভূত হয়, সুতরাং এই ভাবে আবশ্যকমতে অহঙ্কারকেও জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এ কথা হইতেই পারে না; কারণ, চিৎছায়া-পাত দুইরকমে হইতে পারে। এক, চৈতন্যের উপর অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়া, দ্বিতীয়, অহঙ্কারের উপর চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়া। তন্মধ্যে, চৈতন্যের নিজের যখন জ্ঞাতৃত্ব নাই, তখন তাহাতে অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়িলেও জ্ঞাতৃত্ব-শক্তি লাভ হইতে পারে না, কেন না, যাহাতে যে গুণ নাই, তাহার সম্বন্ধ বশতঃ অপরে কখনই সেই গুণ আসিতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষে বক্তব্য এই যে, যাহার রূপ আছে, যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। চৈতন্য যখন রূপহীন—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তখন অহঙ্কারে তাহার প্রতিবিম্ব পড়া নিতান্ত অসম্ভব ও দৃষ্ট-বিরুদ্ধ।

শান্তাঙ্গার ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ।
স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং ব্যনক্তীতি ন যুক্তিমদিতি ॥

স্বয়ম্প্রকাশানুভবাধীনসিদ্ধয়ো হি সর্ব্বে পদার্থাঃ, তত্র তদায়ত্তপ্রকাশোঽচিদহঙ্কারোঽনুদিতানস্তমিতস্বরূপপ্রকাশমশেষার্থসিদ্ধিহেতুভূতমনুভবমভিব্যনক্তীত্যাত্মবিদঃ পরিহসন্তি।

কিঞ্চ, অহঙ্কারানুভবয়োঃ স্বভাববিরোধাদনুভূতেরননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ন ব্যঙ্ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যভাবঃ। তথোক্তম্,—

ব্যঙ্ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যত্বমন্যোন্যং ন চ স্যাৎ প্রাতিকূল্যতঃ।
ব্যঙ্গ্যত্বেঽননুভূতিত্বমাত্মনি স্যাদ্ যথা ঘটে ॥ ইতি।

নচ রবিকর-নিকরাণাং স্বাভিব্যঙ্গ্য-করতলাভিব্যঙ্গ্যত্ববৎ সংবিদভিব্যঙ্গ্যাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বং সংবিদঃ সাধীয়ঃ, তত্রাপি রবিকর-নিকরাণাং করতলাভিব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ। করতলপ্রতিহতগতয়ো হি রশ্ময়ো বহুলাঃ স্বয়মেব স্ফুটতরমুপলভ্যন্তে, ইতি তদ্বাহুল্যমাত্রহেতুত্বাৎ করতলস্য নাভিব্যঞ্জকত্বম্।

স্বভাব অহঙ্কার, আদিত্যের ন্যায় স্বয়ংই প্রকাশমান আত্মাকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করে; এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। [অভিপ্রায় এই যে,] সমস্ত বস্তুই স্বয়ং প্রকাশমান অনুভব বা প্রতীতি দ্বারা সিদ্ধ হয়। তাহাতেও যাহার প্রকাশ নিজেই অনুভবের অধীন, সেই অচিৎ বা জড়রূপী অহঙ্কারই যে, উদয়াস্ত-বিরহিত—নিত্য প্রকাশ সম্পন্ন, এবং সর্ব্ব পদার্থ-প্রতীতির কারণীভূত অনুভবকে অভিব্যক্ত করে; এ কথায় আত্মবিৎ পণ্ডিতেরা পরিহাস করিয়া থাকেন।

আরো এক কথা,—অহঙ্কার ও অনুভব পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব; এই কারণে এবং অনুভবের অনুভবাত্বনাশের সম্ভাবনায়ও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না। এইরূপ উক্তও আছে যে,—'স্বভাব-গত বিরোধবশতঃ অনুভবও অহঙ্কারের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায় পরস্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না। পরন্তু, যদি ব্যঙ্গ্য হয়, তবে ঘটাদির ন্যায় আত্মারও অনুভূতিত্ব হইতে পারে না।' সূর্য্যের-কিরণমণ্ডল যেমন করতলকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি সংবিৎও অহঙ্কারকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেও তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে। এ কথাও ভাল হয় না; কারণ, সে স্থলেও সূর্য্যরশ্মি করতলে প্রতিবিম্বিত হয় না; কেবল, করতলে প্রতিহত কিরণসমূহই ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া সমধিক স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয় মাত্র। অতএব, কেবল কিরণের বিস্তৃতি ঘটায় বলিয়াই করতলকে তাহার অভিব্যক্তির কারণ বলা যায় না।

কিঞ্চ, অস্য সংবিদ্রূপস্যাত্মনোঽহঙ্কার-নির্বর্ত্যাভিব্যক্তিঃ কিংরূপা? ন তাবদুৎপত্তিঃ, স্বতঃসিদ্ধতয়ানন্যোৎপাদ্যতাভ্যুপগমাৎ। নাপি (*) তৎ-প্রকাশনম্, তস্যা অনুভবান্তরাননুভাব্যত্বাৎ। তত এব চ ন তদনুভবসাধনানুগ্রহঃ। স হি দ্বিধা, (†) জ্ঞেয়স্যেন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন বা, যথা জাতি-নিজমুখাদি-গ্রহণে,(‡) ব্যক্তি-দর্পণাদীনাং নয়নাদীন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন, বোদ্ধৃ-গত কল্মষাপনয়নেন বা, যথা পরতত্ত্বাববোধন-(§) সাধনস্য শাস্ত্রস্য শম-দমাদিনা। (¶) যথোক্তম্,—করণানামভূমিত্বান্ন তৎসম্বন্ধহেতুতেতি ॥ ৭০ ॥

অপিচ, এই যে জ্ঞানময় আত্মার অহঙ্কার দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, [বলা হইয়াছে,] সেই অভিব্যক্তিটী কি প্রকার?—উৎপত্তি বলিতে পার না; কারণ, জ্ঞান পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ (নিত্য), সুতরাং অন্য বস্তু হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না, এই কারণে পূর্ব্বেই ইহা অস্বীকৃত হইয়াছে। [অভিব্যক্তির অর্থ—] প্রকাশনও বলা যাইতে পারে না, কারণ, অনুভূতি ত আর অনুভবান্তর দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হইতে পারে না। এই কারণেই জ্ঞানানুভবের সাধন বা উপায়ের প্রতি সাহায্য করাকেও অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। তাহাও [অনুভূতির সাধনবর্গের প্রতি সাহায্য] দুই প্রকার। এক,—জ্ঞেয়-পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ সমুৎপাদন দ্বারা; যেমন,—মনুষ্যত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষ স্থলে জাতির সহিত চক্ষুঃসম্বন্ধ সম্পাদক মনুষ্যাদি ব্যক্তি। দ্বিতীয়,—জ্ঞাতার [হৃদয়-গত] পাপ বা দোষের অপনয়ন দ্বারা যেমন,—পরতত্ত্ব—পরমেশ্বরের বোধোপায় শাস্ত্রসম্বন্ধে শম-দমাদি সাধন। (॥) অন্যত্রও উক্ত আছে যে, '[তিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার সহিত সম্বন্ধের (প্রত্যক্ষের) কারণ নহে॥'

(*) নাপি চেতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(†) সংবিদা জ্ঞেয়স্যেতি (গ) পাঠঃ। (‡) মুখাদের্গ্রহণে, ইতি (গ) পাঠঃ। § বোধস্য শাস্ত্রস্যেতি (গ) পাঠঃ।

(¶) শমদমাদীনামিতি (গ) পাঠঃ।

(॥) তাৎপর্য্য, আমরা যেমন মনুষ্যাদি ব্যক্তিকে দর্শন করি, সঙ্গে-সঙ্গে মনুষ্যত্বাদি জাতিরও তেমনি প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু, রূপাদি-গুণ না থাকায় জাতির সহিত চক্ষুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না, এই কারণে জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ দ্বারাই জাতিরও চাক্ষুষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, এই হেতু ব্যক্তিকে জাতির সম্বন্ধ-সম্পাদক বলা হইয়াছে।

আর, জ্ঞান ও ভক্তি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের তত্ত্ব বা স্বরূপ উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু, শাস্ত্র-বুভুৎসু ব্যক্তির হৃদয় পাপ বা অজ্ঞানে কলুষিত থাকিলে তাহাতে ঐ তত্ত্ব কখনই প্রতিভাত হয় না,—সংশয়িত বা বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। অনন্তর, শম-দমাদি সাধন সমূহের উত্তমরূপে অনুশীলন দ্বারা হৃদয় পরিমার্জ্জিত—বিশুদ্ধ হইলে পর তাহাতে সেই পরতত্ত্ব সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায়। এই কারণে, শম-দমাদি সাধনকে হৃদয়-গত দোষাপনয়ন দ্বারা শাস্ত্ররূপ সাধনের সাহায্যকারী বা অনুকূল বলা হইয়াছে।

কিঞ্চ, অনুভূতেরনুভাব্যত্বাভ্যুপগমেঽপ্যহমর্থেন ন তদনুভব-সাধনানুগ্রহঃ সুবচঃ; স হি অনুভাব্যানুভবোৎপত্তিপ্রতিবন্ধক-নিরসনেন ভবেৎ, যথা রূপাদিগ্রহণোৎপত্তিবিরোধি-সন্তমসনিরসনেন চক্ষুষো দীপাদিনা। ন চেহ তথাবিধং নিরসনীয়ং সম্ভাব্যতে। ন তাবৎ সংবিদাত্মগতং তজ্জ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধি কিঞ্চিদপ্যহঙ্কারাপনেয়মস্তি। অস্তি হ্যজ্ঞানমিতি চেৎ; ন, অজ্ঞানস্যাহঙ্কারাপনোদ্যত্বানভ্যুপগমাৎ; জ্ঞানমেব হ্যজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকম্। ন চ সংবিদাশ্রয়ত্বমজ্ঞানস্য সম্ভবতি; জ্ঞানসমানাশ্রয়ত্বাৎ তৎসমানবিষয়ত্বাচ্চ জ্ঞাতৃভাব-বিষয়ভাববিরহিতে জ্ঞানমাত্রে সাক্ষিণি নাজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি। যথা জ্ঞানাশ্রয়ত্বপ্রসক্তিশূন্যত্বেন ঘটাদের্নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্, তথা জ্ঞানমাত্রেঽপি জ্ঞানাশ্রয়ত্বাভাবেন নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং স্যাৎ।

সংবিদোঽজ্ঞানাশ্রয়ত্বাভ্যুপগমেঽপ্যাত্মতয়াভ্যুপেতায়াস্তস্যা (*) জ্ঞান-বিষয়ত্বাভাবেন জ্ঞানেন ন তদ্গতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। জ্ঞানং হি স্ববিষয়-

---

আরো এক কথা,—অনুভবের অনুভাব্যত্ব (অনুভবান্তরের বিষয়তা) স্বীকার করিলেও অহং-পদার্থ দ্বারা যে, তদ্বিষয়ক অনুভব-সাধনের সাহায্য হয়, ইহা সহজে বলা যাইতে পারে না; কারণ, অনুভবোৎপত্তিতে যে সকল প্রতিবন্ধক থাকে, কেবল তৎসমুদয়ের নিরাস বা অপসারণ দ্বারাই সেই সাহায্য সম্পাদিত হইতে পারে, যেমন,—প্রদীপাদি আলোক রূপাদি-জ্ঞানের বিরোধী গাঢ় অন্ধকার নিবারণ দ্বারা চক্ষুর সাহায্য করে; এখানে ত সেরূপ নিবারণীয় কোনও বস্তু সম্ভাবিত বা দৃষ্ট হইতেছে না। স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক এমন কিছুই নাই, যাহা অহঙ্কার দ্বারা অপনীত হইতে পারে। যদি বল, অজ্ঞানই [জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক] আছে? না,—এ কথা বলিতে পার না; কারণ, একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক; অহঙ্কারও যে, অজ্ঞানের নিবারক, ইহা ত স্বীকার করা হয় না, এবং জ্ঞান কখনই অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারে না; কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের আশ্রয় এবং বিষয় তুল্য বা সমান—অর্থাৎ জ্ঞানপদার্থ যদাশ্রিত ও যদ্বিষয়ক, অজ্ঞানও তদাশ্রিত ও তদ্বিষয়ক হইয়া থাকে। বস্তুতই জ্ঞাতৃত্ব ও বিষয়ভাব-বিরহিত, সাক্ষিস্বরূপ, শুদ্ধ জ্ঞানে কখনও অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। জ্ঞানাশ্রয়ত্বের সম্ভাবনা-শূন্য ঘটাদি বস্তু যেরূপ অজ্ঞানের আশ্রয় হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানাশ্রয়ত্বের সম্ভাবনা-রাহিত্য বশতঃ শুধু জ্ঞানও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না।

সংবিৎকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই সংবিৎকেই যখন আত্মা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন সেই সংবিৎ কখনই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হইতে পারে না,

---

(*) সংজ্ঞানেতি (গ) পাঠঃ।

এবাজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তি, যথা রজ্জ্বাদৌ। অতো ন কেনাপি কদাচিৎ সংবিদাশ্রয়মজ্ঞানমুচ্ছিদ্যেত। অস্য চ সদসদনির্ব্বচনীয়স্যাজ্ঞানস্য স্বরূপমেব দুর্নিরূপমিত্যুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যতে। জ্ঞানপ্রাগভাবরূপস্য চাজ্ঞানস্য জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধিত্বাভাবেন ন তন্নিরসনেন তজ্জ্ঞান-সাধনানুগ্রহঃ। অতো ন কেনাপি প্রকারেণাহঙ্কারেণানুভূতেরভিব্যক্তিঃ ॥৭১॥

ন চ স্বাশ্রয়তয়াভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ, প্রদীপাদিষ্বদর্শনাৎ, যথাবস্থিতপদার্থপ্রতীত্যনুগুণস্বাভাব্যাচ্চ জ্ঞান-তৎসাধনয়োরনুগ্রাহকস্য চ। তচ্চ স্বতঃপ্রামাণ্য-ন্যায়সিদ্ধম্। ন চ দর্পণাদির্মুখাদেরভিব্যঞ্জকঃ, অপি তু চাক্ষুষতেজঃ-প্রতিফলনরূপদোষহেতুঃ। তদ্দোষকৃতশ্চ তত্রান্যথাবভাসঃ, অভিব্যঞ্জকস্তু আলোকাদিরেব। ন চেহ তথাহঙ্কারেণ সংবিদি

সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই সংবিদাশ্রিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিও হইতে পারে না। [কেন না ;— জ্ঞান স্বীয় বিষয়গত অজ্ঞানই নিবারণ করিয়া থাকে; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে হইয়া থাকে। (*)। অতএব, [অজ্ঞানকে জ্ঞানাশ্রিত বলিলে] কখনও কোন উপায়ে জ্ঞানাশ্রিত সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না। আর, সৎ বা অসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় (নিরূপণের অযোগ্য) এই অজ্ঞানের স্বরূপই যে, নিরূপণ করা যাইতে পারে না, অর্থাৎ ঈদৃশ অজ্ঞানের যে আদৌ অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে। আর, অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলেও সে যখন জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধকই হয় না, তখন তাহার প্রত্যাখ্যানেও জ্ঞানোৎপত্তির সাধনসমূহের দ্বারা কোনরূপ আনুকূল্যই হইতে পারে না। অতএব, কোনরূপেই অহঙ্কারকে অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে না ॥

৭২। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, অভিব্যঞ্জকনিচয়ের এইরূপই স্বভাব যে, তাহারা স্বীয় আশ্রয়ীভূত পদার্থেরই অভিব্যক্তি করে। কারণ, প্রদীপাদি স্থলে সেরূপ স্বভাব দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞানও জ্ঞান-সাধনের অনুকূল বস্তু সমূহেরও স্বভাব এই যে, তাহারা যথাযথ বস্তুরই প্রতীতির সাহায্য করে, (কোনও কৃত্রিম উপায়ে প্রতীতির সাহায্য করে না।) প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য যুক্তিতেই এই নিয়ম ব্যবস্থিত হয়। আর, দর্পণাদিও যে, বস্তুতঃ

(*) তাৎপর্য্য, রজ্জু-সর্প স্থলে রজ্জু সত্য বস্তু, অজ্ঞান স্বীয়শক্তি-প্রভাবে তাহাতেই মিথ্যা বা অসত্য সর্পের স্ফুরণ করাইয়া দেয়। পরে যখনই সেই রজ্জুতে যথার্থ জ্ঞান (রজ্জুজ্ঞান) সমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান তখনই স্বীয় বিষয়ীভূত কেবল রজ্জুগত অজ্ঞানকেই নিবারিত করে, কিন্তু, অন্য বস্তুতে যে অজ্ঞান আছে, তাহা নিবারিত করে না বা করিতে পারে না। কারণ, জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, সে স্ব-বিষয়ে কখনই অজ্ঞানকে থাকিতে দেয় না,—বিদূরিত করিয়া দেয়। জ্ঞানের আরো একটী স্বভাব এই যে, সে কখনই অজ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ অপনীত করিতে পারে না। অজ্ঞানেরও এইরূপ স্বভাব যে, সে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই নিবৃত্ত হয় না। এই কারণে ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানকে জ্ঞানগত বলিয়া স্বীকার করিলেও অহঙ্কার দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব।

স্বপ্রকাশায়াং তাদৃশদোষাপাদনং সম্ভবতি। ব্যক্তেস্তু জাতিরাকারঃ, ইতি তদাশ্রয়তয়া প্রতীতিঃ; ন তু ব্যক্তি-ব্যঙ্গ্যত্বাৎ। অতোঽন্তঃকরণভূতাহঙ্কারস্থ-তয়া সংবিদুপলব্ধের্ব্বস্তুতো দোষতো বা ন কিঞ্চিদিহ কারণমিতি নাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বং, তথোপলব্ধির্ব্বা। তস্মাৎ স্বত এব জ্ঞাতৃতয়া সিধ্যন্নহমর্থ এব প্রত্যগাত্মা—ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্। অহংভাববিগমে তু জ্ঞপ্তেরপি ন প্রত্যক্ত্ব-সিদ্ধিরিত্যুক্তম্।

তমোগুণাভিভবাৎ পরাগর্থানুভবাভাবাচ্চ (*) অহমর্থস্য বিবিক্ত-স্ফুটপ্রতিভাসাভাবেঽপ্যাপ্রবোধাদ্ (†) অহমিত্যেকাকারেণাত্মনঃ স্ফুরণাৎ-সুষুপ্তাবপি নাহংভাববিগমঃ। ভবদভিমতায়া অনুভূতেরপি তথৈব প্রথেতি বক্তব্যম্। ন হি সুপ্তোত্থিতঃ কশ্চিদহংভাব-বিযুক্তার্থান্তর-প্রত্যনীকাকারা জ্ঞপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিতয়াবতিষ্ঠে, (‡) ইত্যেবংবিধাং স্বাপসমকালামনুভূতিং পরামৃশতি। এবং হি (§) সুপ্তোত্থিতস্য পরামর্শঃ—"সুখমহমস্বাপ্সম্"

মুখাদির অভিব্যঞ্জক, তাহা নহে; পরন্তু, দর্পণে চাক্ষুষ-তেজের প্রতিফলনরূপ দোষই সেই অভিব্যক্তির কারণ; সেই দোষের ফলেই দর্পণাদিতে (মুখাদির) বিপরীত ভাবে দর্শন ঘটে। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষের সহায় আলোকাদিই সেখানে অভিব্যঞ্জক বা অভিব্যক্তির কারণ,—দর্পণাদি নহে। এখানে স্বপ্রকাশ জ্ঞানে ত আর অহঙ্কার দ্বারা তাদৃশ দোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে না। [সাধারণতঃ] জাতি বা আকার ব্যক্তি-সমাশ্রিত এই কারণেই তদাশ্রিতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু, ব্যক্তির অভিব্যঙ্গ্য বলিয়া নহে। অতএব, জ্ঞানের অহঙ্কারাশ্রিতত্ব-প্রতীতির পক্ষে বস্তু-সিদ্ধ বা দোষকৃত কোনই কারণ নাই; সুতরাং অহঙ্কারের জ্ঞাতৃত্বও নাই এবং তাদৃশ উপলব্ধি বা প্রতীতিও দেখা যায় না। অতএব, স্বভাবতই জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ যে অহং-পদার্থ, তাহাই আত্মা, শুধু জ্ঞানমাত্র নহে। আর, অহংভাবের অভাবে যে, জ্ঞানেরও আত্মত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সুষুপ্তিকালে তমোগুণে অভিভূত হওয়ায় এবং কোন বাহ্য-পদার্থেরও প্রতীতি না থাকায় যদিও তৎকালে অহংভাবের বিস্পষ্ট প্রতীতি থাকে না, সত্য, তথাপি তাহার একেবারে বিলোপ ঘটে না; কারণ, প্রবোধ বা জাগরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তখনও 'অহং' (আমি) ইত্যাকার আত্মস্ফূর্ত্তি বিদ্যমানই থাকে। আর, তোমাকেও তোমার (আত্মারূপে স্বীকৃত) অনুভূতির ঐরূপই স্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে। কোন লোকই সুপ্তোত্থিত হইয়া অর্থাৎ সুষুপ্তি-ভঙ্গের পর এরূপ মনে করে না যে, 'অহঙ্কার ও পদার্থান্তর-সম্বন্ধ রহিত, অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি

(*) প্রাগর্থানুভবাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) প্রতিবোধাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) অবতিষ্ঠতে' ইতি (খ) পাঠঃ। (§) এবং তর্হি' ইতি (ক) পাঠঃ।

ইতি। অনেন (*) প্রত্যবমর্শেন তদানীমপ্যহমর্থস্যৈবাত্মনঃ সুখিত্বং জ্ঞাতৃত্বং চ জ্ঞায়তে ॥৭২॥

ন চ বাচ্যম্, যথেদানীং সুখং ভবতি; তথা তদানীমস্বাপ্সমিত্যেষা প্রতিপত্তিরিতি; অতদ্রূপত্বাৎ প্রতিপত্তেঃ। ন চাহমর্থস্যাত্মনোঽস্থিরত্বেন তদানীমহমর্থস্য সুখিত্বানুসন্ধানানুপপত্তিঃ; যতঃ সুষুপ্তিদশায়াঃ প্রাগনুভূতং বস্তু সুপ্তোত্থিতো 'ময়েদং কৃতং' 'ময়েদমনুভূতম্' 'অহমেবেদমবোচম্' (†) ইতি পরামৃশতি। (‡) 'এতাবন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষম্' (§) ইতি চ পরামৃশতীতি চেৎ; ততঃ কিম্? "ন কিঞ্চিদ্" ইতি কৃৎস্নপ্রতিষেধ ইতি চেৎ;

সর্ব্ববিধ বিশেষভাব বিরহিত জ্ঞান স্বরূপ আমি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছিলাম।' পরন্তু, 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম', এইরূপেও নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে। নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এই পরামর্শ অনুসারেই জানা যায় যে, তৎকালেও অহং-পদার্থ আত্মার জ্ঞান ও সুখ বিদ্যমানই ছিল॥ (*)

৭৩॥ এ কথাও বলিতে পার না যে, ('সুখমহমস্বাপ্সম্' স্থলে যে জ্ঞান হয়, তাহা), এখন অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর যাহাতে সুখ-বোধ হইতে পারে, এরূপ ভাবে তখন নিদ্রা গিয়াছিলাম, ইত্যাকার অনুভূতি মাত্র [স্মৃতি নহে]। তাহার কারণ এই যে, অনুভূতির স্বরূপ ওরূপ নহে, (পরন্তু উহা স্মরণেরই স্বরূপ)। অহং-পদার্থ আত্মা যখন অস্থির বা ক্ষণভঙ্গুর, তখন নিদ্রাভঙ্গের পর অহং-পদার্থ—আত্মার আর সুখাদি স্মৃতি হয় কিরূপে? এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে সমস্ত বস্তু অনুভব করিয়াছিল, তাহাও ত 'আমি ইহা করিয়াছি, আমি ইহা অনুভব করিয়াছি, আমি ইহা বলিয়াছি,' এইরূপে স্মরণ করিয়া থাকে, [অতএব, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর নহে]। যদি বল, 'আমি এত কাল (সুষুপ্তিসময়) কিছুই জানিতে পারি নাই', [সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির] এরূপও ত পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে? [হাঁ ওরূপ হয়,] তাহাতে কি হইল? যদি বল 'কিছুই জানি নাই' বলায় সমস্ত

(*) অনেনৈব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) অহমেতদবোচম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) এবমেতাবন্তম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) অজ্ঞাসিষমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

(*) তাৎপর্য্য,—শাঙ্করমতে আত্মা চেতন জ্ঞানময়, এবং 'অহং'পদার্থ অহঙ্কার অনাত্মা—জড় বস্তু সুষুপ্তিকালে শুধু জ্ঞানরূপী আত্মা তাৎকালিক অজ্ঞান বা মোহের সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকে, অহংকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই কারণেই তৎকালে 'আমিত্বে'র স্ফুরণ হয় না। রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা ঠিক নহে; 'অহং' ও আত্মা একই পদার্থ, সুষুপ্তি কালে তমোগুণ প্রবল হইয়া অহংভাবকে আবৃত করিয়া রাখে। দ্বিতীয়তঃ, তখন এমন কোন বাহ্য পদার্থেরও অনুভূতি থাকে না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্পষ্টরূপে 'আমিত্বের (অহংভাবের) স্ফুরণ হইবে। পরন্তু, সুষুপ্ত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া যখন, 'আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম' বলিয়া আমিত্ব-সংবলিত সৌষুপ্ত সুখের স্মরণ করিয়া থাকে; তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্তি-কালে সুখের ন্যায় আমিত্বেরও সূক্ষ্ম ভাবে স্ফূর্ত্তি ছিল, নচেৎ অননুভূত অহংভাবের কখনও স্মৃতি হইতে পারিত না।

ন, 'নাহমবেদিষম্' (*) ইতি বেদিতুরহমর্থস্যৈবানুবৃত্তেঃ; বেদ্য-বিষয়ো হি স প্রতিষেধঃ। (†) 'ন কিঞ্চিদ্' ইতি নিষেধস্য কৃৎস্নবিষয়ত্বে ভবদভিমতানুভূতিরপি প্রতিসিদ্ধা স্যাৎ। সুষুপ্তিসময়েঽপ্যনুসন্ধীয়মান-মহমর্থমাত্মানং জ্ঞাতারম্ 'অহম্' ইতি পরামৃশ্য 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইতি বেদনে তস্য প্রতিষিধ্যমানে তস্মিন্ কালে প্রতিষিধ্যমানায়া বিত্তেঃ সিদ্ধি-মনুবর্ত্তমানস্য জ্ঞাতুরহমর্থস্য চাসিদ্ধিমনেনৈব 'ন কিঞ্চিদহমবেদিষম্' ইতি পরামর্শেন সাধয়ংস্তমিমমর্থং দেবানামেব সাধয়তু (‡)।

'মামপ্যহং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যহমর্থস্যাপি তদানীমননুসন্ধানং প্রতীয়তে ইতি চেৎ; স্বানুভব-স্ববচনয়োর্ব্বিরোধমপি ন জানন্তি ভবন্তঃ। 'অহং মাং

জ্ঞানেরই প্রতিষেধ করা হইল? না,—সমস্ত জ্ঞানের প্রতিষেধ করা হইল না; কারণ, 'আমি জ্ঞান নাই' বলায় জ্ঞাতা—অহং-পদার্থেরই ত অনুবৃত্তি রহিয়াছে। অতএব, উক্ত প্রতিষেধ কেবল বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু-বিষয়েই হইয়া থাকে—সর্ব্ববিষয়ে নহে। সর্ব্ববিষয়ের প্রতিষেধ হইলে তোমার (শঙ্করের) অভিমত অনুভূতিরও প্রতিষেধ হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ সুষুপ্তিকালীন জ্ঞাতা আত্মাকে 'অহং'-পদে 'আমি' বলিয়া উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ 'ন কিঞ্চিৎ' পদে যদি সেই বিজ্ঞাতা আত্মারই জ্ঞান-ধর্ম্মের প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে তোমার মতেই প্রত্যাখ্যাত জ্ঞানের অনুগত অর্থাৎ অনুভূতিস্বরূপ আত্মারও 'ন কিঞ্চিৎ' কথায় প্রতিষেধ করা হইয়া পড়ে। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত সাধন দেবতাগণের নিকটই শোভা পাইতে পারে। [কারণ, তাঁহারা ত আর এ কথার প্রতিবাদ করিবেন না]॥ (§)

যদি বল, 'সুষুপ্তি সময়ে আমাকেও আমি জানি নাই' বলায় তৎকালে অহংপদার্থ— আত্মারও অনুসন্ধান বা প্রতীতির অভাব বুঝা যায়? [না, এ কথা বলিলে যে,] নিজেরই উক্তি ও অনুভবের

(*) অহমবেদিষম্' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।　　(†) বেদনবিষয়োঽপি সংপ্রতি নিষিদ্ধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) দেবানামেব প্রিয়ঃ সাধয়তু' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, 'সুষুপ্তিকালে আমি ছিলাম, কিন্তু কিছুই জানিতে পারি নাই, অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব ঠিকই ছিল, কেবল কোন বিষয়ে জ্ঞান ছিল না মাত্র।' এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, সুষুপ্তি-সময়ে কেবল জ্ঞানেরই অভাব ঘটে, আত্মার সত্তা অক্ষুণ্ণই থাকে। জ্ঞান ও আত্মা যদি এক—অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহা হইলে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ঐরূপ প্রতীতি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না, জ্ঞান ও আত্মা যখন একই পদার্থ, তখন জ্ঞানের অভাবে কখনই আত্মার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। কাজেই বলিতে হয় যে, যাহারা প্রথমে জ্ঞান ও আত্মার একত্ব স্বীকার করিয়া পুনরায় সেই জ্ঞানের অভাবেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন; তাহাদের তাদৃশ স্বীকারোক্তি দেব-বিগ্রহের নিকটই শোভা পাইতে পারে। কারণ, তাহারা ত কোন কথারই প্রতিবাদ করিবেন না। পরন্তু, পণ্ডিতেরা ঐরূপ কথা অনাদরে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

ন জ্ঞাতবান্' ইতি হ্যনুভব-বচনে। 'মাম্' ইতি কিং নিষিধ্যতে ইতি চেৎ; সাধু পৃষ্টং ভবতা (*)। তদুচ্যতে, অহমর্থস্য জ্ঞাতুরনুবৃত্তের্ন স্বরূপং নিষিধ্যতে; অপি তু প্রবোধসময়েঽনুসন্ধীয়মানস্যাহমর্থস্য বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টতা। 'অহং মাং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যুক্তের্বিষয়ো বিবেচনীয়ঃ। জাগরিতাবস্থানুসংহিত-জাত্যাদিবিশিষ্টোঽস্মদর্থো 'মাম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ। স্বাপাবস্থা-(†) প্রসিদ্ধোঽবিশদস্বানুভবৈকতানশ্চাহমর্থঃ 'অহম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ। অত্র সুপ্তোঽহম্, ঈদৃশোঽহমিতি চ, মামপি ন জ্ঞাতবানহমিত্যেব খল্বনুভবপ্রকারঃ॥৭৩॥

কিঞ্চ, সুষুপ্তাবাত্মা অজ্ঞানসাক্ষিত্বেনাস্তে, ইতি হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া। সাক্ষিত্বঞ্চ সাক্ষাৎ জ্ঞাতৃত্বমেব, ন হ্যজানতঃ সাক্ষিত্বম্। জ্ঞাতৈব লোক-বেদয়োঃ সাক্ষীতি ব্যপদিশ্যতে, ন জ্ঞানমাত্রম্। স্মরতি চ ভগবান্ পাণিনিঃ "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" [অষ্টা০, ৫।২।৯১] ইতি সাক্ষাৎ জ্ঞাতর্য্যেব সাক্ষি-

---

সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাও আপনারা বুঝিতে পারেন না। 'আমি আমাকে জানি নাই,' এইরূপই অনুভব ও তদভিব্যঞ্জক উক্তি হইয়া থাকে, [সুতরাং অহংপদার্থ আত্মা না থাকিলে 'জানি নাই' বলিয়া অনুভব করিবে কে?]। যদি বল, [অহংপদার্থ আত্মা যদি বিদ্যমানই রহিল, তবে] 'ন মাম্' (আমাকে জানি নাই) বলিয়া কাহার নিষেধ করা হয়? আপনি বেশ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর বলা যাইতেছে;—অহংপদার্থ জ্ঞাতার তৎকালেও অনুবৃত্তি বা সম্বন্ধ থাকে; সুতরাং সুষুপ্তিদশায় তাহার স্বরূপতঃ প্রতিষেধ হয় না, পরন্তু জাগ্রৎসময়ে বর্ণাশ্রমাদি যে সকল বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের প্রতীতি থাকে, সুষুপ্তি সময়ে কেবল সেই সকল ধর্ম্মেরই অভাব হয়, তাহাই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির 'আমি আমাকে জানি নাই' এই উক্তির বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে,—জাগরিতাবস্থায় অনুভূত যে জাতি প্রভৃতি ধর্ম্ম সংযুক্ত অহং-পদার্থ আত্মা, তাহাই "মাম্" (আমাকে) এই অংশের বিষয়। আর, স্বপ্নাবস্থায় প্রসিদ্ধ যে অস্ফুট—অনুভব মাত্র-গম্য অহং-পদার্থ, তাহাই "অহং" (আমি) এই প্রতীতি-ভাগের বিষয়। এ বিষয়ে, 'আমি সুপ্ত, আমি এই প্রকার,' এবং 'আমি আমাকেও জানি নাই,' এইরূপই অনুভবের প্রণালী দৃষ্ট হয়॥

৭৪॥ অপিচ; আত্মা সুষুপ্তি সময়ে অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করে; ইহাই তোমার অভিমত সিদ্ধান্ত। সাক্ষিত্ব অর্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতৃত্ব বা জানা; যে জানে না, তাহার সাক্ষিত্ব হয় না বা হইতে পারে না; কি লোক ব্যবহার, কি বেদ, সর্ব্বত্র জ্ঞাতাই সাক্ষি-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে,—কেবল জ্ঞানকে সাক্ষী বলা হয় না। ভগবান্ পাণিনিও "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্", এই সূত্রে সাক্ষাৎ দ্রষ্টারই সাক্ষিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(*) ত্বয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।
(†) স্বাপ্যয়াবস্থাপ্রসিদ্ধাবিশদ' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ। স্বাপাবস্থাপ্রসিদ্ধাবিশদ' ইতি চ কচিৎ পাঠঃ।

শব্দম্(*)। স চায়ং সাক্ষী জানামীতি প্রতীয়মানোঽস্মদর্থ এবেতি কুতস্তদানী-মহমর্থো ন প্রতীয়েত। আত্মনে (†) স্বয়মবভাসমানোঽহমিত্যেবাবভাসতে, ইতি স্বাপাদ্যবস্থাস্বপ্যাত্মা প্রকাশমানোঽহমিত্যেবাবভাসতে ইতি সিদ্ধম্।

যত্তু, মোক্ষদশায়ামহমর্থো নানুবর্ত্ততে ইতি; তদপেশলম্। তথা সত্যাত্মনাশ এবাপবর্গঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিজ্ঞাতঃ স্যাৎ। ন চাহমর্থো ধর্ম্মমাত্রম্; যেন তদ্বিগমেঽপ্যবিদ্যানিবৃত্তাবিব স্বরূপমবতিষ্ঠেত; প্রত্যুত স্বরূপমেবাহমর্থ (‡) আত্মনঃ। জ্ঞানন্তু তস্য ধর্ম্মঃ, 'অহং জানামি, জ্ঞানং মে জাতম্' ইতি চাহমর্থ-ধর্ম্মতয়া জ্ঞানপ্রতীতেরেব।

অপি চ, যঃ পরমার্থতো ভ্রান্ত্যা বা আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখৈর্দুঃখিতয়াত্মান-

---

'আমি জানি' এইরূপ প্রতীতি-গম্য সেই সাক্ষী নিশ্চয়ই অস্মৎ-পদার্থ (আত্মা) ভিন্ন কেহ নহে। অতএব, সুষুপ্তিকালে অস্মৎপদার্থ আত্মা প্রতীত না হইবে কেন?—নিশ্চয়ই প্রতীত হয়। আত্মা যখন স্বার্থে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে 'অহং'-রূপেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; অতএব, সুষুপ্তি প্রভৃতি দশায় প্রকাশমান আত্মা যে, 'অহং'রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

[তাহাদের মতে] মোক্ষ দশায় যে, অহংপ্রতীতির অনুবৃত্তি থাকে না, বলা হইয়া থাকে, তাহাও ভাল কথা নহে। কারণ, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আত্মবিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়া পড়ে। (§) আর অহংপদার্থটী আত্মার কোনরূপ ধর্ম্মমাত্রও নহে যে, অবিদ্যার ন্যায় অহংভাবের অপগমেও আত্মার শুদ্ধ স্বরূপটী বর্ত্তমান থাকিবে? পরন্তু, অহংপদার্থই আত্মার স্বরূপ। 'আমি জানি, আমার জ্ঞান হইয়াছে', ইত্যাদি স্থলে আত্মার ধর্ম্ম বা গুণরূপে জ্ঞানেরই প্রতীতি হয়, সুতরাং জ্ঞানকেই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে হইবে, (অহংপদার্থকে নহে)।

অপিচ; বাস্তবিকই হউক আর ভ্রান্তিবশতই হউক, যে লোক আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ে

(*) শব্দ ইতি (গ) পাঠঃ। (†) আত্মনা' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) স্বরূপমেবাহংশব্দ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—শাঙ্করমতে অহংপদার্থ বস্তুতঃ আত্মা হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহী, আমি বিদ্বান্' ইত্যাদি প্রকারে প্রতীয়মান বর্ণাশ্রমাদি বিশিষ্ট অহং-পদার্থটী প্রকৃত আত্মা নহে, ইহা বুদ্ধি বা অহঙ্কার-সম্মিলিত অধ্যস্ত আত্মা। মোক্ষদশায় আত্মা থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধি-ধর্ম্ম অহংভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভাষ্যকার উল্লিখিত অন্যান্য অংশ বাদ দিয়া কেবল 'আত্মা ও অহংপদার্থ এক', এই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন যে, মোক্ষদশায় যদি 'অহংভাব' বা আমিত্ববুদ্ধি না থাকে—বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ফলে-ফলে আত্ম-বিনাশই মোক্ষের চরম ফল হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ কেহই কোন অবস্থায়ই আত্মধ্বংসের কামনা করে না, সুতরাং এ পক্ষে মোক্ষ একেবারেই অপ্রার্থনীয় হইয়া পড়ে।

মনুসন্ধত্তে 'অহং দুঃখী' ইতি, সর্ব্বমেতদ্দুঃখজাতমপুনর্ভবমপোহ্য কথমহমনাকুলঃ স্বস্থো ভবেয়মিত্যুৎপন্নমোক্ষরাগঃ স এব তৎসাধনে প্রবর্ত্ততে। স সাধনানুষ্ঠানেন যদ্যহমেব ন ভবিষ্যামীত্যবগচ্ছেৎ ; অপসর্পেদেবাসৌ মোক্ষকথা প্রস্তাবাৎ। ততশ্চাধিকারি-বিরহাদেব সর্ব্বং মোক্ষশাস্ত্রমপ্রমাণং স্যাৎ।

অহমুপলক্ষিতং প্রকাশমাত্রমপবর্গে (*) হবতিষ্ঠতে, ইতি চেৎ; কিমনেন? ময়ি বিনষ্টেঽপি কিমপি প্রকাশমাত্রমবতিষ্ঠতে ইতি মত্বা ন হি কশ্চিদ্বুদ্ধিপূর্ব্বমধিকারী প্রযততে। অতোঽহমর্থস্যৈব জ্ঞাতৃতয়া সিধ্যতঃ প্রত্যগাত্মত্বম্। স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি 'অহম্' ইত্যেব প্রকাশতে, স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ; যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্ব্বঃ 'অহম্' ইত্যেব প্রকাশতে, যথা তথাবভাসমানত্বেনোভয়বাদি-সম্মতঃ (†) সংসার্য্যাত্মা।

কাতর হইয়া আপনাকে 'দুঃখী' বলিয়া অনুভব করে, সেই লোকই, 'পুনর্ব্বার আর যাহাতে দুঃখ না হইতে পারে, কি উপায়ে এরূপ ভাবে দুঃখ ধ্বংস করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি,' এইরূপে ভাবিত হইয়া প্রথমে মোক্ষ বিষয়ে অনুরাগী হয়, অনন্তর তাহার উপায়-লাভে প্রবৃত্ত হয়। সে যদি বুঝিতে পারে যে, এই মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানে আমারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা হইলে সেই লোক ত মোক্ষের কথা-প্রসঙ্গ হইতেও দূরে পলায়ন করিবে। [কারণ, কেহই আত্ম-নাশের ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না।] তাহা হইলেই ফলে-ফলে আর কেহই মোক্ষ লাভের অধিকারী থাকে না, অধিকারীর অভাবে মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র গুলিও অপ্রমাণ বা অনর্থক হইয়া যাইতে পারে।

যদি বল, মোক্ষদশায় [অহঙ্কার বিনষ্ট হইলেও] অহঙ্কারোপলক্ষিত (‡) কেবল আত্ম-প্রকাশ বিদ্যমান থাকে। ইহাতেই বা কি হইল?—'আমি (মুক্তপুরুষ) বিনষ্ট হইলেও আমার কেবল প্রকাশমাত্র (চিৎস্বরূপ) বিদ্যমান থাকে ; ইহা জানিয়া কোন অধিকারীই বুদ্ধি-পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না। অতএব, জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ অহং-পদার্থই আত্মা, সেই আত্মা মুক্তিদশায়ও 'অহং'রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কারণ, তখন আত্মা স্বয়ং স্বার্থেই প্রকাশ পায়—পরার্থে নহে। যে যে বস্তু স্বার্থে প্রকাশমান হয়, সে সকল 'অহং' আকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; যথা—(উদাহরণ) অহংরূপে প্রকাশমান উভয়বাদিসম্মত সংসারী আত্মা, অর্থাৎ আত্মা যে সংসারদশায় অহংআকারে প্রকাশ পায়, ইহা

(*) অপবর্গেঽবতিষ্ঠতে' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সিদ্ধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) বিশেষণ বা ধর্ম্ম দুই প্রকার, এক বিশিষ্ট, অপর উপলক্ষণ। বিশিষ্ট বিশেষণটীর ব্যবহার-কালে বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণের সেরূপ নিয়ম নাই, পূর্ব্বে কোন এক সময়ে থাকিলেই হয়। যেমন, নীল পদ্ম ; এখানে নীল গুণ ও পদ্মের ব্যবহার কালে সম্বন্ধ থাকে। এই কারণে উহা বিশিষ্ট বিশেষণ। আর পদ্ম পুকুর' দর্শন কর। এস্থলে পদ্ম না থাকিলেও এরূপ বলা হয়, এই কারণে পদ্মকে উপলক্ষণ বিশেষণ বলে।

যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি, নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে ; যথা ঘটাদিঃ, স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা ; স তস্মাদ্ 'অহম্' ইত্যেব প্রকাশতে (*)।

ন চ 'অহম্' ইতি প্রকাশমানত্বেন তস্যাজ্ঞত্ব-সংসারিত্বাদিপ্রসঙ্গঃ ; মোক্ষ-বিরোধাদজ্ঞত্বাদ্যহেতুত্বাচ্চাহংপ্রত্যয়স্য। অজ্ঞানং নাম স্বরূপাজ্ঞানমন্যথাজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানং বা। 'অহম্' ইত্যেবাত্মনঃ স্বরূপমিতি স্বরূপজ্ঞানরূপোঽহং-প্রত্যয়ো নাজ্ঞত্বমাপাদয়তি, কুতঃ সংসারিত্বম্? অপি তু তদ্বিরোধিত্বান্নাশয়-ত্যেব। ব্রহ্মাত্মভাবাপরোক্ষ্য-নির্দ্ধূতনিরবশেষাবিদ্যানামপি বামদেবাদীনা-মহমিত্যেবাত্মানুভবদর্শনাচ্চ। শ্রূয়তে হি—"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ

বাদি-প্রতিবাদী—উভয়সম্মত। পরন্তু, যাহা অহং-আকারে প্রকাশ পায় না, তাহা কখনই স্বয়ং বা স্বার্থে প্রকাশমানও হয় না ; যেমন ঘটাদি (জড় বস্তু)। অথচ, এই মুক্তাত্মা স্বার্থে বা স্বয়ংই প্রকাশমান থাকে ; এই কারণে সে 'অহং-রূপেই প্রকাশিত হয়। (†)

তাহার পর 'অহং'রূপে প্রকাশমান হয় বলিয়াই যে, তাহার অজ্ঞত্ব এবং সংসারিত্বাদি ধর্ম্মও সম্ভাবিত হইবে, এ কথা বলা যায় না ; কারণ, মোক্ষাবস্থাটী অজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের বিরোধী ; অধি-কন্তু, অহংপ্রত্যয় বা আমিত্ব-বুদ্ধিও অজ্ঞত্বাদি-ধর্ম্মের কারণ নহে, (যে, অহংপ্রত্যয় থাকায় অজ্ঞত্বাদি-ধর্ম্মকেও থাকিতেই হইবে। সুতরাং মোক্ষাবস্থায় অজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইতেই পারে না)। অজ্ঞান অর্থ—স্বরূপাজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ না জানা, আত্মাকে অন্যপ্রকারে জানা, অথবা বিপরীতজ্ঞান,—অর্থাৎ আত্মা যেরূপ নহে, সেইরূপে তাহাকে জানা। 'অহং'ই যখন আত্মার স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপ-জ্ঞান—'অহং'প্রত্যয় কখনই আত্মার অজ্ঞত্ব সম্পাদন করিতে পারে না; সুতরাং সংসারিত্বও সম্পাদন করিতে পারে না ; পরন্ত, সেই অহং-প্রত্যয়ই স্ববিরোধী অজ্ঞত্ব ও সংসারিত্ব ধর্ম্ম বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। বিশেষতঃ, ব্রহ্মাত্ম-ভাবের সাক্ষাৎকার দ্বারা যাহাদের অবিদ্যা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, সেই বামদেব প্রভৃতিরও 'অহং'

(*) 'যো যঃ' ইত্যারভ্য 'প্রকাশতে' ইত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য,—ভাষ্য "স চ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার 'অহং' রূপে প্রকাশের অনুকূলে একটী অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ অনুমানে এই কয়টী বিষয় থাকা আবশ্যক। (১) প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যনির্দ্দেশ, অর্থাৎ যে বিষয়টী প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা। (২) হেতু, যাহা দ্বারা সাধ্য বিষয়টী প্রমাণিত হয়। (৩) উদাহরণ বা অনুরূপ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। (৪) উপনয়, অভিমত হেতু ও সাধ্যের একত্র সমাবেশ প্রদর্শন। (৫) নিগমন,—হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সাধ্যের নির্দ্দেশ করা। পূর্ব্বোক্ত হেতু আবার দুই প্রকার,—অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। বিধিমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা অন্বয়ী, আর নিষেধ বা অভাবমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা ব্যতিরেকী। তন্মধ্যে, এখানে 'অহম্ ইত্যেব প্রকাশতে।" এটী প্রতিজ্ঞা। "স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ" হেতু। "যথা—ঘটাদিঃ" দৃষ্টান্ত। "স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা." এইটী উপনয়। "স তস্মাৎ" ইত্যাদি বাক্য নিগমন। আর, "যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্ব্বোঽহমিত্যেব প্রকাশতে," এইটী অন্বয়ব্যাপ্তি। এবং "যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি" ইত্যাদি বাক্য ব্যতিরেকী ব্যাপ্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রতিপেদে—“অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” [বৃহদা০, ৩। ৪। ১০] ইতি। “অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি”, (*) [অথর্ব্ব-শিখা০, ১] ইত্যাদি। সকলেতরাজ্ঞানবিরোধিনঃ সচ্ছব্দ-প্রত্যয়মাত্রভাজঃ (†) পরস্য ব্রহ্মণো ব্যবহারোঽপ্যেবমেব, —“হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ”, [ছান্দো০, ৬। ৩। ২।]। “বহু স্যাং প্রজায়েয়,” [তৈত্তি০, ৬। ২]। “স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ” [ঐত০, ১। ১। ১] ইতি।

তথা,—“যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (‡)॥”
“অহমাত্মা গুড়াকেশ”। “ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্।”
“অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।”
“অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে॥”
“তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ।”

রূপেই আত্মানুভব দৃষ্ট হয়। শোনা যায়,—‘বামদেব ঋষি সেই এই তত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে,—‘আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম, এবং বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আমিই থাকিব’, ইত্যাদি। অপর সর্ব্ববিধ অজ্ঞান-বিরোধী এবং কেবল ‘সৎ’-শব্দ ও ‘সৎ’-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যবহারও এই প্রকারই,—‘আমি তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতা-(ভূত-) ত্রয়কে [*** নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত করিব]। [আমি] বহু হইব, জন্মিব।’ ‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন যে, লোকসকল সৃষ্টি করিব’।

৯। ‘যেহেতু, আমি ক্ষরের (সর্ব্বভূতের) অতীত এবং অক্ষর (কূটস্থ) হইতেও উত্তম, এই হেতুই আমি লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ নামে প্রসিদ্ধ।’ ‘হে গুড়াকেশ (নিদ্রাজয়ি—অর্জ্জুন!) আমিই আত্মা।’ ‘আমি যে, কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ছিলাম।’ ‘আমিই সমস্ত জগতের প্রভব (উৎপত্তি-কারণ) ও প্রলয় (বিলয়স্থান)। আমিই সকলের উৎপত্তি-নিদান, এবং আত্মা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়।’ ‘আমি তাহাদিগকে মৃত্যুময়

(*) ‘অহমেব চ সংবর্ত্তামি, ভবিষ্যামি’ ইত্যেবং (ক, খ, গ) চিহ্নিতপুস্তকধৃতঃ পাঠস্তু মূলশ্রুতি-বিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষিতঃ, (ঘ) চিহ্নিত-পুস্তকধৃতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ।

(†) তাৎপর্য্য, সৎ-শব্দস্য, ‘সৎ’ ইতি প্রত্যয়স্য চ বিষয়ভূতস্যেত্যর্থঃ ; ‘মাত্র’ প্রত্যয়েন পরভবিকস্য নাম-রূপসম্বন্ধনিবৃত্তিঃ ; ততশ্চ অহঙ্কারসৃষ্টেঃ প্রাগপি ‘অহং’ প্রত্যয়ঃ সূচিতঃ। ‘অহং’ প্রত্যয়স্ফুটীকরণায় “অহম্ ইমাঃ” ইতি বাক্যং প্রথমমুদাহৃতম্। “বহু স্যাম্” ইত্যত্র “অস্মদ্যুত্তমঃ” ইত্যনুশাসনবলাদ্ ‘অহং’ প্রত্যয় লব্ধঃ। বহুষু উপনিষৎসু ঐশ্বরাহংপ্রত্যয়জ্ঞাপনার্থং “স ঐক্ষত” ইত্যাদিবাক্যোপন্যাসঃ। ইতিশ্রুত প্রকাশিকা।

(‡) এতদর্দ্ধং (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নাস্তি। (ঙ) চিহ্নিতপুস্তকে তু অত্রৈব ‘যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাম্’ ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।

"অহং বীজপ্রদঃ পিতা।" "বেদাহং সমতীতানি।" [গীতা, যথাক্রমং ১৫,১৮। ১০,২০। ২,১২। ৭,৬। ১০,৮। ১২,৭। ১৪,৪। ৭,২৬।] ইত্যাদিষু ॥৭৪॥

যদ্যহমিত্যেবাত্মনঃ স্বরূপম্; কথং তর্হ্যহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে ?—"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ" ইতি। [গীতা, ৭। ১০]

উচ্যতে,—স্বরূপোপদেশেষু সর্বেষ্বহমিত্যেবোপদেশাৎ তথৈবাত্মস্বরূপ-(*) প্রতিপত্তেশ্চাহমিত্যেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপম্। অব্যক্ত-পরিণামভেদস্যাহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে। স ত্বনাত্মনি দেহেঽহম্ভাবকরণহেতুত্বেনাহঙ্কার ইত্যুচ্যতে। অস্য ত্বহঙ্কারশব্দস্যাভূততদ্ভাবেঽর্থে চ্বিপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপত্তির্দ্রষ্টব্যা। অয়মেব ত্বহঙ্কার উৎকৃষ্টজনাবমানহেতুর্গর্বাপরনামা শাস্ত্রেষু বহুশো হেয়তয়া প্রতিপাদ্যতে। তস্মাদ্বাধকাপেতাহংবুদ্ধিঃ সাক্ষাদাত্মগোচরৈব, শরীরগোচরা ত্বহংবুদ্ধিরবিদ্যৈব। যথোক্তং

সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি।' 'আমিই বীজপ্রদ পিতাস্বরূপ।' 'আমি বহু অতীত বিষয় অবগত আছি।' ইত্যাদি স্থলেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে অহং প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয়॥ ৭৪ ॥

ভাল, 'অহং'ই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে 'মহাভূতসকল (ক্ষিতি, জল, তেজঃ বায়ু ও আকাশ), অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), [এ সকলই সবিকার 'ক্ষেত্র'-সংজ্ঞায় অভিহিত]।' এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্ও অহংকারকে ক্ষেত্রের (জড়ের) অন্তর্ভূত করিয়া নির্দ্দেশ করিলেন কিরূপে ?

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—যেখানে যেখানে আত্মার স্বরূপের উপদেশ আছে, সেই সকল স্থানে 'অহং'রূপেই আত্মোপদেশ থাকায় এবং 'অহং'রূপেই আত্মার স্বরূপ-প্রতীতি হেতু বুঝিতে হইবে যে, 'অহং'ই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। আর ভগবান্ যে, অহঙ্কারকে ক্ষেত্রান্তর্ভূত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ স্বতন্ত্র অহঙ্কার। অনাত্ম-দেহে অহংভাব বা আমিত্ব-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে বলিয়া উহাকে 'অহঙ্কার' বলা হইয়া থাকে। অভূত-তদ্ভাব অর্থে 'চ্বি' প্রত্যয়-যোগে এই 'অহঙ্কার' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। (†) এই অহঙ্কারই উৎকৃষ্ট জনের প্রতি অবজ্ঞাজনক, ইহারই অপর নাম গর্ব্ব এবং শাস্ত্রেও ভূয়ো ভূয়ঃ ইহারই হেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কস্মিন্ কালেও যাহার বাধা হয় না, সেই অহংবুদ্ধি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্ম-বিষয়ক; আর শরীরবিষয়ক, অর্থাৎ দেহের

(*) স্বরূপোপপত্তেরিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অনহং অহং ক্রিয়তে অনেন, ইতি অহংকারঃ। চ্বিপ্রত্যয়াৎ পরং করণে ঘঞ্। অর্থাৎ যাহা অহং—আত্মা নয়, তাঁহাকে যাহা দ্বারা অহং করা হয়, অর্থাৎ আত্মরূপে প্রতীত করা হয়, তাহার নাম অহংকার। যাহা যেরূপ নয়, তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করাকে 'অভূততদ্ভাব' বলে।

ভগবতা পরাশরেণ,—"শ্রূয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন।
অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা"] [বিষ্ণুপু০ ৬।৭।১০-১১ ইতি॥

যদি জ্ঞপ্তিমাত্রমেবাত্মা, তদানাত্মন্যাত্মাভিমানে শরীরে জ্ঞপ্তিমাত্র-প্রতিভাসঃ স্যাৎ, ন জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসঃ। তস্মাজ্জ্ঞাতাহমর্থ এবাত্মা। তদুক্তম্,—

"অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাদুক্তন্যায়াগমান্বয়াৎ।
অবিদ্যাযোগতশ্চাত্মা জ্ঞাতাহমিতি ভাসতে॥" [আত্মসিদ্ধি] ইতি (*)।

তথা চ,—

"দেহেন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণ-ধীভ্যোঽন্যোঽনন্যসাধনঃ।
নিত্যো ব্যাপী প্রতিক্ষেত্রমাত্মা ভিন্নঃ স্বতঃ সুখী॥" [আত্মসিদ্ধি ইতি]।

অনন্যসাধনঃ—স্বপ্রকাশঃ। ব্যাপী—অতিসূক্ষ্মতয়া সর্ব্বাচেতনান্তঃ-প্রবেশনস্বভাবঃ।

উপর যে, অহংবুদ্ধি, নিশ্চয়ই তাহা অবিদ্যাত্মক। [দেখ] ভগবান্ পরাশর যাহা বলিয়াছেন,—'হে কুলনন্দন! (বংশের আনন্দবর্দ্ধক!) অনাত্মাতে (দেহাদিতে) যে আত্ম-বুদ্ধিরূপা অবিদ্যা, [তাহার স্বরূপ শ্রবণ কর]।'

আত্মা যদি কেবল জ্ঞানস্বরূপই হইত, তাহা হইলে অনাত্মাতে আত্মাভিমানকালে শরীরেও কেবল জ্ঞানরূপতাই প্রতীত হইত, কখনও জ্ঞাতৃত্বের প্রতীতি হইতে পারিত না। অতএব, জ্ঞাতা অহং পদার্থই আত্মা,—অতিরিক্ত নহে। আত্ম-সিদ্ধিগ্রন্থেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে,—'প্রত্যক্ষ, উক্ত ন্যায় বা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রামাণ্যানুসারে এবং অবিদ্যাসম্বন্ধবশতঃ জ্ঞাতা (আত্মা) 'অহং'রূপেই প্রকাশ পায় [বুঝিতে হইবে]।' আরও আছে,—'দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অনন্যসাধন, অর্থাৎ পর-প্রকাশ্য নয়—স্বপ্রকাশ, নিত্য ও ব্যাপী আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন এবং স্বভাবতঃ সুখসম্পন্ন।' 'অনন্যসাধন' অর্থ—স্বপ্রকাশ। 'ব্যাপী' অর্থ—অতিসূক্ষ্মতাহেতু সমস্ত অচেতনের অভ্যন্তরে স্বতঃপ্রবিষ্ট।

(*) তাৎপর্য্য,—'অহং জ্ঞাতা' ইত্যেবং ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবেন প্রতীতিঃ—প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ। স্থিরত্বাস্থিরত্বাদি-বৈষম্যং—ন্যায়ঃ। উদাহৃতোপনিষদ্বাক্যানি—আগমঃ। অনন্তরোক্তো ভ্রান্তিসম্বন্ধশ্চ—অবিদ্যাযোগঃ, অহমর্থস্থানাম্বয়ে স্থূলোঽহমিতি ভ্রান্তেরযোগ ইতি বা।

অর্থাৎ, 'আমি জ্ঞাতা' বলিলে অহংপদার্থ আত্মা হয় ধর্ম্মী বা বিশেষ্য, আর জ্ঞাতৃত্ব হয় তাহার ধর্ম্ম বা বিশেষণ। এইরূপ প্রতীতির নাম প্রত্যক্ষসিদ্ধি। অহংপদার্থের স্থিরত্ব অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানে নিয়ত সম্বন্ধ, আর জ্ঞাতৃত্বের যে অস্থিরত্ব বা সর্ব্বদা অসত্তা, তাহাই এ স্থলে ন্যায়। পূর্ব্বোদাহৃত উপনিষৎবাক্য সকল এস্থানীয় আগম। অব্যবহিত পরেই যে ভ্রম-সম্ভাবনার কথা বলা হইবে, তাহাই অত্রত্য 'অবিদ্যাযোগ' কথার অর্থ।

যদুক্তম্,—দোষমূলত্বেনান্যথাসিদ্ধিসম্ভাবনয়া সকলভেদাবলম্বিপ্রত্যক্ষস্য শাস্ত্রবাধ্যত্বমিতি। কোঽয়ং দোষ ইতি বক্তব্যম্?—যন্মূলতয়া প্রত্যক্ষস্যান্যথাসিদ্ধিঃ। অনাদি-ভেদবাসনৈব হি দোষ ইতি চেৎ; ভেদবাসনায়াস্তিমিরাদিবদ্ যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতজ্ঞানহেতুত্বং কিমন্যত্র জ্ঞাতপূর্ব্বম্? অনেনৈব শাস্ত্রবিরোধেন জ্ঞায়তে ইতি চেৎ; ন, অন্যোঽন্যাশ্রয়ণাৎ। শাস্ত্রস্য নিরস্তনিখিলবিশেষবস্তু-বোধিত্বনিশ্চয়ে সতি ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ো, ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ে সতি (*) শাস্ত্রস্য নিরস্তনিখিলবিশেষ-বস্তু-বোধিত্বনিশ্চয় ইতি।

কিঞ্চ, যদি ভেদবাসনামূলত্বেন প্রত্যক্ষস্য বিপরীতার্থত্বং, শাস্ত্রমপি তন্মূলত্বেন তথৈব স্যাৎ। অথোচ্যেত—দোষমূলত্বেঽপি শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষাবগতসকলভেদ নিরসনজ্ঞানহেতুত্বেন পরত্বাৎ (†) তৎ প্রত্যক্ষস্য বাধকমিতি। তন্ন; দোষমূলত্বে জ্ঞাতে সতি পরত্বমকিঞ্চিৎকরম্; রজ্জু-সর্প-

---

[শাঙ্করমতে] আরও যে বলা হইয়াছে, 'সমস্ত ভেদবস্তু-বিষয়ক প্রত্যক্ষই দোষোৎপন্ন, সুতরাং ভ্রমাশঙ্কাপূর্ণ, অতএব উহা [অভ্রান্ত] শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইবার যোগ্য।' [এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে,] যাহার বলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অন্যথাসিদ্ধি বা ভ্রান্তত্ব সম্ভাবিত হইতেছে, সেই দোষ-পদার্থটা যে কি, তাহা বলা আবশ্যক,—যদি বল, অনাদি ভেদসংস্কারই সেই দোষ। [এ বিষয়েও জিজ্ঞাস্য এই যে,] নয়নগত তিমিরাদি-(রোগ) দোষের ন্যায় ভেদ-বাসনাও যে, প্রকৃত বস্তুতে বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা কি অন্যত্র কোথাও পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে? যদি বল, উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বিরোধ হইতেই উহা জানিতে হইবে। এ কথাও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে; কেননা, শাস্ত্র যে, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-বিরহিত (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম) বস্তুপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত হইলেই ভেদ-বাসনার দোষত্ব নিশ্চয় হইতে পারে, আবার, ভেদবাসনার দোষত্ব-নিশ্চয় হইলেই শাস্ত্রের নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধকত্ব নিশ্চিত হইতে পারে। [সুতরাং পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে।]

অপিচ, ভেদসংস্কার-জনিত বলিয়া যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিপরীতার্থগ্রাহী হয়, তবে, ভেদ-সংস্কার-প্রসূত শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপ মিথ্যা বা বিপরীতার্থগ্রাহী হইতে পারে? [উভয়ের মধ্যে ত কিছুই বিশেষ নাই?] যদি বল, শাস্ত্র দোষমূলক হইলেও প্রত্যক্ষ-পরিজ্ঞাত সর্ব্ববিধ ভেদের নিবারক জ্ঞান সমুৎপাদন করে, এই কারণে উহা 'পর' বা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা

(*) নির্দ্দেশবস্তুনির্ণয়ে সতি শাস্ত্রস্যেতি (গ) পাঠঃ।　　(†) তদিতি (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

জ্ঞাননিমিত্তভয়ে সতি ভ্রান্তোঽয়মিতি পরিজ্ঞাতেন কেনচিৎ 'নায়ং সর্পো মা ভৈষীঃ' ইত্যুক্তেঽপি ভয়ানিবৃত্তিদর্শনাৎ। শাস্ত্রস্য চ দোষমূলত্বং শ্রবণবেলায়ামেব জ্ঞাতম্, শ্রবণাবগতনিখিলভেদোপমর্দ্দি-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাভ্যাসরূপত্বান্মননাদেঃ।

অপি চ, ইদং (*) শাস্ত্রমসম্ভাব্যমানদোষম্, প্রত্যক্ষন্তু সম্ভাব্যমানদোষমিতি কেনাবগতং ত্বয়া। ন তাবৎ স্বতঃসিদ্ধা নির্দ্ধূতনিখিলবিশেষানুভূতিরিমমর্থমবগময়তি; তস্যাঃ সর্ব্ববিষয়বিরক্তত্বাৎ, শাস্ত্রপক্ষপাতবিরহাচ্চ। নাপ্যৈন্দ্রিয়কং প্রত্যক্ষম্, দোষমূলত্বেন বিপরীতার্থত্বাৎ। তন্মূলত্বাদেব নান্যান্যপি প্রমাণানি। অতঃ স্বপক্ষসাধন-প্রমাণানভ্যুপগমাৎ ন স্বাভিমতার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

বলবত্তর; এই হেতুতেই উহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা বা মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করে। (†) এ কথা ঠিক হইল না; কেন না, শাস্ত্র দোষমূলক, এই জ্ঞান হইবামাত্রই তাহার পরত্ব-বল অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম বশতঃ কাহারো ভয় উপস্থিত হইলে, কেহ যদি তাহার সেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বলে যে, 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু, তুমি ভয় করিও না,' এ কথা বলিলেও তাহার সেই সর্পভয় নিবৃত্ত হয় না। এদিকে, শাস্ত্রশ্রবণের অনন্তর প্রত্যক্ষাবগত ভেদোন্মূলক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের পুনঃপুনঃ অনুশীলনরূপ মননের ব্যবস্থা থাকায় জানা যায় যে, শাস্ত্রশ্রবণের সময়েই শাস্ত্রের দোষমূলকত্ব পরিজ্ঞাত থাকে; [নচেৎ আর মননের ব্যবস্থা হইতে পারে না]।

আরো এক কথা,—এই শাস্ত্র দোষাশঙ্কা-রহিত, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণটী দোষ-সম্ভাবনা-সঙ্কুল; ইহা তুমি কিসে জানিলে? স্বতঃসিদ্ধ নির্ব্বিশেষ অনুভূতি দ্বারা ইহা জানা যায় না; কারণ, উহা সর্ব্ববিষয়-বিরহিত। নির্ব্বিষয় [সুতরাং তাহা দ্বারা কিছুই জানা যাইতে পারে না। যাহার সহিত সম্বন্ধ নাই বা যাহা স্বতঃই অবিষয়,] এরূপ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রেরও সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সাধ্য প্রত্যক্ষ দ্বারাও সে জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষমাত্রই দোষমূলক, সুতরাং বিপরীতার্থগ্রাহী। অন্যান্য প্রমাণও যখন প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, তখন সে সকল প্রমাণও এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদন করিতে পারে না। অতএব [তুমি

(*) ইদং শাস্ত্রম্; এতচ্চাসম্ভাব্যমান' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—জ্ঞানের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান বাধিত হয় এবং পরবর্ত্তী জ্ঞান বাধক হয়। এই কারণেই "ইদং রজতং," (ইহা রজত) এই স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্ত জ্ঞানটী পরবর্ত্তী "নেদং রজতং" (ইহা রজত নহে) এই জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। এখানেও ভেদ-গ্রাহক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী, আর প্রত্যক্ষমূলক শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানটী পরবর্ত্তী, সুতরাং শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক হইলেও পরত্বহেতু উহা দ্বারা পূর্ব্বতন ভেদ-প্রত্যক্ষ বাধিত হইয়া যাইবে।

ননু ব্যাবহারিকপ্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারোঽস্মাকমপ্যস্ত্যেব। কোঽয়ং ব্যাবহারিকো নাম? আপাতপ্রতীতিসিদ্ধো যুক্তিভির্নিরূপিতো ন তথাবস্থিত ইতি চেৎ; কিং তেন প্রয়োজনম্? প্রমাণতয়া প্রতিপন্নেঽপি যৌক্তিক-বাধাদেব প্রমাণকার্য্যাভাবাৎ।

অথোচ্যেত, শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োর্দ্বয়োরপ্যবিদ্যামূলত্বেঽপি প্রত্যক্ষবিষয়স্য (*) শাস্ত্রেণ বাধো দৃশ্যতে। শাস্ত্রবিষয়স্য সদদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেন নির্ব্বিশেষানুভূতিমাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থ ইতি। তদযুক্তম্, অবাধিতস্যাপি (†) দোষমূলস্যাপারমার্থ্যনিশ্চয়াৎ।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা সকলেতর-কাচাদিদোষরহিত-পুরুষান্তরাগোচর-গিরিগুহাসু বসতস্তৈমিরিক-জনস্যাজ্ঞাত-স্বতিমিরস্য সর্ব্বস্য তিমির-

---

যখন] স্বপক্ষ-সাধনে অনুকূল উপযুক্ত প্রমাণই স্বীকার কর না, [তখন ফলে-ফলে] তোমার অভিমত প্রমেয়ও সিদ্ধ হইতে পারে না॥ ৭৫ ॥

৭৬। ভাল, আমাদের মতেও (শাঙ্করমতে) ব্যাবহারিক প্রমাণ-প্রমেয়ভাব ত স্বীকৃতই আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতির ব্যাবহারিক সত্তা অবশ্যই স্বীকার করা হয়; সুতরাং প্রমাণের অভাব হইবে কেন? [এতদুত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে,] এই 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ কি? যদি বল, যাহা আপাত বা অবিচারিত প্রতীতি-সিদ্ধ, অথচ, যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে গেলে সেইরূপ থাকে না,—অন্যরূপ প্রতীত হয়, [তাহাই 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ।] তাহাতেই বা ফল কি?—কেন না, যাহা প্রমাণরূপে অবধারিত হইলেও যুক্তি দ্বারা বাধিত হইয়া যায়, তাদৃশ প্রমাণ কোন কার্য্যকারীই হইতে পারে না॥

যদি বল, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ, উভয়ই অবিদ্যামূলক হইলেও শাস্ত্র দ্বারাই প্রত্যক্ষবিষয়ের বাধা দৃষ্ট হয়; পরন্তু, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সৎ-অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরভবিক কোন প্রমাণেই বাধা দেখা যায় না। অতএব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ বা সত্য বস্তু, [অন্য সমস্তই মিথ্যা]। একথাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, যাহা দোষ-প্রসূত, তাহা বাধিত না হইলেও অপরমার্থ বা অসত্য বলিয়াই নির্ণীত হইয়া থাকে।

এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, কাচাদি চক্ষুরোগ-রহিত (উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন) লোকের অদৃশ্য গিরিগুহাবাসী তৈমিরিক (তিমিরনামক চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তি স্বীয় তিমির

(*) প্রত্যক্ষমূলস্য বিষয়স্যেতি (গ) পাঠঃ।

(†) যস্য চ দুষ্টং করণং, যস্য চ মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীচীনপ্রত্যয় ইতি হি নীতিবিদঃ। অতো দোষমূলত্বং বাধকপ্রত্যয়শ্চ প্রত্যেকং মিথ্যাত্বসাধকাবিত্যাশয়ঃ। ইতিশ্রুতপ্রকাশিকা।

দোষাবিশেষেণ দ্বি-চন্দ্রজ্ঞানমবিশিষ্টং জায়তে, তত্র ন বাধক-প্রত্যয়োঽস্তীতি ন তন্মিথ্যা ন ভবতীতি তদ্বিষয়ভূতং চন্দ্র-দ্বিত্বমপি (*) মিথ্যৈব, দোষো হ্যযথার্থজ্ঞানহেতুঃ (†)। তথা ব্রহ্মজ্ঞানমবিদ্যামূলত্বেন বাধক-জ্ঞানরহিতমপি স্ববিষয়েণ ব্রহ্মণা সহ মিথ্যৈবেতি। ভবন্তি চাত্র প্রয়োগাঃ, বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিদ্যাবদুৎপন্ন-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ (‡) প্রপঞ্চবৎ। ব্রহ্ম মিথ্যা, মিথ্যা-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবৎ। ব্রহ্ম মিথ্যা, অসত্যহেতুজন্ম-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবদেব ॥ ৭৬ ॥

রোগ বুঝিতে না পারিলেও [জ্ঞানে ও অজ্ঞানে] তিমির-রোগের কার্য্যকারিতা শক্তির কিছুমাত্র বিশেষ হয় না, তাহার ফলে যেমন দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানও (এক চন্দ্রজ্ঞানের ন্যায়) তুল্যরূপই জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ যে লোক নিজের নয়নগত তিমির দোষ জানে, তাহারও যেমন দ্বিচন্দ্র দর্শন হয়, আর যে লোক নিজের তিমির রোগ জানে না, তাহারও ঠিক তদ্রূপই হইয়া থাকে; কারণ, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে রোগের কার্য্যশক্তির তারতম্য হয় না। যদিও সেই দ্বিচন্দ্র-দর্শনে কোন বাধক জ্ঞান নাই, [কারণ, দ্রষ্টা অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহায় বাস করায় নিজের চক্ষুরোগ বুঝিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং সে একটী চন্দ্রকে দুইটী দেখিলেও সেই জ্ঞানের মিথ্যাত্ব বুঝিতে পারে না সত্য,] তথাপি তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে মিথ্যা হয় না, তাহা নহে, এবং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত চন্দ্রগত দ্বিত্বও মিথ্যা ভিন্ন সত্য নহে; কারণ, দোষ [স্বভাবতই] অসত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে। তেমনি, ব্রহ্মজ্ঞান যখন অবিদ্যামূলক, তখন তদ্বিষয়ে বাধক জ্ঞান (মিথ্যাত্ববোধ) না থাকিলেও অজ্ঞানীর জ্ঞানবিষয়ীভূত জগৎ প্রপঞ্চের ন্যায় ঐ জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম, উভয়ই মিথ্যা [হইতে পারে]। [এ বিষয়ে দুইটী অনুমান এইরূপ—] (১) ব্রহ্ম যেহেতু মিথ্যা-জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের ন্যায় তাহাও মিথ্যা। (২) ব্রহ্ম যেহেতু অসত্য—শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের ন্যায় তিনিও মিথ্যা। (§) ॥ ৭৬ ॥

(*) দ্বিচন্দ্রত্বমপি ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) অপারমার্থ্যজ্ঞানহেতুরিতি (গ) পাঠঃ। (‡) অবিদ্যাবত উৎপন্ন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—অনুমান মাত্রেই একটী ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম থাকে; সেই ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করিয়াই অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এখানে তিনটী অনুমানে তিন রকম ব্যাপ্তি সূচিত হইয়াছে। প্রথম ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানবিষয় হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা; যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ। অর্থাৎ এই জগৎ অজ্ঞানিপুরুষের দৃশ্য, অথচ মিথ্যা। দ্বিতীয় ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা মিথ্যা জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা, যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ। তৃতীয় ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অসত্য কারণপ্রসূত-জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা। যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ, অর্থাৎ অবিদ্যামূলক বেদ অসত্য, অতএব, তৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মও মিথ্যা বা অসত্য হইতে পারে, এই ভাব জ্ঞাপিত হইল।

নচ বাচ্যম্, স্বাপ্নস্য হস্ত্যাদিজ্ঞানস্যাসত্যস্য পরমার্থ-শুভাশুভ-প্রতিপত্তিহেতুভাববদ্ অবিদ্যামূলত্বেনাসত্যস্যাপি শাস্ত্রস্য পরমার্থভূত-ব্রহ্মবিষয়-প্রতিপত্তিহেতুভাবো ন বিরুদ্ধ ইতি, স্বাপ্নজ্ঞানস্যাসত্যত্বাভাবাৎ। তত্র হি বিষয়াণামেব মিথ্যাত্বম্, তেষামেব হি বাধো দৃশ্যতে, ন জ্ঞানস্য। ন হি 'ময়া স্বপ্নবেলায়ামনুভূতং জ্ঞানমিহ ন বিদ্যতে' ইতি কস্যচিদপি প্রত্যয়ো জায়তে। দর্শনন্তু বিদ্যতে, অর্থা ন সন্তীতি হি বাধকসংপ্রত্যয়ঃ। মায়াবিনো মন্ত্রৌষধাদিপ্রভবং মায়াময়ং জ্ঞানং সত্যমেব প্রীতের্ভয়স্য চ হেতুঃ; তত্রাপি জ্ঞানস্যাবাধিতত্বাৎ। বিষয়েন্দ্রিয়াদি-দোষজন্যং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবিজ্ঞানং সত্যমেব ভয়াদিহেতুঃ; সত্যেবাদষ্টেঽপি স্বাত্মনি সর্পসন্নিধানাৎ দষ্টবুদ্ধিঃ; সত্যেব শঙ্কা-বিষবুদ্ধিঃ (*) মরণহেতুভূতা; বস্তুভূত এব জলাদৌ মুখাদি-প্রতিভাসো বস্তুভূতমুখগত-বিশেষনিশ্চয়হেতুঃ। এতেষাং সংবেদনানামুৎ-পত্তিমত্ত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ সত্যত্বমবসীয়তে।

১১। অপিচ, স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তিপ্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা স্বয়ং অসত্য হইলেও যেমন বাস্তব শুভাশুভ-ফলের প্রাপ্তিসূচক হয়, তেমনি, অবিদ্যা-প্রসূত শাস্ত্র সত্য না হইলেও তাহার পক্ষে পরমার্থ সত্য-বস্তু ব্রহ্মবিষয়ে সত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না। এ কথাও বলা যায় না; কারণ, স্বপ্নকালীন জ্ঞান অসত্য নহে, [সুতরাং তোমার দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ হইল।] তাহার হেতু এই যে, স্বপ্ন-সময়ে পরিদৃষ্ট বিষয় সমূহই মিথ্যা; কেন না, [জাগ্রৎকালে] সে সকলের বাধা বা অসত্যতা নিশ্চিত হয়, কিন্তু জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি তখনও নষ্ট হয় না। কারণ, 'আমি স্বপ্নদশায় যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখন নাই,' এরূপ কাহারো প্রতীতি হয় না, পরন্তু, আমার জ্ঞান ঠিকই আছে, কেবল স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয় সকলই বিদ্যমান নাই,' এইরূপে দৃষ্ট বিষয় সমূহেরই বাধক প্রতীতি হইয়া থাকে। মায়াবীর (ঐন্দ্রজালিকের) মন্ত্র ও ঔষধাদি-সম্পাদিত মায়াময় জ্ঞান সত্যসত্যই প্রীতি ও ভয়ের কারণ হইয়া থাকে; কেন না, সে স্থলেও জ্ঞানের বাধা নাই। বিষয়ের ও ইন্দ্রিয়ের দোষবশে (সাদৃশ্যাদি ও কাচাদি-রোগ বশতঃ) রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদি জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য-ভয়াদিরই সমুৎপাদন করে। স্বয়ং সর্পদষ্ট না হইয়াও যখন কেবল সর্পসান্নিধ্য বশতঃ নিজেকে সর্পদষ্ট বলিয়া মনে করে (ভ্রম হয়), সে স্থলেও জ্ঞান সত্যই হইয়া থাকে, মিথ্যা নহে। শঙ্কা-বিষে যে মৃত্যু হয়, সে স্থলেও মরণের হেতুভূত বিষ-বুদ্ধি সত্যই থাকে, মিথ্যা নহে। [পক্ষান্তরে] জল প্রভৃতি সত্য বস্তুতেই মুখের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া প্রকৃত মুখের বৈচিত্র্য-বোধক হয়। উল্লিখিত সকল জ্ঞানই উৎপত্তিশীল এবং কার্য্যসম্পাদক হয়; এই কারণে উহাদের সত্যতা অবধারিত করা যায়॥

(*) বিষয়বুদ্ধিরিতি (গ) পাঠঃ।

হস্ত্যাদীনামভাবেঽপি কথং তদ্‌বুদ্ধয়ঃ সত্যা ভবন্তীতি চেৎ; নৈতৎ, বুদ্ধীনাং সাবলম্বনত্বমাত্রনিয়মাৎ। অর্থস্য প্রতিভাসমানত্বমেব হ্যালম্বনত্বেঽপেক্ষিতম্; প্রতিভাসমানতা চাস্ত্যেব দোষবশাৎ, স তু বাধিতোঽসত্যইত্যবসীয়তে। অবাধিতা হি বুদ্ধিঃ সত্যৈবেত্যুক্তম্।

রেখয়া বর্ণ-প্রতিপত্তাবপি নাসত্যাৎ সত্যবুদ্ধিঃ, রেখায়াঃ সত্যত্বাৎ।

শব্দ-স্ফোট বিচারঃ।

ননু বর্ণাত্মনা প্রতিপন্না রেখা বর্ণবুদ্ধিহেতুঃ, বর্ণাত্মতা ত্বসত্যা। নৈবম্, বর্ণাত্মতায়া অসত্যায়া উপায়ত্বাযোগাৎ। অসতো নিরুপাখ্যস্য হ্যুপায়ত্বং ন দৃষ্টমনুপপন্নঞ্চ। অথ তস্যাং বর্ণবুদ্ধেরুপায়ত্বম্? এবং তর্হ্যসত্যাৎ সত্যবুদ্ধির্ন স্যাৎ, বুদ্ধেঃ সত্যত্বাদেব। উপায়োপেয়য়োরৈক্যপ্রসঙ্গশ্চ, উভয়োর্ব্বর্ণবুদ্ধিত্বাবিশেষাৎ। রেখায়া অবিদ্যমানবর্ণাত্মনা উপায়ত্বে চৈকস্যামেব

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্নকালে হস্তি প্রভৃতি কোন বিষয়ই যখন বিদ্যমান থাকে না, তখন তদ্বিষয়ক বুদ্ধিই বা সত্য হয় কি প্রকারে? না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, সাধারণতঃ বুদ্ধির একটী আলম্বন মাত্র (যাহাকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে, সেইরূপ একটী বিষয় মাত্র) থাকা আবশ্যক, [কিন্তু, সেই আলম্বন যে, সত্যই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই।] কোন বস্তুকে জ্ঞানের আলম্বন হইতে হইলে তাহার [তাৎকালিক] প্রতীতি মাত্র অপেক্ষা করে, [কিন্তু, তাহার সত্যতার অপেক্ষা করে না।] এখানেও হস্তি প্রভৃতির প্রতীতি ত সত্যই আছে, কেবল দোষবশতঃ তাহা বাধিত—অসত্য বলিয়া অবধারিত হয় মাত্র; কিন্তু তদ্বিষয়ক বুদ্ধি কখনও বাধিত হয় না; এই কারণে উহা যে, সত্য, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

আর, রেখা দ্বারা যে বর্ণজ্ঞান হয়, তাহাতেও অসত্য হইতে সত্যবুদ্ধি প্রমাণিত হয় না; কারণ, রেখা সত্য পদার্থ—মিথ্যা নহে। ভাল, রেখাকে বর্ণ স্বরূপ মনে করা হয় বলিয়াই রেখা দ্বারা বর্ণবুদ্ধি হয়, বাস্তবিকপক্ষে ত রেখাই সত্যসত্য বর্ণ স্বরূপ নহে। না,—এরূপ হইতে পারে না; কারণ, রেখার বর্ণরূপতা সত্য না হইলে উহা কখনই বর্ণ-বোধের উপায় হইতে পারিত না। কেন না, অসৎ—স্বরূপহীন পদার্থের কার্য্য-সাধনতা কখনও দৃষ্ট হয় না এবং সঙ্গতও হয় না। যদি বল, [একমাত্র রেখাই বর্ণ-বোধের উপায় নহে—] রেখাতে যে বর্ণবুদ্ধি, তাহাই প্রকৃত বর্ণের বোধ জন্মায়? ভাল, এ রূপ হইলে, বর্ণবুদ্ধি যখন সত্য, তখন আর অসত্য হইতে সত্য বুদ্ধি হয়, বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু, [প্রকৃত বর্ণ ও রেখায় যে বর্ণবুদ্ধি, এই] উভয়ের মধ্যে যখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন উপায় (সাধন) ও উপেয় (ফল), উভয়ের ঐক্য বা অভেদও হইতে পারে? অর্থাৎ একই বস্তু সাধন ও ফল হইতে পারে? বিশেষতঃ, রেখা যদি প্রকৃতপক্ষে

রেখায়ামবিদ্যমান-সর্ব্ববর্ণাত্মকত্বস্য সুলভত্বাদেক-রেখাদর্শনাৎ সর্ব্ববর্ণ-প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ॥

অথ পিণ্ডবিশেষে দেবদত্তাদিশব্দসঙ্কেতবৎ চক্ষুর্গ্রাহ্য-রেখাবিশেষে শ্রোত্র-গ্রাহ্যবর্ণবিশেষসঙ্কেতবশাদ্ রেখাবিশেষো বর্ণবিশেষবুদ্ধিহেতুরিতি। হন্ত তর্হি সত্যাদেব সত্যপ্রতিপত্তিঃ, রেখায়াঃ সঙ্কেতস্য চ সত্যত্বাৎ। রেখা-গবয়াদপি সত্যগবয়বুদ্ধিঃ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ; সাদৃশ্যঞ্চ সত্যমেব ॥

ন চৈকরূপস্য শব্দস্য নাদবিশেষেণার্থবিশেষভেদবুদ্ধিহেতুত্বেঽপ্যসত্যাৎ সত্যপ্রতিপত্তিঃ, (*) নানা-নাদাভিব্যক্তস্যৈকস্যৈব শব্দস্য তত্তন্নাদাভিব্যঙ্গ্য-স্বরূপেণার্থবিশেষৈঃ সহ (†) সম্বন্ধগ্রহণবশাদর্থভেদবুদ্ধ্যুৎপত্তিহেতুত্বাৎ। শব্দ-

---

বর্ণাত্মক না হইয়াও সত্য বর্ণস্বরূপে [বর্ণ বোধের] উপায় হইতে পারে, তাহা হইলে প্রত্যেক রেখাতেই অবিদ্যমান সমস্ত বর্ণাত্মকতা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে, সুতরাং যে কোন এক রেখা দর্শনেই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি হইতে পারে ?

আর যদি বল, 'দেবদত্ত' প্রভৃতি শব্দের যেরূপ ব্যক্তিবিশেষে সংকেত করা হয়, শ্রোত্র-গ্রাহ্য বর্ণ-বিশেষেরও সেইরূপ চক্ষুর্গ্রাহ্য (দৃশ্য) রেখাবিশেষে সংকেত আছে, (‡) তজ্জন্যই বিশেষ বিশেষ রেখা বিশেষ বিশেষ বর্ণের জ্ঞান সমুৎপাদন করে, [সমস্ত রেখাই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি জন্মায় না]। বেশ কথা, তাহা হইলে রেখা ও বর্ণ, উভয়ই যখন সত্য, তখন ত সত্য হইতেই সত্যের উৎপত্তি [স্বীকৃত] হইল ? (অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হইল কৈ ?)। আর রেখাময় (চিত্রিত) গবয় হইতেও যে, সত্য গবয়ের (গোর মত প্রাণীর) প্রতীতি হয়, তাহারও কারণ সাদৃশ্য ; সেই সাদৃশ্য ত সত্যই বটে।

বিশেষতঃ, একইরূপ শব্দ উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্ন অর্থগত ভেদ-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে ; এই কারণে যে, অসত্য হইতে সত্য-বুদ্ধি হইল, তাহা নহে ; কারণ, একই শব্দ নানাবিধ ধ্বনি বা উচ্চারণ অনুসারে অভিব্যক্ত বা উচ্চারিত হইয়া সেই অভিব্যঙ্গ্য-রূপে—অর্থাৎ সেই উচ্চারণের প্রভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সহিত সম্বন্ধ লাভ করে, এবং তদনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা বিষয়ের প্রতীতি সমুৎপাদন করে। [সুতরাং

(*) সত্যবুদ্ধিপ্রতিপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ)।

(†) অর্থবিশেষেণ সম্বন্ধগ্রহণেতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধনে ক্ষমতা বা শক্তি, তাহার নাম 'সংকেত'। এই সংকেত দুই প্রকার (১) আজানিক, (২) আধুনিক। "আজানিকশ্চাধুনিকঃ সংকেতো দ্বিবিধো মতঃ।" মধ্যে, অনাদি কালপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরদত্ত সংকেত আজানিক, যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি নাম। আর অধুনাতন লোক প্রদত্ত সংকেত আধুনিক নামে অভিহিত, যেমন রাম, শ্যাম প্রভৃতি পুত্রাদির নাম।

স্যৈকরূপত্বমপি ন সাধীয়ঃ, গকারাদের্ব্বোধকস্যৈব শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বেন শব্দত্বাৎ। অতোঽসত্যাচ্ছাস্ত্রাৎ সত্যব্রহ্মবিষয়প্রতিপত্তির্দুরুপপাদা ॥৭৭॥

ননু, ন শাস্ত্রস্য গগন-কুসুমবদসত্যত্বম্; প্রাগদ্বৈতজ্ঞানাৎ সদ্বুদ্ধিবোধ্যত্বাৎ। উৎপন্নে তত্ত্বজ্ঞানে হ্যসত্যত্বং শাস্ত্রস্য, ন তদা শাস্ত্রং নিরস্তনিখিলভেদ-চিন্মাত্রব্রহ্মজ্ঞানোপায়ঃ। যদোপায়স্তদাঽস্ত্যেব শাস্ত্রম্, অস্তীতি বুদ্ধেঃ। নৈবম্; অসতি শাস্ত্রে অস্তি শাস্ত্রমিতি বুদ্ধের্মিথ্যাত্বাৎ। ততঃ কিম্? ইদং ততঃ—মিথ্যাভূত-শাস্ত্রজন্যজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়স্যাপি

অসত্য হইতে সত্যোৎপত্তি সিদ্ধ হইল না।] বিশেষতঃ, অর্থবোধক 'গ' প্রভৃতি বর্ণ সকল যখন শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াই শব্দ-সংজ্ঞা লাভ করে, তখন বিভিন্ন বর্ণময় শব্দের একরূপতাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না (*) ॥ ৭৭ ॥

৭৮। প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈত-জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে শাস্ত্র যখন 'সৎ' বা সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়, তখন সেই শাস্ত্র ত গগনকুসুমের ন্যায় অসত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না? তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই শাস্ত্রের অসত্যতা হয়, সে সময় শাস্ত্রত সর্ব্ববিধ ভেদবিরহিত চিন্ময় ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সাধন বা সহায়ও হয় না। [পরন্তু] যে সময় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়, সে সময় শাস্ত্র সত্যই বটে, যে হেতু তখন পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব বা সত্তা ব্যাহত হয় না। না—এ রূপ বলা যায় না; কারণ, [প্রকৃত পক্ষে] শাস্ত্র যদি অসৎ বা মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে 'শাস্ত্র সৎ' এইরূপে যে, শাস্ত্রের উপর সত্যতা-বুদ্ধি জন্মে, তাহাও মিথ্যাই হইবে? ভাল, তাহাতে কি ফল হইল? [উত্তর] তাহাতে এই হইল যে, শাস্ত্র যখন মিথ্যা,

---

(*) তাৎপর্য্য,—এই আপত্তি ও পরিহার স্ফোটবাদ অবলম্বনে বিহিত হইয়াছে। পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিকগণ স্ফোটবাদী। তাহাদের মতে, কণ্ঠ-তালুপ্রভৃতির সংযোগে উচ্চারিত বর্ণময় শব্দ অর্থ-বোধক হয় না ও হইতে পারে না; কারণ বর্ণমাত্রই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, পরস্পর সম্মিলিতভাবে শব্দরূপ ধারণ করিতে পারে না; সুতরাং বর্ণময় শব্দ হইতে অর্থ-প্রতিপত্তি হইতেই পারে না; পরন্তু, ক, খ প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণে যে স্বতন্ত্র একটী শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম 'স্ফোট'। স্ফুট্যতে=বর্ণৈঃ ব্যজ্যতে ইতি স্ফোটঃ।" ইহা অখণ্ড, একরূপ, নিত্য ও বর্ণাতিরিক্ত, এবং এই স্ফোটময় শব্দই একমাত্র অর্থ-বোধক, বর্ণময় শব্দ নহে।

বিশেষ কথা এই যে,—স্ফোট স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও তদভিব্যঞ্জক বর্ণ সকল কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগভেদে বিভিন্নাকারে উচ্চারিত হওয়ায় তদভিব্যক্ত স্ফোট শব্দেও সেই ভেদ আরোপিত হয়, এবং সেই আরোপিত ভেদানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতীতি জন্মে। সুতরাং এ মতে আরোপিত —অসত্য স্ফোটভেদ হইতে সত্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এ কথা হইতেই পারে না। কারণ কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগে যেমন সত্যসত্যই বর্ণের উচ্চারণভেদ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ বর্ণ দ্বারা যে বিভিন্নাকারে স্ফোটাভিব্যক্তি হয়, তাহাও নিশ্চয়ই সত্য—মিথ্যা হইবে কেন? অধিকন্তু, অর্থবোধের জন্য যে একইরূপ স্ফোট শব্দ স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই, বরং শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বর্ণময় শব্দের শব্দত্ব প্রসিদ্ধ থাকায় স্ফোট-শব্দের জনাই অপ্রসিদ্ধি-দোষে উপেক্ষণীয়।

ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বম্; যথা, ধূমবুদ্ধ্যা গৃহীতবাষ্পজন্যাগ্নিজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়স্যাগ্নেরপি মিথ্যাত্বম্ ॥

পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং চাসিদ্ধং, শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বাক্যেন তস্যাপি বাধদর্শনাৎ। তত্তু ভ্রান্তিমূলমিতি চেৎ; এতদপি ভ্রান্তিমূলমিতি ত্বয়ৈবোক্তম্। পাশ্চাত্য-(*) বাধাদর্শনন্তু তস্যৈবেত্যলমপ্রতিষ্ঠিতকুতর্কপরিহসনেন ॥৭৮॥

তখন শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানও মিথ্যা, সুতরাং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। ইহার উদাহরণ এই যে, কেহ যদি ভ্রমক্রমে জলীয় বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া তাহা দ্বারাই (ধূম-সহচর) অগ্নির অনুমান করে, তাহা হইলে উপায়ীভূত ধূম ও ধূমজ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন যেমন তৎসাধিত অগ্নিরও অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, [তেমনি শাস্ত্র ও তজ্জনিত জ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন তদ্বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও অসত্যতা সিদ্ধ হইবে]।

আর যে, পরবর্ত্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে সত্য বলা হইয়াছে, সে কথাও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে; কারণ, 'শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য।' এই বাক্য দ্বারাই ত তাহারও বাধা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যদি বল, এই কথা ভ্রান্তিমূলক (সত্য নহে)। [বেশ কথা,] তুমিও ত শাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছ, (সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি আছে ?) অধিকন্তু, শূন্যবাদীর বাক্যেরই পরবর্ত্তী কোন প্রমাণে বাধা পরিলক্ষিত হয় না। [অতএব তাহার বাক্যেরই প্রামাণ্য হওয়া উচিত]। (†) যাউক, আর অব্যবস্থিত কুতর্কের পরিহাসে প্রয়োজন নাই ॥ ৭৮ ॥

(*) পশ্চাদ্বাধেতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—ইতঃপূর্ব্বে শাঙ্করমতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবোধক বেদের যখন পরবর্ত্তী কোন প্রমাণে বাধা ঘটে না, তখন উহার প্রামাণ্যও ব্যাহত হইতে পারে না। রামানুজ বলিতেছেন যে, ও কথাটা ঠিক হইল না, কারণ, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণই ত তোমার ব্রহ্মকে স্থান দেয় না। তাহারা বলে, "শূন্যং তত্ত্বং, ভাবো বিনশ্যতি, বস্তুধর্ম্মত্বাদ্ বিনাশস্য।" (সাংখ্যদর্শন, ১।৪৪)। অর্থাৎ বিনাশ যখন বস্তুমাত্রেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব, তখন ভাব অর্থাৎ সত্তাবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব, শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য পদার্থ। আর শঙ্কর যখন জগৎপ্রপঞ্চকেও মিথ্যা বলেন, তখন 'সর্ব্বং অস্তি' অর্থাৎ 'সমস্তই সৎ—শূন্য নহে' বলিয়া শূন্য বাদের বাধা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং শূন্যবাদীর কথায় বাধিত হওয়ায় ব্রহ্মবাদই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, দোষমূলত্বনিবন্ধন বেদের অপ্রামাণ্য উভয়ের (অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদীর) পক্ষে সমান হইলেও অবাধিতত্ব বশতঃ শূন্যবাদীর পক্ষই গ্রহণীয় হইতে পারে। তাই বলিয়াছেন যে,—

"বেদোঽনৃতো বুদ্ধকৃতাগমোঽনৃতঃ প্রামাণ্যমেতস্য চ তস্য চানৃতম্।
বোদ্ধানৃতো বুদ্ধি-ফলে তথানৃতে যূয়ং চ বৌদ্ধাশ্চ সমানসংসদঃ ॥"

অর্থাৎ বেদ অসত্য, বুদ্ধকৃত শাস্ত্রও অসত্য, এবং এতদুভয়ের প্রামাণ্যও অসত্য; বোদ্ধা মিথ্যা এবং তাহার বুদ্ধি ও বোধ-ফল মিথ্যা। সুতরাং অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ, উভয়ই তুল্যকক্ষ।

যদুক্তম্, বেদান্তবাক্যানি নির্ব্বিশেষজ্ঞানৈকরস-বস্তুমাত্রপ্রতিপাদনপরাণি, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যেবমাদীনীতি। তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপাদনমুখেন সচ্ছব্দবাচ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং, জগন্নিমিত্তত্বং, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিযোগঃ, সত্যসংকল্পত্বং, সর্ব্বান্তরত্বং,(*) সর্ব্বাধারতা, সর্ব্বনিয়মনমিত্যাদ্যনেক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং কৃৎস্নস্য জগতস্তদাত্মকতাঞ্চ প্রতিপাদ্য, এবম্ভূতব্রহ্মাত্মকঃ 'ত্বম্ অসি' ইতি শ্বেতকেতুং প্রত্যুপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণস্য। প্রপঞ্চিতশ্চায়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে (†)। অত্রাপ্যারম্ভণাধিকরণে [ব্রহ্মসূ০, ২।১।১৪] নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ॥

"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" [মুণ্ড০, ১। ১। ৫] ইত্যত্রাপি প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিসিধ্য, নিত্যত্ব-বিভুত্ব-সূক্ষ্মত্ব-সর্ব্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূতযোনিত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণগণযোগঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতঃ॥

৭৯। আর যে, "সদেব সোম্য! ইদমগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি বাক্য সমূহকে একমাত্র নির্ব্বিশেষ, জ্ঞানৈকরস (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) বস্তু-বোধক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। কারণ, প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তৎ-প্রতিপাদনের উদ্দেশে সৎ-পদ-বাচ্য পর ব্রহ্মের জগদুপাদানতা, (জগতের উপাদান কারণত্ব.) নিমিত্ত কারণতা, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, সত্যসংকল্পতা, (যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারা,) সর্ব্বান্তর্যামিতা, সর্ব্বাশ্রয়তা ও সর্ব্বসংযমন প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণময় গুণ এবং সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়া ['হে শ্বেতকেতু!] পূর্ব্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম ও তুমি এক—অভিন্ন'; শ্বেতকেতুকে এই তত্ত্বোপদেশ দিবার নিমিত্ত এই প্রকরণটী আরব্ধ হইয়াছে। বেদার্থ-সংগ্রহ গ্রন্থে এ বিষয়টী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এখানেও আরম্ভণাধিকরণে (২য় অধ্যায়। ১ পাদ, ১৪ সূত্রে) উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিব।

'অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।' এই মুণ্ডক শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রকৃতিসম্ভূত হেয় গুণগণের নিষেধ পূর্ব্বক নিত্যত্ব, বিভুত্ব, সূক্ষ্মত্ব (দুর্জ্ঞেয়ত্ব,) সর্ব্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব, (নির্ব্বিকারত্ব,) সর্ব্বভূত-কারণত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি শুভ গুণসমূহেরই সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(*) সর্ব্বান্তরাত্মত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) বেদান্তসংগ্রহে' ইতি (গ) পাঠঃ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০, ২।১।১] ইত্যত্রাপি সামানাধিকরণ্য-স্যানেকবিশেষণ-বিশিষ্টৈকার্থাভিধান-ব্যুৎপত্ত্যা ন নির্ব্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ। প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকার্থবৃত্তিত্বং সামানাধিকরণ্যম্। তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদ-মুখ্যার্থৈর্গুণৈস্তত্তদ্গুণবিরোধ্যাকার-প্রত্যনীকাকারৈর্ব্বা একস্মিন্নেবার্থে পদানাং প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ, একস্মিন্ পক্ষে পদানাং মুখ্যার্থতা, অপরস্মিংশ্চ তেষাং লক্ষণা। ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যনীকতা বস্তুস্বরূপমেব, একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তর-প্রয়োগ-বৈয়র্থ্যাৎ। তথা সতি, সামানাধিকরণ্যাসিদ্ধিশ্চ, একস্মিন্ বস্তুনি বর্ত্ত-মানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়ণাৎ। ন চৈকস্যৈবার্থস্য বিশেষণ-ভেদেন বিশিষ্টতাভেদাদনেকার্থত্বং পদানাং সামানাধিকরণ্যবিরোধি, এক-স্যৈব বস্তুনোঽনেকবিশেষণবিশিষ্টতা-প্রতিপাদনপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য।

'ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত।' এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সহিত সত্যাদি পদের সামানাধিকরণ্য (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) থাকায় ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, অনেক গুণযুক্ত এক বস্তু প্রতিপাদন করাই সামানাধিকরণ্যের নিয়ম, (শুধু একটী বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করা নহে)। বিভিন্নার্থে প্রযোজ্য শব্দের যে একার্থ-পরত্ব, তাহারই নাম 'সামানাধিকরণ্য'। সুতরাং সত্য-জ্ঞানাদি শব্দের যাহা মুখ্য অর্থ, তাহা সত্যত্বাদি গুণরূপেই হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী গুণের প্রতিরোধক রূপেই হউক, কোন একটীমাত্র অর্থ বুঝাইতে হইলেই সেই সকল পদের প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত থাকা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, [নচেৎ বিভিন্নার্থক পদগুলি অপর এক অর্থের অনুগামী হইবে কেন ?] তবে এইমাত্র বিশেষ যে, এক পক্ষে (সত্যত্বাদিগুণ পক্ষে) পদগুলির মুখ্য অর্থ রক্ষা পায় ; আর, অপর পক্ষে (দ্বিতীয় পক্ষে) লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এ কথাও বলা যায় না যে, সত্য-জ্ঞানাদি পদে যে অজ্ঞানাদির বিরোধিতা অর্থ বুঝায়, তাহাও সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপ,—অতিরিক্ত নহে। তাহা হইলে এক পদের দ্বারাই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারে, তখন অপর পদগুলির প্রয়োগে কোনই আবশ্যক থাকে না, সেই পদগুলির প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে, একই বস্তু-প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত স্বীকার না করায় এই পদগুলির সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না। [কারণ, সামানাধিকরণ্যে নিমিত্ত-ভেদ থাকা আবশ্যক]। বিশেষণের ভেদ অনুসারে একই বস্তুর গুণগত কিঞ্চিৎ ভেদ হইয়া থাকে। পদের ঐরূপ ভেদ বা অনেকার্থত্ব যে, সামানাধিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও বলিতে পার না। কারণ, একই বস্তুর অনেক বিশেষণ-যোগে তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশেই সামানাধিকরণ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে। যে সকল শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রয়োগের

ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যমিতি হি শাব্দিকাঃ ॥ ৭৯ ॥

যত্তুক্তম্, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যত্র (*) 'অদ্বিতীয়পদং' গুণতোঽপি সদ্বিতীয়তাং (†) ন সহতে; অতঃ সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েন কারণবাক্যানামদ্বিতীয়বস্তুপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্। কারণতয়োপলক্ষিতস্য তস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি। অতো হি লিলক্ষয়িষিতং ব্রহ্ম নির্গুণমেব; অন্যথা 'নির্গুণং নিরঞ্জনম্' ইত্যাদিভির্বিরোধ-

---

নিমিত্ত এক নহে, সেই সকল শব্দের যে, কোন একটী মাত্র অর্থে প্রয়োগ, শব্দবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'সামানাধিকরণ্য' বলিয়া থাকেন (‡) ॥

৮০। [শাঙ্করমতে] আরো যে উক্ত হইয়াছে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতিস্থিত 'অদ্বিতীয়'-পদটী কোন গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা বা ভেদ সহ্য করে না,—অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাহার গুণ-নিচয় পরস্পর অভিন্ন; এ রূপ বলিলেই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য রক্ষা পায়। অতএব, যে সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্বশাখাপ্রত্যয় নিয়মানুসারে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই সেই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণরূপে উল্লিখিত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইল যে, 'তিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপী'। সুতরাং এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ ভিন্ন সগুণ হইতে পারেন না; নচেৎ ['ব্রহ্ম] নির্গুণ ও নিরঞ্জন,' ইত্যাদি নির্গুণত্ব-বোধক শ্রুতির

(*) অত্রাপ্যদ্বিতীয়' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সজাতীয়তাম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—এই বিচারটী শব্দ শাস্ত্র লইয়া; সুতরাং তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা না বলিলে বিষয়টী বুঝান অসম্ভব। দুই বা তদধিক পদ যখন একই বিভক্তিযোগে বিশেষণও বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, শব্দ শাস্ত্রানুসারে তাহাকে 'সামানাধিকরণ্য' বলা হয়। সামানাধিকরণ্যের একটী বিশেষ নিয়ম এই যে, পদগুলি মিলিতভাবে বিশেষ্যরূপ একই অর্থের অনুগামী হইলেও উহাদের প্রত্যেকেরই অর্থগত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য থাকা আবশ্যক হয়; এই বৈশিষ্ট্যকেই 'প্রবৃত্তি-নিমিত্ত' বলা হয়। যেমন, নীল পদের নীলত্ব, প্রিয়-পদের প্রিয়ত্ব, গো পদের গোত্ব প্রভৃতি। যেখানে ঐরূপ প্রবৃত্তি নিমিত্তের ভেদ নাই, সেখানে 'সামানাধিকরণ্য' হয় না; যেমন দুইটী গো-পদ। সেখানে উভয় গো-পদেরই প্রবৃত্তি-নিমিত্ত—গোত্ব ধর্ম্ম এক—অভিন্ন, সুতরাং সামানাধিকরণ্য হয় না। এই হইল সামানধিকরণ্য সম্বন্ধে সাধারণ কথা। এখন প্রকৃত স্থলে ইহার আলোচনা করা যাউক, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" এই স্থলে 'ব্রহ্ম' পদটী বিশেষ্য, এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' পদ তাহারই বিশেষণরূপে সামানাধিকরণ্যাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব ধর্ম্মগুলিকেই ঐসকল পদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি-নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ 'সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব' ধর্ম্মগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একই ব্রহ্মে আশ্রিত আছে, সুতরাং ব্রহ্ম অনেক ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেন। তাহার ফলে অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধ হইল না। আর যদি সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব ধর্ম্মকে একই বলা যায়, তাহা হইলেও প্রবৃত্তি-নিমিত্তের ভেদ না থাকায় সামানাধিকরণ্যও হইতে পারে না, পক্ষান্তরে, সমস্ত পদগুলির অর্থ ভেদ না থাকায় পুনরুক্তি দোষও উপস্থিত হয়।

শ্চেতি। তদনুপপন্নম্, (*) জগদুপাদানস্য ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তাধিষ্ঠাত্রন্তর-নিবারণেন বিচিত্রশক্তিযোগ-প্রতিপাদনপরত্বাদদ্বিতীয়পদস্য। তথৈব বিচিত্রশক্তিযোগমেবাবগময়তি,—"তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয়" ইতি, "তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি ॥

অবিশেষেণ 'অদ্বিতীয়ম্' ইত্যুক্তে নিমিত্তান্তরমাত্রনিষেধঃ কথং জ্ঞায়তে ? ইতি চেৎ; সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণ উপাদানকারণত্বং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেক-মেব" ইতি প্রতিপাদিতম্। কার্য্যোৎপত্তিস্বাভাব্যেন বুদ্ধিস্থং নিমিত্তান্তরম্, ইতি তদেব 'অদ্বিতীয়'-পদেন নিষিধ্যত ইত্যবগম্যতে। সর্ব্বনিষেধে হি স্বাভ্যুপগতাঃ সিষাধয়িষিতা নিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ। সর্ব্বশাখা-

---

সহিত পূর্ব্ব শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। না—এ কথাও সঙ্গত হয় না : কেন না, অদ্বিতীয়ত্ব-বোধক শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্মের এমনই বিচিত্র শক্তি আছে যে, তাঁহার কার্য্যে অন্য কোন পরিচালক বা সহায়ের অপেক্ষা নাই। 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন -[আমি] বহু হইব—জন্মিব। তিনি তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন', ইত্যাদি শ্রুতিও ব্রহ্মে ঐরূপ বিচিত্র শক্তির সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছে।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সাধারণভাবে 'অদ্বিতীয়' বলিলেই যে, নিমিত্তান্তরের নিষেধ—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বকার্য্য করিতে অন্য কোন সহায়ের অপেক্ষা করেন না, বুঝিতে পারা যায় কিরূপে? [এ কথার উত্তর এই যে,] 'হে সোম্য এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ ব্রহ্মরূপেই ছিল।' এই শ্রুতি প্রথমতঃ জগৎ-সর্জ্জনেচ্ছু ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পরেই শঙ্কা হইয়াছিল যে, কার্য্য মাত্রেরই যখন উপাদানাতিরিক্ত—নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়, তখন এই জগৎ-নির্ম্মাণকার্য্যেও ব্রহ্মভিন্ন কারণান্তর থাকা সম্ভব; 'অদ্বিতীয়' পদের দ্বারা লোক বুদ্ধিস্থ সেই শঙ্কাই যে,নিবারিত হইয়াছে; ইহা বেশ বুঝাযায়। 'অদ্বিতীয়'পদে সর্ব্বধর্ম্মের প্রতিষেধ স্বীকার করিলে [তোমার মতেও ব্রহ্মেতে] নিত্যত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম প্রতিপাদন করা আবশ্যক, ফলে-ফলে সেই সকল ধর্ম্মও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে? আর 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়' নিয়মটীও এ স্থলে তোমারই পক্ষে বিপরীত (অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ) ফল প্রদান করিতেছে। (†) কারণ, অপরাপর

(*) তদনুপযুক্তম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—স্থলবিশেষে যদি কোন শব্দের অর্থ কিংবা তাৎপর্য্য লইয়া সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা কাহারো সম্বন্ধে যতগুলি গুণ বা ধর্ম্মের উল্লেখ থাকা আবশ্যক, তাহার সকলগুলির উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে অপরাপর বেদ-শাখায় সেই শব্দের যেরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়াছে এবং যাহার সম্বন্ধে যতগুলি গুণের নির্দ্দেশ আছে; সন্দিগ্ধস্থলেও সেই শব্দের সেইরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় এবং অনুক্ত গুণগণেরও উপসংহার করিয়া লইতে হয়। ইহাই 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়ের' স্থূল অর্থ।

শঙ্করমতে বলা হইয়াছে যে,—অন্যান্য বেদশাখায় যখন ব্রহ্ম নিগুর্ণ ও নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে নির্ব্বিশেষভাবে

প্রত্যয়ন্যায়শ্চাত্র ভবতো বিপরীতফলঃ, সর্ব্বশাখাসু কারণান্বয়িনাং সর্ব্বজ্ঞত্বাদীনাং গুণানামত্রোপসংহারহেতুত্বাৎ। অতঃ কারণ-বাক্যস্বভাবাদপি, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনেন সবিশেষমেব প্রতিপাদ্যত ইতি বিজ্ঞায়তে॥ ৮০॥

ন চ নির্গুণবাক্যবিরোধঃ, প্রাকৃত-হেয়গুণবিষয়ত্বাত্তেষাং—"নির্গুণং" "নিরঞ্জনং" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদীনাম্। জ্ঞানমাত্রস্বরূপবাদিন্যোঽপি শ্রুতয়ো ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিদধতি; ন তাবতা (*) নির্ব্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, জ্ঞাতুরেব জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ। জ্ঞানস্বরূপস্যৈব তস্য জ্ঞানাশ্রয়ত্বং মণি-দ্যুমণি-প্রদীপাদিবদ্ যুক্তমেবেত্যুক্তম্॥

বেদ-শাখায় জগৎকারণের সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ নিয়ত সম্বন্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, এ স্থলে উক্ত না থাকিলেও সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়' নিয়মের বলেই জগৎ-কারণে সেই সকল গুণের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে হইবে। অতএব, কারণ-বোধক বাক্যের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মানুসারেও (যে যে বাক্যে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তাহার সর্ব্বত্রই সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব প্রভৃতি ব্রহ্ম-গুণেরও উল্লেখ আছে; ঐ রূপ গুণ নির্দ্দেশ করাই ঐ সকল বাক্যের স্বভাব; তদনুসারেও) জানাযায় যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", এই বাক্যে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, (নির্গুণ নহে)॥ ৮০॥

৮১। অপি চ, [ঐরূপ বলিলে] ব্রহ্মের নির্গুণত্ব-বোধক বাক্যনিচয়ের সহিত যে, কোন বিরোধ ঘটে, তাহাও নহে; কারণ [তিনি] 'নির্গুণ' 'নিরঞ্জন' (দোষসম্পর্ক-রহিত,) 'নিষ্কল (অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয় (ক্রিয়াহীন) ও শান্ত' ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহার তুচ্ছ, প্রাকৃত গুণসমূহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, [গুণমাত্র নহে]। আর যে সকল শ্রুতিতে কেবলই জ্ঞানস্বরূপের কথা আছে, [বুঝিতে হইবে,] সেই সকল শ্রুতি, ব্রহ্মের কেবল জ্ঞানময় স্বরূপটাই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু, তা' বলিয়া নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম-তত্ত্ব, তাহা নহে। কেন না, [সবিশেষ] জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপ বলিতে হইবে, [সুতরাং তাহার নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না]। আর, মণি, দ্যুমণি (সূর্য্য) ও দীপাদি পদার্থ সকল যেরূপ প্রকাশময় হইয়াও প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন। যুক্তিসিদ্ধ এই কথা ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

বর্ণিত হইয়াছেন, তখন, "সত্যং, জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" শ্রুতিতেও তাহার নির্ব্বিশেষ ভাবই গ্রহণ করিতে হইবে। ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ঐরূপ হইতে পারে না; কারণ 'সর্ব্বশাখাপ্রত্যয় ন্যায়'টী তোমার অনুকূল না হইয়া বিপরীত সিদ্ধান্তেরই সহায়তা করিতেছে। কেন না, যে যে স্থানে কারণ-বোধক বাক্য আছে, সেই সকল স্থানেই ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্ত প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ইহাই কারণ-বাক্যের স্বভাব। সুতরাং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই স্থলেও সেই 'সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়' নিয়মানুসারেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বই বুঝিয়া লইতে হইবে; নচেৎ কারণ-বোধক অন্যান্য শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত হয়।

(*) ন তাবৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

জ্ঞাতৃত্বমেব হি সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি,—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ", [মুণ্ড০, ১।১।৯]। "তদৈক্ষত", "সেয়ং দেবতৈক্ষত", [ছান্দো০, ৬।৩।২]। "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি," [ঐত০, ১।১]। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্," [কঠ০, ২।৫।১৩]। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশৌ," [শ্বেতাশ্ব০, ১।৯]।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥"

[শ্বেতাশ্ব০, ৬।৭]

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ॥"

[শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]

"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", (ছান্দো০, ৮।১।৫) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো জ্ঞাতৃত্বপ্রমুখান্ কল্যাণগুণান্ জ্ঞানস্বরূপস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকান্ বদন্তি; সমস্তহেয়গুণ-বিরহিততাঞ্চ ॥ ৮১ ॥

নিম্নোদ্ধৃত সমস্ত শ্রুতি বাক্যও তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মই প্রকাশ করিতেছে। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ; অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষাকারে সমস্ত জানেন।' 'তিনি (ব্রহ্ম) ঈক্ষা—আলোচনা করিয়াছিলেন।' 'সেই এই দেবতা (প্রকাশমান ব্রহ্ম) আলোচনা করিয়াছিলেন।' 'লোকসমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।' 'যিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন (চৈতন্যপ্রদ) এবং বহুর মধ্যে একরূপে থাকিয়া জীবের কামনা সম্পাদন করিয়া থাকেন।' 'উভয়েই অজ (জন্ম রহিত), [কিন্তু] একটী জ্ঞ—জ্ঞাতা, অপরটী অজ্ঞ—জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম-রহিত, এবং একটী ঈশ্বর, অন্যটী অনীশ্বর (ঐশ্বর্য্যশূন্য)।' 'ঈশ্বরেরও সর্ব্বাতিশায়ী মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরম দেবতাস্বরূপ, পতিরও পতি (পালকেরও পালক) এবং পরমেরও পরম, সেই ভুবনেশ্বর স্তবনীয় দেবকে আরাধনা করি।' 'তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কিছু দৃষ্ট হয় না। তাঁহার অনেক প্রকার মহাশক্তি এবং স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া পরিশ্রুত হয়।' 'এই আত্মা পাপবিরহিত, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-শূন্য এবং তাঁহার কামনা ও চিন্তা উভয়ই সত্য।' ইত্যাদি শ্রুতি

নির্গুণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাঞ্চ বিষয়ম্ "অপহতপাপ্মেত্যাদ্যপিপাস" ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতিরেব বিবিনক্তীতি সগুণনির্গুণবাক্যয়োর্বিরোধাভাবাদন্যতরস্য মিথ্যাবিষয়তাশ্রয়ণমপি নাশঙ্কনীয়ম্। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে", [তৈত্তি০, আনন্দ ; ৮।১] ইত্যাদিনা ব্রহ্মগুণানারভ্য, "তে যে শতম্" ইত্যনুক্রমেণ ক্ষেত্রজ্ঞানন্দাতিশয়মুক্ত্বা "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্", [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯।১] ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণানন্ত্যমত্যাদরেণ বদতীয়ং শ্রুতিঃ।

সমূহ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণগণের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও নিকৃষ্ট গুণ-নিবহের অভাব নির্দ্দেশ করিতেছেন। (*) ॥ ৮১ ॥

৮২। স্বয়ং শ্রুতিই যখন 'অপহতপাপ্মা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অপিপাস' পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের হেয়গুণ রাশির প্রত্যাখ্যান করিয়া 'সত্যকাম, সত্যসংকল্প' বাক্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মেরই কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিতেছেন। [তখন বুঝিতে হইবে যে,] স্বয়ং শ্রুতিই সগুণ ও নির্গুণবোধক বাক্য সকলের বিষয় বা অধিকার বিভিন্ন করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ 'নির্গুণ-বাক্যে হেয়-গুণ সমূহের নিষেধ, আর সগুণ বাক্যে লোকহিতকর উৎকৃষ্ট গুণ নিবহের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, সগুণ ও নির্গুণবোধক বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ই যখন এক নহে,—ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধই আসিতে পারে না; বিরোধ না থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যেরই প্রতিপাদ্য বিষয়ে মিথ্যাত্ব-শঙ্কাও করা যাইতে পারে না। তৈত্তিরীয়োপনিষদে—'ইহাঁর ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে,' ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মের গুণসমূহ সমুল্লেখ করিয়া—'সেই যে শতগুণ আনন্দ', ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবের সমধিক আনন্দের কথা বলিয়া—অবশেষে 'বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,' অর্থাৎ বাক্যে যাহা ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ভাবনা করা যায় না; 'ব্রহ্মের সেই আনন্দাভিজ্ঞ ব্যক্তি [কাহারো নিকট ভীত হন না]'; ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিই অতি যত্ন সহকারে ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণের কথা বলিয়াছেন॥

(*) তাৎপর্য্য, জ্ঞানস্য সর্ব্ববিষয়ত্বং, তস্য চ সমষ্টি-ব্যষ্টিসৃষ্টিসমুপযোগিত্বং আত্মসম্বন্ধিত্বং চ দর্শয়তি "তদৈক্ষত" ইত্যাদিত্রয়েণ। "নিত্যো নিত্যানাং" ইত্যত্র চেতনবহুত্বমুক্তং কামপ্রদত্বঞ্চ। "জ্ঞাজ্ঞৌ" ইত্যত্র জ্ঞাতৃত্বমীশ্বরত্বঞ্চোক্তম্। "তমীশ্বরাণাং" ইত্যত্র ঈশ্বরত্ব-দেবতাত্ব-পতিত্বানি উক্তানি। ঈশ্বরত্বঞ্চ নিয়ন্তৃত্বম্; নিয়াম্য-বিষয়কজ্ঞানবতএব নিয়ন্তৃত্বাৎ, নিয়মনস্য জ্ঞানবিশেষরূপত্বাৎ নিয়ন্তৃত্বেন জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধিঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা।

অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরত্ব অর্থ নিয়ন্তৃত্ব, যাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে সেই বিষয়ে নিয়মনও করিতে পারে না, এবং নিয়মন অর্থও জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্ত্তা না হইলে আর ঈশ্বর নিয়ন্তা হইতে পারেন না, সুতরাং 'ঈশ্বর' বলায়ই তাঁহার জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মও সিদ্ধ হইতেছে॥

সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।২] ইতি ব্রহ্মবেদন-ফলমবগময়দ্বাক্যং পরস্য বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণানন্ত্যং ব্রবীতি। বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্ব্বান্ কামান্ অশ্নুতে, কাম্যন্ত ইতি কামাঃ—কল্যাণগুণাঃ, ব্রহ্মণা সহ তদ্গুণান্ সর্ব্বান্ অশ্নুত ইত্যর্থঃ। দহর-বিদ্যায়াম্, "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্, [ছান্দো০, ৮।১।১] ইতিবদ্ গুণ-প্রাধান্যং বক্তুং সহ-শব্দঃ। ফলোপাসনয়োঃ প্রকারৈক্যং, "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি," [ছান্দো০, ৩।১৪।১] ইতি শ্রুত্যৈব সিদ্ধম্।

'সেই ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য ফল ভোগ করেন'। ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল-বোধক এই শ্রুতিবাক্যও পরব্রহ্মের অনন্ত গুণ-সম্বন্ধই জ্ঞাপন করিতেছেন। 'বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বকাম ভোগ করে'; ইহার অর্থ এই যে, 'কাম অর্থ—যাহা কামনা করা যায়, অর্থাৎ অভীষ্ট—কল্যাণময় গুণ সমূহ, উপাসক ব্রহ্মের সহিত তদীয় সেই গুণ সমুদয় ভোগ করেন।' 'তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করিবে।' এই 'দহরবিদ্যা'-প্রকরণে যেরূপ একমাত্র গুণেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ এ স্থলেও গুণের প্রাধান্য সূচনার উদ্দেশেই 'সহ'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর, উপাসনা ও উপাসনার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, 'পুরুষ ইহ কালে যেরূপ সংকল্প বা ভাবনা সম্পন্ন হয়, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পরও (মৃত্যুর পরও) সেইরূপই হইয়া থাকে।' এই শ্রুতি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে (*)॥

(*) তাৎপর্য্য, 'দহর' অর্থ অল্প, হৃৎপদ্মটী পরিমাণে খুব ছোট, এই কারণে শ্রুতিতে তাহাকে 'দহর' বলা হইয়া থাকে। আত্মা স্বভাবতই ঐ হৃৎপদ্ম মধ্যে অবস্থান করেন, তাই উপদেশ দিতেছেন যে, ঐ হৃৎপদ্মের অন্তর্নিহিত যে বস্তু, তাহার অন্বেষণ করিবে, ইত্যাদি। ইহা একটী উপাসনার ক্রম, প্রথমেই 'দহর' শব্দ সন্নিবেশিত থাকায় ইহাকে 'দহরবিদ্যা' বলা হয়।

এখন বিবেচ্য এই যে, উপাসনা অর্থ—কোন সগুণ বস্তু বিষয়ে মানস ব্যাপার, অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা। যাহার গুণ নাই, তাহা উপাস্য হইতে পারে না; এই কারণে উপাসনা কার্য্যে উপাস্য-বস্তুগত গুণেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে, বস্তুর নহে। এই কথায় বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মোপাসনায় যখন 'আনন্দ' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণের সমুল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং উল্লিখিত গুণ-নিচয়ের প্রাধান্য সূচনার জন্যই যখন শ্রুতিতেও 'ব্রহ্মণা সহ' বলিয়া ব্রহ্মের অপ্রাধান্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিশেষ্য ভূত গুণেরই প্রাধান্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা যায় না। অধিকন্তু, যে যেরূপ উপাসনা করিবে, সে লোক সেইরূপই ফল পাইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "পুরুষ ইহ লোকে যেরূপ চিন্তা (উপাসনা) করিয়া থাকে, সে পরলোকেও সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়'। ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, উপসনা ও তাহার ফল একইরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মোপাসক পুরুষও যখন দেহত্যাগের পর আনন্দাদি ব্রহ্মগুণ উপভোগ করেন; ব্রহ্মকে ভোগ করেন না, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাসনায় উপাস্য-গত গুণেরই প্রাধান্য—উপাস্যের নহে, নচেৎ উপাসকের পক্ষে উপাস্য আনন্দাদিগুণ-সম্ভোগ কখনই সম্ভবপর হইত না। অতএব, অনিচ্ছায়ও ব্রহ্মের সগুণত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

"যস্যামতং তস্য মতম্ ; অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্", [কেন০, ২।৩] ইতি ব্রহ্মণো জ্ঞানাবিষয়ত্বমুক্তমিতি চেৎ ; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্," (তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", (মুণ্ড০, ৩।২।৯) ইতি জ্ঞানান্মোক্ষোপদেশো ন স্যাৎ।

অসন্নেব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥" [তৈত্তি০, আন০, ৬।১] ইতি ব্রহ্মবিষয়-জ্ঞানাসদ্ভাব-সদ্ভাবাভ্যামাত্মনাশমাত্মসত্তাঞ্চ বদতি। অতো ব্রহ্মবিষয়-বেদনমেবাপবর্গায় সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বিদধতি। জ্ঞানঞ্চোপাসনাত্মকম্, উপাস্যঞ্চ ব্রহ্ম সগুণমিত্যুক্তম্। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ," ইতি ব্রহ্মণোঽনন্তস্যাপরিমিতগুণস্য (*) বাঙ্মনসয়োরেতাবদিতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্বশ্রবণেন ব্রহ্ম 'এতাবৎ' ইতি ব্রহ্মপরিচ্ছেদজ্ঞানবতাং ব্রহ্মাবিজ্ঞাতমমতমিত্যুক্তম্, অপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ। অন্যথা, "যস্যামতং তস্য মতম্, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্"ইতি ব্রহ্মণো মতত্ব-বিজ্ঞাতত্ববচনং তত্রৈব বিরুধ্যতে॥ ৮২॥

যদি বল, 'যিনি মনে করেন, ব্রহ্ম অমত, অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তিনিই তাঁহাকে [কিঞ্চিৎ] জানেন ; বিশেষরূপে যাহারা জানেন, তাহারাই জানেন যে, তিনি অবিজ্ঞাত।' এই শ্রুতিতে ত ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলা হইয়াছে ? না,—তাহা হইলে 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যায়।' এই শ্রুতিতে যে, জ্ঞান-জনিত মোক্ষের উপদেশ আছে, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, কেহ যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মনে করে, তবে সে নিজেই 'অসৎ' (অস্তিত্বহীন) হইয়া যায়, এবং কেহ যদি ব্রহ্মকে 'সৎ' বলিয়া জানে, তাহা হইলে জ্ঞাতাকেও 'সৎ' বলিয়া জানিবে।' এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে আত্মবিনাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মসদ্ভাব কথিত হইয়াছে। এই কারণেই শ্রুতিসমূহ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানও যে, উপাসনাত্মক এবং সগুণ ব্রহ্মই যে, উপাস্য, তাহাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" শ্রুতিতে জানা যায় যে, বাক্য ও মন অপরিমিত গুণগণ-সম্পন্ন, অনন্ত ব্রহ্মকে 'এতাবৎ'—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম এই পর্য্যন্ত' বা 'এইরূপ' বলিয়া নিরূপণ করিতে পারে না : সুতরাং যাহারা ব্রহ্মকে গুণ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (এতাবৎ) বলিয়া জানে, তাহাদের পক্ষেই ব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত বলা হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্ম স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদ রহিত—অনন্ত। এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে 'তিনি যাহার অমত, বস্তুতঃ তাহারই

(*) অপরিচ্ছিন্নগুণস্য ইতি (ঘ) পাঠঃ।

যত্তু, "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারম্,—ন মতের্মন্তারম্", (বৃহদা০, ৫।৪।২) ইতি শ্রুতির্দৃষ্টের্মতের্ব্যতিরিক্তং দ্রষ্টারং মন্তারং চ প্রতিষেধতীতি ; তদাগন্তুক-চৈতন্যগুণযোগিতয়া জ্ঞাতুরজ্ঞানস্বরূপতাং কুতর্কসিদ্ধাং মত্বা, ন তথাত্মানং পশ্যেঃ, ন মন্বীথাঃ ; অপি তু দ্রষ্টারং মন্তারমপ্যাত্মানং দৃষ্টি-মতিরূপমেব পশ্যেরিত্যভিদধাতীতি পরিহৃতম্। অথবা, দৃষ্টের্দ্রষ্টারং মতের্মন্তারং জীবাত্মানং প্রতিষিধ্য সর্বভূতান্তরাত্মানং পরমাত্মানমেবোপাস্স্বেতি বাক্যার্থঃ ; অন্যথা, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্", [বৃহদা০, ৪।৪। ১৪] ইতি জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধশ্চ ॥

"আনন্দো ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ ভৃগু০, ৬। ১ | ইত্যানন্দমাত্রমেব ব্রহ্ম-স্বরূপং প্রতীয়তে ইতি যদুক্তম্, তজ্জ্ঞানাশ্রয়স্য ব্রহ্মণো জ্ঞানং স্বরূপমিতি-বদতীতি পরিহৃতম্। জ্ঞানমেব হ্যনুকূলমানন্দ ইত্যুচ্যতে। "বিজ্ঞান-

---

বিজ্ঞাত।' ['যাহারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে না, বস্তুতঃ তাহারাই তাঁহাকে জানে।' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মকে 'মত' ও 'বিজ্ঞাত' বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥ ৮২ ॥

৮৩। তবে যে, 'দৃষ্টির (অনুভূতির) সাক্ষী ও মতির (চিন্তার) প্রকাশককে [জানিবে না]' এই শ্রুতিতে অনুভূতি ও মননের অতিরিক্ত দ্রষ্টা ও মন্তার (প্রকাশকের) অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই,—কুতার্কিকগণ বলেন, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য নাই, ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহাতেই আত্মার চেতনত্ব ব্যবহার হয়, বস্তুতঃ আত্মা জ্ঞাতা হইলেও অচেতন। কুতার্কিকগণের কুতর্কে বিশ্বাস করিয়া কেহ যেন আত্মাকে অজ্ঞানরূপী মনে করিয়া সেই ভাবেই আত্মাকে দর্শন ও মনন না করে ; পরন্তু আত্মা স্বয়ং 'দ্রষ্টা', 'মন্তা' হইলেও তাহাকে 'দৃষ্টি' ও 'মতি' রূপেই অনুভব করিবে। এই অভিপ্রায়েই উক্ত শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সুতরাং এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বিরোধেরও পরিহার হইয়া যায়। অথবা, 'তুমি দৃষ্টির দ্রষ্টা ও মননের প্রকাশক জীবাত্মাকে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার (ভগবানের) উপাসনা কর।' এইরূপই 'ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং' শ্রুতির বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে ; নচেৎ 'বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে' ? এই শ্রুতিতে যে, আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলা হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥

আর, "আনন্দো ব্রহ্ম" এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে ; এইরূপে যে, একটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও 'ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানাশ্রয় হইলেও শ্রুতি তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছেন।' ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই

ষানন্দং ব্রহ্ম” [বৃহদা০, ৫।৯।২৮] ইত্যানন্দরূপমেব বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অতএব ভবতামেকরসতা। অস্য জ্ঞানস্বরূপস্যৈব জ্ঞাতৃত্বমপি শ্রুতিশতসমধিগতমিত্যুক্তম্। তদ্বদেব “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ,” [তৈত্তি০ আন০, ৮।৪] “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯।১] ইত্যাদিব্যতিরেকনির্দ্দেশাচ্চ নানন্দমাত্রং ব্রহ্ম; অপিত্বানন্দি। জ্ঞাতৃত্বমেব হ্যানন্দিত্বম্॥

যদিদমুক্তম্, “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি”, [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি”, [বৃহদা০, ৬।৪।১৯ “যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ,” [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইতি ভেদনিষেধো বহুধা দৃশ্যত ইতি; তৎ কৃৎস্নস্য

খণ্ডিত হইয়াছে। [কেন না,] এক জ্ঞানই যখন অনুকূল ভাবাপন্ন হয়, তখন 'আনন্দ' নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ নহে। “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম,” শ্রুতিরও অর্থ এই যে, আনন্দস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম। এই কারণেই তোমাদেরও (শঙ্কর মতেরও) 'একরসতা' কথাটী সঙ্গত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে, জ্ঞাতা হইতে পারেন, তাহা শত শত শ্রুতি হইতে জানা যায়; এ কথাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ 'তাহাই ব্রহ্মের এক আনন্দ'। 'যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন,' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মানন্দের ব্যতিরেক (*) নির্দ্দেশ হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্ম কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে; পরন্তু আনন্দবান্। এই আনন্দ ও জ্ঞাতৃত্ব একই পদার্থ—ভিন্ন নহে॥

আর, 'যখন দ্বৈতেরই মত হয়'। 'জগতে নানা, (অনেক—বহু) কিছুই নাই', যে লোক নানার মত দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (মুক্ত হইতে পারে না)।' দৃশ্যমান সমস্তই যখন আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন সে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে।' এই সকল শ্রুতিতে যে, বারংবার ভেদের প্রতিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত

(*) তাৎপর্য্য, এ স্থলে 'ব্যতিরেক' অর্থ বৈপরীত্য বা বৈলক্ষণ্য। অভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যোল্লিখিত শ্রুতিটী যে প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই কথিত আছে যে, “মনুষ্যহৃদয়ে যতই অধিক আনন্দ অনুভূত হউক না কেন, গন্ধর্ব্বগণের আনন্দ তদপেক্ষা শতগুণে অধিক, দেবগণের আনন্দ তদপেক্ষাও শতগুণে অধিক। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আনন্দের পরিমাণাধিক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিরবধি ভূমা (মহৎ) আনন্দের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সর্ব্বাধিক্যই এখানে 'ব্যতিরেক' শব্দে কথিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, মনুষ্য প্রভৃতির আনন্দ যেরূপ মনুষ্যাদের একটী গুণ, ব্রহ্মের আনন্দও যে, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণ হইবে, ইহাতে আপত্তি কি? অতএব আনন্দ-গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম সগুণ ভিন্ন নির্গুণ হইতে পারেন না।

জগতো ব্রহ্মকার্য্যতয়া তদন্তর্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাৎ, তৎপ্রত্যনীক-নানাত্বং প্রতিষিধ্যতে। ন পুনঃ "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি বহুভবনসঙ্কল্প-পূর্ব্বকং ব্রহ্মণো নানাত্বং শ্রুতিষিদ্ধং প্রতিষিধ্যত ইতি পরিহৃতম্। নানাত্ব-নিষেধাদিয়মপরমার্থবিষয়েতি চেৎ; ন, প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণানব-গতং নানাত্বং দুরারোহং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তদেব বাধ্যত ইত্যুপহাস্য-মিদম্ ॥ ৮৩ ॥

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি", [তৈত্তি০, আন০, ৭। ২] ইতি ব্রহ্মণি নানাত্বং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তম্; তদ-সৎ; "সর্ব্বং, খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি (*) শান্ত উপাসীত", [ছান্দো০, ৩। ১৪। ১] ইতি তন্নানাত্বানুসন্ধানস্য শান্তিহেতুত্বোপদেশাৎ। তথাহি, সর্ব্বস্য জগতস্তদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়কর্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্র শান্তি-র্বিধীয়তে। অতো যথাবস্থিতদেব-তির্য্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাদিভেদভিন্নং জগদ্-

---

জগৎই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, এবং অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত; সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে, ঐক্য রহিয়াছে, উল্লিখিত শ্রুতিসমূহ তাদৃশ একত্ববুদ্ধির বিরোধী ভেদেরই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন মাত্র; কিন্তু, '[আমি-ব্রহ্ম] বহু হইব, জন্মিব' এই শ্রুতি-প্রতিপাদিত যে, ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত নানাত্ব, তাহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই; ইহা দ্বারাই সেই পূর্ব্বোক্ত আপত্তিও পরিহৃত বা মীমাংসিত হইল। যদি বল, অপরাপর শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মের নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন এই 'বহু ভবন' শ্রুতির অর্থ অপরমার্থ বা অসত্য হউক? না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, এক ব্রহ্মই যে, বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণেই জানা যায় না, সুতরাং অতীব দুর্ব্বোধ্য; শ্রুতি প্রথমে সেই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের উপদেশ দিয়া শেষে নিজেই যে, আবার তাহার প্রতিষেধ করিবেন, ইহা বড়ই উপহাসের কথা॥

৮৪। তাহার পর, 'সাধক যখনই এই ব্রহ্মে স্বল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার ভয় উপস্থিত হয়।' এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে ভেদদর্শীর ভয় প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, এই কারণেই যে, ভেদ-বাদকে অসত্য বলা হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, 'এই সমস্তই ব্রহ্মময়,' 'সমস্ত জগৎই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, অতএব 'শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে।' এই স্থলে [ব্রহ্ম ও জগতে] ভেদ-বুদ্ধিকেই শান্তির (দ্বেষ-হিংসাদি ত্যাগের) উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেতে অবস্থিত ও বিলীন হয়, এই কারণে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক মনে করিয়া শান্তচিত্ত

(*) তজ্জলানি' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

ব্রহ্মাত্মকমিত্যনুসন্ধানস্য শান্তিহেতুতয়া অভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্ব-প্রসঙ্গঃ। এবং তর্হি, "অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি কিমুচ্যতে? ইদ-মুচ্যতে,—"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি," [তৈত্তি° আনন্দ°, ৭।২] ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মণি যা প্রতিষ্ঠাভিহিতা, তস্যা বিচ্ছেদে ভয়ং ভবতীতি। যথোক্তং মহর্ষিভিঃ—

"যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া॥" (*)

[গরুড়পু°, পূ°, ২৩৪।২৩]

ইত্যাদি। ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদ এব॥

যত্তুক্তম্, "ন স্থানতোঽপি", [ব্রহ্মসূ°, ৩।২।১১] ইতি সর্ব্ব-বিশেষরহিতং ব্রহ্মেতি চ বক্ষ্যতীতি; তন্ন, সবিশেষং ব্রহ্মেত্যেব হি তত্র বক্ষ্যতি। "মায়ামাত্রং তু", [ব্রহ্মসূ°, ৩।২।৩] ইতি চ স্বাপ্নানামপ্যর্থানাং

হইবে। এস্থলে কেবল শান্তিই বিহিত হইয়াছে। অতএব, যথাযথরূপে প্রসিদ্ধ দেবতা, তির্য্যক্ (পশু-পক্ষী) ও মনুষ্যাদি বিবিধ ভেদসংবলিত এই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিলে শান্তি উপস্থিত হয় এবং ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, আর ভবিষ্যতেও ভয়োৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। ভাল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে 'ভেদ দর্শন করিলে ভয় হয়' বলা হইল কিরূপে? [উত্তর—] অভিপ্রায় এই যে,—'এই সাধক যখন অদৃশ্য, অনির্ব্বাচ্য, স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মে সর্ব্বভয়-নিবারক প্রতিষ্ঠা বা নিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন', এই শ্রুতিতে যে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠাই ভয়-শান্তির উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধকের যদি সেই ব্রহ্ম-নিষ্ঠা বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্ব্বার ভয় উপস্থিত হয়। যে কথা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—'মুহূর্ত্ত (দণ্ডদ্বয়াত্মক কাল), বা ক্ষণমাত্র কালও যে, বাসুদেবের চিন্তা না করা, তাহাই হানি (স্বার্থক্ষতি), তাহাই অনিষ্টপ্রাপ্তির রন্ধ্র, তাহাই ভ্রান্তি এবং তাহাই চিত্তের বিকার' ইত্যাদি। বস্তুতই ব্রহ্মেতে যে, দৃঢ়প্রতিষ্ঠার 'অন্তর', অর্থাৎ অবকাশ, তাহা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদ বা ভেদ-বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আর যে, "ন স্থানতোঽপি" সূত্রে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বর্ণিত হইবে, বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, সে-স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বর্ণিত হইবে। আর, "মায়ামাত্রং তু" সূত্রেও যে, স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থসমূহকে কেবল মায়াময় বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক্ জাগ্রৎ-

---

* গরুড়পুরাণে তু "সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চার্থ-জড়মূকতা। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং চাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।" ইত্যেবং পাঠো দৃশ্যতে।

জাগরিতাবস্থানুভূতপদার্থ-বৈধর্ম্যেণ মায়ামাত্রত্বমুচ্যতে, ইতি জাগরিতাবস্থানুভূতানামিব পারমার্থিকত্বমেব (*) বক্ষ্যতি ॥ ৮৪ ॥

স্মৃতিপুরাণয়োরপি নির্ব্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থোঽন্যদপারমার্থিকমিতি প্রতীয়ত ইতি যদভিহিতম্; তদসৎ,—

"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।" [গীতা০, ১০।৩]

"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥" [গীতা০, ৯।৪-৫]

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥" [গীতা০, ৭।৬-৭]

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥" [গীতা০, ১০।৪২]

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥"[গীতা০ ১৫।১৭-১৮]

অবস্থায় অনুভূত পদার্থ সকলের সহিত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকায়ই 'মায়ামাত্র' বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থ সকলও যে, জাগ্রৎ-অবস্থায় অনুভূত পদার্থেরই মত সত্য, তাহাই সেই স্থলে বর্ণিত হইবে ॥

৮৫। আর যে, স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্র দেখিলে একমাত্র নির্ব্বিশেষ জ্ঞানেরই সত্যতা ও অপর সকলেরই অসত্যতা প্রতীত হয়, বলা হইয়াছে; তাহাও সত্য নহে; [কেন না,—গীতায় আছে] 'যে লোক আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সর্ব্ব জগতের পরমেশ্বর বলিয়া জানে।' 'সমস্ত ভূত আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আমি কিন্তু সে সকলের আশ্রিত নহি। আমার ঐশ্বরীয় যোগপ্রভাব দেখ,—বস্তুতঃ সেই সকল ভূত আমাতে অবস্থিতই নহে। আমার আত্মা, অর্থাৎ আমি সমস্ত ভূতকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি; কিন্তু কোন ভূতে অবস্থান করি না।' 'আমি সমস্ত জগতের যেমন উৎপত্তির কারণ, তেমনি প্রলয়েরও কারণ বা আশ্রয়। হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই, মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তেমনি এই সমস্ত জগৎও আমাতেই গ্রথিত আছে।' 'আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি; [উক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক্] শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমাত্মা নামে কথিত হন; যিনি

(*) 'ইতি পারমার্থিকত্বমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

"স সর্ব্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্, গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে (*) ব্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা, তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥
সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোঽসৌ, স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ। (†)
ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ, সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥
তেজোবলৈশ্বর্য্য-মহাববোধ-সুবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র, ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥
স ঈশ্বরো ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপোঽব্যক্তস্বরূপঃ (‡) প্রকটস্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥
সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং, শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।

অব্যয় (নির্ব্বিকার), ঈশ্বর এবং ত্রিলোকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া পালন করিতেছেন।' 'যেহেতু আমি ক্ষর—ভূতবর্গের অতীত এবং অক্ষর—কূটস্থ অপেক্ষাও উত্তম, সেই হেতুই আমি লোকে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রসিদ্ধ।' [বিষ্ণুপুরাণে আছে—] 'হে মুনে! তিনি (ভগবান্), সর্ব্বভূত-প্রকৃতি—অব্যক্ত ও অব্যক্ত-বিকার (জগৎ) এবং সর্ব্বপ্রকার গুণ-দোষের অতীত; তিনি কোনরূপ আবরণে আবৃত নহেন, এবং সর্ব্ব জগতের আত্মাস্বরূপ; তিনিই ভুবনমধ্যগত সমস্ত বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ, স্বীয় শক্তির অংশমাত্রে এই ভূতবর্গের সৃষ্টি বিধান করিতেছেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সুমহৎ দেহ ধারণ করেন, এবং জগতের অশেষপ্রকার কল্যাণ সাধন করেন। মানস তেজঃ, শারীর বল, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, সমুন্নত জ্ঞান, বীর্য্য এবং শক্তি প্রভৃতি গুণনিচয়ের তিনিই একমাত্র আশ্রয়, এবং পর—ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও পর বা উৎকৃষ্ট। সেই সর্ব্বেশ্বরে ক্লেশাদি (§) কোন দোষ বিদ্যমান নাই। তিনিই ঈশ্বর, ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অবস্থিত, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি এবং 'পরমেশ্বর' নামে অভিহিত হন। যাঁহার প্রভাবে লোকে জ্ঞান লাভ করে, তিনি স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ, মহৎ, নির্ম্মল ও একরূপ। তিনি দৃষ্ট হন,

---

(*) পুনর্ব্যতীতঃ, ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) ভূতবর্গঃ' ইতি পাঠঃ।

(‡) ব্যক্তস্বরূপোঽপ্রকট' ইতি (খ, গ,) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য, ক্লেশের কথা পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,—"অবিদ্যাস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।" অর্থাৎ ক্লেশ পাঁচপ্রকার, অবিদ্যা, অস্মিতা রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। তন্মধ্যে, অনাত্মা দেহাদিতে যে, আত্মবুদ্ধি, তাহার নাম অবিদ্যা। বুদ্ধি ও আত্মার যে, অবিবেক, যাহার ফলে 'আমি সুখী, দুঃখী' ইত্যাদি প্রতীতি জন্মে, তাহার নাম অস্মিতা। সুখ ও সুখের উপায়ে যে ইচ্ছা, তাহার নাম রাগ। দুঃখ ও দুঃখ-সাধন বিষয়ে যে, অপ্রিয়ভাব, তাহার নাম দ্বেষ। দেহাদি-নাশের শঙ্কায় যে ত্রাস, তাহার নাম অভিনিবেশ। উল্লিখিত এই পাঁচটীই জীবের দুঃখের কারণ বলিয়া 'ক্লেশ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা, তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্ ॥”

[বিষ্ণুপু০,৬ অং০, ৫ অঃ, ৮৩-৮৭]

“শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে।

মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণে ॥

সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।

নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে ॥

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা ॥

বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।

স চ ভূতেষশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥ [বিষ্ণুপু০, ৬। ৫। ৭২-৭৫]

“জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ।

ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥” [বিষ্ণুপু০, ৬। ৫। ৭৯]

“এবমেষ মহাশব্দো মৈত্রেয় ! ভগবানিতি।

পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥

অথবা প্রতীতিগম্য হন, অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট অনুভূত হন, আর অজ্ঞের নিকট কেবল প্রতীতির বিষয় হন মাত্র; এবংবিধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

'হে মৈত্রেয়! সর্ব্বকারণ-কারণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতিশব্দোক্ত পরব্রহ্মে 'ভগবৎ'-শব্দ প্রযুক্ত হয়। হে মুনে! 'ভ'কারের দুই অর্থ—সংভর্ত্তা (সাশনকর্ত্তা) ও ভর্ত্তা (ধারণ-কর্ত্তা)। 'গ'কারের অর্থ—নেতা ও প্রাপক। সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য (*), বীর্য্য (শক্তি), যশঃ (গুণ), শ্রী (ভাগ্য-সম্পৎ), জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টীর নাম 'ভগ'। তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা ও সর্ব্বাত্মক, তাঁহাতে সমস্ত ভূত অবস্থান করে, এবং তিনিও সমস্ত ভূতে অবস্থান করেন। 'ব'-কারের অর্থ—অব্যয় (নির্ব্বিকার)। অতএব, হেয় (নিকৃষ্ট) গুণবর্জ্জিত, সম্পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ, এই কয়টী 'ভগবৎ'-শব্দের অর্থ। হে মৈত্রেয়! উক্তপ্রকার এই অত্যুত্তম 'ভগবান্'-শব্দে পর ব্রহ্ম বাসুদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝায় না।

(*) তাৎপর্য্য, এখানে 'ঐশ্বর্য্য' অর্থে অষ্ট সিদ্ধি বুঝিতে হইবে। অষ্ট ঐশ্বর্য্য এইরূপ,—অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ যত্র কামাবসায়িতা ॥” তন্মধ্যে, অণিমা—পরমাণুর মত সূক্ষ্মতা-লাভের শক্তি। লঘিমা—তুলার ন্যায় হাল্কা হইবার ক্ষমতা। প্রাপ্তি—ভূমিতে থাকিয়াও হস্তে চন্দ্র স্পর্শ করিবার ক্ষমতা। প্রাকাম্য—কুত্রাপি ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া। মহিমা—মহৎ পরিমাণ লাভের শক্তি। ঈশিত্ব—শাসন ক্ষমতা। বশিত্ব—সকলকে বশীভূত রাখিবার শক্তি। কামাবশায়িতা—বিনা বাধায় ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা। অপরে তপোবলে উক্ত ঐশ্বর্য্য সকল যথাসম্ভব লাভ করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের ঐসকল ঐশ্বর্য্য নিত্যই সিদ্ধ আছে ॥

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ, ত্বন্যত্র হ্যুপচারতঃ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৫। ৭৬-৭৭]
"সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
তদ্বিশ্বরূপ-বৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ হরের্মহৎ।
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর॥
দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্যাখ্যা-চেষ্টাবন্তি (*) স্বলীলয়া।
জগতামুপকারায় ন সা কর্ম্ম-নিমিত্তজা॥
চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা।" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭। ৬৯-৭২]
"এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্।
সমস্ত-হেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্।" [বিষ্ণুপু০, ১। ২২। ৫১]
"পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ।
রূপ-বর্ণাদিনির্দ্দেশ-বিশেষণবিবর্জ্জিতঃ॥
অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধি-জন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ, শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্॥
সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥

পূজ্যার্থ-বোধনে পরিভাষিত (সংকেতিত) এই 'ভগবৎ'-শব্দ তাঁহাতেই (বাসুদেবেই) নিরুপচার বা মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অন্যত্র (তদ্ভিন্ন পদার্থে ; গৌণরূপে প্রযুক্ত হয়। হে নৃপ! পূর্ব্বোক্ত শক্তি সমূহ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই হরির জগদ্বিলক্ষণ—অপ্রাকৃত মহৎ রূপ। হে জননাথ! তিনিই স্বীয় লীলাপ্রভাবে সমস্ত শক্তিকে দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি রূপে নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করেন। জগতের উপকারার্থ সেই অপ্রমেয় ভগবানের যে চেষ্টা হয়, তাহা কোন কর্ম্ম রূপ নিমিত্ত হইতে হয় না, উহা অযত্নসম্ভূত, এবং ব্যাপক ও অব্যাহত।' 'বিষ্ণুনামক যে পরম পদ (গন্তব্য স্থান), তাহা এই প্রকার নির্ম্মল, নিত্য, ব্যাপী, অক্ষয় ও সর্ব্বপ্রকার হেয়-গুণ-বর্জ্জিত।' 'উত্তম ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও অত্যুত্তম, স্বপ্রতিষ্ঠ, রূপ-বর্ণাদি বিশেষগুণ বর্জ্জিত পরমাত্মা, ক্ষয়, নাশ, পরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মরহিত। তিনি একমাত্র 'অস্তি' (সৎ) শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। যেহেতু তিনি সর্ব্বত্র আছেন, এবং সমস্ত বস্তুও তাঁহাতে বাস করে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'বাসুদেব' বলিয়া থাকেন।'

(*) বিষ্ণুপুরাণে তু 'মনুষ্যাদি-চেষ্টাবন্তি' ইতি পাঠো দৃশ্যতে।

তদ্ (*) ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষর (†) মব্যয়ম্।
একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্ম্মলম্ ॥
তদেব সর্ব্বমেবৈতদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ।
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥” [বিষ্ণুপু০, ১। ২। ১০-১৪]
“প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুনামা (‡) স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥” [বিষ্ণুপু০,৬।৪। ৩৮-৩৯]
“দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষু চ স্থিতে ॥
অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম, ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ।
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ।” [বিষ্ণুপু০, ১। ২২। ৫৩-৫৫]
“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসার-তাপানখিলানবাপ্নোত্যতিসন্ততান্ ॥

‘তিনিই পরব্রহ্মস্বরূপ, নিত্য, জন্মহীন, অক্ষর (নির্ব্বিকার), অব্যয়, সর্ব্বদা একাকার এবং হেয় গুণ-রাহিত্যবশতঃ নির্ম্মল। তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-স্বরূপ, এবং পুরুষরূপে ও কালরূপে তিনিই অবস্থান করেন।’

‘আমি যে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি; তাহারা উভয়েই পরমাত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মাই সর্ব্বাধার ও পরমেশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে বিষ্ণুনামে বর্ণিত হন’। ‘সেই ব্রহ্মের রূপ দ্বিবিধ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম)। সেই রূপ দুইটী যথাক্রমে ক্ষর ও অক্ষর সংজ্ঞায় অভিহিত এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে, সেই পর ব্রহ্ম ‘অক্ষর,’ আর সমস্ত জগৎ ‘ক্ষর’ বলিয়া কথিত। এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ বিস্তারশীল, পর ব্রহ্মের শক্তিও সেইরূপ সমস্ত জগদাকারে বিস্তৃত হইয়া আছে।’ ‘বিষ্ণু-শক্তিই পরাশক্তি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) অপরা শক্তি, এবং কর্ম্ম-প্রবর্ত্তিকা অবিদ্যা তাঁহার তৃতীয় শক্তি বলিয়া কথিত। হে রাজন্! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি (জীব-শক্তি) স্বভাবতঃ সর্ব্বগামিনী

(* ‘সদ্ ব্রহ্ম’ ইতি (গ) পাঠঃ।　(†) ‘অক্ষয়ম্’ ইতি (খ) পাঠঃ।　‡ মূলে তু ‘বিষ্ণুর্নাম্না’ ইতি পাঠঃ।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥" [বিষ্ণুপু০, ৬। ৭। ৬১-৬৩
"প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সর্ব্বভূতাত্মভূতয়া।
বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে বৃতৌ সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ॥
তয়োঃ সৈব পৃথগ্‌ভাব-কারণং সংশ্রয়স্য চ।
যথা সক্তো জলে বাতো বিভর্ত্তি কণিকাশতম্।
শক্তিঃ সাপি তথা বিষ্ণোঃ প্রধানপুরুষাত্মনঃ॥" বিষ্ণুপু০, ২।৭।২৯-৩১]
"তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্।
আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মনাশবিকল্পবৎ॥" বিষ্ণুপু০, ।১২।৫৮]

ইত্যাদিনা পরং ব্রহ্ম স্বভাবত এব নিরস্তনিখিলদোষগন্ধং সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকং জগদুৎপত্তি স্থিতি-সংহারান্তঃপ্রবেশ-নিয়মনাদিলীলং প্রতিপাদ্য কৃৎস্নস্য চিদচিদ্বস্তুনঃ সর্ব্বাবস্থাবস্থিতস্য পারমার্থিকস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া রূপত্বম্, শরীররূপ-তন্বংশ-শক্তি-বিভূত্যাদিশব্দৈস্তত্তচ্ছব্দসামানা-

---

হইয়াও যে অবিদ্যাময় কর্ম্মবশে বেষ্টিতা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া চির নিরন্তর সর্ব্বপ্রকার সংসার-সন্তাপ ভোগ করে; হে ভূপাল! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি সেই অবিদ্যাবশেই আবৃত হইয়া জ্ঞানের তারতম্যানুসারে সর্ব্বভূতে অবস্থান করে।' 'হে মহামতে! প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষ, উভয়েই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপা বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা সমাবৃত হয়। সেই বিষ্ণু-শক্তির প্রভাবেই উভয়ে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পর পার্থক্য লাভ করে এবং তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বায়ু যেরূপ জল সম্পর্ক বশত শতশত জল-কণা বহন করে, অর্থাৎ কণারূপে জলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেয়, তদ্রূপ সেই বিষ্ণু-শক্তিও প্রধান, পুরুষ এবং তদুভয়ের আশ্রয়ীভূত পধান-পুরুষাত্মক বিষ্ণুর পৃথগ্‌ভাব সমুৎপাদন করে।' হে মুনিবর। এই সমস্ত জগৎ ক্ষয় রহিত—নিত্য; কেবল আবির্ভাব (অভিব্যক্তি) ও তিরোভাব রূপ (অপ্রকাশরূপ) জন্ম ও নাশ সম্পন্ন। অর্থাৎ জগৎ বাস্তবিকই নিত্য, সময়ে যে, তাহার আবির্ভাব হয়, তাহাকে জন্ম, আর সময়ে যে, তিরোভাব বা অন্তর্হিত হয়, তাহাকেই বিনাশ বলিয়া কল্পনা করা হয় মাত্র।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রথমেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পর ব্রহ্ম স্বভাবতই নিত্য-নির্দ্দোষ, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, এবং লীলাক্রমে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার ও অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের সংযমন করেন। তাহার পর, যে-কোন অবস্থায়ই থাকুক, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই সত্য এবং পর ব্রহ্মের শরীর, এই কথাটী শরীর, রূপ, তনু, অংশ ও বিভূতি শব্দে এবং "তদেব সর্ব্বমেবৈতৎ" এই

বিকরণেন চাভিধায় তদ্বিভূতিভূতস্য চিদ্বস্তুনঃ স্বরূপেণাবস্থিতিমচিন্মিশ্রতয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ স্থিতিং চোক্ত্বা, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াং পুণ্য-পাপাত্মককর্ম্মরূপাবিদ্যাবেষ্টিতত্বেন স্বাভাবিক-জ্ঞানরূপত্বাননুসন্ধানম্ (*) অচিদ্রূপার্থাকারতয়ানুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম সবিশেষম্; তদ্বিভূতিভূতং জগদপি পারমার্থিকমেবেতি জ্ঞায়তে ॥ ৮৫ ॥

"প্রত্যস্তমিতভেদম্" ইত্যত্র দেব-মনুষ্যাদিপ্রকৃতি-পরিণামবিশেষসংসৃষ্টস্যাপ্যাত্মনঃ স্বরূপং তদ্গতভেদরহিতত্বেন তদ্ভেদবাচি-দেবাদিশব্দাগোচরং জ্ঞানসত্তৈকলক্ষণং স্বসংবেদ্যং যোগযুক্তমনসো ন (†) গোচরইত্যুচ্যতইতি; অনেন ন প্রপঞ্চাপলাপঃ। কথমিদমবগম্যতে ইতি চেৎ? (‡) তদুচ্যতে,—অস্মিন্ প্রকরণে সংসারিকভেষজতয়া যোগমভিধায় যোগাবয়বান্ প্রত্যাহারপর্য্যন্তাংশ্চাভিধায় (§) ধারণাসিদ্ধ্যর্থং শুভাশ্রয়ং বক্তুং পরস্য

'তৎ'-পদের সামানাধিকরণ্য অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে উত্তমরূপে বলা হইয়াছে। অনন্তর, ব্রহ্ম বিভূতি চিৎস্বরূপে অবস্থিত হন, এবং জড়সম্পর্ক বশতঃ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থান করেন; অনন্তর, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায় পুণ্য-পাপময় কর্ম্মরূপ যে অবিদ্যা, তদধিষ্ঠিতরূপে অবস্থান করেন; তখন স্বভাবসিদ্ধ স্বীয় জ্ঞানরূপটী ভুলিয়া যান, এবং নিজেকে অচিৎ—জড় বস্তু বলিয়া মনে করেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, পর ব্রহ্ম সবিশেষ ভিন্ন (নির্ব্বিশেষ নহে) এবং তদীয় বিভূতি-বিশেষ জড় জগৎও পারমার্থিক বা সত্য, (কখনও মিথ্যা নহে)।

৮৬। পূর্ব্বোক্ত "প্রত্যস্তমিতভেদম্" (যাহাতে কোনরূপ ভেদ নাই,) বাক্যেও বুঝিতে হইবে যে, আত্মা যদিও প্রকৃতি-পরিণাম দেবতা ও মনুষ্যাদির সহিত সম্বদ্ধ আছেন সত্য, তথাপি তাঁহার স্বরূপটী সেই সকল ভেদ সম্বন্ধ রহিত, সুতরাং ভেদ-বোধক দেবতাপ্রভৃতি শব্দের অবাচ্য, অর্থাৎ দেবতা-বাচক কোন শব্দে তাঁহাকে বুঝায় না। তিনি কেবল জ্ঞান ও সত্তাস্বরূপ, আত্ম-বেদ্য (তিনিই তাঁহাকে জানেন) এবং যোগি-বুদ্ধিরও অগম্য। 'প্রত্যস্তমিত' কথায় এই অভিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এ কথায়ই জগৎ-প্রপঞ্চের অপলাপ বা অসত্যতা প্রতিপন্ন হয় কিরূপে? যদি বল, এই ভাবটী কিসে জানা গেল? তাহা বলিতেছি,—এই প্রকরণে প্রথমতঃ যোগানুষ্ঠানকে সংসার-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ বলিয়া এবং 'প্রত্যাহার'

(*) অচিদ্রূপ-তদর্থা' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) অগোচরম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) ইতি। তদুচ্যতে' ইতি (ক) পাঠঃ। (§) উক্ত্বা' ইতি (প, ঘ) পাঠঃ।

ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ শক্তিশব্দাভিধেয়ং রূপদ্বয়ং মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগেন প্রতিপাদ্য, তৃতীয়শক্তিরূপ-কর্ম্মাখ্যাবিদ্যাবেষ্টিতমচিদ্বিশিষ্টং ক্ষেত্রজ্ঞং মূর্ত্তাখ্যবিভাগং(*) ভাবনাত্রয়ান্বয়াদশুভমিত্যুক্ত্বা, দ্বিতীয়স্য কর্ম্মাখ্যাবিদ্যাবিরহিণোঽচিদ্বিযুক্তস্য জ্ঞানৈকাকারস্যামূর্ত্তাখ্যবিভাগস্য নিষ্পন্নযোগি-ধ্যেয়তয়া যোগযুঞ্জানস্যাহনালম্বনতয়া স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাচ্চ শুভাশ্রয়ত্বং প্রতিষিধ্য, পরশক্তিরূপমিদমমূর্ত্তমপরশক্তিরূপং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যং মূর্ত্তঞ্চ, পরশক্তিরূপস্যাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞতাপত্তিহেতুভূত-তৃতীয়শক্ত্যাখ্যকর্ম্মরূপাবিদ্যা চেত্যেতচ্ছক্তিত্রয়াশ্রয়ং ভগবদসাধারণম্ "আদিত্যবর্ণম্" ইত্যাদিবেদান্তসিদ্ধং মূর্ত্তং স্বরূপং শুভাশ্রয় ইত্যুক্তম্ ॥

পর্য্যন্ত যে সকল যোগাবয়ব আছে, (†) তৎসমস্তের উল্লেখ করিয়া 'ধারণা-সিদ্ধির' উত্তম আশ্রয় নির্দ্দেশাভিপ্রায়ে পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর, পরব্রহ্মের তৃতীয় শক্তি—কর্ম্মাত্মক অবিদ্যা-সংযুক্ত যে ক্ষেত্রজ্ঞনামক মূর্ত্ত ভাগ, তাহাতে [ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই] ত্রিবিধ ভাবনায় অশুভ হয় বলিয়া,—কর্ম্মময় অবিদ্যারহিত, এবং জড়বিযুক্ত, শুদ্ধজ্ঞানৈকরূপ যে, দ্বিতীয় শক্তি অমূর্ত্ত বিভাগ, তাহাও কেবল যোগ-সিদ্ধ পুরুষেরই ধ্যেয়; সুতরাং যোগযুক্ অর্থাৎ প্রাথমিক যোগীর বা যোগাভ্যাসীর চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে তাদৃশ যোগীর পক্ষে উহাও শুভ হয় না, এই কথা বলিয়া পরিশেষে পরমাত্মার পরা শক্তিরূপ যে অমূর্ত্ত ভাগ, অপরা শক্তিরূপ যে, মূর্ত্ত—ক্ষেত্রজ্ঞ ভাগ এবং পরমাত্মারই ক্ষেত্রজ্ঞত্ব প্রাপ্তির হেতুভূত যে, তৃতীয় শক্তি—কর্ম্মাত্মক অবিদ্যা, এই ত্রিবিধ শক্তির আশ্রয় এবং 'আদিত্যবর্ণ' ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে প্রতিপাদিত যে, ভগবানের মূর্ত্তাত্মক (আকৃতিসম্পন্ন) রূপ, তাহাকেই পূর্ব্বোক্ত 'ধারণার' উৎকৃষ্ট আশ্রয় বা বিষয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥

(*) কর্মভাবনা জনকাদীনাং, ব্রহ্মভাবনা সনকাদীনাম্, উভয়ভাবনা চতুর্মুখস্য' ইত্যধিকঃ পাঠঃ (খ) চিহ্নিত পুস্তকে দৃশ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য, পতঞ্জলি মুনি, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্ট-প্রকার যোগাঙ্গের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি"। (যোগ-সূত্র।২।২৯)। তন্মধ্যে, যম—অহিংসা, সত্য-নিষ্ঠা, অস্তেয়—চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য (ইন্দ্রিয়-সংযম) ও পরদ্রব্য গ্রহণ না করা। নিয়ম—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, সন্তোষ (প্রসন্নতা), তপস্যা, ইষ্টমন্ত্রজপ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠ, ঈশ্বরে প্রণিধান, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করা। আসন—অনুদ্বেগকর ও সুখাবহ অবস্থান। প্রাণায়াম,—প্রাণবায়ুর নিগ্রহোপায়—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। প্রত্যাহার—বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত ইন্দ্রিয় সমূহের অন্তর্মুখীকরণ। ধারণা—বিষয়-বিশেষে চিত্তস্থাপন। ধ্যান—একাকার জ্ঞানপ্রবাহ। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা বা তন্ময়তা। ইহাদের মধ্যে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটী অঙ্গ একই বিষয়ে সম্পাদিত হইলে তাহাকে 'সংযম' বলে।

অত্র পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপস্য শুভাশ্রয়তানর্হতাং বক্তুং "প্রত্যস্তমিতভেদং যদ্"ইত্যাদ্যুচ্যতে। তথাহি,—

"ন তদ্যোগযুজা শক্যং নৃপ চিন্তয়িতুং যতঃ॥
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্॥
সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ হরের্মহৎ॥"

[বিষ্ণু পু০, ৬।৭।৫৫, ৬৯-৭০] ইতি চ বদতি (*)॥

তথা চতুর্মুখ-সনকাদীনাং জগদন্তরবর্ত্তিনামবিদ্যাবেষ্টিতত্বেন শুভাশ্রয়ানর্হতামুক্ত্বা, বদ্ধানামেব পশ্চাদ্যোগেনোদ্ভূতবোধানাং স্বস্বরূপমাপন্নানাঞ্চ স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাৎ (†) ভগবতা শৌনকেন শুভাশ্রয়তা নিষিদ্ধা॥

"আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ।
প্রাণিনঃ কর্মজনিত-সংসারবশবর্ত্তিনঃ (‡)॥
যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ।
অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্বে তে হি সংসারগোচরাঃ॥

আত্মার নির্ব্বিশেষ বিশুদ্ধ স্বরূপটী যে, ধারণার পক্ষে উত্তম আশ্রয় নহে, তাহাই "প্রত্যস্তমিতভেদং যং", অর্থাৎ যাহাতে কোনপ্রকার ভেদ নাই, ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইয়াছে। দেখ, বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে যে,—'হে নৃপ! বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ অমূর্ত্ত রূপটী যোগযুক্ (প্রাথমিক) যোগী ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারে না। কারণ, ঐ পরম পদটী একমাত্র সিদ্ধি-প্রাপ্ত যোগিগণেরই ধ্যানের বিষয় হয়। বিষ্ণুর বিশ্বরূপ ভিন্ন আরও একটী বিচিত্র রূপ আছে, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শক্তি অবস্থিত আছে।' আরও আছে যে, 'লোকান্তরে অবস্থিত চতুর্ম্মুখ (ব্রহ্মা) ও সনক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অবিদ্যা-সম্পন্ন, সুতরাং তাঁহারাও ধ্যানের উত্তম বিষয় হইতে পারেন না, এবং যাহারা প্রথমে সংসারাবদ্ধ থাকিয়া পশ্চাৎ যোগ-বলে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় পরমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাহাদের শুদ্ধি বা নির্দ্দোষতাও স্বাভাবিক নহে—যোগলব্ধ; এই কারণে তাহাদিগকেও ধ্যানের অশুভ আশ্রয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত যে সকল প্রাণী সংসারে বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই কর্ম্মফলে সংসারের বশবর্ত্তী—সাংসারিক ও অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন; এই কারণে তাহারা আরাধিত হইলেও ধ্যাতাগণের অভিপ্রেত উপকার করিতে পারে না। আর যাহারা প্রথমতঃ সংসার-বদ্ধ

(*) ইতি' (খ, গ) পাঠঃ।
(†) সিদ্ধিবিরহাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) কর্ম্মজনিতাঃ' ইতি (ভ) পাঠঃ।

পশ্চাদুদ্‌ভূতবোধাশ্চ ধ্যানেনৈবোপকারকাঃ।
নৈসর্গিকো ন বৈ বোধস্তেষামপ্যন্যতো যতঃ ॥
তস্মাৎ তদমলং ব্রহ্ম নিসর্গাদেব বোধবৎ।”

[ভবিষ্য পু০, বিষ্ণুধর্ম্ম, ১০৪ অ০, ২৩ ২৬]।

ইত্যাদিনা পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ স্বরূপং স্বাসাধারণমেব শুভাশ্রয়-ইত্যুক্তম্। অতোঽত্র ন ভেদাপলাপঃ প্রতীয়তে ॥ ৮৬ ॥

“জ্ঞানস্বরূপম্”ইত্যত্রাপি জ্ঞানব্যতিরিক্তার্থজাতস্য কৃৎস্নস্য ন মিথ্যাত্বং প্রতিপাদ্যতে, জ্ঞানস্বরূপস্যাত্মনো দেবমনুষ্যাদ্যর্থাকারেণাবভাসো ভ্রান্তি-রিত্যেতাবন্মাত্রবচনাৎ। ন হি শুক্তিকায়া মিথ্যারজততয়াবভাসো ভ্রান্তিরিত্যুক্তে, জগতি কৃৎস্নং রজতজাতং মিথ্যা ভবতি। জগদ্‌ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতের্ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপস্যার্থাকারতা ভ্রান্তিরি-ত্যুক্তে সতি, অর্থজাতস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাত্বমুক্তং স্যাদিতি চেৎ; তদসৎ, (‡) অস্মিন্ শাস্ত্রে পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোর্নিরস্তাজ্ঞানাদিনিখিলদোষগন্ধস্য সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মকস্য মহাবিভূতেঃ প্রতিপন্নতয়া তস্য ভ্রান্তিদর্শনাসম্ভবাৎ।

থাকিয়া শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারাও ধ্যানকারীর উপকার করিতে সমর্থ হন না: কারণ, তাঁহাদের বোধশক্তি স্বতঃসিদ্ধ নহে,—অন্যের আরাধনা-লব্ধ। অতএব, স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-সম্পন্ন, বিমল ব্রহ্মই একমাত্র ধ্যেয়।' ইত্যাদি বাক্যে মহর্ষি শৌনকও অপর-ব্রহ্ম বিষ্ণুর রূপটীকে উপাসক দিগের অশুভাশ্রয়—অনুপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং উক্ত বাক্যে ভেদের অপলাপ বা অস্বীকার করা যাইতে পারে না॥

৮৭। আর তাঁহাকে 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হইয়াছে, বলিয়াই যে, জ্ঞানাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুরই মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহাও নহে। কেন না, সে-স্থানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানময় আত্মাকেই যে, দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি বলিয়া মনে করা, তাহা কেবলই ভ্রান্তি, কিন্তু, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু মাত্রেরই মিথ্যাত্ব বলা হয় নাই। শুক্তিকাতে যে, রজতের প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্তি-কল্পিত বা মিথ্যা; এই কারণে জগতের সমস্ত রজতই ত মিথ্যা হইয়া যায় না। যদি বল, শ্রুতিতে জগৎ ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকায় উভয়ের ঐক্য বা অভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের যে, জড় জগৎ-আকারে প্রতীতি, তাহা ভ্রম মাত্র; এই কথার ফলেই সমস্ত জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে; না—এ কথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, এই শাস্ত্রেও অজ্ঞানাদি সর্ব্বদোষ-শূন্য, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, মহাশক্তি পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর সর্ব্বাতিশায়িনী

---

‡ চেৎ, ন'ইতি (খ) পাঠঃ।

সামানাধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ বাধাসহমবিরুদ্ধং চ, ইত্যেতদনন্তর-মেবোপপাদয়িষ্যতে। অতোঽয়মপি শ্লোকো নার্থস্বরূপস্য বাধকঃ। তথাহি,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে; যেন জাতানি জীবন্তি; যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম" [তৈত্তি০, উ০, ভৃগু০,১] ইতি জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যবসিতে সতি—

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিষ্যতি॥" [মহাভা০, আদিপ০, ১,২৭৩]

ইতি শাস্ত্রেণাস্যার্থস্যেতিহাস-পুরাণাভ্যামুপবৃংহণং কার্য্যমিতি জ্ঞায়তে। উপবৃংহণং নাম বিদিতসকলবেদ-তদর্থানাং (*) স্বযোগমহিম-সাক্ষাৎ-কৃতবেদতত্ত্বার্থানাং বাক্যৈঃ স্বাবগতবেদবাক্যার্থব্যক্তীকরণম্। সকলশাখানু-গতস্য বাক্যার্থস্যাল্পভাগশ্রবণাদ্ দুরবগমত্বেন তেন বিনা নিশ্চয়াযোগাদুপ-বৃংহণং হি কার্য্যমেব॥

বিভূতি বা মহিমা যখন নিঃসংশয় রূপে প্রতীত হইতেছে, তখন আর ভ্রম-জ্ঞানের সম্ভাবনা কি? অর্থাৎ এই জগৎ মহামহিম ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্তি-বিকাশ মাত্র, এইরূপ বুঝিলে জগৎকে মিথ্যা—ভ্রম বলিবার হেতু কি থাকে?

আর পূর্ব্বোদাহৃত শ্রুতিতে যে, সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে অভেদোক্তি, তাহাও যুক্তিসহ নহে এবং আমাদের মতের বিরুদ্ধও নহে। অব্যবহিত পরেই যুক্তি দ্বারা এই কথার সমর্থন করিব। অতএব, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্লোকটীও জগতের বাধক নহে। দেখ,—'যাহা হইতে সমস্ত ভূত সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং মৃত্যুর সময়ও যাহাতে প্রবিষ্ট হয়; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।' এই শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হয় যে, ব্রহ্মই জগতের জন্মাদির (জন্ম, স্থিতি ও লয়ের) একমাত্র কারণ; তাহার পর, 'ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র দ্বারা বেদার্থ পরিপুষ্ট, অর্থাৎ সংশয়-শূন্য করিবে। অল্পজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে উল্লঙ্ঘন করিবে, অর্থাৎ আমার মর্য্যাদা নষ্ট করিবে, ভাবিয়া বেদ তাহার নিকট ভয় পায়।' এই শাস্ত্রানুসারেও জানা যায় যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ উপবৃংহিত বা সংশয়শূন্য করা আবশ্যক। 'উপবৃংহণ' শব্দের অর্থ এই যে, যাহারা সমস্ত বেদ ও বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, এবং যোগবলে নিজেও বেদের তত্ত্বার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তাহাদের বাক্য-সাহায্যে নিজের অবগত বেদার্থকে অভিব্যক্ত অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ বা স্পষ্টার্থ করিয়া লওয়া। বেদের একাংশমাত্র অধ্যয়ন করিয়া অনেকানেক বেদ-শাখার সহিত সম্বন্ধ বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব, এই কারণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বেদার্থের 'উপবৃংহণ' অবশ্য কর্ত্তব্য।

(*) 'বেদতত্ত্বার্থানাম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

তত্র পুলস্ত্য-বসিষ্ঠবরপ্রদানলব্ধপরদেবতা-পারমার্থিকজ্ঞানবতো ভগবতঃ পরাশরাৎ স্বাবগতবেদার্থোপবৃংহণমিচ্ছন্ মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ,—

"সোঽহমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ শ্রোতুং ত্বত্তো যথা জগৎ।
বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি॥
যন্ময়ঞ্চ জগদ্ ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
লীনমাসীদ্যথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ॥ [বিষ্ণু পু০, ১।১।৪-৫]

ইত্যাদিনা। অত্র ব্রহ্মস্বরূপবিশেষ-তদ্বিভূতিভেদপ্রকার-তদারাধনস্বরূপ-ফলবিশেষাশ্চ পৃষ্টাঃ। ব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রশ্নেষু "যতশ্চৈতচ্চরাচরম্" ইতি নিমিত্তোপাদানয়োঃ পৃষ্টত্বাৎ, যন্ময়মিত্যনেন সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্মভূতং জগৎ কিমাত্মকমিতি পৃষ্টম্। তস্য চোত্তরম্—"জগচ্চ সঃ" ইতি॥

ইদঞ্চ তাদাত্ম্যমন্তর্য্যামিরূপেণাত্মতয়া ব্যাপ্তিকৃতং, ন তু ব্যাপ্য-ব্যাপকয়োর্বস্ত্বৈক্যকৃতম্। "যন্ময়ম্" ইতি প্রশ্নস্যোত্তরত্বাৎ "জগচ্চ সঃ" ইতি সামানাধিকরণ্যস্য। "যন্ময়ম্" ইতি ময়ট্(*) ন বিকারার্থঃ, পৃথক্প্রশ্ন-বৈয়র্থ্যাৎ।

দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠের অনুগ্রহপ্রদত্ত বরপ্রভাবে পরমাত্মার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরের নিকট নিজের অধীত বেদার্থের উপবৃংহণ বা বিশদীকরণ মানসে মহাত্মা মৈত্রেয় নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—'হে মহাভাগ, ধর্মজ্ঞ! এই জগৎ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পরেও যেরূপে থাকিবে; হে ব্রহ্মন্! চরাচরাত্মক এই সমস্ত জগৎ যৎস্বরূপ, যাহা হইতে সমুদ্ভূত ও যেরূপে যাহাতে বিলীন ছিল, এবং পরেও যেখানে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, ইত্যাদি। এই প্রকরণেই ব্রহ্মের নানাপ্রকার বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যভেদ, আরাধনার প্রণালী এবং তাহার ফলভেদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক প্রশ্নে 'যাহা হইতে এই চরাচর উৎপন্ন হয়' এইরূপে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়াছে, এবং 'যন্ময়' কথায় সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের কর্মভূত এই জগতের স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে এখন, "জগৎ চ সঃ" অর্থাৎ 'তিনিই জগৎস্বরূপ' বলিয়া সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইল।

এই যে, জগতের তদাত্মক-ভাব, (ব্রহ্মরূপতা,) তাহাও ব্যাপ্য-জগৎ ও ব্যাপকীভূত ব্রহ্মের একত্ব নিবন্ধন নহে; পরন্তু, ব্রহ্ম অন্তর্যামিরূপে এই সমস্ত জগতে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত আছেন, এই কারণেই ঐরূপ অভিহিত হইয়াছে। কেন না, "জগচ্চ সঃ;' এই অভেদোক্তিতে 'যন্ময়' প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। 'যন্ময়' শব্দের পরে যে, 'ময়ট্' প্রত্যয় আছে,

---

(*) ময়ড়ত্র' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

নাপি প্রাণময়াদিবৎ স্বার্থিকঃ, "জগচ্চ সঃ" ইত্যুত্তরানুপপত্তেঃ। তদা হি (*) বিষ্ণুরেবেত্যুত্তরমভবিষ্যৎ। অতঃ প্রাচুর্যার্থএব "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" [অষ্টা॰, ৫।৪।২১] ইতি ময়ট্। কৃৎস্নঞ্চ জগৎ তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রচুরমেব, তস্মাদ্ যন্ময়মিত্যস্য প্রতিবচনং "জগচ্চ সঃ" ইতি সামানাধিকরণ্যং জগদ্-ব্রহ্মণোঃ শরীরাত্মভাবনিবন্ধনমিতি নিশ্চীয়তে। অন্যথা নির্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদনপরে শাস্ত্রেঽভ্যুপগম্যমানে সর্বাণ্যেতানি প্রশ্নপ্রতিবচনানি ন সংগচ্ছন্তে।

তাহার অর্থ 'বিকার' (রূপান্তর প্রাপ্তি) নহে ; তাহা হইলে পৃথক্ প্রশ্নের আবশ্যক হইত না। আর 'প্রাণ-ময়' প্রভৃতি শব্দের উত্তর যেরূপ স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়, সেরূপও নহে, তাহা হইলে "জগৎ চ সঃ" অর্থাৎ তিনি ও জগৎ একপদার্থ, এইরূপ উত্তর প্রদানও সঙ্গত হইত না, বরং স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইলে প্রত্যুত্তর দানকালে 'জগৎ বিষ্ণুরই স্বরূপ' বলা উচিত ছিল। অতএব, "তৎ-প্রকৃত বচনে ময়ট্" সূত্রানুসারে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য অর্থই স্বীকার করিতে হইবে (†)। বস্তুতঃ, সমস্ত জগৎই যখন তাঁহার শরীর ; তখন নিশ্চয়ই ইহাতে তাঁহার প্রচুরতর সম্বন্ধ আছে, বলিতে হইবে। এই কারণেই 'যন্ময়' প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যে, "জগৎ চ সঃ," (জগৎও তৎস্বরূপ) বলিয়া অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রযুক্ত হইয়াছে, জগৎ ও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবই তাহার কারণ। অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ শরীর, আর ব্রহ্ম তাহার শরীরি আত্মা, এইরূপ শরীর-শরীরিভাব সম্বন্ধ থাকায়ই 'জগৎ চ সঃ' বলিয়া জগতের সহিত ব্রহ্মের অভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সমস্ত শাস্ত্রকেই যদি নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন-প্রতিবচন সকল একেবারেই অসঙ্গত হইয়া পড়ে, এবং

(*) তথা হি' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) সাধারণতঃ, বিকার, অবয়ব ও প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। কদাচিৎ স্বার্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিকারার্থে—মৃন্ময় (মৃত্তিকার বিকার)। অবয়বার্থে 'পাষাণময়' (পাষাণের অংশ)। প্রাচুর্য্যার্থে—'ব্রাহ্মণময় গ্রাম' (ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম)। স্বার্থে—'বাঙ্ময়' (বাক্য ভিন্ন আর কিছু নহে)। এখন দেখিতে হইবে, 'যন্ময়ং' স্থলে কোন্ অর্থে ময়ট্প্রত্যয় হইলে অর্থের পৌর্ব্বাপর্য্য সঙ্গতি হইতে পারে।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এস্থলে বিকারার্থ হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে 'এই জগৎ যাহার বিকার বা পরিণাম, সেই উপাদান কারণেরই জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু 'যতশ্চ' অর্থাৎ 'যে উপাদান হইতে' এই জগৎ উৎপন্ন, এই প্রশ্নেই যখন উপাদান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তখন সেই বিষয়েই আবার প্রশ্ন করা সঙ্গত হইতে পারে না। এখানে অবয়বার্থও সঙ্গত হয় না, কারণ 'যতশ্চ' প্রশ্নেই তাহা জিজ্ঞাসিত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থেও হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে অর্থ হয় যে, তিনি ও জগৎ এক ; তাহাও "জগৎ চ সঃ," এই প্রশ্নেই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। অতএব, এখানে প্রাচুর্য্যার্থেই 'ময়ট্' প্রত্যয় স্বীকার করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত জগৎই যখন তাঁহার শরীর, তখন তিনি ইহার উৎপাদক, ধারক, [illegible]ক, এবং অন্তর্য্যামিরূপে ওত-প্রোত ভাবে জগতে অবস্থিত ; এইকারণে জগতে তাঁহার প্রচুর পরিমাণে সম্বন্ধ থাকায় জগৎকে 'যন্ময়' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

তদ্বিবরণরূপং কৃৎস্নঞ্চ শাস্ত্রং ন সংগচ্ছতে। তথা হি সতি, প্রপঞ্চভ্রমস্য কিমধিষ্ঠানমিত্যেবংরূপস্যৈকস্য প্রশ্নস্য নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমিত্যেবংরূপমেবোত্তরং স্যাৎ। জগদ্-ব্রহ্মণোরেকদ্রব্যত্বপরে চ (*) সামানাধিকরণ্যে সত্য-সংকল্পত্বাদি-কল্যাণগুণৈকতানতা নিখিলহেয়প্রত্যনীকতা চ বাধ্যেত, সর্বশুভাস্পদঞ্চ ব্রহ্ম ভবেৎ। আত্ম-শরীরভাব এবেদং সামানাধিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তমিতি স্থাপ্যতে ॥ ৮৭ ॥ অতঃ,—

"বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব (†) সংস্থিতম্।
স্থিতি-সংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য, জগচ্চ সঃ ॥" [বিষ্ণু পু০, ১।১।৩১

ইতি সংগ্রহেণোক্তমর্থং "পরঃ পরাণাম্" ইত্যারভ্য বিস্তরেণ বক্তুং পরব্রহ্মভূতং ভগবন্তং বিষ্ণুং স্বেনৈব রূপেণাবস্থিতম্, "অবিকারায়" ইতি শ্লোকেন প্রথমং প্রণম্য, তমেব হিরণ্যগর্ভস্বাবতারশঙ্কররূপত্রিমূর্ত্তি-প্রধান-কাল-ক্ষেত্রজ্ঞসমষ্টিরূপেণাবস্থিতঞ্চ নমস্করোতি। তত্র, "জ্ঞানস্বরূপম্" ইত্যয়ং শ্লোকঃ ক্ষেত্রজ্ঞব্যষ্ট্যাত্মনাবস্থিতস্য পরমাত্মনঃ স্বভাবমাহ। তস্মান্নাত্র নির্বিশেষবস্তুপ্রতীতিঃ ॥

ঐরূপ প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মকবিষয়েরই ব্যাখ্যাস্বরূপ শাস্ত্রীয় অপরাংশেরও সঙ্গতি রক্ষা পায় না। দেখ, নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইলে একটী প্রশ্ন হইত,—এই জগৎ-ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কে? এবং তাহার প্রত্যুত্তরে একমাত্র নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকেই তাহার অধিষ্ঠান বলা হইত। বিশেষতঃ সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের দ্বারা জগৎ ও ব্রহ্মের এক দ্রব্যত্ব, অর্থাৎ একবস্তুত্ব প্রতিপাদিত হইলে ব্রহ্মের যে, সত্য-সংকল্পত্ব প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসম্বন্ধ ও সর্ব্বপ্রকার হেয় গুণ-রাহিত্য উক্ত আছে, তৎসমুদয়ের বাধা হয় এবং সর্ব্বপ্রকার অশুভ গুণেরই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া পড়ে। আর শরীরাত্মভাবেই যে, উক্ত সামানাধিকরণ্যের ('জগৎ চ সঃ' কথার) মুখ্য তাৎপর্য্য, পরে তাহার উপপাদন করা হইবে॥

৮৮। অতএব, 'এই জগৎ বিষ্ণু হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাতেই অবস্থিত। তিনিই (বিষ্ণুই) এই জগতে স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা, এবং এই জগৎও তৎস্বরূপ।' এই শ্লোকে সংক্ষেপে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহাই "পরঃ পরাণাম্" প্রভৃতি শ্লোকে বিশদভাবে বলিবার অভিপ্রায়ে স্বরূপাবস্থিত পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে "অবিকারায়" শ্লোকে প্রথমতঃ প্রণাম করিয়া, পুনশ্চ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভরূপ মূর্ত্তিত্রয় এবং প্রধান (প্রকৃতি), কাল ও ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) স্বরূপ ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাবে অবস্থিত সেই ভগবানেরই নমস্কার করিতেছেন। তাহার পর, "জ্ঞানস্বরূপম্" শ্লোকে ব্যষ্টি-জীবরূপে অবস্থিত পরমাত্মার স্বভাব বা স্বরূপ কথিত হইয়াছে। অতএব, এস্থলে নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি হইতেছে না।

(*) পরে এব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) তত্রৈব চ' ইতি খ০।

যদি নির্বিশেষজ্ঞানরূপব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রমপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রম্; তর্হি,—

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে॥" [বিষ্ণু পু০, ১।৩।১]

ইতি চোদ্যম্,

"শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাব-শক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥" বিষ্ণু পু০, ১।৩।২]

ইতি পরিহারশ্চ ন ঘটতে। তথা হি সতি—নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বম্? ব্রহ্মণো ন পারমার্থিকঃ সর্গঃ; অপি তু ভ্রান্তিকল্পিত-ইতি চোদ্য-পরিহারৌ স্যাতাম্। উৎপত্ত্যাদিকার্য্যং সত্ত্বাদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণ-কর্মবশ্যেষু দৃষ্টমিতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য পরিপূর্ণস্যাকর্মবশ্যস্য কর্মসম্বন্ধানর্হস্য কথং সর্গাদেঃ কর্ত্তৃত্বমভ্যুগম্যত ইতি চোদ্যম্। দৃষ্টসকলবিসজাতীয়স্য ব্রহ্মণো যথোদিতস্বভাবস্যৈব জলাদিবিসজাতীয়স্যাগ্ন্যাদেরৌষ্ণ্যাদিশক্তি-যোগবৎ সর্বশক্তিযোগো ন বিরুধ্যত ইতি পরিহারঃ॥৮৮॥

আর যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, 'নির্গুণ, নিরবচ্ছিন্ন (অসীম), বিশুদ্ধ ও বিমলস্বভাব ব্রহ্মকেই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় কিরূপে'? এইরূপ আপত্তি, এবং 'হে তাপস শ্রেষ্ঠ! যেহেতু জাগতিক বস্তুনিচয়ের শক্তি সমূহ অচিন্ত্য—[প্রাকৃত] বুদ্ধির অগোচর; অতএব, অগ্নির উষ্ণতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি ব্রহ্মের এই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যও স্বভাবসিদ্ধ বস্তু-শক্তি বুঝিতে হইবে।' এইরূপ পরিহার বা মীমাংসা, উভয়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, শাস্ত্রের ঐরূপ তাৎপর্য্য হইলে প্রশ্ন হইত—নির্গুণব্রহ্ম সৃষ্টি করেন কিরূপে? এবং তাহার উত্তর হইত—ব্রহ্মের সৃষ্টি পারমার্থিক বা সত্য নহে; পরন্তু ভ্রম-পরিকল্পিত। অভিপ্রায় এই যে, যাহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন, অপূর্ণস্বভাব এবং কর্ম্মবশ্য, অর্থাৎ কর্ম্মলব্ধ সুখ-দুঃখের অধীন; তাহাদিগকেই উৎপাদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায়; কিন্তু ব্রহ্ম যখন নির্গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রহিত), পরিপূর্ণ-স্বভাব এবং কর্ম্মাধীনতা-শূন্য, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও তাহাতে কর্ম্ম-সম্বন্ধ হয় না, তখন তাঁহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় কিরূপে? এইরূপ প্রশ্ন, এবং তাহার উত্তরে,—জলাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্নিতে যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সর্ব্বজগৎ-বিলক্ষণ,

"পরমার্থস্ত্বমেবৈকঃ" ইত্যাদ্যপি ন কৃৎস্নস্যাপারমার্থ্যং বদতি; অপি তু, কৃৎস্নস্য (*) তদাত্মকতয়া তদ্ব্যতিরেকেণাবস্থিতস্যাপারমার্থ্যম্। তদেবোপপাদয়তি,—

"তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥" বিষ্ণু পু০, ১।৪।৩৮] ইতি ॥

যেন ত্বয়েদং চরাচরং ব্যাপ্তম্; অতস্ত্বদাত্মকমেবেদং সর্বমিতি ত্বদন্যঃ কোঽপি নাস্তি। অতঃ সর্বাত্মতয়া ত্বমেবৈকঃ পরমার্থঃ। অত ইদমুচ্যতে—

তাদৃশ নিগুর্ণাদিস্বভাবসম্পন্ন ব্রহ্মেও সর্বশক্তি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইতে পারে না; এইরূপ পরিহার করাই সুসঙ্গত হইত (†) ॥৮৮॥

৮৯। আর "পরমার্থঃ ত্বমেবৈকঃ", (তুমিই একমাত্র সত্য বস্তু) ইত্যাদি শ্লোকও যে, সমস্ত জগতের অসত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু, সমস্ত জগৎই তদাত্মক (ভগবৎস্বরূপ), সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে সমস্ত জগৎই অসত্য বা মিথ্যা হইয়া পড়ে, ঐ শ্লোক কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে।

'তোমার মহিমা দ্বারাই এই চরাচরসমন্বিত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে; এই শ্লোকেও জগতের পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাত্মকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। [শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই যে,] যেহেতু তুমিই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ; অতএব এই সমস্তই ত্বদাত্মক, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ, তোমাকে ছাড়িয়া কেহই নাই। অতএব, সর্ব্বাত্মকরূপে তুমিই একমাত্র সত্য পদার্থ। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, '(হে ভগবন্) তুমি যে, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া

(*) কৃৎস্নস্যেতি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য, সচরাচর দেখা যায়, যাহারা কোনও রূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই সত্ত্ব-রজ ও তমোগুণ সম্পন্ন, সসীম বা পরিচ্ছিন্ন, এবং প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্ম-ফলে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; পরন্তু, যাহারা উক্ত ভাবাপন্ন নহে, তাহাদিগকে কোন কার্য্য করিতে দেখা যায় না। ব্রহ্ম যখন নিগুর্ণ, সুতরাং সত্ত্বাদিগুণ তাঁহাতে থাকিতেই পারে না, তিনি যখন অপ্রমেয়, তখন অপূর্ণত্বও তাহাতে স্থান পাইতে পারে না এবং তিনি যখন বিশুদ্ধ ও অমলস্বভাব, তখন তাঁহাতে কর্ম্মাধীনতা বা সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ ও আসিতে পারে না; অথচ এই সকল গুণ না থাকিলেও যখন কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না, তখন ব্রহ্মকে সৃষ্টি স্থিতি-সংহারের কর্ত্তাও বলা যাইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল দৃষ্টান্ত বলেই কোন নিয়ম নিশ্চয় করা যায় না; বিশেষতঃ লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে অলৌকিক কোন বস্তুর স্বভাব বা স্বরূপ নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব। দেখা যায়, সাধারণতঃ জলের সংস্পর্শ মাত্রেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু বৈদ্যুতিক ও বাড়বাগ্নি জলের সংস্পর্শে নির্ব্বাপিত হয় না, বরং প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঠিক্ সেইরূপ, জগতে সগুণের কর্তৃত্ব দৃষ্ট হইলেও জগৎ-বিলক্ষণ (অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন) ভগবানের পক্ষেও সেই নিয়মই চলিতে পারে না। তিনি স্বীয় বিচিত্র শক্তি প্রভাবে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সম্পাদন করিয়া থাকেন।

তবৈষ মহিমা,—যা সর্বব্যাপ্তিরিতি ; অন্যথা তবৈষা ভ্রান্তিরিতি বক্তব্যম্। "জগতঃ পতে ত্বম্" ইত্যাদীনাং পদানাং লক্ষণা চ (*) স্যাৎ ; লীলয়া মহীমুদ্ধরতো ভগবতো মহাবরাহস্য স্তুতিপ্রকরণবিরোধশ্চ ॥

যতঃ কৃৎস্নং জগৎ জ্ঞানাত্মনা ত্বয়া আত্মতয়া ব্যাপ্তত্বেন তব মূর্ত্তম্, তস্মাৎ ত্বদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগবিরহিণ এতৎ কেবলদেব-মনুষ্যাদিরূপমিতি ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তীত্যাহ,—"যদেতদ্ দৃশ্যতে" ইতি ॥

ন কেবলং বস্তুতস্ত্বদাত্মকং জগৎ (†) দেব-মনুষ্যাদ্যাত্মকমিতি দর্শনমেব ভ্রমঃ ; জ্ঞানাকারাণামাত্মনাং দেব-মনুষ্যাদ্যর্থাকারত্বদর্শনমপি ভ্রম ইত্যাহ,—"জ্ঞানস্বরূপমখিলম্" ইতি ॥

যে পুনর্বুদ্ধিমন্তো জ্ঞানস্বরূপাত্মবিদঃ সর্বস্য ভগবদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগযোগ্যপরিশুদ্ধমনসশ্চ, তে দেবমনুষ্যাদি-প্রকৃতিপরিণামবিশেষ-শরীর-রূপমখিলং জগচ্ছরীরাতিরিক্তজ্ঞানস্বরূপাত্মকং ত্বচ্ছরীরঞ্চ (‡) পশ্যন্তী-

---

রহিয়াছ, ইহা তোমারই মহিমা বা বিভূতি বিশেষ'। নচেৎ মহিমা না বলিয়া বলা উচিত ছিল যে, 'ইহা তোমার ভ্রান্তি।' আর এ পক্ষে "জগতঃ পতে ত্বম্" (তুমি জগতের পতি), ইত্যাদি পদগুলিরও লক্ষণা করিতে হয়, অর্থাৎ জগৎ অসত্য হইলে তাহার আবার পতি কি? সুতরাং 'পতি' শব্দের পালক অর্থ না করিয়া অন্যরূপ অর্থ করিতে হয়। বিশেষতঃ, জগৎ অসত্য হইলে, ভগবান্ মহাবরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন, বলিয়া যে স্তুতি বর্ণিত আছে, তাহাও বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে ; কারণ, অসত্যের আবার উদ্ধার কি?

আর "যদেতৎ দৃশ্যতে" শ্লোকেরও অভিপ্রায় এইরূপ যে, যেহেতু তুমি জ্ঞানময়রূপে এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, অতএব, এই সমস্ত জগৎই তোমার মূর্ত্ত (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) স্থূল রূপ। শাস্ত্রোক্ত যোগই তোমাকে এই ভাবে জানিবার একমাত্র সাধন বা উপায়। যাহারা সেই যোগ-সাধনশূন্য হইয়া এই দেবতা, মনুষ্যাদি জগৎকে তোমা হইতে পৃথক্ বলিয়া দর্শন করে, তাহাদের সেই জ্ঞান সত্য নহে—ভ্রমমাত্র।

বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্মাত্মক জগৎকে দেবতা-মনুষ্যাদি আকারে দর্শন করাই যে, কেবল ভ্রম, তাহা নহে ; পরন্তু, জ্ঞানময় দেব-মনুষ্যাদি জগৎকে যে, কেবলই জড়পদার্থাকারে দর্শন করা, তাহাও ভ্রম। এই অভিপ্রায়েই "জ্ঞানস্বরূপমখিলম্" কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

আর যাহারা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানময় আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ, এবং জগৎকে ভগবদ্ভাবে দর্শন করিবার সাধনীভূত যোগযুক্ত ও বিশুদ্ধচিত্ত ; তাহারা প্রকৃতির পরিণাম দেবতা-মনুষ্যাদি

(*) লক্ষণৈব' ইতি (গ) পাঠঃ। পদানাং চ লক্ষণা' ইতি (খ) পাঠঃ।
(†) জগদেব দেব' ইতি (গ) (ঙ) পাঠঃ।　　(‡) ত্বচ্ছরীরম্ পশ্যন্তি' ইতি (খ) পাঠঃ।

ত্যাহ,—"যে তু জ্ঞানবিদঃ" ইতি। অন্যথা শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং, পদানাং লক্ষণা, অর্থবিরোধঃ, প্রকরণবিরোধঃ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিরোধশ্চ (*)॥

"তস্যাত্ম-পরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ম্" ইত্যত্র সর্বেষ্বাত্মসু জ্ঞানৈকাকারতয়া সমানেষু সৎসু দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতি-(†) পরিণামবিশেষরূপপিণ্ডসংসর্গকৃতমাত্মসু দেবাদ্যাকারেণ দ্বৈতদর্শনমতথ্যমিত্যুচ্যতে, পিণ্ডগতমাত্মগতমপি দ্বৈতং ন প্রতিষিধ্যতে। দেবমনুষ্যাদি-বিবিধবিচিত্রপিণ্ডেষু বর্ত্তমানং সর্বমাত্মবস্তু সমমিত্যর্থঃ। যথোক্তং ভগবতা—

"শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।"

"নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"—ইত্যাদিষু॥ [গীতা০, ৫।১৮-১৯]

"তস্যাত্ম-পরদেহেষু সতোঽপি" ইতি দেহাতিরিক্তে বস্তুনি স্বপরবিভাগস্যোক্তত্বাৎ।

"যদ্যন্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি"ইত্যত্রাপি নাত্মৈক্যং প্রতীয়তে। 'যদি

শরীররূপ সমস্ত জগৎকে জ্ঞানস্বরূপ তোমার (ভগবানের) শরীররূপেই দর্শন করে। "যে তু জ্ঞানবিদঃ" (যাহারা জ্ঞানাভিজ্ঞ) শ্লোকেও এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির পুনরুক্তি দোষ হয়, শ্লোকস্থ পদগুলির লক্ষণা করিতে হয়, মুখ্যার্থের বিরোধ ঘটে, এবং প্রকরণ ও তাৎপর্য্যের বিরোধ উপস্থিত হয়।

"তস্যাত্ম-পরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ম্" (তিনি স্বদেহে ও পরদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও একরূপ),' এই স্থলেও এই ভাবই উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মা সমান—একরূপ হইলেও প্রকৃতির পরিণাম দেব-মনুষ্যাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি-সম্বন্ধ-নিবন্ধন তৎসমুদয়কে যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন করা, তাহা সত্য নহে—মিথ্যা, কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে; কিন্তু দেহপিণ্ড ও আত্মায় যে, পরস্পর ভেদ আছে, তাহার প্রতিষেধ করা হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা, দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র পিণ্ডসমূহে বর্ত্তমান থাকিয়াও সমান—একরূপ। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন,—'পণ্ডিতগণ, কুক্কুর ও চাণ্ডালে সমদর্শী হন।' 'ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সর্ব্বত্র সমান,' ইত্যাদি। 'তিনি স্বীয় ও পরকীয় দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও সমান,' এই বাক্যে নিজ দেহভিন্ন বস্তুতে তাহার বিভাগ কথিত হইয়াছে।

আর, 'যদি আমা হইতেও অপর কেহ থাকে', এই স্থলেও আত্মার একত্ব (অদ্বৈত ভাব)

(*) লক্ষণয়ার্থবিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) মনুষ্যাকৃতিপরিণাম' ইতি (গ) পাঠঃ।

মত্তঃ পরঃ কোঽপ্যহন্যঃ' ইত্যেকস্মিন্নর্থে পরশব্দান্যশব্দয়োঃ প্রয়োগাযোগাৎ। তত্র, পর-শব্দঃ স্বব্যতিরিক্তাত্মবচনঃ, অন্য-শব্দঃ তস্যাপি জ্ঞানৈকাকারত্বাদ্ (*) অন্যাকারত্বপ্রতিষেধার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি,—যদি মদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽপ্যাত্মা মদাকারভূত-জ্ঞানৈকাকারাদন্যাকারোঽস্তি, তদাঽহমেবম্মাকারঃ, অয়ঞ্চান্যাদৃশাকার ইতি শক্যতে ব্যপদেষ্টুম্। ন চৈবমস্তি, সর্ব্বেষাং জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানত্বাদেবেতি ॥৮৯॥

"বেণুরন্ধ্রবিভেদেন" ইত্যত্রাপি আকারবৈষম্যমাত্মনাং ন স্বরূপকৃতম্; অপি তু, দেবাদিপিণ্ড-প্রবেশকৃতমিত্যুপদিশ্যতে, নাত্মৈক্যম্। দৃষ্টান্তে চানেকরন্ধ্রবর্ত্তিনাং বায়ুংশানাং ন স্বরূপৈক্যম্; অপি তু, আকারসাম্যমেব। তেষাং বায়ুত্বেনৈকাকারাণাং রন্ধ্রভেদনিষ্ক্রমণ-(†) কৃতো হি ষড়্জাদি-সংজ্ঞাভেদঃ। এবমাত্মনাং দেবাদিসংজ্ঞাভেদঃ। যথা (‡) তৈজসাপ্য-

---

প্রতীত হয় না; তাহা হইলে 'যদি আমা হইতেও ভিন্ন (অন্য) অপর কেহ।' এই শ্লোকে একই স্থলে 'পর' শব্দও 'অন্য' শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হইত না। তন্মধ্যে, 'পর' শব্দে স্ব-ভিন্ন (নিজের অতিরিক্ত) আত্মাকে বুঝান হইয়াছে, আর 'অন্য' শব্দে সেই স্বব্যতিরিক্ত আত্মার একমাত্র জ্ঞানরূপতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক অন্যরূপতার (জড়রূপতার) নিষেধ করা হইয়াছে। ইহারও অভিপ্রায় এই যে, 'যদি আমা হইতে অতিরিক্ত কোন আত্মা আমার জ্ঞানরূপ হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিত, তাহা হইলেই 'আমি (ভগবান্) একপ্রকার এবং সে অন্যপ্রকার' ইত্যাদিরূপে রূপ-বিভাগ করা যাইত। কিন্তু জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মাই যখন সমান বা একরূপ, তখন পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিভাগ যে আছে, তাহা বলা যায় না ॥৮৯॥

৯০। আর, আত্ম-সমূহের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র বৈষম্য নাই; পরন্তু, বিভিন্নপ্রকার দেবাদিশরীরে প্রবেশ বশতই সেই বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাই "বেণু-রন্ধ্রবিভেদেন" শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ, প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে জানা যায় যে, বংশখণ্ডের বিভিন্ন রন্ধ্রে যে সমস্ত বায়বীয় অবয়ব থাকে, সে সকলের স্বরূপতঃ ঐক্য নাই সত্য, কিন্তু আকৃতিগত সাম্য আছে; অর্থাৎ প্রত্যেক রন্ধ্রগত বায়বীয় অংশগুলি ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও বস্তুতঃ উহারা বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই একই বায়বীয় অংশ সকল বিভিন্ন রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া যে প্রকার 'ষড়্জ' (ধ্বনি বা স্বর) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার একাকার আত্ম-সমূহেরও নানাবিধ দেহসম্বন্ধনিবন্ধন দেবতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় মাত্র। তেজ,

---

(*) জ্ঞানৈকাকারত্বেন সত্ত্বাদিতি (গ) পাঠঃ।　　(†) নিষ্ক্রমণভেদকৃতঃ' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(‡) (ক, খ) পুস্তকে 'যথা' শব্দো নাস্তি।

পার্থিবদ্রব্যাংশভূতানাং পদার্থানাং তত্তদ্দ্রব্যত্বেনৈক্যমেব; ন স্বরূপৈক্যম্। তথা বায়বীয়ানামংশানামপি স্বরূপভেদোঽবর্জনীয়ঃ ॥

"সোঽহং স চ ত্বম্" ইতি সর্ব্বাত্মনাং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানাকারত্বং তচ্ছব্দেন পরামৃশ্য তৎসামানাধিকরণ্যেন "অহং ত্বম্" ইত্যাদীনামর্থানাং জ্ঞানমেবাকার ইত্যুপসংহরন্, দেবাদ্যাকারভেদেনাত্মসু ভেদ-মোহং পরিত্যজেত্যাহ। অন্যথা, দেহাতিরিক্তাত্মোপদেশ্যস্বরূপে, (*) 'অহং ত্বং সর্ব্বমেতদাত্মস্বরূপম্' ইতি ভেদনির্দ্দেশো ন ঘটতে। অহং ত্বমাদিশব্দানামুপলক্ষ্যেণ সর্ব্বমেতদাত্মস্বরূপমিত্যনেন সামানাধিকরণ্যাদুপলক্ষণত্বমপি ন সঙ্গচ্ছতে। সোঽপি যথোপদেশমকরোদিত্যাহ – "তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ" ইতি। কুতশ্চৈষ নির্ণয় ইতি চেৎ; দেহাত্মবিবেক-বিষয়ত্বাদুপদেশস্য। তচ্চ—

"পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ শিরঃপাণ্যাদি-লক্ষণঃ (†)।"

[বিষ্ণুপু০, ২। ১৩। ৮৯] ইতি প্রক্রমাৎ ॥৯০॥

জল ও পৃথিবীর অংশসমূহ যেমন তেজ, জল ও পৃথিবীরূপে একজাতীয় হইলেও স্বরূপতঃ এক নহে, অর্থাৎ কোন এক অংশই অপর অংশের সহিত এক নহে, তেমনি বায়বীয় অংশ সমূহেরও যে স্বরূপতঃ (ব্যক্তিগত) ভেদ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না॥

আর "সোঽহং, স চ ত্বম্" (সেই আমি ও সেই তুমি) ইত্যাদি বাক্যেও তৎশব্দের ('স' পদের) দ্বারা সমস্ত আত্মার জ্ঞানাকারতা নির্দ্দেশ করিয়া পুনশ্চ সেই জ্ঞানাকার আত্মার সহিত 'অহং' ও 'ত্বং' পদের অভেদ নির্দ্দেশে বাক্যের উপসংহার করায় বুঝা যায় যে, ঐ বাক্যও কেবল দেবতা প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতি-ভেদে যে, আত্মাতে ভেদভ্রান্তি, তাহারই পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছে মাত্র। নচেৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার উপদেশ করিতে হইলে আমি, তুমি ও সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ বলিয়া উপদেশ করা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। যদি বল, শ্লোকে "অহং, ত্বং" (আমি, তুমি) শব্দ থাকিলেও উহা উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ ঐশব্দ হইতে সমস্ত জগৎই বুঝিতে হইবে। ভাল, সমস্ত জগৎই যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই মিথ্যাময় জগৎ ও ব্রহ্মকে যখন এক—অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন আর 'উপলক্ষণ' (একই শব্দে মুখ্যার্থ ও অন্যার্থ প্রতিপাদন) করাও সঙ্গত হয় না। যাহাকে উপদেশ করা হইয়াছিল, তিনিও যে, উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছিলেন, 'তিনি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছিলেন।' এই বাক্যে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। দেহাত্ম-বিবেক, অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদন করাই যখন উক্ত উপদেশের উদ্দেশ্য, তখন আর 'ঐরূপ সিদ্ধান্ত কিসে জানা যায়?' অর্থাৎ ঐরূপ সিদ্ধান্তের কোন হেতু নাই, বলা যায় না।

(*) দেহাত্মতিরিক্তোপদেশ্য' ইতি (ক, খ) পাঠঃ। (†) পাদাদিলক্ষণঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

"বিভেদজনকেঽজ্ঞানে" ইতি চ (*) নাত্ম-স্বরূপৈক্যপরম্ ; নাপি জীব-পরয়োঃ। আত্ম-স্বরূপৈক্যম্ (†) উক্তরীত্যা নিষিদ্ধম্। জীব-পরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" [মুণ্ড০, ৩।১।১]
"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥" [কঠ০, ৩।১]
"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" ইত্যাদ্যা। [যজুরারণ্যকে, ৩।২০]।

হস্ত-মস্তকাদিময় দেহপিণ্ড হইতে আত্মা পৃথক্ বা অতিরিক্ত।' ইত্যাদিরূপ উপক্রম বাক্য হইতেই [ঐরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে] ॥৯০॥

৯১। আর পূর্ব্বোক্ত 'ভেদোৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে,' এই বাক্যও আত্মার স্বরূপতঃ একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না, কিংবা জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে না; [পরন্তু] উক্ত বাক্যে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণানুসারে আত্মার স্বরূপতঃ একত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ দেহ ও আত্মায় যেমন একত্ব সম্ভবপর হয় না, তেমনি জীবেরও পরমাত্মার সহিত ঐক্য অসম্ভব। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিও এইকথাই বলিতেছেন,—'দুইটী পক্ষী একটী বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে, তাহারা সহচর ও সখা (সমান স্বভাব)। সেই উভয়ের মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) পরিপক্ক (ভোগের উপযুক্ত) পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভোগ করে, আর অপর পক্ষীটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না,—কেবল দর্শন করেন, অর্থাৎ কর্ম্ম-ফলের সাক্ষী হন।' 'ব্রহ্মবিদ্ ও পঞ্চাগ্নিগণ এবং তিনবার যাহারা 'নাচিকেত' অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, এই লোকে (দেহে) পুণ্য-ফলভোক্তা, এবং ছায়া ও আলোকের ন্যায় (বিরুদ্ধ স্বভাব) দুইটী বস্তু (জীব ও পরমাত্মা) বুদ্ধিরূপ অত্যুত্তম গুহায় প্রবিষ্ট (প্রকাশমান) হইয়া অবস্থান করিতেছে।' (‡) 'তিনি সর্ব্বাত্মক এবং সর্ব্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করেন।' ইত্যাদি।

(*) নাত্মৈক্যপরম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) অত্রস্বরূপৈক্যম্' ইতি (খ) পাঠঃ, প্রামাদিক এব।

(‡) তাৎপর্য্য,—যদ্যপি শ্রুতিতে "ঋতং পিবন্তৌ" বলায় জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই কর্ম্ম-ফলের ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, জীবই প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা স্বয়ং ভোগ করেন না—জীবকে ভোগ করান মাত্র, এই কারণে পরমাত্মাকেও "পিবন্তৌ" পদে ভোক্তা বলা হইয়াছে। অথবা, বহুলোক একত্র থাকিয়া মস্তকে ছত্রধারণ করিলে যেরূপ তন্মধ্যগত এক জন ছত্র ধারণ না করিলেও সেই জনসংঘাতকে "ছত্রিণঃ" (ছত্রধারিগণ) বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবগণ ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করে না, সত্য, কিন্তু ভোক্তা জীবের সহিত একত্র নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় জীবের ভোগেই তাহারও ভোগ কল্পিত হইয়াছে, সেই হেতুই "পিবন্তৌ" বলা হইয়াছে॥

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—পঞ্চাগ্নি শব্দের অর্থ—গৃহস্থ। তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে আনন্দগিরি বলিয়াছেন

অস্মিন্নপি শাস্ত্রে,—

"স সর্ব্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে॥"
"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ"। "পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র।
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে।" [বিষ্ণুপু০, ৬।৫।৮৩-৮৫]
"অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৬১-২]
ইতি ভেদব্যপদেশাৎ। "উভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে।" [ব্রহ্মসূ০, ১।২।২১], "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।" ব্রহ্ম সূ০, ১।১।২২], "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।" [ব্রহ্ম সূ০, ২।১।২২] ইত্যাদিসূত্রেষু চ। "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্,

---

যেহেতু, এই বিষ্ণুপুরাণেও 'তিনি (ভগবান্) সর্ব্বভূতের উপাদান—প্রকৃতি ও তদ্বিকার এবং সর্ব্বপ্রকার গুণ-দোষের অতীত, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানাবরণরহিত ও সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপ; ভুবন মধ্যবর্ত্তী বস্তুনিচয় তাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।' 'তিনি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলময় গুণগণে পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর; সেই সর্ব্বেশ্বর—ভগবানে ক্লেশাদি দোষ বিদ্যমান নাই।' 'হে নৃপতে! সেই ভগবানের অবিদ্যা-কর্ম্ম নামক একটী তৃতীয় শক্তি আছে, যাহা দ্বারা সর্ব্বগত সেই ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিও বেষ্টিত (বশীকৃত) হইয়া আছে।' ইত্যাদি শ্লোকে পরস্পর ভেদের উল্লেখ আছে। কাণ্ব-শাখী ও মাধ্যন্দিন-শাখী, উভয়েই অন্তর্য্যামীকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়াছেন।' '[শ্রুতিতে] জীব ও অন্তর্য্যামীর ভেদোল্লেখ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] অন্তর্য্যামী পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন। '[শ্রুতিতে] ভেদনির্দ্দেশ থাকায় ব্রহ্ম পদার্থটী জীব হইতে অধিক বা পৃথক্।' ইত্যাদি সূত্রে, 'যিনি আত্মাতে বর্ত্তমান, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না; অথচ, আত্মাই যাহার শরীর বা অভিব্যক্তির স্থান, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত বা

যে, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য, এই পাঁচপ্রকার অগ্নির সেবককে পঞ্চাগ্নি বলে। অথবা, আকাশ, পর্জ্জন্য (মেঘ) পৃথিবী, পুরুষ, যোষিৎ (স্ত্রী), এই পঞ্চ পদার্থকে যাহারা অগ্নি-জ্ঞানে উপাসনাকরে, তাহারাই পঞ্চাগ্নি শব্দবাচ্য। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে এ কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

ত্রিনাচিকেতা শব্দের অর্থ—যাহারা নচিকেতার পরিজ্ঞাত অগ্নিকে তিনবার চয়ন বা আরাধনা করিয়াছে। নচিকেতানামক ঋষিকুমার যমরাজের নিকট যাইয়া যে অগ্নির তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, সেই অগ্নি 'নাচিকেত' নামে প্রসিদ্ধ। কঠোপনিষদে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে।

য আত্মানমন্তরো যময়তি।" [বৃহদা০, ৫।৭।২২] "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ।" (*) [বৃহদা০, ৬।৩।২১।]। "প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ।" [বৃহদা০, ৬।৩।] ইত্যাদিভিরুভয়োরন্যোন্যপ্রত্যনীকাকারেণ স্বরূপ-নির্ণয়াৎ ॥৯১॥

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নির্মুক্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিদ্যা-শ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদনর্হত্বাসম্ভবাৎ। যথোক্তম্,—

"পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে।
মিথ্যৈতদন্যদ্রব্যং (†) হি নৈতি তদ্দ্রব্যতাং যতঃ॥"

[বিষ্ণুপু০, ২।১৪। ২৭] ইতি॥

মুক্তস্য তু তদ্ধর্মতাপত্তিরেবেতি ভগবদ্গীতাসূক্তম্,—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥" [গীতা০, ১৪।২] ইতি॥

পরিচালিত করেন।' 'এই [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া [বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় জানিতে পাবে না]।' [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মাধিষ্ঠিত [হইয়া গমন করে]।' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার পরস্পর বিলক্ষণ (ভিন্নপ্রকার) রূপ নিরূপিত হইয়াছে ॥৯১॥

৯২। আর সাধন বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা-ক্ষয়ের পর জীবের কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ সম্ভবপরও হয় না; কারণ, অবিদ্যার যখন জীবকে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা (ক্ষমতা) রহিয়াছে, তখন জীব তাহার (অবিদ্যার) আক্রমণ-ক্ষমতা লোপ করিতে পারে না, [সুতরাং অবিদ্যা-সম্বদ্ধ জীব কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না]। বিষ্ণু-পুরাণেও এইরূপ উক্ত আছে,—'জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ বা একত্বকে যে, পরমার্থ (সত্য) বলিয়া মনে করা হয়, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য নহে; কারণ অন্য দ্রব্য কখনও অন্য-দ্রব্যত্ব লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ এক পদার্থ (জীব) কখনই অপর পদার্থ (পরমাত্মা) হইয়া যাইতে পারে না। মুক্ত পুরুষ যে, ভগবানের গুণই প্রাপ্ত হন, [স্বরূপ প্রাপ্ত হন না,] তাহা ভগবদ্গীতায়ও স্পষ্টরূপে উক্ত আছে,—'এই প্রকার জ্ঞান (‡) অবলম্বন দ্বারা যাহারা আমার সমান ধর্ম্ম লাভ করে, তাহারা সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার জন্মধারণ করে না, এবং প্রলয়কালেও

(*) আত্ম-ঘটিত-পাঠস্তু মাধ্যন্দিন-শাখাসম্মতঃ।　　(†) অন্যদ্দ্রব্য মতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—'হে অর্জ্জুন! আমিই কারণরূপে স্বীয় শক্তি মায়াতে চিদাভাসরূপে জীব-সন্নিবেশ করিয়া থাকি, তাঁহার ফলেই ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত ভূত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্ ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এখানে 'এইপ্রকার জ্ঞান' কথার প্রতিপাদ্য।

ইহাপি,—

"আত্মভাবং নয়ত্যেনং (*) তদ্ব্রহ্ম ধ্যায়িনং মুনে।

বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥" বিষ্ণুপু০,৬।৭।৩০] ইতি। আত্মভাবমাত্মনঃ স্বভাবম্। নহ্যাকর্ষকস্বরূপাপত্তিরাকৃষ্যমাণস্য। বক্ষ্যতি চ, "জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ৪।৪।১৭]। "ভোগমাত্র-সাম্যলিঙ্গাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ৪ । ৪ । ২১]। "মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ১।৩।২ ইতি। বৃত্তিরপি, "জগদ্ব্যাপারবর্জং সমানো জ্যোতিষা" ইতি। দ্রমিড়ভাষ্যকারশ্চ, "দেবতাসাযুজ্যাদশরীরস্যাপি দেবতাবৎ (†) সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্" ইত্যাহ।

আর কষ্ট পায় না।' এই বিষ্ণুপুরাণেও আছে যে,—'আকর্ষক (অগ্নি) যেরূপ স্বীয় শক্তি প্রভাবে বিকার্য্যের (যাহাকে অনুরূপ করিতে হইবে, সেই) [লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া] আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ অগ্নির মত করিয়া দেয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি প্রভাবে উপাসকগণকে আত্ম-স্বভাব প্রাপ্ত করিয়া দেন।' (‡) এই স্থানে 'আত্মভাব' শব্দের অর্থ 'নিজের স্বভাব' (কিন্তু তদ্ভাব-প্রাপ্তি নহে); কেননা, আকৃষ্যমাণ লৌহ কখনই আকর্ষক অগ্নির স্বরূপ হইয়া যায় না। এই ব্রহ্মসূত্রেও বলিবেন যে, '[মুক্ত পুরুষ] কেবল জগৎ-নির্ম্মাণ ভিন্ন সমস্ত কার্য্যেই সমান ক্ষমতা লাভ করে, কারণ, সেইরূপই প্রকরণ, এবং জগৎ-রচনার কথাও এখানে নাই।' 'কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাম্য বা সাদৃশ্য আছে।' আর 'মুক্ত পুরুষেরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ উল্লেখ থাকায়ও [বুঝিতে হয় যে, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব হয় না]।' "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্' সূত্রের বৃত্তিতেও (ব্যাখ্যাগ্রন্থেও) আছে যে, ['মুক্ত পুরুষ] জগৎ রচনা করিবার ক্ষমতা পান না, কেবল জ্যোতিতেই ভগবানের সমান

(*) পুরাণেতু 'নয়ত্যেবং' ইতি পাঠো দৃশ্যতে।　　　　(†) স্বার্থসিদ্ধিরিতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—লৌহের অভ্যন্তরস্থিত দোষরাশি আকর্ষণ করিয়া বাহির করে বলিয়া অগ্নিকে 'আকর্ষক' বলা হইয়াছে। অগ্নি যেরূপ লৌহের দোষরাশি বিদূরিত করিয়া লৌহকে নিজের মত উজ্জ্বল আলোকময় ও উষ্ণ করে, তদ্রূপ, ভগবান্‌ও নিজের উপাসক ভক্ত বর্গের হৃদয়গত কামাদি দোষরাশি বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের অনুরূপ গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন করেন, কিন্তু কখনও ভক্তের সহিত এক হইয়া যান না। অন্যত্রও এই কথাই উক্ত হইয়াছে, "যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ। তথা হৃদি স্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্।" অর্থাৎ বায়ু-সহকৃত অগ্নি যে প্রকোষ্ঠে থাকে, তাহা যেমন অচিরে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তেমনি বিষ্ণুও যে যে যোগীর হৃদয়ে স্থান পান, সেই সকল যোগীর হৃদয়গত সর্ব্ব পাপ—দোষ বিনাশ করেন। এখানে কেবল পাপরূপ দোষ-ধ্বংসের কথাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু, ভগবানের সহিত এক হইবার কথা ত বলা হয় নাই। শ্রীধর স্বামীর মতে 'আকর্ষক' অর্থ অয়স্কান্ত মণি।

শ্রুতয়শ্চ,—"য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" [ছান্দো০, ৮।১।৬], "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১-২]। "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী (*) কামরূপ্যনুসঞ্চরন্।" [তৈত্তি০, ভৃগু০, ১০।৫]। ["স তত্র পর্য্যেতি।" [ছান্দো০, ৮।১২।৩]। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ৭।১]।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

[মুণ্ড০, ৩।২।৮]

তদা (†) বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

[মুণ্ড০, ৩।১।৩] ইত্যাদ্যাঃ॥ ৯২ ॥

হন'। দ্রমিড় ভাষ্যকারও (‡) বলিয়াছেন যে,—'ভগবৎ-সাযুজ্য লাভ করায় মুক্ত পুরুষেরও ভগবানের মত সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধি (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান) লাভ হয়'॥

'যাহারা উক্তপ্রকার আত্মাকে এবং পূর্ব্বোক্ত সত্য কামনা সমূহ অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহাদের সর্ব্ব জগতে স্বাধীনতা লাভ হয়।' 'ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।' 'সেই মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমস্ত অভীষ্ট ফল ভোগ করেন।' 'এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার কাম্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন।' 'তিনি (মুক্ত পুরুষ) সেখানে গমন করেন।' 'তিনি (ব্রহ্ম) রস-স্বরূপ। জীব সেই রসময়কে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবান্ হয়।' 'নদী সকল যেরূপ নিজ-নিজ নাম ও রূপ (আকৃতি প্রকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত বা মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাৎপর দিব্য (অলৌকিক) পুরুষকে প্রাপ্ত হন।' 'সেই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ বিমুক্ত হইয়া অতিশয় সমতা (ভগবানের সমানরূপতা) লাভ করেন।' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও পূর্ব্বোক্ত সাম্যবাদেরই সমর্থন করিতেছে॥৯২॥

(*) কামান্ নিকামরূপেণ সঞ্চরন্নিতি (গ) পাঠঃ।　　(†) 'তথা' ইতি (খ) পাঠস্তু প্রামাদিক এব।

(‡) তাৎপর্য্য,—এখানে 'বৃত্তি' অর্থ বোধায়নকৃত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা। বোধায়ন ও দ্রমিডাচার্য্য, উভয়েই শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তাঁহারা উভয়েই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্রহ্মসূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়া যান। তন্মধ্যে, বোধায়নকৃত ব্যাখ্যার নাম 'বৃত্তি', আর দ্রমিড়কৃত ব্যাখ্যার নাম ভাষ্য বা দ্রমিড়ভাষ্য। শঙ্করস্বামী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে স্থানে-স্থানে তাঁহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

পরবিদ্যাসু সর্ব্বাসু সগুণমেব ব্রহ্মোপাস্যম্, ফলং চৈকরূপমেব। অতো বিদ্যাবিকল্প ইতি সূত্রকারেণৈব "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য॥" [ব্রহ্মসূ°, ৩। ৩। ১১]। "বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ॥" [ব্রহ্মসূ°, ৩। ৩। ৫৯] ইত্যাদিষূক্তম্। বাক্যকারেণ চ সগুণস্যৈবোপাস্যত্বং বিদ্যাবিকল্পশ্চোক্তঃ, "যুক্তং তদ্গুণকোপাসনাৎ" ইতি। ভাষ্যকৃতা [দ্রমিড়েন] ব্যাখ্যাতং চ, 'যদ্যপি সচ্চিত্তঃ' ইত্যাদিনা॥

৯৩। সমস্ত পরবিদ্যায় (ব্রহ্মবিদ্যায়) সগুণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য এবং ব্রহ্মসারূপ্য লাভই তাহার ফল, (কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ নহে)। এই কারণে স্বয়ং সূত্রকার—বেদব্যাসও "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ প্রধান—ব্রহ্মের সম্বন্ধে গ্রহণীয়), এবং "বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ", (সর্ব্বত্রই যখন ফল সমান, তখন ইচ্ছামত যে কোন একটী বিদ্যা অবলম্বন করিবে), এই সূত্রদ্বয়ে বিদ্যা বা উপাসনাসম্বন্ধে বিকল্প-(*) বিধিবিহিত করিয়াছেন। বাক্যকারও "যুক্তং তদ্গুণকোপাসনাৎ।" (উপাসক সগুণের উপাসনা করায় গুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন)', এই বাক্যে সগুণের উপাস্যত্ব এবং বিদ্যা সম্বন্ধেও 'বিকল্প' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (†) ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্যও "যদ্যপি সচ্চিত্তঃ" (যদিও সদ্বিদ্যা-নিরত) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন॥

(*) তাৎপর্য্য,—কোন স্থানে তুল্যরূপে একাধিক বিষয়ের উপদেশ থাকিলেও যে, ইচ্ছানুসারে তন্মধ্য হইতে বিষয়গ্রহণের ব্যবস্থা, তাহাকে 'বিকল্প' বলে। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে, বিকল্পবিধিস্থানে, কর্ত্তার ইচ্ছাই বলবত্তর। কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে বিহিত বিষয় গুলির মধ্যে যে কোন একটী, দুইটী, তিনটী বা সমস্ত গুলিও গ্রহণ করিতে পারেন। আলোচ্য স্থানে—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" সূত্রে উপদেশ করিলেন যে, যে যে স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে, সেই সকল স্থানে উল্লেখ না থাকিলেও নির্ম্মলত্ব, সত্যত্ব, চিৎ ও আনন্দ প্রভৃতি গুণ সমুদয় প্রধানীভূত ব্রহ্মে সংযোজিত করিয়া উপাসনা করিবে। তাহার পর, "বিকল্পোঽবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ" সূত্রে বলিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গুণযোগে ব্রহ্মবিদ্যা অনেকপ্রকার, কিন্তু প্রত্যেক উপাসককেই যে, সেই সমস্ত পরবিদ্যারই অনুশীলন করিতে হইবে, তাহা নহে। সকল পরবিদ্যারই ফল যখন এক—ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন যাহার যে'টী ইচ্ছা হয়, তিনি সেই উপাসনাটীই গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থাকে 'বিকল্প' বলা যায়॥

(†) তাৎপর্য্য,—'বাক্যকার' এক জন প্রসিদ্ধ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তিনি দ্রমিড়াচার্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন গ্রন্থকার; তাহার অপর নাম 'টঙ্ক'। তাঁহার কথার অভিপ্রায় এই যে, সগুণ ভিন্ন নির্গুণের যখন উপাসনাই হইতে পারে না, তখন উপাসকের প্রাপ্য (লভ্য) ব্রহ্মও সগুণভিন্ন নির্গুণ হইতে পারেন না। কারণ, উপাসনা ও তাহার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসিদ্ধ।

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" [মুণ্ড০, ৩।২।৯] ইত্যত্রাপি,—"নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।" [মুণ্ড০, ৩।২।৮]। "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" [মুণ্ড০, ৩।১।৩]। "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।" [ছান্দো০, ৮। ১২। ২] ইত্যাদিভিরৈকার্থ্যাৎ প্রাকৃত-নামরূপাভ্যাং বিনির্ম্মুক্তস্য নিরস্ততৎকৃতভেদস্য জ্ঞানৈকাকারতয়া (*) ব্রহ্মপ্রকারতোচ্যতে। প্রকারৈক্যে চ তত্ত্বব্যবহারো মুখ্য এব ; যথা,—সেয়ং গৌরিতি ॥ অত্রাপি,—

"বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব।
প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৩] ইতি।

আর, '[ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] নাম ও রূপ (বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ও আকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন'। 'সর্ব্বদোষ বিনির্ম্মুক্ত পুরুষ [ব্রহ্মের] সহিত অত্যন্ত সাম্য বা সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন।' এবং '[জীব] পর জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ লাভ করে।' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের সহিত একবাক্যতানুসারে (†) বুঝিতে হইবে যে, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,' এই শ্রুতিতেও [মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বলা হয় নাই, পরন্তু মুক্তাবস্থায় জীবের] প্রাকৃত বা লৌকিক নাম ও রূপ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় নাম-রূপ-জনিত ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে একাকার জ্ঞানের বিকাস হইয়াথাকে এইঅংশে মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মে যে, একরূপতা হয়, সেই একরূপতাই অভিহিত হইয়াছে (অভেদ নহে)। একই প্রকার বিভিন্ন বস্তুতেও একত্ব ব্যবহার মুখ্য বা অগৌণরূপেই হইয়া থাকে, যেরূপ প্রথমে একটী গো-দর্শনের পর দ্বিতীয়বার অপর গো দর্শন করিলেও লোকে 'এই সেই গো' বলিয়া উভয় গোর একত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতেও ঠিক সেইরূপই একত্ব ব্যবহার করা হইয়াছে ॥

আর এই বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে যে,—'হে রাজন্! পর ব্রহ্মই জীবের প্রাপ্য বা একমাত্র গন্তব্য, এবং বিজ্ঞান তাহার একমাত্র প্রাপক বা প্রাপ্তির উপায়। আর সর্ব্ব-

---

(*) বস্তুপ্রকারতা' ইতি (ক) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—একই বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নার্থক বাক্যের যে, এককপ অর্থে—তাৎপর্য্য নিরূপণ, তাহার নাম 'একবাক্যতা'। একবাক্যতা অনেক প্রকার। আলোচ্য স্থলে যদিও 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান', এই শ্রুতি অনুসারে মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বই আপাততঃ প্রতীত হয় সত্য, তথাপি উল্লিখিত অপরাপর শ্রুতি হইতে যখন স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হন না, পরন্তু, তাহার সমীপে গমন করেন, এবং তাঁহার গুণ লাভ করেন, ইত্যাদি ; তখন সন্দিগ্ধার্থক "ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" শ্রুতিরও ঐরূপ অর্থই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার ফলে, 'ব্রহ্মৈব ভবতি' কথার অর্থ বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষের 'রাম, শ্যাম' প্রভৃতি নাম ও মনুষ্যাদি রূপ বা আকৃতি রহিত হইয়া যায় এবং সঙ্গেসঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন ব্রহ্ম যে প্রকার জ্ঞানময়, সেও সেই প্রকার জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। এবংবিধ একাকার জ্ঞান-সাদৃশ্য লইয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র, বস্তুতঃ উভয়ের পার্থক্য বা প্রভেদ অক্ষুণ্ণই থাকে।

পরব্রহ্ম-ধ্যানাদাত্মা পর-ব্রহ্মবৎ প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ, কর্ম্ম-ভাবনা-ব্রহ্মভাবনোভয়ভাবনেতি ভাবনাত্রয়রহিতঃ প্রাপণীয়ঃ ইত্যভিধায়,—

"ক্ষেত্রজ্ঞঃ করণী, জ্ঞানং করণং তস্য বৈ দ্বিজ।

নিষ্পাদ্য মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্ত্তয়েৎ॥ [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৪]

ইতি করণস্য পরব্রহ্ম-ধ্যানরূপস্য প্রক্ষীণাশেষভাবনাত্মস্বরূপ-প্রাপ্ত্যা (*) কৃতকৃত্যত্বেন নিবৃত্তিবচনাৎ যাবৎসিদ্ধ্যনুষ্ঠেয়মিত্যুক্ত্বা—

"তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা।

ভবত্যভেদী, ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৫]

ইতি মুক্তস্য স্বরূপমাহ। তদ্ভাবঃ—ব্রহ্মণো ভাবঃ—স্বভাবঃ, নতু স্বরূপৈক্যম্; তদ্ভাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দানন্বয়াৎ, পূর্ব্বোক্তার্থবিরোধাচ্চ। যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রক্ষীণাশেষভাবনত্বং, তদাপত্তিঃ—তদ্ভাবভাবাপত্তিঃ। যদৈবমাপন্নঃ, তদায়ং পরমাত্মনা অভেদী ভবতি,—ভেদরহিতো ভবতি। জ্ঞানৈকাকারতয়া পরমাত্মনৈকপ্রকারস্যাস্য (†)

ভাবনাবিহীন আত্মাও (স্বয়ং) পরব্রহ্মেরই মত প্রাপ্য।' পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে যাহার কর্ম্মভাবনা (কর্ম্ম-জন্য শুভাশুভ সংস্কার), ব্রহ্মভাবনা, এবং কর্ম্ম-ব্রহ্ম, এতদুভয়-ভাবনা, এই ত্রিবিধ ভাবনাই উত্তমরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই আত্মাই জীবের প্রাপ্য হয়। এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, 'হে দ্বিজ! ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থাপন্ন জীব হয় করণী (উপাসক), এবং জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা হয় তাহার করণ বা মুক্তি-সাধন। সেই জ্ঞান মুক্তি সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইলে অর্থাৎ কর্ত্তব্য শেষ করিলে পর তাহাকে ত্যাগ করিবে।' এ স্থলে বলা হইল যে, পরব্রহ্মের উপাসনারূপ জ্ঞান যখন পূর্ব্বোক্ত ভাবনাত্রয়-বিরহিত আত্মার স্বরূপ লাভ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিবে—কৃতার্থ হইবে, তখনই তাহা ক্ষান্ত করিবে, [তৎপূর্ব্বে নহে]। অতএব, যতক্ষণ ফলসিদ্ধি না হয়, তত ক্ষণ অবশ্যই অনুষ্ঠান করিবে। এই কথার পরে মুক্ত পুরুষের স্বরূপ নিরূপণার্থ বলিয়াছেন যে, 'তদ্ভাব-ভাবপ্রাপ্ত এই উপাসক তখন (উপাসনা-সিদ্ধিকালে) পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন, পরন্তু, অজ্ঞানবশতঃ তাহার ভেদও থাকে।' এস্থলে "তদ্ভাব" অর্থ—ব্রহ্মের ভাব—স্বভাব (সাদৃশ্য), কিন্তু স্বরূপতঃ ঐক্য নহে। কারণ, তাহা হইলে "তদ্ভাব-ভাবম্", এই দ্বিতীয় 'ভাব' শব্দের কোন সার্থকতা বা সম্বন্ধ থাকে না। অধিকন্তু, পূর্ব্বোক্ত ভেদ-বোধক বাক্যার্থের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মের যে, সর্ব্বপ্রকার ভাবনারাহিত্য, তৎপ্রাপ্তিই এখানে তদ্ভাব-ভাবাপত্তি কথার অর্থ। উপাসক যখন এবংবিধ ভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মার সহিত অভিন্ন,—ভেদরহিত হন। মুক্তপুরুষ একমাত্র জ্ঞানময় আকার লাভ করায়

(*) 'স্বরূপং প্রাপ্য' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'পরমাত্মনৈকস্বভাবস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

তস্মাদ্ভেদো দেবাদিরূপঃ। তদন্বয়োহস্য কর্ম্মরূপাজ্ঞানমূলঃ, ন স্বরূপকৃতঃ। স তু দেবাদিভেদঃ পরব্রহ্মধ্যানেন মূলভূতাজ্ঞানরূপে কর্ম্মণি (*) বিনষ্টে হেত্বভাবান্নিবর্ত্তত ইত্যভেদী ভবতি। যথোক্তম্,—

"একস্বরূপাভেদস্তু (†) বাহ্যকর্ম্ম-বৃতিপ্রজঃ (‡)।
দেবাদিভেদেহপধ্বস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি সঃ॥"

[বিষ্ণুপু০, ২। ১৪। ৩৩] ইতি॥

এতদেব বিবৃণোতি,—

"বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥" ইতি॥

বিবিধো ভেদো বিভেদঃ, দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাত্মকঃ। যথোক্তং শৌনকেনাপি,—

"চতুর্ব্বিধোহপি ভেদোহয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ॥"

[বিষ্ণু ধর্ম্ম০, ১০০।২১] ইতি॥

পরমাত্মার সদৃশ আকার প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু, দেবতা প্রভৃতির দেহ ধারণ করায় পরমাত্মা হইতে তাহার প্রভেদ থাকিয়াই যায়। পরন্তু, তাহার সেই ভেদাবস্থাটী কর্ম্মরূপ অজ্ঞান-প্রসূত,—স্বরূপতঃ নহে। যখন, পরব্রহ্মের ধ্যানবলে সেই ভেদের মূলীভূত অজ্ঞানরূপ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কারণাভাবে তৎকার্য্য দেবাদিপ্রভেদও বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তখন অভেদী হন॥

অন্যত্রও এইরূপ উক্ত আছে,—'আত্মা স্বরূপতঃ এক, কেবল বাহ্য-দেহাদিকৃত কর্ম্মময় আবরণে আবৃত হওয়ায় তাহার ভেদ উপস্থিত হয় মাত্র, [তত্ত্বজ্ঞানে] সেই দেবাদি প্রভেদ বিধ্বস্ত হইয়া গেলে আভ্যন্তরীণ সেই আবরণও বিনষ্ট হইয়া যায়। (§) এই অভিপ্রায়ই নিম্নলিখিত বাক্যেও বিবৃত হইতেছে,—'পরস্পরের মধ্যে ভেদসমুৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের যে অসত্য ভেদ, তাহা আর কে সমুৎপাদন করিবে?' এখানে 'বিভেদ' কথার অর্থ—বিবিধপ্রকার ভেদ, যেমন দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি। শৌনকও এই কথা বলিয়াছেন,—'এই চতুর্ব্বিধ ভেদ মিথ্যা-জ্ঞান বা ভ্রান্তি-জ্ঞান হইতে

(*) কর্ম্মণি (ঘ) পাঠঃ।

(†) একত্বং রূপভেদশ্চেতি (গ) পাঠঃ। (‡) প্রবৃত্তিজঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—এই শ্লোকটী বিষ্ণুপুরাণে আদি ভরতের চরিত্রবর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে। সেখানে কথিত আছে যে, আত্মা এক হইলেও তাহার দ্বিবিধ ভেদ উপস্থিত হয়,—বাহ্য ও আন্তর। তন্মধ্যে, দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে, 'আমি অমুক,' ইত্যাদি ভেদ, তাহা বাহ্য। আর বুদ্ধিগত সুখ, দুঃখাদি দ্বারা যে, 'আমি সুখী, দুঃখী, ইত্যাদিরূপে পরস্পর ভেদ, তাহা আন্তর ভেদ। পূর্ব্বোক্ত বাহ্য ভেদই এই আন্তর ভেদের উৎপাদক; সুতরাং সেই বাহ্য দেবাদি ভেদ বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেবাদি দেহের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম হইত, সেই সকল কর্ম্মাবরণও সঙ্গে-সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ভেদও অন্তর্হিত হইয়া যায়॥

আত্মনি বিজ্ঞানস্বরূপে দেবাদিরূপবিবিধভেদ-হেতুভূতকর্ম্মাখ্যাজ্ঞানে পরব্রহ্মধ্যানেনাত্যন্তিকনাশং গতে সতি, হেত্বভাবাদসন্তং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ-আত্মনো দেবাদিরূপং ভেদং কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ। "অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা" ইতি সূত্রেবোক্তম্ ॥ ৯৩ ॥

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যাদিনান্তর্য্যামিরূপেণ সর্ব্বস্যাত্মতয়ৈক্যাভিধানম্। অন্যথা,

"ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।"

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ" (*) [গীতা০, ১৫।১৬-১৭]

ইত্যাদিভির্ব্বিরোধঃ। অন্তর্য্যামিরূপেণ সর্ব্বেষামাত্মত্বং তত্রৈব ভগবতা অভিহিতম্,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ॥" [গীতা০, ১৮।৬১]

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥" [গীতা০, ১৫।১৫] ইতি চ।

সমুৎপন্ন।' ['বিভেদ-জনকে' শ্লোকের ভাব বলা হইতেছে—] জ্ঞানরূপী আত্মাতে যে, দেবতা, মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি ভেদ উপস্থিত হয়, কর্ম্মরূপ অজ্ঞানই তাহার হেতু; সেই কর্ম্মরূপ অবিদ্যা পরব্রহ্মের ধ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, পরব্রহ্ম হইতে আত্মার যে, দেবাদিরূপ বিভাগ, কারণ না থাকায় তাহাও তখন অসৎ হইয়া যায়—থাকে না, সুতরাং তখন সেই অসৎ বিভাগ আর কে সমুৎপাদন করিবে? অর্থাৎ জীবও ব্রহ্মের বিভাগ যখন অসত্য,—কেবলই কল্পিত, তখন কারণীভূত অজ্ঞান না থাকিলে কে আর সেই ভেদ জন্মাইবে? এই প্রকরণেই অব্যবহিত পূর্ব্বে 'কর্ম্মসংজ্ঞক অবিদ্যাকে ব্রহ্মের অপরা শক্তি' বলা হইয়াছে ॥৯৩॥

৯৪। 'আমাকেই সর্ব্বশরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ও অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব্ব আত্মায় আপনার একত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ একই ব্রহ্ম সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন; তাই তাঁহাকে সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে এক বলা হইয়াছে। এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে, সমস্ত ভূতবর্গকে 'ক্ষর' আর 'কূটস্থ—ব্রহ্মকে 'অক্ষর বলা হয়।' 'কিন্তু উত্তম পুরুষ (ব্রহ্ম) উক্ত ক্ষরও অক্ষর হইতে ভিন্ন বা পৃথক্।' ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম যে, অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব্বভূতের আত্মা, এ কথা ভগবান্ সেখানেই বলিয়াছেন, 'হে অর্জ্জুন! পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়প্রদেশে বাস করেন।' এবং 'আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়েই অবস্থান করি।' আরও আছে,—

(*) পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ' ইত্যয়মংশোঽপি (গ) চিহ্নিত পুস্তকে উপলভ্যতে।

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥" [গীতা০, ১০।২০]

ইতি চ তদেবোচ্যতে। ভূতশব্দো হ্যাত্মপর্য্যন্তদেহবচনঃ। যতঃ সর্ব্বেষামযমাত্মা, তত এব (*) সর্ব্বেষাং তচ্ছরীরতয়া পৃথগবস্থানং প্রতিষিধ্যতে,—"ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ" (†) ইতি; ভগবদ্বিভূত্যুপসংহারশ্চায়মিতি তথৈবাভ্যুপগন্তব্যম্। তত ইদমুচ্যতে,—

"যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা ॥
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

[গীতা০, ১০।৪১।৪২] ইতি ॥

অতঃ শাস্ত্রেষু ন নির্ব্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদনমস্তি; নাপ্যর্থজাতস্য ভ্রান্তত্বপ্রতিপাদনম্; নাপি চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদনিষেধঃ ॥৯৪।

যদপ্যুচ্যতে,—নির্ব্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি দোষ-পরিকল্পিতমীশেশিতব্যাদ্যনন্তবিকল্পং সর্ব্বং জগৎ। দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধবিচিত্র-

---

'হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র—অর্জ্জুন!) আমিই সর্ব্বভূতের হৃদয়ে স্থিত—আত্মা।' এখানেও সেই কথাই বলা হইয়াছে। শ্লোকস্থ 'ভূত' শব্দটী দেহাত্ম-সমষ্টিবাচক। যেহেতু তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা, সুতরাং সমস্ত ভূতবর্গই তাঁহার শরীর-স্থানীয়; সেই হেতুই তাঁহাকে ছাড়িয়া ভূতবর্গের পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতির নিষেধ করিয়া বলিতেছেন যে, 'আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই।' বিশেষতঃ ইহা যখন পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বিভূতিরই উপসংহার বাক্য, তখন ইহার যথোক্ত অভিপ্রায়ই স্বীকার করা উচিত। এই কারণে ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, 'যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্য-বিশেষ সম্পন্ন, শ্রীমান্ (লোকাতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত), এবং অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন, [হে অর্জ্জুন!] তুমি জানিও, সেই সমস্তই আমার তেজের অংশ হইতে সম্ভূত।' 'আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি।' অতএব, বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রের কোথাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ নাই, জাগতিক পদার্থসমূহের ভ্রান্তত্বও (মিথ্যাত্বও) কথিত হয় নাই, এবং চিৎ, অচিৎ (জড়) ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদেরও প্রতিষেধ করা হয় নাই ॥৯৪॥

৯৫। [অদ্বৈতবাদে] আরও যে, বলা হয়,—'একমাত্র ঈশ্বর—শাসনকর্ত্তা, অপর সমস্ত তাহার ঈশিতব্য—শাসনাধীন, ইত্যাদি প্রকার বিবিধ ভেদ-সংবলিত এই সমস্ত জগৎই স্বয়ং

(*) 'তত এবান্তঃশরীরতয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'ময়া ভূতং চরাচরম্' ইত্যপরাংশোঽপি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে দৃশ্যতে।

বিক্ষেপকরী সদসদনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যা। সা চাবশ্যাভ্যুপগমনীয়া; "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" [ছান্দো০, ৮।৩।২] ইত্যাদিভিঃ (*) শ্রুতিভির্ব্ব্রহ্মণঃ তত্ত্বমস্যাদিবাক্য-সামানাধিকরণ্যাবগতজীবৈক্যানুপপত্ত্যা চ। সা তু ন সতী, ভ্রান্তি-বাধয়োরযোগাৎ। নাপ্যসতী, খ্যাতি-বাধয়োশ্চাযোগাৎ। অতঃ কোটিদ্বয়-বিনির্মুক্তেয়মবিদ্যেতি তত্ত্ববিদ ইতি (†)॥

তদযুক্তম্ ; সা হি কিমাশ্রিত্য ভ্রমং জনয়তীতি বক্তব্যম্ (‡)। ন তাব-

---

প্রকাশমান, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে দোষবশতঃ কল্পিত—মিথ্যা; প্রকৃতপক্ষে সেই দোষই ব্রহ্মের স্বরূপাচ্ছাদক ও বিবিধ বিক্ষেপ-সৃষ্টির হেতু এবং সৎ বা অসৎরূপে অনির্ব্বচনীয়। উহা অবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পূর্ব্বোক্ত "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে উক্তপ্রকার অবিদ্যার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অস্বীকার করিলে, "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্যে যে, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না। সেই অবিদ্যা সৎ পদার্থ হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তত্ব ও জ্ঞানবাধ্যতা (জ্ঞানের দ্বারা বাধার যোগ্যতা) হইতে পারিত না। অবিদ্যা অসৎও হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার সাময়িক প্রতীতি ও বাধা কখনই হইতে পারিত না। এই কারণে তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এই অবিদ্যা সৎও নহে, অসৎও নহে—বিলক্ষণ বা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ' (§)॥

অবিদ্যার ভাবরূপত্ব ও আবরকত্ব খণ্ডন।

এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে; সেই অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, ইহা বলা আবশ্যক। জীবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, বলিতে পার না; কেননা, জীবভাবটীও অবিদ্যা দ্বারাই কল্পিত, [সুতরাং পরভাবী জীবকে অবলম্বন করিতে পারে না।]

(*) ইত্যাদিশ্রুতিভিরিতি (গ) পাঠঃ। ইত্যাদিভির্ব্রহ্মণঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(†) তত্ত্ববিদ ইতি, অয়মংশো ন পঠ্যতে খ চিহ্নিত পুস্তকে।

(‡।১) ইতি বক্তব্যম্' ইত্যংশঃ (ঘ) পুস্তকে নাস্তি।

(§) তাৎপর্য্য,—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অবিদ্যা সৎ হইতে পারে না, কারণ, সৎপদার্থের কখনও জ্ঞানের দ্বারা বাধা হয় না ও হইতে পারে না। শতসহস্র লোক একত্রিত হইয়াও যদি শ্বেতবর্ণকে পীতবর্ণ বলিয়া চিন্তা করে, তথাপি শ্বেতবর্ণ কখন অন্যথা—পীতবর্ণ হয় না, অথচ দেখা যায়, জ্ঞানোদয় হইবা মাত্র অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে সৎ বলা যায় না। উহাকে অসৎও বলা যায় না; কারণ, অসৎ—আকাশ-কুসুমের কখনও প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয় না; বিশেষতঃ যাহার আদৌ অস্তিত্ব নাই, তাহার বাধাও হইতে পারে না, যাহার সত্তা আছে, তাহরাই অবস্থাভেদে নিষেধ হইয়া থাকে। অথচ অবিদ্যার যখন প্রতীতি হয়, তখন উহা নাই বলিয়াও প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব; কাজেই উহাকে অনির্ব্বাচ্য বলিতে হয়। উক্ত অবিদ্যার দুইটী শক্তি আছে, একটীর নাম আবরণ ও অপরটীর নাম বিক্ষেপ। আবরণ শক্তিটী ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, লোকের প্রতীতির বাধা ঘটায়, আর বিক্ষেপ শক্তিটী সেই আবৃত ব্রহ্মে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করে,—মিথ্যাময় জগৎ প্রপঞ্চ কল্পনা করে।

জীবমাশ্রিত্য ; অবিদ্যা-পরিকল্পিতত্বাজ্জীবভাবস্য। নাপি ব্রহ্মাশ্রিত্য ; তস্য স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিদ্যা-বিরোধিত্বাৎ। সা হি জ্ঞানবাধ্যাভিমতা ॥

"জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্যং মৃষাত্মকম্।
অজ্ঞানঞ্চেৎ তিরস্কুর্যাৎ কঃ প্রভুস্তন্নিবর্ত্তনে ॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি চেজ্জ্ঞানমজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকম্।
ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশত্বাৎ তদপি হ্যনিবর্ত্তকম্ ॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমস্তি চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা।
ব্রহ্মণোঽননুভূতিত্বং ত্বদুক্ত্যৈব প্রসজ্যতে ॥" [নাথমুনিঃ]

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতি জ্ঞানং তস্যা অবিদ্যায়া বাধকং, ন স্বরূপভূতং জ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, উভয়োরপি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশত্বে (*) সতি, অন্যতরস্য বিরোধিত্বমন্যতরস্য নেতি বিশেষানবগমাৎ। এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপং

ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও ভ্রম জন্মাইতে পাবে না ; কারণ, তিনি স্বয়ং প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ ; অথচ অবিদ্যা আবার জ্ঞান-বাধ্য, অর্থাৎ জ্ঞানের নিকট থাকিতেই পারে না ; সুতরাং তিনি অবিদ্যার বিরোধী, অবিদ্যা তাহাকে আশ্রয় করিতেই পারে না ॥

নাথ মুনি বলিয়াছেন,—'পর ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, মিথ্যাময় অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্ত্য অর্থাৎ বিনাশ্য ; অজ্ঞান যদি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মকেই আবৃত করে, তবে কে তাহার নিবারণ করিবে? যদি বল, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এইরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক (ব্রহ্মেরস্বরূপভূত জ্ঞান নহে) তাহা হইলেও ঐ জ্ঞান সেই অজ্ঞানের নিবারক হইতে পারে না ; কারণ, ঐ জ্ঞানটীও ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই মত কেবল প্রকাশ মাত্র। অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ব্রহ্মই যদি অজ্ঞান নিবৃত্তি করিতে না পারে, তবে, তাহারই আভাস মাত্র উক্ত জ্ঞানইবা অজ্ঞান নাশ করিবে কিরূপে? যদি বল, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, এরূপেও ত ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তি) হইয়া থাকে ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিলেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবারিত হইয়া যায় ; তাহা হইলেও ব্রহ্ম প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন! সুতরাং তোমার কথানুসারেই ব্রহ্মের অননুভূতিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই জ্ঞানস্বরূপ—অজ্ঞেয় নহে, তাহা সিদ্ধ হইতেছে।

[এখন ভাষ্যকার উল্লিখিত শ্লোকগুলির ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছেন,—] যদি বল, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এই প্রকার জ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্ত্তক, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নিবর্ত্তক নহে। না,—এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপ ভূত জ্ঞান ও উক্ত প্রকার জ্ঞান, এই উভয়েরই যখন প্রকাশরূপতা সমান, তখন একটী অজ্ঞান-বিরোধী, অপরটী নহে, এরূপ

(*) প্রকারত্বে' ইতি, (গ) পাঠঃ।

ব্রহ্মেত্যনেন জ্ঞানেন ব্রহ্মণি যঃ স্বভাবোঽবগম্যতে, স ব্রহ্মণঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বেন স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যবিদ্যা-বিরোধিত্বে ন কশ্চিদ্বিশেষঃ স্বরূপ-তদ্বিষয়জ্ঞানয়োরিতি ॥৯৫॥

কিঞ্চ, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুভবান্তরাননুভাব্যত্বেন ভবতো ন তদ্বিষয়ং জ্ঞানমস্তি। অতো জ্ঞানমজ্ঞানবিরোধি চেৎ; স্বয়মেব বিরোধি ভবতীতি (*) নাস্যা ব্রহ্মাশ্রয়ত্বসম্ভবঃ। শুক্ত্যাদয়স্তু স্বযাথাত্ম্য-প্রকাশে স্বয়মসমর্থাঃ স্বাজ্ঞানাবিরোধিনস্তন্নিবর্ত্তনে চ জ্ঞানান্তরমপেক্ষন্তে। ব্রহ্ম তু স্বানুভবসিদ্ধযাথাত্ম্যম্, (†) ইতি স্বাজ্ঞানবিরোধ্যেব। তত এব নিবর্ত্তকান্তরঞ্চ নাপেক্ষতে॥

অথোচ্যেত, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানমজ্ঞানবিরোধীতি। ন, ইদং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্ব-জ্ঞানং কিং ব্রহ্মযাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি? উত প্রপঞ্চ-

---

বৈলক্ষণ্য ত কিছুতেই জানা যাইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এবংবিধ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের যে স্বভাবটী জানা যায়, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ থাকায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেই জ্ঞান ভাবটীও নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ হইবে। অতএব, স্বরূপ ও স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান, উভয়ের তুল্যরূপ প্রকাশ-ধর্ম্ম-থাকায়ও অবিদ্যা-নিবারণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না॥৯৫॥

৯৬। আরো এক কথা, তোমার মতে ব্রহ্ম স্বয়ংই অনুভব স্বরূপ, তদ্বিষয়ে আর অনুভবান্তর নাই; সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানও (বুদ্ধিবৃত্তিও) নাই। জ্ঞান যদি স্বভাবতই অজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহা হইলে স্বভাববিরুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মকে অজ্ঞান কখনই আশ্রয় করিতে পারে না। শুক্তি-রজতাদিস্থলীয় শুক্তি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি স্বীয় যথাযথরূপ প্রকাশে অসমর্থ; সুতরাং স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী নহে, অর্থাৎ অজ্ঞান সেই সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে; কাজেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা আছে; কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপটী ত স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী,—কেহ কাহার আশ্রয় হইতে পারে না। এই কারণেই অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য অপর কোন সাধনেরও অপেক্ষা করে না।

যদি বল, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের যে, মিথ্যাত্ব জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞানের বিরোধী—জ্ঞানমাত্র নহে। না,—এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, এই যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান, ইহা কি ব্রহ্মের যাথাত্ম্য-প্রতিরোধক অজ্ঞানের বিরোধী? না,—জগৎ-সত্যতারূপ

(*) বিরোধি ভবতি' ইত্যত্র, 'ন সম্ভবতি' ইতি পাঠঃ (গ) চিহ্নিত পুস্তকে।

(†) স্বযাথার্থ্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

সত্যত্বরূপাজ্ঞানবিরোধীতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি, অতদ্বিষয়ত্বাৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেকবিষয়ত্বেন হি বিরোধঃ। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বজ্ঞানঞ্চ তৎ-সত্যত্বরূপাজ্ঞানেন বিরুধ্যতে। তেন প্রপঞ্চসত্যত্বরূপাজ্ঞানমেব বাধিতমিতি ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং তিষ্ঠত্যেব। ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং নাম তস্য সদ্বিতীয়ত্বমেব (*)। তত্তু তদ্ব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তম্। স্বরূপন্তু স্বানুভবসিদ্ধমিতি চেৎ; ন, ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়ত্বং স্বরূপং স্বানুভবসিদ্ধমিতি তদ্বিরোধি সদ্বিতীয়ত্বরূপাজ্ঞানং তদ্বাধশ্চ ন স্যাতাম্। অদ্বিতীয়ত্বং ধর্ম্ম ইতি চেৎ; ন, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুভাব্য-ধর্ম্মবিরহস্য ভবতৈবোপপাদিতত্বাৎ। অতো জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো বিরোধাদেব নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্ ॥

অজ্ঞানের বিরোধী? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটি কি ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ নাজ্ঞানারূপ অজ্ঞান নিবারণ করে, কিংবা এই জগতের উপর যে, সত্যত্ব ভ্রমরূপ অজ্ঞান আছে, কেবল তাহাই বিনষ্ট করে? তন্মধ্যে, অজ্ঞান যখন ব্রহ্মবিষয়ে সমুৎপন্নই হইতে পারে না, তখন উক্ত জ্ঞান ব্রহ্মের যথাযথস্বরূপাবরক অজ্ঞানের বিরোধীও হইতে পারে না। ইহার হেতু এই যে, জ্ঞান ও অজ্ঞান একই বিষয়ে (আশ্রয়ে) বিরুদ্ধ হয়,—ভিন্ন বিষয়ে বিরুদ্ধ হয় না। জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটী জগৎ-সত্যত্ব-প্রতীতিরূপ অজ্ঞানেরই বিরোধী. অতএব, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের দ্বারা জগৎ-সত্যত্ব-প্রতীতিরূপ অজ্ঞানই বাধিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়ক যে অজ্ঞান, তাহা থাকিয়াই যাইতে পারে। ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান অর্থ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে সদ্বিতীয় বলিয়া জানা; ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানই কেবল নিবারিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপাবরক অজ্ঞান থাকিয়াই যায়, কেবল সদ্বিতীয়ত্ব ভ্রম নিবৃত্ত হয় মাত্র। যদি বল, ব্রহ্মেরূপ ত প্রমাণাদি-সাপেক্ষ নহে, উহা কেবলই অনুভবগম্য; [সুতরাং তদ্বিষয়ে অজ্ঞান থাকিতে পারে না]। না, এ কথা হইলে অদ্বিতীয়ত্বও যখন ব্রহ্মের একটী স্বরূপ, তখন উহাও স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং তদ্বিষয়ে সদ্বিতীয়ত্ব-ভ্রমরূপ অজ্ঞানও উপস্থিত হইতে পারে না, এবং সেই অজ্ঞানের বাধাও হইতে পারে না। যদি বল, উক্ত অদ্বিতীয়ত্ব ভাবটী ব্রহ্মের স্বরূপ নহে—ধর্ম্ম মাত্র; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ব্রহ্ম স্বয়ং অনুভবস্বরূপ, অথচ তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব ধর্ম্মটী অনুভাব্য—অনুভবের যোগ্য; কিন্তু অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মে যে, অনুভাব্য কোনও ধর্ম্ম আসিতে পারে না, এ কথা তুমিই পূর্ব্বে ["সত্যং জ্ঞানমনন্তং" স্থলে] সমর্থন করিয়া আসিয়াছ। অতএব, অজ্ঞানবিরোধী ব্রহ্ম, কখনও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না †।

(*) সদ্বিতীয়জ্ঞানত্বমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী পদার্থ, যেখানে যে সময় অজ্ঞান থাকে, সেখানে সেই সময়ই জ্ঞান থাকে না, এবং যেখানে জ্ঞান থাকে, সেখানে অজ্ঞানও থাকে না। যাহারা এক আশ্রয়ে ও থাকে ন,

কিঞ্চ, অবিদ্যয়া প্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্ম তিরোহিতমিতি বদতা স্বরূপনাশ-এবোক্তঃ স্যাৎ। (*) প্রকাশ-তিরোধানং নাম প্রকাশোৎপত্তি-প্রতিবন্ধঃ, বিদ্যমানস্য বিনাশো বা। প্রকাশস্যানুৎপাদ্যত্বাভ্যুপগমেন প্রকাশ-তিরোধানং প্রকাশনাশ এব ॥৯৬॥

অপি চ, নির্ব্বিষয়া নিরাশ্রয়া স্বপ্রকাশেয়মনুভূতিঃ স্বাশ্রয়-দোষবশাদনন্তাশ্রয়মনন্তবিষয়মাত্মানমনুভবতীতি, অত্র কিময়ং স্বাশ্রয়দোষঃ পরমার্থভূতঃ?

আরো এক কথা, একমাত্র প্রকাশস্বভাব (জ্ঞানময়) ব্রহ্মের স্বরূপ যদি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত বা তিরোহিতই হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ব্রহ্মের স্বরূপধ্বংসই তোমাকে স্বীকার করিতে হয়। প্রকাশের তিরোধান বলিলে; হয় প্রকাশোৎপত্তির বাধা, না হয় বিদ্যমান প্রকাশের নাশ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে, [তোমার মতেও] ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন উৎপন্ন হয় না, তখন প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের বিনাশই বুঝিতে হইবে (†) ॥৯৬॥

অপিচ, অনুভূতি (জ্ঞান) নিজে নির্ব্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইয়াও যে, কেবল আশ্রয়-দোষেই আপনার অনন্ত বিষয় ও অনন্ত আশ্রয় প্রতীতি করিয়া থাকে, বলা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা

(*) প্রকাশতিরোধানাদেব নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্' ইতি খ-চিহ্নিত পুস্তকে অধিকং পঠ্যতে।

তাহাদের মধ্যে পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়ীভাব একেবারেই অসম্ভব। অতএব, শঙ্করমতে ব্রহ্ম যখন কেবলই জ্ঞানস্বরূপ, তখন অজ্ঞান কিছুতেই তাহাতে আশ্রিত থাকিতে পারে না। আর যদি ব্রহ্ম-বিষয়ে অজ্ঞান সত্তা ও স্বীকার কর, তাহা হইলেও জগৎ-মিথ্যাত্ব জ্ঞানের দ্বারা জগতের উপর যে, সত্যতাভ্রম ছিল, কেবল তাহারই নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম বিষয়ে যে, নানাবিধ বিপরীত ধারণা ও অজ্ঞান আছে, তৎসমুদয় আর নষ্ট হইতে পারে না, কারণ তদ্বিষয়ে ত আর জ্ঞান হয় নাই এবং হইতেও পারে না। তদ্বিষয়েও জ্ঞান হইলে ব্রহ্মের অনুভাব্যত্ব বা জ্ঞেয়ত্ব হইয়া পড়ে; ইহা তাহাদের অভিমত নহে। এই দোষ পরিহারের উদ্দেশে তাহারা বলেন যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে সদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই এখানে অজ্ঞান শব্দের অর্থ। এই প্রকার হইলে অজ্ঞানটীও পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানে বাধিত হইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অদ্বিতীয়ত্বটী কি ব্রহ্মের স্বরূপ?—কিংবা ধর্ম্ম? স্বরূপ হইলে স্বয়ং ব্রহ্ম যখন অনুভবের অগোচর, তখন তৎস্বরূপ অদ্বিতীয়ত্বও জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না। যদি অদ্বিতীয়ত্ব পদার্থটীকে ব্রহ্মের একটী ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমার অভিমত ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব রক্ষা পায় না। অতএব, জ্ঞানরূপেই ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না।

(†) তাৎপর্য্য,—যে প্রকাশ কারণ-সাহায্যে উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহা কদাচিৎ তিরোহিত বা অপ্রকাশিতও থাকে; যেমন আতস পাথর বা সূর্য্যকান্ত মণি, সূর্য্যকিরণ পতিত হইলেই উহাদের আলোক অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু এরূপ অনেক দ্রব্য-শক্তি আছে, যাহাদের সংযোগে বা প্রতিবন্ধকতার ফলে ঐ সকল মণিতে সূর্য্য-কিরণ পতিত হইলেও আলোক-শিখা উদ্গত হয় না। অতএব সেই সকল স্থলে প্রকাশ-তিরোধান সম্ভবপর হয়, কিন্তু, ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন স্বতঃসিদ্ধ—কারণ নিরপেক্ষ, তখন তাহার পক্ষে ঐরূপ তিরোধান সম্পূর্ণ অসম্ভব; কাজেই তাহার প্রকাশ-তিরোধান-শব্দে প্রকাশের ধ্বংশ না বলিলে চলে না।

উতাপরমার্থভূতঃ ? ইতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ পরমার্থোঽনভ্যুপগমাৎ। নাপ্যপরমার্থঃ, তথা হি সতি দ্রষ্টৃত্বেন বা দৃশ্যত্বেন বা দৃশিত্বেন বা (*) অভ্যুপগমনীয়ঃ। ন তাবৎ দৃশিঃ, দৃশি-স্বরূপভেদানভ্যুপগমাৎ। ভ্রমাধিষ্ঠান-ভূতায়াস্তু সাক্ষাৎ দৃশের্মাধ্যমিক-পক্ষপ্রসঙ্গেন অপারমার্থ্যানভ্যুপগমাচ্চ। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ (†) তদবচ্ছিন্নায়া দৃশেশ্চ কাল্পনিকত্বেন মূলদোষান্তরাপেক্ষয়া অনবস্থা স্যাৎ। অথৈতৎপরিজিহীর্ষয়া (‡) পরমার্থসত্যনুভূতিরেব ব্রহ্মস্বরূপা দোষ ইতি চেৎ ; ব্রহ্মৈব চেৎ দোষঃ ; প্রপঞ্চদর্শনস্যৈব তন্মূলং স্যাৎ ; কিং প্রপঞ্চ-তুল্যাবিদ্যান্তর-কল্পনেন ? ব্রহ্মণো দোষত্বে সতি তস্য নিত্যত্বেনা-নির্মোক্ষশ্চ স্যাৎ। অতো যাবদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তপারমার্থিকদোষানভ্যুপগমঃ ; ন তাবদ্ ভ্রান্তিরুপপাদিতা ভবতি ॥৯৭॥

অনির্ব্বচনীয়ত্বং চ কিমভিপ্রেতম্ ? সদসদ্বিলক্ষণত্বমিতি চেৎ ; তথাবিধস্য বস্তুনঃ প্রমাণশূন্যত্বেনানির্ব্বচনীয়তৈব (§) স্যাৎ। এতদুক্তং

করি, সেই 'আশ্রয়-দোষটী' কি যথার্থ ? না অযথার্থ ? যথার্থ বলিতে পার না ; কারণ, উহার যথার্থতা বা সত্যতা স্বীকার করা হয় না। অযথার্থও বলিতে পার না ; কারণ, অযথার্থ হইলে উহা কি দ্রষ্টা, দৃশ্য, কিংবা দৃশি (জ্ঞান) স্বরূপ ? তন্মধ্যে, দৃশি বা জ্ঞান স্বরূপ হইতে পারে না ; কারণ, দৃশির কোন প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয় না। বিশেষতঃ, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত জ্ঞানেরও ভেদ স্বীকার করিলে ইহা মাধ্যমিক বৌদ্ধেরই মত হইয়া পড়ে। অতএব, উহার অযথার্থতা স্বীকার করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও তদ্বিষয়ক দৃশি (জ্ঞান) যখন কাল্পনিক, তখন তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকা আবশ্যক, এবং তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকা আবশ্যক হয় ; এইরূপে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। যদি এই অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্য, ব্রহ্ম-স্বরূপ সত্য অনুভূতিকেই দোষ বলিয়া স্বীকার কর ; তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বয়ং ব্রহ্মই যদি দোষরূপী হন ; তাহা হইলে তিনিইত জগৎপ্রপঞ্চ-প্রতীতির মূল কারণ হইতে পারেন, আবার প্রপঞ্চের ন্যায় আর একটা অবিদ্যা-কল্পনার প্রয়োজন কি ? পক্ষান্তরে, স্বয়ং ব্রহ্ম দোষরূপী হইলে তিনি যখন নিত্য, তখন আর সেই দোষ বিনাশের দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না। অতএব, যতক্ষণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন একটী দোষের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত না হয়, ততক্ষণ জগৎকে ভ্রান্তি বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ॥৯৭॥

তোমার অনির্ব্বচনীয়ত্ব কথার অভিপ্রায় কি ? যদি বল, সদসদ্বিলক্ষণত্ব, অর্থাৎ যাহাকে

(*) দৃষ্টত্বেন বা অদৃষ্টত্বেন বা দৃশিত্বেন বা' ইতি (গ) পাঠো লিপিকরপ্রমাদকৃত এব।

(†) দ্রষ্টৃদৃষ্টয়োঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(‡) পরমার্থাসতী' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

(§) অনির্বচনীয়তৈব ন স্যাৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

ভবতি,—সর্ব্বং হি বস্তুজাতং প্রতীতিব্যবস্থাপ্যম্, সর্ব্বা চ প্রতীতিঃ সদসদাকারা, সদসদাকারায়াঃ প্রতীতেঃ সদসদ্বিলক্ষণং বিষয় ইত্যভ্যুপগম্যমানে সর্ব্বং সর্ব্বপ্রতীতের্ব্বিষয়ঃ স্যাদিতি॥

অথ স্যাৎ, বস্তুস্বরূপ-তিরোধানকরমান্তর-বাহ্যরূপবিবিধাধ্যাসোপাদানং সদসদনির্ব্বচনীয়মবিদ্যাজ্ঞানাদিপদবাচ্যং বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যং জ্ঞানপ্রাগভাবাতিরেকেণ ভাবরূপমেব কিঞ্চিদ্ বস্তু প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতীয়তে। তদুপহিত-ব্রহ্মোপাদানশ্চাবিকারে স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্রবপুষি তেনৈব তিরোহিতস্বরূপে প্রত্যগাত্মন্যহংকারজ্ঞান-জ্ঞেয়-বিভাগরূপোঽধ্যাসঃ। তস্যৈবাবস্থা-

---

সৎ বা অসৎ বলিয়া নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব। ঠিক কথা, এই প্রকার বস্তু যখন কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তখন তাদৃশ বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন এক অনির্ব্বচনীয়ই (বিচিত্রই) বটে ! অভিপ্রায় এই যে, প্রতীতি অনুসারে সর্ব্ববস্তুর ব্যবস্থা বা নিরূপণ করিতে হয়। প্রতীতি মাত্রই সৎ বা অসদাকারে হইয়া থাকে। এখন সদসদাকারা প্রতীতি দ্বারা যদি সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুও প্রতীত বা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলে যে কোন বস্তু যে কোন প্রতীতির বিষয় হইতে পারে ?

অনির্ব্বচনীয়ত্ব বাদ খণ্ডন।

যদি বল, সর্ব্ববস্তুর স্বরূপাবরক, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সর্ব্ব বিবিধ অধ্যাসের উপাদান, সৎ বা অসৎরূপে নিরূপণের অযোগ্য, এবং বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞানে নিবর্ত্তনীয়, এইরূপ কোন একটা ভাব পদার্থত প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও প্রতীত হয়; এই ভাব পদার্থটী প্রাগভাব হইতে পৃথক্, এবং অবিদ্যা ও অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। নির্ব্বিকার, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যময় ব্রহ্ম যখন সেই অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হন, তখনই তদুপহিত (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাতে 'আমি, আমার' ইত্যাকার অহঙ্কার ও জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি বিভাগরূপ অধ্যাস উৎপন্ন হয়। (†) সেই অধ্যাসেরই অবস্থাবিশেষ—এই অধ্যাসময়

(†) তাৎপর্য্য,—অধ্যাস সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"আহ কোঽয়মধ্যাসো নাম ? "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ।" অর্থাৎ অধ্যাস কি ? না,—পূর্ব্বানুভূত কোন এক বস্তুকে যে, অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি করা; (তাহারই নাম অধ্যাস)। এই অধ্যাস অনেকটা স্মৃতির মত, পূর্ব্বে যে বিষয়ের অনুভূতি নাই, সেই বিষয়ে যেমন স্মৃতি হয় না, অধ্যাসও সেইরূপ পূর্ব্বানুভূতি ব্যতীত হয় না ও হইতে পারে না। আরো এক কথা যে, অধ্যাসকালে অধ্যাসের আশ্রয় বস্তুটী অজ্ঞাত (অজ্ঞানে আবৃত) থাকে। অধ্যাসের প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ অজ্ঞানের আবরণ শক্তি প্রভাবে রজ্জুর প্রকৃতরূপটী আবৃত হইয়া থাকে, দ্রষ্টা উহা অনুভব করিতে পারে না। অনন্তর অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি সেই রজ্জুতে দ্রষ্টার পূর্ব্বানুভূত সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়, এই কারণে দ্রষ্টা রজ্জু না দেখিয়া সর্প দেখে। আলোচ্য স্থলেও অজ্ঞান বা অবিদ্যা প্রথমেই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, পরে বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় ব্রহ্মেই বাহ্য—জড়জগৎ ও আন্তর—আমি-আমার ভাব অধ্যাস বা আরোপ করে। এই কারণেই অজ্ঞ জনেরা অদ্বিতীয় ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি না করিয়া জগৎকে সত্য বস্তু মনে করে। প্রথমতঃ জগৎই অধ্যাসময়, তাহার উপর রজ্জু-সর্প ও শুক্তি-রজত আবার বিশেষ অধ্যাস। অধ্যাস যেমন মিথ্যা, তেমনি তৎকারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান ও মিথ্যা।

বিশেষেণাধ্যাসরূপে জগতি জ্ঞান-বাধ্য-সর্পরজতাদিবস্তু-(*) তজ্জ্ঞানরূপো-ঽধ্যাসোঽপি জায়তে। কৃৎস্নস্য মিথ্যারূপস্য তদুপাদানত্বং চ মিথ্যা, (†) মিথ্যাভূতস্যার্থস্য মিথ্যাভূতমেব কারণং ভবিতুমর্হতীতি হেতুবলাদবগম্যতে। কারণাজ্ঞানবিষয়ং প্রত্যক্ষং তাবৎ 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যপরোক্ষাবভাসঃ। অয়ন্তু ন জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ঃ, স হি ষষ্ঠপ্রমাণগোচরঃ, অয়ং তু 'অহং সুখী' ইতিবদপরোক্ষঃ। অভাবস্য প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমেঽপ্যয়-মনুভবো নাত্মজ্ঞানাভাববিষয়ঃ, (‡) অনুভববেলায়ামপি জ্ঞানস্য বিদ্যমানত্বাৎ; অবিদ্যমানত্বে জ্ঞানাভাবপ্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ।

এতদুক্তং ভবতি,—'অহমজ্ঞঃ' ইত্যস্মিন্ননুভবে অহমিত্যাত্মনোঽভাব-ধর্ম্মিতয়া জ্ঞানস্য চ প্রতিযোগিতয়াবগতিরস্তি বা, ন বা? অস্তি চেৎ;

জগতেও আবার জ্ঞান-বাধ্য (জ্ঞানের দ্বারা যাহার বাধা হইতে পারে, এমন) সর্প-রজতাদি বস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ বিশেষ বিশেষ অধ্যাস হইয়া থাকে। সমস্ত মিথ্যার উপাদানভূত সেই অবিদ্যার উপাদানত্বও মিথ্যা; কেন না, যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, মিথ্যা বস্তুর কারণও (উপাদানও) মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইতে পারে না। 'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,' ইত্যাদি রূপে যে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, তাহার বিষয় হয় কারণীভূত অজ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানের প্রাগভাব নহে; কারণ, অভাবমাত্রই অনুপলব্ধি-নামক (ষষ্ঠ) প্রমাণের বিষয় হয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না (§) পরন্তু 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি জ্ঞান সকল 'আমি সুখী' ইত্যাদি জ্ঞানের ন্যায় অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক। আর অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি অনুভব কখনই আত্মগত জ্ঞানাভাব-বিষয়ক নহে, কারণ, অজ্ঞত্ব-প্রতীতি কালেও আত্মার জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে; নচেৎ আত্মা দ্বারা স্বীয় অজ্ঞতা বা অজ্ঞান অনুভূতই হইতে পারে না॥

অভিপ্রায় এই যে, 'আমি অজ্ঞ' বলিয়া যখন প্রতীতি হয়, তখন আত্মা যে, অজ্ঞানের আশ্রয়, এবং জ্ঞানই যে, সেই অভাবের প্রতিযোগী, (যাহার অভাব, তাহাকে প্রতিযোগী

(*) 'তত্তজ্জ্ঞানরূপঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাভূতস্যার্থস্য মিথ্যাভূতমেব' ইতি (ক) পাঠঃ। (খ) পুস্তকেতু "তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাভূতস্য' ইত্যাদি, সমানমন্যৎ। (ক) চিহ্নিত পুস্তকে তু 'মিথ্যাভূতমেব' ইত্যতঃ পরং 'এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি' এতদন্তঃ পাঠো ন দৃশ্যতে। প্রমাদস্তত্র মূলমিত্যনুমীয়তে। (‡) নাত্মনিজ্ঞানাভাব ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) * তাৎপর্য্য,—বেদান্তমতে অনুপলব্ধি একটী প্রমাণের নাম। প্রমাণপর্য্যায়ে ইহা ষষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত। এই প্রমাণ দ্বারাই অভাবের প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ হয়। ন্যায় মতে অনুপলব্ধির প্রামাণ্য স্বীকার করে না। তাঁহারা সাধারণ নিয়মেই অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন।

বিরোধাদেব ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ (*)। নো চেৎ; ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষো (†) জ্ঞানাভাবানুভবঃ সুতরাং ন সম্ভবতি। জ্ঞানা-ভাবস্যানুমেয়ত্বে অভাবাখ্য-প্রমাণবিষয়ত্বে চেয়মনুপপত্তিঃ সমানা। অস্যা-জ্ঞানস্য ভাবরূপত্বে ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানসদ্ভাবেঽপি বিরোধাভাবাদয়মনুভবো ভাবরূপাজ্ঞানবিষয় এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি ॥৯৮॥

ননু চ ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বস্তু-যাথাত্ম্যাবভাসরূপেণ সাক্ষিচৈতন্যেন বিরুধ্যতে। নৈবম্, সাক্ষিচৈতন্যং ন বস্তু-যাথাত্ম্য-বিষয়ম্; অপি তু অজ্ঞান-

---

বলে), এ বিষয়ে জ্ঞান থাকে কি না? যদি জ্ঞান থাকে, তবে ত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের সহাবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়াই জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভবপর হয় না; আর তৎকালে যদি জ্ঞানই না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, অভাব প্রতীতির সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহার অভাব জানিতে হইবে, অগ্রে সেই 'প্রতিযোগীকে' জানা আবশ্যক হয়, প্রতিযোগী জানা না থাকিলে কখনও তদভাবের জ্ঞান হয় না ও হইতেই পারে না। (‡) জ্ঞানাভাব অনুমানেরই বিষয় হউক, আর অনুপলব্ধি প্রমাণেরই বিষয় হউক, উভয়পক্ষেই প্রদর্শিত অসঙ্গতি দোষ সমান। আর এই অজ্ঞানকে যদি ভাবরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রতিযোগী (জ্ঞান) ও ধর্ম্মীর (আত্মার) জ্ঞান সত্ত্বেও 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভব অসঙ্গত হয় না; কারণ এ পক্ষে আর উহাদের পরস্পর কোনই বিরোধ নাই। অতএব ঐ অনুভবের বিষয় অজ্ঞানকে ভাবরূপই স্বীকার করা আবশ্যক ॥৯৮॥

৯৯। ভাল, বস্তুর যথাযথভাব বা সত্যতা গ্রহণকরাই যখন সাক্ষী চৈতন্যের (অনুভবিতা আত্মার) স্বভাব, তখন অসত্য অজ্ঞান ভাবরূপী হইলেও সাক্ষী চৈতন্যের সহিত নিশ্চয়ই তাহার বিরোধ হইবে? না,—সাক্ষী চৈতন্য যে, বস্তুর যথার্থতাই গ্রহণ করে, তাহা নহে; পরন্তু অজ্ঞানকেও গ্রহণ করে, না হইলে, অসত্য বস্তুর কখনও প্রতীতি হইতে পারিত না।

(*) 'ন জ্ঞানানুভবসম্ভবঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　　　(†) প্রতিযোগিজ্ঞান-সব্যপেক্ষঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—যাহার অভাব ধরা হয়, তাহাকে বলে প্রতিযোগী, আর সেই অভাব যাহাতে থাকে, তাহাকে বলে অনুযোগী ও ধর্ম্মী। অভাব জানিতে হইলে ঐ প্রতিযোগী ও অনুযোগী জানা থাকা আবশ্যক। যে লোক ঘট জানে না, এবং কোথায় তাহার অভাব আছে, তাহাও জানে না, সে লোক কখনই ঘটাভাব বুঝিতে পারে না। প্রকৃত স্থলে 'আমি অজ্ঞ' বলিলে বুঝিতে হয় যে, আত্মাতে জ্ঞানের অভাব আছে, সুতরাং জ্ঞান হয়—অভাবের প্রতিযোগী, আর আত্মা হয়—তাহার অনুযোগী। এখন কথা হইতেছে এই যে, উক্তস্থলে আত্মাতে যদি প্রতিযোগি জ্ঞানের প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব একত্র থাকিতে পারে না সুতরাং জ্ঞানাভাবের প্রতীতিও হইতে পারে না; আর যদি প্রতিযোগিস্বরূপ জ্ঞানের প্রতীতিই না থাকে, তাহা হইলেও আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রতীতি হইতে পারে না। কারণ, অভাব-জ্ঞানটী প্রতিযোগীর জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই কারণেই ভাষ্যকার উভয় পক্ষেই অসম্ভব দোষের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষয়ম্ ; অন্যথা মিথ্যার্থাবভাসানুপপত্তেঃ। ন হ্যজ্ঞানবিষয়েণ জ্ঞানেনাজ্ঞানং নিবর্ত্ত্যত ইতি ন বিরোধঃ ॥

নমু চেদং ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বিষয়বিশেষ-ব্যাবৃত্তমেব সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয়ো ভবতি, স বিষয়ঃ প্রমাণানধীনসিদ্ধিরিতি কথমিব সাক্ষিচৈতন্যেনাস্মদর্থ-ব্যাবৃত্তমজ্ঞানং বিষয়ীক্রিয়তে। নৈষ দোষঃ ; সর্ব্বমেব বস্তুজাতং জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয়ভূতম্। তত্র জড়স্বেন জ্ঞাততয়া সিধ্যত এব প্রমাণব্যবধানাপেক্ষা। অজড়স্য তু প্রত্যগ্-বস্তুনঃ স্বয়ং সিধ্যতো ন প্রমাণব্যবধানাপেক্ষেতি সদৈবাজ্ঞানব্যাবর্ত্তকত্বেন (*) অবভাসো যুজ্যতে। তস্মান্ন্যায়োপবৃংহিতেন প্রত্যক্ষেণ ভাবরূপমেবাজ্ঞানং প্রতীয়তে ॥

বস্তুতই অজ্ঞান বা অসত্য-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তু নিবারিত হয় না। অতএব, সাক্ষী চৈতন্যের সহিত অজ্ঞানের কোনরূপ বিরোধও থাকিতেপারে না। (†)॥

পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে যে, 'অহং অজ্ঞঃ', এই স্থলে অহং-পদার্থ আত্মার সহিত সম্মিলিতভাবে অজ্ঞানের প্রতীতি হইয়া থাকে ; স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ আত্মা যখন কোন প্রমাণেরই অধীন নহে, তখন সাক্ষী চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব, উক্ত সাক্ষী চৈতন্য, অহং-পদার্থ আত্মাকে ত্যাগ করিয়া কেবলই অজ্ঞানকে গ্রহণ করিবে কিরূপে? না, এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, সমস্ত বস্তুই সাক্ষী চৈতন্যের বিষয়, তন্মধ্যে কোনটী জ্ঞাতরূপে, আর কোনটী অজ্ঞাতরূপে, এইমাত্র বিশেষ। তাহার মধ্যেও আবার যে সকল পদার্থ জড়রূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ পায় ; সে সকলের জন্য প্রমাণের অপেক্ষা থাকে। আর অজড়স্বরূপ আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ, এই কারণে তাহার পক্ষে আর প্রমাণ-ব্যবহারের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না, সুতরাং সর্ব্বদাই অজ্ঞান হইতে পৃথক্‌ভাবে তাহার প্রকাশ লাভ সঙ্গত হয়। অতএব, যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-প্রমাণেই অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব প্রতীত ও প্রমাণিত হয় ॥

(*) 'অজ্ঞানস্য ব্যাবর্ত্তকত্বেন' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—আত্ম-চৈতন্যই আমাদের সর্ব্ববিধ জ্ঞানের সাক্ষী বা প্রকাশক ; নচেৎ আমাদের যে, জ্ঞান হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় থাকে না। বুদ্ধি তাহার সম্মুখে যাহাই উপস্থিত করে, তিনি তাহাই প্রকাশ করেন, সত্য-মিথ্যা প্রভেদ নাই। পরন্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই যখন সত্য নহে, এবং সত্য বস্তু যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তাহার আর প্রকাশেরও আবশ্যক হয় না। কাজেই সাক্ষী চৈতন্যকে কেবল অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তুই প্রকাশ করিতে হয়। এই কারণেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অজ্ঞান ব্যতীত সত্য বস্তু কখনই চৈতন্যের বিষয় বা প্রকাশ্য হয় না।

তদিদং ভাবরূপমজ্ঞানমনুমানেনাপি সিধ্যতি,—বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণ-জ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্ত্য-স্বদেশগত-বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন-প্রদীপপ্রভাবদিতি ॥

আলোকাভাবমাত্রং বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা তমো ন দ্রব্যম্, (*)

উক্ত অজ্ঞানপদার্থ যে, ভাবস্বরূপ—অভাবস্বরূপ নহে, তাহা অনুমানের দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। অনুমানটী এইরূপ—যেহেতু প্রমাণ-সমুৎপাদিত জ্ঞান দ্বারা অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়, অতএব, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার প্রাগভাবের অতিরিক্ত অথচ তাহার প্রকাশ্য-বিষয়ের আবরক এবং তাহার দ্বারাই নিবারণের যোগ্য, অথচ তাহার আশ্রয়েই আশ্রিত, এরূপ কোন বস্তু থাকা নিশ্চয়ই আবশ্যক। অর্থাৎ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এমন একটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, যাহা ঐ জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, অথচ ঐ জ্ঞান তাহার নিবারণে সমর্থ, এবং ঐ জ্ঞান যে আত্মাতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেও সেই আত্মাকেই আশ্রয় করিয়াছিল; অধিকন্তু, সেই বস্তুটী জ্ঞানের প্রাগভাব নহে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল (†)।

যদি বল, অন্ধকার যখন আলোকের (তেজের) অভাব কিংবা রূপ-প্রতীতির অভাব

(*) আলোকাভাবমাত্রং রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা এবং ন দ্রব্যম্' 'ইতি (খ) পাঠঃ। তমো ন দ্রব্যান্তরম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে যখন প্রদীপ প্রজ্বালিত করা হয়, তখন সেই প্রদীপ তিনটী কার্য্য করে, (১) নিজের অভাব (প্রাগভাব) নষ্ট করে, (২) তত্রত্য অন্ধকার বিধ্বস্ত করে, (৩) তত্রত্য অপ্রকাশিত ঘট-পটাদি বস্তুগুলিকে প্রকাশিত বা দর্শনযোগ্য করে। তন্মধ্যে ঐ অন্ধকার পদার্থটী প্রদীপ জ্বালনের পূর্ব্বে ভাবী প্রদীপাশ্রয়ে থাকিয়াই প্রদীপের প্রকাশ্য ঘটপটাদি বিষয়গুলি আবৃত করিয়া রাখে; কিন্তু প্রদীপ জ্বালিবামাত্র নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত অন্ধকারটী শাঙ্কর মতে প্রদীপের প্রাগভাব নহে—স্বতন্ত্র একটি ভাব পদার্থ। এই দৃষ্টান্তানুসারে এইরূপ একটা ব্যাপ্তি বা নিয়ম গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বস্তুর প্রকাশ করে, সেই সকলের উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই স্থানে এরূপ একটা পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যাহা সেই স্থানে পরভবিক প্রকাশক পদার্থ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, এবং তত্রত্য প্রকাশ্য বিষয়গুলিকে পূর্ব্বে আবরণ করিয়া রাখে, অথচ সেই পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থটী প্রকাশের প্রাগভাব নহে,—স্বতন্ত্র একটী ভাব পদার্থ। এখন দেখা যাউক, উক্ত নিয়মানুসারে আলোচ্য অবিদ্যার অনুমান হইতে পারে কি না।

দেখিতে পাওয়া যায়,—ঘটপটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (প্রমাণ জ্ঞান) জন্মিয়া থাকে, এবং সে জন্মিয়াই তত্রত্য অবিজ্ঞাত ঘটপটাদি বিষয়গুলিকে প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) করে। এখন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান যখন অপ্রকাশিত ঘটপটাদি বিষয়ের প্রকাশক, তখন নিশ্চয়ই তৎপূর্ব্বে জ্ঞানাশ্রয় বুদ্ধি বা আত্মাতে এরূপ একটী ভাব পদার্থ বিদ্যমান ছিল, যাহা জ্ঞানের প্রকাশ্য বিষয় সমূহ সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং জ্ঞানোদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ সেইটী জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত—একটী স্বতন্ত্র বস্তু হওয়া আবশ্যক। সেই পদার্থটীই 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি প্রতীতি-সিদ্ধ অজ্ঞান বা অবিদ্যা।

তৎ কথং ভাবরূপাজ্ঞানসাধনে নিদর্শনতয়োপন্যস্যত ইতি চেৎ; উচ্যতে— বহুলত্ব-বিরলত্বাদ্যবস্থাযোগেন রূপবত্তয়া চোপলব্ধের্দ্রব্যান্তরমেব তম-ইতি নিরবদ্যমিতি ॥৯৯॥

অত্রোচ্যতে, 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যত্রোপপত্তিসহিতেন কেবলেন চ প্রত্যক্ষেণ ন ভাবরূপমজ্ঞানং প্রতীয়তে। যস্তু জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ত্বে বিরোধ উক্তঃ, স হি ভাবরূপাজ্ঞানেঽপি তুল্যঃ। বিষয়ত্বেনাশ্রয়ত্বেন চাজ্ঞানস্য ব্যাবর্ত্তকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নোঽপ্রতিপন্নো বা? প্রতিপন্নশ্চেৎ; তৎস্বরূপজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যং তদজ্ঞানং তস্মিন্ প্রতিপন্নে কথমিব তিষ্ঠতি? অপ্রতিপন্নশ্চেৎ; ব্যাবর্ত্তকাশ্রয়বিষয়জ্ঞানশূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত॥

ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তাহার দ্রব্যত্বই অসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের ভাবত্ব অনুমানে উহা দৃষ্টান্ত হয় কিরূপে? হাঁ, বলিতেছি,—অন্ধকারের যখন গাঢ়তা ও অল্পতাদি অবস্থা, এবং নীলরূপের সম্বন্ধও পরিলক্ষিত হয়, তখন নিশ্চয়ই উহা একটী পৃথক্ দ্রব্য (অভাব নহে)। অতএব, উক্ত সিদ্ধান্ত নির্দ্দোষ (*) ॥৯৯॥

১০০। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,' এইরূপে যে, অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, যুক্তি বা যুক্তিসহকৃত প্রত্যক্ষ দ্বারাও তাহার ভাবরূপত্ব প্রমাণিত হয় না। অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলে যে সকল বিরোধ বা অসঙ্গতি ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অজ্ঞানকে ভাব পদার্থ বলিলেও সেই সকল বিরোধ সমানই থাকে, কিছুমাত্র বৈষম্য হয় না। দেখ, আত্মা ত অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয়; সুতরাং আশ্রিত অজ্ঞানটী আত্মার বিশেষ্য এবং আত্মাও তাহার বিশেষণ বা আশ্রয়। এখন জিজ্ঞাসা করি; 'অহং অজ্ঞঃ' (আমি অজ্ঞ) বলিলে ঐরূপে আত্মার প্রতীতি থাকে, কি থাকে না? যদি প্রতীতি থাকে, তবে আত্মজ্ঞানে বিনাশ্য অজ্ঞান সেই আত্মাতেই কিরূপে থাকিতে পারে? আর যদি বল, প্রতীতি থাকে না, তাহা হইলেও কথা এইযে, কোন বিষয়ে কোথায় অজ্ঞান হইল, তাহা না জানিলে শুধুই অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে কিরূপে?

(*) তাৎপর্য্য,—পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে যখন অধিকতর অবয়ব সংযুক্ত হয়, তখন গাঢ়তা এবং সেই অবয়বের বিয়োগে তরলতা বা অল্পতা দৃষ্ট হয়। অন্ধকারেরও যখন গাঢ়ত্ব ও তরলত্ব (অল্পতা), এই দুইটী অবস্থা দেখা যায়, তখন নিশ্চয়ই তাহার অবয়বের সংযোগ-বিয়োগ স্বীকার করিতে হয়; বিশেষতঃ, পৃথিবীর ন্যায় অন্ধকারেরও নীলরূপটী প্রত্যক্ষ হয়। অথচ অভাব হইলে কস্মিন্ কালেও অবয়ব বা রূপসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অতএব, অন্ধকার একটী স্বতন্ত্র দশম দ্রব্য।

অন্ধকারের দ্রব্যত্ববাদীরা বলিয়া থাকেন,—"তমস্তমালপত্রাভং চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবত্ত্বাৎ ক্রিয়াবত্ত্বাৎ দ্রব্যং তু দশমং তমঃ॥" ভাব এই যে, অপরাপর দ্রব্যের ন্যায় অন্ধকারেরও যখন নীল বর্ণ (রূপ) ও চলনাদি ক্রিয়ার প্রতীতি হয়, তখন উহা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ, এই ন্যায়োক্ত নব দ্রব্যের অধিক—একটী দশম দ্রব্য।

অথ বিশদস্বরূপাবভাসোঽজ্ঞানবিরোধী ; অবিশদস্বরূপং তু প্রতীয়তে-ইত্যাশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুভব-বিরোধ ইতি। হন্ত তর্হি, জ্ঞান-প্রাগভাবোঽপি বিশদস্বরূপবিষয়ঃ, আশ্রয়প্রতিযোগিজ্ঞানং ত্ববিশদ-স্বরূপবিষয়মিতি ন কশ্চিদ্বিশেষোঽন্যত্রাভিনিবেশাৎ। ভাবরূপস্যাজ্ঞা-নস্যাপি হ্যজ্ঞানমিতি সিধ্যতঃ প্রাগভাবসিদ্ধাবিব সাপেক্ষত্বমস্ত্যেব। তথাহি, অজ্ঞানমিতি জ্ঞানাভাবঃ, তদন্যঃ, তদ্বিরোধী বা ? ত্রয়াণামপি তৎস্বরূপজ্ঞা-নাপেক্ষা অবশ্যাশ্রয়ণীয়া। যদ্যপি তমঃস্বরূপপ্রতিপত্তৌ প্রকাশাপেক্ষা ন বিদ্যতে; (*) তথাপি প্রকাশবিরোধীত্যনেনাকারেণ প্রতিপত্তৌ প্রকাশ-প্রতি পত্ত্যপেক্ষা অস্ত্যেব। ভবদভিমতাজ্ঞানং ন কদাচিৎ স্বরূপেণ সিধ্যতি, অপি ত্বজ্ঞানমিত্যেব। তথা সতি জ্ঞানাভাববৎ তদপেক্ষত্বং সমানম্। জ্ঞানপ্রাগভাবস্তু ভবতাপ্যভ্যুপগম্যতে ; প্রতীয়তে চ ইত্যুভয়াভ্যুপেতো

যদি বল, আত্ম-বিষয়ক যে-কোন জ্ঞানই যে, অজ্ঞাননিবর্ত্তক, তাহা নহে ; পরন্তু আত্মার যে, যথার্থ বিশুদ্ধ স্বরূপ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী ও নিবর্ত্তক। 'আমি অজ্ঞ' বলিয়া যে, প্রতীতি হয়, সে স্থলে আশ্রয় ও বিষয়রূপে আত্ম-প্রতীতি থাকিলেও তাহা বিশুদ্ধ নির্ম্মল নহে—অজ্ঞান-কলুষিত ; সুতরাং তাহার সহিত অজ্ঞানের বিরোধ নাই। বেশ কথা ; তাহা হইলে, জ্ঞান-প্রাগভাবরূপী অজ্ঞানও বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ-বিষয়ক ; আর উক্তপ্রকার আশ্রয় ও বিষয়রূপে যে আত্মার জ্ঞান হয়, তাহা বিশুদ্ধ আত্মবিষয়ক নহে, এই কারণেই উক্তপ্রকার আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও অপ্রাগভাবরূপী অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না। অতএব অজ্ঞানের ভাবত্ব-সাধনে তোমার অনুরাগ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে কিছুই বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে না। বিশেষতঃ, অজ্ঞানকে ভাবস্বরূপ বলিলেও উহা যখন অ-জ্ঞান (জ্ঞান নহে) বলিয়াই বুঝিতে হয়, তখন প্রাগভাবের ন্যায় উহাতেও পূর্ব্বোক্ত সাপেক্ষত্ব দোষ অব্যাহতই আছে। দেখ, অজ্ঞান কি জ্ঞানের অভাব? অথবা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু ? কিংবা জ্ঞানবিরোধী ? এই পক্ষত্রয়েই অগ্রে জ্ঞানের স্বরূপ জানা থাকা আবশ্যক। যদিও অন্ধকারের প্রতীতিতে প্রকাশ-জ্ঞানের অপেক্ষা নাই সত্য, তথাপি অন্ধকারকে যখন 'প্রকাশ-বিরোধী' রূপে জানিতে হয়, তৎকালে ত প্রকাশ-প্রতীতিরও নিশ্চয়ই অপেক্ষা থাকে। বিশেষতঃ, তোমার অভিপ্রেত অজ্ঞান ত কখনও [আত্ম-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে] সিদ্ধ বা প্রতীত হয় না ; পরন্তু 'অ-জ্ঞান' (জ্ঞান নহে) ইত্যাকারেই সিদ্ধ হয়। অতএব জ্ঞানাভাবপক্ষের ন্যায় এ পক্ষেও সাপেক্ষত্ব দোষ সমান। বিশেষতঃ, তুমিও যখন অন্যত্র প্রাগভাব পদার্থ স্বীকার কর, এবং উহা প্রতীতিসিদ্ধও বটে,

---

(*) তথাপি, প্রকাশবিরোধীত্যাদিঃ অপিত্বজ্ঞানমিত্যেব' ইত্যন্তঃ অংশঃ গ-চিহ্নিতপুস্তকে পতিত ইতি অনুমীয়তে।

জ্ঞানপ্রাগভাব এব 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যনুভূয়ত-ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্।

নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশ-চৈতন্যৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবশ্চ ন সম্ভবতি; স্বানুভবস্বরূপত্বাৎ। স্বানুভবস্বরূপমপি তিরোহিতস্বরূপম্ অজ্ঞানমনুভবতীতি চেৎ; কিমিদং তিরোহিতস্বরূপত্বম্? (*) অপ্রকাশিতস্বরূপত্বমিতি চেৎ; স্বানুভবস্বরূপস্য কথমপ্রকাশিতস্বরূপত্বম্। স্বানুভবস্বরূপস্যাপ্যন্যতোঽপ্রকাশিতস্বরূপত্বমাপদ্যত ইতি চেৎ; এবং তর্হি (†) প্রকাশাখ্য-ধর্ম্মানভ্যুপগমেন প্রকাশস্যৈব স্বরূপত্বাদন্যতঃ স্বরূপনাশ এব স্যাদিতি পূর্ব্বমেবোক্তম্।

কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধানহেতুভূতম্ এতদজ্ঞানং স্বয়মনুভূতং সৎ ব্রহ্ম তিরস্করোতি; ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য স্বয়ং তদনুভব-বিষয়ো ভবতীত্যন্যোন্যাশ্রয়ণম্। অনুভূতমেব তিরস্করোতীতি চেৎ; যদ্যতিরোহিতস্বরূপমেব ব্রহ্ম অজ্ঞান-

---

তখন 'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে ও অপরকে জানি না', ইত্যাদি স্থলে সেই উভয়-সম্মত প্রাগভাব স্বীকার করাই ন্যায্য।

আর এক কথা,—নিত্যমুক্ত, একমাত্র প্রকাশ-স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে উক্ত-প্রকার অজ্ঞানানুভব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মপদার্থ স্বীয় অনুভব স্বরূপ। যদি বল, ব্রহ্ম স্বানুভবরূপী হইলেও যখন তাহার প্রকাশ-স্বরূপটী তিরোহিত হইয়া পড়ে, তখনই অজ্ঞান অনুভব করেন। জিজ্ঞাসা করি, এই 'স্বরূপ-তিরোধান' কথার অর্থ কি?—যদি বল, স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকারই নাম 'স্বরূপ-তিরোধান'; কিন্তু, যাহা নিজেই অনুভবাত্মক, তাহার স্বরূপ আবার অপ্রকাশিত হইবে কিরূপে? ইহার পরেও যদি বল, আত্মা স্বয়ং অনুভব স্বরূপ হইলেও অপর বস্তু দ্বারা তাহার স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা আবৃত হইতে পারে? ভাল, তাহা হইলে, তোমার মতে প্রকাশ যখন আত্মার ধর্ম্মই নহে, পরন্তু প্রকাশ আত্মারই স্বরূপ; সেই প্রকাশেরই যদি অপর কাহারো দ্বারা তিরোধান হয়, তাহা হইলে যে, প্রকারান্তরে আত্মারই বিনাশ স্বীকার করা হয়; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও এক কথা; ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধায়ক এই অজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত না হইয়া কখনই ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিতে পারে না, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সমাচ্ছাদন না করিয়া নিজেও অনুভবের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না। অতএব, স্বরূপতিরোধান ও অজ্ঞানানু-

---

(*) তিরোহিতস্বস্বরূপত্বমিতি (ক-খ) পাঠঃ

(†) এবং তর্হি দর্শনস্যাপি' ইতি (খ) পাঠঃ। প্রকাশস্য প্রকাশাখ্যধর্ম্মানভ্যুপগমেনেতি (গ) পাঠঃ।

মনুভবতি, তদা তিরোধান-কল্পনা নিষ্প্রয়োজনা স্যাৎ; অজ্ঞানস্বরূপ-কল্পনা চ; ব্রহ্মণোঽজ্ঞানদর্শনবৎ অজ্ঞানকার্যতয়া অভিমতপ্রপঞ্চদর্শনস্যৈব (*) সম্ভবাৎ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবঃ কিং স্বতঃ? অন্যতো বা? স্বতশ্চেৎ; অজ্ঞানানুভবস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেনানির্মোক্ষঃ স্যাৎ। অনুভূতিস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবস্বরূপত্বেন মিথ্যারজতবাধকজ্ঞানেন রজতানুভবস্যাপি নিবৃত্তিবন্নিবর্ত্তকজ্ঞানেনাজ্ঞানানুভূতিরূপ-ব্রহ্মস্বরূপনিবৃত্তির্ব্বা। অন্যতশ্চেৎ; কিং তদন্যৎ? অজ্ঞানান্তরমিতি চেৎ; অনবস্থা স্যাৎ। ব্রহ্ম তিরস্কৃত্যৈব স্বয়মনুভববিষয়ো ভবতীতি চেৎ; তথা সতি ইদমজ্ঞানং কাচাদিবৎ স্বসত্তয়া ব্রহ্ম তিরস্করোতীতি জ্ঞান-বাধ্যত্বমজ্ঞানস্য ন স্যাৎ ॥১০০॥

ভব, পরস্পর অপেক্ষিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। যদি বল, অজ্ঞান প্রথমেই অনুভূত হয়, পশ্চাৎ সেই অনুভূত অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে, তাহা হইলেও অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধান কল্পনায় কিছুই প্রয়োজন হয় না। অধিক কি, অজ্ঞানকল্পনারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। কেন না, ব্রহ্ম বিনা আবরণে অজ্ঞানকে যেরূপ অনুভব করিতে পারেন, জগৎপ্রপঞ্চকেও সেইরূপ অজ্ঞান-কার্য্য (অজ্ঞান পরিণাম) বলিয়া অনুভব করিতে পারেন; ইহাত অসম্ভব নহে।

আরো এক কথা, ব্রহ্ম যে, অজ্ঞান অনুভব করেন, এই অনুভব কি তাহার স্বাভাবিক? অথবা অপরের সাহায্যকৃত? যদি স্বাভাবিক হয়, তবে চিরকালই অজ্ঞানানুভব হইতে পারে, কখনও আর মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ, ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যখন অজ্ঞানানুভবরূপেই প্রতীত হন, তখন 'শুক্তি-রজত' স্থলে মিথ্যা বা ভ্রমকল্পিত রজতের বাধক শুক্তি-জ্ঞান দ্বারা যেরূপ মিথ্যা রজতের অনুভবও বাধিত হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ অজ্ঞান-নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের সঙ্গে তদনুভবরূপী ব্রহ্মেরও নিবৃত্তি বা বাধা হইতে পারে। আর যদি বল, ব্রহ্ম হইতে অজ্ঞানানুভব হয় না, অন্য বস্তু হইতে হয়; জিজ্ঞাসা করি, সেই অন্য বস্তুটা কি? যদি বল, তাহা অজ্ঞানান্তর অর্থাৎ অনুভাব্য অজ্ঞান হইতে পৃথক্ একটী অজ্ঞান। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে, কেন না, এই অজ্ঞানানুভবে যেমন অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, সেই অজ্ঞানের অনুভবেও সেইরূপ আবার অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, ইত্যাদিরূপে অনবরত অজ্ঞানের কল্পনা করিতে হয়। আর যদি বল, অজ্ঞান ব্রহ্মকে তিরস্কৃত বা আবৃত করিয়া পশ্চাৎ অনুভবের বিষয় হয়; পূর্ব্বে অনুভূত হইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মকে আবৃত করে না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কাচাদি রোগ যেরূপ চক্ষু আবৃত করিয়া দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত করিয়া দেয়, অজ্ঞানও সেইরূপ ব্রহ্মে থাকিয়া তাঁহার স্বপ্রকাশতা ঢাকিয়া রাখে। এরূপ হইলে চক্ষুর কাচাদি রোগ যেমন কেবল জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ অজ্ঞানও কেবলই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নিবারিত হইতে পারে না ॥১০০॥

(*) 'দর্শনস্যাপি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

অথেদমজ্ঞানং স্বয়মনাদি, ব্রহ্মণঃ স্বসাক্ষিত্বং ব্রহ্মস্বরূপ-তিরস্কৃতিঞ্চ যুগপদেব করোতি। অতো নানবস্থাদয়ো দোষা ইতি, নৈতৎ; স্বানুভব-স্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তিরস্কৃতিমন্তরেণ সাক্ষিত্বাপাদনাযোগাৎ। হেত্বন্তরেণ তিরস্কৃতমিতি চেৎ; তর্হি অস্যানাদিত্বমপ্যপাস্তম্। অনবস্থা চ পূর্ব্বোক্তা। অতিরস্কৃতস্বরূপস্যৈব সাক্ষিত্বাপাদনে ব্রহ্মণঃ স্বানুভবৈকতানতা চ ন স্যাৎ।

অপি চ, অবিদ্যয়া ব্রহ্মণি তিরোহিতে তদ্ ব্রহ্ম ন কিঞ্চিদপি প্রকাশতে? উত কিঞ্চিৎ প্রকাশতে? পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽ-প্রকাশে তুচ্ছতাপত্তিরসকৃদুক্তা। উত্তরস্মিন্ কল্পে সচ্চিদানন্দৈকরসে ব্রহ্মণি কোঽয়মংশস্তিরস্ক্রিয়তে? কো বা প্রকাশতে? নিরংশে নির্ব্বিশেষে প্রকাশমাত্রে বস্তুন্যাকারদ্বয়াসম্ভবেন তিরস্কারঃ প্রকাশশ্চ যুগপৎ ন সঙ্গচ্ছেতে (*)॥

১০১। যদি বল, এই অজ্ঞান নিজে অনাদিসিদ্ধ, সেই অজ্ঞান একই সময় ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব ও স্বরূপাবরণ, উভয় কার্য্যই সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব, এরূপে আর পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না; না,—ইহা ঠিক হইল না। ব্রহ্ম যখন স্বয়ং অনুভূতি স্বরূপ; তখন অগ্রে তাহার স্বরূপ সমাচ্ছাদন ব্যতীত সাক্ষিত্ব হইতেই পারে না। যদি বল, অপর কোন কারণে ব্রহ্মস্বরূপ আবৃত হয়,—অজ্ঞানের দ্বারা হয় না; তাহা হইলেও অজ্ঞানের অনাদিত্ব কল্পনা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অপর বস্তু দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণের পর যদি অজ্ঞানের আবির্ভাব মানিতে হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানের সাদিত্ব ভিন্ন অনাদিত্ব কিছুতেই হইতে পারে না। এ পক্ষে যে, অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রহ্ম স্বয়ং অজ্ঞানাবৃত না হইয়াও যদি অজ্ঞানের সাক্ষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কেবলই স্বানুভবরূপতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত না।

আরও এক কথা; জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যা-তিরোহিত ব্রহ্মে কিছুমাত্রই প্রকাশ থাকে না? কিংবা তখনও কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রকাশ বিদ্যমান থাকে? প্রথম পক্ষে কথা এই যে, প্রকাশই যখন ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ, তখন সেই প্রকাশই বিলুপ্ত হইয়া গেলে ব্রহ্মের আর থাকে কি?—ব্রহ্ম ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া পড়েন। এই কথা পূর্ব্বেও বহুবার উক্ত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ তখনও ব্রহ্মে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ থাকে, এই কথা বলিলে, জিজ্ঞাস্য এই যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ব্রহ্মের কোন্ অংশ অপ্রকাশিত থাকে; আর কোন্ অংশই বা প্রকাশ পায়? বিশেষতঃ, অংশহীন, নির্ব্বিশেষ, একমাত্র প্রকাশাত্মক ব্রহ্মে যখন দুইপ্রকার ভাব থাকিতে পারে না, তখন একই কালে প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধর্ম্মদ্বয়ের অবস্থিতি কখনই সঙ্গত হয় না।

(*) সংগচ্ছেতে' ইতি (গ) পাঠঃ।

অথ সচ্চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম অবিদ্যয়া তিরোহিতস্বরূপমবিশদমিব লক্ষ্যত-ইতি; প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য বিশদতা অবিশদতা বা কিংরূপা? এতদুক্তং ভবতি, যঃ সাংশঃ সবিশেষঃ প্রকাশবিষয়ঃ, তস্য সকলাবভাসো বিশদাবভাসঃ, কতিপয়-বিশেষরহিতাবভাসশ্চ অবিশদাবভাসঃ। তত্র য আকারোঽপ্রতিপন্নঃ, তস্মিন্নংশে প্রকাশাভাবাদেব প্রকাশাবৈশদ্যং ন বিদ্যতে। যশ্চাংশঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্নংশে তদ্বিষয়প্রকাশো বিশদ এব। অতঃ সর্ব্বত্র প্রকাশাংশেঽবৈশদ্যং ন সম্ভবতি। বিষয়েঽপি স্বরূপে প্রতীয়মানে তদ্গত-কতিপয়বিশেষাপ্রতীতি-রেবাবৈশদ্যম্; তস্মাদবিষয়ে নির্ব্বিশেষে প্রকাশমাত্রে ব্রহ্মণি স্বরূপে প্রকাশ-মানে (*) কতিপয়-বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপাবৈশদ্যং নাম অজ্ঞান-কার্য্যং ন সম্ভবতীতি।

অপি চ, ইদমবিদ্যা-কার্য্যমবৈশদ্যং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ান্নিবর্ত্ততে ন বা? অনি-বৃত্তাবপবর্গাভাবঃ, নিবৃত্তৌ চ বস্তু কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্। বিশদস্বরূপ-

যদি বল, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় হইলেও অবিদ্যা দ্বারা তাঁহার সেই স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে, এই কারণে তাঁহাকে অবিশদ বা অপ্রকাশ (মলিন) বলিয়াই যেন মনে হয়; কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, একমাত্র প্রকাশই যাহার স্বরূপ, তাহার আবার বিশদতা (নির্ম্মলতা) বা অবিশদতা কি প্রকার? এ কথার অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ অংশযুক্ত, সবিশেষ (সগুণ) এবং অপর প্রকাশের বিষয়ীভূত হয়, সেই পদার্থের যে, সম্পূর্ণ প্রকাশ, তাহাই বিশদতা; আর কতিপয় বিশেষ অংশের যে, প্রকাশ, তাহাই অবিশদপ্রকাশ। তন্মধ্যে যে অংশ জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হয়, সেই অংশে প্রকাশ না থাকায় নির্ম্মল প্রকাশ থাকে না; আর যে অংশ জ্ঞানগোচর হয়, সেই অংশের প্রকাশ স্বতই বিশদ বা নির্ম্মল, অতএব, কোথাও প্রকাশাংশের অবিশদতা (মালিন্য) সম্ভবপর হয় না। কোন বস্তুর স্বরূপটী প্রতীতির বিষয় হইলেও তদ্গত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ প্রতীতিগম্য না হওয়ায় তাহার প্রকাশ বা প্রতীতিকে অবিশদ বলা হয়। অতএব, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, নির্ব্বিশেষ, অথচ একমাত্র প্রকাশময় ব্রহ্ম যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তদ্গত কতিপয় বিশেষাংশের অপ্রতীতিতে অজ্ঞানজনিত অবিশদতার কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

অপিচ, অবিদ্যা-সমুদ্ভূত উক্ত অবিশদতা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয় কি না? নিবৃত্ত না হইলে অপবর্গ বা মুক্তি হইতে পারে না। আর যদি তত্ত্বজ্ঞানে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেইবা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপটী কিরূপ, তাহা বিবেচনা করা (বিশ্লেষণ করিয়া দেখা) আবশ্যক। যদি বল, বিশদভাবই (নির্ম্মলতাই) তাহার প্রকৃত স্বরূপ; তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই বিশদ

(*) তদ্গত-কতিপয়' ইতি (গ) পাঠঃ। বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপে' অবৈ ইতি (খ) পাঠঃ।

মিতি চেৎ; তদ্বিশদস্বরূপং প্রাগস্তি বা ন বা? অস্তি চেৎ, অবিদ্যাকার্য্যমবৈশদ্যং তন্নিবৃত্তিশ্চ ন স্যাতাম্। নো চেৎ, মোক্ষস্য কার্যতয়াঽনিত্যতা স্যাৎ। অস্যাজ্ঞানস্যাশ্রয়ানিরূপণাদেবাসম্ভবঃ পূর্ব্বমেবোক্তঃ।

অপি চ, অপরমার্থদোষ-মূলভ্রমবাদিনা নিরধিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবোঽপি দুরুপপাদঃ; ভ্রম-হেতুভূতদোষ-দোষাশ্রয়ত্ববৎ (*) অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তেঃ। ততশ্চ সর্ব্বশূন্যত্বমেব স্যাৎ ॥১০১॥

স্বভাবটী অজ্ঞান-সম্বন্ধের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল কি না? বিদ্যমান থাকিলে সেই বিশদস্বরূপে অবিদ্যাজনিত অবৈশদ্য বা মালিন্য এবং তাহার নিবৃত্তি, উভয়ই হইতে পারে না। [কারণ, স্বভাবশুদ্ধ বস্তুতে ঐরূপ অজ্ঞান-সম্বন্ধের অপর কোন কারণান্তর নাই]। আর যদি বল, বিশদ স্বভাব পূর্ব্বে থাকে না, [পশ্চাৎ হয়,] তাহা হইলেও মুক্তি ফলটী জন্য হইয়া পড়ে, এবং তাহার অনিত্যতা দোষ ঘটে। বিশেষতঃ, আলোচ্য জ্ঞানের প্রকৃত আশ্রয় নিরূপণ করাই যখন অসম্ভব, তখন অজ্ঞানকল্পনাও সম্ভবপর হইতে পারে না; এ কথা ইতঃপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ, যাহারা বলেন, ভ্রমের মূল (কারণ) যে দোষ, তাহা অপরমার্থ বা সত্য নহে; অতএব, কোন একটী সত্য পদার্থকে (ব্রহ্মকে) আশ্রয় না করিয়া—নিরধিষ্ঠানভাবে কখনও ভ্রম সমুৎপন্ন হইতে পারে না। তাহাদের সেই কথাও অসঙ্গত। কেননা, ভ্রমের মূল কারণ যে দোষ, তাহা যেরূপ অসত্যভূত-দোষান্তরে আশ্রিত থাকে, (অথচ দোষ মাত্রই অসত্য), সেইরূপ অপদার্থ বা অসত্য অধিষ্ঠানে (আশ্রয়ে) থাকিয়াও যে, ভ্রমোৎপত্তি হইবে, তাহাতে আর বাধা কি? সুতরাং নিরধিষ্ঠান ভ্রম সম্ভাবিত হইলেই সর্ব্বশূন্যবাদ (বৌদ্ধ-মত বিশেষ) আসিয়া পড়ে (†) ॥১০১॥

(*) ভ্রমহেতুভূতদোষাশ্রয়ত্ববৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধাদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, ভ্রমমাত্রই দোষমূলক; দোষ নানাপ্রকার, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পীড়া, দৃশ্য বিষয়ের সৌসাদৃশ্য ও সময়ের মন্দান্ধকারাদি অবস্থা, এইপ্রকার বহু দোষে ভ্রম—এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত প্রভৃতি স্থলে রজ্জু ও শুক্তি, এই উভয় সত্য বস্তুকে অধিষ্ঠান বা আশ্রয় করিয়া মিথ্যা সর্প ও মিথ্যা রজতের প্রতীতি (ভ্রম) হয়, পক্ষান্তরে, সেই সত্য রজ্জু ও সত্য-শুক্তি না থাকিলে কখনই ঐ সর্প ও রজতের ভ্রম উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না। ইহা হইতেই বেশ জানা যায় যে, কোন একটী সত্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া কেবলই নিরধিষ্ঠান ভ্রম কস্মিন্ কালেও হয় না বা হইতে পারে না। দৃশ্যমান এই জগৎপ্রপঞ্চও অবিদ্যারূপ দোষ-প্রসূত ভ্রম মাত্র; সুতরাং ইহারও একটি অধিষ্ঠান বা আশ্রয় থাকা আবশ্যক; নচেৎ নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতেই পারে না। এই জগৎ-ভ্রমের সেই অধিষ্ঠান কে? না—নিত্য সত্য কূটস্থ ব্রহ্ম; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ-ভ্রম চলিতেছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলিতেছেন যে, না,—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে; যুক্তি দ্বারা নিরধিষ্ঠান ভ্রমও উপপন্ন হইতে পারে। দেখ, যে দোষের ফলে ভ্রমোৎপত্তি হয়, সেই দোষও নিশ্চয়ই অপর কোন দোষকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, দোষের কারণীভূত সেই দোষটী ত পারমার্থিক সত্য বস্তু নহে—মিথ্যা অপারমার্থিক, সেই মিথ্যা দোষকে অবলম্বন করিয়া—নিরধিষ্ঠানভাবে যখন ভ্রমোৎপাদক দোষ আসিতে পারিল, তখন নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতেই বা বাধা কি? ইহার ফলে বৌদ্ধের 'সর্ব্বশূন্যবাদ' তোমারও সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, তোমার মতে জগৎ ও তৎকারণ অজ্ঞান ত মিথ্যাই বটে; এখন অজ্ঞানের আশ্রয়ও যদি মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সত্য পদার্থ কিছুই রহিল না; সুতরাং 'সর্ব্বশূন্য বাদ'ই আসিয়া পড়িল।

যদুক্তম্, অনুমানেনাপি ভাবরূপমজ্ঞানং সিধ্যতীতি; তদযুক্তম্; অনুমানাসম্ভবাৎ। ননু উক্তমনুমানম্। সত্যমুক্তম্, দুরুক্তং তু তৎ; অজ্ঞানেঽপ্যনভিমতাজ্ঞানান্তর-সাধনেন বিরুদ্ধত্বাদ্ হেতোঃ। তত্র(*) অজ্ঞানান্তরাসাধনে হেতোরনৈকান্ত্যং, সাধনে চ (†) তদজ্ঞানমজ্ঞানসাক্ষিত্বং নিবারয়তি, ততশ্চাজ্ঞানকল্পনা নিষ্ফলা স্যাৎ।

১০২। আর যে, অনুমানের দ্বারাও অজ্ঞানের ভাবরূপতা প্রমাণিত হয়, বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ; কেননা, ঐরূপ অনুমান কখনই সম্ভবপর হয় না। কেন? অনুমান ত প্রদর্শিতই হইয়াছে? হাঁ, প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা দুরুক্ত, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বরূপ যে হেতু দ্বারা অজ্ঞানের সাধন (প্রমাণ) করিয়াছ, তোমার অভিপ্রেত না হইলেও সেই হেতু দ্বারাই অজ্ঞানেরও অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং সেই হেতুটী প্রকৃত বিষয়ের বিরুদ্ধ হইয়াছে। আর যদি সেই হেতু দ্বারা অজ্ঞানেরই সাধন না হয়, তাহা হইলেও হেতুর অনৈকান্তত্বরূপ অপর একটী দোষ উপস্থিত হয়, আর অপর অজ্ঞানের সাধন করিলেও সেই অজ্ঞানই আত্মার অজ্ঞান-সাক্ষিত্ব নিবারিত করিতেছে, সুতরাং অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। (‡)

(*) 'তত্রাপি' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'সাধনে তু' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—কোন বিষয়ে অনুমান করিতে হইলেই তাহার অনুকূলে একটি নির্দ্দোষ হেতু প্রদর্শন করিতে হয়, হেতুরও কোনরূপ দোষ থাকিলে তাহা দ্বারা অভিপ্রেত অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। হেতুর দোষ অনেকপ্রকার; তন্মধ্যে, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিকত্ব (অনৈকান্ত্য) দোষের এখানে উল্লেখ আছে। কোন বস্তুর অনুমানার্থ হেতুটী যে আশ্রয়ে প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শিত হেতুটী যদি সেই আশ্রয়ে না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 'বিরুদ্ধ' হেতু বলে। আর কোন এক বিষয়ের সাধনার্থ যে হেতু প্রদর্শিত হয়, সেই হেতুটী যদি সপক্ষে (যেখানে সাধ্য বস্তুটী নিশ্চয়ই থাকে, সেই স্থানে) ও বিপক্ষে (যেখানে কস্মিন্ কালেও সাধ্য বস্তুটী থাকে না, সেই স্থানে) সমান ভাবে থাকে; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অনৈকান্তিক' বলে। এই অনৈকান্তিক হেতু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, সে সকলের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। এখন দেখা যাউক, আলোচ্য স্থানে উক্ত দোষ সম্ভাবিত হয় কি না?

পূর্ব্বোক্ত অনুমানের হেতু স্থলে বলা হইয়াছে, "অপ্রকাশিতার্থ- প্রকাশকত্বাৎ"। এই অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্ব হেতুটী বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ ঘটপটাদি জ্ঞানেও সম্ভাবিত হয়, সুতরাং তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের অনুমাপকও হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ত ইহা দ্বারা অনুমিত হয় না, কেন না, 'স্বপ্রাগভাবাতিরিক্ত' প্রভৃতি বিশেষণ গুলি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব, এস্থানে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর এই হেতুতেই যদি ব্রহ্মাবরক অজ্ঞানেরও অনুমান হয়, তাহা হইলে এই হেতুটী জৈব অজ্ঞান ও ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের পক্ষে সমান হওয়ায় অনৈকান্তিকতা-দোষে দূষিত হইল। অতএব, উক্ত হেতুদ্বারাও ভাবরূপ-অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না।

দৃষ্টান্তশ্চ সাধন-বিকলঃ, প্রদীপপ্রভায়া অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাভাবাৎ, সর্ব্বত্র হি বিজ্ঞানস্যৈব প্রকাশকত্বম্। সত্যপি দীপে জ্ঞানেন (*) বিনা বিষয়-প্রকাশাভাবাৎ। ইন্দ্রিয়াণামপি জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব, ন প্রকাশকত্বম্। প্রদীপপ্রভায়াস্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য জ্ঞানমুৎপাদয়তো বিরোধি-তমোনিরসন-দ্বারেণোপকারকত্বমাত্রমেব। প্রকাশকজ্ঞানোৎপত্তৌ (†) ব্যাপ্রিয়মাণ-চক্ষুরিন্দ্রিয়োপকারকত্বহেতুত্বম্ (‡) অপেক্ষ্য দীপস্য প্রকাশকত্বব্যবহারঃ। নাস্মাভির্জ্ঞানতুল্য-প্রকাশকত্বাভ্যুপগমেন দীপ-প্রভা নিদর্শিতা; অপিতু, জ্ঞানস্যৈব স্ববিষয়াবরণনিরসনপূর্ব্বক-(§) প্রকাশকত্বমঙ্গীকৃত্যেতি চেৎ; ন, নহি বিরোধি-নিরসনমাত্রং প্রকাশকত্বম্; অপি ত্বর্থপরিচ্ছেদঃ, ব্যবহারযোগ্যতাপাদনমিতি যাবৎ, তত্তু জ্ঞানস্যৈব। যদ্যুপকারকাণামপ্য-

আর পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তও (প্রদীপও) অজ্ঞানের ভাবত্ব-সাধনের অনুকূল হইতেছে না; কারণ, প্রদীপ-প্রভা কখনই অপ্রকাশিত বস্তুর প্রকাশ করে না; কেননা, জ্ঞানই সর্ব্বত্র একমাত্র বস্তু-প্রকাশক হইয়া থাকে। এই কারণেই প্রদীপ সত্ত্বেও জ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তুর প্রকাশ হয় না। আর উদাহৃত ইন্দ্রিয় সমূহও জ্ঞানোৎপত্তিরই সাধন, কিন্তু বস্তু-প্রকাশের কারণ নহে। উল্লিখিত প্রদীপ-প্রভাও কেবল চাক্ষুষ-জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক অন্ধকাররাশিকে অপনীত করে, এইজন্য উহা চাক্ষুষ জ্ঞানের উপকারক হয় মাত্র, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপাদক নহে]। বস্তু-প্রকাশক জ্ঞান-সমুৎপাদনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই কার্য্য করে, প্রদীপ-প্রভা তত্রত্য অন্ধকার অপসারিত করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্য্যে সাহায্য করে মাত্র; এই কারণে প্রদীপ-প্রভাকেও লোকে 'প্রকাশক' বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। যদি বল, আমরা প্রদীপ-প্রভাকে ঠিক জ্ঞানেরই অনুরূপ প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করি না, এবং সেই অভিপ্রায়ে তাহার দৃষ্টান্তও দেই নাই, পরন্তু একমাত্র জ্ঞানই যে, স্ববিষয়ের আবরণ-বিনাশপূর্ব্বক বিষয় সমূহ প্রকাশিত করিয়া থাক, কেবল এই ভাব জ্ঞাপনার্থই ঐ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি। না, তাহাও হইতে পারে না; কেবল জ্ঞান-প্রতিবন্ধক নিবারণ করার নামই যে, প্রকাশকত্ব, তাহা নহে; পরন্তু, যে বস্তুর স্বরূপ যেরূপ, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই বস্তুকে লোক-ব্যবহারের উপযুক্ত করার নাম প্রকাশকত্ব, ঈদৃশ প্রকাশকত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞান ভিন্ন অন্য কাহারও নাই। যদি জ্ঞানোপকারক বিষয়কেও অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির

(*) জ্ঞানেন' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ। (†) প্রকাশজ্ঞানোৎপত্ত্যৌ' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) চক্ষুরিন্দ্রিয়োপকারক-হেতুত্বম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ। উপকারকত্বম্' ইতি (খ) পাঠঃ।
(§) নিরসনপূর্ব্বকত্বমঙ্গীকৃত্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

প্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকৃতম্, তর্হীন্দ্রিয়াণামুপকারকতমত্বেনাপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকরণীয়ম্। তথা সতি তেষাং স্বনিবর্ত্ত্য-বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকত্বাভাবাৎ হেতোরনৈকান্ত্যমিত্যলমনেন ॥

প্রতিপ্রয়োগাশ্চ, —বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাশ্রয়ম্; অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ; জ্ঞাত্রাশ্রয়ং হি তৎ। বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানাবরণম্; (*) অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ; বিষয়াবরণং হি তৎ। বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যম্; জ্ঞানবিষয়ানাবরণত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যমজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়াবরণম্; যথা শুক্তিকাদ্যজ্ঞানম্। ব্রহ্ম নাজ্ঞানাস্পদং, জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ, ঘটাদিবৎ। ব্রহ্মনাজ্ঞানাবরণম্, জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ; যদজ্ঞানাবরণং, তজ্জ্ঞানবিষয়ভূতম্; যথা শুক্তিকাদি। ব্রহ্ম ন জ্ঞান-

---

প্রধানতম সাধন বা সহায় ইন্দ্রিয়গণকেও 'অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক' বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বপ্রদর্শিত (অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ) হেতুটীও অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচারদোষে দূষিত হইল; কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহাদের নিবারণীয় অপর কোনরূপ বস্তু থাকে না। অতএব, এবিষয়ে আর তর্কের প্রয়োজন নাই।

বিশেষতঃ, অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব-সাধনের অনুকূলে যেরূপ অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎপ্রতিকূলেও সেইরূপ এই সকল অনুমান হইতে পারে,—(১) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই শুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিতে পারে না; কারণ—ইহা অজ্ঞান (জ্ঞানবিরোধী), দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদিবিষয়ক অজ্ঞান। এই অজ্ঞানও অজ্ঞানই বটে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে না, থাকে জ্ঞাতা—ভ্রান্তপুরুষে। (২) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের আবরণ হইতে পারে না; কারণ—উহা অজ্ঞান, দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদি-বিষয়ক অজ্ঞান; সেই অজ্ঞানটী বিষয়কেই (শুক্তি প্রভৃতিকেই) আবৃত করিয়া রাখে, (কিন্তু জ্ঞানকে আবৃত করে না)। (৩) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য নহে; অর্থাৎ উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবারণের যোগ্য নহে; কারণ—উহা জ্ঞানের বিষয়কে (জ্ঞেয়পদার্থকে) আবৃত করে না। যে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবারণীয়, তাহা নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখে, দৃষ্টান্ত যথা,—শুক্তিকা প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞান। (সেই অজ্ঞানই সত্য জ্ঞানের বিষয়—শুক্তি প্রভৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে)। [এখন প্রকৃত বিষয়ে এ সকলের সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে] (১) ঘটাদি জড়পদার্থে যেরূপ জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম নাই, ব্রহ্মেও সেইরূপ জ্ঞাতৃত্ব নাই, অর্থাৎ তিনি কখনও জ্ঞাতা হন না; অতএব তিনি অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারেন না। (২) অজ্ঞান কখনই ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না; কারণ—তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না—(অজ্ঞেয়), যে পদার্থ অজ্ঞানে আবৃত হয়, সেই পদার্থ নিশ্চয়ই জ্ঞানের বিষয়ীভূত

(*) জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাবরণং' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

নিবর্ত্ত্যাজ্ঞানং জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যাজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়ভূতম্; যথা শুক্তিকাদি। বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবাতিরিক্তাজ্ঞান-পূর্ব্বকং ন ভবতি, প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ, ভবদভিমতাজ্ঞানসাধনপ্রমাণ-জ্ঞানবৎ। জ্ঞানং ন বস্তুনো বিনাশকম্, (*) শক্তিবিশেষোপবৃংহণবিরহে সতি জ্ঞান-ত্বাৎ,; যদ্বস্তুনো বিনাশকং, তচ্ছক্তিবিশেষোপবৃংহিতং জ্ঞানমজ্ঞানঞ্চ দৃষ্টম্; যথেশ্বর-যোগিপ্রভৃতিজ্ঞানম্; যথা চ মুদ্গরাদি। ভাবরূপমজ্ঞানং ন জ্ঞান-বিনাশ্যম্, ভাবরূপত্বাৎ; ঘটাদিবদিতি ॥ ১০২ ॥

হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুক্তিকা প্রভৃতি, [শুক্তিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই অজ্ঞানে আবৃত হইয়া থাকে]। (৩) ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান কখনই জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে; কারণ—তিনি জ্ঞানের অবিষয় (অজ্ঞেয়)। যাহা অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞানেরও বিষয় হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুক্তিকা প্রভৃতি। (৪) বিবাদাস্পদীভূত প্রমাণ-জ্ঞান কখনই স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞানপূর্ব্বক হইতে পারে না; কারণ—উহা প্রমাণ-জনিত জ্ঞান। ইহার দৃষ্টান্ত—তোমারই অভিপ্রেত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণ-জ্ঞান। (৫) জ্ঞান স্বভাবতঃ কোন বস্তুর বিনাশক হয় না; কারণ—উহা অপর শক্তির সাহায্যরহিত জ্ঞান মাত্র; দেখা যায়, যাহা দ্বারা বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানই হউক, আর অজ্ঞানই হউক, তাহা নিশ্চয়ই অপর শক্তিবিশেষের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন—ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগি-প্রভৃতি মহাপুরুষের জ্ঞান, মুদ্গরাদিও ইহার অপর দৃষ্টান্ত। (৬) ভাবরূপী অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না, হেতু উহা ভাবপদার্থ; দৃষ্টান্ত যথা—ঘটাদি। অর্থাৎ ভাবপদার্থ ঘটাদি যেমন জ্ঞানের বিনাশ্য হয় না; তেমনি অজ্ঞান ভাব-পদার্থ হইলে কখনই জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ হইত না (†) ॥১০২॥

(*) জ্ঞানং ন ভাবরূপাজ্ঞানবস্তুবিনাশকম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) শঙ্কর মতে অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সাধনের জন্য প্রদর্শিত অনুমানে যে সকল যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে; ভাষ্যকার একে একে সেই সকল যুক্তির বা হেতুর খণ্ডন করিতেছেন। প্রথম কথা অদ্বৈতবাদীরা বলিয়াছেন, অজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইনি বলিতেছেন যে, না, অজ্ঞান কখনই জ্ঞানময় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে পারে না, বিশেষতঃ শুক্তিতে যখন অজ্ঞান বা রজত ভ্রম হয়, তখন সেই অজ্ঞান শুক্তিকে অবলম্বন করে না, পরন্তু জ্ঞাতা—ভ্রান্ত পুরুষকেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় কথা,—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অজ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে; এ কথাও সত্য নহে; শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তৎকালে সেই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন জড় পদার্থ শুক্তিকাই আবৃত হইয়া থাকে, দ্রষ্টার জ্ঞান ত আবৃত হয় না; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও অজ্ঞান আবৃত হইতে পারে না। তৃতীয় কথা,—অদ্বৈতবাদীর অভিমত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না; তাহার হেতু এই যে, যে বিষয়ে জ্ঞান বা যাহা জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে যদি অজ্ঞান থাকে, তবে সেই অজ্ঞানই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইতে পারে, ব্রহ্ম ত জ্ঞানাতীত—অবাঙ্মনসগোচর; সুতরাং তদ্গত অজ্ঞানটী জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইবে কেন?

অথ উচ্যেত,—বাধকজ্ঞানেন ভাবরূপাণাং পূর্বজ্ঞানোৎপন্নানাং ভয়াদীনাং বিনাশো দৃশ্যত ইতি। নৈবম্; ন হি জ্ঞানেন তেষাং বিনাশঃ, ক্ষণিকত্বেন তেষাং স্বয়মেব বিনাশাৎ; কারণনিবৃত্ত্যা চ পশ্চাদনুৎপত্তেঃ। ক্ষণিকত্বঞ্চ তেষাং জ্ঞানবদুৎপত্তি-কারণসন্নিধান এবোপলব্ধেঃ, অন্যথানুপ-

১০৩। যদি বল, [রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইলে তৎসঙ্গে ভয়-কম্পাদিও উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু, পশ্চাৎ 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', ইত্যাকার [সর্পত্ব-ভ্রমের] বাধক জ্ঞান উপস্থিত হইলে প্রাথমিক ভ্রম-সমুৎপাদিত ভয়-কম্পাদির বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। (সে স্থলে সর্প মিথ্যা হইলেও তাৎকালিক ভয় ও কম্প ত মিথ্যা নহে,—সত্য বস্তুই বটে।) না,—এরূপ মনে করা উচিত হয় না; কারণ, সে স্থলে জ্ঞানের দ্বারা যে, তৎকালোৎপন্ন সেই ভয়াদির বিনাশ হয়, তাহা নহে; কারণ, ভয়-কম্পাদি ভাবগুলি স্বয়ংই ক্ষণিক, সেই কারণ অপরের দ্বারা তাহাদের বিনাশ আবশ্যক হয় না; পরন্তু, জ্ঞানোদয়ে ভ্রমের কারণ অপনীত হইয়া যায়, সুতরাং কারণের অভাবে তৎকার্য্য—ভয়-কম্পাদিও আর জন্মিতে পারে না—নিবৃত্ত হইয়া যায়। জ্ঞানের ন্যায় ভয়াদিও যখন উৎপত্তি-কারণের সদ্ভাবেই প্রতীত হয়, অসদ্ভাবে প্রতীত হয় না, অর্থাৎ যতক্ষণ কারণ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণই ভয়াদির অনুভব হয়, আবার

উক্ত সাধারণ নিয়ম গুলির প্রকৃত স্থলে সম্বন্ধ এইরূপ,—প্রথম কথা, যিনি ইচ্ছামত জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হন—জ্ঞাতা হন, অজ্ঞান তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, ব্রহ্ম স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ, তিনি ত জ্ঞাতা নহেন; অতএব, তাঁহাকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিলে দৃষ্ট-বিরুদ্ধ কথা হয়। পক্ষান্তরে, অ-জ্ঞাতা ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন, তাহা হইলে জ্ঞানহীন (অ-জ্ঞাতা) ঘটকেও অজ্ঞানাশ্রয় বলিতে বাধা কি? দ্বিতীয় কথা, ব্রহ্ম যখন জ্ঞানের অবিষয়, তখন অজ্ঞান কখনই তাঁহাকে আবৃত করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তাঁহাকে অজ্ঞানাবৃত বলিলেই তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব আসিয়া পড়ে। শুক্তিকাই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত; উহা যেমন অজ্ঞানে আবৃত হয়, তেমনি জ্ঞানেরও বিষয় হয়। তৃতীয় কথা, যে কোন জ্ঞান প্রমাণ-সমুত্থিত হয়, সেই সমস্ত জ্ঞানেরই পূর্ব্বে যে, প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞান থাকিবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না, তাহা হইলে তোমার প্রদর্শিত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণের পূর্ব্বেও ঐরূপ অজ্ঞান থাকা সম্ভব হইত; আর অজ্ঞানপূর্ব্বক যে, প্রমাণ-জ্ঞান, তাহার ত প্রামাণ্যই থাকিতে পারে না; সুতরাং এই নিয়মে তোমার অজ্ঞান-সাধক প্রমাণই অসিদ্ধ বা অপ্রমাণ হইয়া যাইতে পারে। সকল বস্তুরই উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাকে 'প্রাগভাব' বলে। বস্তু উৎপন্ন হইলেই সেই প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রমাণ-জ্ঞানেরও উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাগভাব থাকে; প্রমাণ-জ্ঞান জন্মিলেই তাহার বিনাশ হয়; শুধু 'প্রমাণ-জ্ঞান-বিনাশ্য' বলিলে অজ্ঞানকে না বুঝিয়া পাছে ঐ প্রাগভাবকেই বোঝে, এই ভয়ে বলিয়াছেন যে, উহা জ্ঞানের প্রাগভাব নহে—তদতিরিক্ত—ভাব পদার্থ।

তাহার পর, অজ্ঞান যদি অভাব—অবস্তু না হইয়া ভাবরূপী বস্তুই হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কখনই তাহার উচ্ছেদ হইতে পারিত না; কারণ, জ্ঞান যতক্ষণ অপর কোন শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সেই জ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুর বিনাশ অসম্ভব। ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও যোগিগণের জ্ঞান অলৌকিক যোগ শক্তি প্রভৃতির সাহায্যেই বস্তুসমূহের উচ্ছেদে সমর্থ হইয়া থাকে। দেখাও যায়, জ্ঞানেতর দণ্ড (মুদ্গর) দ্বারা ঘটাদি বস্তুর বিনাশ করা যায়, কিন্তু সামান্য জ্ঞানে কখনই তাহা পারা যায় না। অতএব, অজ্ঞানের ভাবরূপত্বানুমান ঠিক হয় নাই।

লব্ধেশ্চাবগম্যতে। অক্ষণিকত্বে চ তেষাং ভয়াদীনাং ভয়াদিহেতুভূত-জ্ঞান-সন্ততাববিশেষেণ সর্বেষাং জ্ঞানানাং ভয়াদ্যুৎপত্তিহেতুত্বেনানেকভয়োপলব্ধি-প্রসঙ্গাচ্চ। স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-(*) বস্ত্বন্তরপূর্বকমিতি ব্যর্থবিশেষণোপা-দানেন প্রয়োগকুশলতা চাবিষ্কৃতা। অতো নানুমানেনাপি ভাবরূপাজ্ঞান-সিদ্ধিঃ। শ্রুতিতদর্থাপত্তিভ্যামজ্ঞানাসিদ্ধিরনন্তরমেব বক্ষ্যতে॥

মিথ্যার্থস্য মিথ্যৈবোপাদানং ভবিতুমর্হতীতি, এতদপি "ন বিলক্ষণত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০, ২।১।৪] ইত্যেতদধিকরণন্যায়েন পরিহ্রিয়তে। অতোঽনির্বচনীয়া-জ্ঞানবিষয়া ন কাচিদপি (†) প্রতীতিরস্তি। প্রতীতি-ভ্রান্তিবাধৈরপি

কারণ চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভয়াদিও চলিয়া যায়; এই কারণে ভয়াদির ক্ষণিকত্ব অর্থাৎ ক্ষণমাত্রস্থায়িত্ব সহজেই অবগত হওয়া যায়। (‡) পক্ষান্তরে, ভয়াদিকে ক্ষণিক না বলিলে, ভয়াদির কারণীভূত জ্ঞান যখন ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে, তখন উহার প্রত্যেকটী হইতেই পৃথক্ পৃথক্ এক একটী ভয়াদির সৃষ্টি হয় বলিতে হইবে; সুতরাং উহার সমষ্টিতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক ভয়ের উপলব্ধি হইতে পারে। আর, 'স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত বস্ত্বন্তর-পূর্ব্বক', এইরূপ বৃথা বিশেষণের প্রয়োগেও অনুমানকর্ত্তা কেবল নিজের অনুমান-পাণ্ডিত্যই প্রকটিত করিয়াছেন, ফল কিছুই হয় নাই! অতএব, অনুমানের দ্বারা অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি এবং 'অর্থাপত্তি' প্রমাণেও যে, ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণিত হইতে পারে না, অব্যবহিত পরেই তাহা প্রদর্শন করিব।

আর যে, মিথ্যাপদার্থের উপাদানও মিথ্যাই হইবে, বলা হইয়াছে; "ন বিলক্ষণত্বাৎ" এই সূত্রোক্ত যুক্তি অনুসারে তাহারও সমাধান করিব। অতএব, অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব-বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ বা প্রতীতি নাই। আর কেবল প্রতীতি, ভ্রান্তি কিংবা বাধের দ্বারাও (§) অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। কেননা, যাহা প্রতীতির যোগ্য হয়, কিংবা ভ্রমও বাধের বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান বা বিশেষরূপে উল্লেখ-

---

(*) স্বপ্রাগভাবাদতিরিক্তবস্ত্বন্তরপূর্ব্বকম্' ইতি (গ) পাঠঃ।　(†) প্রতিপত্তিঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—ক্ষণিক পদার্থের অবস্থা এই যে, উহা প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণমাত্র থাকে, এবং তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞান, ইচ্ছা, ভয়, প্রভৃতি ভাবগুলি তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া 'ক্ষণিক' মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন জ্ঞান তৃতীয় ক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিয়া চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ উপস্থিত থাকিলে নূতন নূতন জ্ঞান- ও ভয়াদির সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকেই উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কারণ বিনষ্ট হইলে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করে না বা করিতে পারে না। অতএব রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যে ভ্রমের ফলে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল, রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রম-রূপ কারণ নিবৃত্ত হওয়ায় আর নূতন ভয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না; এবং পূর্ব্বোৎপন্ন ভয় ত তৃতীয় ক্ষণে স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব, জ্ঞানকে আর ঐ ভয়াদি নিবৃত্তির কারণ বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না।

(§) তাৎপর্য্য,—প্রতীতিঃ—ভ্রান্ত্যভ্রান্তিসাধারণরূপা। ভ্রান্তিঃ—বিদ্যমান-ভেদাগ্রহণপূর্ব্বক-সাধারণাকার-গ্রহণরূপা। বাধঃ—আরোপিত-বিরুদ্ধাধিষ্ঠানাকারাবগাহিনী বুদ্ধিঃ। (শ্রুতপ্রকাশিকা)।

ন তথাভ্যুপগমনীয়ম্, প্রতীয়মানমেব হি প্রতীতি-ভ্রান্তি-বাধবিষয়ঃ। আভিঃ প্রতীতিভিঃ প্রতীত্যন্তরেণ চানুপলব্ধম্ (?) আসাং বিষয় ইতি ন যুজ্যতে কল্পয়িতুম্ ॥

শুক্ত্যাদিষু রজতাদিপ্রতীতেঃ, প্রতীতিকালেঽপি তন্নাস্তীতি বাধেন চান্যস্যান্যথাভানাযোগাচ্চ (*) সদসদনির্বচনীয়মপূর্বমেবেদং রজতং দোষবশাৎ প্রতীয়ত ইতি কল্পনীয়মিতি চেৎ ; ন, তৎকল্পনায়ামপ্যন্যস্যান্যথাভানস্যাবর্জনীয়ত্বাৎ ; অন্যথাভানাভ্যুপগমাদেব খ্যাতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমত্বানামুপপত্তেরত্যন্তাপরিদৃষ্টাকারণক-বস্তুকল্পনাযোগাৎ (†)। কল্প্যমানং হীদমনির্বচনীয়ম্, ন চ তদানীমনির্বচনীয়মিতি প্রতীয়তে ; অপি তু (‡) পরমার্থরজতমিত্যেব।

যোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু উক্তপ্রকার প্রতীতি, ভ্রান্তি ও বাধ দ্বারা কিংবা অন্যবিধ প্রতীতি দ্বারাও ঐরূপ কোন একটী বিষয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না। কেননা, বস্তু না থাকিলেও সময়বিশেষে ঐরূপ প্রতীতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

[ভ্রমস্থলে] শুক্তিপ্রভৃতিতে রজতাদির প্রতীতি হয়, এবং প্রতীতিসমকালেও 'ইহা নাই —অসৎ' ইত্যাকারে বাধ বা মিথ্যাত্ব-বোধ পরিদৃষ্ট হয়, অথচ এক বস্তুর অন্য বস্তুরূপে প্রতীতি হওয়াও অসম্ভব ; এই সমস্ত কারণে যদি বল, সদসৎরূপে নির্ব্বাচনের অযোগ্য—অনির্ব্বচনীয় ও অপূর্ব্ব সেই রজত কোন একটী দোষবশেই প্রতীত হইয়া থাকে, এইরূপই কল্পনা করিতে হইবে। না,—এরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না। কারণ, অনির্ব্বচনীয়ত্ব কল্পনা করিলেও এক বস্তুর যে, অন্যপ্রকারে প্রতীতি, তাহা ত পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। আর এই অন্যথাভাব (এক বস্তুর যে অন্যাকারে প্রতীতি, তাহা) স্বীকার করিলেই যখন অন্যথাখ্যাতি, বাধ বা ভ্রমরূপে উহার উপপত্তি (সামঞ্জস্য) হইতে পারে, তখন আর নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ও নিষ্কারণ (অনির্ব্বচনীয়) বস্তু কল্পনা করা আবশ্যক হয় না। আর যদি বা এই অনির্ব্বচনীয়ত্বের কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও তৎকালে ইহার অনির্ব্বচনীয়ত্বের প্রতীতি থাকা আবশ্যক ; অথচ সে সময় (যখন ভ্রম হয়, তখন) এই অনির্ব্বচনীয়ত্বের কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না ; বরং ঐ রজত পরমার্থ বা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। আর যদি বল,

---

অভিপ্রায় এইযে,—অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান বিষয়ে প্রতীতি নাই, কেন না ; যে বস্তু প্রতীতির বিষয় হয়, তাহার বিশেষরূপে 'ইহা অমুক এবং এইপ্রকার' ইত্যাদিরূপ উল্লেখও করা যাইতে পারে। উক্ত অজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলে আর অনির্ব্বচনীয় হইতে পারে না। যাহা অন্যাকারে উল্লেখযোগ্য হয় না, তাহা কখনও ভ্রান্তির বিষয় হয় না ; এবং প্রতীয়মান না হইলে তাহার বাধা বা মিথ্যাত্ব-বোধও হইতে পারে না। প্রতীতি অর্থ—ভ্রম, অভ্রম (প্রমা) সাধারণ জ্ঞান। ভ্রান্তি অর্থ—বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ ভেদ বুঝিতে না পারিয়া এক বস্তুকে অপর বস্তু মনে করা। বাধ অর্থ—আরোপিত বস্তুর মিথ্যাত্ব-জ্ঞানে সত্য বস্তুর যাথার্থ্য জ্ঞান।

(*) অন্যথাবভাসাযোগাচ্চ' ইতি (খ) পাঠঃ। অন্যথাভাবাযোগাচ্চ'ইতি (গ) পাঠঃ। এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ঃ।

(†) অন্যথাপরিদৃষ্টাকারণবস্তুকল্পনাযোগাৎ'ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) পরমার্থতত্ত্বম্' ইতি (ক) পাঠঃ।

অনির্বচনীয়মিত্যেব প্রতীতং চেৎ; ভ্রান্তি-বাধয়োঃ প্রবৃত্তেরপ্যসম্ভবঃ। অতোঽন্যস্যান্যথাভানবিরহে প্রতীতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমত্বানামনুপপত্তেঃ, তস্য-অপরিহার্যত্বাচ্চ, শুক্ত্যাদিরেব রজতাদ্যাকারেণাবভাসত ইতি ভবতাভ্যুপগন্তব্যম্॥

খ্যাত্যন্তরবাদিনাঞ্চ সুদূরমপি গত্বা অন্যথাবভাসোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ,—অসৎখ্যাতিপক্ষে সদাত্মনা; আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্থাত্মনা; অখ্যাতি-

---

প্রতীতি-সময়েও উহা অনির্ব্বচনীয় (অসত্য) রজত বলিয়াই প্রতীতি থাকে; তাহা হইলে ত তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না; তাহার বাধাও সম্ভবপর হয় না, এবং ঐ রজত-গ্রহণের জন্য কাহারো প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। অতএব, ভ্রমস্থলে অন্যথাভান না থাকিলে, যখন তদ্বিষয়ক প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ, কিছুই সঙ্গত হয় না (*)। পক্ষান্তরে, অন্যথাভান পরিত্যাগেরও যখন উপায় নাই; তখন শুক্তি প্রভৃতি বস্তুই যে, রজতাদিরূপে প্রতীত হয়; এ কথা তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে॥

অপরাপর খ্যাতি-বাদিদিগকেও বহু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে উক্ত অন্যথাবভাসই (অন্যথাখ্যাতিই) অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তন্মধ্যে অসৎখ্যাতি পক্ষে সেই অন্যথাবভাস সৎস্বরূপে; আত্মখ্যাতি পক্ষে জ্ঞেয়পদার্থস্বরূপে; অখ্যাতিপক্ষে একপ্রকার বিশেষণ-

---

(*) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর বলেন,—শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তখন সেইস্থলে সত্যসত্যই একটী রজত তৎকালে সৃষ্ট হয়, অজ্ঞান তাহার উপাদান এবং শুক্তি তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। এই রজতকে তাঁহারা 'প্রাতিভাসিক ও অনির্ব্বচনীয়' বলিয়া থাকেন। এইরূপে তৎকালে একটী অনির্ব্বচনীয় রজত সৃষ্ট হয় বলিয়াই ভ্রান্ত ব্যক্তি তখন রজত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এবং রজত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টাও করেন, আবার প্রকৃত শুক্তিজ্ঞান হইলেই উহার মিথ্যাত্ব বা বাধ নিশ্চয় করেন। তৎকালে রজত বিদ্যমান না থাকিলে ঐ সকল ব্যাপার হইতে পারিত না; অতএব ভ্রান্তি-কল্পিত রজতের অনির্ব্বচনীয়তা কল্পনা করা আবশ্যক।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, না,—ঐরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ববাদ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। তাহার যুক্তির মর্ম্ম এই যে, এক বস্তুর অন্যাকারে প্রতীতির নাম ভ্রম; অনির্ব্বচনীয়ত্ববাদীকেও ঐরূপ ভ্রম মানিতেই হইবে, শুক্তিতে সমুৎপন্ন প্রতীতিকে ঐরূপ ভ্রম বলিলেই যখন পূর্ব্বোক্ত প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার সুসঙ্গত হইতে পারে, তখন আর অনুভব-বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণে অগ্রাহ্য ঐরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ, ঐ রজত যে, অনির্ব্বচনীয়—লোক প্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্নপ্রকার, ইহা ত কোন দ্রষ্টাই তৎকালে অনুভব করিতে পারে না, আর অনুভব করিলেও উহা ভ্রম হইতে পারে না; কারণ, মিথ্যা বস্তুকে যদি মিথ্যা বলিয়াই জানে, তাহা আর ভ্রম হইবে কেন? অধিকন্তু, মিথ্যা (অনির্ব্বচনীয়) বলিয়া জানিলে সেই রজতগ্রহণের জন্য চেষ্টা ও পরবর্ত্তী বাধই বা (ইহা রজত নহে, শুক্তি ইত্যাকার মিথ্যাত্ব বোধ) হইবে কেন? অতএব, বলিতে হইবে যে, প্রকৃত শুক্তিই ঐ মিথ্যা রজতাকারে প্রকাশ পায়।

পক্ষেঽপ্যন্যবিশেষণম্ (*) অন্যবিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ; বিষয়াসদ্ভাবপক্ষেঽপি বিদ্যমানত্বেন।

বিশিষ্টকে অন্যপ্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে, এবং দুইটী পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানকে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন একজ্ঞানরূপে; আর যাহারা জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে না; তাহাদের পক্ষেও জ্ঞেয়পদার্থের বিদ্যমানতারূপে ফলতঃ অন্যথাখ্যাতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় (†)।

(*) স্ববিশেষণমন্যবিশেষণত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—খ্যাতি পাঁচ প্রকার,—

"আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা। তথানির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্॥

তন্মধ্যে, আত্মখ্যাতি যোগাচার বৌদ্ধের, অসৎখ্যাতি মাধ্যমিক বৌদ্ধের, অখ্যাতি পূর্ব্বমীমাংসকের; অন্যথাখ্যাতি নৈয়ায়িকের, এবং অনির্ব্বচনখ্যাতি (অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি) শঙ্করস্বামীর অভিমত মত।

আত্মখ্যাতিবাদীরা বলেন, বুদ্ধি বিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সেই বুদ্ধি বিজ্ঞানই বাহিরে ঘট-পটাদি বিষয়াকারে প্রতীয়মান হয়, সেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বাহ্যপদার্থই সত্য নহে। অন্তরস্থ আত্মা—বুদ্ধি-বিজ্ঞানই বাহ্যাকারে প্রতীত হয় বলায় ইহাদের মতকে 'আত্মখ্যাতি' বলা হয়। অসৎখ্যাতিবাদীরা বলেন, জগতে কি বাহ্য, কি আন্তর, কোন পদার্থই সত্য নহে, অসৎ বা শূন্যই একমাত্র সত্য। সেই অসৎই সতের ন্যায় প্রতিভাসমান হয়; এইরূপে অসতের খ্যাতি বা প্রতীতি হয় বলায় ইহাদের মতকে, 'অসৎখ্যাতি' বলা হয়। অখ্যাতিবাদী মীমাংসকগণ বলেন যে, ভ্রম আর কিছুই নহে, যাহাতে যাহার ভ্রম হয়, (যেমন শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয়;) তদুভয়ের পার্থক্য বুঝিতে না পারা। উভয়ের পার্থক্য বা ভেদ প্রতীতি-গোচর হয় না বলেন; এই কারণে তাহাদের মত 'অখ্যাতি' নামে অভিহিত হয়। অন্যথাখ্যাতিবাদী তার্কিকগণ বলেন যে, ভ্রম স্থলে একপ্রকার বস্তুর অন্যথা অর্থাৎ অন্যপ্রকার প্রতীতি হয়, এইরূপে অন্যথা প্রতীতি হয় বলেন বলিয়া তাহাদের মত 'অন্যথাখ্যাতি' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী শঙ্কর বলেন,—যখন যাহাতে যে বস্তুর ভ্রম হয়, সেই সময়ের জন্য তাহাতে সেইরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। যেমন, শুক্তিতে যখন রজত বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন শুক্তিতে একটা অনির্ব্বচনীয় রজত উৎপন্ন হয়। এই অনির্ব্বচনীয়তাবাদকে 'অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ' বলা হয়।

এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যতরকমই খ্যাতিবাদ আছে, সে সমস্তই এক অন্যথাখ্যাতির অন্তর্গত; সুতরাং অতিরিক্ত খ্যাতিবাদ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি বলিয়াছেন, অসৎখ্যাতিবাদে যে, অসতের প্রতীতি হয়, তাহা কি অসৎ বলিয়াই প্রতীতি হয়? না সৎ বলিয়াই প্রতীতি হয়? প্রতীতি কালেই অসৎ বলিয়া জানিলে কেহই আর তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করিত না। আর যদি সৎ বলিয়া প্রতীতি হয়, তবে ত এক বস্তুর অন্যরূপে প্রতীতি হওয়ায় অন্যথাখ্যাতিই হইল। আত্মখ্যাতিপক্ষেও কথা এই যে, বাহ্য বস্তু দর্শন কালে 'এ সমস্তই মিথ্যা, আত্ম-বিজ্ঞানই সত্য,' এইরূপ জ্ঞান থাকে কি না? যদি থাকে, তবে ত সেই বিষয়ের উপর কাহারো কোনরূপ ব্যবহার চলিতে পারে না; আর যদি না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞেয় পদার্থের অন্যথাখ্যাতিই হইল। অখ্যাতিপক্ষেও সেই কথা, ভ্রমের সময়ে আরোপ্য ও আরোপাশ্রয়ের (যাহাতে যাহার ভ্রম হয়, তদুভয়ের) ভেদ প্রতীতি থাকে কিনা? যদি থাকে বল, তাহা হইলে কখনই সেই বিষয় পাইবার জন্য কাহারো চেষ্টা হইতে পারে না। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে ত দুইটী পৃথক্ জ্ঞানকে এক বলিয়া গ্রহণ করায় অন্যথাখ্যাতিই হইয়া পড়িল। আর যাহারা বলেন যে, জ্ঞান-গ্রাহ্য কোনই সত্য বিষয় নাই,

কিঞ্চ, 'অনির্বচনীয়মপূর্বরজতমত্র জাতম্' ইতি বদতা তস্য জন্ম-কারণং বক্তব্যম্। ন তাবৎ তৎপ্রতীতিঃ, তস্যাস্তদ্বিষয়ত্বেন তদুৎপত্তেঃ প্রাগাত্ম-লাভাযোগাৎ। নির্বিষয়া জাতা তদুৎপাদ্য তদেব বিষয়ীকরোতীতি মহতামিদমুপপাদনম্। অথেন্দ্রিয়াদিগতো দোষঃ; তন্ন, তস্য পুরুষাশ্রয়-ত্বেনার্থগতকার্যস্যোৎপাদকত্বাযোগাৎ। নাপীন্দ্রিয়াণি, তেষাং জ্ঞান-কারণ-ত্বাৎ। নাপি দুষ্টানীন্দ্রিয়াণি, তেষামপি স্বকার্যভূতে জ্ঞান এব হি বিশেষ-করত্বম্। অনাদি-মিথ্যাজ্ঞানোপাদানত্বং তু পূর্বমেব নিরস্তম্॥

কিঞ্চ, অপূর্বমনির্বচনীয়মিদং বস্তুজাতং রজতাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাং কথমিব বিষয়ীক্রিয়তে,—ন ঘটাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাম্? রজতাদিসাদৃশ্যাদিতি চেৎ;

আর যাহারা ভ্রমস্থলে অনির্ব্বচনীয়, অলৌকিক রজত উৎপন্ন হয়, বলিয়া থাকেন; তাহাদিগকেও সেই রজতোৎপত্তির একটা কারণ নির্দ্দেশ করিতেই হইবে; অর্থাৎ সেই রজত কোন্ কারণ হইতে জন্মলাভ করে, তাহা বলিতে হইবে। প্রথমতঃ রজতের প্রতীতিকে রজতোৎপাদক বলিতে পারা যায় না; কারণ, রজত জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার প্রতীতিই থাকিতে পারে না। আর যে, প্রতীতি প্রথমতঃ নির্ব্বিষয় বা বিষয়রহিতভাবেই সমুৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ রজত সমুৎপাদন করিয়া সেই রজতকেই নিজের বিষয় বা গ্রহণীয় করে; ইহাও বড় বিস্ময়কর যুক্তিপ্রণালী! যদি বল, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত দোষই ঐ রজতের উৎপাদক হয়, তাহাও হইতে পারে না; এবং দ্রষ্টৃ-পুরুষ-গত সেই দোষও দৃশ্য বিষয়ে কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকলকেও রজতোৎপাদক বলা যায় না; কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ কেবলই জ্ঞানোৎপাদক—বিষয়োৎপাদক নহে। অবিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ কারণ না হইলেও দুষ্ট অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ ত কারণ হইতে পারে? না,—তাহাও পারে না, কারণ, দুষ্ট ইন্দ্রিয় সমূহও কেবল স্বকার্য্য-জ্ঞানেই বৈচিত্র্য সমুৎপাদন করে মাত্র—কোন বস্তুর উৎপাদন করিতে পারে না। আর অনাদি মিথ্যা জ্ঞান যে, ঐ রজতের উপাদান কারণ হইতে পারে না; তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

অপিচ; জিজ্ঞাসা করি, জাগতিক সমস্ত বস্তুই যদি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় হয়, তাহা হইলে উহা কেবলই 'রজত'-শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় কেন?—ঘট-পটাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধিরও ত বিষয় হইতে পারে? অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত বস্তুই যদি মিথ্যা হইল, তবে আর

কেবল 'আছে' বলিয়া মনে হয় মাত্র। তাহাদের সম্বন্ধেও কথা এইযে, প্রতীতি সময়ে সেই জ্ঞের বিষয়টী বিদ্যমান আছে বলিয়া জ্ঞান হয় কিনা? যদি না হয়, তবে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, আর যদি বিষয়টী বিদ্যমান আছে বলিয়াই প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত অবিদ্যমান বস্তুকে অন্যথা-বিদ্যমানভাবে জানায় সেই অন্যথা-খ্যাতিই হইল। অতএব, অন্যথাখ্যাতি ভিন্ন অন্য কোনও খ্যাতি স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

তর্হি তৎসদৃশমিত্যেব প্রতীতি-শব্দৌ স্যাতাম্। রজতাদি-জাতিযোগাদিতি চেৎ; সা কিং পরমার্থভূতা? উতাপরমার্থভূতা বা? ন তাবৎ পরমার্থভূতা, তস্যা অপরমার্থান্বয়াযোগাৎ। নাপ্যপরমার্থভূতা, পরমার্থান্বয়াযোগাৎ। অপরমার্থে পরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাহকত্বাযোগাচ্চেত্যলম্ অপরিণত-কুতর্কনিরসনেন (*) ॥১০৩॥

অথবা,

যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতি বেদবিদাং মতম্।
শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ সর্বস্য সর্বাত্মত্ব-প্রতীতিতঃ ॥
"বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্পপূর্বসৃষ্ট্যাদ্যুপক্রমে।
"তাসাং ত্রিবৃতমেকৈকাম্"ইতি শ্রুত্যৈব চোদিতম্ ॥

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয় কেন? সমস্ত বস্তুই সমস্ত নাম ও বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে? যদি বল, প্রকৃত রজতাদি বস্তুর সাদৃশ্য থাকায় অনির্ব্বচনীয় পদার্থেও সেই রজতাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। তাহা হইলেও 'এ টী রজতের সদৃশ' এইরূপই শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে। (ঠিক 'রজত' বলিয়া শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে না)। যদি বল, এই সকল পদার্থেও রজতাদিগত জাতি (রজতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম) আছে, এই কারণে প্রকৃত রজত প্রভৃতির সজাতীয় বলিয়া ঐ অনির্ব্বচনীয় পদার্থেও 'রজত'-শব্দ ও রজতবুদ্ধি হইয়া থাকে। ভাল কথা; জিজ্ঞাসা করি, সেই রজতত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি কি যথার্থ? না—অযথার্থ? যথার্থ (সত্য) হইতে পারে না; যথার্থ হইলে সে কখনই অসত্য (অনির্ব্বচনীয়) রজতে অনুগত থাকিতে পারিত না। (পরন্তু, মিথ্যা রজতের বাধ হইলেও সত্য রজতত্বের প্রতীতি হইতে পারিত)। অযথার্থও হইতে পারে না; তাহা হইলে সেই সত্য জাতিটী কখনই অযথার্থ বস্তুতে সম্বদ্ধ থাকিতে পারিত না। বিশেষতঃ, অযথার্থ বস্তুতে যথার্থত্ববুদ্ধি-সম্পাদনে তাহার ক্ষমতাও নাই। অতএব, এই অসার কুতর্ক-নিরাসে আর প্রয়োজন নাই ॥১০৩॥

১০৪। অথবা, 'বেদবিৎ পণ্ডিতগণের (†) অভিমত এই যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে যখন সমস্ত বস্তুই সর্ব্বাত্মক বলিয়া জানা যায়, তখন সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—সত্য। ঈশ্বরের সংকল্প বা ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্টিপ্রদর্শনার্থ (ছান্দোগ্যোপনিষদে) যে প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে, সেই প্রকরণে স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন যে, [ঈশ্বর সংকল্প করিলেন—] 'আমি বহু হইব',।

(*) পরমার্থাপরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাহকত্বাযোগাচ্চ, ইত্যলমপ্রমাণকুতর্কনিরসনেন' ইতি (গ) পাঠঃ। অপরেণ কুতর্কনিরসনেন' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—এখানে বেদবিৎ পণ্ডিত পদে ভগবান্ বোধায়ন, নাথমুনি, যামুনাচার্য্য ও দ্রমিড় প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। আর ভাষ্যোল্লিখিত "যথার্থং সর্ব্ববিজ্ঞানং" হইতে "ব্যবহার-ব্যবস্থিতিঃ" পর্য্যন্ত শ্লোক গুলি ভাষ্যকারের নিজের রচিত। এবং এই শ্লোকে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণও সূত্রকারের মত সমুদয় সংগৃহীত হইয়াছে।

ত্রিবৃৎকরণমেবং হি প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে ॥
যদগ্নেরোহিতং রূপং তেজসস্তদপামপি।
শুক্লং কৃষ্ণং পৃথিব্যাশ্চেত্যগ্নাবেব ত্রিরূপতা ॥
শ্রুত্যৈব দর্শিতা, তস্মাৎ সর্বে সর্বত্র সঙ্গতাঃ।
পুরাণে চৈবমেবোক্তং বৈষ্ণবে সৃষ্ট্যুপক্রমে ॥
নানাবীর্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ।
"মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডম্" ইত্যাদিনা ততঃ ॥
সূত্রকারোঽপি ভূতানাং ত্রিরূপত্বং তথাবদৎ।
"ত্র্যাত্মকত্বাত্তু (*) ভূয়স্ত্বাদ্" [ব্রহ্মসূ০, ৩।১।২] ইতি তেনাভিধাভিদা ॥
সোমাভাবে চ পূতীক-গ্রহণং শ্রুতিচোদিতম্ (†)।
সোমাবয়বসদ্ভাবাদিতি ন্যায়বিদো বিদুঃ ॥

[অনন্তর সূক্ষ্মভূত সকল সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা করিলেন—] 'ঐ সকল অবিমিশ্র ভূতের প্রত্যেকটীকে 'ত্রিবৃৎ' (তিন ভূতে পরস্পর মিশ্রিত) করি।' এই ত্রিবৃৎকরণ বা পরস্পর মিশ্রণভাব প্রত্যক্ষের দ্বারাও জানা যায়, অগ্নির যে লোহিত রূপ (বর্ণ), তাহাই তেজের রূপ ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ, এবং যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ। এইরূপে শ্রুতি এক অগ্নিতেই রূপত্রয়ের সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব, সর্ব্বভূতই সর্ব্বভূতে সম্মিলিতভাবে রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও সৃষ্টি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ শক্তি-সম্পন্ন ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াও প্রজাসৃষ্টিতে সমর্থ হয় নাই ; এই কারণে সেই সমুদয় ভূত পরস্পরের সহিত পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া এবং পরস্পরকে পরস্পরে আশ্রয় করিয়া 'মহত্তত্ত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছে। স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রকারও সর্ব্বভূতের ত্রিরূপতা বা সম্মিশ্রিতভাব জ্ঞাপনার্থ বলিয়াছেন যে, 'যহেতু সমস্ত ভূতই ত্র্যাত্মক (ভূতত্রয়-মিশ্রিত), কেবল আধিক্যানুসারে এক এক নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে ক্ষিতির ভাগ অধিক, তাহার নাম ক্ষিতি ; যাহাতে জলের ভাগ অধিক, তাহার নাম জল, এবং যাহাতে তেজের ভাগ বেশী, তাহার নাম তেজঃ' ইত্যাদি। বেদে সোমলতার অভাবে পূতীকা (পূঁই শাক) গ্রহণ করিবার বিধান আছে ; ন্যায়বিৎপণ্ডিতগণ বলেন যে, পূতিকাতে সোমলতার অবয়ব অর্থাৎ

(*) আত্মকত্বাত্বিতি (গ) পাঠঃ।   (†) 'শ্রুতিদর্শিতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

ব্রীহ্যভাবে চ নীবার-গ্রহণং ব্রীহিভাবতঃ।
তদেব সদৃশং তস্য যৎ তদ্দ্রব্যৈকদেশভাক্॥
শুক্ত্যাদৌ রজতাদেশ্চ ভাবঃ শ্রুত্যৈব চোদিতঃ।
রূপ্য-শুক্ত্যাদিনির্দেশভেদো ভূয়স্ত্বহেতুকঃ॥
রূপ্যাদিসদৃশশ্চায়ং শুক্ত্যাদিরুপলভ্যতে।
অতস্তস্যাত্র সদ্ভাবঃ প্রতীতেরপি নিশ্চিতঃ॥
কদাচিচ্চক্ষুরাদেস্তু দোষাচ্ছুক্ত্যংশবর্জিতঃ।
রজতাংশো গৃহীতোঽতো রজতার্থী প্রবর্ত্ততে॥
দোষহানৌ তু শুক্ত্যংশে গৃহীতে তন্নিবর্ত্ততে।
অতো যথার্থং রূপ্যাদি-বিজ্ঞানং শুক্তিকাদিষু॥
বাধ্য-বাধকভাবোঽপি ভূয়স্ত্বেনোপপদ্যতে।
শুক্তিভূয়স্ত্ব-বৈকল্য-সাকল্যগ্রহরূপতঃ॥
নাতো মিথ্যার্থ-সত্যার্থবিষয়ত্বনিবন্ধনঃ।
এবং সর্বস্য সর্বত্বে ব্যবহারব্যবস্থিতিঃ॥ [ভাষ্যকারঃ]।

কারণাংশ বিদ্যমান আছে বলিয়াই ঐরূপ বিধান হইয়াছে। আর যেহেতু নীবারে (তৃণধান্যে) ব্রীহির (হৈমন্তিক ধান্যের) সাদৃশ্য আছে; সেই কারণেই ব্রীহির অভাবে নীবার গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে যে, রজত প্রভৃতির সদ্ভাব আছে, তাহাও শ্রুতিসম্মত। কেবল ভাগের আধিক্যই 'এটা শুক্তি, এটা রৌপ্য,' ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশের কারণ। শুক্তি প্রভৃতিতে যে রৌপ্যাদির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা দ্বারাও শুক্তি প্রভৃতিতে রৌপ্যাদির সদ্ভাব নিশ্চয় করা যায়। সময়বিশেষে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দোষ বশতঃ শুক্তির শুক্তিভাগ তিরোহিত হইয়া থাকে, চক্ষুঃ প্রভৃতি কেবল রজতভাগ গ্রহণ করে, এবং সেই রজত পাইবার জন্য তদভিমুখে প্রবৃত্তি হয়। পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত দোষ বিনষ্ট হইয়া গেলে শুক্তির শুক্তিত্ব নয়নগোচর হয়, তখন সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে। অতএব, শুক্তি প্রভৃতিতে যে, রৌপ্যাদি জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞানই বটে, কেবল শুক্তি-ভাগের আধিক্যবশতঃ বাধ্য-বাধক ব্যবস্থা হইয়া থাকে মাত্র। অর্থাৎ যখন শুক্তির অসম্পূর্ণ অংশ—রজতভাগ মাত্র গৃহীত হয়, তখন ভ্রম, আর যখন শুক্তির সম্পূর্ণ ভাগ গৃহীত হয়, তখন উহা সত্য; আর প্রথমোক্ত জ্ঞানটী বাধ্য এবং শেষোক্ত জ্ঞানটী বাধক হইয়া থাকে; কিন্তু মিথ্যা বা অসত্য বস্তুর প্রতীতি বশতঃ বাধ্য-বাধকভাব হয় না। সর্ব্ববস্তু সর্ব্বাত্মক হইলেও উক্তপ্রকার আধিক্যানুসারে ব্যবহারের ব্যবস্থা (পার্থক্য) সম্পন্ন হইয়া থাকে।

স্বপ্নে চ প্রাণিনাং পুণ্য-পাপানুগুণাং (*) ভগবতৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ (†) তত্তৎকালাবসানাস্তথাভূতাশ্চার্থাঃ সৃজ্যন্তে। তথা হি শ্রুতিঃ স্বপ্নবিষয়া,—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে। ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে। ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে; স হি কর্ত্তা," [বৃহদা০ ৬।৩।১০] ইতি। যদ্যপি সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যতয়া তথাবিধানর্থানীশ্বরঃ সৃজতি, স হি কর্ত্তা। তস্য সত্যসংকল্পস্যাশ্চর্য্যশক্তেস্তথাবিধং কর্ত্তৃত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ।

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥"

[কঠ০, ২।২।৮] ইতি চ॥

স্বপ্নকালে ভগবান্ জগৎপতিই প্রাণিগণের পুণ্য-পাপানুসারে প্রত্যেক পুরুষের ভোগোপযোগী বিষয় সমূহ ও তৎকালোচিত বাসনা বা সংস্কার সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। স্বপ্নাবস্থা-প্রকাশিকা শ্রুতিও বলিয়াছেন যে,—'সেখানে (স্বপ্নে) রথ, রথযোগী অশ্ব, কিংবা তদনুরূপ পথ থাকে না; কিন্তু, রথ, রথের অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করে। সেখানে আনন্দ, মুৎ বা প্রমুদ্ থাকে না; কিন্তু, সেই আনন্দ, মুৎ ও প্রমুদ্ সৃষ্ট হয়। (‡) সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী বা নদী নাই; কিন্তু সেই অল্প জলাশয়, পুষ্করিণী ও স্রবন্তী (নদী) নির্ম্মিত হয়। তিনিই (পরমেশ্বরই) সেখানে (ঐ সকলের) কর্ত্তা' অভিপ্রায় এই যে, যদিও সে সময় সর্ব্বপুরুষের অনুভবযোগ্য ঐ সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকে না সত্য, তথাপি পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভোগ-যোগ্য ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেন না, প্রকৃত পক্ষে তিনিই একমাত্র কর্ত্তা; তিনি সত্য-সংকল্প ও অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐরূপ কর্ত্তৃত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর।

'মানুষ নিদ্রিত হইলেও এই যে-পুরুষ (পরমেশ্বর) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাম্য (ভোগ্য) বস্তু নির্ম্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন। তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত

(*) পুণ্যপাপানুগুণাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। পাপানুগুণসম্ভবাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তথা তত্তৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—আনন্দ, মুদ্ ও প্রমুদ্ শব্দের অর্থ শ্রুতপ্রকাশিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—সাধারণ ভোগ্য বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা 'মুদ্'; বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা 'প্রমুদ্', আর ভোগ্য বস্তুর ব্যবহারে যে, প্রীতি, তাহা আনন্দ। অথবা, বিশিষ্ট প্রিয় বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা 'মুদ্', সেই বস্তুকে নিজের ব্যবহার-যোগ্য করায় যে প্রীতি, তাহা 'প্রমুদ্', এবং ইচ্ছামত তাহার বিনিয়োগ করায় যে প্রীতি, তাহা আনন্দ।

সূত্রকারোঽপি "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি।" "নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।১-২] ইতিসূত্রদ্বয়েন, স্বাপ্নেষ্বর্থেষু জীবস্য স্রষ্টৃত্বমাশঙ্ক্য— "মায়ামাত্রন্তু কাৎস্নের্্যনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।" [ব্রহ্মসূ০,৩।২।৩] ইত্যাদিনা ন জীবস্য সংকল্পমাত্রেণ স্রষ্টৃত্বমুপপদ্যতে। জীবস্য স্বাভাবিক-সত্যসংকল্পত্বাদেঃ কৃৎস্নস্য সংসারদশায়ামনভিব্যক্তস্বরূপত্বাদীশ্বরস্যৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যতয়া আশ্চর্যভূতা সৃষ্টিরিয়ম্। "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।" ইতি পরমাত্মৈব তত্র স্রষ্টেত্যবগম্যতে, ইতি পরিহরতি। অপবরকাদিষু শয়ানস্য স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমন-রাজ্যাভিষেক-শিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্য-পাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহ-সরূপ-(*) সংস্থানদেহান্তরসৃষ্ট্যা উপপদ্যন্তে।১০৪॥

পীতশঙ্খাদৌ তু নয়নবর্ত্তি--পিত্তদ্রব্যসংভিন্না নায়ন-রশ্ময়ঃ শঙ্খাদিভিঃ সংযুজ্যন্তে। তত্রাপি পিত্তগত-পীতিমাভিভূতঃ শঙ্খগত-শুক্লিমা ন গৃহ্যতে।

নামে কথিত হন। সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।' সূত্রকার বেদব্যাসও—'স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টির কথা কথিত আছে।' এবং 'কেহ কেহ [জীবকে স্বপ্নকালীন] পুত্রাদির নির্ম্মাতা বলিয়া থাকেন।' এই সূত্রদ্বয়ে স্বাপ্ন-পদার্থের সৃষ্টিতে প্রথমতঃ জীবের কর্তৃত্ব-শঙ্কা উত্থাপিত করিয়া পরিশেষে 'যে হেতু [স্বাপ্ন-পদার্থ সকল] যথাযথরূপে প্রকাশিত হয় না; অতএব ঐ সকল পদার্থ কেবল [ঈশ্বরের] মায়া-মাত্র (সত্য নহে)।' ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন যে, সংসারদশায় জীবের সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি স্বাভাবিক ধর্ম্ম সমূহ যখন অনভিব্যক্ত থাকে, তখন সে অবস্থায় তাহার ইচ্ছামাত্রে স্বাপ্ন-পদার্থ সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না; অতএব পরমেশ্বরই স্বপ্নকালে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের দর্শনযোগ্য বিভিন্ন পদার্থের বিচিত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, 'সমস্ত লোকই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও তৎকালে পরমাত্মারই সৃষ্টি-কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়; এই কথা বলিয়া স্বপ্নাবস্থায় জৈবসৃষ্টি-শঙ্কার সমাধান করিয়াছেন। আর গৃহাভ্যন্তরে নিদ্রিত ব্যক্তিও যে, স্বপ্নাবস্থায় স্বশরীরেই দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও নিজ-শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শন করে; তাহা দ্বারাও বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে পাপ-পুণ্যের ফলে প্রকৃত দেহের অনুরূপ অপর দেহ সৃষ্ট হয়, এবং সেই দেহ দ্বারাই তাৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ১০৪॥

১০৫। কিন্তু, পীত শঙ্খাদি প্রতীতি স্থলে (শ্বেত-শঙ্খকে যখন পীত দেখা যায়, তখন) নয়নগত পিত্তের সহিত নয়নরশ্মি মিশ্রিত হইয়া দৃশ্যমান শঙ্খাদির সহিত মিলিত বা সংযুক্ত হয়; তাহার ফলে পিত্ত-গত পীত বর্ণে শঙ্খের স্বাভাবিক শুভ্রতা অভিভূত হইয়া যায়; এই কারণে

(*) শয়ানদেহস্বরূপ'ইতি (গ) পাঠস্তু নৈব সমীচীনঃ।

অতঃ সুবর্ণানুলিপ্তশঙ্খবৎ 'পীতঃ শঙ্খঃ' ইতি প্রতীয়তে। পিত্তদ্রব্যং তদ্গত-পীতিমা চাতিসূক্ষ্মতয়া পার্শ্বস্থৈর্ন গৃহ্যতে। পিত্তোপহতেন তু স্বনয়ন-নিক্রান্ততয়া অতিসামীপ্যাৎ সূক্ষ্মমপি গৃহ্যতে। তদ্গ্রহণজনিতসংস্কার-সচিব-নায়নরশ্মিভির্দূরস্থমপি গৃহ্যতে।

জপাকুসুম-সমীপবর্ত্তি-স্ফটিকমণিরপি তৎপ্রভাভিভূততয়া (*) রক্ত-ইতি গৃহ্যতে। জপাকুসুমপ্রভা বিততাপি স্বচ্ছদ্রব্যসংযুক্ততয়া (†) স্ফুট-তরমুপলভ্যত ইত্যুপলব্ধি-ব্যবস্থাপ্যমিদম্। মরীচিকা-জলজ্ঞানেঽপি তেজঃ-পৃথিব্যোরপাম্বুনো বিদ্যমানত্বাদিন্দ্রিয়-দোষেণ তেজঃপৃথিব্যোরগ্রহণাচ্চা-দৃষ্টবশাচ্চাম্বুনো গ্রহণাৎ যথার্থত্বম্। অলাতচক্রেঽপ্যলাতস্য দ্রুততর-গমনেন সর্ব্বদেশ-সংযোগাদন্তরালাগ্রহণাৎ তথাপ্রতীতিরুপপদ্যতে। চক্র-

---

শঙ্খের শুভ্রতা আর নয়ন-গোচর হইতে পারে না. কাজেই তখন সুবর্ণ-রঞ্জিত শঙ্খের ন্যায় ঐ শঙ্খটীও পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়। অতি সূক্ষ্মতা হেতু নয়ন-গত পিত্ত ও তাহার পীত বর্ণ পার্শ্বস্থ পুরুষেরা দেখিতে পায় না, কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও অতি নৈকট্য বশতঃ পিত্তোপহত পুরুষেরা তাহা দেখিতে পায়। আর ঐরূপে (শ্বেতকে পীতরূপে) গ্রহণ করিতে করিতে নয়ন-রশ্মিতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, সেই সংস্কারেই তাদৃশ নয়ন-রশ্মি অতি দূরস্থ বস্তুকেও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এইরূপ জবাকুসুমের সন্নিহিত স্ফটিক (শুভ্র হইলেও) জবাকুসুমের লোহিত-প্রভায় অভিভূত হইয়া পড়ে; সেই কারণে স্ফটিককে লোহিত দেখা যায়। জবাকুসুমের প্রভা চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইলেও স্বচ্ছ বস্তু-সংযোগেই যে, সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, উপলব্ধি বা প্রতীতি বলেই ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। আর মরীচিকায় যে জলের প্রতীতি হইয়া থাকে, সে স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, তেজ এবং পৃথিবীতে যে জল বিদ্যমান আছে; (‡) কেবল ইন্দ্রিয়গত দোষে তেজ ও পৃথিবীর প্রতীতি না হইয়া অদৃষ্ট বশতঃ কেবল সেই জলেরই প্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং সেই জলও অসত্য নহে। অলাত-চক্র স্থলেও (জ্বলৎকাষ্ঠ খণ্ড ভ্রমণ করাইলে যে, একটী গোলাকার তেজোরেখা প্রতীতি হয়, সে স্থলেও) অলাত-চক্রের অতি দ্রুত পরিভ্রমণের ফলে তদ্গত অবকাশ দৃষ্ট হয় না, সর্ব্বত্রই অবিচ্ছেদে তাহার সত্তা প্রতীতি হয় মাত্র। আর যে ঐ অলাতের চক্রাকার প্রতীতি, তাহারও কারণ

(*) তৎপ্রভানিহততয়া'ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সংযুক্তা, ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—বেদান্তের সৃষ্টিপ্রকরণে 'পঞ্চীকরণ' নামে একটী প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেই অপর প্রত্যেক ভূতের দুই আনি অংশ মিশ্রিত আছে। পৃথিবীতে যথার্থ পৃথিবীর ভাগ অর্দ্ধেক, আর আকাশাদি চারিভূতের দুই আনি করিয়া অর্দ্ধেক; উভয়ের যোগে পূর্ণ পৃথিবী হইয়াছে। অপরাপর ভূতের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই কারণে ভাষ্যকার পৃথিবীতে জলের অংশ থাকার কথা বলিয়াছেন।

প্রতীতাবপ্যন্তরালাগ্রহণপূর্ব্বক-তত্তদ্দেশসংযুক্ত-তত্তদ্বস্তুগ্রহণমেব। ক্বচিদন্তরালাভাবাদন্তরালাগ্রহণম্, ক্বচিৎ শৈঘ্র্যাদগ্রহণমিতি বিশেষঃ। অতস্তদপি যথার্থম্। দর্পণাদিষু নিজমুখাদি-প্রতীতিরপি যথার্থা, দর্পণাদি-প্রতিহত-গতয়ো হি নায়নরশ্ময়ো দর্পণাদিদেশ-গ্রহণপূর্ব্বকং নিজমুখাদি গৃহ্ণন্তি। তত্রাপ্যতিশৈঘ্র্যাদন্তরালাগ্রহণাৎ তথাপ্রতীতিঃ।

দিঙ্মোহেঽপি দিগন্তরস্য অস্যাং দিশি বিদ্যমানত্বাদদৃষ্টবশেনৈতদ্দিগংশ-বিযুক্তো দিগন্তরাংশো গৃহ্যতে। অতো দিগন্তরপ্রতীতির্যথার্থৈব। দ্বি-চন্দ্র-জ্ঞানাদাবপ্যঙ্গুল্যবষ্টম্ভ-তিমিরাদিভির্নায়ন-তেজোগতিভেদেন সামগ্রী-

মধ্যবর্ত্তী অবকাশের অপ্রতীতি এবং সর্ব্বস্থানে সংযুক্তরূপে প্রতীতি। এইমাত্র বিশেষ যে, কোন স্থলে হয়ত অবকাশ (ফাঁক) নাই বলিয়াই তাহার প্রতীতি হয় না, আর কোথাওবা অতিদ্রুত ভ্রমণবশতঃ অবকাশের প্রতীতি হয় না; অতএব, উহাও যথার্থই বটে, মিথ্যা নহে। দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে যে, নিজ মুখাদির বিপরীতভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাও মিথ্যা বা অসত্য নহে; কেন না, নয়নরশ্মি সম্মুখস্থ দর্পণাদিতে পতিত হইয়াই প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রতিঘাতক দর্পণেই মুখ দৃষ্ট হয়, অতি ক্ষিপ্রতা বশতঃ প্রকৃত মুখ ও দর্পণাদির মধ্যে যে, ব্যবধান আছে, তাহার প্রতীতি থাকে না; এই কারণে মুখের তাদৃশ বিপরীত দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, দ্রষ্টার যাহা দক্ষিণ, সম্মুখস্থ দর্পণের পক্ষে তাহাই বাম, এবং সম্মুখস্থ দর্পণের যাহা দক্ষিণ, তাহাই আবার দ্রষ্টার বাম; কাজেই সেই বিপরীত-ভাবাপন্ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ ও বিপরীতই দৃষ্ট হয়। অতএব, প্রতিবিম্বের তাদৃশ বিপরীত ভাবটী অমূলক বা মিথ্যা নহে।

আর দিগ্‌ভ্রমের স্থলেও [বুঝিতে হইবে যে,] ভ্রান্তির আশ্রয়ীভূত দিকে অন্যান্য দিকেরও সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, ভ্রম-সময়ে অদৃষ্ট বশতঃ অন্যান্য দিগ্-ভাগের প্রতীতি না হইয়া কেবল সেই একটী মাত্র দিকের প্রতীতি হয়; অতএব, একদিকে যে, অন্য দিক্-প্রতীতি, তাহাও মিথ্যা নহে। (*)। দ্বিচন্দ্র-দর্শন স্থলেও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরায় চাক্ষুষ রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয়; সেই দুই ভাগে নির্গত চাক্ষুষ তেজঃ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে দ্বিচন্দ্র-দর্শনের কারণ হয়। তন্মধ্যে একটী তেজ যথা-স্থান-স্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপরটী কিঞ্চিৎ বক্রভাবে নির্গত হইয়া চন্দ্রের সমীপবর্ত্তী স্থান ও তদ্দেশগত অর্থাৎ স্বস্থানচ্যুত চন্দ্রকে দর্শন

(*) তাৎপর্য্য,—দিক্ স্বভাবতঃ এক অখণ্ড পদার্থ; সূর্য্যের উদয় প্রভৃতি দ্বারা উহাতে পূর্ব্ব, দক্ষিণাদি বিভাগ কল্পিত হয়। এই কারণে একব্যক্তির সম্বন্ধে যে দিক্‌টী পূর্ব্ব, অপরের পক্ষে আবার সেই দিক্‌টীই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্ হইয়া থাকে। এই ভাবে সকল দিকেই সকল দিগ্‌ভাব রহিয়াছে। দিগ্‌ভ্রমের সময় দ্রষ্টার অদৃষ্ট বশতঃ অন্যান্য দিগংশগুলি আবৃত হইয়া থাকে, একটীমাত্র দিক্ (যাহা তাহার পক্ষে অবাস্তবিক, সেই দিক্‌টী কেবল) প্রতীতির বিষয় হয়। সুতরাং পূর্ব্বকে পশ্চিম দিক্ বলিয়া দেখিলেও ঐ দিক্ অসত্য নহে।

ভেদাৎ, সামগ্রীদ্বয়মন্যোন্য-নিরপেক্ষং (*) চন্দ্রগ্রহণদ্বয়-হেতুর্ভবতি। তত্রৈকা সামগ্রী স্বদেশবিশিষ্টং চন্দ্রং গৃহ্লাতি, দ্বিতীয়া তু কিঞ্চিদ্বক্র-গতিশ্চন্দ্রসমীপদেশগ্রহণপূর্ব্বকং চন্দ্রং স্বদেশবিযুক্তং গৃহ্লাতি। অতঃ সামগ্রীদ্বয়েন যুগপদ্দেশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণেঽপি গ্রহণভেদেন গ্রাহ্যাকার-ভেদাদেকত্বগ্রহণাভাবাচ্চ "দ্বৌ চন্দ্রৌ" ইতি ভবতি প্রতীতিবিশেষঃ। দেশান্তরস্য তদ্বিশেষণত্বং দেশান্তরস্য চাগৃহীতস্বদেশচন্দ্রস্য চ নিরন্তর-গ্রহণেন (†) ভবতি। তত্র সামগ্রীদ্বিত্বং পারমার্থিকম্। তেন দেশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়ং চ পারমার্থিকম্। গ্রহণদ্বিত্বেন (‡) চন্দ্রস্যৈব গ্রাহ্যাকারদ্বিত্বঞ্চ পারমার্থিকম্। তত্র বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়স্যৈক এব চন্দ্রো গ্রাহ্যঃ, ইতি গ্রহণে প্রত্যভিজ্ঞানবৎ কেবল-চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাচ্চাক্ষুষং জ্ঞানং তথৈবাবতিষ্ঠতে। দ্বয়োশ্চক্ষুষোরেকসামগ্র্যন্তর্ভাবেঽপি তিমিরাদিদোষ-ভিন্নং চাক্ষুষং তেজঃ সামগ্রীদ্বয়ং ভবতীতি কার্য্যকল্প্যম্। অপগতে তু

করে। অতএব, দ্বিবিধ কারণ উপস্থিত থাকায় একই কালে বিভিন্ন স্থান-গত রূপে চন্দ্রদ্বয়ের প্রতীতি হইলেও বুঝিতে হইবে যে, দর্শনের কারণীভূত চক্ষুরশ্মির প্রভেদ হওয়ায় গ্রাহ্য চন্দ্রেরও আকৃতি-ভেদ ঘটে, সেই কারণেই চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি না হইয়া দ্বিত্বের (দ্বৌ চন্দ্রৌ এইরূপে) প্রতীতি হইয়া থাকে। অতি ক্ষিপ্রতা বশতঃ দেশান্তর (বাস্তবিক পক্ষে চন্দ্র যেখানে নাই, সেই স্থান) ও চন্দ্রের আশ্রয়ীভূত দেশ, এই উভয়ের প্রভেদ প্রতীতি না থাকায় চন্দ্রকে অন্য-দেশস্থ বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব, সে স্থলে দর্শন-সাধন চাক্ষুষ তেজের দ্বিত্ব বাস্তবিক, তাহার ফলে পৃথক্ স্থান-স্থিতরূপে চন্দ্র-গত দ্বিত্ব-প্রতীতিও সত্য; সুতরাং সাধনের দ্বিত্ব নিবন্ধন একই চন্দ্রের যে দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে গ্রহণ, তাহাও পারমার্থিক। প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে (এই সেই হস্তী, ইত্যাদি স্থলে) যেমন কেবল চক্ষুমাত্রই জ্ঞান-সাধন হয় না, পূর্ব্ব-সংস্কারকেও অপেক্ষা করে; তেমনি দুই স্থানে স্থিত বলিয়া একই চন্দ্র বিষয়ে দুইটী জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় সেই সংস্কারানুসারে চক্ষু তখন আর চন্দ্রের একত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিদ্যমান সত্ত্বেও চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি-গোচর হয় না। যদিও চক্ষুদ্বয় একই কার্য্য-সাধক বলিয়া একই সাধনের অন্তর্ভুক্ত হউক; তথাপি বিভিন্নপ্রকার কার্য্য দর্শনে কল্পনা করিতে হয় যে, চাক্ষুষ তেজঃ যখন তিমিরাদি-দোষে কলুষিত হয়; তখনই উহা পৃথক্ পৃথক্ দুইটী সাধন হইয়া দুইপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করে। পুনশ্চ, দোষ অপগত হইলে চক্ষু স্বাভাবিকভাবে যথাস্থান-স্থিত একই চন্দ্র গ্রহণ করে, সুতরাং তৎকালে চন্দ্রের ঐকত্বই প্রতীত হয়। দোষ বশতঃ সাধনের দ্বিত্ব হয়, সাধনের দ্বিত্বে জ্ঞানের দ্বিত্ব এবং

(*) অন্যোন্যনিয়মনিরপেক্ষম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।　(†) নিরতিশয়গ্রহণেন' ইতি (ক) পাঠঃ।

(‡) গ্রহণদ্বিত্বে তচ্চন্দ্রস্যৈব' ইতি (খ) পাঠঃ।

দোষে স্বদেশবিশিষ্টস্য চন্দ্রস্যৈকগ্রহণবেদ্যত্বাদেকশ্চন্দ্র ইতি ভবতি প্রত্যয়ঃ। দোষকৃতন্তু সামগ্রীদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রহণদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রাহ্যাকারদ্বিত্বঞ্চেতি নিরবদ্যম্। অতঃ সর্ব্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি সিদ্ধম্ ॥১০৫॥

খ্যাত্যন্তরাণাং দূষণানি তৈস্তৈর্ব্বাদিভিরেব প্রপঞ্চিতানি, ইতি ন তত্র যত্নঃ ক্রিয়তে। অথবা কিমনেন বহুনোপপাদনপ্রকারেণ। প্রত্যক্ষানুমানাগমাখ্যং প্রমাণজাতম্, আগমগম্যঞ্চ নিরস্তনিখিলদোষ-গন্ধমনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণং সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতাং কিং ন সেৎস্যতি; কিং নোপপদ্যতে। ভগবতা হি পরেণ ব্রহ্মণা ক্ষেত্রজ্ঞ-পুণ্যপাপানুগুণং তদ্ভোগ্যত্বায়াখিলং জগৎ সৃজতা সুখ-দুঃখোপেক্ষা-ফলানুভবানুভাব্যাঃ

জ্ঞানের দ্বিত্বানুসারে গ্রাহ্য চন্দ্রাদিরও দ্বিত্ব প্রতীতি হয়, আর সেই দোষ-নাশে তদধীন সমস্ত কার্য্যই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এইরূপ কল্পনায় সমস্ত সিদ্ধান্তই নির্দ্দোষ হইতে পারে, অতএব সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—কোনটীই মিথ্যা নহে। (*) ॥১০৫॥

১০৬। অপরাপর খ্যাতিবাদেও যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, বাদিগণই সেই সকল দোষের বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন; অতএব তদ্বিষয়ে আর যত্ন করার আবশ্যক নাই। অথবা, এরূপ বহুবিধ উপপাদন-সমর্থনের চেষ্টায় কিছুমাত্রই প্রয়োজন নাই। কেন না, যাহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ), এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন, এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ-সম্বন্ধবিবর্জ্জিত, ন্যূনাধিকভাব-রহিত, অসংখ্য কল্যাণময় গুণে বিভূষিত এবং সত্যসংকল্পত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন; তাহাদের পক্ষে কিছুই অসিদ্ধ কিংবা অনুপপন্ন (অসঙ্গত) হইতে পারে না। [বুঝিতে হইবে] ভগবান্ পর ব্রহ্ম জীবের পুণ্য ও পাপানুসারে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষাত্মক (অনাদররূপ) ফল-প্রদ যে সকল জীবভোগ্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বসাধারণের প্রতীতিগোচর (ভোগ্য), কতকগুলি

(*) তাৎপর্য্য,—অঙ্গুলীর অগ্রভাগের দ্বারা চক্ষুর নিম্ন ভাগ টানিয়া ধরিলে একটী চন্দ্রকে দুইটী দেখা যায়। শঙ্করের মতে ঐ দ্বিত্ব-দর্শন মিথ্যা ভ্রমমাত্র। রামানুজ বলিতেছেন, উহা মিথ্যা নহে। তাহার কারণ এই যে,—চন্দ্র বস্তুতঃ এক হইলেও অঙ্গুলীর দ্বারা ঐরূপে চক্ষু টানিয়া ধরিলে চক্ষুর রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয়, এক ভাগ সরলভাবে যাইয়া প্রকৃত স্থানস্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপর ভাগ ঈষৎ বক্রভাবে যাইয়া আশ্রয় হইতে পৃথক্ স্থানে (যেখানে চন্দ্র নাই, সেই খানে) চন্দ্রকে গ্রহণ করে। এখন বুঝিতে হইবে, যেই চক্ষু-রশ্মি নির্গমনই প্রত্যক্ষ দর্শনের সাধন বা উপায়; সেই সাধনের দ্বিত্ব বশতই চন্দ্রের দ্বিত্ব এবং চন্দ্রদ্বয়ের বিশেষণীভূত আশ্রয়েরও দ্বিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত সাধন দ্বয় যখন সত্য, তখন তদনুগত চন্দ্র-দ্বিত্বও সত্য, এবং তদ্বিশেষণীভূত আশ্রয়ের দ্বিত্বও সত্য; কোনটীই মিথ্যা বা অযথার্থ নহে। অধিকন্তু, 'এই সেই হস্তী', ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা যেরূপ পূর্ব্বানুভব-জাত সংস্কারানুযায়ী, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও সেইরূপ পূর্ব্ব সংস্কার সাপেক্ষ। এই কারণেই সাধনের দ্বিত্ব-সংস্কার-বলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ও তৎকালে বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী দুইটী চন্দ্রই সন্দর্শন করিতে বাধ্য হয়।

পদার্থাঃ সর্ব্বসাধারণানুভববিষয়াঃ, (*) কেচন তত্তৎপুরুষমাত্রানুভববিষয়াস্তত্তৎকালাবসানাস্তথাতথানুভাব্যাঃ (†) সৃজ্যন্তে। তত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ সর্ব্বানুভববিষয়তয়া তদ্‌রহিততয়া চোপপদ্যত ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥

যৎ পুনঃ, সদসদনির্ব্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধমিতি ; তদসৎ। "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ইত্যাদিম্বনৃতশব্দস্যানির্ব্বচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ। ঋতেতরবিষয়ো হ্যনৃতশব্দঃ। ঋতমিতি কর্ম্ম-বাচি, "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি বচনাৎ। ঋতং কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতম্ পরমপুরুষারাধনবেষং (‡) তৎপ্রাপ্তিফলম্। অত্র তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকফলং কর্মানৃতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, "এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।" [ছান্দো০, ৮।৩।২] ইতি বচনাৎ।

"নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীম্" [যজু০, ২।৮।৯] ইত্যত্রাপি সদসচ্ছব্দৌ চিদচিদ্ব্যষ্টিবিষয়ৌ। উৎপত্তিবেলায়াং সৎ-ত্যৎ-শব্দাভিহিতয়োঃ(§)

কেবল এক এক ব্যক্তির ভোগ্য, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, সেই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যে, পরস্পর বাধ্য-বাধকভাব, তাহা কখনও সর্ব্বসাধারণের অনুভবের বিষয় হয়, কখনও বা তাহা না হইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের মাত্র প্রতীতি-গম্য হয়, এইরূপে সমস্ত বিষয়েরই উপপত্তি ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায়।

সদসদনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানকে যে শ্রুতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কেন না, [তাহার উদাহৃত] "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ," ইত্যাদি বাক্যে 'অনৃত' শব্দটী কখনই অনির্ব্বচনীয়তা-বোধক নহে। কারণ, ঋত ভিন্ন বস্তুই 'অনৃত' শব্দের যথার্থ অর্থ। "ঋতং পিবন্তৌ" শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, 'ঋত' শব্দের অর্থ—কর্ম্ম। 'তাহারা এই ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, তাহারা অনৃত দ্বারা সমাবৃত (অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ)' এই শ্রুতি অনুসারে বুঝা যায় যে, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধক ভগবদারাধনারূপ যে কর্ম্ম, তাহাই 'ঋত'-শব্দের বাচ্যার্থ, আর তদ্ভিন্ন ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রতিকূল, সাংসারিক ফল-সাধক কর্ম্ম মাত্রই 'অনৃত'-(ন+ঋত=অনৃত) পদ-বাচ্য। এইরূপ অর্থ হইলেই শ্রুতি-কথিত 'যেহেতু তাহারা অনৃত-সমাচ্ছাদিত' কথারও সার্থকতা থাকে।

'তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না।' এই স্থলে সৎ ও অসৎশব্দদ্বয় চেতন ও অচেতনের ব্যষ্টি-বোধক, অর্থাৎ এক-একটী চেতনাচেতন বস্তু বুঝাইতেছে ; কেননা, উক্ত বাক্যটী প্রলয় কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ সৃষ্টি কালে সৎ ও ত্যৎশব্দে যে সমস্ত ব্যষ্টিভূত চেতনাচেতন বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে,

(*) কেচন কেচন তৎপুরুষ' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।　(†) তথাবিধাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।
'ৎকালাবসায়িনস্তথানুভাব্যাঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।　(‡) পরমপুরুষারাধনবিষয়ম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(§) সদসচ্ছব্দাভিহিতযোঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। সত্য-সচ্ছব্দাভিহিতয়াঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

চিদচিদ্ব্যষ্টিভূতয়োর্বস্তুনোরপ্যয়-কালেঽচিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদনপরত্বাদস্য বাক্যস্য, নাত্র কস্যচিৎ সদসদনির্বচনীয়তোচ্যতে; সদসতোঃ কালবিশেষেঽসদ্ভাবমাত্রবচনাৎ। অত্র তমঃশব্দাভিহিতস্যাচিৎসমষ্টিত্বং শ্রুত্যন্তরাদবগম্যতে, "অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি (*) [সুবালা০ ২] ইতি। সত্যম্; তমঃশব্দেনাচিৎসমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে। তস্যাস্তু, "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৪।১০] ইতি মায়াশব্দেনাভিধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ; নৈতদেবম্; মায়াশব্দস্যানির্বচনীয়বাচিত্বং ন দৃষ্টমিতি। মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ; তদপি নাস্তি। নহি সর্ব্বত্র মায়াশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ, অসুর-রাক্ষস-শস্ত্রাদিষু সত্যেষ্বেব মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ। যথোক্তম্,—

"তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্যাশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশ্যেন (†) সূদিতম্॥"

[বিষ্ণুপু০, ১।১৯।২০] ইতি॥

প্রলয় কালে অচিৎসমষ্টিরূপ 'তমঃ'-শব্দবাচ্য (প্রকৃতিতে) বিলীন হইয়া থাকে, শুধু এই ভাব প্রতিপাদনার্থই "নাসদাসীৎ" বাক্যের অবতারণা হইয়াছে; বস্তুতঃ ঐ বাক্যে কোন বস্তুরই সদসদনির্ব্বচনীয়তা অভিহিত হয় নাই; পরন্তু সৎ ও অসৎ বস্তু যে, সময়বিশেষে থাকে না, কেবল তাহাই কথিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিস্থিত 'তমঃ' শব্দটী যে অচেতন-সমষ্টি-বোধক, তাহা নিম্নলিখিত 'অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা অক্ষরে বিলীন হয়, সেই অক্ষর তমে বিলীন হয়। তমও আবার পর দেবতা—পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে।' এই শ্রুতি হইতেও জানা যায়। হাঁ, 'তমঃ' শব্দে যদিও অচিৎসমষ্টিরূপা (জড় সমষ্টিরূপা) প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" অর্থাৎ 'মায়াকে 'প্রকৃতি বলিয়া জানিবে' এই শ্রুতি প্রকৃতিকেই 'মায়া' শব্দে অভিহিত করায় 'তমঃ'-শব্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্ব্বচনীয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে? না,—'মায়া' শব্দের অনির্ব্বচনীয়ত্ব অর্থ যখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন ঐরূপ অর্থ করা যায় না। যদি বল, মায়া-শব্দ মিথ্যা-পর্য্যায়ে উক্ত, অর্থাৎ 'মিথ্যা' শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্ব্বচনীয়ত্ব-বোধক বলিতে হইবে। না, 'মায়া' শব্দটী যখন সর্ব্বত্র 'মিথ্যা অর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-পর্য্যায়ও বলিতে পারা যায় না। কেন না অসুর ও রাক্ষসগণ যে সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করে,

---

(*) তমঃ পরে দেবে একীভবতীত্যয়মংশঃ (ঘ, ঙ) পুস্তকয়োর্ন দৃশ্যতে।

(†) মেকৈকাংশেন' ইতি (খ) পাঠঃ। মেকৈকশ নিষূদিতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

অতো মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেশ্চ মায়াশব্দাভিধানং বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব।

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।"

[শ্বেতাশ্ব০, ৪।৯]

ইতি (*) মায়াশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতের্বিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি। পরমপুরুষস্য চ তদ্বত্তামাত্রেণ মায়িত্বমুচ্যতে, নাজ্ঞত্বেন। জীবস্যৈব হি মায়য়া নিরোধঃ শ্রূয়তে—"তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" (†) ইতি। "অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে" [মাণ্ডূক্য০, ২।২১] ইতি চ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" ইত্যত্রাপি বিচিত্রাঃ শক্তয়োঽভিধীয়ন্তে। অতএব হি, "ভূরি ত্বষ্টেব রাজতি" (‡) ইত্যুচ্যতে। নহি মিথ্যাভূতঃ কশ্চিদ্বিরাজতে। "মম মায়া দুরত্যয়া" ইত্যত্রাপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব

সে সকল মিথ্যা নহে—সত্য; তথাপি সে সকলকে মায়া-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায়। বিষ্ণু পুরাণে আছে, '[বিষ্ণুর আজ্ঞায় সমাগত] ত্বরিতগতি সেই সুদর্শন চক্র বালক প্রহ্লাদের দেহ-রক্ষার্থ শম্বরাসুরের মায়াসহস্রকে (মায়াময় বাণ সহস্রকে) এক-একটী করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।' অতএব বুঝিতে হইবে, আশ্চর্য্যকর বস্তু-সৃষ্টিই 'মায়া'-শব্দের অর্থ, মিথ্যা বস্তু নহে। প্রকৃতিও বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী, এই জন্য 'মায়া'-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। 'মায়ী পরমেশ্বর ইহাঁ হইতেই এই জগৎ সর্জ্জন করেন; এবং জীব ঐ মায়া দ্বারা তাঁহাতেই সম্যক্রূপে নিরুদ্ধ থাকে।' এই শ্রুতি 'মায়া'-শব্দ-বাচ্য প্রকৃতির বিচিত্র শক্তি-যোগে বিচিত্র কার্য্যকারিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। মায়া-সম্বন্ধ বশতই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে 'মায়ী' বলা হয়, কিন্তু অজ্ঞত্বনিবন্ধন নহে। আর 'মায়া'-সম্বন্ধ বশতঃ যে, নিরোধ বা শক্তি-সংকোচ, তাহা কেবল জীবের সম্বন্ধেই সংঘটিত হয়: 'অপর—জীবই তাহা দ্বারা আবদ্ধ (মোহ প্রাপ্ত) হইয়া থাকে।' এবং 'অনাদি মায়াবশে নিদ্রিত (মোহপ্রাপ্ত) জীব যখন প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে।' এই উভয় শ্রুতিবাক্যই উক্তার্থে প্রমাণ। আর পূর্ব্বোক্ত "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" বাক্যেও 'মায়া'-শব্দে পরমেশ্বরের শক্তি-বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হইয়াছে, মিথ্যাত্ব নহে। এই কারণেই পরমেশ্বরকে 'প্রচুরতর শিল্প-নির্ম্মাতার ন্যায় শোভমান' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু জগৎ মিথ্যা (অসত্য) হইলে কখনই তাঁহার শোভা (নির্ম্মাণ কৌশল) সম্ভব হইত না। আর গীতোক্ত "মম মায়া" ইত্যাদি

(*) (ঘ) চিহ্নিত পুস্তকে তু 'ইতি' শব্দাৎ পরং 'অতঃ' শব্দোঽপি দৃশ্যতে।

(†) তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ' ইত্যংশো (গ) -চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(‡) ত্বষ্টেহ রাজতি' ইতি (খ) পাঠঃ। ত্বষ্টৈব রাজতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরুচ্যতে, ইতি ন শ্রুতিভিঃ সদসদনির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতিপাদনম্ ॥

নাপ্যৈক্যোপদেশানুপপত্ত্যা; নহি "তত্ত্বমসি" ইতি জীব-পরয়োরৈক্যোপদেশে সতি, সর্ব্বজ্ঞে সত্যসঙ্কল্পে সকলজগৎসর্গ-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতে তচ্ছব্দাবগতে প্রকৃতে ব্রহ্মণি বিরুদ্ধাজ্ঞান-পরিকল্পনাহেতুভূতা কাচিদপ্যনুপপত্তির্দৃশ্যতে। ঐক্যোপদেশস্তু "ত্বম্" শব্দেনাপি জীব-শরীরকস্য ব্রহ্মণএবাভিধানাদুপপন্নতরঃ। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি।" [ছান্দো০, ৬।৩।২] ইতি সর্ব্বস্য বস্তুনঃ পরমাত্মপর্যন্তস্যৈব হি নামরূপভাক্ত্বমুক্তম্; অতো ন ব্রহ্মাজ্ঞানপরিকল্পনম্। ইতিহাস-পুরাণয়োরপি ন ব্রহ্মাজ্ঞানবাদঃ ক্বচিদপি দৃশ্যতে ॥১০৬॥

ননু "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" (*) ইতি ব্রহ্মৈকমেব (†) তত্ত্বমিতি প্রতি-

---

বাক্যেও 'গুণময়ী' বিশেষণ থাকায় সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কথাই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কোন শ্রুতিই সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে নাই।

ঐক্য বা অভেদ উপদেশের অসঙ্গতি বশতও [ঐরূপ কল্পনা] হইতে পারে না; কেন না, 'তৎ ত্বম্ অসি' অর্থাৎ 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ', এই বাক্যে জীব ও পরমাত্মার একত্ব বা অভেদোপদেশ নির্দ্ধারিত হইলে পর এমন কোনও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না, যাহার জন্য সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প ও সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্ত্তা 'তৎ'-পদার্থ ব্রহ্মেও জ্ঞান-বিরুদ্ধ একটী অজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা আবশ্যক হইতে পারে। বিশেষতঃ "ত্বং"-পদে জীবশরীরক (জীব যাহার শরীর স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত অভেদোপদেশ সমধিক সুসঙ্গত হইতে পারে। অর্থাৎ জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন "ত্বং"পদ-বাচ্য জীব ও "তৎ"-পদ-বাচ্য ব্রহ্মের অভেদোক্তি বিরুদ্ধ হইতে পারে না। 'আমি এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকার) প্রকটিত করিব'; এই শ্রুতিতে পরমাত্মাপর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকেই নাম-রূপভাগী বলা হইয়াছে। [সুতরাং জীবও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়,] অতএব, ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না এবং কোন ইতিহাসে বা পুরাণশাস্ত্রেও ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের কথা পরিদৃষ্ট হয় না ॥১০৬॥

১০৭॥ ভাল, বিষ্ণুপুরাণে প্রথমতঃ 'বিষ্ণু জ্যোতিঃস্বরূপ', এই বাক্যে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব

(*) "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদ্যাঃ "শ্রূয়তাম্" ইত্যেতদন্তাঃ শ্লোকাংশাঃ বিষ্ণুপু০, ২ অং, ১২ অং, ৩৭ সংখ্যকশ্লোকাৎ ৪৫ সংখ্যকপর্য্যন্তশ্লোকেষু অনুসন্ধেয়াঃ।

(†) ব্রহ্মাত্মৈকতত্ত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ। ব্রহ্মৈকতত্ত্বম্' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

জ্ঞায় "জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ" ইতি শৈলাব্ধি-ধরাদিভেদ-ভিন্নস্য জগতো জ্ঞানৈকস্বরূপ-ব্রহ্মাজ্ঞানবিজৃম্ভিতত্বমেবাভিধায় "যদা তু শুদ্ধং নিজ-রূপি" ইতি জ্ঞানভূতস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্ব-স্বরূপাবস্থিতিবেলায়াং (*) বস্তুভেদাভাব-দর্শনেনাজ্ঞানবিজৃম্ভিতত্বমেব (†) স্থিরীকৃত্য, "বস্ত্বস্তি কিং",—"মহী, ঘটত্বম্" ইতি শ্লোকদ্বয়েন জগদুপলব্ধিপ্রকারেণাপি বস্তুভেদানামসত্যত্বমুপপাদ্য, "তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতে" ইতি প্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্যাসত্যত্বমুপসংহৃত্য "বিজ্ঞানমেকম্" ইতি জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মণি ভেদদর্শননিমিত্তাজ্ঞানমূলং নিজ-কর্ম্মৈবেতি স্ফুটীকৃত্য "জ্ঞানং বিশুদ্ধম্" ইতি জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিশোধ্য "সদ্ভাব এব (‡) ভবতো ময়োক্তঃ" ইতি জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণ এব সত্যত্বং নান্যস্য, অন্যস্য চাসত্যত্বমেব, তস্য ভুবনাদেঃ সত্যত্বং ব্যাবহারিক-মিতি তত্ত্বং তবোপদিষ্টমেবেত্যুপদেশো দৃশ্যতে (§)।

(সত্যপদার্থ) বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া 'জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্' এই বাক্যে শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী প্রভৃতি বিবিধ ভেদসম্পন্ন এই সমস্ত জগৎকে জ্ঞানময় ব্রহ্মের অজ্ঞান-সমুৎপাদিত বলা হইয়াছে। তাহার পর, 'ব্রহ্ম যখন বিশুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন', এই বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থিতি-দশায় জগৎভেদ থাকে না বলিয়া জগতের অজ্ঞান-জন্যতা দৃঢ়তর করিয়া শেষে 'বস্তু (সত্য পদার্থ) কি?' 'অগ্রে মৃত্তিকা, পশ্চাৎ ঘট হয়' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিভিন্ন-বস্তুপূর্ণ জগতের অসত্যতা বা মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পর 'অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত [কিছু নাই',] এইরূপে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞাত জগৎ মিথ্যাত্বের উপসংহার করিয়াছেন। অনন্তর, 'বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য', এই বাক্যে জীবের স্বীয় কর্ম্মই যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে ভেদ-দর্শনের কারণীভূত অজ্ঞানেরও মূল কারণ, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া 'বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ' বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐরূপে ব্রহ্ম-স্বরূপের সংশোধনের পর, 'আমি এইরূপ সদ্ভাব বা অস্তিত্ব নিরূপণ করিলাম', এই বাক্য দ্বারা একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য বস্তু, অন্য সমস্তই অসত্য বা মিথ্যা; অধিকন্তু, ভুবনাদি সমস্ত পদার্থেরই সত্যতা ব্যাবহারিক।' আমি তোমাকে এই তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলাম; এইরূপই উপদেশ পরিলক্ষিত হয়। [অতএব, ভেদ-প্রতীতি রক্ষার্থই ব্রহ্মেতে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-কল্পনা আবশ্যক হয়]।

(*) স্বস্বরূপৈক্যাবস্থিতিবেলায়াম্' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) যদা তু শুদ্ধম্'ইত্যাদিঃ স্থিরীকৃত্য'ইত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) চিহ্নিত পুস্তকে নোপলভ্যতে। প্রমাদাৎ পতিত ইত্যনুমীয়তে।

(‡) এষো ভবতঃ' ইতি পাঠেতু আর্ষত্বাৎ সুপো লোপাভাব ইতি বিষ্ণুচিত্তীয়োক্তিঃ।

(§) তবোপদিষ্টম্ ইতি হ্যুপদেশঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ'।

নৈতদেবম্; অত্র ভুবনকোশস্য বিস্তীর্ণং স্বরূপমুক্ত্বা পূর্ব্বমনুক্তং রূপান্তরং সংক্ষেপতঃ "শ্রূয়তাম্" ইত্যারভ্যাভিধীয়তে; চিদচিন্মিশ্রে জগতি চিদংশো বাঙ্মনসাগোচরঃ স্বসংবেদ্যস্বরূপভেদো জ্ঞানৈকাকারতয়া অস্পৃষ্ট-প্রাকৃতভেদোঽবিনাশিত্বেন 'অস্তি'-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্তু চিদংশকর্ম্ম-নিমিত্ত-পরিণামভেদো বিনাশীতি 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ঃ। উভয়স্তু পরব্রহ্ম-ভূতবাসুদেব শরীরতয়া তদাত্মকমিত্যেতদ্রূপং সংক্ষেপেণাত্রাভিহিতম্।

তথা হি,—

"যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়স্ততো বিপ্র বসুন্ধরা।
পদ্মাকারা সমুদ্ভূতা পর্ব্বতাব্ধ্যাদিসংযুতা॥" [বিষ্ণুপু°, ২।১২।৩৭]

ইত্যম্বুনো বিষ্ণুশরীরত্বেনাম্বু-পরিণামভূতং ব্রহ্মাণ্ডমপি বিষ্ণোঃ কায়ঃ, তস্য চ (*) বিষ্ণুরাত্মেতি সকলশ্রুতিগত তাদাত্ম্যাপদেশোপবৃংহণরূপস্য সামানাধিকরণ্যস্য "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যারভ্য বক্ষ্যমাণস্য শরীরাত্মভাব এব

না,—অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানকল্পনার আবশ্যক হয় না; কারণ, বিষ্ণুপুরাণের এই দ্বিতীয় অংশেই প্রথমতঃ ভূমণ্ডলের স্থূল-স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে অনুক্ত সূক্ষ্ম-রূপেরও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে; (†) "শ্রূয়তাম্" ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহারই বর্ণনা আরব্ধ হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ চিৎ-জড়মিশ্রিত; তন্মধ্যে, চিৎ-অংশটী বাক্য ও মনের অগোচর, কেবল আত্ম-বেদ্য বিবিধ বিভাগসম্পন্ন, একমাত্র জ্ঞানাকার, অবিনাশী ও কেবল 'অস্তি' (সৎ) পদবাচ্য; আর, চিৎভাগের (জীবের) কর্ম্মফলে বিবিধ ভেদাকারে পরিণত, অচিৎ বা জড় অংশটী বিনাশশীল, সুতরাং 'নাস্তি' (অসৎ) পদ-বাচ্য। এই চিৎ ও অচিৎ, উভয়ই পরব্রহ্ম বাসুদেবের শরীর, সুতরাং তৎস্বরূপ; জগতের এই স্বরূপটী এখানে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

দেখ, সেখানেই কথিত আছে, 'হে বিপ্র! বিষ্ণুর শরীরস্বরূপ যে জল, তাহা হইতে শৈল-সাগরাদিসংযুত, পদ্মের আকার এই বসুন্ধরা সমুৎপন্ন হইয়াছে।' এই বাক্যে অম্বুকে (জলকে) বিষ্ণুর শরীর বলায় অম্বু-পরিণাম এই ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার শরীরস্থানীয়, বুঝিতে হইবে। অপরাপর শ্রুতিতেও যে, বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুর

(*) 'তস্যৈব' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—এই সমস্ত জগৎ যদি বস্তুতই মিথ্যা—অসত্য হইত, তবে কখনই সেই মিথ্যাময় জগতের এইরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দ্বারা লোকের হৃদয়ে অসত্যে সত্য-ভ্রান্তি সমুৎপাদন করা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের পক্ষে সমীচীন হইত না। অধিকন্তু জগৎ মিথ্যা হইলে তাহারই আবার প্রথমে স্থূল রূপ, পশ্চাৎ সূক্ষ্ম রূপ নিরূপণের কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না। বিষ্ণুপুরাণে ঐরূপে স্থূল-সূক্ষ্মরূপ বর্ণনারই বুঝাযায় যে, এই জগৎ মিথ্যা নহে—সত্য।

নিবন্ধনমিত্যাহ। অস্মিন্ শাস্ত্রে পূর্ব্বমপ্যেতদসকৃদুক্তম্,—"তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ।" "তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ।" "স এব সর্ব্বভূতাত্মা প্রধান-পুরুষাত্মনঃ" (*) "বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ", ইতি। তদিদং শরীরাত্ম-ভাবায়ত্তং (†) তাদাত্ম্যং সামানাধিকরণ্যেন ব্যপদিশতি—"জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইতি।

অত্র অস্ত্যাত্মকং নাস্ত্যাত্মকং চ জগদন্তর্গতং বস্তু বিষ্ণোঃ কায়তয়া বিষ্ণ্বাত্মকমিত্যুক্তম্। ইদমস্ত্যাত্মকম্, ইদং নাস্ত্যাত্মকম্; অস্য চ নাস্ত্যাত্মকত্বে হেতুরয়মিত্যাহ, "জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ" ইত্য-শেষক্ষেত্রজ্ঞাত্মনাবস্থিতস্য ভগবতো জ্ঞানমেব স্বাভাবিকং রূপম্, ন দেব-মনুষ্যাদি বস্তু রূপম্। যত এবম্, তত এবাচিদ্রূপাদেব-মনুষ্য শৈলাব্ধি-ধরাদয়শ্চ তদ্বিজ্ঞান-বিজৃম্ভিতাঃ, (‡) তস্য জ্ঞানৈকাকারস্য সতো দেবা-দ্যাকারেণ স্বাত্ম-বৈবিধ্যানুসন্ধানমূলাঃ—দেবাদ্যাকারানুসন্ধানমূল-কর্ম্মমূলা-ইত্যর্থঃ। যতশ্চাচিদ্বস্তু ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণং পমিণামাস্পদম্, তত-

---

সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ আছে, উক্তপ্রকার শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ; এই কথাই সেই সকল শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রেও 'সে সকলই তাঁহার শরীর', 'তৎ-সমস্তই তাঁহার বপুঃ', 'যে হেতু তিনি (পরমেশ্বর) বিশ্বরূপ ও অব্যয় (নির্ব্বিকার), অতএব, তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ।' ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই ইতঃপূর্ব্বেও বহুবার কথিত হইয়াছে। শরীরাত্মভাব-ঘটিত (জগৎ শরীর ও ভগবান্ তাহার আত্মা, এই ভাবের) তাদাত্ম্যই "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি বাক্যে সামানাধিকরণ্যরূপে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবে) অভিহিত হইয়াছে।

এই জগন্মধ্যগত অস্ত্যাত্মক ও নাস্ত্যাত্মক, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, এই উভয়প্রকার বস্তুই বিষ্ণুর শরীর, সুতরাং তদাত্মক (বিষ্ণুস্বরূপ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই যে, সৎ ও অসৎরূপ দ্বিবিধ পদার্থ, তন্মধ্যে, অসৎরূপত্ব-পক্ষে হেতু এই যে, সৎরূপ ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ; [সুতরাং অজ্ঞান—জড় বস্তু অসৎ। অভিপ্রায় এই যে,] সর্ব্বজীবরূপে অবস্থিত ভগবানের জ্ঞানই একমাত্র স্বভাবসিদ্ধ রূপ, দেব-মনুষ্যাদি রূপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব, অচিৎ—জড়রূপী দেব-মনুষ্য, পর্ব্বত-সমুদ্রাদি ভেদসমূহ তাঁহারই জ্ঞান-সম্ভূত (ইচ্ছাপ্রসূত), অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে, বিবিধ বৈচিত্র্য-জনক ও দেব-মনুষ্যাদি আকার-স্মারক কর্ম্মরাশি, তাহাই উক্তপ্রকার বৈচিত্র্য-বোধের মূল কারণ। যেহেতু অচিৎ বস্তুনিচয় জীবের

---

*) 'ঘ' চিহ্নিতপুস্তকে "প্রধানপুরুষাত্মনঃ" ইত্যংশো নাস্তি। (†) ভাবাপন্নম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তত্তদ্বিজ্ঞানচিহ্নিতাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। পাঠান্তরমেতৎসন্দর্ভবিরুদ্ধমিতি চিন্তনীয়ম্।

স্তন্নাস্তি-শব্দাভিধেয়ম্, ইতরদস্তি-শব্দাভিধেয়মিত্যর্থাদুক্তং ভবতি। তদেব বিবৃণোতি—“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” ইতি। যদৈতৎ জ্ঞানৈকাকার-মাত্ম-বস্তু দেবাদ্যাকারেণ (*) স্বাত্মনি বৈবিধ্যানুসন্ধানমূল-সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়াৎ নির্দ্দোষং পরিশুদ্ধং নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাদ্যাকারেণৈকী-কৃত্য আত্মকল্পনা-মূলকর্ম্মফলভূতাস্তদ্ভোগার্থা বস্তুষু বস্তুভেদা (†) ন ভবন্তি॥ ১০৭ ॥

যে দেবাদিবস্তুষু আত্মতয়াভিমতেষু ভোগ্যভূতা দেব-মনুষ্য-শৈলাব্ধি-ধরাদিবস্তুভেদাঃ, তে তন্মূলভূতকর্ম্মস্থ বিনষ্টেষু ন ভবন্তীত্যচিদ্বস্তুনঃ কাদা-চিৎকাবস্থাবিশেষ-যোগিতয়া (‡) ‘নাস্তি’শব্দাভিধেয়ত্বম্, ইতরস্য সর্ব্বদা নিজসিদ্ধজ্ঞানৈকাকারত্বেন ‘অস্তি’শব্দাভিধেয়ত্বমিত্যর্থঃ। প্রতিক্ষণমন্যথা-ভূততয়া কাদাচিৎকাবস্থাযোগিনোঽচিদ্বস্তুনো ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ত্বমেব, ইত্যাহ,—“বস্ত্বস্তি কিম্” ইতি। ‘অস্তি’-শব্দাভিধেয়ো হ্যাদি-মধ্য-

---

কর্ম্মফল-ভোগের উপযুক্ত পরিণতি মাত্র, এই কারণেই ‘নাস্তি’ বা অসৎপদ-প্রতিপাদ্য। ইহার ফলেই অচিৎভিন্ন (চিৎ) বস্তুর ‘অস্তি’ বা সৎ-শব্দ-বাচ্যতাও সিদ্ধ হইল। এই অভিপ্রায়ই “যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” বাক্যে বিবৃত করা হইয়াছে। একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে যে, দেবতাদিরূপে বিবিধ বৈচিত্র্য আরোপিত হয়, কর্ম্মই তাহার একমাত্র হেতু। সেই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয়ে আত্মা নির্দ্দোষ—বিশুদ্ধ স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হন, তখন দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-ভাবকল্পনার মূলকারণ কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে কর্ম্মফলানুযায়ী ভোগপ্রদ কোনরূপ বস্তুভেদও বিদ্যমান থাকে না॥১০৭॥

১০৮॥ দেবতাপ্রভৃতিতে আত্ম-ভাব স্থাপন করায় দেবতা, মনুষ্য, পর্ব্বত ও সমুদ্রাদি যে সকল বস্তু ইতঃপূর্ব্বে জীবের ভোগ্যস্বরূপ ছিল; ভোগ্যতার মূল কারণ কর্ম্ম-সমূহ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় সেই সকল বস্তুর ভোগ্যতাও বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং সে সময় সেই সকল ভোগ্য-বস্তু না থাকারই মধ্যে পরিগণনীয় হয়; এই কারণে, অচিৎ (জড়) বস্তু সকল কাদাচিৎকাবস্থা-যোগী, অর্থাৎ একই অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না; এই কারণে উহারা ‘নাস্তি’-শব্দে অভি-হিত হইবার যোগ্য। আর চিৎ বা চেতন বস্তুটী স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানরূপেই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, (কখনও অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত হয় না,) এই কারণে উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। অচিৎ (জড়) বস্তুসমূহ প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তনশীল এবং অনিয়ত অবস্থাভাগী; এই নিমিত্ত “বস্ত্বস্তি কিং?” শ্লোকে ঐ সকল বস্তুর ‘নাস্তিত্ব’ বা অসৎ-শব্দ-বাচ্যতাই অভিহিত

(*) দেবাদ্যাকারত্বেন’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) বস্তুভূতাঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) কাদাচিৎকাবস্থাযোগিতয়া ইতি (খ) পাঠঃ।

পর্য্যন্তহীনঃ (*) সততৈকরূপঃ পদার্থঃ, তস্য কদাচিদপি 'নাস্তি'-বুদ্ধ্যনর্হত্বাৎ। অচিদ্বস্তু কিঞ্চিৎ ক্বচিদপি তথাভূতং ন দৃষ্টচরম্। ততঃ কিমিত্যত্রাহ,—"যচ্চান্যথাত্বম্" ইতি। যদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাত্বং যাতি; তদুত্তরোত্তরাবস্থাপ্রাপ্ত্যা (†) পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থাং জহাতীতি তস্য পূর্ব্বাবস্থস্যোত্তরাবস্থায়াং ন প্রতিসন্ধানমস্তি। অতঃ সর্ব্বদা তস্য 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ত্বমেব। তথা হ্যুপলভ্যতে, ইত্যাহ,—"মহী, ঘটত্বম্" ইতি। স্বকর্ম্মণা দেব-মনুষ্যাদিভাবেন স্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈঃ (‡) স্বভোগ্যভূতমচিদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাভূতমালক্ষ্যতে—অনুভূয়ত ইত্যর্থঃ। এবং সতি কিমপ্যচিদ্বস্তু 'অস্তি'-শব্দার্হমাদি-মধ্য-পর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপমালক্ষিতমস্তি কিম্? ন হ্যস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপাত্মব্যতিরিক্তমচিদ্বস্তু কদাচিৎ ক্বচিৎ কেবলাস্তি-শব্দবাচ্যং ন ভবতীত্যাহ,—"তস্মান্ন

হইয়াছে। যাহা 'অস্তি'-শব্দের প্রতিপাদ্য, তাহা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি ও লয়-শূন্য) এবং সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত থাকে, কখনও তাহাতে 'নাস্তি'-বুদ্ধি হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, কখনও কোনও অচিৎ বস্তুকে একরূপে অবস্থিত দেখা যায় নাই। যদি বল, তাহাতে কি ফল হইল? তদুত্তরে বলিয়াছেন,—"যচ্চান্যথাত্বম্", অর্থাৎ যে বস্তু প্রতিক্ষণে অন্যথাত্ব বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা উত্তরোত্তর নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বপূর্ব্ব অবস্থাসমূহ পরিত্যাগ করে; এইরূপে সে বস্তু এমনই দূরবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হয় যে, তখন দেখিলেও আর তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হয় না। অতএব, তথাবিধ অচিৎ বস্তু সমূহ (জড়পদার্থ সকল) সর্ব্বদাই 'নাস্তি' বা অসৎ-শব্দেই উল্লেখের যোগ্য। দেখ, "মহী, ঘটত্বম্", ইত্যাদি বাক্যেও তাদৃশ উপলব্ধির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে,] যাহারা স্বীয় কর্ম্মফলে দেবতা বা মনুষ্যাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল (নির্ব্বিকার) আত্মস্বরূপ অসন্দিগ্ধরূপে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই স্ব স্ব ভোগ্যবস্তুর প্রতিমুহূর্ত্তে অন্যথাভাব বা পরিবর্ত্তনশীলতা অনুভব করিয়া থাকেন। ইহাই যখন অচিৎ (জড়) পদার্থের স্বভাব, তখন যাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, সর্ব্বদা একরূপ (নির্ব্বিকার) এবং 'অস্তি' বা সৎ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে, এরূপ কোনও জড়পদার্থ কখনও দৃষ্ট হইয়াছে কি? অভিপ্রায় এই যে, কখনও ঐরূপ পদার্থ নাই এবং থাকিতেও পারে না। যেহেতু এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রকৃত সত্য, অতএব জ্ঞানরূপী আত্মা ব্যতীত কোন জড়পদার্থই কখনও কোথাও কেবলই 'অস্তি'-শব্দে উল্লেখের যোগ্য হয় না বা হইতে পারে না। ইহাই "তস্মাৎ ন

(*) 'হ্যাদিমধ্যান্তহীনঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। এবং পরত্র।

(†) 'অবস্থাং প্রাপ্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'অস্তমিতাত্মনিশ্চয়ৈঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

বিজ্ঞানমূর্ত্তে" ইতি। আত্মা তু সর্ব্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া দেবাদিভেদপ্রত্য-নীকস্বরূপোঽপি দেবাদিশরীর-প্রবেশহেতুভূত-স্বকৃতবিবিধকর্ম্মমূল-দেবাদি-ভেদভিন্নাত্মবুদ্ধিভিস্তেন তেন রূপেণ বহুধানুসংহিত ইতি তদ্ভেদানুসন্ধানং নাত্মস্বরূপপ্রযুক্তম্, ইত্যাহ,—"বিজ্ঞানমেকম্" ইতি।

আত্ম-স্বরূপস্তু কর্ম্মরহিতম্, তত এব মলরূপপ্রকৃতি-স্পর্শরহিতম্, ততশ্চ তৎপ্রযুক্ত-শোকমোহলোভাদ্যশেষ-(*) হেয়গুণাসঙ্গি, উপচয়াপচয়ানর্হতয়া একম্, তত এব সদৈকরূপম্; তচ্চ বাসুদেবশরীরমিতি তদাত্মকম্, অতদাত্মকস্য কস্যচিদপ্যভাবাদিত্যাহ,—"জ্ঞানং বিশুদ্ধম্" ইতি ॥ ১০৮ ॥

চিদংশঃ সদৈকরূপতয়া সর্ব্বদা অস্তি-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্তু প্রতিক্ষণ-পরিণামিত্বেন সর্ব্বদা নাশগর্ভঃ, ইতি সর্ব্বদা 'নাস্তি' শব্দাভিধেয়ঃ। এবং-রূপচিদচিদাত্মকং (†) জগৎ বাসুদেবশরীরম্ তদাত্মকমিতি জগদ্‌যাথাত্ম্যং (‡)

বিজ্ঞানমূর্ত্তে" শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর আত্মা স্বভাবতঃ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ এবং দেবতা-মনুষ্যাদি ভেদরহিত হইলেও দেবাদি-শরীরে প্রবেশের কারণীভূত যে স্বকৃত বিবিধ কর্ম্মরাশি, তাহা দ্বারাই তাহাতে দেবাদিরূপে বিভিন্নপ্রকার ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, এবং সেই আগন্তুক ভেদবুদ্ধিতেই আত্মাতেও ভেদপ্রতীতি হয় মাত্র, কিন্তু ঐ ভেদ-প্রতীতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে; ইহাই "বিজ্ঞানমেকম্" শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে, আত্মাতে স্বরূপতঃ কোন কর্ম্মেরই সম্বন্ধ নাই, সুতরাং মলরূপা (দোষাত্মিকা) প্রকৃতির সম্বন্ধও তাহাতে নাই,—তিনি কর্ম্মরহিত ও নির্দ্দোষ। কর্ম্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ না থাকায় তন্মূলক শোক, মোহ ও লোভাদি যে-কিছু অপকৃষ্ট গুণ আছে, তাহার সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ (সঙ্গ) নাই, এবং উপচয় ও অপচয় (হ্রাস ও বৃদ্ধি) না থাকায় তিনি এক ও সর্ব্বদা একরূপ। এবংবিধ আত্মাই বাসুদেবের শরীর, সুতরাং বাসুদেবাত্মক; অর্থাৎ সেই আত্মাও বাসুদেব হইতে পৃথক্ নহে; কেননা, জগতে তদতিরিক্ত কোনই পদার্থ নাই; এই অভিপ্রায়েই 'জ্ঞানং বিশুদ্ধম্" বাক্যটী অভিহিত হইয়াছে। ১০৮।

১০৯। জগতে চিৎ বা চৈতন্য অংশটী চিরকাল এক-ইরূপে থাকে; এই কারণে সর্ব্বদাই উহা 'অস্তি'-শব্দে অভিধানযোগ্য, আর অচিৎ বা জড় ভাগটী প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল এবং বিনাশাভিমুখী; এই কারণে সর্ব্বদাই উহা 'নাস্তি' বা 'অসৎ'-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। উক্তপ্রকার চিৎ-জড়ময় এই জগৎ বাসুদেবের শরীরস্থানীয় এবং তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত

(*) শোকমোহাদ্যশেষ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) এবম্বিধচিদাত্মকম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জগদ্যাথার্থ্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

সম্যগুক্তমিত্যাহ,—"সদ্ভাব এবম্" ইতি। অত্র 'সত্যম্, অসত্যম্' ইতি "যদস্তি যন্নাস্তি" ইতি প্রক্রান্তস্যোপসংহারঃ।

এতৎ (*) জ্ঞানৈকাকারতয়া সমম্ অশব্দগোচর-স্বরূপভেদমেবাচিন্মিশ্রং ভুবনাশ্রিতং দেব-মনুষ্যাদিরূপেণ সম্যগ্‌ব্যবহারার্হভেদং যৎ বর্ত্ততে; তত্র হেতুঃ কর্ম্মৈবেত্যুক্তম্; ইত্যাহ—"এতৎ তু যৎ" ইতি। তদেব বিবৃণোতি—"যজ্ঞঃ পশুঃ" ইতি। জগদযাথাত্ম্যজ্ঞান-প্রয়োজনং মোক্ষোপায়-যতন-(†) মিত্যাহ—"যচ্চৈতৎ" ইতি॥

অত্র নির্ব্বিশেষে পরে ব্রহ্মণি তদাশ্রয়ে সদসদনির্ব্বচনীয়ে চাজ্ঞানে জগতস্তৎকল্পিতত্বে চানুগুণং কিঞ্চিদপি পদং ন দৃশ্যতে। 'অস্তি-নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ং চিদচিদাত্মকং কৃৎস্নং জগৎ পরমস্য পরেশস্য পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ কায়ত্বেন তদাত্মকম্। জ্ঞানৈকাকারস্যাত্মনো (‡) দেবাদিবিবিধা-কারানুভবে অচিৎপরিণামে চ হেতুর্বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞানবিরোধি ক্ষেত্রজ্ঞানাং

(তদাত্মক); ইহাই জগতের যথার্থ তত্ত্ব। "সদ্ভাব এবং" বাক্যে উল্লিখিত অভিপ্রায়ই নিরূপিত হইয়াছে; এবং পূর্ব্বে "যদস্তি, যৎ নাস্তি" কথায় যে সত্য ও অসত্যের উল্লেখ করা হইয়াছিল, 'সত্যং' ও 'অসত্যং' কথায় তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে।

যাহা একমাত্র জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র সমান, অর্থাৎ বৈষম্যরহিত, এবং বাক্যের দ্বারা যাহার স্বরূপগত ভেদ নির্ণয় করা যায় না, সেই চৈতন্যই যে, জাগতিক জড় বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া দেবতা ও মনুষ্যাদিরূপে বিবিধ ভেদব্যবহার প্রাপ্ত হয়, স্বকৃত কর্ম্মই তাহার একমাত্র কারণ। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই "এতত্ যৎ" বাক্য কথিত হইয়াছে; এবং "যজ্ঞঃ পশুঃ" ইত্যাদি বাক্যেও ঐ অভিপ্রায়ই বিবৃত করা হইয়াছে। আর, জগতের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইলে লোকে মুক্তিলাভে যত্নপর হইবে, ইহাই জগতের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণের প্রয়োজন; এবং এই অভিপ্রায়েই "যচ্চৈতং" বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে এমন কোন একটী শব্দও দেখা যায় না, যাহার বলে পরব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ রূপ এবং তাঁহাতে সদসদ্রূপে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-সত্তা, কিংবা জগতের মায়িকত্ব বা মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে; বরং ঐ প্রকরণে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, 'অস্তি-নাস্তি'-শব্দের প্রতিপাদ্য চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই পরাৎপর পরমেশ্বর, ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর শরীর এবং বিষ্ণুস্বরূপ। আর একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও যে, দেব-মনুষ্যাদি বিবিধ আকারে পরিণাম ও তদাকারত্ব-বোধ; তাহারও একমাত্র কারণ—বস্তু-তত্ত্ব-বোধের

(*) এবং জ্ঞানৈকাকারতয়া সদসচ্ছব্দগোচর' ইতি (ক, খ) পাঠস্তু টীকাবিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষ্য (ঘ) সম্মতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ।

(†) মোক্ষোপায়যতনম্' ইতি (খ) পাঠঃ। মোক্ষোপায়ায়তনম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জ্ঞানৈকাকারাবস্থাত্মনঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

কর্ম্মৈবেতিপ্রতিপাদনাৎ, ‘অস্তি-নাস্তি-সত্যাসত্য’-শব্দানাঞ্চ সদসদনির্ব্বচনীয়-বস্তুভিধানাসামর্থ্যাচ্চ ‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দৌ ‘অস্তি-সত্য’-শব্দবিরোধিনৌ। অতশ্চৈতাভ্যামসত্ত্বং হি প্রতীয়তে ; নানির্ব্বচনীয়ত্বম্ ॥১০৯॥

অত্র চ অচিদ্বস্তুনি ‘নাস্ত্যসত্য’শব্দৌ ন তুচ্ছত্ব-মিথ্যাত্বপরৌ প্রযুক্তৌ ; অপি তু বিনাশিত্বপরৌ। “বস্তুস্তি কিং,—মহী, ঘটত্বম্” ইত্যত্র বিনাশিত্বমেব হ্যুপপাদিতম্ ; ন নিষ্প্রমাণকত্বং জ্ঞানবাধ্যত্বং বা ; একেনাকারেণৈকস্মিন্ কালেঽনুভূতস্য কালান্তরে পরিণাম-বিশেষেণান্যথোপলব্ধ্যা নাস্তিত্বোপপাদনাৎ। তুচ্ছত্বং হি প্রমাণসম্বন্ধানর্হত্বম্। বাধোঽপি যদ্দেশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া যদস্তীত্যুপলব্ধম্ ; তস্য তদ্দেশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ ; ন তু কালান্তরেঽনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ, কালভেদেন বিরোধাভাবাৎ। অতো ন মিথ্যাত্বম্ (*) ॥

বিরোধী জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম। এতদতিরিক্ত কোন কথাই ত ঐ প্রকরণে উক্ত হয় নাই। অধিকন্তু ‘অস্তি, নাস্তি’ ও ‘সত্য, অসত্য’ শব্দেরও সদসৎ-অনির্ব্বচনীয় বস্তু-বোধনে সামর্থ্য নাই ; ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দও কেবল ‘অস্তি’ ও ‘সত্য’ শব্দের বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করে মাত্র ; সুতরাং ঐ শব্দদ্বয় হইতে কেবল ‘অসত্ত্ব’মাত্র (অবিদ্যমানতামাত্র) প্রতীত হয়, কিন্তু কাহারো অনির্ব্বচনীয়তা প্রতীত হয় না॥ ১০৯ ॥

১১০। আর পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভে যে, অচিৎ বা জড়বস্তুকে ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, উহার তুচ্ছত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করাই তাহার অভিপ্রায় নহে, পরন্তু, জড়-বস্তুর বিনাশিত্ব বা ধ্বংস-শীলতা প্রতিপাদনই উহার প্রকৃত অভিপ্রায়। আর “বস্তুস্তি কিং ?” ও “মহী, ঘটত্বম্” বাক্যেও জড়পদার্থের ধ্বংসশীলতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অপ্রামাণ্য (যাহাকে কোনও প্রমাণে স্থাপন করিতে পারা যায় না,) বা জ্ঞানবাধ্যত্ব (যাহা-জ্ঞান-বাধ্য হয়, তাহাই মিথ্যা হয়, যথা—রজ্জু-সর্পের সর্প) প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ, এক সময়ে যে বস্তুর যেরূপ আকৃতি দেখা যায়, বিকারবশতঃ সময়ান্তরে সেই বস্তুরই যে অন্যথা-ভাব দর্শন, তাদৃশ অন্যথাভাবকেই সেখানে ‘নাস্তি’-শব্দে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ‘তুচ্ছত্ব’ অর্থ—কোন প্রমাণেই যাহা গ্রহণের যোগ্য নহে ; ‘বাধ’ অর্থ—যে বস্তু যে স্থানে ও যে কালে ‘আছে’ (অস্তি) বলিয়া জানা যায়, সেই স্থানে ও সেই কালেই যে, সেই বস্তুর ‘নাস্তিত্ব’ (অসত্ত্ব) প্রতীতি। কিন্তু, কালান্তরে অনুভূত পদার্থের যে, পরিণামাদি (অন্যথাভাব প্রভৃতি) কারণ বশতঃ কালান্তরে নাস্তিত্ব (নাই বলিয়া) প্রতীতি; তাহার নাম ‘বাধ’ নহে ; কারণ, বিভিন্নকালে একই বস্তুর ‘অস্তিত্বে’ ‘নাস্তিত্বে’ (থাকা ও না থাকায়) কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না ; [পরন্তু একই কালে একই দেশে যে, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, তাহাতেই বিরোধ হয়।] অতএব উক্ত বাক্যেও অচিৎ বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না॥

(*) অতো ন বিরোধমিথ্যাত্বম্’ ইতি (গ) পাঠঃ।

এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপমাত্ম-বস্তু আদি-মধ্য-পর্য্যন্তরহিতং সততৈকরূপমিতি স্বত এব সদা 'অস্তি'-শব্দবাচ্যম্। অচেতনন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ-ভোগ্যভূতং তৎকর্ম্মানুগুণপরিণামি বিনাশীতি সর্ব্বদা নাস্ত্যর্থগর্ভমিতি 'নাস্ত্যসত্য'-শব্দাভিধেয়মিতি। যথোক্তম্,—

"যত্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ।
পরিণামাদি-সম্ভূতাং তদ্বস্তু, নৃপ তচ্চ কিম্॥" [বিষ্ণুপু০, ২।১৩।৯৫]

"অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে।
তত্তু নাস্তি (*) ন সন্দেহো নাশি-দ্রব্যোপপাদিতম্॥"
[বিষ্ণুপু০, ২।১৪।২৪] ইতি।

দেশ-কাল-কর্ম্মবিশেষাপেক্ষয়া অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-যোগিনি বস্তুনি কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধ্যত্বমপরমার্থ ইত্যুক্তম্। আত্মনশ্চ কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধ্যত্বমিতি স-পরমার্থ ইত্যুক্তম্। শ্রোতুশ্চ মৈত্রেয়স্য—

"বিষ্ণ্বাধারং যথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্।
পরমার্থশ্চ মে প্রোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ॥" [বিষ্ণুপু০, ২।১৪]

এই কথাই উক্ত হইল যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি, বিনাশহীন) এবং চিরকাল একই রূপে অবস্থান করেন; এই কারণে তিনি স্বভাবতই চিরদিন 'অস্তি'-শব্দ-বাচ্য; আর অচেতন বস্তুগুলি ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবের কর্ম্মানুসারে তাহারই ভোগের জন্য নানারূপে পরিণত এবং ভোগের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংই বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়; এই কারণে সর্ব্বদা বিনাশোন্মুখ ঐ সকল অচেতন বস্তু 'নাস্তি' ও 'অসত্য' শব্দেই অভিহিত হইবার যোগ্য। এই কথা বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—'হে নৃপ, যাহা কালান্তরেও অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদি-জনিত সংজ্ঞান্তর (অপর নাম) প্রাপ্ত হয় না; তাহাই প্রকৃত সত্য বস্তু; জগতে সেরূপ কোন বস্তু আছে কি?—কিছুই নাই।' 'পণ্ডিতগণ অবিনশ্বর বস্তুকেই পরমার্থ (সত্য) বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু জড়পদার্থের মধ্যে সকল বস্তুই যখন বিনাশশীল কারণ হইতে সমুৎপন্ন; তখন ঐরূপ পরমার্থ সত্য কোন বস্তুই যে থাকিতে পারে না; ইহাতে আর সন্দেহ নাই।' উক্ত বাক্যে এই অর্থই প্রতিপাদিত হইল যে, দেশ, কাল বা ক্রিয়াবিশেষে যাহার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাৎ যাহা সময়বিশেষে থাকে, আবার সময়বিশেষে থাকে না; সেইরূপ বস্তুকে যে, কেবলই 'অস্তি'-শব্দে নির্দ্দেশ করা, তাহা পরমার্থ বা সত্য নহে। আর আত্মাকেই যে, কেবল 'অস্তি' বলিয়া জানা, তাহাই

(*) বিষ্ণুপুরাণে তু 'নাশি' ইতি পাঠো দৃশ্যতে।

ইত্যাদ্যনুভাষণাচ্চ। "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদিসামানাধিকরণ্যস্যাত্ম-শরীরভাব এব নিবন্ধনম্, চিদচিদ্বস্তুনোশ্চ 'অস্তি-নাস্তি'-শব্দযোগনিবন্ধনম্, জ্ঞানস্যাকর্ম্মনিমিত্তস্বাভাবিকস্বরূপত্বেন স্বরূপপ্রাধান্যম্। অচিদ্বস্তুনশ্চ তত্তৎকর্ম্মনিমিত্ত-পরিণামিত্বেনাপ্রাধান্যমিতি প্রতীয়তে॥

যত্তুক্তং,—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাদেবাবিদ্যানিবৃত্তিং বদন্তি শ্রুতয় ইতি। তদসৎ। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" [তৈত্তি-রীয়ারণ্যকে ব্রহ্মমেধে পুরুষসূক্তম্]। "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।" "ন তস্যেশে কশ্চন, তস্য নাম মহদ্‌যশঃ।" "য এনং বিদুর-মৃতাস্তে ভবন্তি" [তৈত্তিরীয়ারণ্যকে, ৬ প্রশ্নঃ] ইত্যাদ্যনেকবাক্য-বিরোধাৎ। ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বাদেব সর্ব্বাণ্যপি বাক্যানি সবিশেষ-

---

প্রকৃতপক্ষে সত্য; ইহাও ঐ বাক্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আর শ্রোতা মৈত্রেয়ও ঐ উপদেশ শ্রবণের অনন্তর বলিয়াছিলেন যে, এই ত্রিলোক-সমষ্টি ভগবান্ বিষ্ণুতে সম্যক্‌রূপে অবস্থান করিতেছে; স্ববুদ্ধি অনুসারে এই পরমার্থতত্ত্ব আমার নিকট কথিত হইয়াছে।' ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে যে, জ্যোতিঃ ও বিষ্ণুর অভেদ-নির্দ্দেশ কথিত হইয়াছে, বিষ্ণু ও জ্যোতির মধ্যে শরীর-শরীরিভাবই তাহার কারণ। অর্থাৎ বিষ্ণু স্বয়ং আত্মা এবং জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর, এই কারণেই উভয়ের একত্ব নির্দ্দেশ হইয়াছে। চিৎ ও জড় বস্তুতে যে 'অস্তি' ও 'নাস্তি' শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহারও কারণ—কর্ম্মজনিত বিকার-সম্বন্ধ চিন্তা না করিয়া কেবল জ্ঞানেরই স্বাভাবিক প্রাধান্য চিন্তা। কেননা, অচিৎ বস্তুসমূহ সেই জ্ঞান-সাধ্য কর্ম্মেরই ফল বা পরিণাম; সুতরাং জ্ঞান অপেক্ষা উহাদের প্রাধান্য নাই (অপ্রাধান্যই আছে); এইরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য-বোধই ঐরূপ বিভিন্ন ব্যবহারের কারণ।

আর যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিদ্যা-নিবৃত্তির কথা শ্রুতিসমূহ বলিয়াছেন, বলিয়া [শাঙ্করমতে] উক্ত হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত কথা নহে। কারণ, তাহা হইলে নিম্ন-লিখিত বহুতর শ্রুতিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়; [সেই শ্রুতিসমূহ এই–] 'আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞানান্ধকারের অতীত এই মহান্ পুরুষকে (পরমেশ্বরকে) আমি জানি। তাঁহাকে জানিলে এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ করা যায় (মুক্ত হয়)। [পরমেশ্বরের নিকট] যাইবার অর্থাৎ মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই। বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান্ পুরুষ (পরমেশ্বর) হইতে সমস্ত নিমেষ (কালাংশ) উৎপন্ন হইয়াছে।' 'কেহই তাঁহার শাসনকর্ত্তা নাই, তাঁহার নামই পরিত্র যশঃস্বরূপ।' 'যাহারা ইঁহাকে জানে,

জ্ঞানাদেব মোক্ষং বদন্তি। শোধকবাক্যান্যপি সবিশেষমেব ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তীত্যুক্তম্ ॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু সামানাধিকরণ্যং ন নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যপরম্, 'তৎ-ত্বম্'পদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ। 'তৎ'পদং হি সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামৃশতি। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদিষু তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। 'তৎ'-সমানাধিকরণং 'ত্বং'-পদঞ্চ অচিদ্বিশিষ্ট-জীবশরীরকং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি। প্রকার-দ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য। প্রকারদ্বয়-পরিত্যাগে প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ভেদাসম্ভবেন সামানাধিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং স্যাৎ, দ্বয়োঃ পদয়োর্লক্ষণা চ। 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রাপি ন

তাহারা মুক্ত হয়।' ইত্যাদি (*) পরব্রহ্ম সবিশেষ বলিয়াই শ্রুতি-বাক্যসমূহ সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। জীবের অজ্ঞানবারক (শোধক) 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' প্রভৃতি বাক্যনিচয়ও যে সবিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপই প্রতিপাদন করিতেছে; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

১১১। আর 'তৎ ত্বম্ অসি' প্রভৃতি বাক্যে যে, সামানাধিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধক নহে; কারণ, 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বুঝাইয়া থাকে—নির্ব্বিশেষ ভাব নহে। 'তিনি (পরমেশ্বর) আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে যখন সবিশেষ ব্রহ্মেরই প্রস্তাব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন বলিতে হইবে যে, সেই প্রকরণস্থ 'তৎ'-পদে সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও জগৎকারণ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, এবং তাহার সহপঠিত, বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবাপন্ন 'ত্বম'-পদেও জড়সহকৃত জীবশরীরধারী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, বলিতে হইবে। কারণ, বিভিন্নপ্রকার পদার্থের যে, একার্থবোধকতা, তাহারই নাম সামানাধিকরণ্য। 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে যদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রবৃত্তি-নিমিত্তের (শব্দ ব্যবহারের যাহা প্রধান কারণ, তাহার) প্রভেদ না থাকায় পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যই (একার্থ-বোধকত্বই) পরিত্যাগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে ঐপদদ্বয়ের মুখ্যার্থ বাধিত হওয়ায় লক্ষণা বা গৌণার্থও কল্পনা করিতে হয়। [মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিতে লক্ষণা স্বীকার করা দোষাবহ]। 'সেই এই দেবদত্ত' (দেবদত্ত একজনের নাম ; এই স্থলেও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না; কারণ,

---

(*) তাৎপর্য্য,—ব্রহ্ম যদি সত্য-সত্যই নির্ব্বিশেষ হন, এবং সেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই যদি মুক্তি-সাধন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের 'আদিত্যবর্ণ' শব্দে সবিশেষ রূপ-কথন, এবং সেই সবিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভোক্তি ('তমেবং বিদ্বান্ অমৃতঃ'), উভয়ই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার পর, 'মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই' বলিয়া ঐ সবিশেষ জ্ঞানেরই একমাত্র মোক্ষ-সাধনত্ব সমর্থনও বিরুদ্ধ হয়। আর "বিদ্যুতঃ পুরুষাৎ" কথায় যে ব্রহ্মের বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল প্রকাশ বর্ণন, তাহাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদে বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদিরূপে অপরাপর শ্রুতিরও বিরোধ উদ্ঘাটন করিতে হয়।

লক্ষণা, ভূত-বর্ত্তমানকালসম্বন্ধিতয়ৈক্য-প্রতীত্যবিরোধাৎ। দেশভেদ-বিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ; "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যুপক্রম-বিরোধশ্চ। এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ ন ঘটতে। জ্ঞানস্বরূপস্য নিরস্ত-নিখিলদোষস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য অজ্ঞান-তৎকার্য্যানন্তাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বং চ ন সম্ভবতি বাধার্থত্বে চ সামানাধিকরণস্য তত্ত্বং-পদয়োরধিষ্ঠানলক্ষণা নিবৃত্তিলক্ষণা চেতি (*) লক্ষণাদয়স্ত এব দোষঃ॥

একই দেবদত্তে অতীত ও বর্ত্তমান কাল-প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। (†) ভিন্ন স্থানে অবস্থিতিতেও ঐক্য প্রতীতির ব্যাঘাত ঘটে না; কারণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতে পারে। বিশেষতঃ 'তৎ'পদের নির্ব্বিশেষত্ব অর্থ গ্রহণ করিলে, যে উপক্রমে "তৎ ঐক্ষত -বহু স্যাম্" শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই উপক্রমের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। অধিকন্ত, এক-বিজ্ঞানে যে, সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে, সর্ব্ববিধ দোষ-সম্বন্ধরহিত, এবং সমস্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জনিত, অনন্ত অনর্থ আসিয়া পড়ে। আর যদি বল, 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের যে সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি, তাহার অর্থ ঐক্য নহে—পরন্ত, বাধই উহার প্রকৃত অর্থ। তাহা হইলেও 'ত্বং' ও 'তৎ'-পদের—সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে ও জীবের জীবভাব নিবৃত্তিতে লক্ষণা করিতে হয়, এবং পূর্ব্বে যে, সামানাধিকরণ্যের নিয়ম কথিত হইয়াছে সেই নিয়মও উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, আর প্রকরণ-বিরোধ প্রভৃতি দোষগুলি ত অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায় ‡।

(*) নিবৃত্তিলক্ষণাদযস্ত এব' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শঙ্কর বলেন 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ', (এই সেই দেবদত্ত) বলিলে লক্ষণা ব্যতীত ঐ বাক্যের অর্থ সঙ্গত হয় না। কারণ, 'তৎ'-শব্দের সাধারণ অর্থ—অতীতকালীন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোন পদার্থ। আর 'অয়ং'-শব্দের সাধারণ অর্থ—বর্ত্তমান ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ। যাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অতীত, তাহাই আবার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বর্ত্তমান বা উপস্থিত থাকিতে পারে না। ফলকথা, একই পদার্থ একই সময়ে কখনও অতীত ও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, এবং চক্ষুর অগোচর হইয়াও আবার চক্ষুর গোচর থাকিতে পারে না। কাজেই 'সঃ + অয়ং' বাক্যোক্ত সামানাধিকরণ্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; বিরুদ্ধ হয় বলিয়াই 'সঃ' ও 'অয়ং' পদের মুখ্য অর্থ—পরোক্ষত্ব, অপরোক্ষত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'দেবদত্ত' রূপ একমাত্র বিশেষ্য রূপ অর্থে লক্ষণা করিতে হয়; সুতরাং তখন বিরুদ্ধ বিশেষণ ভাগগুলি ত্যাগ করিয়া একই বিশেষ্য—দেবদত্তকে বুঝাইতেছে বলিয়া ঐ পদদ্বয়ের আর পূর্ব্ব-কথিত বিরোধ থাকে না। "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যেও এইরূপ 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের বিরুদ্ধ অংশগুলি ত্যাগ করিয়া কেবল নির্ব্বিশেষ এক চৈতন্য—আত্মাতে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয়। এই জাতীয় লক্ষণাকে কেহ কেহ 'ভাগলক্ষণা' ও 'অজহৎস্বার্থা লক্ষণা' বলে। রামানুজ বলিতেছেন, 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' কিংবা 'তৎ ত্বম্ অসি' ইহার কোথাও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না। প্রকারান্তরেও উত্থাপিত বিরোধের পরিহার হইতে পারে। যে প্রকারে পরিহার করিতে হইবে, তাহা তিনি ভাষ্যে দেখাইয়াছেন।

(‡) তাৎপর্য্য,—'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের মধ্যে সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব

ইয়াংস্তু বিশেষঃ—'নেদং রজতম্' ইতিবদপ্রতিপন্নস্যৈব (*) বাধস্যাগত্যা পরিকল্পনম্; তৎপদেনাধিষ্ঠানাতিরেকিধর্ম্মানুপস্থাপনেন বাধানুপপত্তিশ্চ ॥

অধিষ্ঠানং তু প্রাক্ তিরোহিতমতিরোহিতস্বরূপং 'তৎ'পদেনোপস্থাপ্যত-ইতি চেৎ; ন, প্রাক্ অধিষ্ঠানাপ্রকাশে (†) তদাশ্রয়ভ্রম-বাধয়োরসম্ভবাৎ। ভ্রমাশ্রয়মধিষ্ঠানমতিরোহিতমিতি চেৎ; তদেবাধিষ্ঠানস্বরূপং

তবে, কথিত বাধ-পক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে, [পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্ত ত আছেই, তদুপরি আরও দুইটী দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দোষ—শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয়, সে স্থলে পরীক্ষাকালে রজত মিলে না,] এই কারণে বাধ্য হইয়া সে স্থানে 'নেদং রজতং' (ইহা রজত নহে), বলিয়া রজতের 'বাধ' (মিথ্যাত্ব) স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু "তৎ ত্বম্ অসি" স্থলে সেরূপ কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ না থাকিলেও [কেবল স্বীয় সিদ্ধান্ত রক্ষার্থ] নিরুপায় হইয়া 'বাধ' কল্পনা করিতে হয়। [দ্বিতীয় দোষ—] 'তৎ'পদে যখন প্রথমেই কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্যমাত্র বুঝাইতেছে, তদতিরিক্ত আর কিছুমাত্র বুঝাইতেছে না, তখন বিরোধী কোনও পদার্থের উপস্থিতি বা সম্ভাব না থাকায় এ পক্ষে বাধা বা পরিত্যাগ করা হইবে কাহার? সুতরাং বাধেরও উপপত্তি হয় না (§)।

যদি বল, অধিষ্ঠান চৈতন্যটী প্রথমে অজ্ঞানে তিরোহিত (আবৃত) থাকে, পশ্চাৎ 'তৎ'-পদে তাহার প্রকৃত স্বরূপটী উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়; না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, বাধের পূর্ব্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত থাকিলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম ও বাধ কখনই হইতে পারে না। আর যদি বল, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত অধিষ্ঠানটী আবৃত থাকে না; [কিন্তু বাধের অধিষ্ঠান আবৃত থাকে]। ভাল কথা, অধিষ্ঠানের রহিয়াছে, তাহা যদি অসঙ্গত (বাধিত) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদ দুইটীর লক্ষণা করিতে হয়; একটী পদের লক্ষণা করিতে হয়—অধিষ্ঠান চৈতন্যে (জীব চৈতন্য যাহা হইতে আসিয়াছে বা যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে), অপর পদটীর লক্ষণা করিতে হয়—জীবের জীবত্ব-নিবৃত্তিতে। সুতরাং জীবের জীবত্ব ত্যাগ করিলেই অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সহিত একত্ব হইতে কোন বাধা থাকে না। এ পক্ষে এই লক্ষণা স্বীকার যেমন একটী দোষ, তেমনি পূর্ব্বোক্ত 'ক্রম-বিরোধ', একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ একটীকে জানিলেই জগতের সমস্ত বিষয় জানা হইয়া যায়, এই প্রতিজ্ঞার বিরোধ ও অপরাপর শ্রুতির সহিত বিরোধ, ইত্যাদি অনেকগুলি দোষ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব এই পক্ষটী পরিত্যাগ করা উচিত।

(*) অপ্রতীতস্যৈব' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) বিশেষৈক' ইতি (গ) পাঠঃ।　(‡) অধিষ্ঠানাপ্রকাশে' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—বাধার্থত্বেঽপি ন পূর্ব্বোক্ত-দূষণহানিঃ, অপিতু তৈঃ সহ বক্ষ্যমাণ-দূষণদ্বয়াপাত এব বিশেষ-ইত্যাহ—ইয়াংস্তু বিশেষ ইতি। 'শুক্তিরেব রজতম্' ইত্যত্র প্রমাণান্তরে। নেদং রজতম্' ইতি বাধস্য প্রতি-

ভ্রমবিরোধীতি তৎপ্রকাশে সুতরাং ন তদাশ্রয়ভ্রম-বাধৌ। অতোঽধিষ্ঠানাতিরেকি-পারমার্থিকধর্ম্ম-তদ্বিরোধানভ্যুপগমে ভ্রান্তি-বাধৌ দুরুপপাদৌ। অধিষ্ঠানে হি পুরুষমাত্রাকারে প্রতীয়মানে তদতিরেকিণি পারমার্থিকে রাজত্বে তিরোহিতে সত্যেব ব্যাধত্বভ্রমঃ। রাজত্বোপদেশেন চ তন্নিবৃত্তির্ভবতি, নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন ; তস্য প্রকাশমানত্বেনানুপদেশ্যত্বাৎ, ভ্রমানুপমর্দিত্বাচ্চ ॥

স্বরূপটী যখন ভ্রমের বিরোধী, তখন সেই অধিষ্ঠানের স্বরূপটী প্রকাশমান বা প্রতীতিগোচর থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকেই অবলম্বন করিয়া ভ্রম কিংবা বাধ কিছুইত হইতে পারে না। অতএব ঐ বাক্যে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত কোন ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে এবং সেই ধর্ম্মের তিরোধান বা আবরণ স্বীকার না করিলে ভ্রান্তি ও বাধ উপপাদন করা বড় সহজ হয় না। [দেখিতে পাওয়া যায়,] ভ্রমের আশ্রয়ীভূত কোন এক রাজপুরুষে যখন কেবলই পুরুষগত আকার বা আকৃতিমাত্রের জ্ঞান থাকে, অথচ আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে তদ্গত যথার্থ রাজভাব, তাহার কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না, অর্থাৎ তাহার রাজ-লক্ষণটী তিরোহিত বা অবিজ্ঞাত থাকিয়া যখন কেবল মনুষ্যত্ব মাত্রের প্রতীতি থাকে, তখনই তাহাতে 'ব্যাধ' বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয় ; পুনশ্চ 'ইনি রাজা' এইরূপ উপদেশ শ্রবণে তদ্বিষয়ক সেই ব্যাধ-ভ্রান্তি নিবারিত হইয়া যায় ; কিন্তু 'ইনি একটী পুরুষ বা মনুষ্য', শুধু এইরূপ ভ্রমাধিষ্ঠানমাত্রের উপদেশে সেই ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় না। কারণ, ঐ পুরুষের পুরুষাকারে যে ভ্রমাধিষ্ঠানভাব, তাহা তখনও প্রকাশমানই ছিল ; সুতরাং তদ্বিষয়ে আর উপদেশের আবশ্যক হয় না, বিশেষতঃ ঐরূপ উপদেশ কস্মিন্ কালেও ভ্রম-নিবারক হয় না।

পন্নত্বাৎ বাধকল্পনম্, অত্রতু বাধস্য অপ্রতিপন্নত্বেঽপি অগত্যা কল্পনমিত্যর্থঃ। 'শুক্তিরেব রজতম্' ইত্যত্র শুক্তিত্বরূপং বিরুদ্ধধর্ম্মং শব্দ এব উপস্থাপয়তি, অতস্তত্র বাধকল্পনম্ ; অত্রতু অধিষ্ঠানমাত্রং লক্ষয়তা 'তৎ'পদেন শুক্তিত্ববৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মোপস্থাপনাৎ বাধকল্পনমনুপপন্নমিত্যর্থ ইতি। (শ্রুত প্রকাশিকা)।

অর্থাৎ 'শুক্তিই রজত', এই বাক্যোক্ত শুক্তিও রজতের অভেদ অনুপপন্ন হয় বলিয়া যেমন 'ইহা রজত নহে' বলিয়া উক্ত অভেদের বাধা কল্পনা করিতে হয়, 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যেও তেমনি জীবভাবের বাধকল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ বাধাকল্পনা করিলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকরণবিরোধ প্রভৃতি দোষের ত পরিহার হয় নাই, অধিকন্তু সে সকলের সহিত আরও দুইটী দোষ উপস্থিত হয়। এই অভিপ্রায়ে 'ইয়ান্ তু বিশেষঃ' বলা হইয়াছে। 'শুক্তিই রজত' এই স্থানে প্রত্যক্ষ প্রমাণেই 'ইহা রজত নহে' বলিয়া রজতের বাধ বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং বাধকল্পনা আবশ্যক হয়। কিন্তু 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে সেরূপ বাধ না বুঝিয়াও দায়ে পড়িয়া বাধ স্বীকার করিতে হয়। আর 'শুক্তিই রজত' এই স্থলে শুক্তিত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মটী শুক্তি শব্দেই বলিয়া দেয়। কিন্তু এস্থলে 'তৎ'পদে কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্যের লক্ষণ করায় শুক্তিত্বের ন্যায় কোন বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি না থাকিলেও বাধকল্পনা অসঙ্গত হয়।

জীবশরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ম্। প্রকারদ্বয়-বিশিষ্টৈক-(*) বস্তুপ্রতিপাদনেন সামানাধিকরণ্যং সিদ্ধম্। নিরস্তনিখিল-দোষস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য ব্রহ্মণো জীবান্তর্যামিত্বমপ্যৈশ্বর্যমপরং প্রতি-পাদিতং ভবতি; উপক্রমানুকূলতা চ; এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্তিশ্চ। সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু-শরীরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্বস্তু-শরীর-ত্বেন কার্যত্বাৎ, "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে", [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৭-৮]। "অপহতপাপ্মা···সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", [ছান্দো০, ৮।১।৬] ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাবিরোধশ্চ।

"তৎ ত্বমসি" ইত্যত্রোদ্দেশ্যোপাদেয়বিভাগঃ কথমিতি চেৎ; নাত্র কিঞ্চিদুদ্দিশ্য কিমপি বিধীয়তে; "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০, ৬।৭।৪] ইত্যনেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ। অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ। "ইদং সর্ব্বম্" ইতি

প্রকৃত পক্ষে, জীব যাঁহার শরীর, এবং জগতের যিনি কারণ, "তৎ" ও "ত্বম্" পদ সেই ব্রহ্ম-বোধক হইলে ঐ পদদ্বয়ের মুখ্যার্থও সঙ্গত হয়, এবং ঐরূপ দ্বিবিধ বিশেষভাবসম্পন্ন একই ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে ঐ পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যও সুসঙ্গত হইতে পারে। আর সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণময় ব্রহ্মের যে, আরও একটী ঐশ্বর্য্য আছে, যাহার নাম জীবান্তর্যামিত্ব; অর্থাৎ অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবকে যথানিয়মে পরিচালিত করা; তাহাও ঐ কথায় প্রতিপাদিত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে ঐ প্রকরণের উপ-ক্রম বা আরম্ভটীও সুসঙ্গত হয়, একবিজ্ঞানে যে, সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, তাহাও উপপন্ন হয়। এবং সূক্ষ্ম চিৎ-জড়বস্তুনিচয় যেরূপ ব্রহ্ম-শরীর, স্থূল চিৎ-জড় বস্তু-সমষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্ম-শরীর; অথচ স্থূলভাগ ঐ সূক্ষ্মভাগ হইতেই সমুৎপন্ন (কার্য্য); সুতরাং কার্য্য-কারণভাব ও পরাপরত্বাদি-বোধক—'ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা পরম (উত্তম) ও মহেশ্বর, তাঁহাকে—', 'ইঁহার নানাবিধ পরা (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) শক্তি শ্রুত হয়,' 'তিনি পাপবিনির্ম্মুক্ত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প (যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন)', ইত্যাদি অপরাপর কোন শ্রুতির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় না॥

যদি বল, এরূপ হইলে "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-বিভাগ জানা যাইবে কিরূপে? অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় কি? [উত্তর—] এখানে যে, কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া তাহাতে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে; অর্থাৎ এখানে সেরূপ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব আদৌ নাই; কেন না, ঐ প্রকরণে প্রথমেই 'এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক (ব্রহ্মস্বরূপ),' এই বাক্যেই ঐ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব নিরূপিত হইয়াছে। অপ্রাপ্তবিষয়-প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন; কিন্তু সেই

(*) 'বিশেষৈক' ইতি (গ) পাঠঃ।

সজীবং জগন্নির্দ্দিশ্য—"ঐতদাত্ম্যম্" ইতি তস্যৈষ আত্মেতি তত্র প্রতিপাদিতম্। (*) তত্র চ হেতুরপ্যুক্তঃ,—"সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ", [ছান্দো০, ৬।৮।৭] ইতি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্তঃ", [ছান্দো০, ৬।৮।৪] ইতিবৎ॥ ১১১॥

তথা, শ্রুত্যন্তরাণি চ ব্রহ্মণস্তদ্ব্যতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তুনশ্চ শরীরাত্মভাবমেব তাদাত্ম্যং বদন্তি,—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্ সর্ব্বাত্মা।" [আরণ্যক০, ৩।১১।২৩]। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি। স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।" "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি; স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।" [বৃহদা০, ৫।৭।৩-২২]। "যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্" ইত্যারভ্য—"যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ। এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো

স্থানেই "ইদং সর্ব্বং" ('এই সমস্ত') কথায় জীব ও জগতের নির্দ্দেশ করিয়া "ঐতদাত্ম্যং" কথায় ব্রহ্মকেই সেই উদ্দিষ্ট জীব-জগতের 'আত্মা' বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর, 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত ও তাঁহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়; অতএব শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।' এখানে যেরূপ সাধকের শান্তভাব অবলম্বনের নিমিত্ত ব্রহ্মের সর্ব্বময়ভাবকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তদ্রূপ সেখানেও বিশ্বের ব্রহ্মাত্মভাবের প্রতি 'হে সোম্য (শান্তস্বভাব, সৎ-ব্রহ্মই এই সমস্ত জায়মান পদার্থের মূল (কারণ), আশ্রয় ও বিলয়স্থান', এই হেতু দ্বারা পূর্ব্ববিহিত ব্রহ্মাত্মভাবেরই সমর্থন করা হইয়াছে। ১১১॥

১১২। অপরাপর শ্রুতি সমূহও ব্রহ্মাতিরিক্ত চিৎ-জড়াত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন সেই সকল শ্রুতি এই,—'সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনগণের শাসন করেন।' 'যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই যাঁহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযত (নিয়মিত) করেন, সেই অমৃত (নিত্যমুক্ত) অন্তর্যামীই তোমার আত্মা।' 'যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না; আত্মাই যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে পরিচালিত করেন। সেই অমৃত, অন্তর্যামীই তোমার আত্মা।' 'যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ করতঃ পৃথিবীকে [পরিচালিত করেন], এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'মৃত্যু যাঁহার শরীর,

---

(*) হেতুরপ্যুক্তঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

দেব একো নারায়ণঃ।” [সুবাল০, ৭]। “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” [তৈত্তি০, ৬।২] ইত্যাদীনি ॥

অত্রাপি—“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈব সর্ব্বেষাং বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চ (*) প্রতিপাদিতম্; “তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ। জীবস্যাপি ব্রহ্মাত্মকত্বম্ ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে। অতশ্চিদচিদাত্মকস্য সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যমাত্মশরীরভাবাদেবেতি অবগম্যতে (†)। তস্মাদ্-ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য তচ্ছরীরত্বেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতিপাদকোঽপি শব্দঃ তৎপর্য্যন্তমেব স্বার্থমভিদধাতি। অতঃ সর্ব্বশব্দানাং লোকব্যুৎপত্ত্যাবগত-(‡) তত্তৎপদার্থবিশিষ্ট-ব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি, “ঐতদাত্ম্যমিদং

মৃত্যু যাঁহাকে জানে না; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ এবং দিব্য (অলৌকিক) এক (অদ্বিতীয়) দেবতা—নারায়ণ।’ ‘তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা কার্য্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন’ ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিতে পরমেশ্বরকে আত্মা এবং চিৎ-জড়াত্মক বস্তু সমূহকে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

আর এখানেও (এই ছান্দোগ্যোপনিষদেও) ‘[আমি] এই জীবাত্মারূপে ভূতবর্গের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব’; এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মাত্মক জীবের অন্তঃপ্রবেশেই সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব-সিদ্ধি এবং শব্দ-বাচ্যত্ব লাভ (শব্দের দ্বারা উল্লেখ-যোগ্যতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্ব্বোক্ত “সৎ চ, ত্যৎ চ অভবৎ” শ্রুতির অর্থের সহিতও এই শ্রুতির অর্থের সাম্য বা ঐক্য রক্ষা পাইতে পারে। ব্রহ্মের যে জীবরূপে অনুপ্রবেশ, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, জীবও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। ঐ কথা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের আত্মা, এই শরীরাত্মভাব নিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত ঐ সকল বস্তুর ‘তাদাত্ম্য’ বা অভেদের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তু যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বস্তুত্ব (সত্তা) লাভ করিয়া থাকে, তখন তৎপ্রতিপাদক শব্দ সমূহ ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে বলিতে হইবে। এই কারণে লৌকিক ব্যবহারানুযায়ী ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক পদার্থ-বোধক শব্দ সমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে। অতএব স্বীকার

(*) বস্তুত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) নিশ্চীয়তে’ ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) লোকব্যুৎপত্ত্যবগত’ ইতি (গ) পাঠঃ।

সর্ব্বম্”ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থস্য “তত্ত্বমসি”ইতিসামানাধিকরণ্যেন বিশেষেণোপ-সংহারঃ ॥

অতো নির্ব্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদিনো ভেদাভেদবাদিনঃ কেবলভেদবাদিনশ্চ বৈয়ধিকরণ্যেন সামানাধিকরণ্যেন চ সর্ব্বে ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

একস্মিন্ বস্তুনি কস্য তাদাত্ম্যমুপদিশ্যতে? তস্যৈবেতি চেৎ; তৎ স্ববাক্যেনৈবাগতমিতি (*) ন তাদাত্ম্যোপদেশাবসেয়মস্তি (†) কিঞ্চিৎ। কল্পিতভেদ-নিরসনমিতি চেৎ; তত্তু ন সামানাধিকরণ্য-তাদাত্ম্যোপদেশাব-

---

করিতে হইবে যে, “ঐতদাত্ম্যমিদংসর্ব্বম্” শ্রুতিতে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, “তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে সমানাধিকরণ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র ॥

স্বয়ং শ্রুতিই যখন ব্রহ্মকে শরীরী (আত্মা) ও জগৎকে তাঁহার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন সামানাধিকরণ্যমুখেই হউক, আর বৈয়ধিকরণ্যমুখেই হউক, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে, ভেদাভেদবাদ পক্ষে এবং কেবল ভেদবাদ পক্ষেও সেই সমস্ত উপদেশ পরিত্যাগ করিতে হয়; [কিছুতেই সেই সকল উপদেশবাক্যের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা যাইতে পারে না (‡)॥

[নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে এক ভিন্ন যখন দ্বিতীয় বস্তুই নাই, তখন] একই বস্তুতে তাদাত্ম্য বা অভেদ উপদেশ হইবে কাহার? যদি বল, সেই একেরই তাদাত্ম্যোপদেশ হইবে? ভাল, ব্রহ্মের স্বরূপবোধক “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” ইত্যাদি বাক্যেই ত তাহা জানা গিয়াছে; সুতরাং পুনর্ব্বার তাদাত্ম্যোপদেশে আর অধিক কিছুই জ্ঞাতব্য নাই? যদি বল,

---

(*) স্ববাক্যেনাবগতামিতি' ইতি (গ) পাঠঃ। (†)- শাবসেয়মিত্যস্তি' ইতি (ক) পাঠস্তু ন সাধীয়ান্।

(‡) তাৎপর্য্য,—নির্ব্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদী—শঙ্করস্বামী, ভেদাভেদবাদী নিম্বার্কসম্প্রদায়। কেবল ভেদবাদী মাধ্বপ্রভৃতি। তন্মধ্যে শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকার গুণ-দোষ-সম্বন্ধরহিত—নির্ব্বিশেষ; জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ, কেবল অজ্ঞান বশতঃ নিজের ব্রহ্মভাব বুঝিতে না পারিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে। “তত্ত্বমসি” বাক্যে জীবের সেই অবিজ্ঞাত ব্রহ্মাত্মভাবটী বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীরা বলেন,—জীব স্বীয় কর্ম্মবশে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অগ্রে ব্রহ্ম স্বরূপই ছিল। জীবের ব্রহ্মস্বভাব ছাড়া নিজস্ব কতকগুলি ভাব আছে; সে গুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। জীব স্বাভাবিক কতকগুলি গুণে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, আবার মূলতঃ ব্রহ্ম হইতেই জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এই কারণে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে উক্তপ্রকার অভেদই কথতি হইয়াছে।

কেবলভেদবাদীরা বলেন,—ব্রহ্ম যেমন একটী স্বতন্ত্র নিত্যসিদ্ধ পদার্থ, জীবও তেমনি একটী স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ; কস্মিন্ কালেও উভয়ের ঐক্য ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। ব্রহ্ম আরাধ্য এবং জীব তাঁহার আরাধক; এই সেব্য সেবকভাবই 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে অভিহিত হইয়াছে।

সেয়মিত্যুক্তম্। সামানাধিকরণ্যং তু ব্রহ্মণি প্রকারদ্বয়-প্রতিপাদনেন বিরোধমেবাবহেৎ ॥

ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎপ্রযুক্তা জীবগতা-দোষা (*) ব্রহ্মণ্যেব প্রাদুঃষ্যুরিতি নিরস্তনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশা হি (†) বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদেঽপি ব্রহ্মণঃ স্বত এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ গুণবদ্দোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি নির্দোষব্রহ্ম-তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ-এব (‡)। কেবলভেদবাদিনাঞ্চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসম্ভ-বাদেব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো (§) ন সম্ভবতীতি সর্ববেদান্তপরিত্যাগঃ স্যাৎ ॥১১২॥

অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে যে সকল ভেদ কল্পিত হইয়া আছে, তন্নিরাসার্থই ঐরূপ উপদেশের আবশ্যক হইয়াছে; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সামানাধিকরণ্য বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধের উপদেশেও যে সেই কল্পিত ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে না; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, পৃথক্ পৃথক্ দুইটী প্রকার বা বিশেষধর্ম্ম না থাকিলে যখন সামানাধিকরণ্যই হইতে পারে না; তখন তাদৃশ দ্বিবিধ প্রকার-(ধর্ম্ম) যুক্ত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধটী ব্রহ্মের একত্ব ব্যবহারের অনুকূল না হইয়া বরং প্রতিকূলই হইতে পারে ॥

আর ভেদাভেদবাদেও যখন ব্রহ্মেই উপাধিসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, এবং সেই উপাধি-সম্বন্ধ বশতই যখন জীবের জীবত্ব উপস্থিত হয়; তখন জীবগত কামাদি দোষরাশি ব্রহ্মেও সংক্রামিত হইতে পারে। অতএব, উক্ত বিরোধ বশতই সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ সঙ্গত হইতে পারে না; কাজেই ঐ সকল উপদেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়।

আর ভেদাভেদবাদীরা যখন ব্রহ্মের জীবভাবকে স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তখন জীবগত গুণ ও দোষ, উভয়কেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, তাহাদের মতে স্বভাবশুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত যে, সদোষ জীবের তাদাত্ম্য বা অভেদোপদেশ; তাহা ত নিতান্তই বিরুদ্ধ; সুতরাং পরিত্যাগের যোগ্য। আর যাহারা কেবল ভেদ-বাদী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের কিছুমাত্র অভেদ স্বীকার করে না, তাহাদের মতে ত অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না; এই কারণেই ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ অসম্ভব হয়। অতএব "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ মানিতে হইলে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হয় ॥ ১১২ ॥

(*) তৎপ্রযুক্ত জীবগতদোষাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) হ্যেকদা পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধা এব' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(§) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো ন সম্ভবতীতি' ইতি [illegible]

নিখিলোপনিষৎপ্রসিদ্ধং কৃৎস্নস্য ব্রহ্মশরীরভাবমাতিষ্ঠমানৈঃ কৃৎস্নস্য (*) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ সর্বে সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি। জাতি-গুণয়োরিব দ্রব্যাণামপি শরীরভাবেন বিশেষণত্বেন 'গৌরশ্বো মনুষ্যো দেবো জাতঃ পুরুষঃ (†) কর্মভিঃ' ইতি সামানাধিকরণ্যং লোক-বেদয়োর্মুখ্যমেব দৃষ্টচরম্। জাতি-গুণয়োরপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব 'ষণ্ডো গৌঃ, শুক্লঃ পটঃ' ইতি (‡) সামানাধিকরণ্য-নিবন্ধনম্। মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টপিণ্ডানামপ্যাত্মনঃ প্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ 'মনুষ্যঃ পুরুষঃ ষণ্ডো যোষিদাত্মা জাতঃ' ইতি সামানাধিকরণ্যং সর্বত্রানুগতমিতি (§) প্রকারত্বমেব সামানাধিকরণ্য-নিবন্ধনম্; ন পরস্পরব্যাবৃত্তা (¶) জাত্যাদয়ঃ। স্বনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যাণাং কদাচিৎ কচিদ্দ্রব্যবিশেষণত্বে মত্বর্থীয়ঃ প্রত্যয়ো 'দণ্ডী কুণ্ডলী' ইতি

১১৩। পক্ষান্তরে, যাহারা (আমরা) সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি অনুসারে সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্ম-শরীর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মতে ব্রহ্মাত্মভাববোধক উপদেশ গুলি অতি উত্তমরূপেই সমর্থিত হইতে পারে। মনুষ্যত্বাদি জাতি এবং শুক্লাদি গুণ-সমূহ যেরূপ বিশেষণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রব্যসমূহও শরীররূপে আত্মার বিশেষণ হইতে পারে; হইতে পারে বলিয়াই 'পুরুষ (আত্মা) স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা গো, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছে;' ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য ঘটিত প্রয়োগগুলি কি লোক-ব্যবহার, কি বেদ-প্রয়োগ, সর্ব্বত্রই মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। 'ষণ্ড (ষাঁড়) গো', 'শুক্ল বস্ত্র' ইত্যাদি স্থানে যে, ষণ্ডত্ব জাতি ও শুক্ল গুণ দ্রব্যরূপী গো ও বস্ত্রের বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হয়, জাতি ও গুণের দ্রব্য-বিশেষণত্ব-নিয়মই তাহার কারণ। আর মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিণ্ড, তাহাও আত্মার প্রকার বা বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়াথাকে। 'আত্মা—মনুষ্য, পুরুষ, ষণ্ড ও স্ত্রীরূপে জন্মিয়াছে'; ইত্যাদি স্থলে যে, আত্মার সহিত দেহ-পিণ্ডের সামানাধিকরণ্য-ব্যবহার অব্যাহতভাবে চলিয়া থাকে, দ্রব্যের বিশেষণত্ব-নিয়মই সেই সামানাধিকরণ্য-ব্যববহারের কারণ; কিন্তু পরস্পরব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি ধর্ম্মসকল এই সামানাধিকরণ্যের কারণ নহে। কথনওবা স্থলবিশেষে দ্রব্য সমূহই বিশেষণরূপে অপর দ্রব্যে আশ্রিত থাকিয়া মত্বর্থীয় প্রত্যয়-সহযোগে প্রযুক্ত হয়। যথা,—দণ্ডী, কুণ্ডলী। 'দণ্ড' ও 'কুণ্ডল' দুইটী স্বতন্ত্র দ্রব্য, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্নাকার-প্রতীতির বিষয় হইয়াও এখানে

(*) ব্রহ্মতাদাত্ম্যভাব' ইতি (গ) পাঠঃ।　(†) জাতঃ কর্মভিঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তথা সামানা—' ইতি (খ) পাঠঃ।　(§) যোষিদ্বা আত্মা' ইতি (খ) পাঠঃ।

(¶) অনুস্যূতমিতি' ইতি (গ) পাঠঃ।　(||) ব্যাবৃত্ত্যা' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

দৃষ্টঃ; (*) ন পৃথক্‌প্রতিপত্তিস্থিত্যনর্হাণাং দ্রব্যাণাং তেষাং বিশেষণত্বং সামানাধিকরণ্যাবসেয়মেব।

যদি 'গৌরশ্বো মনুষ্যো দেবঃ পুরুষো যোষিৎ ষণ্ড আত্মা কর্ম্মভির্জাতঃ', ইত্যত্র 'ষণ্ডো (†) মুণ্ডো গৌঃ', 'শুক্লঃ পটঃ' 'কৃষ্ণঃ পটঃ' ইতি জাতি-গুণ-বদাত্ম-প্রকারত্বং মনুষ্যাদিশরীরাণামিষ্যতে। তর্হি জাতি-ব্যক্ত্যোরিব প্রকার-প্রকারিণোঃ শরীরাত্মনোরপি নিয়মেন সহপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। ন চৈবং দৃশ্যতে। ন হি নিয়মেন গোত্বাদিবদাত্মাশ্রয়তয়ৈবাত্মনা সহ মনুষ্যাদি-শরীরং পশ্যন্তি। অতো মনুষ্য আত্মেতি (‡) সামানাধিকরণ্যং লাক্ষণিকমেব॥

নৈতদেবম্; মনুষ্যাদিশরীরাণামপ্যাত্মৈকাশ্রয়ত্বং তদেকপ্রয়োজনত্বং তৎপ্রকারত্বঞ্চ জাত্যাদিতুল্যম্। আত্মৈকাশ্রয়ত্বম্-আত্মবিশ্লেষে শরীরবিনাশাদবগম্যতে। আত্মৈকপ্রয়োজনত্বঞ্চ—(§) তত্তৎকর্ম্মফলভোগার্থতয়ৈব

অপরের (দণ্ড ও কুণ্ডলধারীর) বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিশেষণভাবটীও কথিত সামানাধিকরণ্য বলেই ব্যবস্থাপিত করিতে হয়॥

আশঙ্কা হইতে পারে, 'ষণ্ড (ষাঁড়) গো',' এস্থলে যেমন ষণ্ডত্ব জাতিটী গোর বিশেষণ হইয়াছে, এবং 'শুক্ল পট' ও 'কৃষ্ণ পট,' এই স্থলে শুক্ল ও কৃষ্ণ-গুণ যেমন পটের বিশেষণ হইয়াছে, 'পুরুষ কর্ম্মফলে গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেবতা, যোষিৎ বা ষণ্ড (ষাঁড় অথবা ক্লীব) হইয়াছে'; এই সকল ব্যবহারস্থলেও যদি তেমনি মনুষ্যাদি শরীরকে আত্মার বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন মনুষ্যত্বাদি জাতি ও মনুষ্যাদি ব্যক্তির ন্যায় প্রকার (বিশেষণ) শরীর ও প্রকারী (বিশেষ্য) আত্মারও নিত্যই সহপ্রতিপত্তি অর্থাৎ সহাবস্থান ও একসঙ্গে প্রতীতি হইতে পারে? অথচ এরূপ (প্রতীতি) কখনও দেখা যায় না। গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ মনুষ্যাদি শরীরকে কেহ কখনও আত্মাশ্রয় বা আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্যবহার করে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, 'মনুষ্যই আত্মা' অথবা 'আত্মাই মনুষ্য,' এইরূপে যে আত্মা ও শরীরের অভেদব্যবহার, উহা লাক্ষণিক (গৌণ) ভিন্ন আর কিছুই নহে॥

না,—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পাবে না; জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি-শরীরও একমাত্র আত্মাশ্রিত, আত্ম-প্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে, আত্মাতে আশ্রিত, ইহা আত্ম-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বিনাশদর্শনেই বুঝিতে পারা যায়। আত্ম-কৃত বিশেষ-বিশেষ কর্ম্মফল-ভোগের জন্যই যে, শরীরের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব (বর্ত্তমান

(*) প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (খ) পুস্তকে তু 'দৃষ্ট'-পদমেব নাস্তি।

(†) ষণ্ড' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) মনুষ্যাত্মা' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) তৎ-কর্ম্মফল' ইতি (খ) পাঠঃ।

সদ্ভাবাৎ। তৎপ্রকারত্বমপি দেবো মনুষ্য ইত্যাত্মবিশেষণতয়ৈব প্রতীতেঃ। এতদেব হি গবাদিশব্দানাং ব্যক্তিপর্যন্তত্বে হেতুঃ। এতৎস্বভাববিরহাদেব দণ্ডাদীনাং বিশেষণত্বে 'দণ্ডী' 'কুণ্ডলী' ইতি মত্বর্থীয়ঃ প্রত্যয়ঃ। দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানামাত্মৈকাশ্রয়ত্ব-তদেকপ্রয়োজনত্ব-তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ (*) 'দেবো মনুষ্য আত্মা' ইতি লোক-বেদয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন ব্যবহারঃ। জাতি-ব্যক্ত্যোর্নিয়মেন সহপ্রতীতিরুভয়োশ্চাক্ষুষত্বাৎ; আত্মনস্ত্বচাক্ষুষত্বাচ্চক্ষুষা শরীরগ্রহণবেলায়ামাত্মা ন গৃহ্যতে। পৃথগ্-গ্রহণযোগ্যস্য প্রকারতয়ৈকস্বরূপত্বং দুর্ঘটমিতি মা বোচঃ। জাত্যাদিবৎ তদেকপ্রয়োজনত্ব-তদ্বিশেষণত্বৈঃ শরীরস্যাপি তৎপ্রকারতৈকস্বভাবত্বাবগমাৎ। সহোপলম্ভ-নিয়মস্ত্বেকসামগ্রীবেদ্যত্বনিবন্ধন ইত্যুক্তম্। যথা চক্ষুষা পৃথিব্যা-

---

থাকা,) তাহাতেই শরীরের আত্ম-প্রয়োজনাধীনতা সমর্থিত হয়। আত্মাই দেবতা ও মনুষ্য (হয়,) ইত্যাদি ব্যবহার-দর্শনেই জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীর গুলি আত্মারই প্রকার বা বিশেষণ (ধর্ম্ম)। গবাদি-শব্দে যে, কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তিকেও বুঝায়, উল্লিখিত আত্মৈকাশ্রয়ত্ব প্রভৃতিই তাহার কারণ। আর এইরূপ সম্বন্ধ না থাকায়ই দণ্ড-কুণ্ডলাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও মত্বর্থীয় প্রত্যয় (ইন্ প্রভৃতি) যোগে-'দণ্ডী' 'কুণ্ডলী' ইত্যাদিরূপে উহাদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সাধনকরিতে হয়। আর দেব-মনুষ্যাদি-শরীর গুলি স্বভাবতই আত্মাতে আশ্রিত, আত্মারই প্রয়োজনে প্রযোজিত এবং আত্মারই বিশেষণ; এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগে 'দেবাত্মা' ও 'মনুষ্যাত্মা,' এইরূপ সামানাধিকরণ্যে (অভেদ রূপে) ব্যবহার হইয়াথাকে। জাতি ও মনুষ্যাদি দেহ, উভয়ই চক্ষুগ্রাহ্য সুতরাং সর্ব্বদাই তদুভয়ের একত্র প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, আত্মা চাক্ষুষ (চক্ষুর গ্রাহ্য) নহে, এই কারণে চক্ষুদ্বারা দর্শনের সময় কেবল শরীরই দৃষ্ট হয়, আত্মা দৃষ্ট হয় না, [ঐই কারণে সর্ব্বদা উভয়ের অভেদ প্রতীতি না হইয়া, পৃথক্ প্রতীতি হয়] আর যে, পৃথক্ প্রতীতিগম্য পদার্থের প্রকারতা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যে দুইটী পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয়, তদুভয়ের মধ্যে একটী কখনও অপরটীর প্রকার বা বিশেষণ হইতে পারে না; একথা বলিতে পার না কেন না, একমাত্র আত্মার আশ্রিত থাকায়-আত্মার প্রয়োজন-সাধনে নিযুক্ত থাকায়—এবং আত্মারই বিশেষণভাবে ব্যবহার হওয়ায় ঠিক জাত্যাদি পদার্থেরই মত শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব বুঝিতে পারা যায় যেখানে উভয়েরই প্রত্যক্ষ-কারণ এক, সেখানেই সহোপলম্ভের নিয়ম, অর্থাৎ সেখানেই উভয়ের এক সঙ্গে প্রতীতি অবশ্যম্ভাবিনী; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেমন গন্ধ ও রস পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইলেও চক্ষু দ্বারা পৃথিবী-দর্শন সময়ে তাহার স্বাভাবিক

(*) দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাম্' ইত্যাদিঃ, স্বভাবাৎ' ইত্যন্তোহংশঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে। (ঙ) পুস্তকে তু—তদেকপ্রয়োজনত্বাৎ, তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ' ইতি ভিন্নপ্রকারঃ পাঠ উপলভ্যতে।

দের্গন্ধরসাদিসম্বন্ধিত্বং স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে, এবং চক্ষুষা গৃহ্যমাণং শরীরমাত্মপ্রকারৈকস্বভাবমপি ন তথা গৃহ্যতে ; আত্ম-গ্রহণে চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাৎ। নৈতাবতা শরীরস্য তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ। তৎ-প্রকারৈকস্বভাবত্বমেব সামানাধিকরণ্যনিবন্ধনম্। আত্মপ্রকারতয়া প্রতি-পাদনসমর্থস্তু শব্দঃ সহৈব প্রকারতয়া প্রতিপাদয়তি ॥১১৩॥

ননু চ, শাব্দেঽপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহ্যতে, ইতি নাত্মপর্যন্ততা শরীরশব্দস্য। নৈবম্ ; আত্মপ্রকারভূতস্যৈব শরীরস্য পদার্থতা-বিবেকপ্রদর্শনায় নিরূপণাৎ (৬) নিষ্কর্ষক শব্দোঽয়ম্ ; যথা গোত্বং শুক্লত্বমাকৃতির্গুণ ইত্যাদিশব্দাঃ। অতো গবাদিশব্দবৎ দেবমনুষ্যাদিশব্দা-

---

গুণ, গন্ধ ও রস দৃষ্ট হয় না ; [কারণ, গন্ধ ও রস চক্ষুর গ্রাহ্য নহে], তেমনি শরীর স্বভাবতঃ আত্মার বিশেষণীভূত হইলেও চক্ষুর দ্বারা শরীর-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসংসৃষ্ট আত্মার দর্শন হয় না ; কারণ, আত্ম-দর্শনে চক্ষুর সামর্থ্য নাই। সুতরাং একসঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়াই শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রকারতার (আত্ম-বিশেষণভাবের) অভাব হইতে পারে না। আর আত্ম-বিশেষণ বলিয়াই শরীর ও আত্মার অভেদ-প্রয়োগ হয়। শব্দই শরীরের আত্ম-বিশেষণত্ব-প্রতিপাদনে সমর্থ ; এই কারণে শব্দই শরীরকে আত্মার বিশেষণ-রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

১১৪। ভাল, শব্দব্যবহারেও ত দেখা যায়, 'শরীর'শব্দে কেবল দেহমাত্র অর্থই বুঝায়, আত্মপর্য্যন্ত অর্থ বুঝাইতে ত কোথাও দেখা যায় না। না,—এ কথাও হইতে পারে না ; শরীর যে, আত্মার বিশেষণভাবেই পদার্থ-সংজ্ঞা লাভ করে, [আত্ম-বিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না.] 'শরীর' শব্দটী তাহারই নিষ্কর্ষক বা পরিচায়ক মাত্র ; সুতরাং আত্মপর্য্যন্ত অর্থ স্বীকার না করিলে উহার কোনরূপ ব্যবহারই চলিতে পারিত না। [কেবল যে, শরীর শব্দেই এইরূপ, তাহা নহে,] গোত্ব, শুক্লত্ব, আকৃতি (চেহারা) ও গুণ প্রভৃতি বাচক শব্দও এইরূপ বিশেষণভাবে বিশেষ্য পর্য্যন্ত অর্থ প্রতীতি করিয়া থাকে (৭৮)। অতএব, গবাদি শব্দের ন্যায় দেব-মনুষ্য প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মাকে পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে।

---

(৬) 'নিরূপকাণাং' ইতি (ক, খ) পাঠঃ। 'নিষ্কর্ষ-' ইতি (গ) পাঠঃ।

(৭৮) তাৎপর্য্য,—জাতিবাচক গোত্ব প্রভৃতি শব্দ ও গুণ-বাচক শুক্লত্ব প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও আপাততঃ জাতি ও গুণমাত্র অর্থ বুঝায় সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল শব্দ জাতি ও গুণের আশ্রয়রূপে বিশেষ্য পর্য্যন্ত অর্থই বুঝায়। 'গোত্ব' বলিলেই গোত্ববিশিষ্ট গোর প্রতীতি না হইলে যেন বাক্যার্থের বিশ্রামই হয় না ; 'শুক্ল' বলিলেও গুণের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রয়ীভূত ঘটপটাদি কোন একটী বিশেষ্য পদার্থের প্রতীতি না হইলে ঐ বাক্য অসমাপ্ত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ শরীর-শব্দে যেমন শরীর অর্থ বুঝায়, তেমনি তদাশ্রয়রূপে আত্মাকেও বুঝায়, এবং শরীর বলিলেই প্রতীতি হয় যে, উহা আত্মার একটী প্রকার বা বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং শরীর বলিলে যেমন দেহের প্রতীতি হয়, তেমন তদাশ্রয়রূপে আত্মারও প্রতীতি হইয়া থাকে।

আত্মপর্যন্তাঃ। এবং দেবমনুষ্যাদি-পিণ্ডবিশিষ্টানাং জীবানাং পরমাত্ম-শরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাৎ জীবাত্মবাচিনঃ শব্দাঃ পরমাত্মপর্যন্তাঃ। অতঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকারতয়ৈব চিদচিদ্বস্তুনঃ পদার্থত্বমিতি তৎসামানাধিকরণ্যেন প্রয়োগঃ। অয়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে সমর্থিতঃ। ইদমেব শরীরাত্মভাব-লক্ষণং তাদাত্ম্যম্ (চ) "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।" [ব্রহ্ম সূ০ ৪।১।৩] ইতি বক্ষ্যতি। "আত্মেত্যেব তু গৃহ্ণীয়াৎ" ইতি চ বাক্য-কারঃ (৩৯)।

অত্রেদং তত্ত্বম্,— অচিদ্বস্তুনশ্চিদ্বস্তুনঃ পরস্য চ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন ভোক্তৃত্বেন চেশিতৃত্বেন স্বরূপবিবেকমাহুঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ,—

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্॥" [শ্বেতাশ্ব০, ৪।৯-১০] "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ। ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।" [শ্বেতাশ্ব০,

---

এইরূপ, দেব-মনুষ্যাদি দেহধারী জীব-নিবহও পরমাত্মার শরীরস্থানীয়; সুতরাং জীব-বোধক শব্দসমূহও পরমাত্মাকে পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে। অতএব, স্বয়ং জড়ময় বস্তু-সমষ্টি পরব্রহ্মের বিশেষণভাবেই বস্তুত্ব লাভ করে; এই হেতু পরব্রহ্মের সহিত জগতের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ-প্রয়োগ হইয়া থাকে, (কিন্তু এ প্রয়োগ উভয়ের একত্বনিবন্ধন নহে)। এই বিষয়টী বেদার্থ-সংগ্রহনামক গ্রন্থে সমর্থন করা হইয়াছে। 'মুক্ত পুরুষেরা ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া প্রাপ্ত হন, এবং শ্রুতিও এইভাব জ্ঞাপন করিতেছেন।' এই সূত্রে স্বয়ং সূত্রকারও এই শরীরাত্মভাবরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদই নির্দ্দেশ করিবেন। বাক্যকারও বলিয়াছেন যে, 'ব্রহ্মকে 'আত্মা' বলিয়াই গ্রহণ করিবে।'

ইহার গূঢ় রহস্য এই,—জগতে ত্রিবিধ পদার্থ আছে,—(১) অচিৎ (জড়), (২) চিৎ (জীব), এবং (৩) পরব্রহ্ম। তন্মধ্যে, অচিৎ জড়—ভোগ্য, চিৎ—ভোক্তা, আর পরব্রহ্ম তৎসমুদয়ের পরিচালক—ঈশ্বর। এইরূপে কতকগুলি শ্রুতি অচিৎ, চিৎ ও পরব্রহ্মের স্বরূপগত বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুতি এই—'মায়াধীশ্বর ব্রহ্ম ইহা হইতেই এই জগৎ-সৃষ্টি করেন; সেই জগতেই আবার জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়। মায়াকে প্রকৃতি (জগতের উপাদান) বলিয়া এবং মায়ীকে (ব্রহ্মকে) মহেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে।' 'ক্ষর অর্থাৎ বিকারশীল পদার্থ সকল প্রধান বা প্রকৃতিস্বরূপ, আর হরই অমৃত অক্ষর স্বরূপ। এক (অদ্বিতীয়) দেব (পরমেশ্বর) সেই ক্ষর ও অক্ষর—আত্মাকে শাসনে রাখেন। এই

(চ) 'ভাবতাদাত্ম্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(৩৯) ব্রহ্মসূত্রস্য বৃত্তিকারঃ 'বাক্যকার'-নাম্না প্রসিদ্ধঃ।

১।১০]। "অমৃতাক্ষরং হরঃ" ইতি ভোক্তা নির্দিশ্যতে। প্রধানমাত্মনো ভোগ্যত্বেন হরতীতি হরঃ। "স কারণং করণাধিপাধিপঃ, ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৯]। "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগু´-ণেশঃ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।১৬]। "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।" [মহানারায়ণ০, ১১।৩]। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" [শ্বেতাশ্ব০, ১।৯]। "নিত্যো নিত্যানাম্, চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।" [কঠ০, ৫।১৩]। "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।" [শ্বেতাশ্ব০, ১।১২]। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" মুণ্ড০, [৩।১।১]।

"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি।" [শ্বেতাশ্ব০, ১।৬]

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্, বহ্বীং প্রজাং (ছ) জনয়ন্তী সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"

[মহানারায়ণ০, ১০।৫]।

শ্রুতিতে 'অমৃতাক্ষর হর' কথায় ভোক্তা—জীবের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেন না, স্বীয় ভোগের জন্য প্রধান (ক্ষর—জগৎকে) হরণ অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত করেন: এই কারণে ভোক্তাকে 'হর' বলা হইয়া থাকে। 'তিনি (পরমেশ্বর) সকলের কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতি আত্মারও অধিপতি, ইঁহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।' 'তিনি প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) পতি এবং ত্রিগুণের ঈশ্বর।' 'তিনি বিশ্ব-পতি, আত্মার ঈশ্বর, নিত্য-একরূপ, কল্যাণময় ও অচ্যুত, অর্থাৎ অবিকৃতস্বভাব।' 'অজ (জন্মরহিত), পদার্থ দুইটী; তন্মধ্যে একটী জ্ঞ (চেতন), অপরটী অজ্ঞ (অচেতন), এবং একটী প্রভু, অপরটী অধীন। 'যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন (চৈতন্যসম্পাদক), এবং যিনি এক হইয়াও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু বিধান করেন।' 'ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও সংপ্রেরক ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া—তাহাদের—উভয়ের মধ্যে একটী (জীব) সুস্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না, কেবল সাক্ষিরূপে উহা দর্শন করেন মাত্র।' 'জীব আপনা হইতে পৃথক্ ও প্রেরক ঈশ্বরকে মনন করিয়া এবং তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।' 'নিজের অনুরূপ, বহুপ্রকার (বস্তুর) সৃষ্টি-কারিণী, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণ, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা, জন্মরহিত ও এক প্রকৃতিকে একটী অজ (আত্মা) প্রীতিপূর্ব্বক অনুসরণ করে, অর্থাৎ সংসারী হয়; অপর অজ (মুক্ত আত্মা) যথোপযুক্ত ভোগ শেষ করিয়া ইহাকে (প্রকৃতিকে) পরিত্যাগ করেন।' 'জীব পরমাত্মার

(ছ) বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তী' ইতি (গ) পাঠঃ।

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি (*) বীতশোকঃ॥"
শ্বেতাশ্ব০, ৪।৭] ইত্যাদ্যাঃ।

স্মৃতাবপি—"অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্॥
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" [গীতা০, ৭।৪-৫]
"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্॥
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ॥
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।" [গীতা০, ৯।৭-৮]
"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥" [গীতা০, ৯।১০]
"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি॥" [গীতা০, ১৩।১৯]
"মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥" [গীতা০, ১৪।৩] ইতি॥

সঙ্গে একই দেহ-বৃক্ষে আশ্রিত থাকিয়া অনৈশ্বর্য্য-নিবন্ধন মোহগ্রস্ত হইয়া শোক-দুঃখ ভোগ করে।' 'আরাধিত বা প্রীতিসম্পন্ন [জীব] অপর (নিজ হইতে পৃথক্) ঈশ্বরকে যখন দর্শন করিতে পারে, তখন বীত-শোক হইয়া তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হয়।' ইত্যাদি॥

স্মৃতিতেও আছে, '[পঞ্চভূত, মনঃ, বুদ্ধি ও] অহঙ্কার, এই অষ্টধা বিভক্ত আমার প্রকৃতি, পরন্তু ইহা আমার অপরা (বহিরঙ্গ) প্রকৃতি। হে মহাবাহো—অর্জ্জুন! জানিও এতদ্ভিন্ন আমার আরও একটী 'পরা' প্রকৃতি আছে, তাহা জীবস্বরূপ এবং তাহা দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত (রক্ষিত আছে)।' 'হে কুন্তিনন্দন! কল্প-ক্ষয়ে (সৃষ্টির নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হইলে) সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং কল্পের প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সকল ভূতকে সৃষ্টি করি। আমি আমার প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অধীন এবং কর্ম্ম-পরতন্ত্র এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।' 'প্রকৃতি আমারই প্রেরণায় চরাচরাত্মক জগৎ প্রসব করে। হে কুন্তিনন্দন! এই কারণেই এই জগৎ চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও।' 'আমার অভিব্যক্তিস্থান যে মহৎ ও ব্রহ্ম (ব্যাপক প্রকৃতি), তাহাতে আমি সর্ব্বভূতের গর্ভ (বীজভাব) স্থাপন করি। হে ভারত, তাহা হইতেই

(*) মহিমানমিতরো' ইতি (খ) পাঠস্ত প্রামাদিকঃ।

জগদ্‌যোনিভূতং মহদ্ ব্রহ্ম মদীয়ং প্রকৃত্যাখ্যং ভূতসূক্ষ্মমচিদ্বস্তু যৎ; তস্মিন্ চেতনাখ্যং গর্ভং সংযোজয়ামি। ততো মৎকৃতাচ্চিদচিৎসংসর্গাৎ দেবাদিস্থাবরান্তানামচিন্মিশ্রাণাং সর্বভূতানাং সম্ভবো ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৪॥

এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপেণাবস্থিতয়োঃ সর্বাবস্থাবস্থিতয়োশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষ-শরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্বেন তদপৃথক্‌স্থিতিং পরমপুরুষস্য চাত্মত্ব-মাহুঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ,—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি" ইত্যারভ্য,—"য-আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্, য-আত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি। তথা, "যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ" ইত্যারভ্য-(*) "যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব-

---

সর্ব্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে।' ভগবান্ বলিতেছেন—'মদীয় প্রকৃতিসংজ্ঞক যে, ভূত-সূক্ষ্মরূপ জড় বস্তু; তাহাতেই আমি চেতনাত্মক গর্ভ সংযোজিত করি। আমার কৃত সেই চেতনাচেতন সম্বন্ধ বশতই দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত, চেতনাচেতন-সমন্বিত সর্ব্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে; ইহাই শেষ শ্লোকের অর্থ ॥ ১১৪ ॥

১১৫। চেতন জীবসমূহ ভোক্তা, আর অচেতন জড়বর্গ তাহাদের ভোগ্য; এইপ্রকার ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে অবস্থিত এবং সর্ব্বাবস্থায় একরূপে বর্ত্তমান চিৎ ও অচিৎ বস্তুসমূহ, যখন পরম পুরুষ ভগবানেরই শরীর, এবং শরীর বলিয়াই তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয়; তখন তাঁহা হইতে এ সকলের পৃথক্‌রূপে অবস্থান করিবারও শক্তি নাই; এইকারণে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রুতি সেই পরমপুরুষকে 'আত্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই যাঁহার শরীর, এবং যিনি [পৃথিবীর] অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযমিত করেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যিনি আত্মাতে থাকেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহার শরীর, অথচ আত্মা যাঁহাকে জানে না; যিনি [আত্মার] অভ্যন্তরে থাকিয়া (অন্তর্যামিরূপে) আত্মাকে (জীবকে) পরিচালিত করেন; সেই অন্তর্যামী অমৃত পুরুষই তোমার আত্মা।' ইতি। আরও আছে,—'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর, এবং পৃথিবী যাঁহাকে জানে না,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর এবং মৃত্যু যাঁহাকে জানে না; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ,

---

(*) যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ' ইত্যংশঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

ভূতা(*)ন্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।" [সুবাল০, ৭]। অত্র মৃত্যুশব্দেন তমঃশব্দবাচ্যং সূক্ষ্মাবস্থমচিদ্বস্তু অভিধীয়তে; অস্যামেবোপনিষদি—"অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে" ইতি বচনাৎ। "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা," [যজুরারণ্যক০, ৩ প্রঃ, ১১।২১]।

এবং সর্বাবস্থাবস্থিত-চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব কার্যাবস্থ-কারণাবস্থ-জগদ্রূপেণাবস্থিত ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশ্চন শ্রুতয়ঃ কার্যাবস্থং কারণাবস্থঞ্চ জগৎ স এবেত্যাহুঃ;—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি, "তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যারভ্য—"সন্মূলাঃ" সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্। তৎ সত্যম্। স আত্মা। তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি [ছান্দো০, ৬।২,।১৮,৬]। তথা "সোঽকাময়ত

অলৌকিক, দ্যুতিসম্পন্ন এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ।' এখানে 'মৃত্যু' শব্দে 'তমঃ'-শব্দবাচ্য ভূতসূক্ষ্মরূপে অবস্থিত অচিৎ পদার্থ (জড়বস্তু) অভিহিত হইয়াছে। কারণ, এই 'সুবাল' উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত ভূতসকল অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর আবার তমে অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতে বিলীন হয়। আরও আছে,—সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ ভগবান্ [সকলের] অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জনগণের শাসন করিয়া থাকেন।'

এই প্রকারে দেখা যায়, চেতন ও অচেতন পদার্থসমূহ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, পরমপুরুষ পরমাত্মার শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ঐ সকল পদার্থকে তাঁহার প্রকার বা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। [ধর্ম্ম যখন ধর্ম্মী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে, তখন] চেতনাচেতনময় জগৎ কার্য্যাবস্থায়ই থাকুক আর কারণাবস্থায়ই থাকুক, পরমপুরুষ-পরমাত্মা নিশ্চয়ই জগৎ-রূপে অবস্থান করেন; এই তাৎপর্য্য জ্ঞাপনার্থই কতকগুলি শ্রুতি কার্য্য ও কারণাবস্থ জগৎকে পরমপুরুষ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ পরমাত্মা ও জগতের অভেদ খ্যাপন করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুতি এই,—'হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে ছিল। সেই সৎ-ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—'আমি বহু হইব এবং জন্মিব। তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত হইয়াছে যে,—'হে সোম্য! সৎ-ব্রহ্মই জায়মান সমস্ত পদার্থের মূল বা উৎপত্তির কারণ, আশ্রয় ও বিলয় স্থান। এই সমস্ত জগৎই এই সৎস্বরূপ; তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা; হে শ্বেতকেতো! তুমিও সেই আত্মস্বরূপ।' আরও আছে,—'তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব,

---

(*) সর্ব্বভূতাত্ম' ইতি (গ) পাঠঃ।

—বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইতি। “স তপোঽতপ্যত; স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত” ইত্যারভ্য—“সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [তৈত্তি০, ৬।২-৩] ইত্যাদ্যাঃ।

অত্রাপি শ্রুত্যন্তরসিদ্ধশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষস্য চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ। “হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি। “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [ছান্দো০, ৬।৩.২] ইতি চ। “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য” ইতি জীবস্য ব্রহ্মাত্মকত্বং—“তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ”, “বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাদাত্ম-শরীরভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে। এবম্ভূতমেব নাম-রূপব্যাকরণং “তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইত্যত্রাপ্যুক্তম্। অতঃ কার্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূল-

---

জন্মিব, তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন; তিনি তপস্যা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য ও অসত্য হইয়াছিলেন।’ ইত্যাদি॥

অপরাপর শ্রুতিতে যে, চিৎ, অচিৎ ও পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিবেক, অর্থাৎ স্বরূপগত পার্থক্য সমর্থিত হইয়াছে; তাহাই এই ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—‘আমি (পরমেশ্বর) এই জীবাত্মরূপে এই ভূতত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকৃতি) প্রকটিত করিব।’ ইতি। এবং ‘তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ (পরোক্ষ) ও ত্যৎ (অপরোক্ষ) হইলেন। বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (জড়পদার্থ) এবং সত্য ও অনৃত স্বরূপ (মিথ্যা) হইলেন।’ ইতি।' এখানে ‘তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সৎ ও ত্যৎরূপ ধারণ এবং বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকটনে’র উল্লেখ থাকায়—বুঝা যায় যে, ‘এই জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া—’এই শ্রুতিতেও ঠিক সেই অর্থই উক্ত হইয়াছে; অতএব বুঝিতে হইবে, জীবের যে ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়াছে; জীবও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবই তাহার একমাত্র কারণ; নচেৎ উভয় শ্রুতির একার্থতা রক্ষা পায় না। আর, ‘তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই জগৎ অব্যাকৃতভাবে বা সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল; অনন্তর তাহাই নাম ও রূপে অভিব্যক্ত হইল।’ এই শ্রুতিতেও ঐরূপ নাম-রূপাভিব্যক্তির কথাই স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কার্য্যরূপে বা কারণরূপে অবস্থিত, স্থূল-সূক্ষ্ম ও চেতনাচেতন বস্তু-

সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরঃ পরমপুরুষ এবেতি কারণাৎ (*) কার্যস্যানন্যত্বেন কারণ-বিজ্ঞানেন কার্যস্য বিজ্ঞাততয়া এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানঞ্চ সমীহিতমুপপন্নতরম্। (†) "অহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি, "তিস্রো দেবতাঃ" ইতি সর্বমচিদ্বস্তু নির্দিশ্য তত্র স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেন নাম-রূপব্যাকরণবচনাৎ সর্ব্বে বাচকাঃ শব্দা অচিজ্জীববিশিষ্ট-পরমাত্মন এব বাচকা ইতি কারণাবস্থ-পরমাত্মবাচিনা শব্দেন কার্যবাচিনঃ শব্দস্য সামানাধিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তম্। অতঃ স্থূলসূক্ষ্ম-চিদচিৎপ্রকারকং ব্রহ্মৈব কার্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ। সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্মৈব কারণমিতি ॥

সমূহ পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই শরীর। [অতএব, তিনি কারণ, জগৎ তাঁহার কার্য্য।] কার্য্য কখনই কারণ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন নহে; কাজেই কারণস্বরূপ ভগবানকে জানিলেই তাংকার্য্য সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে; সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান, যাহা অভিলষিত, তাহাও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন বা সমর্থিত হয়। "অহম্ ইমাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি "তিস্রো দেবতাঃ" ইত্যাদি পদ দ্বারা (‡) সমস্ত জড়পদার্থের নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতেই আবার স্বস্বরূপ জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বাচক বা অর্থবোধক শব্দ মাত্রই যে-কোনরূপেই হউক, নিশ্চয়ই পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে, (নচেৎ সর্ব্বভাবাপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যায়)। অতএব, কারণাবস্থাপন্ন পরমাত্মবোধক শব্দের ('তৎ' প্রভৃতি পদের) সহিত কার্য্যাবস্থাবোধক শব্দের (জীব-বোধক 'ত্বং' প্রভৃতি পদের) সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি অবাধে উপপন্ন হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই ব্রহ্মের প্রকার বা ধর্ম (অবস্থাবিশেষ), ব্রহ্ম নিজেই কার্য্য ও কারণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগতের উপাদান কারণরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব, সূক্ষ্মই হউক, আর চেতনই হউক, কিংবা অচেতনই হউক, সেই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্মই তৎসমুদয়ের কারণ; অপর কোনও কারণ নাই।

(*) কার্য্যাৎ কারণস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) (ক, খ) পুস্তকয়োঃ 'হন্তাহম্' ইতি পাঠো দৃশ্যতে, টীকায়াস্তু নৈবমুপপভ্যতে; অতঃ (ঘ) পুস্তকসম্মতঃ পাঠএব পরিগৃহীতঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—ছান্দোগ্যোপনিষদে "তিস্রঃ দেবতাঃ" কথার অর্থ—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, এই ভূতত্রয়। যদিও এখানে তিনটী মাত্র ভূতের উৎপত্তির কথা থাকুক, তথাপি তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঞ্চভূতেরই উৎপত্তির কথা আছে। তাহার সহিত সমানার্থ রক্ষার জন্য এখানেও 'তিস্রঃ' পদেরই 'পঞ্চ' অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকায় জড় ভূতকেও 'দেবতা' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাদানত্বেঽপি সজ্যাতস্যোপাদানত্বেন চিদচিতোর্ব্রহ্মণশ্চ স্বভাবাসঙ্করোঽপ্যুপপন্নতরঃ। যথা—শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণতন্তু-সজ্যাতোপাদানত্বেঽপি চিত্রপটস্য তত্তত্তন্তুপ্রদেশ এব শৌক্ল্যাদিসম্বন্ধ ইতি কার্যাবস্থায়ামপি ন সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্করঃ, তথা চিদচিদীশ্বরসজ্যাতোপাদানত্বেঽপি জগতঃ কার্যাবস্থায়ামপি ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্বাদ্যসঙ্করঃ। তন্তূনাং পৃথক্ (*) স্থিতিযোগ্যানাম্ এব পুরুষেচ্ছয়া (†) কদাচিৎ সংহতানাং কারণত্বং কার্যত্বঞ্চ। ইহ তু সর্ব্বাবস্থাবস্থয়োঃ পরমপুরুষ শরীরত্বেন চিদচিতোস্তৎপ্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্ব্বদা সর্ব্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ। স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ। এবং চ সতি, পরস্য ব্রহ্মণঃ

[এখন শঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, এবং জগৎ যদি তাঁহারই পরিণাম হয়, তাহা হইলে উভয়ের ধর্ম্ম বা গুণ পরস্পরে সংক্রামিত হয় না কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সজ্যাত বা চেতনাচেতন সমষ্টিই জগতের উপাদান; সেই কারণেই চেতনাচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে নিজ নিজ স্বভাব (ধর্ম্মগুলি) পরস্পরে সংক্রামিত হয় না। যেমন নানাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র— শুক্ল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্রে নির্ম্মিত হইলেও—অর্থাৎ সেই নানাবর্ণের সূত্র সমষ্টি সেই বস্ত্রের উপাদান হইলেও বস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশেই শুক্লাদি বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্ত্রের সর্ব্বাংশে সর্ব্ববর্ণের সংক্রমণ হয় না; তেমনি চেতন, অচেতন ও ঈশ্বর, এতৎসমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও জগতে ভোক্তৃত্ব, ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব-(পরিচালকতা) প্রভৃতি ধর্ম্মের পরস্পরে সংক্রমণ হয় না। তবে এইমাত্র বিশেষ যে, বস্ত্রের উপাদান তন্তুসমূহ পৃথক্ পৃথক্ থাকে ও থাকিতে পারে, কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে সময় বিশেষে সংহত বা সাম্মিলিত হইয়া থাকে; অতএব, ঐ তন্তুসমূহ কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা, উভয় ভাবেই অবস্থান করে;—অর্থাৎ যখন অসংহত বা পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তখন ঐ তন্তু সকল কারণাবস্থা, আর যখন সংহত বা মিলিতভাবে থাকে, তখন বস্ত্ররূপে কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখানে কিন্তু, চেতন ও অচেতন বস্তু সমূহ যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্ব্বাবস্থায়ই পরমপুরুষের (ভগবানের) শরীরস্থানীয়; সুতরাং পরমপুরুষের প্রকার বা ধর্ম্মরূপেই ঐ সকল পদার্থ সর্ব্বদা অস্তিত্বলাভ করে, অর্থাৎ পরমপুরুষের শরীর না হইয়া উহারা থাকিতেই পারে না; এই কারণে সেই চেতনাচেতন-শরীর-সম্পন্ন পরমপুরুষ পরমাত্মা চিরকালই 'সর্ব্ব'-শব্দে অভিধানযোগ্য, অর্থাৎ সমস্ত শব্দই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহাকে বুঝাইতে পারে। তবে স্বভাব বা নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রভেদ থাকা ও সেই সকল ধর্ম্মের পরস্পরে সম্মিশ্রণ না হওয়া সেখানে ও এখানে (তন্তু ও পটে এবং চেতনাচেতন ও

(*) 'পৃথক্‌প্রতীতিযোগ্যানাম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'পুরুষেক্ষয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।

কার্য্যানুপ্রবেশেঽপি স্বরূপান্যথাভাবাভাবাদবিকৃতত্বমুপপন্নতরম্। স্থূলাবস্থস্য নামরূপবিভাগ-বিভক্তস্য চিদচিদ্বস্তুন আত্মতয়াবস্থানাৎ কার্য্যত্বমপ্যুপপন্নতরম্; অবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্য্যতা ॥১১৫॥

নির্গুণবাদাশ্চ পরস্য ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্ভবাদুপপদ্যন্তে। "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ" ইতি হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য, "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতিরেবান্যত্র সামান্যেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি ॥

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতিবাদশ্চ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেরখিলহেয়প্রত্যনীককল্যাণগুণাকরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিজ্ঞানৈকনিরূপণীয়ং স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞান-

---

ব্রহ্মে) সমান—কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই, কার্য্যভূত জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশের পরও যে, ব্রহ্মের অবিকৃতভাবে বা স্বাভাবিকরূপে অবস্থিতি, তাহা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত হইতে পারে; কারণ, ঐরূপে প্রবেশে কিঞ্চিৎমাত্রও তাঁহার স্বরূপের অন্যথাভাব বা বিকার ঘটে না। আর তিনিই যখন স্থূলাবস্থাযুক্ত ও নামরূপকৃত বিভাগসম্পন্ন চেতন ও অচেতনময় জগতের আত্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তদভিন্নভাবে তাঁহার কার্য্যাবস্থাও সম্যক্‌রূপে সঙ্গত হয়; কেননা, অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম কার্য্যত্ব। [পরমপুরুষ যখন জগৎরূপ একটা পৃথক্ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন নিশ্চয়ই উহা তাঁহার কার্য্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং তাঁহাকে 'কার্য্য' বা 'কার্য্যাবস্থাবিশিষ্ট' বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইতে পারে না] ॥ ১১৫॥

ব্রহ্মের নির্গুণত্ব নিরসন।

১১৬। শাস্ত্রে যে, ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' বলা হইয়াছে; হেয়গুণের অসদ্ভাবনিবন্ধন তাহাও উপপন্ন হয়। 'তিনি নিষ্পাপ এবং জরা, মরণ, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসারহিত', এই শ্রুতি তৎসম্বন্ধে হেয়গুণ-সমূহের প্রতিষেধ করিয়া—তাঁহাতে 'সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প' প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিয়া নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও ব্রহ্মের 'নির্গুণত্ববাদ' সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা দ্বারা যে, ব্রহ্ম-গত সমস্ত গুণেরই অভাব অভিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে;—পরন্তু জগতে যে সকল গুণ হেয় বা নিকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ; ব্রহ্মে কেবল সেই সকল গুণেরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। [অতএব 'নির্গুণত্ব'-বোধক শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না]॥

ব্রহ্মের জ্ঞান-রূপতা নিরসন।

আর যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাহারও কারণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও মঙ্গলময় সমস্ত গুণের আশ্রয়; জ্ঞান ভিন্ন কোন উপায়েই তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না, এবং জ্ঞান যেমন স্বয়ং প্রকাশমান—স্বপ্রকাশ, তিনিও তেমনি স্বপ্রকাশ (অপর কোন প্রকাশের অপেক্ষা করেন না), এই উভয় কারণে

স্বরূপঞ্চেত্যভ্যুপগমাদুপপন্নতরঃ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।" [মুণ্ড০, ১।১।৯]। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"। [বৃহদা০, ৬।৫।১৫] ইত্যাদিকা জ্ঞাতৃত্বমাবেদয়ন্তি; "সত্যং জ্ঞানম্" [তৈত্তি০, ১।১] ইত্যাদিকাশ্চ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশতয়া চ জ্ঞানস্বরূপতাম্॥

"সোঽকাময়ত—বহু স্যাম্।" [তৈত্তি০, ৬।২]। "তদৈক্ষত—বহু স্যাম্।" [ছান্দো০, ৬।২।৩]। "তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত।" [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইতি ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পাৎ বিচিত্রস্থির-চরস্বরূপতয়া নানাপ্রকারমবস্থিতমিতি তৎপ্রত্যনীকাব্রহ্মাত্মক-বস্তুনানাত্বমতত্ত্বমিতি তৎপ্রতিষিধ্যতে,—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" [কঠ০, ৪।১০—১১]। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ"

(জ্ঞানৈকগম্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব হেতু) তাঁহাকে 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হয়; কিন্তু 'তিনি জ্ঞানরূপী' বলিয়া 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হয় না। অতএব, তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহও বিরুদ্ধ হয় না, বরং সুসঙ্গতই হয়। কেননা, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববেত্তা,' ইঁহার (পরমেশ্বরের) নানাবিধ পরা-শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হয়।' 'অরে মৈত্রেয়ি! বিজ্ঞাতা—পরমেশ্বরকে কিসের দ্বারা জানিবে?' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ তাঁহার জ্ঞাতৃত্বই জ্ঞাপন করিতেছে—জ্ঞানরূপত্ব নহে। আর 'তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ', ইত্যাদি শ্রুতিও তাঁহার জ্ঞানৈকগম্যত্ব (একমাত্র জ্ঞানগ্রাহ্যত্ব) ও স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধনই জ্ঞানস্বরূপতা নির্দ্দেশ করিতেছেন, [কিন্তু তাঁহার জ্ঞানরূপতা-নিবন্ধন নহে]॥

'তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব', 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব।' 'তিনি নাম ও রূপে (আকৃতিতে) অভিব্যক্ত হইলেন।' এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এক ব্রহ্মই নানাপ্রকার স্থাবর-জঙ্গমরূপে অভিব্যক্ত হইয়া নানাপ্রকারে অবস্থান করিতেছেন। অতএব তদ্বিরুদ্ধ যে, অব্রহ্মভাবে বস্তু-গত নানাত্ব বা ভেদ-প্রতীতি, তাহা সত্য নহে। নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে এই অব্রহ্মাত্মক নানাত্বই নিষিদ্ধ হইতেছে—'যে লোক ইহাতে (জগতে বা ব্রহ্মে) নানাত্বের ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' 'ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।' 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে। কিন্তু, যখন এই সাধকের সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন আর সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে? সে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে' ইত্যাদি।

[বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইত্যাদিনা। ন পুনঃ "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি-শ্রুতিসিদ্ধং স্বসঙ্কল্পকৃতং ব্রহ্মণো নানানাম-(*) রূপভাক্ত্বেন নানাপ্রকারত্ব-মপি নিষিধ্যতে। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইতি (†) নিষেধ-বাক্যাদৌ চ তৎ স্থাপিতম্। "সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ।" [বৃহদা০ ৪।৪৬]। "তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ, যৎ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ" [সুবাল০ ২ ॥ বৃহদা০, ৪।৪।১০] ইত্যাদি ॥

এবং চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদং স্বভাবভেদঞ্চ বদন্তীনাং কার্য্যকারণ-ভাবং কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং (‡) বদন্তীনাঞ্চ সর্ব্বাসাং শ্রুতীনামবিরোধঃ,

---

[কিন্তু] 'আমি বহু হইব' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ যে, ব্রহ্মের স্বেচ্ছা-সম্পাদিত, নানাবিধ নাম-রূপঘটিত নানাবিধ রূপ; উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা যে, তাহাও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না। 'যে অবস্থায় এই সমস্তই সাধকের আত্মস্বরূপ হয়' ইত্যাদি ভেদানবেধক বাক্যের বিচার স্থলেই 'যে লোক আত্মার অন্যত্র সর্ব্ববস্তুর অস্তিত্ব মনে করে, সর্ব্ব বস্তুই তাহাকে প্রতারিত করে; অর্থাৎ সে লোক কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না।' 'এই যে, ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ, ইহা সেই স্বতঃসিদ্ধ মহান্—পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার অযত্নপ্রসূত।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এই সিদ্ধান্তটী ব্যবস্থাপিত বা সমর্থিত হইয়াছে ॥ §

আর, চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে, এবং উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব স্বরূপ ও কার্য্যকারণের, অভিন্নতাবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির মধ্যে যদিও আপাততঃ বিরোধ প্রতীত হয় সত্য; তথাপি

(*) নানানামভাক্ত্বেনেতি (খ) পাঠঃ। (†) ইত্যাদিনেতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) 'অনন্যত্বং চ বদন্তীনাং' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—উদাহৃত "সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ" অর্থাৎ 'তিনিই সৎ ও অসৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন,' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে জানা যায় যে, জগতের যে কোন পদার্থ, সমস্তই তিনি, অথবা তিনিই জগতের সমস্ত পদার্থ। কোন বস্তুই তাঁহা হইতে পৃথক্ বা অতিরিক্ত নহে। অতএব, জগতে বাচক বা অর্থবোধক যে সকল শব্দ আছে, সে সকল শব্দে কোন অর্থ বুঝাইতে হইলেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে নিশ্চয়ই পরমাত্মাকে বুঝাইবে, কারণ, তিনি সর্ব্বাত্মক; সুতরাং 'তৎ' পদটী যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মবাচক, তেমনি 'ত্বম্' পদটাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, পরোক্ষভাবেও পরমাত্মবাচক হইতেছে। আলোচ্য 'তৎ' পদটী ব্রহ্মের কারণাবস্থা বাচক, আর 'ত্বম্' পদটী জীবরূপ কার্য্যাবস্থা-বাচক; সুতরাং ঐ 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অভেদোক্তিতে কিছু মাত্র বাধা নাই।

স্বয়ং পরব্রহ্মই যখন সৎ ও অসৎরূপে জগতে বিরাজ করিতেছেন; তখন তিনিই সমস্ত জগতের উপাদান কারণ; এবং জগৎ তাঁহারই কার্য্য। এই জগতেরও আবার দুইটী অবস্থা আছে; একটী কার্য্যাবস্থা, অপরটী কারণাবস্থা। যেমন, মৃত্তিকা কারণাবস্থা, আর ঘট তাহার কার্য্যাবস্থা। এই জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে, তখন জাগতিক কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা দুইটী ব্রহ্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই নিমিত্ত ভাষ্যে ব্রহ্মকে 'কার্য্যাবস্থ' ও 'কারণাবস্থ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহাকে 'উপাদান' কারণ বলে। যেমন ঘটের উপাদান কারণ—মৃত্তিকা।

চিদচিতোঃ পরমাত্মনশ্চ সর্ব্বদা শরীরাত্মভাবম্, শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং নাম-রূপবিভাগানর্হসূক্ষ্মদশাপত্তিম্, কার্য্যদশায়াঞ্চ তদর্হস্থূলদশাপত্তিং বদন্তীভিঃ শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়তে, ইতি ব্রহ্মাজ্ঞানবাদস্যৌপাধিকব্রহ্ম-ভেদবাদস্যান্যস্যাপ্যপন্যায়মূলস্য (*) সকলশ্রুতিবিরুদ্ধস্য ন কথঞ্চিদপ্যবকাশো দৃশ্যতে। চিদচিদীশ্বরাণাং পৃথক্স্বভাবতয়া তত্তচ্ছ্রুতিসিদ্ধানাং শরীরাত্মভাবেন প্রকার-প্রকারিতয়া শ্রুতিভিরেব প্রতিপন্নানাং শ্রুত্যন্তরেণ কার্য্য-কারণভাবপ্রতিপাদনং (†) কার্য্য-কারণয়োরৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ হ্যবিরুদ্ধমিতি সিদ্ধম্ ॥

যথা—আগ্নেয়াদীন্ ষড় যাগানুৎপত্তিবাক্যৈঃ পৃথগুৎপন্নান্ সমুদায়ানুবাদিবাক্যদ্বয়েন সমুদায়দ্বয়ত্বমাপন্নান্ (‡) "দর্শ পূর্ণমাসাভ্যাম্" [কাত্যায়ন শ্রৌত সূ°, ৪-২।৪৭] ইত্যধিকারবাক্যং কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া বিদধাতি;

চেতন, অচেতন ও পরমাত্মার সর্ব্বদা শরীরাত্মভাব সম্বন্ধ, পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতনা'-চেতন পদার্থসমূহের কারণাবস্থায় নাম-রূপ-বিভাগবিহীন সূক্ষ্মদশালাভ এবং কার্য্যাবস্থায় নাম-রূপ-বিভাগ-যোগ্য স্থূলদশা-প্রাপ্তি, তৎপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের দ্বারাই সেই বিরোধের পরিহার বা মীমাংসা সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব, ব্রহ্মাজ্ঞানবাদই হউক, বা ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদই হউক, অথবা আর কোন বাদই হউক, (§) ঐ সমস্ত বাদই অযুক্তিমূলক ও সর্ব্বশ্রুতি-বিরুদ্ধ; সুতারং কোনরূপেও সে সকল 'বাদ'-কল্পনার সুযোগ দেখা যায় না। [অভিপ্রায় এই যে,—চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বভাব যে বিভিন্ন প্রকার, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ; এবং "ঈশ্বরই আত্মা, চেতনাচেতন-সমূহ তাঁহার শরীর" এই প্রকার ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব-বোধক শ্রুতিসমূহ দ্বারাও উহা সমর্থিত; সুতরাং অপর শ্রুতি অনুসারে যে, উহাদের কার্য্য-কারণভাব প্রতিপাদন এবং কার্য্যকারণের অভেদ নির্দ্দেশ, তাহা কখনই বিরুদ্ধ হইতে পারে না; ইহাই প্রমাণিত হয় ॥

'আগ্নেয়' প্রভৃতি ছয়টী যাগ যেরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি-বাক্যে (প্রথম বিধায়ক-বাক্যে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহিত হইলেও পশ্চাৎ ঐ যাগসমষ্টিকে দুইটী বাক্যে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শেষে পূর্ব্বপ্রক্রান্তবোধক "দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাম্" (দর্শ ও পূর্ণমাসনামক যাগ করিবে), এই বাক্যে সেই সমুদয় যাগকেই কামী বা ফলাভিলাষী পুরুষদিগের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-

---

(*) অন্যস্যাপ্যন্যায়' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) কার্য্যকারণভাবপ্রতিপাদনম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—যে মতে ব্রহ্মেতেও অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহাকে 'ব্রহ্মাজ্ঞানবাদ' বলা হইয়াছে। যে মতে বলা হয়—ব্রহ্ম এক, অখণ্ড, কেবল মায়া উপাধিযোগে তাঁহার ভেদ কল্পিত হয় মাত্র; সেই মতকে 'ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদ' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এসকলও শঙ্কর মতের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক মতভেদমাত্র।

তথা চিদচিদীশ্বরান্ বিবিক্তস্বরূপস্বভাবান্ "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ", [শ্বেতাশ্ব০ ১।১০]। "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি গুণেশঃ (*)।" "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্। আত্মা নারায়ণঃ পরঃ।" [নারায়ণ০ ১১।৩।৪] ইত্যাদিবাক্যৈঃ পৃথক্ প্রতিপাদ্য-"যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাত্মা শরীরং, যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরম্, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ," [সুবাল০ ৭,] ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈশ্চিদচিতোঃ সর্ব্বাবস্থাবস্থিতয়োঃ পরমাত্ম শরীরত্বং পরমাত্মনস্তদাত্মতাঞ্চ প্রতিপাদ্য— শরীরিভূতপরমাত্মাভিধায়িভিঃ সদ্ব্রহ্মাত্মাদিশব্দৈঃ কারণাবস্থঃ কার্য্যাবস্থশ্চ পরমাত্মৈক এবেতি পৃথক্প্রতিপন্নং (†) বস্তুত্রিতয়ং "সদেব সোম্যেদমগ্র-

---

রূপে বিহিত করা হইয়াছে; ঠিক সেইরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই ক্ষর (পরিণামী বা বিনাশী), আর হরই অমৃত ও অক্ষর (নিত্য ও নির্ব্বিকার)। কেবল এই দেবতাই (ঈশ্বরই) ক্ষরস্বভাব উভয়কে (জীব ও জগৎকে) শাসন করেন।' '[ভগবান্ই] প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (আত্মার) পতি।' 'বিশ্বের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে—।' 'নারায়ণই পরমাত্মা।' ইত্যাদি বাক্যে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের বিভিন্নপ্রকার স্বরূপ ও স্বভাব প্রতিপাদন করিয়া পশ্চাৎ 'পৃথিবী যাঁহার শরীর, আত্মা (জীব) যাঁহার শরীর, অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা) যাঁহার শরীর এবং অক্ষর (প্রকৃতি) যাঁহার শরীর, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বপাপরহিত অলৌকিক, দ্যোতমান এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ।' ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বাবস্থায়ই চেতনাচেতন বস্তু-নিচয়কে পরমাত্মার শরীর এবং পরমাত্মাকে সেই চেতনাচেতনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া-ছেন। পূর্ব্বে চেতনাচেতনের আত্মভূত পরমাত্মার বোধক 'সৎ; ব্রহ্ম ও আত্মা' প্রভৃতি শব্দে এক পরমাত্মারই কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থার সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন দ্বারা যে বস্তুত্রয়ের (চেতনা-চেতন ও ঈশ্বরের) পৃথক্ সত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে; 'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।' 'এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক।' 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ।' ইত্যাদি বাক্যসমূহ কেবল সেই পৃথক্ বর্ণিত বস্তুত্রয়কেই একীকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। (‡)

(*) ইয়ং শ্রুতিঃ (ঘ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (†) পৃথক্প্রতিপন্নবস্তুত্রিতয়ম্' ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—আগ্নেয়াদি ছয়টী যজ্ঞের বিবরণ এইরূপ,—(১) আগ্নেয়, (২) অগ্নীষোমীয়, (৩) উপাংশু, (৪ ও ৫) ঐন্দ্রযাগদ্বয়, (৬) ঐন্দ্রাগ্ন। এই ছয়টী যাগই বেদে "আগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চ অচ্যুতো ভবতি" ইত্যাদি ছয়টী উৎপত্তি বিধিবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিহিত হইয়াছে। প্রথম ক্রিয়াবোধক বিধিকে 'উৎপত্তিবিধি' বলে। ঐ ছয়টী যাগকে আবার "য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে। য এবং বিদ্বান্ অমাবাস্যাং যজতে।" ইত্যাদি বাক্যে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগদ্বয়ের সহিত একত্র একই স্বর্গফলের উদ্দেশে কর্ত্তব্য রূপে বিহিত করা হইয়াছে। এই ছয়টী যাগ যেরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াও পশ্চাৎ দর্শও পূর্ণমাস যাগদ্বয়ের সহিত অভিন্নরূপে বিহিত হইয়াছে। (মীমাংসাদর্শনে ১১শ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

আসীৎ" ।"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং", সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যং প্রতিপাদয়তি। চিদচিদ্বস্তুশরীরিণঃ পরমাত্মনঃ পরমাত্মশব্দেনাভিধানে হি নাস্তি বিরোধঃ ; যথা মনুষ্যপিণ্ডশরীরকস্যাত্মবিশেষস্য 'অয়মাত্মা সুখী' ইত্যাত্মশব্দেনাভিধানে ; ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ১১৬ ॥

যৎপুনরিদমুক্তম্,— ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনৈবাবিদ্যানিবৃত্তির্যুক্তেতি। তদযুক্তম্ ; বন্ধস্য পারমার্থিকত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবাৎ পুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম-নিমিত্ত-দেবাদিশরীর-প্রবেশ-তৎপ্রযুক্তসুখ-দুঃখানুভবরূপস্য বন্ধস্য মিথ্যাত্বং কথমিব শক্যতে বক্তুম্। এবংরূপবন্ধ-নিবৃত্তির্ভক্তিরূপাপন্নোপাসনপ্রীত-পরমপুরুষ-প্রসাদলভ্যেতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। ভবদভিমতস্যৈক্যজ্ঞানস্য-

---

চেতনাচেতন বস্তু-নিচয় পরমাত্মার শরীর হইলেও অর্থাৎ পরমাত্মা তাদৃশ শরীরবিশিষ্ট হইলেও [শরীরী না বলিয়া কেবল] পরমাত্ম-শব্দে তাঁহার উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র বিরোধ বা বাধা নাই ; [কেননা,] কোন কোন আত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তদ্বিশিষ্ট হইলেও 'এই আত্মা সুখী' ইত্যাদিরূপে শরীরবিশিষ্ট আত্মাকেও শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া কেবল আত্ম-শব্দে উল্লেখ করিতে দেখা যায়। অতএব, এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই ॥ ১১৬॥

১১৭ ॥ আর যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জ্ঞানেই অবিদ্যার (বন্ধের) নিবৃত্তি হওয়া যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; বস্তুতঃ তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, বন্ধ যখন পারমার্থিক,—মিথ্যা নহে, তখন এইরূপ জ্ঞান দ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। আর বস্তুতই, পাপপুণ্যময় কর্ম্মবশে যে দেবাদি-শরীরে প্রবেশ এবং তাহারই ফলে যে, সুখ-দুঃখানুভূতিরূপ বন্ধ উপস্থিত হয়, কিরূপেই বা তাহাকে মিথ্যা বলা যাইতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে, এবংবিধ বন্ধনিবৃত্তি একমাত্র ভগবদাশ্রয়-গ্রহণ ও ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় পরিতুষ্ট ভগবানের অনুগ্রহ হইতেই লাভকরা যাইতে পারে ; এ কথা

বুঝিতে হইবে, এখানেও ঠিক সেইরূপ, প্রথমে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই চেতন ও অচেতনময় ঈশ্বরের শরীররূপে এবং স্বয়ং ঈশ্বর উহাদের আত্মারূপে বর্ণিত হইয়াছেন, অনন্তর কতকগুলি বাক্য আবার সেই চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরকে এক—অভিন্ন ভাবে ধরিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র ; সুতরাং ঐরূপ উল্লেখে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। আর পরমাত্মা চেতনাচেতনময় শরীর-সম্বন্ধ হইলেও যে, তাঁহাকে কেবল 'পরমাত্মা' বলা হয়,—শরীরী বলা হয় না ; তাহাও দোষাবহ নহে। দেখিতে পাওয়া যায়,—আত্মা মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া—মনুষ্য হইয়া যখন নিজেকে বা অপরকে 'সুখী' মনে করে, তখনও 'আত্মা সুখী' এইরূপই প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু 'শরীরী সুখী' এই রূপ প্রয়োগ করে না। অথচ বিষয় সম্পর্কাধীন সেই সুখ কখনই আত্মার স্বাভাবিক নহে, নিশ্চয়ই শরীর সম্বন্ধাধীন ; তথাপি যেমন শরীরের উল্লেখ না করিয়া কেবলই আত্মার উল্লেখ করা হয়, তেমনি চেতনাচেতনের উল্লেখ না করিয়াও কেবল পরমাত্মার উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না।

যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতবিষয়স্য মিথ্যারূপত্বেন বন্ধবিবৃদ্ধিরেব(*)ফলং ভবতি। "মিথ্যৈতদন্যদ্ দ্রব্যং হি, নৈতি তদ্দ্ব্যতাং যতঃ।" [বিষ্ণু পু০২।১৩।২৭] ইতি শাস্ত্রাৎ। "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ।" [গীতা০ ১৫।১৭]। "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইতি [শ্বেতাশ্ব০ ১।৬]। জীবাত্ম-বিসজাতীয়স্য তদন্তর্যামিণো ব্রহ্মণো জ্ঞানং পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনমিত্যুপদেশাচ্চ ॥

অপি চ, ভবদভিমতস্যাপি নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য (†) মিথ্যারূপত্বাৎ তস্য নিবর্ত্তকান্তরং মৃগ্যম্। নিবর্ত্তকজ্ঞানমিদং স্ববিরোধি সর্ব্বং ভেদজাতং (‡) বিনিবর্ত্ত্য (§) ক্ষণিকত্বাৎ স্বয়মেব বিনশ্যতীতি চেৎ; ন, তৎস্বরূপ-তদুৎপত্তি-বিনাশানাং কাল্পনিকত্বেন বিনাশ-তৎকল্পনাকল্পকরূপাবিদ্যায়া নিবর্ত্তকান্তরমন্বেষণীয়ম্। তদ্বিনাশো ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি চেৎ; তথা সতি নিবর্ত্তক-

---

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আর তোমার অভিমত একত্বজ্ঞান যখন অনুভবসিদ্ধ দ্বৈতাবস্থার বৈপরীত্য-গ্রাহক, মিথ্যা বা অসত্য; কাজেই উহা দ্বারা বন্ধ-নিবৃত্তি না হইয়া বিশেষরূপে বন্ধ-বৃদ্ধিই উহার ফল হইতেপারে। কেন না, শাস্ত্রে আছে 'যেহেতু এক বস্তু কখনও অন্য বস্তুত্ব লাভ করিতে পারে না'; অতএব, [জীবের যে, ব্রহ্ম-ভাবোক্তি,] ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য কথা নহে। বিশেষতঃ 'উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) [জীব হইতে] পৃথক্।' ['জীব হইতে] পৃথক্ ও জগৎ-নিয়ন্তা আত্মাকে মনন (ধ্যান) করিয়া—'ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবাত্মার ভিন্নজাতীয় এবং তাহারই অন্তর্যামী ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ মোক্ষের সাধন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে ॥

আপচ, তোমার অভিপ্রেত যে, অজ্ঞান-নিবর্ত্তক জ্ঞান (একত্ব-জ্ঞান), [প্রকৃতপক্ষে] তাহাও যখন মিথ্যা, [কেন না, বুদ্ধি বিজ্ঞানমাত্রই অসত্য,] তখন সেই নিবর্ত্তক জ্ঞানের নিবৃত্তির জন্যও অপর উপায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক; (নচেৎ ঐ মিথ্যা জ্ঞানটা থাকিয়া যাইতে পারে, এবং মিথ্যা-জ্ঞান থাকিতে আর মুক্তিও হইতে পারে না।) যদি বল, অজ্ঞান-নিবর্ত্তক এই অভেদ-জ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন নিজের বিরোধী সমস্ত ভেদরাশি নিবারণ করিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়, (তাহার নিবারণের জন্য আর উপায়ান্তরের আবশ্যক হয় না;) না, এ কথা সঙ্গত হয় না; কারণ, সেই নিবর্ত্তক জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিনাশ, এই সমস্তই যখন (তোমার মতে) কাল্পনিক, তখন নিশ্চয়ই সেই জ্ঞান-বিনাশের নিমিত্ত এবং তৎকল্পক অবিদ্যা-সমুচ্ছেদের জন্য অপর একটী নিবর্ত্তক পদার্থ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আর যদি বল, উক্ত অবিদ্যার বিনাশ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, (তাঁহা হইতে

(*) 'বন্ধবৃদ্ধিরেব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'ভবদভিমতস্য নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) 'স্ববিরোধিসর্ব্বভেদজাতম্' ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ। (§) 'নিবর্ত্ত্য' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

জ্ঞানোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ। তদ্বিনাশে তিষ্ঠতি তদুৎপত্ত্য-সম্ভবাৎ॥

অপি চ, চিন্মাত্র (*) ব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃৎস্ননিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোঽয়ং জ্ঞাতা? অধ্যাসরূপ ইতি চেৎ; ন, তস্য নিষেধ্যতয়া নিবর্ত্তকজ্ঞান-কর্ম্মত্বাৎ তৎকর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ। ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি (†) চেৎ; ব্রহ্মণো নিবর্ত্তক-জ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপম্? উত অধ্যস্তম্? অধ্যস্তং চেৎ; অয়মধ্যাসস্তন্মূলাবিদ্যান্তরঞ্চ নিবর্ত্তকজ্ঞানাবিষয়তয়া তিষ্ঠত্যেব। নিবর্ত্তক-জ্ঞানান্তরাভ্যুপগমে তু তস্যাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রপেক্ষয়ানবস্থা স্যাৎ। ব্রহ্মস্বরূপস্যৈব জ্ঞাতৃত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ। নিবর্ত্তক-জ্ঞানস্বরূপং স্বস্য (‡) জ্ঞাতা চ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তত্বেন স্বনিবর্ত্যান্তর্গতম্ (§)

অতিরিক্ত নহে), তাহা হইলে অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞানের আদৌ উৎপত্তিই হইতে পারে না; কারণ, নিত্য ব্রহ্মরূপী বিনাশ বর্ত্তমান থাকিতে কখনই তন্নিবর্ত্তক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না॥

আরও এক কথা,—চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিল পদার্থের নিষেধবিষয়ক (মিথ্যাত্ব-বোধক) যে জ্ঞান হয়, তাহার জ্ঞাতা কে? অর্থাৎ তাহা অনুভব করে কে? যদি বল, বুদ্ধি বা অবিদ্যায় চৈতন্যের অধ্যাসই (ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা); না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, উহাই যখন নিষেধ্য বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়; তখন উহা নিবর্ত্তক জ্ঞানের কর্ম্ম ভিন্ন কখনই কর্ত্তা হইতে পারে না। আর যদি ব্রহ্মস্বরূপকে জ্ঞান-কর্ত্তা (জ্ঞাতা) বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্মের যে, জ্ঞাতৃতা (জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব), ইহা কি তাঁহার স্বরূপ (স্বভাব-সিদ্ধ রূপ) অথবা অধ্যস্ত রূপ (অবিদ্যা-কল্পিত)? যদি অধ্যস্ত হয়, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও অধ্যাসের মূলকারণরূপ যে, আরও একটী অবিদ্যা রহিয়াছে, তাহা যখন উক্ত অবিদ্যা-নিবারক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই; তখন উক্ত নিবারক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই অধ্যাস ও তাহার মূলকারণ অবিদ্যা অক্ষুণ্ণই থাকিবে। আর যদি তন্নিবারণার্থ অপর একটী নিবর্ত্তক জ্ঞানের সত্তা অঙ্গীকার কর; তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও জ্ঞাতা, জ্ঞান বা জ্ঞেয়, এই তিনপ্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; সুতরাং তাহারই বা জ্ঞাতা কে? এই প্রশ্নোত্তরে পূর্ব্বোক্ত সেই অনবস্থা দোষই আসিয়া উপস্থিত হয়। আর ব্রহ্মস্বরূপকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে ত আমাদের মতেই প্রবেশ করা হইয়া পড়ে। আর ব্রহ্মকে যে, একবার অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞানস্বরূপ ও তদ্বিজ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাকেই আবার পৃথক্ভাবে স্বনিবার্য্য পদার্থের অন্তর্গত বলা হয়; তাহা ঠিক 'দেবত্ত পৃথিবী

(*) সন্মাত্র' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) ব্রহ্মস্বরূপম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ।
(‡) স্বস্য চ জ্ঞাতা' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(§) স্বনিবর্ত্তান্তঃগত' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

ইতি বচনং 'ভূতলব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং দেবদত্তেন ছিন্নম্, ইত্যেকস্যামেব (*) ছেদনক্রিয়ায়ামস্য ছেত্তুরস্যাঃ ছেদনক্রিয়ায়াশ্চ ছেদ্যানুপ্রবেশবচনবদুপহাস্যম্। অধ্যস্তো জ্ঞাতা স্বনাশহেতুভূত-নিবর্ত্তকজ্ঞানে স্বয়ং কর্ত্তা চ ন ভবতি, স্বনাশস্যাপুরুষার্থত্বাৎ। তন্নাশস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমে ভেদ-তদ্দর্শন-(†) তন্মূলাবিদ্যাদীনাং (‡) কল্পনমেব ন স্যাৎ; ইত্যলমনেন দিষ্ট-হত-মুদ্গরাভিঘাতেন ॥ ১১৭ ॥

তস্মাদনাদিকর্ম্ম-প্রবাহরূপাজ্ঞানমূলত্বাদ্ বন্ধস্য তন্নিবর্হণমুক্তলক্ষণজ্ঞানাদেব। তদুৎপত্তিশ্চ অহরহরনুষ্ঠীয়মান-পরমপুরুষারাধন-বেষাত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধি-বিশেষসংস্কৃত-বর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মলভ্যা। তত্র কেবলকর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বম্, অনভিসংহিতফল পরমপুরুষারাধনবেষাণাং কর্ম্মণামুপাসনাত্মক-জ্ঞানোৎপত্তি-দ্বারেণ ব্রহ্মযাথাত্ম্যানুভবরূপানন্তস্থিরফলত্বঞ্চ কর্ম্মস্বরূপজ্ঞানাদ্ ঋতে ন জ্ঞায়তে। কেবলাকারপরিত্যাগপূর্ব্বক-যথোক্তস্বরূপকর্ম্মোপাদানঞ্চ ন সম্ভব-

---

ভিন্ন আর সমস্তই ছেদনকরিয়াছে,' এই বাক্যোক্ত একই ছেদন ক্রিয়ায় এক দেবদত্তেরই কর্তৃত্ব ও ছেত্তৃত্ব—অর্থাৎ ছেদনকার্য্যে একই দেবদত্তের কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব কথনের ন্যায় উপহাসজনক হয়। প্রকৃত পক্ষে, একই অধ্যস্ত বস্তু জ্ঞাতাও হইবে, আবার নিজেই নিজের সমুচ্ছেদকও (নিবর্ত্তকজ্ঞানের কর্ত্তাও) হইবে; ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না। কারণ, আত্মবিনাশ কাহারও পুরুষার্থ বা অভীষ্ট হইতে পারে না। আর সেই অধ্যস্তরূপের বিনাশক ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও জাগতিক ভেদ ও ভেদ-প্রতীতি এবং তাহারও মূলীভূত অবিদ্যা প্রভৃতি পদার্থ-নিচয়ের কল্পনাই হইতে পারে না। যাউক, দৈব-হত ব্যক্তির উপর আর মুদ্গর-প্রহারের প্রয়োজন নাই। ॥১১৭॥

অতএব, বুঝিতে হইবে, বন্ধ যখন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত কর্ম্মপ্রবাহ-প্রসূত, তখন পূর্ব্ব-কথিত জ্ঞানই উহার একমাত্র নিবর্ত্তক বা উচ্ছেদক এবং প্রতিদিন পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনা করিতে করিতে আত্ম-বিষয়ে যে, যথাযথবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিপরি-শোধিত স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম হইতেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায়। জ্ঞান-রহিত কর্ম্ম সমূহের ফল যে, অল্প ও অনিত্য (চিরস্থায়ী নহে)। আর ফলবাসনা-রহিত, পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক কর্ম্মসমূহ যে, উপাসনাময় জ্ঞান সমুৎপাদনপূর্ব্বক ব্রহ্ম-যাথার্থ্যানুভূতি-স্বরূপ অনন্ত ও স্থির বা অবিনশ্বর ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; ইহাও কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ পরিগ্রহ না থাকিলে জানিতে পারা যায় না। যেহেতু প্রথমেই জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম্মসমূহের

(*) ইত্যস্যামেব' ইতি (ঘ) পাঠঃ।   (†) ভেদদর্শন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।
(‡) ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমেনৈতদ্দর্শন-তন্মূলাবিদ্যাদীনাম' ইতি (গ) পাঠঃ। 'ভেদদর্শন-তন্মূল' ইত্যাদিঃ (ঘ) পাঠঃ।

তীতি কর্ম্মবিচারানন্তরং তত এব হেতোর্ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্য ইতি 'অথাতঃ' ইত্যুক্তম্ ॥ ১১৮ ॥

[অথ সূত্রার্থ-যোজনারম্ভঃ]

তত্র (*) পূর্ব্বপক্ষবাদী মন্যতে, বৃদ্ধব্যবহারাদন্যত্র শব্দস্য বোধকত্বশক্ত্যবধারণাসম্ভবাৎ, ব্যবহারস্য চ কার্য্যবুদ্ধিপূর্ব্বকত্বেন কার্য্যার্থ এব শব্দস্য প্রামাণ্যমিতি কার্য্যরূপ এব বেদার্থঃ। অতো বেদান্তাঃ পারিনিষ্পন্নে পরে (†) ব্রহ্মণি ন প্রমাণভাবমনুভবিতুমর্হন্তি ॥

ন চ, পুত্রজন্মাদিসিদ্ধবস্তু-(‡) বিষয়বাক্যেষু হর্ষহেতূনাং কালত্রয়বর্ত্তিনামর্থানামানন্ত্যাৎ সুলগ্ন-সুখপ্রসবাদিহর্ষহেত্বর্থান্তরোপনিপাত-সম্ভাবনয়া চ প্রিয়ার্থ-প্রতিপত্তিনিমিত্ত-মুখবিকাশাদিলিঙ্গেনার্থ-বিশেষবুদ্ধিহেতুত্ব-নিশ্চয়ঃ;

অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে কখনই পূর্ব্বোক্ত পরমপুরুষারাধনাত্মক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান হইতে পারে না; এই কারণেই কর্ম্মবিচারের অনন্তর, অর্থাৎ জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসাপাঠের পর ব্রহ্মবিচার করা আবশ্যক। এই অভিপ্রায়েই সূত্রে "অথ" ও "অতঃ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১১৮॥

[ভাষ্যকারাভিমত সূত্রার্থযোজনারম্ভ।]

এ বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী (জৈমিনির মতানুসারী ব্যক্তিগণ) মনে করেন যে, যেহেতু বৃদ্ধব্যবহার ব্যতীত অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারাভিজ্ঞ, প্রাচীন লোকদিগের শব্দপ্রয়োগ দর্শন ব্যতীত কখনই কোন শব্দেরই অর্থবোধন-শক্তি অবধারণ করা যায় না, অর্থাৎ কোন শব্দের কিরূপ অর্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; এবং সেই বৃদ্ধব্যবহারও যখন কার্য্য-বুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব, একমাত্র কার্য্যরূপ অর্থেই অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদনেই শব্দের প্রামাণ্য; কেবল বস্তুমাত্র-বোধনে উহার প্রামাণ্য নাই; সুতরাং ক্রিয়া—যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিপাদন করাই বেদের মুখ্য অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) পরব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদান্ত বাক্যসমূহ কখনই প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না ॥

ব্রহ্মবিচারের অনাবশ্যকত্ব শঙ্কা।

আর এ কথাও বলিতে পার না যে, পূর্ব্বনিষ্পন্ন পুত্রজন্মাদি-বোধক [অহে—তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, ইত্যাদি সিদ্ধার্থ-জ্ঞাপক] বাক্য যখন শ্রোতার হর্ষোৎপাদক হইয়া থাকে; তখন ব্রহ্মবোধক বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে বাধা কি? বাধা এই যে, এখানেও পূর্ব্বনিষ্পন্ন পুত্র জন্মই যে, হর্ষোৎপত্তির কারণ, তাহা নহে; পরন্তু, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালবর্ত্তী, হর্ষোৎপাদক অনন্ত বা অসংখ্য কারণের মধ্যে শুভ লগ্ন, সুখপ্রসব এবং হর্ষোৎপাদক আরও কোন কোন বিষয়ের সম্ভাবনাবশতঃ এবং প্রিয়সংঘটনসূচক বক্তার মুখপ্রসন্নতা প্রভৃতি কার্য্য দর্শনে নিশ্চয় বা অব-

---

(*) 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, তত্র' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) 'পরস্মিন্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) 'বস্তুবিষয়' ইতি (খ) পাঠঃ।

নাপি ব্যুৎপন্নেতরপদ-বিভক্ত্যর্থস্য পদান্তরার্থনিশ্চয়েন বা প্রকৃত্যর্থনিশ্চয়েন বা শব্দস্য সিদ্ধবস্ত্বভিধানশক্তিনিশ্চয়ঃ; জ্ঞাতকার্য্যাভিধায়ি-পদসমুদায়স্য তদংশবিশেষনিশ্চয়রূপত্বাৎ তস্য ॥

ন চ, সর্পাদ্ভীতস্য 'নায়ং সর্পো রজ্জুরেষা' ইতি শব্দশ্রবণসমনন্তরং (*) ভয়নিবৃত্তিদর্শনেন সর্পাভাববুদ্ধিহেতুত্বনিশ্চয়ঃ। অত্রাপি নিশ্চেষ্টং নির্ব্বি-

---

ধারণ করা যায় যে, তাৎকালিক প্রতীতি বিশেষই ঐরূপ হর্ষের কারণ। আর, যে সকল শব্দ অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ যৌগিকার্থরহিত, সেই সকল শব্দগত বিভক্তির অর্থ বুঝিতে হইলে সন্নিহিত পদান্তরের অর্থনিশ্চয় কিংবা প্রকৃতির (যে শব্দের পরে বিভক্তি হইয়াছে; সেই শব্দের) অর্থ-নিশ্চয় দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়াও যে, শব্দের সিদ্ধবস্তু-বোধনে শক্তি অবধারণ করা যাইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, সে স্থলে প্রসিদ্ধ কার্য্য-বোধক সমস্ত পদটাই স্বীয় অংশ বিশেষের (বিভক্তির) অর্থ নিশ্চয় করিয়া দেয়; [সুতরাং ইহাতেও অক্রিয়াবোধক পদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না] (†) ॥

আর [রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে] সর্পভীত ব্যক্তির যে, 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', এইবাক্য শ্রবণের পরই ভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়; সেখানেও সর্পাভাব বুদ্ধিই যে, ঐ ভয় নিবৃত্তির হেতু,

---

(*) 'শব্দশ্রবণানন্তরম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইয়াছিল যে, "পুত্রঃ তে জাতঃ," অর্থাৎ তোমার পুত্র জন্মিয়াছে; এই বাক্যটী কোন কর্ত্তব্য ক্রিয়ার বোধক নহে, কেবল অতীত ঘটনার নির্দ্দেশক মাত্র, তথাপি এই বাক্য শ্রবণে যখন শ্রোতার হৃদয়ে হর্ষ-সঞ্চার হইয়া থাকে, তখন ক্রিয়া বোধক না হইলেও যে, বাক্য অপ্রমাণ হইবে, এ কথা বলা যায় না। তদুত্তরে কার্য্য-বাক্যার্থবাদিগণ বলেন যে, না—এখানেও অক্রিয়া-বোধক বাক্য হইতে হর্ষ জন্মে নাই; পরন্তু, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এমন রাশি-রাশি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে হর্ষ জন্মিতে পারে; তন্মধ্যে এস্থলে, শ্রোতা যখন বুঝিতে পারিল যে, শুভ সময়ে বিনা আয়াসে তাহার পুত্র প্রসূত হইয়াছে, এবং বক্তার মুখ-ভঙ্গী দর্শনে জানা গেল যে, অন্য প্রকার কোন অনর্থও সংঘটিত হয় নাই; এবংবিধ বোধই উক্ত হর্ষের কারণ; বোধের (জ্ঞানের) প্রামাণ্য সম্বন্ধে ত কাহারো কোন বিবাদ নাই।

এখানে বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি-প্রত্যয় সম্মিলনে যে সকল শব্দের অর্থ প্রতীতি হয়, সেই সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন, আর যে শব্দের তাহা হয় না, সেই সকল শব্দই অব্যুৎপন্ন। এই সকল অব্যুৎপন্ন (ব্যুৎপন্নেতর) পদের ও তদ্গত বিভক্তির অর্থ-নিশ্চয় করিবার দুইটী উপায় আছে, এক সন্নিহিত ব্যুৎপন্ন পদের অর্থ-নিশ্চয়; দ্বিতীয়-বিভক্তি যাহার পরে প্রযুক্ত হইয়াছে; সেই প্রকৃতির অর্থ নিশ্চয়। প্রথম উদাহরণ—একজন প্রশ্ন করিল—'কঃ কূজতি'? (কে শব্দ করিতেছে?) অপরে উত্তর করিল—'পিকঃ' (কোকিল)। এখানে প্রশ্নকর্ত্তা 'পিক' অর্থ না জানিলেও নিকটেই 'কূজতি' পদ থাকায় 'পিক' শব্দের কোকিল অর্থ—বুঝিয়া লইল। দ্বিতীয় উদাহরণ—"কাষ্ঠৈঃ কটাহে ওদনং পচতি"। (কাষ্ঠ দ্বারা, কড়াতে ভাত পাক করিতেছে), এখানে 'কাষ্ঠ' শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় করণত্ব অর্থ হইয়াছে; সুতরাং শ্রোতা বুঝিয়া লইল যে, 'কটাহ' একপ্রকার পাকপাত্র এইরূপ আরও বিস্তর উদাহরণ হইতে পারে।

যম্ (*) অচেতনমিদং বস্ত্বিত্যাদ্যর্থবোধেষু বহুষু ভয়নিবৃত্তিহেতুষু সৎস্থ বিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ। কার্য্যবুদ্ধি-প্রবৃত্তি-ব্যাপ্তিবলেন শব্দস্য প্রবর্ত্তকার্থাব-বোধিত্বমবগতমিতি (†) সর্ব্বপদানাং কার্য্যপরত্বেন সর্ব্বৈঃ পদৈঃ কার্য্যস্যৈব বিশিষ্টস্য প্রতিপাদনাৎ কার্য্যান্বিতস্বার্থমাত্রে পদশক্তিনিশ্চয়ঃ। ইষ্ট-সাধনতাবুদ্ধিস্তু কার্য্যবুদ্ধিদ্বারেণ প্রবৃত্তিহেতুর্ন স্বরূপেণ, অতীতানাগত-বর্ত্ত-মানেষ্টোপায়বুদ্ধিষু প্রবৃত্ত্যনুপলব্ধেঃ। 'ইষ্টোপায়ো হি মৎপ্রযত্নাদ্ ঋতে ন সিধ্যতি ; অতো মৎকৃতিসাধ্যঃ' ইতি বুদ্ধির্যাবৎ ন জায়তে, তাবন্ন প্রবর্ত্ততে।' অতঃ কার্য্যবুদ্ধিরেব প্রবৃত্তিহেতুরিতি প্রবর্ত্তকস্যৈব শব্দবাচ্যতয়া (‡) কার্য্যস্যৈব বেদবেদ্যত্বাৎ পরিনিষ্পন্নরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণানন্তস্থিরফলা-

---

তাহা নহে নহে। কারণ, সে স্থলেও 'ইহা ক্রিয়াহীন, নির্ব্বিষ, অচেতন—জড় বস্তু' ইত্যাদি বহুবিধ প্রতীতিরূপ কারণ উপস্থিত সত্ত্বে কোনটা যে, ভয়নিবৃত্তির প্রকৃত কারণ, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। আর শব্দমাত্রেরই যখন প্রবৃত্তিবোধকরূপে (ক্রিয়া-প্রতিপাদক রূপে) অর্থবোধকতা অবধারিত রহিয়াছে ; তখন কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও কার্য্যবিষয়ক প্রবৃত্তিঘটিত যে, অর্থবোধকতা নিয়ম, তদনুসারেই বুঝিতে হয় যে, সমস্ত শব্দই কার্য্যপর এবং সমস্ত পদই বিশেষ বিশেষ কার্য্যপ্রতিপাদক। অতএব, ক্রিয়াসম্বদ্ধ অর্থ-প্রতিপাদনেই সমস্ত শব্দের শক্তি বা সামর্থ্য নিশ্চিত হইতেছে, [ক্রিয়া-সম্পর্ক রহিত অর্থ-বোধনে কোন পদেরই শক্তি নাই]। আর ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যে, প্রবৃত্তির কারণ হয়, তাহাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে, পরন্তু ক্রিয়াবুদ্ধি দ্বারাই হয় ; অর্থাৎ ইহা আমার ইষ্ট—অভিপ্রেতার্থ-সাধনে সমর্থ, এইরূপে যেখানে কোনরূপ ক্রিয়া বা কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতীতি থাকে, সেইখানেই লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়, নচেৎ কেবলই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। এই কারণেই অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান যে সকল ইষ্টসাধন আছে ; তদ্বিষয়ে জ্ঞানসত্ত্বেও প্রবৃত্তির অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, 'এই অভীষ্টসিদ্ধির উপায়টী আমার যত্ন ভিন্ন কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না ; ইহা আমারই যত্নসাধ্য ; অতএব, এ বিষয়ে আমার চেষ্টা করা আবশ্যক,' যতক্ষণ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ কেহই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না ; সুতরাং কর্ত্তব্যবুদ্ধিই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার একমাত্র কারণ। অতএব লোকপ্রবৃত্তির হেতুভূত অর্থই যখন শব্দের প্রকৃত বাচ্যার্থ ; তখন বেদের পক্ষেও [প্রবৃত্তি-হেতু] সেই কার্য্যই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে, (সিদ্ধ বস্তু-প্রতিপাদন তাহার বিষয় হইতে পারে না,) কাজেই বলিতে হইবে যে, স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অনন্ত ও নিত্য ফল লাভ কখনই

(*) 'নির্ব্বিশেষম্' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ। (†) 'মুপগতমিতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) 'শব্দবাচিতয়া' ইতি (খ) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

প্রতিপত্তেঃ, (*) "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।" [আপস্তম্ব-শ্রৌত সূ°, ২।১।১] ইত্যাদিভিঃ কর্ম্মণামেব স্থিরফলত্বপ্রতিপাদনাচ্চ কর্ম্মফলাল্পাস্থিরত্ব-ব্রহ্মজ্ঞানফলানন্তস্থিরত্ব-জ্ঞানহেতুকো ব্রহ্মবিচারারম্ভো ন যুক্ত ইতি ॥ ১১৯ ॥

অত্রাভিধীয়তে,—নিখিললোকবিদিত-শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণপ্রকারমপনুদ্য সর্ব্বশব্দানামলৌকিকৈকার্থাববোধিত্বাবধারণং (†) প্রামাণিকা ন বহু মন্যন্তে ॥

এবং কিল বালাঃ শব্দার্থসম্বন্ধমবধারয়ন্তি, মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ অম্বা-তাত-মাতুলাদান্ শশি-পশু-নর-মৃগ-পক্ষি-সর্পাদীংশ্চ (‡) 'এনমবেহি, ইমং চ অবধারয়' ইত্যভিপ্রায়েণাঙ্গুল্যা নির্দিশ্য (§) তৈস্তৈঃ শব্দৈস্তেষু তেষু অর্থেষু বহুশঃ শিক্ষিতাঃ শনৈঃ শনৈস্তৈস্তৈরেব শব্দৈঃ তেষু তেষু অর্থেষু

কেবল প্রতীতি বা জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'যিনি চাতুর্মাস্য' নামক যজ্ঞ করেন, তাঁহার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কর্ম্মেরই চিরস্থায়ী ফল-সম্পাদনে ক্ষমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) এবং ব্রহ্মজ্ঞানফলের অনন্তত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রহ্মবিচারের অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারাত্মক এই গ্রন্থের আরম্ভ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১১৯ ॥

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—সর্ব্বসাধারণে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (বাচ্য-বাচকভাব) অবধারণের জন্য যে প্রণালী পরিজ্ঞাত আছে; সর্ব্বজনবিদিত সেই প্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত শব্দেরই যে, এক অলৌকিক (যাহা লোকপ্রসিদ্ধ নহে, সেই কার্য্যপরব্রহ্মরূপ) অর্থ অবধারণ করা; প্রমাণাভিজ্ঞ লোকেরা কখনই তাদৃশ অবধারণের সমাদর করেন না ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মবিচারের আবশ্যকত্ব প্রতিপাদন।

বালকগণ প্রথমে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (যে শব্দের যে অর্থ-বোধনে শক্তি, সেই শক্তি) এইরূপে অবধারণ করিয়া থাকে,—পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণ শিক্ষাদানের উদ্দেশে 'ইহা জান, ইহা অবধারণ কর (স্মরণ রাখ),' ইত্যাদি বলিয়া অঙ্গুলী দ্বারা 'অম্বা' (মাতা), 'তাত' (পিতা) ও 'মাতুল' প্রভৃতিকে এবং শশী (চন্দ্র), পশু, মৃগ (হরিণ), নর (মনুষ্য), পক্ষী ও সর্প প্রভৃতি পদার্থকে নির্দ্দেশ করিয়া বালককে শিক্ষা প্রদান করে। অনন্তর ঐরূপ শিক্ষিত বালকগণ নিজেরা ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দ-প্রয়োগেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সেই সকল বিষয়ের প্রতীতি হইতেছে, দর্শন করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বোপদিষ্ট 'অম্বা' প্রভৃতি শব্দ বলিলেই মাতা প্রভৃতি অর্থের প্রতীতি হয়, দেখিয়া স্থি

(*) 'ফলাপাতা প্রাতিপত্তেঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) বধারণং চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'পশুনরপক্ষিসর্পাদীংশ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) নির্দ্দিশ্য নির্দ্দিশ্য' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

স্বাত্মনা বুদ্ধ্যুৎপত্তিং দৃষ্ট্বা শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধান্তরাদর্শনাৎ সঙ্কেতয়িতৃপুরুষাজ্ঞানাচ্চ তেষ্বর্থেষু তেষাং শব্দানাং প্রয়োগো বোধকত্বনিবন্ধন ইতি নিশ্চিন্বন্তি। পুনশ্চ, ব্যুৎপন্নেতরশব্দেষু 'অস্য শব্দস্যায়মর্থঃ' ইতি পূর্ব্ববৃদ্ধৈঃ শিক্ষিতাঃ সর্ব্বশব্দানামর্থমবগম্য পরপ্রত্যায়নায় তত্তদর্থাববোধিবাক্যজাতং প্রযুঞ্জতে ॥

প্রকারান্তরেণাপি শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণং সুশকম্,—কেনচিৎ পুরুষেণ হস্তচেষ্টাদিনা 'পিতা তে সুখমাস্তে' ইতি দেবদত্তায় জ্ঞাপয়' ইতি প্রেষিতঃ কশ্চিৎ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তঃ 'পিতা তে সুখমাস্তে' ইতি শব্দং প্রযুঙ্ক্তে। পার্শ্বস্থোঽন্যো ব্যুৎপিৎসুর্মূকবচ্চেষ্টাবিশেষজ্ঞঃ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তমিমং জ্ঞাত্বানুগতঃ তজ্জ্ঞাপনায় প্রযুক্তমিমং শব্দং শ্রুত্বা 'অয়ং শব্দস্তদর্থবুদ্ধিহেতুঃ' ইতি নিশ্চিনোতি, ইতি কার্য্যার্থ এব ব্যুৎপত্তিরিতি নির্ব্বন্ধো নির্নিবন্ধনঃ। অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং ব্রহ্ম, তদুপাসনঞ্চাপারমিতফলং বোধয়ন্তীতি তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ॥

করে যে, ঐ সকল শব্দের যখন অপর অর্থের সহিত কোনই সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে না, এবং সংকেতকারী (অন্যার্থে প্রয়োগকর্ত্তা) কোন লোকও যখন দৃষ্ট হইতেছে না; তখন ঐ সকল শব্দে ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতীতি জন্মায় বলিয়াই ঐ সকল শব্দের ঐ সকল অর্থে প্রয়োগ করা হয়। শেষে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই বালকগণই প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে যে সকল শব্দের অর্থপ্রতীতি হয় না, সেই সকল অব্যুৎপন্ন শব্দের মধ্যেও 'এই শব্দের ইহা অর্থ' ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বতন বৃদ্ধগণকর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত শব্দের অর্থ অবগত হয় এবং অপরের বোধোৎপাদনার্থ নিজেরাও আবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে ॥

অন্য প্রকারেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—'তোমার পিতা সুখে আছেন' এই কথা তুমি দেবদত্তকে জ্ঞাপন কর; এই কথা বলিয়া হস্তসঞ্চালনপূর্ব্বক কোন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল; প্রেরিত ব্যক্তি সেই কথা জ্ঞাপনার্থ [যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া] 'তোমার পিতা সুখে আছেন' এই শব্দ প্রয়োগ করিল। যে লোক মূকের ন্যায় (শব্দার্থানভিজ্ঞ, কেবল) চেষ্টা বা হস্তসংকেতমাত্র বুঝিতে পারে, অথচ শব্দার্থে ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছু, এইরূপ সন্নিহিত কোন এক ব্যক্তি সেই প্রেরিত ব্যক্তিকে আদিষ্ট বার্ত্তা জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহার অনুগমন করিল, এবং সেই বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ পূর্ব্বকথিত শব্দের প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়া স্থির করিল যে, এই শব্দই সেই আদিষ্ট অর্থ-বোধের কারণ। অতএব, কার্য্য-বোধক বাক্যেই ব্যুৎপত্তি বা শব্দার্থসম্বন্ধ গ্রহণ হইবে, এইরূপে যে আগ্রহাতিশয়, তাহা

কার্য্যার্থত্বেঽপি বেদস্য ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্য এব। কথম্ ? "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" [বৃহদা০, ৪।৪।৫]। "সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" [ছান্দো০, ৮।৭।১]। "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত।" [বৃহদা০, ৬।৪।২১]। "দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত-স্তদন্বেষ্টব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।" [ছান্দো০, ৮।১।১]। "তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্।" [তৈত্তি০, নারায়ণ, ১০।২৩] ইত্যাদিভিঃ (*) প্রতিপন্নোপাসনবিষয়-কার্য্যাধিকৃতফলত্বেন "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি০, আন, ১।১]। ইত্যাদিভির্ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়ত ইতি ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিশেষণানাং-দুঃখাসম্ভিন্নদেশ-(†) বিশেষরূপ-স্বর্গাদিবৎ, রাত্রিসত্রপ্রতিষ্ঠাদিবৎ, (‡) অপগোরণ-শতযাতনা-সাধ্যসাধন-ভাববচ্চ কার্য্যোপযোগিতয়ৈব সিদ্ধেঃ॥

নিষ্কারণক বা অমূলক। কেন না, হস্তসংকেতেও শব্দার্থ-সম্বন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে। অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহও স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনার অপরিমিত ফল প্রতিপাদন করিতে অবশ্যই সমর্থ, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না; অতএব, বেদান্তার্থ-নির্ণয়ের জন্য ব্রহ্মবিচার অবশ্যই কর্ত্তব্য।

আর যদি বা বেদের কার্য্যপরত্বই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বিচার একান্ত আবশ্যক। যদি বল কেন ? [উত্তর—] 'অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।' 'সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিবে এবং তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানেচ্ছায় বিচার করিবে।' 'তাহাকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবে।' '[এই যে, হৃৎপদ্মরূপ একটী ক্ষুদ্র গৃহ] ইহার অভ্যন্তরে দহর (স্বল্প) আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে, তাঁহার অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে।' 'সেখানেও (হৃৎপদ্ম মধ্যেও) সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত দহর আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাঁহার উপাসনা করিবে।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে; 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন', ইত্যাদি শ্রুতিতে আবার সেই উপাসনাকার্য্যেরই নিয়ত ফলরূপে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উল্লেখ পরিশ্রুত হইতেছে। [যদিও উল্লিখিত উপাসনা-বিধায়ক বাক্যসমূহে কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফলেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ও তদ্গত বিশেষণ, গুণ বা বিভূতিবিশেষের উল্লেখ নাই সত্য, তথাপি] দুঃখসম্পর্কশূন্য স্থান বিশেষ বলায় যেমন স্বর্গাদি ফলের সিদ্ধি হয়; 'রাত্রি-সত্র' যাগে যেমন প্রতিষ্ঠা বা যশঃকামনার সিদ্ধি হয়, এবং অপগোরণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে

(*) 'প্রতিপন্নোপাসননিশ্চয়' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'সুখবিশেষ' ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) 'অবগোরণ' ইতি (গ) পাঠঃ।

'গামানয়' ইত্যাদিষ্বপি বাক্যেষু ন কার্য্যার্থে ব্যুৎপত্তিঃ ; ভবদভিমত-কার্যস্য দুর্নিরূপত্বাৎ। কৃতিভাবভাবি কৃত্যুদ্দেশ্যং হি ভবতঃ কার্যম্। কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং চ কৃতিকর্ম্মত্বম্। কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ (*) কৃত্যা প্রাপ্তুমিষ্টতমত্বম্। ইষ্টতমঞ্চ সুখম্, বর্ত্তমানদুঃখনিবৃত্তির্বা (†)। তত্রেষ্টসুখাদ্যর্থিনা পুরুষেণ

প্রহার করার নিষেধক বাক্যে যেমন আবশ্যকমত শত যাতনা (দণ্ড) ও অপগোরণের সাধ্য-সাধনভাব স্বীকার করিয়া লইতে হয়, এখানেও তেমনি কার্য্যবিশেষে ফলবিশেষ থাকা আবশ্যক, এই কারণে উপাসনা-কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়াই উপাসনার ফলস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তদ্গত গুণ-মহিমাদি বিশেষণ সমূহেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ সকলের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয় (‡)।

আর 'গাং আনয়' (গো লইয়া আইস), ইত্যাদি বাক্যেও কার্য্যার্থেই অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতিপাদনেই শব্দের শক্তি নিরূপিত হয় না ; কারণ, সেখানে তোমার অভিপ্রেত কার্য্য পদার্থটী যে কিরূপ, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না। কেন না, পুরুষচেষ্টার সদ্ভাবে যাহার সদ্ভাব এবং পুরুষচেষ্টার যাহা উদ্দেশ্য, তাহাই তোমার অভিপ্রেত কার্য্যপদার্থ। চেষ্টার (কৃতির) উদ্দেশ্য অর্থ—চেষ্টার কর্ম্ম বা বিষয়, চেষ্টার কর্ম্ম অর্থ—চেষ্টা দ্বারা যাহা বিশেষরূপে পাইতে অভিলষিত বা ইষ্টতম। সুখ বা উপস্থিত দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রধানতঃ ইষ্টতম পদার্থ ; তাহাতেও

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ' ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ। (†) দুঃখস্য তন্নিবৃত্তির্ব্বা' ইতি (ক, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—বেদ-বিধিতে আছে—"স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গলাভে যাহার অভিলাস আছে, সে লোক 'অশ্বমেধ'নামক যজ্ঞ করিবে। এই বিধি বাক্যে কেবল স্বর্গলাভেরই উল্লেখ আছে, সেই স্বর্গ যে কিপ্রকার, তাহার কোন কথাই নাই ; কিন্তু "যস্মিন্ নোষ্ণং ন শীতং, নার্ত্তিঃ," ইত্যাদি অর্থ-বাদ বাক্যে (এই বিষয়ের প্রশংসাবোধক বাক্যে) স্বর্গের বিশেষ বিশেষ গুণ সমূহ বর্ণিত আছে। এই সকল অর্থবাদ বাক্য হইতেই সেই স্বর্গগত বিশেষ অবস্থাসমূহ জানিয়া লইতে হয়।

"রাত্রীরুপেয়াৎ, প্রতিতিষ্ঠন্তীহ বৈ এতে, যে এতা রাত্রীরুপযন্তি," অর্থাৎ, লোকে 'রাত্রী'সমূহ অবলম্বন করিবে, যাহারা এই সকল রাত্রিকে উপগত হয়, তাহারা প্রতিষ্ঠা (যশঃ) লাভ করে।' 'রাত্রি' একটী যজ্ঞের নাম এই বাক্যে প্রথমে 'রাত্রীঃ উপেয়াৎ' বলিয়া রাত্রিসত্রের বিধান করা হইয়াছে, কোন ফলের উল্লেখ নাই। তাহার পর "প্রতিতিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি অর্থবাদাংশে 'প্রতিষ্ঠা-ফলের উল্লেখ আছে। এস্থলে বিধিতে ফলের উল্লেখ না থাকিলেও অর্থ-বাদ বাক্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

আর 'অপগোরণ' সম্বন্ধে কথা এই যে, বেদে আছে—"তস্মাৎ ব্রাহ্মণায নাপগুরেৎ, তৎ যোঽপগুরতে, তং শতেনাযাতয়াৎ," অর্থাৎ 'অতএব, ব্রাহ্মণ উদ্দেশে অপগোরণ—লগুড় উত্তোলন করিবে না ; যে লোক অপগোরণ করে, তাহার এক শত মুদ্রা দণ্ড করিবে।' এখানে অপগোরণ হইতেছে সাধন এবং শতযাতনা হইতেছে, তাহার সাধ্য বা ফল।

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহে যেরূপ বিধিবাক্যে অনুক্ত ফল ও তদ্গত বিশেষ বিশেষ অবস্থাসকল অর্থবাদ বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ উপাসনাবিধায়ক বাক্য সমূহেও অনুক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল ও তদ্গত গুণ-মহিমাদি বিশেষণ সকল অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।

স্বপ্রযত্নাদ্ ঋতে যদি তদসিদ্ধিঃ প্রতীতা, ততঃ প্রযত্নেচ্ছুঃ প্রবর্ত্ততে পুরুষঃ, ইতি ন ক্বচিদপীচ্ছাবিষয়স্য কৃত্যধীনসিদ্ধিত্বমন্তরেণ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং নাম কিঞ্চিদপ্যুপলভ্যতে। ইচ্ছাবিষয়স্য প্রেরকত্বঞ্চ প্রযত্নাধীনসিদ্ধিত্বমেব, তত-এব প্রবৃত্তেঃ। ন চ পুরুষানুকূলত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্, যতঃ সুখমেব পুরুষা-নুকূলম্ (*)। নচ, দুঃখনিবৃত্তেঃ পুরুষানুকূলত্বম্। পুরুষানুকূলং সুখং, তৎপ্রতিকূলং দুঃখমিতি সুখ-দুঃখয়োঃ স্বরূপবিবেকঃ। দুঃখস্য প্রতিকূল-তয়া তন্নিবৃত্তিরিষ্টা ভবতি, নানুকূলতয়া। অনুকূল-প্রতিকূলান্বয়-(†) বিরহে স্বরূপেণাবস্থিতিহি দুঃখনিবৃত্তিঃ। অতঃ সুখব্যতিরিক্তস্য ক্রিয়াদে-রনুকূলত্বং ন সম্ভবতি। নচ, সুখার্থতয়া তস্যাপ্যনুকূলত্বং দুঃখাত্মকত্বাৎ তস্য। সুখার্থতয়াপি তদুপাদানেচ্ছামাত্রমেব ভবতি ॥

আবার সুখাভিলাষী পুরুষ যদি বুঝিতে পারেন যে, আমার প্রযত্ন ব্যতীত সুখলাভ হইবে না, তাহা হইলেই প্রযত্নের ইচ্ছায় তাহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব, ইচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থটীকে প্রযত্নাধীন সিদ্ধ না হইয়া কুত্রাপি প্রযত্নের উদ্দেশ্য হইতে দেখা যায় না। 'এই অভীষ্ট বিষয়টী আমার প্রযত্নাধীন' এইরূপ জ্ঞানের পরেই যখন প্রবৃত্তি জন্মে, তখন অভীষ্ট বিষয়কে যে, প্রবর্ত্তক [বলা হয়], তাহার অর্থও প্রযত্নাধীন-সিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর সুখই যখন পুরুষের একমাত্র অনুকূল বা প্রিয় বিষয়; তখন কৃতির উদ্দেশ্যকে (চেষ্টার বিষয়কে) পুরুষের অনুকূল বলা যাইতে পারে না। আর দুঃখ-নিবৃত্তিও পুরুষের অনুকূল নহে; কেন না, পুরুষের যাহা অনুকূল, তাহাই সুখ, আর পুরুষের যাহা প্রতিকূল (অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ), তাহার নাম দুঃখ; ইহাই সুখ ও দুঃখের স্বরূপগত প্রভেদ (‡)। দুঃখ প্রতিকূল বলিয়াই দুঃখ-নিবৃত্তি লোকের অভিপ্রেত হয়, অনুকূল বলিয়া নহে। [পুরুষের যে,] অনুকূল ও প্রতিকূল সম্বন্ধশূন্যরূপে স্বরূপাবস্থান, তাহারই নাম দুঃখনিবৃত্তি। এই কারণেই সুখাতিরিক্ত ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মের অনুকূলতা কখনও সম্ভবপর হয় না। আর এ কথাও বলিতে পার না যে,ক্রিয়া যখন সুখেরই সাধন, তখন তাহাও অনুকূল হউক। কারণ, ক্রিয়া স্বভাবতই দুঃখাত্মক বা দুঃখকর, কেবল সুখের ইচ্ছায়ই সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানে ইচ্ছা হইয়া থাকে ॥

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং, যতঃ সুখমেব পুরুষানুকূলম্' ইত্যংশঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

(†) অনুকূলপ্রতিকূলতয়ান্বয়' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—সুখ ও দুঃখের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বলা বড় কঠিন; এই কারণে শাস্ত্রকারগণ সুখ, দুঃখের পরিচয় স্থলে এইমাত্র বলিয়াছেন যে, "অনুকূলবেদনীয়ং সুখম্", আর, "প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্"। অর্থাৎ যে যাহা অনুকূল বা আত্ম-তৃপ্তিকর বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই সুখ; আর, যে যাহা প্রতিকূল বা অপ্রিয় বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই দুঃখ; সুতরাং একের পক্ষে যাহা সুখ, অপরের পক্ষে তাহাই দুঃখ হইতে পারে। দুঃখ-সম্বন্ধেও এই কথা।

নচ কৃতিং প্রতি শেষিত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্; ভবৎপক্ষে শেষিত্বস্যানিরূপণাৎ। নচ, পরোদ্দেশপ্রবৃত্ত-কৃতিব্যাপ্ত্যর্হত্বং শেষত্বমিতি তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষীত্যব-গম্যতে; তথা সতি কৃতেরশেষত্বেন তাং প্রতি তৎসাধ্যত্বস্য শেষিত্বা-ভাবাৎ (*)। নচ পরোদ্দেশ-প্রবৃত্ত্যর্হতায়াঃ শেষত্বেন পরঃ শেষী; উদ্দেশ্যত্বস্যৈব নিরূপ্যমাণত্বাৎ, প্রধানস্যাপি ভৃত্যোদ্দেশপ্রবৃত্ত্যর্হত্বদর্শনাচ্চ। প্রধানস্তু ভৃত্যপোষেঽপি স্বোদ্দেশেন প্রবর্ত্তত ইতি চেৎ; ন, ভৃত্যোঽপি হি প্রধানপোষে স্বোদ্দেশেনৈব প্রবর্ত্ততে। কার্য্যস্বরূপস্যৈবানিরূপণাৎ 'কার্য্য-প্রতিসম্বন্ধী(†) শেষঃ,' 'তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষী' ইত্যপ্যসঙ্গতম্॥

আর কৃতিশেষ বা ক্রিয়াঙ্গকেও কৃতির উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে না; কারণ, তোমার মতে শেষিত্ব পদার্থটী অনিরূপণীয়। কেন না, অপর ফলের উদ্দেশে আবদ্ধ কৃতি বা প্রযত্নের ব্যাপ্তিযোগ্য বা অনুগত বিষয়কে 'শেষ' বলিলে যে, তৎসম্পর্কিত বিষয়টী শেষী হইবে, ইহা ত বলা যায় না। কারণ, কৃতি বা প্রযত্ন স্বয়ংই যখন 'শেষ' হইতে পারিল না, তখন তৎসাধ্য বিষয়টী ত আর কিছুতেই তাহার 'শেষী' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আর পরোদ্দেশে প্রবৃত্তির যোগ্যকে 'শেষ' বলাতেই যে, 'পর'টী 'শেষী' হইবে, তাহাও নহে; কারণ [ঐ লক্ষণানুসারে] 'পর' বস্তুটীর কেবল উদ্দেশ্যত্বই নিরূপিত হইতে পারে। [সুতরাং 'পর'কে আর 'শেষী' বলা যায় না]। বিশেষতঃ ভৃত্যের নিমিত্ত প্রধানেরও (কর্ত্তারও) প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা আছে; [প্রধানকে ত আর ভৃত্যের শেষ বা অধীন বলা যাইতে পারে না]। যদি বল, প্রধানও (প্রভুও) যে, ভৃত্যের পরিপোষণে প্রবৃত্ত বা যত্নবান্ হন, তাহাও নিজের (উপকার সাধনের) উদ্দেশেই হন; [সুতরাং প্রকৃত পক্ষে সেখানে পরোদ্দেশ্যত্বই নাই; কাজেই 'শেষত্বে'রও সম্ভাবনা নাই]। না,—তাহা হইলে ভৃত্যও ত নিজের উপকারোদ্দেশেই প্রভুসেবায় প্রবৃত্ত হয়, [সুতরাং সেও 'শেষ' বা অধীন হইতে পারে না]। অতএব, প্রধানভূত—কার্য্যেরই (ক্রিয়ারই) যখন স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব, তখন কার্য্যের প্রতিসম্বন্ধী—'শেষ' এবং তাহার প্রতিসম্বন্ধী 'শেষী', এরূপ নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত হইতে পারে না (‡)।

(*) তথেত্যাদিঃ শেষিত্বাভাবাদিত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) পুস্তকে নাস্তি। প্রমাদাৎ পতিত ইতি মন্যে।

(†) কার্য্যং প্রতি সম্বন্ধী শেষী, ইত্যপ্যসঙ্গতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—যাহারা কার্য্য-শক্তিবাদী—ক্রিয়া-সম্বন্ধ ব্যতীত শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ তাহাদেরই মতানুসারে 'কার্য্যে'র পরিচায়ক একটী লক্ষণ করা আবশ্যক। তাই তাহারা বলিয়া থাকেন,—[মনুষ্যের] কৃতি বা প্রযত্ন সত্ত্বে যাহার সত্তা বা উৎপত্তি এবং সেই প্রযত্নেরই যাহা উদ্দেশ্য বা বিষয়, অর্থাৎ যাহার উদ্দেশে সেই চেষ্টা হয়; তাহার নাম 'কার্য্য'। কৃতির উদ্দেশ্য বলিলেই কৃতির কার্য্য,—অর্থাৎ যাহা সাধনের জন্য চেষ্টা করা হয়, সেই ইষ্টতম পদার্থকে বুঝিতে হয়। এখন কথা হইতে যে, জগতে সুখ ভিন্ন আর কিছুই যখন ইষ্টতম হয় না বা হইতে পার না, তখন তোমার কথিত লক্ষণটী প্রকৃত কার্য্যের পরিচায়ক না হইয়া কেবল সুখেরই পরিচায়ক বা লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। বিশেষতঃ ক্রিয়ামাত্রই যখন অল্পাধিক পরিমাণে দুঃখময় বা দুঃখাত্মক এবং দুঃখ যখন কাহারো ইষ্টতম নহে, তখন উক্তপ্রকার কার্য্য লক্ষণটী কিছুতেই ক্রিয়ার লক্ষণ হইতে পারে না। কাজেই কার্য্যের স্বরূপ নিরূপণ করা, সহজ-সাধ্য নহে।

নাপি কৃতিপ্রয়োজনত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্ ; পুরুষস্য কৃত্যারম্ভপ্রয়োজনমেব হি কৃতিপ্রয়োজনম্ ; স চেচ্ছাবিষয়ঃ। তস্মাদিষ্টত্বাতিরেকিকৃত্যুদ্দেশ্যত্বা-নিরূপণাৎ কৃতিসাধ্যতা-কৃতিপ্রধানত্বরূপং(*)কার্য্যং দুর্নিরূপমেব ॥১২০॥

নিয়োগস্যাপি সাক্ষাদিচ্ছা-(†) বিষয়ভূতসুখদুঃখনিবৃত্তিভ্যামন্যত্বাৎ তৎসাধনতয়ৈবেষ্টত্বং কৃতিসাধ্যত্বঞ্চ। অত এব হি তস্য ক্রিয়াতিরিক্ততা ; অন্যথা ক্রিয়ৈব কার্য্যং স্যাৎ। স্বর্গকামপদ-সমভিব্যাহারানুগুণ্যেন লিঙাদি-

আর যে, কৃতি বা প্রযত্নের যাহা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, তাহাই কৃত্যুদ্দেশ্য ; এ কথাও বলা চলে না। কারণ, পুরুষের কার্য্যারম্ভের যাহা প্রয়োজন, তাহাই প্রকৃত পক্ষে কৃতির প্রয়োজন ; তাহা ত পুরুষের ইচ্ছা-বিষয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, [পুরুষের] ইষ্টত্ব (ইচ্ছা-বিষয়ত্ব) ভিন্ন যখন আর 'কৃত্যুদ্দেশ্যত্ব' নিরূপণ করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই কৃতি-সাধ্য বা যত্ন-নিষ্পাদ্য কৃতির প্রধান বিষয়কেও আর 'কার্য্য' বলিয়া নির্দেশ করা চলে না ॥ ১২০ ॥

১২১। সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি, এতদুভয়ই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে ; [বিধিবাক্য-গত] নিয়োগ যখন সেই সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; তখন বুঝিতে হইবে যে, সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াই নিয়োগবিষয়ে লোকের ইচ্ছা হয় এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বলিয়া বোধ হয়,—অর্থাৎ সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির ইষ্টত্ব নিবন্ধনই তৎসাধনীভূত নিয়োগেও ইষ্টত্ব ও কৃতি-সাধ্যত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে]। এই কারণেই ক্রিয়া বা ব্যাপার হইতে নিয়োগ ধর্ম্মটীর পার্থক্য রক্ষিত হয়। নচেৎ ক্রিয়া ও কার্য্য (ক্রিয়াফল), উভয়ের একত্ব বা অভেদ হইতে পারে। কেন না, [বিধিবাক্যস্থ] স্বর্গকাম পদের সহিত একযোগে অন্বয় বা সম্বন্ধ বশতঃ [বিধিবোধক] 'লিঙ্' প্রভৃতি বিভক্তিতে যে, 'কার্য্য' বুঝায়, উহাই স্বর্গ-সাধন ; [তদতিরিক্ত স্বর্গ-সাধন

(*) স্বরূপম্ ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সাক্ষাদিচ্ছাবিষয়ম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

এই ভয়ে তুমি যদি 'কৃত্যুদ্দেশ্য' শব্দের 'কৃতি-শেষিত্ব' অর্থ কর, অর্থাৎ কৃতি বা পুরুষ-প্রযত্নের যাহা 'শেষী' বা প্রধান বিষয়, তাহার নাম 'কৃত্যুদ্দেশ্য' এইরূপ অর্থ কর ; তাহাতেও বিবাদ ভঞ্জন হইল না। কারণ, এই 'শেষী' পদের অর্থ নিরূপণ করাই অসম্ভব। কেন না ; প্রথমতঃ 'শেষ' শব্দের অর্থ নিরূপণ করা আবশ্যক, 'শেষ' কিনা—পরোদ্দেশে অর্থাৎ অপর প্রয়োজন সাধনার্থ আরব্ধ কৃতির (চেষ্টার) বিষয় হইবার 'যোগ্য'। ফল কথা,—অন্যপ্রয়োজন সাধনার্থ যে চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার ফলে যাহা সিদ্ধ হয় ; তাহাই 'শেষ', এবং সেই 'শেষ' যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার অধীন, তাহার নাম—'শেষী'। কিন্তু, এরূপ লক্ষণ করিলে এই দোষ হয় যে, কৃতি বা যত্ন নিজে যখন কাহারই 'শেষ' বা অধীন নহে, তখন সেই কৃতিনিষ্পাদ্য ক্রিয়া কখনই 'শেষ', হইতে পারে না। আর যদি দুই বা বহুর মধ্যে যেটী অন্যের প্রয়োজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'শেষী', আর যাহার উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'শেষী' বলা যায়, তাহা হইলেও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় ভৃত্যের পোষণের জন্যও রাজার প্রবৃত্তি হয়, এবং রাজার পোষণের জন্যও ভৃত্যের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয় ; অথচ উভয়েরই প্রবৃত্তির মূলে স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে ; সুতরাং কে কাহার 'শেষ' (অধীন), আর কে কাহার 'শেষী' (প্রধান), তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় না। অতএব, যেরূপেই হউক, 'কার্য্যের' স্বরূপ নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইতেছে না।

বাচ্যং কার্য্যং স্বর্গসাধনমেবেতি ক্ষণভঙ্গি-কর্ম্মাতিরেকি স্থিরং স্বর্গসাধনম-পূর্ব্বমেব কার্য্যমিতি স্বর্গসাধনতোল্লেখেনৈব হ্যপূর্ব্বব্যুৎপত্তিঃ। অতঃ প্রথমমনন্যার্থতয়া প্রতিপন্নস্য কার্য্যস্যানন্যার্থত্বনির্বহণায়াপূর্ব্বমেব পশ্চাৎ স্বর্গসাধনং ভবতীত্যুপহাস্যম্ ; স্বর্গকামপদান্বিতকার্য্যাভিধায়িপদেন প্রথম-মপ্যনন্যার্থতানভিধানাৎ; সুখদুঃখনিবৃত্তি-তৎসাধনেভ্যোঽন্যস্যানন্যার্থস্য কৃতি-সাধ্যতাপ্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ (*)॥

অপিচ, কিমিদং নিয়োগস্য প্রয়োজনত্বম্ ? সুখবৎ নিয়োগস্যাপ্যনুকূলত্ব-মেবেতি চেৎ ; কিং নিয়োগঃ সুখং ? (†) সুখমেব হ্যনুকূলম্। সুখবিশেষবৎ নিয়োগাপরপর্য্যায়ং বিলক্ষণং সুখান্তরমিতি চেৎ ; কিং তত্র প্রমাণমিতি

বলিয়া কিছুই নাই]। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ক্ষণভঙ্গুর যে, যাগাদি কর্ম্ম, তাহা হইতে পৃথক্ এবং দীর্ঘ-কালস্থায়ী, স্বর্গ-সাধন অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট—পুণ্য-পাপ) আর কার্য্য, একই পদার্থ ; সুতরাং 'স্বর্গ-সাধনরূপেই 'অপূর্ব্ব' শব্দের অর্থ প্রতীতি হয়। অতএব, [ইহাও বুঝিতে হইবে যে,] 'অপূর্ব্ব' ও 'কার্য্য' যখন একই পদার্থ, তখন উভয়ের সেই অভিন্নত্ব রক্ষার্থই প্রথমে 'অপূর্ব্ব'রূপে প্রতীয়মান পদার্থই পশ্চাৎ (স্বর্গকামপদের সহিত সম্বন্ধের পর) স্বর্গ-সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ; এইরূপ সিদ্ধান্তটী নিতান্তই উপহাস্যাস্পদ (‡)। কেন না, 'স্বর্গকাম' পদের সহিত সম্বদ্ধ কার্য্য-বোধক পদটী প্রথমেও অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব অর্থ প্রতিপাদন করে না ; কারণ, সুখ, দুঃখনিবৃত্তি ও তদুভয়ের সাধন ভিন্ন 'অনন্যত্ব'-অর্থ কখনই 'কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান' হইতে উপপন্ন হইতে পারে না॥

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি,—বিধিবাক্যস্থ নিয়োগকে যে, প্রয়োজন বলা হয়, সে কথার অর্থ কি?—যদি বল, সুখের ন্যায় নিয়োগেরও অনুকূলতাই প্রয়োজনত্ব। ভাল, সুখই একমাত্র অনুকূল পদার্থ ; নিয়োগ কি সেই সুখ ? যদি বল, সুখবিশেষের ন্যায় নিয়োগও একপ্রকার সুখই বটে, নিয়োগ তাহার নামান্তর মাত্র। আচ্ছা, এ বিষয়ে প্রমাণ কি, তাহা

(*) প্রতিপত্ত্যনুপপত্তেশ্চ' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) নিয়োগঃ সুখমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—"স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত," এই বিধিবাক্যে প্রথমতঃ 'লিঙ্' (ইত) বিভক্তিটী যাগের কর্ত্তব্যতামাত্র বুঝায়, অনন্তর 'স্বর্গকাম' পদের সহিত সম্বন্ধ হইয়া ঐ যাগেরই স্বর্গ-সাধনতা অর্থ প্রতিপাদন করে। 'যাগ' একটী ক্রিয়া—ক্ষণমাত্রস্থায়ী, সে কখনই কালান্তরভাবী স্বর্গলাভের সাধন হইতে পারে না ; এই কারণে যাগের অতিরিক্ত একটী 'অপূর্ব্ব'নামক যাগ-ফল স্বীকার করিতে হয় ; যাগের উপযুক্ত ফল না হওয়া পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব অব্যাহত থাকে ; ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়। স্বর্গ-সুখ লাভেই লোকের প্রধানতঃ ইচ্ছা হয়, শেষে তৎসাধন বলিয়া যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, 'অপূর্ব্ব ও কার্য্য প্রথমে অভিন্নরূপে প্রতীয়মাণ হইয়া পশ্চাৎ স্বর্গ-সাধনরূপে প্রতীত হয়' ; একথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

বক্তব্যম্। স্বানুভবশ্চেৎ ; ন ; বিষয়বিশেষানুভবসুখবৎ ‘নিয়োগানুভব-সুখমিদম্’ ইতি ভবতাপি নানুভূয়তে। শাস্ত্রেণ নিয়োগস্য পুরুষার্থতয়া প্রতিপাদনাৎ পশ্চাৎ তু ভোক্ষ্যত ইতি চেৎ ; কিং তন্নিয়োগস্য পুরুষার্থত্ববাচি শাস্ত্রম্ ? ন তাবৎ লৌকিকং বাক্যম্, তস্য দুঃখাত্মক-ক্রিয়া-বিষয়ত্বাৎ, তেন(*) সুখাদিসাধনতয়ৈব কৃতিসাধ্যতামাত্রপ্রতিপাদনাৎ। নাপি বৈদিকং, তেনাপি স্বর্গসাধনতয়ৈব কার্য্যস্য প্রতিপাদনাৎ। নাপি নিত্য-নৈমিত্তিকশাস্ত্রম্ ; তস্যাপি তদভিধায়িত্বং স্বর্গকামবাক্যস্থাপূর্ব্ববুৎ-পত্তিপূর্ব্বকমিত্যুক্তরীত্যা (†) তেনাপি সুখাদিসাধনভূত-কার্য্যাভিধানম-বর্জ্জনীয়ম্। নিয়তৈহিকফলস্য কর্ম্মণোঽনুষ্ঠিতস্য ফলত্বেন তদানীমনুভূয়-মানান্নাদ্যরোগতাদিব্যতিরেকেণ নিয়োগরূপসুখানুভবানুপলব্ধেশ্চ নিয়োগঃ ‘সুখম্’ ইত্যত্র ন কিঞ্চন প্রমাণমুপলভামহে ॥

বলা আবশ্যক। যদি বল, নিজের অনুভবই প্রমাণ। না —বিষয়বিশেষের অনুভবে যেমন সুখ-প্রতীতি হয়, তেমন নিয়োগানুভবে তুমিও ত কখন ‘ইহা নিয়োগ-সুখ’ বলিয়া কিছু অনুভব করিয়া থাক না। যদি বল, বিধিশাস্ত্র যখন নিয়োগকে পুরুষার্থ বা পুরুষের কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহার ভোগ্যতা বা সুখাত্মকতাও বুঝিতে হইবে। [বেশ কথা,] সেই নিয়োগ যে পুরুষার্থ, তদ্বোধক শাস্ত্র কি আছে ? প্রথমতঃ লৌকিক (ব্যবহারিক) বাক্য [তদ্বোধক শাস্ত্র] নহে, কারণ, কেবল দুঃখবহুল ক্রিয়া-প্রতিপাদনই উহার এক-মাত্র বিষয় ; বিশেষতঃ লৌকিক বাক্যে কেবল সুখ-সাধনরূপেই উহার কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, [সুখাত্মকরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই]। দ্বিতীয়তঃ [উহার সুখাত্মকতা বিষয়ে] বৈদিক প্রমাণও নাই ; কেন না, তাহা দ্বারাও কেবল স্বর্গ-সাধনরূপেই কার্য্যের (যাগজনিত অপূর্ব্বের) প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবিধায়ক শাস্ত্রেও [উহার সুখাত্মকতা প্রতিপাদিত হয় নাই]। কারণ, “স্বর্গকামঃ যজেত” ইত্যাদি বাক্যে যে, অপূর্ব্বে (অদৃষ্ট--পুণ্যাদি অর্থে শক্তি কল্পনা, তদনুসারেই নিত্য-নৈমিত্তিক বাক্যের ঐরূপ অর্থবোধকত্ব কল্পিত হয় ; সুতরাং সেই বাক্যেও যে, কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখাদি-সাধনতারূপেই কার্য্য প্রতিপাদন, সুখরূপে নহে,তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে কর্ম্মের ফল ইহলোকেই সুনিশ্চিত; সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তৎ-ফলরূপে প্রতীয়মান ভোগার্হ অন্নাদির প্রাচুর্য্য ও নীরোগতাদি ফল ভিন্ন তৎকালে ‘নিয়োগ’-জনিত স্বতন্ত্র কোন সুখের উপলব্ধিও হয় না (‡)। অতএব, [বিধি-বাক্যস্থিত] নিয়োগই যে, সুখস্বরূপ ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ উপলব্ধি করিতেছি না ॥

(*) সুখসাধন’—ইতি (খ) পাঠঃ। (†) নীত্যা’ ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—কৃষিপ্রভৃতি কর্ম্মের ফল ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সকল কর্ম্মেও নিয়োগ থাকিতে পারে ; সেই নিয়োগাধীন কর্ম্মে কেবল শস্যাদি ফলই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু, তদ্ভিন্ন নিয়োগ-

অর্থবাদাদিষ্বপি স্বর্গাদিসুখ-প্রকারকীর্ত্তনবৎ নিয়োগরূপসুখপ্রকার-কীর্ত্তনং ভবতাপি ন দৃষ্টচরম্। অতো বিধিবাক্যেষ্বপি ধাত্বর্থস্য কর্ত্তৃব্যাপারসাধ্যতামাত্রং শব্দানুশাসনসিদ্ধমেব লিঙাদের্বাচ্যমিত্যধ্যবসীয়তে (*)। ধাত্বর্থস্য যাগাদেরগ্ন্যাদিদেবতান্তর্যামি-পরমপুরুষ-সমারাধন-রূপতা, সমারাধিতাৎ পরমপুরুষাৎ ফলসিদ্ধিশ্চেতি, "ফলমত উপপত্তেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ৩।২।৩৭] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং (†) ব্রহ্ম বোধয়ন্তীতি ব্রহ্মোপাসনফলানন্ত্যং স্থিরত্বঞ্চ সিদ্ধম্। চাতুর্ম্মাস্যাদিকর্ম্মস্বপি কেবলস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়িফলত্বোপদেশাদক্ষয়ফলশ্রবণং "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৩] ইত্যাদিবদাপেক্ষিকং মন্তব্যম্ ॥

আর [বিধির স্তুতিপর] অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্যেও স্বর্গাদি সুখের যেরূপ বিশেষণরূপে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নিয়োগসুখের বিশেষণভাবে সমুল্লেখ তুমিও পূর্ব্বে কোথাও দর্শন কর নাই। অতএব, "যজেত" প্রভৃতি বিধিবাক্যেও শব্দশাস্ত্রের নিয়ম-সিদ্ধ যে, 'যজ'-প্রভৃতি ধাতুর কর্ত্তৃব্যাপার-সাধ্যতা; অর্থাৎ "যজেত" বলিলেই বুঝা যায় যে, 'যজ' ধাতুর অর্থ—যাগ ক্রিয়াটী কর্ত্তার ব্যাপার বা চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য; এই অর্থই বিধিগত 'লিঙ্' প্রভৃতি বিভক্তির বাচ্যার্থ, তদতিরিক্ত কোন অর্থ নাই; ইহাই অবধারিত হইতেছে। অগ্নি প্রভৃতি দেবতার ও অন্তর্যামী পরমপুরুষ ভগবানের সম্যক্ আরাধনা এবং সম্যক্ আরাধিত পরমপুরুষ ভগবান্ হইতে ফল লাভ, ইহাই 'যজ' প্রভৃতি ধাতুর অর্থ—যাগাদি শব্দবাচ্য। 'ইহাঁ হইতে (ভগবানের নিকট হইতে) ক্রিয়াফল সম্পন্ন হইয়া থাকে।' এই সূত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইবে। অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহ যখন পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিতেছে; তখন তাহার অনন্ত, স্থিরতর ফলদান শক্তিও অনুমিত হয়। আর চাতুর্মাস্যাদি যাগের স্থলেও কথা এই যে, [শাস্ত্রই যখন জ্ঞানসম্বন্ধরহিত-] কেবল কর্ম্মের ফলকে 'ক্ষয়শীল' (বিনাশী) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; তখন বুঝিতে হইবে যে, 'বায়ু ও অন্তরীক্ষ, এই উভয় অমৃত (বিনাশ-রহিত)', এই স্থলে 'অমৃতত্ব' অর্থ যেমন আপেক্ষিক (দীর্ঘকাল স্থায়ী মাত্র), তেমনি চাতুর্মাস্য যাগফলের 'অক্ষয়ত্ব'ও আপেক্ষিক, অর্থাৎ অন্য ফল অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী মাত্র, কিন্তু নিত্য নহে ॥

(*) 'ত্যবসীয়তে' ইতি (গ) পাঠঃ।　　　　(†) নিষ্পন্নং ব্রহ্ম' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

জনিত অন্য কোনরূপ সুখেরই প্রতীতি হয় না। এতদনুসারে বুঝা যায় যে, বেদোক্ত নিয়োগ সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম। অর্থাৎ সেখানেও কর্ম্ম সম্পাদিত সুখ ভিন্ন নিয়োগে আর কোনরূপ সুখ থাকিতে পারে না; সুতরাং নিয়োগের সুখাত্মকতা কথা অপ্রামাণিক।

অতঃ কেবলানাং কর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানস্যানন্তস্থিরফল-ত্বাচ্চ তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারারম্ভো যুক্ত ইতি স্থিতম্ ॥

[ইতি শ্রীভাষ্যে প্রথমং জিজ্ঞাসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

অতএব, যেহেতু জ্ঞানসম্বন্ধরহিত কর্ম্মের ফল অল্প ও অস্থির; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্ত ও স্থির বা নিত্য; অতএব, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ-নিরূপণার্থ ব্রহ্ম-বিচার করা যে, আবশ্যক, ইহা ব্যবস্থাপিত হইল ॥*॥

[শ্রীভাষ্যানুবাদে প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল (*)

(*) তাৎপর্য্য,—'অধিকরণ' মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত একপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রণালী। প্রত্যেক অধিকরণেরই পাঁচটী অবয়ব বা অংশ আছে। যথা—"বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়স্তথা। প্রয়োজনেন সহিতমেতৎ স্যাদঙ্গপঞ্চকম্ ॥"

অর্থাৎ (১) বিষয়=বিচারার্হ বাক্য বা বাক্যার্থ। (২) সংশয়=বিষয়ের উপর অনুকূল ও প্রতিকূল চিন্তা। (৩) বিচার=সিদ্ধান্তের প্রতিকূল পক্ষ উত্থাপন। (৪) নির্ণয়=প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন। (৫) প্রয়োজন= সিদ্ধান্তের ফল বা উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ।

এই প্রথমাধিকরণের বিচার্য্য বিষয়—ব্রহ্ম-মীমাংসা। সংশয়—ব্রহ্মমীমাংসা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য কি না? বিচার—স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনে যখন শব্দের সামর্থ্য নাই, তখন ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও প্রামাণ্য নাই। নিশ্চয়= না—,শব্দের স্বতঃসিদ্ধ বস্তুবোধনেও নিশ্চয়ই সামর্থ্য আছে; অতএব, ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও নিশ্চয়ই প্রমাণ্য আছে। প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত; মোক্ষলাভ ইহার বিশিষ্ট ফল বা প্রয়োজন। এইরূপে এই শাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণেই উল্লিখিত পঞ্চপ্রকার অবয়ব সংযোজনা করিতে হইবে।

কিং পুনস্তদ্ ব্রহ্ম, যৎ জিজ্ঞাস্যমুচ্যতে, ইত্যত্রাহ –

[জন্মাদ্যধিকরণম্ ।]

জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ১।১। ২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জন্মাদি (উৎপত্তিপ্রভৃতি), অস্য (ইহার—জগতের), যতঃ (যাঁহা হইতে,) [তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥]

[সরলার্থঃ —অস্য বিচিত্র-চেতনাচেতনমিশ্রস্য ব্যবস্থিতসুখ-দুঃখভোগবিভাগস্য জগতঃ, যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ, জন্মাদি—জন্ম-স্থিতি-বিলয়নং ভবতি ; তৎ ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ। অত্র চ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তৎ ব্রহ্ম" ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ প্রমাণম্। সূত্রে "যতঃ" ইত্যত্র হেতৌ পঞ্চমী ; ততশ্চ ব্রহ্মণো নিমিত্তত্বমুপাদানত্বং চ গম্যতে। 'অস্য' ইতি চ কর্ম্মণি ষষ্ঠী, জগতঃ সৃজ্যমানত্বাৎ শ্রুত্যনুগমাচ্চ ॥

বিচিত্র চেতনাচেতন-সমন্বিত এবং সুখদুঃখাদি ভোগের নিয়মিত ব্যবস্থাপূর্ণ এই বিচিত্র জগতের যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম। 'যাঁহা হইতে এই ভূতবর্গ জন্ম লাভ করে, জন্মের পরও যাঁহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনি ব্রহ্ম।' এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। সূত্রে 'যতঃ' পদে হেত্বর্থে পঞ্চমী, আর 'অস্য' পদেতে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে; তাহার ফলে, এক ব্রহ্মই যে, জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ২ ॥]

অনুবাদ।

[প্রথম সূত্রে] যাঁহাকে জিজ্ঞাস্য বলা হইতেছে ; সেই ব্রহ্ম কি প্রকার ? এই আকাঙ্ক্ষায় এখানে বলিতেছেন —"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" (*)

(*) তাৎপর্য্য,—এইসূত্রে এইরূপে অধিকরণ রচনা করিতে হইবে,—বিষয়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্য। সংশয়—উক্ত জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মনিচয় ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে কি না ?। বিচার- উক্ত ধর্ম্মসমূহ কোনরূপেই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে বিশেষণ-বহুত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পারে। নির্ণয়- একই ব্যক্তির 'শ্যামত্ব, স্থূলত্ব ও পাণ্ডিত্য' প্রভৃতি বহু বিশেষণ সত্ত্বেও যেমন একত্বের ব্যাঘাত হয় না, তেমনি বহু বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হইলেও ব্রহ্মের একত্বের হানি হইবে না, অর্থাৎ বহুত্ব সম্ভাবিত হইবে না। প্রয়োজন- উক্ত জন্মাদি বোধক-বাক্য হইতে ব্রহ্ম স্বরূপের অবগতি ॥

'জন্মাদি' ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ম্ ; তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ। 'অস্য' (*) অচিন্ত্য-বিবিধবিচিত্ররচনস্য নিয়তদেশ-কাল-ফলভোগব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্ত-ক্ষেত্রজ্ঞমিশ্রস্য জগতঃ -'যতঃ' যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয়-প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাৎ জ্ঞানানন্দাদ্যনন্তকল্যাণগুণাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পরমকারুণিকাৎ পরস্মাৎ পুংসঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে, তদ্ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ॥ ১ ॥

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

"ভৃগুর্বৈ বারুণির্ব্বরুণং পিতরমুপসসার—অধীহি ভগবো ব্রহ্ম", ইত্যারভ্য "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

---

জন্মাদি অর্থ—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। [এখানে] 'তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান' নামক বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে (†)। চিন্তার অগোচর, নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ-রচনাত্মক এবং নিয়মিত-ভাবে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও নিয়মানুসারে ফলোপভোগসম্পন্ন, ব্রহ্মাদি স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত জীবসমন্বিত এই জগতের [যতঃ—] যাহা হইতে—অর্থাৎ যে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ববিধ হেয়গুণবর্জ্জিত, সত্যসংকল্প, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণময় গুণসমন্বিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও পরমকারুণিক, পরমপুরুষ (ভগবান্) হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংপন্ন হইয়া থাকে ; তিনি ব্রহ্ম। ইহাই সূত্রের স্থূলার্থ ॥১॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে শোনা যায়—'পূর্ব্বকালে বরুণনন্দন ভৃগু, পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; [এবং বলিয়াছিলেন যে,] ভগবন্! আমাকে বেদ অধ্যাপনা করান'। এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত (বস্তুসমূহ) সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহার দ্বারা জীবিত

ব্রহ্মের জন্মাদিলক্ষণ সম্বন্ধে আপত্তি।

(*) অচিন্ত্যস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার, তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান। তন্মধ্যে ; যেখানে সমস্যমান বিশেষ্যের ব্যবহার কালে সমাসোক্ত গুণের অর্থাৎ বিশেষণীভূত ধর্ম্মগুলির ব্যবহার বা প্রতীতি থাকে, তাহাকে 'তদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান' বলে। যথা— 'লম্বকর্ণ মানয়' অর্থাৎ লম্বমান কর্ণযুক্ত (ব্যক্তিকে) আনয়ন কর', বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়নকালে তদ্‌গুণ—কর্ণেরও আনয়ন হইয়া থাকে। আর যেখানে সমস্যমান বিশেষ্যের ব্যবহার কালে বাক্যোক্ত গুণের প্রতীতি বা ব্যবহার থাকে না, তাহাকে 'অতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান' বলে। যথা— 'দৃষ্টসাগরমানয়' অর্থাৎ যে লোক সাগর দর্শন করিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর, বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়ন কালে আর তদ্‌গুণ সাগরের আনয়ন করা হয় না। আলোচ্য স্থলে সংশয় ছিল যে, 'জন্ম আদির্যস্য, তৎ জন্মাদি।' এই যে বহুব্রীহি সমাস হইল, ইহা 'তদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান'? কিংবা, অতদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান? 'অতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান' হইলে বাক্যোক্ত 'জন্ম' অর্থটী ত্যাগ করিয়া সমাসলভ্য কেবল 'স্থিতি' ও প্রলয়' মাত্র পাওয়া যায়। এই সংশয় অপনোদনার্থ ভাষ্যকার বলিলেন যে, এটী 'তদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান' বহুব্রীহি ; সুতরাং 'জন্মাদি' পদে জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়, এই তিনই বুঝিতে হইবে।

যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম, [তৈত্তি০, ভৃগু০ ১।] ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ,—কিমস্মাদ্ বাক্যাদ্ ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যতে, ন বেতি। কিং প্রাপ্তং? ন শক্যমিতি। ন তাবৎ জন্মাদয়ো বিশেষণত্বেন ব্রহ্ম লক্ষয়ন্তি; অনেকবিশেষণব্যাবৃত্তত্বেন ব্রহ্মণোঽনেকত্ব-প্রসক্তেঃ। বিশেষণত্বং হি ব্যাবর্ত্তকত্বম্ ॥ ॥

ননু 'দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সমপরিমাণঃ' ইত্যত্র বিশেষণ-বহুত্বেঽপ্যেক এব দেবদত্তঃ প্রতীয়তে; এবমত্রাপি একমেব ব্রহ্ম ভবতি। নৈবম্; তত্র প্রমাণান্তরেণৈক্যপ্রতীতেরেকস্মিন্নেব বিশেষণানামুপসংহারঃ। অন্যথা, তত্রাপি ব্যাবর্ত্তকত্বেনানেকত্বমপরিহার্য্যম্। অত্র ত্বনেনৈব বিশেষণেন

থাকে, এবং প্রযাণ সময়েও (বিনষ্ট হইবার কালেও) যাঁহাতে প্রবেশ করে; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম।' এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের লক্ষণ জানিতে পারা যায় কি না? অর্থাৎ উক্ত জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? না,—জানিতে পারা যায় না। কেন না, জন্মাদি ধর্ম্ম সকল ত বিশেষণরূপে ব্রহ্মের লক্ষণ বা পরিচয় প্রদান করিতেছে না; কারণ, বহু বিশেষণ দ্বারা (বিশেষ্যরূপ ব্রহ্মকে) ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অন্য পদার্থ হইতে বিশেষিত করিলে ব্রহ্মের অনেকত্ব (বহুত্ব) হইবার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। বিশেষণ অর্থই ব্যাবর্ত্তক বা অন্য হইতে পার্থক্য-সাধক ॥ ২ ॥

ভাল, 'দেবদত্ত (একটী লোক) শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন ও পরিমাণযুক্ত', এ স্থলে যেরূপ বিশেষণের বহুত্ব সত্ত্বেও একই দেবদত্ত প্রতীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও একই ব্রহ্ম [প্রতীয়মান] হইতে পারে? না—সেরূপ হইতে পারে না; (*) কারণ, সেখানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা (দেবদত্তের) একত্ব প্রতীতি বিদ্যমান থাকায় এক দেবদত্তেই বিশেষণ সমূহের সমন্বয় করিতে হয়; নচেৎ বিশেষণভেদে ব্যাবৃত্তি-ভেদের নিয়মানুসারে সেখানেও (বিশেষ্যের) অনেকত্ব-

---

(*) তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইল, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ আছে, সেই সকল বাক্যে একবচনান্ত ব্রহ্মশব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি বহুবচনান্ত কিংবা বীপ্সা (এক সঙ্গে বারবার) বোধক শব্দও নাই যে, ব্রহ্মের বহুত্ব প্রতীতি হইবে। ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিলেন যে, না, একরূপ যুক্তি কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, দেখা যায়, যে লোক গো কি, তাহা জানে না, অথচ জানিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে বুঝাইবার জন্য কেহ যদি বলে যে, 'ষাঁড়, শৃঙ্গরহিত ও পূর্ণ শৃঙ্গযুক্ত যে প্রাণী, তাহাই গো।' এখানে যদিও একটী মাত্র 'গো' পদ একবচনান্ত নির্দ্দিষ্ট আছে সত্য, তথাপি তিনটী বিশেষণ থাকায় তিন রকম গোর প্রতীতি হইতেছে, অর্থাৎ ষাঁড়ও গো, শৃঙ্গহীন গোও গো, এবং সম্পূর্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট গোও গো। অর্থাৎ একই গোতে যে, উক্ত তিনটী ধর্ম্ম থাকিতে হইবে, এরূপ নহে। এইরূপ, ব্রহ্ম পদটী একবচনান্ত হইলেও অনেক বিশেষণ থাকায় তাঁহারও অনেকত্ব প্রতীতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

লিলক্ষয়িষিতত্বাৎ ব্রহ্মণঃ, (*) প্রমাণান্তরেণৈক্যমনবগতমিতি ব্যাবর্ত্তক-ভেদেন ব্রহ্মবহুত্বমবর্জনীয়ম্। ব্রহ্মশব্দৈক্যাৎ অত্রাপ্যৈক্যং প্রতীয়েত ইতি চেৎ; ন, অজ্ঞাতগোব্যক্তের্জিজ্ঞাসোঃ পুরুষস্য 'খণ্ডো মুণ্ডঃ পূর্ণশৃঙ্গো গৌঃ' ইত্যুক্তে, গো-পদৈক্যেঽপি খণ্ডত্বাদিব্যাবর্তকভেদেন গোব্যক্তিবহুত্ব-প্রতীতের্ব্রহ্মব্যক্তয়োঽপি বহ্ব্যঃ স্যুঃ। অত এব, লিলক্ষয়িষিতে বস্তুন্যেষাং বিশেষণানাং সম্ভূয়লক্ষণত্বমপি (†) অনুপপন্নম্। নাপ্যুপলক্ষণত্বেন লক্ষয়ন্তি; আকারান্তরাপ্রতিপত্তেঃ। উপলক্ষণানামেকেনাকারেণ (‡) প্রতিপন্নস্য কেনচিদাকারান্তরেণ প্রতিপত্তিহেতুত্বং হি দৃষ্টম্, (§) 'যত্রায়ং সারসঃ, স দেবদত্ত-কেদারঃ' ইত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

প্রতীতি অপরিহার্য্য হইত। কিন্তু, এখানে যখন এই বিশেষণ দ্বারাই ব্রহ্মের লক্ষণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, অন্য প্রমাণে যখন ব্রহ্মের একত্ব প্রমাণিত হয় নাই, তখন ব্যাবর্ত্তক-ভেদ থাকায় ব্রহ্মের বহুত্ব প্রতীতি অপরিহার্য্য হইতে পারে। যদি বল, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম শব্দের এক বচনান্ত প্রয়োগ থাকায় "সত্যং জ্ঞানং" বাক্যেও একত্বেরই প্রতীতি হয়? না,—তাহা হয় না; কারণ, যে ব্যক্তি 'গো' পদার্থ জানে না—জানিতে ইচ্ছাকরে; তাহার নিকট 'খণ্ড, মুণ্ড ও পূর্ণ-শৃঙ্গযুক্ত গো', এই কথা বলিলে যেমন গোপদের একত্ব বা একবচনান্ততা সত্ত্বেও খণ্ডত্ব প্রভৃতি ব্যাবর্ত্তক বিশেষণের বহুত্বনিবন্ধন গোরও বহুত্ব প্রতীতি হয়, তেমনি ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পারে। এই নিমিত্তই লিলক্ষয়িষিত অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা যাহার নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে; সেই ব্রহ্ম-বস্তুর 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি বিশেষণসমূহ সম্মিলিতভাবে লক্ষণ হইতে পারে না। আর উক্ত বিশেষণসমূহ উপলক্ষণরূপেও ব্রহ্ম-লক্ষণ হইতে পারে না; কেন না, ব্রহ্মের উক্ত-স্বরূপ ভিন্ন যে, রূপান্তর আছে, তাহা জানা যায় না (¶)। 'যেখানে এই সারস পক্ষী আছে, তাহাই দেবদত্তের ক্ষেত্র' ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়, উপলক্ষণ বিশেষণসমূহ একাকারে প্রতীয়-

---

(*) প্রকরণান্তরেণ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) লক্ষণত্বমনুপপন্নং' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) একাকারেণ' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) যথা অয়ম্' ইতি (ক) পাঠঃ।

(¶) তাৎপর্য্য,—বিশেষণ দুই প্রকার, (১) বিশিষ্ট বিশেষণ, (২) উপলক্ষণ বিশেষণ। তন্মধ্যে বিশিষ্ট বিশেষণটী বিশেষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণটী সেরূপ থাকে না। অধিকন্তু উপলক্ষণরূপে যে বিশেষণ প্রযুক্ত হয়, বিশেষ্যে কেবল সেই বিশেষণ সম্বন্ধই যে, বুঝিতে হয়, তাহা নহে, তদ্ভিন্ন আরও কতক-গুলি ধর্ম্মের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয়। সুতরাং উপলক্ষণ স্থলে বিশেষ্য পদার্থটীর প্রথমে যেরূপ আকার বা স্বরূপ প্রতীতি হয়, পশ্চাৎ সেরূপ আকারের প্রতীতি থাকে না ও থাকিতে পারে না। উদাহরণ—একজন বলিল 'দেবদত্তের জমি কোনটা? উত্তর হইল—'যেখানে সারস পক্ষী বসিয়া আছে।' এখানে বুঝিতে হইবে, তৎকালে জমিটা সারসযুক্ত থাকিলেও সময়ান্তরে সারসবিহীন আকারেও নিশ্চয়ই থাকিবে। অতএব, এই সারস পদটী জমির উপলক্ষণ বিশেষণ।

ননু চ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১] ইতি প্রতিপন্নাকারস্য জগজ্জন্মাদীন্যুপলক্ষণানি ভবন্তি; ন, ইতরেতরপ্রতিপন্নাকারাপেক্ষত্বেন (*) উভয়োর্লক্ষণবাক্যয়োরন্যোন্যাশ্রয়ণাৎ। অতো ন লক্ষণতো ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে,—

জগৎসৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ৈরুপলক্ষণীভূতৈর্ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যতে। ন চ, উপলক্ষণোপলক্ষ্যাকারব্যতিরিক্তাকারান্তরাপ্রতিপত্তের্ব্রহ্মণোঽপ্রতিপত্তিঃ।

সিদ্ধান্তপক্ষঃ। উপলক্ষ্যং হ্যনর্বাধিকাতিশয়বৃহৎ, বৃংহণঞ্চ (†); বৃহতের্ধাতোস্তদর্থত্বাৎ। তদুপলক্ষণভূতাশ্চ জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ। 'যতো' 'যেন,' 'যৎ' ইতি (‡) প্রসিদ্ধবজ্জন্মাদিকারণনির্দেশেন যথাপ্রসিদ্ধি জন্মাদিকারণমনূদ্যতে। প্রসিদ্ধিশ্চ—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত—বহুস্যাং, প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত।" [ছান্দো০ ৬।২।১-৩]

মান বস্তুর অন্য কোনও আকারে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে। [এখানে সেরূপ প্রতীতি না থাকায় উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না]॥ ৩॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ', এই বাক্যে ব্রহ্মের যেরূপ আকার প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাত হইয়াছে, জগৎ-জন্মাদি বাক্য তাহারই উপলক্ষণ (বোধক) হউক? না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, "সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদি বাক্য যেরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ, জগৎ-জন্মাদি বাক্যও সেইরূপই ব্রহ্ম-লক্ষণ; এখন এই উভয় লক্ষণ যদি পরস্পর অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে বাক্যদ্বয়ে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ উপস্থিত হয়। অতএব, কোন লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

উপলক্ষণস্বরূপ জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। এ কথাও বলা যায় না যে, [এ পক্ষে] উপলক্ষণ ও উপলক্ষ্য (উপলক্ষণের যাহা বিশেষ্য), এতদুভয়ের আকার হইতে পৃথক্ আকারের যখন প্রতীতি হইতেছে না, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না। [কারণ এই যে,] উপলক্ষ্য বা উপলক্ষণের বিষয়ীভূত (ব্রহ্ম) বস্তুটী সীমারহিত অতি বৃহৎ ও বৃংহণ অর্থাৎ জগৎ-বৃদ্ধির হেতুভূত; কারণ, 'বৃহ'ধাতুর ঐরূপই অর্থ। জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় ধর্ম্মগুলি তাহারই উপলক্ষণস্বরূপ বা পরিচায়ক। ["যতো বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিতে] 'যতঃ', 'যেন' ও 'যৎ' এই পদত্রয়ে জন্মাদি কারণকে প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দেশ করায় [বুঝিতে হয় যে,] ঐ বাক্যে লোকপ্রসিদ্ধ জন্মাদি কারণেরই অনুবাদ করা হইয়াছে। 'হে সোম্য! এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে এক, অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ছিল।' 'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব। তিনি

সিদ্ধান্ত পক্ষ।

(*) প্রতিপন্নাকারোপলক্ষণত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) বৃংহণং চ ব্রহ্ম' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দেশেন' ইতি (ঘ) পাঠ।

ইত্যেকস্যৈব সচ্ছব্দবাচ্যস্য নিমিত্তোপাদানরূপকারণত্বেন। তদপি 'সদেবেদমগ্র একমেবাসীৎ' ইত্যুপাদানতাং প্রতিপাদ্য, 'অদ্বিতীয়ম্' ইত্যধিষ্ঠাত্রন্তরং প্রতিসিধ্য "তদৈক্ষত, বহুস্যাং, প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যেকস্যৈব প্রতিপাদনাৎ। তস্মাদ্ যন্মূলা জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ, 'তৎ ব্রহ্ম', ইতি জন্ম-স্থিতি লয়াঃ স্বনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু ব্রহ্মেতি লক্ষয়ন্তি। জগন্নিমিত্তোপাদানতাক্ষিপ্ত--সর্ব্বজ্ঞত্ব--সত্যসঙ্কল্পত্ব-বিচিত্রশক্তিত্বাদ্যাকার-বৃহত্ত্বেন প্রতিপন্নং ব্রহ্মেতি চ। জন্মাদীনাং তথা প্রতিপন্নস্য লক্ষণত্বেন (*) নাকারান্তরাপ্রতিপত্তিরূপানুপপত্তিঃ ॥৪

জগজ্জন্মাদীনাং বিশেষণতয়া লক্ষণত্বেঽপি ন কশ্চিৎ দোষঃ। লক্ষণভূতান্যপি বিশেষণানি স্ববিরোধিব্যাবৃত্তং বস্তু(†)লক্ষয়ন্তি। অজ্ঞাতস্বরূপে বস্তুন্যেকস্মিন্ লিলক্ষয়িষিতেঽপি পরস্পরাবিরোধ্যনেকবিশেষণলক্ষণত্বং ন

তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' এই শ্রুতি অনুসারে 'সং'পদবাচ্য একই ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণত্ব প্রসিদ্ধই আছে। 'এই জগৎ অগ্রে এক সৎস্বরূপ ছিল,' এই কথায় ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়া—'অদ্বিতীয়'পদে অপর অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণের প্রত্যাখ্যান করিয়া 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—বহু হইব, জন্মিব; তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন', এই বাক্যে একই ব্রহ্মের (সত্তা) প্রতিপাদন করায় এক ব্রহ্মেরই নিমিত্ত কারণতা ও উপাদান কারণতা সিদ্ধ হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যিনি মূল, তিনি ব্রহ্ম। এইরূপে জন্ম, স্থিতি ও লয়ই স্বীয় নিমিত্ত ও উপাদানকারণস্বরূপ বস্তুকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া লক্ষিত বা লক্ষণ দ্বারা পরিচিত করিয়া থাকে; এবং ঐ নিমিত্ত ও উপাদান কারণতা-প্রতিপাদনের ফলেই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্পতা ও বিচিত্রশক্তিশালিতাদিরূপে বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব আকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত করে। জন্মাদি ধর্ম্মনিচয় তাদৃশ প্রতীত্যনুযায়ী লক্ষণ হইলে পূর্ব্বে যে ব্রহ্মের আকারান্তর প্রাপ্তিরূপ অনুপপত্তি বা অসঙ্গতির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সেই অনুপপত্তিও আর সম্ভবপর হয় না ॥ ৪ ॥

আর জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মগুলিকে বিশেষণভাবে ব্রহ্মলক্ষণ বলিলেও কোনরূপ দোষ সম্ভবে না। [দেখা যায়,] লক্ষণাত্মক বিশেষণ-সমূহও স্ববিরোধী ধর্ম্মরহিত বস্তুকে লক্ষিত বা পরিচিত করিয়া থাকে। আর বহু বিশেষণেরও যখন একই আশ্রয়ে অবস্থিতির প্রতীতি-নিবন্ধন একই বস্তুতে যুগপৎ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়, তখন যাহার স্বরূপ বিজ্ঞাত নাই, তাদৃশ একটী মাত্র বস্তুর আকার তদীয় লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলেও পরস্পর বিরোধী নহে—এ রূপ বহু বিশেষণাত্মক

(*) লক্ষকত্বেন' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) ব্রহ্ম' ইতি (গ) পাঠঃ।

ভেদমাপাদয়তি। বিশেষণানামেকাশ্রয়তাপ্রতীতেরেকস্মিন্নেবোপসংহারাৎ। ষণ্ডত্বাদয়স্তু বিরোধাদেব গো-ব্যক্তিভেদমাপাদয়ন্তি ; অত্র তু কালভেদেন জন্মাদীনাং ন বিরোধঃ (*)। ৫।

"যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদিকারণবাক্যেন প্রতিপন্নস্য(†)জগজ্জন্মাদি-কারণস্য ব্রহ্মণঃ সকলেতরব্যাবৃত্তং স্বরূপমভিধীয়তে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। তত্র (‡) 'সত্য'পদং নিরুপাধিকসত্তাযোগি ব্রহ্ম আহ। তেন বিকারাস্পদমচেতনং তৎসংসৃষ্টশ্চেতনশ্চ (§) ব্যাবৃত্তঃ ; (¶) নামান্তরভজনার্হাবস্থান্তরযোগেন তয়োঃ (||) নিরুপাধিকসত্তাযোগরহিতত্বাৎ। 'জ্ঞান'পদং নিত্যাসঙ্কুচিতজ্ঞানৈকাকারমাহ। তেন কদাচিৎ সঙ্কুচিতজ্ঞানত্বেন মুক্তা ব্যাবৃত্তাঃ। 'অনন্ত'পদং দেশ-কাল বস্তু-পরিচ্ছেদরহিতস্বরূপমাহ। সগুণত্বাৎ স্বরূপস্য, স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্ত্যম্। তেন পূর্বপদদ্বয়ব্যাবৃত্ত-কোটিদ্বয়-

---

লক্ষণও সেই প্রতিপাদ্য বস্তুর ভেদ-বোধক হয় না। পূর্ব্বোক্ত 'ষণ্ডত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ কিন্তু পরস্পর বিরোধ-নিবন্ধনই লক্ষণীয় গোর ব্যক্তিগত ভেদ-বোধক হইয়া থাকে। এখানে কিন্তু বিভিন্ন কালবর্ত্তী জন্মাদি ধর্ম্মনিচয়ের মধ্যে পরস্পর কোনই বিরোধ নাই, [সুতরাং বহু বিশেষণাত্মক লক্ষণ-ভেদ-সত্ত্বেও লক্ষণীয় ব্রহ্মের ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে না]॥ ৫॥

কারণতা-বোধক "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগতের জন্মাদি কারণরূপে প্রতিপাদন করিয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", 'এই বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই অপর সর্ব্ব পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণপ্রকার স্বরূপটী অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'সত্য'পদটী নিরুপাধিক বা স্বাভাবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছে। তাহার ফলে বিকার-শীল অচেতন ও অচেতন-সম্বদ্ধ চেতনের ব্রহ্মত্ব প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে ; কারণ, ঐ উভয় পদার্থেরই বিভিন্নপ্রকার নাম বা সংজ্ঞা লাভের কারণীভূত বিভিন্নপ্রকার অবস্থা-সম্বন্ধ থাকায় নিরুপাধিক (অহৈতুক) সত্তার যোগ নাই। আর (ঐ শ্রুতির) 'জ্ঞান' পদে ব্রহ্মের নিত্য অব্যাহত জ্ঞানৈকস্বভাবতা জ্ঞাপন দ্বারা মুক্ত পুরুষগণের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ; কারণ, মুক্ত পুরুষগণের জ্ঞান সময়বিশেষে সঙ্কোচ (অপূর্ণতা) প্রাপ্ত হয়। আর 'অনন্ত' পদটী দেশ, কাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা সীমারাহিত্য বুঝাইয়াছে ; ব্রহ্মের স্বরূপ যখন সগুণ ; তখন গুণতঃ ও স্বরূপতঃ, উভয়প্রকারেই তাহার আনন্ত্য বুঝিতে হইবে। তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত 'সত্য'

(*) বিশেষঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।　(†) ইত্যাদিবাক্যেন প্রতিপন্নস্য জগজ্জন্মাদি' ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(‡) অত্র' ইতি (গ) পাঠঃ।　(§) অত্র চকাররহিতঃ পাঠঃ (ক, গ, ঙ) পুস্তকয়োরুপলভ্যতে।

(¶) নামান্তরবচনস্যাবস্থান্তর'ইতি (গ) পাঠঃ।　(||) ইতরয়োঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

বিলক্ষণাঃ সাতিশয়স্বরূপ স্বগুণা নিত্যা ব্যাবৃত্তাঃ; বিশেষণানাং ব্যাবর্ত্তকত্বাৎ। ততঃ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনেন বাক্যেন জগজ্জন্মাদিনাবগতস্বরূপং ব্রহ্ম সকলেতরবস্তু-বিসজাতীয়মিতি লক্ষ্যতে, ইতি নান্যোন্যাশ্রয়ণম্। অতঃ সকলজগজ্জন্মাদিকারণং নিরবদ্যং সর্বজ্ঞং (*) সত্যসংকল্পং সর্বশক্তি ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি সিদ্ধম্॥ ৬॥

যে তু, 'নির্বিশেষং বস্তু জিজ্ঞাস্যম্' ইতি বদন্তি। তন্মতে "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যসঙ্গতং স্যাৎ; নিরতিশয়বৃহৎ, বৃংহণঞ্চ ব্রহ্মেতি নির্বচনাৎ; তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদিকারণমিতি বচনাচ্চ। এবমুত্তরেষ্বপি সূত্রগণেষু সূত্রোদাহৃতশ্রুতিগণেষু চেক্ষণাদ্যন্বয়দর্শনাৎ সূত্রাণি সূত্রোদাহৃতাঃ

ও 'জ্ঞান' পদে যে দুই অংশ (অসত্য ও জড় ভাগ) ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, তদ্বিলক্ষণ (তাহা হইতে অন্য প্রকার) যে, সাতিশয় (তারতম্যযুক্ত) অথচ নিত্য স্বীয় গুণ ও স্বরূপ; তাহাও ব্যাবৃত্ত বা প্রতিসিদ্ধ হইল। কেন না, বিশেষণমাত্রই ব্যাবর্ত্তক (ইতরভেদক) হইয়া থাকে; [সুতরাং 'সত্য' প্রভৃতি পদেও অপরাপর বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি করিবে]। অতএব বুঝিতে হয় যে, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ', এই বাক্য দ্বারা পূর্ব্বে জগৎ-জন্মাদি কার্য্যের কারণরূপে পরিজ্ঞাত ব্রহ্মেরই অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ স্বরূপটী লক্ষিত হইয়াছে; কাজেই আর পূর্ব্বোল্লিখিত 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ ঘটিতে পারে না। অতএব সমস্ত জগতের জন্মাদি-কারণ, নির্দ্দোষ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মকে যে, লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়, ইহা সিদ্ধ হইল॥৬॥

আর যাহারা বলেন, [এখানে] নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুই জিজ্ঞাস্য বা জিজ্ঞাসার বিষয়, (কিন্তু সবিশেষ বস্তু নহে)। তাহাদের মতে 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' কথার পর "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এইরূপ স্বরূপ-নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কারণ, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্ববস্তুর বৃদ্ধির কারণ—বৃংহণ; তিনিই ব্রহ্ম, ইহাই ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, সেই ব্রহ্মকেই জগৎ-জন্মাদির কারণ বলিয়া (সবিশেষভাবে) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (†)। এই প্রকার পরবর্ত্তী সূত্রসমূহেও সেই

(*) সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্পং' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম বলিলেই বুঝিতে হয় যে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং সমস্ত জগতের বৃদ্ধির নিদান; অতএব, এখানে যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপই জিজ্ঞাস্য হইত, তাহা হইলে 'ব্রহ্ম' শব্দের স্বাভাবিক অর্থেই তাহার উত্তর হইতে পারিত, পৃথক্ করিয়া আবার 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ 'যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়, তিনি ব্রহ্ম' এইরূপ তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশের আবশ্যক হইত না। বিশেষতঃ এইরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশে তাঁহার সবিশেষভাবই আসিয়া পড়ে। পরন্তু, যদি সবিশেষ ব্রহ্মই এখানে জিজ্ঞাস্য হন, তাহা হইলে তাঁহাতে বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ নিরূপণের জন্য এইরূপ সূত্র নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে।

শ্রুতয়শ্চ ন তত্র প্রমাণম্ ; তর্কশ্চ—সাধ্যধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মান্বিতবস্তু-বিষয়ত্বাৎ (*) ন নির্বিশেষবস্তুনি প্রমাণম্। জগজ্জন্মাদিভ্রমঃ (†) যতঃ, তদ্ ব্রহ্মেতি স্বোৎপ্রেক্ষাপক্ষেঽপি (‡) ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ; ভ্রম-মূলমজ্ঞানম্, অজ্ঞানসাক্ষি ব্রহ্মেত্যভ্যুপগমাৎ। সাক্ষিত্বং হি প্রকাশৈকর-সতয়োচ্যতে। প্রকাশত্বং তু জড়াদ্ব্যাবর্ত্তকং স্বস্য পরস্য চ ব্যবহারযোগ্য-তাপাদনস্বভাবেন ভবতি। তথা সতি সবিশেষত্বং, তদভাবে প্রকাশতৈব ন স্যাৎ ; তুচ্ছতৈব স্যাৎ ॥২॥৮ [জন্মাদ্যধিকরণং সমাপ্তং] ॥

সকল সূত্রে উদাহৃত শ্রুতিসমূহে ঈক্ষণ বা ব্রহ্মকর্তৃক আলোচনা প্রভৃতি সবিশেষভাবের সম্বন্ধ থাকায় সেই সকল সূত্র ও সূত্রোদাহৃত শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ-বাদে প্রমাণ হইতে পারে না। যে সাধনটী সাধ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না, এরূপ সাধন (যাহা দ্বারা সাধ্যপদার্থ নির্ণীত হয়) ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুবিষয়েই তর্কের প্রয়োগ হইয়া থাকে, সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ে তাদৃশ তর্কও প্রমাণ বা সমর্থক হইতে পারে না (§)। আর যে, জগতের জন্মাদিবিষয়ক ভ্রম যাহা হইতে সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম ; অভিপ্রায় এই যে, বাস্তবিক পক্ষে জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সুতরাং তাহার জন্ম, স্থিতি, লয়ও নাই ; পরন্তু, জগতের জন্মাদি-প্রতীতি কেবল ভ্রম মাত্র, ব্রহ্মই ঐরূপ ভ্রমের উৎপাদক। এই প্রকার স্বীয় উৎপ্রেক্ষাপক্ষেও (অসম্ভবের সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা বলে।) নির্ব্বিশেষ বস্তু (ব্রহ্ম) সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না, কেন না, অজ্ঞান হইল ভ্রমের মূল কারণ, [তোমার মতে] ব্রহ্মকেই সেই অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। প্রকাশ বা অজ্ঞানা-ভাবই যাহার একমাত্র সার, তাহাকেই সাক্ষী বলা হয় ; প্রকাশ পদার্থ আপনাকে জড়পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক্ করিয়া রাখে এবং স্বভাবতই নিজকে ও অপরকে [অন্যের নিকট] ব্যবহারযোগ্য করিয়া থাকে। তাহা হইলেই তাহার (প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের) সবিশেষভাব আসিয়া পড়িল ; নচেৎ তাহার প্রকাশস্বভাবই থাকিতে পারে না—তুচ্ছতা (মিথ্যাত্ব) হইয়া যাইতে পারে ॥২॥৮। [দ্বিতীয় জন্মাদি অধিকরণ সমাপ্ত] ॥

(*) সাধ্যধর্মাব্যভিচারিসাধনধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মান্বিত' ইতি (গ) পাঠস্তু নাস্মভ্যং রোচতে।

(†) ভ্রমঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।   (‡) পক্ষে চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—যে বিষয়ে সংশয় আছে, প্রমাণের দ্বারা নিরূপণের আবশ্যক, তাহাকে সাধ্য বলে। আর যাহা দ্বারা প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে সাধন বলে। যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে অগ্নি সাধ্য, ধূম তাহার সাধন। সাধারণতঃ সাধ্য বা সাধ্য-ধর্ম্মটী ব্যাপক হয়, আর সাধন বা সাধন-ধর্ম্মটী তাহার ব্যাপ্য অর্থাৎ অনধিকস্থানবর্ত্তী হয়। ধূম যতই অধিক হউক না কেন, অগ্নি না থাকিলে কখনই থাকিতে পারে না, এই নিমিত্ত সাধন ধূম পদার্থটী চিরকালই সাধ্য বা সাধ্য ধর্ম্ম অগ্নির ব্যাপ্য—অব্যভিচারী বা কবলিত হইয়া থাকে। এইরূপে সাধ্য-ধর্ম্মের অব্যভিচারী সাধন-ধূম-ধর্ম্মের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় অগ্নি পদার্থটী 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই অনুমানের বিষয় হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষই হন, অর্থাৎ কোনরূপ ধর্ম্মই যদি তাঁহাতে না থাকে, তাহা হইলে 'সাধ্য-ধর্ম্মাব্যভিচারী' ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এই কারণেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে অনুমানরূপ তর্কের অবিষয় বলা হইয়াছে।

জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম বেদান্তবেদ্যমিত্যুক্তম্। তদযুক্তম্, তদ্ধি ন বাক্যপ্রতিপাদ্যম্, অনুমানেন সিদ্ধেঃ; ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

[শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্]। **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥১।১।৩॥**

[পদচ্ছেদ :—শাস্ত্রং (বেদ প্রভৃতি), যোনিঃ (কারণ, প্রতিপাদক বা প্রমাণ) (যেহেতু শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ)।]

[সরলার্থঃ—অতীন্দ্রিয়স্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষাদ্যগোচরতয়া শাস্ত্রযোনিত্বাৎ—শাস্ত্রং বেদাদিকং এব যোনিঃ কারণং—যথাবৎস্বরূপাধিগমে প্রমাণং যস্য, তস্য ভাবঃ তত্ত্বম্, তস্মাৎ—শাস্ত্রৈক-গম্যত্বাৎ হেতোঃ ব্রহ্মণঃ জগজ্জন্মাদিহেতুস্বরূপং লক্ষণং সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। তচ্চ শাস্ত্রং—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যম্॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ-নিরূপণবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জগৎ-জন্মাদিরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ সম্ভব হয়। ব্রহ্মই যে জগতের জন্মাদি কারণ, তাহা 'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মে' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় ॥ ১।১। ৩ ॥]

অনুবাদ।

[পূর্ব্বসূত্রে] যে, জগতের জন্মাদি-কারণ ব্রহ্মকে বেদান্ত-শাস্ত্রমাত্র-গম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না; কারণ, তিনি যখন অনুমানসিদ্ধ, তখন তিনি কেবলই বাক্য-গম্য হইতে পারেন না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন- -"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" (*)

(*) তাৎপর্য্য,—অধিকরণ মাত্রেই পাঁচটী অংশ থাকে। সেই পাঁচটী অংশ এইরূপ—১। বিষয়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," ইত্যাদি বাক্য। ২। সংশয়—ঐ বাক্য জগৎকারণ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না? ৩। পূর্ব্বপক্ষ - ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। ৪। বিচার—যেহেতু কার্য্যমাত্রেই এক একটী কারণ থাকে, বিনা কারণে কোন কার্য্যই হইতে পারে না; জগৎ ও যখন কার্য্য বা জন্য পদার্থ, তখন উহারও একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে; পরন্তু এই বিশাল জগতের কারণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি পুরুষ ব্যতীত অপর কেহ হইতে পারে না; সুতরাং তৎকারণরূপে ঈশ্বরের অনুমান করা যাইতে পারে। ৫। সিদ্ধান্ত—না—ব্রহ্ম যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তদ্বিষয়ে অনুমানাদি প্রমাণ প্রযোজ্য হইতে পারে না; অতএব উক্ত শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি নহে।

শাস্ত্রং যস্য যোনিঃ কারণং প্রমাণং, তচ্ছাস্ত্রযোনি, তস্য ভাবঃ 'শাস্ত্রযোনিত্বম্' ; তস্মাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রস্য, তদ্‌যোনিত্বম্ ব্রহ্মণঃ। অত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাৎ। উক্তস্বরূপং ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যং বোধয়ত্যেব (*) ইত্যর্থঃ ॥১॥

[পূর্ব্বপক্ষঃ]

ননু 'শাস্ত্রযোনিত্বং' ব্রহ্মণো ন সম্ভবতি, প্রমাণান্তরবেদ্যত্বাৎ ব্রহ্মণঃ। অপ্রাপ্তে তু শাস্ত্রমর্থবৎ।

কিং তর্হি তত্র প্রমাণম্ ? ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্। তদ্ধি দ্বিবিধম্—ইন্দ্রিয়সম্ভবং, যোগসম্ভবঞ্চেতি। ইন্দ্রিয়সম্ভবঞ্চ—বাহ্যসম্ভবম্, আন্তরসম্ভবঞ্চেতি দ্বিধা। বাহ্যেন্দ্রিয়াণি বিদ্যমানসন্নিকর্ষযোগ্য-স্ববিষয়বোধজনকানীতি ন সর্ব্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নির্ম্মাণসমর্থ-পরমপুরুষবিশেষবিষয়বোধজনকানি। নাপ্যান্তরম্ ; (†) আন্তর-সুখদুঃখাদিব্যতিরিক্তবহির্ব্বিষয়েষু তস্য বাহ্যেন্দ্রি-

---

শাস্ত্র যাহার (ব্রহ্মের) যোনি—কারণ অর্থাৎ প্রমাণ, তিনি 'শাস্ত্রযোনি', তাহার ভাব বা ধর্ম্মকে 'শাস্ত্রযোনিত্ব' [বলা হয়]। অতএব, একমাত্র শাস্ত্রই যখন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানসমুৎপাদক, তখন ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব [সিদ্ধ হয়]। ব্রহ্ম একেবারেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এই কারণে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হন না ; বিষয় হন না বলিয়াই তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ তাহার স্বরূপজ্ঞাপক। এই কারণেই 'যাহা হইতে এই ভূতবর্গ সমুৎপন্ন হয়', ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য অবশ্যই উক্তপ্রকার (জগৎ-জন্মাদির হেতু স্বরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদনে সমর্থ। ১।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদন করাই যখন শাস্ত্রের প্রয়োজন, অথচ ব্রহ্ম যখন অন্য প্রমাণেও বিজ্ঞাত হইতে পারেন, তখন ব্রহ্মের 'শাস্ত্রযোনিত্ব' অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রগম্যত্ব ত সম্ভবপর হইতেছে না, অর্থাৎ শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্বে সংশয়।

তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?—প্রত্যক্ষ ত প্রমাণ হইতে পারে না ? [কেন না,] প্রত্যক্ষ প্রথমতঃ দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়সম্ভূত ও যোগসম্ভূত। ইন্দ্রিয়সম্ভূত প্রত্যক্ষও আবার দ্বিবিধ—বহিরিন্দ্রিয়-(চক্ষুঃ প্রভৃতি) সম্ভূত ও অন্তরিন্দ্রিয়-(অন্তঃকরণ) সম্ভূত। তন্মধ্যে চক্ষুঃ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় সমূহ কেবল সন্নিহিত ও গ্রহণযোগ্য উপস্থিত বিষয়েই বোধ জন্মাইয়া থাকে ; তাহারা কখনই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নির্ম্মাণে সমর্থ পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন

(*) 'বোধয়েদেব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'আন্তরসুখাদি' ইতি (খ) পাঠঃ।

য়ানপেক্ষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। নাপি যোগজন্যম্‌; ভাবনাপ্রকর্ষপর্য্যন্তজন্মনস্তস্য বিশদাবভাসত্বেঽপি পূর্ব্বানুভূতবিষয়স্মৃতিমাত্রত্বাৎ ন প্রামাণ্যমিতি কুতঃ প্রত্যক্ষতা; তদতিরিক্তবিষয়ত্বে কারণাভাবাৎ। তথা সতি তস্য ভ্রমরূপতা ॥ ২ ॥

নাপ্যনুমানম্‌—'বিশেষতোদৃষ্টং', 'সামান্যতোদৃষ্টং' বা। অতীন্দ্রিয়ে বস্তুনি সম্বন্ধাবধারণবিরহাৎ ন 'বিশেষতোদৃষ্টম্‌'। সমস্তবস্তুসাক্ষাৎকার-তন্নির্ম্মাণসমর্থপুরুষবিশেষনিয়তং 'সামান্যতোদৃষ্টম্‌' অপি ন লিঙ্গমুপলভ্যতে ॥ ৩ ॥

করিতে সমর্থ হয় না। অন্তরিন্দ্রিয়ও (মনও) তদ্বিষয়ে বোধ সমুৎপাদন করিতে পারে না, কারণ, বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত অন্তঃকরণগত সুখাদি ভিন্ন বাহ্য কোন বিষয়েই তাহার প্রবৃত্তি বা কার্য্য হয় না। আর যোগজন্য প্রত্যক্ষও হইতে পারে না; কারণ, ভাবনা বা চিন্তার চরম উৎকর্ষ হইতেই যখন উহার উৎপত্তি, তখন উহার বিশদ-প্রকাশ অর্থাৎ অলৌকিকার্থ-প্রকাশন-সামর্থ্য থাকিলেও উহা যখন পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে; তখন উহার প্রামাণ্য হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষতা কোথায়? [যোগজ জ্ঞানে] পূর্ব্বানুভূত ভিন্ন বিষয় স্বীকার করিবারও কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না; পরন্তু, ঐরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে সেই প্রত্যক্ষটা প্রমাণ না হইয়া 'ভ্রম'রূপে পরিগণিত হইতে পারে ॥ ২ ॥

'বিশেষতোদৃষ্ট' কিংবা 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। কেন না, অতীন্দ্রিয় (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়) বিষয়ে যখন সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-গ্রহণই হইতে পারে না; তখন 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান হইতে পারে না। আর সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নির্ম্মাণে সমর্থ সর্ব্বোত্তম পুরুষবিশেষ-(ঈশ্বর-) বিষয়ে নিয়ত বা অব্যভিচারী 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানেরও কোন লিঙ্গ (যাহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, এমন কোনও চিহ্ন) দৃষ্ট হয় না (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য,—অনুমানে সাধারণতঃ একটী পদার্থ ব্যাপক ও অপরটী তাহার ব্যাপ্য হইয়া থাকে। ব্যাপকটী সাধ্য, আর ব্যাপ্যটী তাহার সাধন; 'হেতু' ও 'লিঙ্গ' ইহার নামান্তর মাত্র। কে কাহার ব্যাপ্য এবং কে কাহার ব্যাপক, তাহা প্রায়ই ভূয়োদর্শনের দ্বারা স্থির করিতে হয়। ব্যাপ্য পদার্থটী যেখানে থাকে, তাহার ব্যাপক পদার্থটীকে সেখানে থাকিতেই হইবে, নচেৎ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবই রক্ষা পায় না। সেই ব্যাপ্য দর্শনের বলে যেখানে ব্যাপকের সত্তা অনুমিত হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে পক্ষ বলা হয়। ঐ যে ব্যাপ্য-দর্শনে ব্যাপকের জ্ঞান, তাহারই নাম 'অনুমিতি' বা অনুমান। অনুমান তিন প্রকার, (১) 'পূর্ব্ববৎ' (২) 'শেষবৎ' ও (৩) 'সামান্যতোদৃষ্ট'। কারণ-দর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহা পূর্ব্ববৎ, যেমন—গাঢ় নীলবর্ণ মেঘ দর্শনে অচিরভাবী বৃষ্টির অনুমান। কার্য্যদর্শনে যে, তৎকারণের অনুমান, তাহার নাম—শেষবৎ'। যেমন পার্ব্বত্য নদীর স্রোতোবেগ দর্শনে পর্ব্বতে অতীত বৃষ্টির অনুমান। প্রত্যক্ষ-যোগ্য কতকগুলি স্থলে কোন একটা সাধারণ

ননু চ, জগতঃ কার্য্যত্বং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্ত্তৃকত্বব্যাপ্তম্। অচেতনারব্ধত্বং জগতশ্চৈকচেতনাধীনত্বেন ব্যাপ্তম্, সর্ব্বং হি ঘটাদি কার্য্যং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্ত্তৃকং দৃষ্টম্ (*) ; অচেতনারব্ধমরোগং স্বশরীরমেকচেতনাধীনঞ্চ ; সাবয়বত্বেন জগতঃ কার্য্যত্বম্ ॥ ৪ ॥

উচ্যতে,— কিমিদমেকচেতনাধীনত্বম্ ? —ন তাবৎ তদায়ত্তোৎপত্তিস্থিতিত্বং, দৃষ্টান্তো হি সাধ্যবিকলঃ স্যাৎ। ন হ্যরোগং স্বশরীরমেকচেতনায়ত্তোৎ-

ভাল, জগতের কার্য্যত্ব বা জন্যত্বমাত্রই ত তদীয় উপাদান কারণ, উপকরণ (সহকারী কারণ) এবং যাহার উদ্দেশে ও যে প্রয়োজনে সেই কার্য্যের সৃষ্টি, এতৎসমস্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্তৃত্ব দ্বারা পরিব্যাপ্ত, অর্থাৎ কার্য্যের উপাদান কারণ, সহকারী কারণ এবং সম্প্রদান (যাহার উদ্দেশ্যে কার্য্য হয়) ও প্রয়োজন বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা নাই, তাহা দ্বারা জগতে কোন কার্য্য নিষ্পাদিত হয় না। [পক্ষান্তরে] অচেতনারব্ধ জাগতিক কার্য্যমাত্রই একটী মাত্র চেতনের অধীনতা দ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অচেতনসমুৎপাদিত কার্য্য মাত্রই একটী মাত্র চেতনের অধীন হইয়া থাকে। ঘট প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাহার উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান ও প্রয়োজনাভিজ্ঞ পুরুষকর্তৃক সম্পাদিত হইতে দেখা যায়, আর অচেতনারব্ধ (অচেতন পৃথিবী প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন) এই স্বীয় শরীরকে একটী মাত্র চেতন—আত্মার অধীন থাকিতে দেখা যায়। এই জগৎ যে, কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থ, তাহা উহার সাবয়বত্ব-দর্শনেই অনুমান করা যাইতে পারে ॥ ৪ ॥

[ইহার উত্তরে] বলা যাইতেছে—এই 'একচেতনাধীনত্ব' কথার অর্থ কি ?—একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত বা অধীনরূপে উৎপত্তি ও স্থিতিশালিত্ব [উহার অর্থ] হইতে পারে না ; কেন না, তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তটী সাধ্যবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, স্বীয় সুস্থশরীরের

কার্য্য প্রণালী দর্শনে যে, তদনুরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়েও তাদৃশ কার্য্য বা ধর্ম্মের অস্তিত্বানুমান, তাহার নাম 'সামান্যতো দৃষ্ট'। যেমন—কার্য্য থাকিলেই তাহার করণ বা সাধন থাকে ; আমাদের রূপ-রস প্রভৃতি বিষয়ে যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও যখন কার্য্য বা জন্য পদার্থ ; তখন তাহারও একটা করণ বা সাধন থাকা আবশ্যক। এই অনুমানে জ্ঞান-সাধনরূপ ইন্দ্রিয়ের অনুমান করা হয়।

এখন আলোচ্য বিষয়ে কথা এই যে, ব্রহ্ম যখন সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তাহার সজাতীয় অপর পদার্থও যখন জগতে দৃষ্ট হয় না। তখন তদ্বিষয়ে কোনরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ত সম্বন্ধ বুঝিবার উপায় নাই ; ব্যাপ্তি গ্রহণ ব্যতীত কখনই অনুমান হইতে পারে না। এই কারণে বলা হইল যে, তাদৃশ পরম পুরুষ পরমেশ্বরের অনুমান-গ্রাহক এমন কোন 'লিঙ্গ' বা সাধন দৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা তদ্বিষয়ে 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান প্রবৃত্ত হইতে পারে। আর যখন 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানেরই সম্ভাবনা নাই, তখন অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ে 'বিশেষতোদৃষ্ট' অনুমান ত হইতেই পারে না।

(*) অচেতনারব্ধমিত্যাদির্দৃষ্টমিত্যন্তঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। প্রমাদাৎ পতিতইবাভাতি।

পত্তিস্থিতি, তচ্ছরীরস্য ভোক্তৃণাং ভার্য্যাদিসর্ব্বচেতনানামদৃষ্টজন্যত্বাৎ তদুৎপত্তিস্থিত্যোঃ। কিঞ্চ, শরীরাবয়বিনঃ স্বাবয়ব-সমবেততারূপা স্থিতি-রবয়বসংশ্লেষবিশেষব্যতিরেকেণ (*) ন চেতনমপেক্ষতে। প্রাণনলক্ষণা তু স্থিতিঃ পক্ষত্বাভিমতে ক্ষিতি-জলধি-মহীধরাদৌ (†) ন সম্ভবতীতি পক্ষ-সপক্ষানুগতামেকরূপাং স্থিতিং নোপলভামহে। তদায়ত্তপ্রবৃত্তিত্বং তদধীনত্ব-মিতি চেৎ; অনেকচেতনসাধ্যেষু গুরুতররথ-শিলা-মহীধরাদিষু ব্যভিচারঃ। চেতনমাত্রাধীনত্বে সিদ্ধসাধ্যতা ৫ ॥

উৎপত্তি ও স্থিতি কখনই একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত নহে। সেই শরীরের উপভোক্তা ভার্য্যা প্রভৃতি অনেক চেতনের অদৃষ্ট ফলেই ঐ শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে। আরও এক কথা, —শরীররূপ অবয়বীর যে, স্বীয় অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতি, তাহা শরীরের এক প্রকার সংশ্লেষ বা সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত অন্য কোন চেতনকেই সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে না (‡)। ক্ষিতি, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি পদার্থও পক্ষ বা পূর্ব্বোক্ত চেতনাধীনস্থিতিত্বরূপ সাধ্যের আশ্রয় বলিয়া তোমার অভিমত; কিন্তু সে সকল পদার্থে [স্থিতি শব্দের প্রাণধারণ অর্থ করিলেও, সেই] প্রাণধারণরূপ স্থিতির ত সম্ভাবনাই নাই। অতএব, পক্ষই বল, আর সপক্ষই বল (§) সর্ব্বত্র একরূপে অনুগত অর্থাৎ একই প্রকার স্থিতি দেখিতেছি না। আর 'একচেতনাধীনত্ব' শব্দের যদি একটী মাত্র চেতনের অধীন ভাবে প্রবৃত্তিশালিত্ব অর্থ বল; তাহা হইলেও অনেক চেতনসম্পাদ্য যে, গুরুতর ভারসম্পন্ন রথ, পাষাণ ও পর্ব্বত প্রভৃতি পদার্থ, তাহাতে উহার ব্যভিচার বা অসঙ্গতি ঘটে। আর যদি যে কোন চেতনের অধীনতা অর্থ বল, তাহা হইলেও ত 'সিদ্ধসাধ্যতা'নামক দোষ উপস্থিত হয় (¶) ॥ ৫ ॥

(*) সংশ্লেষব্যতিরেকেণ' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।　　　　(†) মহীধরাদিকে' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য, দুই বা ততোঽধিক বস্তু একত্র সম্মিলিতভাবে থাকিতে হইলেও পরস্পরের মধ্যে একটী সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পরে সম্মিলন অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই সম্বন্ধ অনেক প্রকার—সংযোগ-সমবায় প্রভৃতি। একটী ঘটের সহিত যে, অপর ঘটের সম্বন্ধ, তাহা সংযোগ সম্বন্ধ; আবার সেই অবয়বী ঘটটী অর্থাৎ সমস্তটা ঘট স্বীয় অবয়বে বা অংশে যে সম্বন্ধে থাকে, তাহা 'সমবায়' সম্বন্ধ। সমস্ত অবয়বীই নিজ নিজ অবয়বে এই সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এইজন্য অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়। অবশ্য, এই মতে অবয়ব ও অবয়বীর পরস্পর পার্থক্য স্বীকার করিতে হয় ॥

(§) তাৎপর্য্য,—যাহা প্রমাণিত করিতে হইবে, সেই সাধ্যপদার্থটী যে স্থানে নিশ্চিত বা প্রমাণিত হইয়া আছে, তাহাকে 'সপক্ষ' বলে। আর সাধ্য পদার্থটী যেখানে আছে কি না সংশয় থাকে, প্রমাণের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে 'পক্ষ' বলা হয়।

(¶) তাৎপর্য্য,—'সিদ্ধ-সাধ্যতা এক প্রকার দোষ। যাহা অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে,—যে বিষয়ে কোন বিবাদ বা সংশয় নাই; প্রমাণান্তর-সিদ্ধ সেই বিষয়কে পুনশ্চ প্রমাণ দ্বারা সাধন করিতে গেলেই তাহাকে 'সিদ্ধ-সাধ্যতা' দোষ বলে।

কিঞ্চ, উভয়বাদিসিদ্ধানাং জীবানামেব লাঘবন্যায়েন (*) কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমো যুক্তঃ। নচ, জীবানামুপাদানাদ্যনভিজ্ঞতয়া কর্ত্তৃত্বাসম্ভবঃ; সর্ব্বেষামেব চেতনানাং পৃথিব্যাদ্যুপাদান-(†) যাগাদ্যুপকরণসাক্ষাৎকারসামর্থ্যাৎ; যথেদানীং পৃথিব্যাদয়ো যাগাদয়শ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। উপকরণভূত যাগাদিশক্তিরূপাপূর্ব্বাদিশব্দবাচ্যাদৃষ্টসাক্ষাৎকারাভাবেঽপি চেতনানাং ন কর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ, তৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষণাৎ কার্য্যারম্ভস্য। শক্তিমৎসাক্ষাৎকার এব হি কার্য্যারম্ভোপযোগী। শক্তেস্তু জ্ঞানমাত্রমেবোপযুজ্যতে, ন সাক্ষাৎকারঃ। নহি কুলালাদয়ঃ কার্য্যোপকরণভূতদণ্ডচক্রাদিবৎ তচ্ছক্তিমপি সাক্ষাৎকৃত্য ঘট-মণিকাদিকার্য্যমারভন্তে। ইহ তু, চেতনানাং (‡)আগমাবগত-যাগাদিশক্তিবিশেষাণাং কার্য্যারম্ভো নানুপপন্নঃ ॥ ৬ ॥

অপিচ, জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদী প্রতিবাদী, কাহারো অসম্মতি নাই, অতএব লাঘবতঃ উভয়বাদিসম্মত জীবগণেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যুক্তি সঙ্গত, (নচেৎ জীব ও ঈশ্বর, উভয়েরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে কল্পনা-গৌরব দোষ ঘটে)। জগতের উপাদানাদি কারণবিষয়ে জীবগণের অভিজ্ঞতা নাই; সেই কারণেই যে, তাহাদের কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না; এ কথাও বলা যায় না, কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান কারণ এবং যাগ প্রভৃতি উপকরণ অর্থাৎ কার্য্য-সম্পাদক বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে সমস্ত চেতনেরই সামর্থ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান এবং যাগ প্রভৃতি উপকরণ পদার্থ প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, [তেমন]। যদিও উপকরণস্বরূপ যাগাদি ক্রিয়ার শক্তিরূপ 'অপূর্ব্ব' প্রভৃতি শব্দ-বাচ্য অদৃষ্টের সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ হয় না সত্য, তথাপি তাহাতে চেতন সমূহের কর্ত্তৃত্ব অনুপপন্ন বা অসঙ্গত হয় না বা হইতে পারে না; কারণ, কার্য্যারম্ভে যাগজনিত অদৃষ্ট-সাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। পরন্তু, কার্য্যারম্ভে বস্তুশক্তির সাক্ষাৎকারই একমাত্র উপযোগী বা আবশ্যক। সমস্ত শাস্ত্রে বস্তুশক্তি-বিষয়ক জ্ঞানেরই কেবল উপযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু সাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না। কেন না, কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তারা কার্য্যের উপকরণ (সহকারী কারণ) দণ্ড-চক্রাদি বস্তুর ন্যায় দণ্ডাদির শক্তিকেও যে, প্রত্যক্ষ করিয়াই ঘট, মণিক (জালা) প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করে, তাহা নহে। অধিকন্তু, এখানে চেতনাবান্ পুরুষেরা আগম বা শাস্ত্রবাক্য হইতে যাগাদি কার্য্যের বিশেষ বিশেষ শক্তিসমূহ অবগত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের পক্ষে কার্য্যারম্ভ করা অনুপপন্ন বা অসঙ্গতই হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

(*) লাঘবেন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।　　(†) যোগাদ্যুপকরণ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জনানাম্' ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ।

কিঞ্চ, যৎ শক্যক্রিয়ং শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানঞ্চ, তদেব তদভিজ্ঞকর্ত্তৃকং দৃষ্টম্। (*) মহী-মহীধর-মহার্ণবাদি ত্বশক্যক্রিয়মশক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানং চেতি ন চেতনকর্ত্তৃকম্। অতো ঘট-মণিকাদিসজাতীয়-শক্যক্রিয়-শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞান-বস্তুগতমেব কার্য্যত্বম্ বুদ্ধিমৎকর্ত্তৃপূর্ব্বকত্বসাধনে (+) প্রভবতি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ, ঘটাদিকার্য্যমনীশ্বরেণাল্পজ্ঞানশক্তিনা সশরীরেণ পরিগ্রহবতা অনাপ্তকামেন নির্ম্মিতং দৃষ্টম্, ইতি তথাবিধমেব চেতনং কর্ত্তারং সাধয়ন্ অয়ং কার্য্যত্বহেতুঃ সিসাধয়িষিত-পুরুষসার্ব্বজ্ঞ্য-সৈর্ব্বশ্বর্য্যাদিবিপরীতসাধনাৎ বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। নচৈতাবতা সর্ব্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। লিঙ্গিনি প্রমাণান্তরগোচরে লিঙ্গবলোপস্থাপিতা বিপরীতবিশেষাস্তৎপ্রমাণপ্রতিহতগতয়ো

অপিচ, যে কার্য্যের ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান শক্তি-সাধ্য হয় এবং যাহার উপাদানাদি-কারণবিষয়েও শক্যতা (শক্তি-সাধ্যতা) জ্ঞান থাকে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতাশালী ব্যক্তিকে সেই কার্য্যই করিতে দেখা যায়। [অতএব, বলিতে হইবে যে,] মহী, মহীধর ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি পদার্থগুলির নির্ম্মাণ-ক্রিয়া কাহারো শক্তি-সাধ্য নহে, এবং কোন্ কোন্ পদার্থ যে, সে সকলের উপাদান, তদ্বিষয়েও কাহারই জ্ঞান নাই, সুতরাং তৎসমুদয় পদার্থ চেতনকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব, ঘট ও মণিক (জালা) প্রভৃতি জন্য পদার্থের সমানজাতীয় যে সমুদয় কার্য্যের ক্রিয়াতে বা সম্পাদনে যাহার শক্যতা বোধ আছে, এবং উপাদানাদি কারণও পরিজ্ঞাত আছে, কেবল সেই সকল বস্তুগত কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব ধর্ম্মই সেই বুদ্ধিমান্ বা চেতন কর্ত্তা হইতে আপনার উৎপত্তি জ্ঞাপনে সমর্থ হইয়া থাকে [কিন্তু কার্য্যত্বমাত্রই নহে]॥ ৭ ॥

আরও এক কথা,—ঘটাদি কার্য্য যখন অনীশ্বর (ঈশ্বরভিন্নও অল্পজ্ঞানশালী) (অসর্ব্বজ্ঞ), শরীরধারী, কার্য্যোপযোগী উপায়-সম্পন্ন ও অপূর্ণকাম পুরুষকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইতে দেখা যায়, তখন [ঈশ্বর-কারণানুমাপক] 'কার্য্যত্ব' হেতুটীও তথাবিধ (ঘটাদি-নির্ম্মাতার অনুরূপ) কারণেরই অস্তিত্ব সাধন করিবে; সুতরাং সিসাধয়িষিত অর্থাৎ তুমি যাহা সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ; সেই সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বেশ্বরত্বাদির বিপরীত (অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও অনীশ্বরত্বাদি) ধর্ম্মের সাধন করায় উক্ত 'কার্য্যত্ব' হেতুটী সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসম্পন্ন কারণানুমানের বিরোধীই হইতে পারে। আর ইহাতেই যে, সমস্ত অনুমানপ্রমাণের উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়, তাহা নহে, (অন্যান্য বহুস্থলে অনুমানের আবশ্যকতা আছে)। পরন্তু, যেখানে সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ বস্তুটী অনুমান ভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে যেরূপ জানা যায়, সেখানে অনুমানে যদি তদ্বিপরীত কতগুলি বিশেষ ধর্ম্ম

(*) মহীমহীধর' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।　　　　(+) সন্ধানে' ইতি (গ) পাঠঃ।

হি নিবর্ত্তন্তে। ইহ তু, সকলেতরপ্রমাণাবিষয়ে লিঙ্গিনি নিখিলজগন্নির্ম্মাণ-চতুরে অন্বয়ব্যতিরেকাবগতাবিনাভাবনিয়মা ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব এবাবিশেষেণ প্রসজ্যন্তে ; নিবর্ত্তকপ্রমাণাভাবাৎ তথৈবাবতিষ্ঠন্তে। অত আগমাদৃতে কথমীশ্বরঃ সেৎস্যতি ॥ ৮ ॥

অত্রাহুঃ— সাবয়বত্বাদেব জগতঃ কার্য্যত্বং ন প্রত্যাখ্যাতুং শক্যতে। ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—বিবাদাধ্যাসিতং ভূ-ভূধরাদি—কার্য্যং, সাবয়বত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। তথা, বিবাদাধ্যাসিতম্ অবনি-জলধি-মহীধরাদি—কার্য্যং, মহত্ত্বে সতি ক্রিয়াবত্ত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। তনু -ভুবনাদি—কার্য্যং, মহত্ত্বে সতি মূর্ত্তত্বাৎ ; ঘটাদিবদিতি। সাবয়বেষু দ্রব্যেষু ইদমেব ক্রিয়তে, নেতরৎ, ইতি কার্য্যত্বস্য নিয়ামকং সাবয়বত্বাতিরেকি রূপান্তরং নোপলভামহে।

প্রমাণিত করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত হইয়া নিবৃত্ত বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ঈশ্বর-কারণানুমান স্থলে, সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুটী (ঈশ্বর) কিন্তু অপর কোন প্রমাণেরই বিষয় নহে ; সুতরাং নিখিলবস্তু-নির্ম্মাণ-নিপুণ সেই সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেক (*) সাহায্যে যে সকল ধর্ম্মের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধ নিশ্চিত হয় ; (অনুকূলই হউক আর প্রতিকূলই হউক,) সেই সমস্ত ধর্ম্মই প্রসক্ত বা সম্ভাবিত হইতে পারে, এবং তন্নিবর্ত্তক বা তদ্বিরোধী কোন প্রমাণ না থাকায় সেই প্রসক্ত ধর্ম্মসমূহ তদ্রূপেই অবস্থান করিতে পারে। (সুতরাং কোন বিশেষ ধর্ম্মই নিশ্চিত হইতে পারে না)। অতএব, আগম বা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উক্তপ্রকার ঈশ্বর কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারেন ? ॥ ৮ ॥

এ বিষয়ে সুধীগণ বলিয়া থাকেন,—সাবয়বত্বনিবন্ধনই জগতের 'কার্য্যত্ব' ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে এই সকল অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে,—[কার্য্য কি না, এইরূপে] বিবাদগ্রস্ত পৃথিবী-ভূধর প্রভৃতি বস্তুনিচয়—কার্য্য অর্থাৎ জন্য বা উৎপত্তিশীল ; যেহেতু উহারা সাবয়ব ; যেমন—ঘটাদি। সেইরূপ,—পূর্ব্বের ন্যায় বিবাদাস্পদীভূত পৃথিবী, সমুদ্র ও পর্ব্বতাদি বস্তু—কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল ; যেহেতু ঐ সকল বস্তুতে মহত্ত্ব ও ক্রিয়া বিদ্যমান আছে ; যেমন—ঘটাদি। দেহ ও ভুবনাদি বস্তুনিচয়ও কার্য্য, যেহেতু মহত্ত্বের সহিত মূর্ত্তত্ব (পরিচ্ছিন্ন আকার) উহাতে রহিয়াছে, যেমন -ঘটাদি। আর সাবয়বদ্রব্যের মধ্যে 'এটা কৃত বা উৎপাদিত, অন্যটা নহে', এইরূপে 'কার্য্যত্ব' নিশ্চয় করিবার পক্ষে সাবয়বত্ব ভিন্ন আর ত

(*) তাৎপর্য্য,—অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব নিরূপণ করা হয়। তন্মধ্যে, "তৎসত্ত্বে তৎসত্তা—অন্বয়ঃ।" অর্থাৎ একের সত্তায় যে, অপরের সত্তা, তাহার নাম 'অন্বয়'। আর "তদসত্ত্বে তদসত্তা—ব্যতিরেকঃ।" অর্থাৎ একের অভাবে যে অপরের অভাব, তাহার নাম ব্যতিরেক। যেমন—মৃত্তিকার সত্তায় ঘটের সত্তা ; আর মৃত্তিকার অভাবে ঘটের অসত্তা, এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা স্থির করা যায় যে, মৃত্তিকা কারণ, ঘট তাহার কার্য। কার্য্য-কারণভাবের সর্ব্বত্রই এই অন্বয় ব্যতিরেক নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কার্য্যত্বপ্রতিনিয়তং শক্যক্রিয়ত্বং শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানত্বং চ উপলভ্যতে ইতি চেৎ; ন, কার্য্যত্বেনানুমতেঽপি (*) বিষয়ে জ্ঞান-শক্তী কার্য্যানুমেয়ে, ইতি অন্যত্রাপি সাবয়ত্বাদিনা কার্য্যত্বং জ্ঞাতমিতি তে চ প্রতিপন্নে এবেতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ (†)। তথা হি,—ঘটমণিকাদিষু কৃতেষু (‡) কার্য্যত্ব-দর্শনানুমিতকর্ত্তৃগত-তন্নির্ম্মাণশক্তিজ্ঞানঃ পুরুষোঽদৃষ্টপূর্ব্বং বিচিত্রসন্নিবেশং নরেন্দ্রভবনমালোক্য অবয়বসন্নিবেশবিশেষেণ তস্য কার্য্যত্বং নিশ্চিত্য, তদানীমেব কর্ত্তুস্তজ্জ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যমনুমিনোতি। অতঃ তনুভুবনাদেঃ কার্য্যত্বে সিদ্ধে, সর্ব্বসাক্ষাৎকার-তন্নির্ম্মাণাদিনিপুণঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ (§) সিধ্যত্যেব ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বচেতনানাং ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেঽপি সুখদুঃখোপভোগে চেতনানধিষ্ঠিতয়োস্তয়োঃ(¶) অচেতনয়োঃ ফলহেতুত্বানুপপত্তেঃ, সর্ব্বকর্ম্মানুগুণ-(||)

কোনই কারণ দেখিতেছি না। যদি বল, নির্ম্মাণযোগ্যতা ও শক্তি-সাধ্য উপাদান-কারণাদি বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানই [নিশ্চয়ের] কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে? না—তাহাও হইতে পারে না; কেন না, যে বিষয়টী কার্য্য বলিয়া অনুমোদিত আছে, অর্থাৎ যে বিষয়টাকে কার্য্য বলিয়া নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা হইয়াছে, সেই বিষয়টীতেও যে, কর্ত্তার উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসদ্ভাব, তাহা কেবল কার্য্য দ্বারাই অনুমান করিতে হয়। অন্যত্রও (প্রসিদ্ধ কার্য্য ঘটাদি স্থলেও) সাবয়বত্ব হেতুতেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটী পরিজ্ঞাত হইয়াছে; সুতরাং কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও শক্তি বিদিতই আছে; অতএব, (এখানে) তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। দেখ,—কুম্ভকারকৃত ঘটাদি পদার্থে কার্য্যত্বদর্শনেই তৎকর্ত্তার সেই সকল কার্য্যনির্ম্মাণে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসদ্ভাব সন্দর্শনকারী পুরুষ, অ-দৃষ্টপূর্ব্ব (যাহা পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এমন) আশ্চর্য্য প্রণালীতে নির্ম্মিত রাজ-ভবন দর্শন করিয়া অবয়ব-সংযোজনের বিচিত্র প্রণালী দর্শনে তাহার কার্য্যত্ব অবধারণ করে, এবং সেই সময়েই কর্ত্তার অর্থাৎ রাজভবননির্ম্মাতার বিচিত্র জ্ঞানসদ্ভাবও অনুমান করে। অতএব, [অবয়ব-সন্নিবেশ দর্শনানুসারে] শরীরও জগন্মণ্ডলের কার্য্যত্ব ধর্ম্মটী সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে পর সর্ব্ব বস্তুর সাক্ষাৎকারে ও নির্ম্মাণাদি কর্ম্মে নিপুণ, একজন পুরুষবিশেষই যে, তৎকর্ত্তা আছে, ইহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—চেতনমাত্রেরই সুখদুঃখভোগের কারণ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম; কিন্তু তাহা হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম কখনই সুখ-দুঃখরূপ ফলোৎপাদনে

(*) কার্য্যত্বে নানুমতেঽপি' ইতি (খ) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

(†) বিরোধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) কৃতেষু' ইতি পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(§) পুরুষঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) তয়োরিতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে।

(||) ধর্ম্মানুগুণ' ইতি (গ) পুস্তকে।

সর্ব্বফলপ্রদানচতুরঃ কশ্চিদাস্থেয়ঃ (*)। বর্ধকিনা অনধিষ্ঠিতস্য বাস্যাদেরচেতনস্য দেশকালাদ্যনেকপরিকর-সন্নিধানেঽপি যূপাদিনির্ম্মাণ-সাধনত্বাদর্শনাৎ। বীজাঙ্কুরাদেঃ পক্ষান্তর্ভাবেণ তৈর্ব্যভিচারাপাদনং শ্রোত্রিয়-বেতালানামনভিজ্ঞতাবিজৃম্ভিতম্। তত এব সুখাদিভির্ব্যভিচার-দর্শনবচনমপি তথৈব ॥ ১০ ॥

ন চ, লাঘবেনোভয়বাদিসম্প্রতিপন্ন-ক্ষেত্রজ্ঞানামেব ঈদৃশমধিষ্ঠাতৃত্ব-কল্পনং যুক্তম্। তেষাং সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টদর্শনাশক্তিনিশ্চয়াৎ।

সমর্থ হইতে পারে না; তন্নির্ম্মিত সমস্ত ক্রিয়ার অনুরূপ ফলসমূহ প্রদানে চতুর (দক্ষ) কোন একটী চেতনের সত্তা মানিতেই হইবে। [চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের কার্য্য হইতে পারে না,] এই কারণেই উপযুক্ত দেশ, কাল প্রভৃতি কারণকলাপ বর্ত্তমান সত্ত্বেও কেবল সূত্র-ধরের অনধিষ্ঠানে বাসী (বাইস্) প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যূপাদি নির্ম্মাণে অসাধনত্ব অসামর্থ্য দৃষ্ট হয়। আর বীজাঙ্কুর প্রভৃতি পদার্থও যখন পক্ষেরই (বিবাদাস্পদীভূত পদার্থেরই) অন্তর্ভুক্ত, তখন তৎসমুদয়ের দ্বারা যে, উল্লিখিত কার্য্যে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন, তাহা শ্রোত্রিয়-(বেদবিৎ)-বেতালদিগের কেবল অনভিজ্ঞতারই ফল মাত্র। [পিশাচাদির ন্যায় বেতাল একপ্রকার দেবযোনি-বিশেষ]। অতএব সুখাদি দ্বারা (উক্ত নিয়মের) ব্যভিচার-কথনও ঠিক সেইরূপই অযৌক্তিক (†)॥ ১০ ॥

আর কেবল লাঘবতর্কের (‡) অনুরোধে যে, বাদী প্রতিবাদী, উভয়-সম্মত ক্ষেত্রজ্ঞ— জীব সমূহেরই উক্তকার্য্যে এবংবিধ অধিষ্ঠানত্ব কল্পনা, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ

(*) আক্ষেপ্যঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—বিপক্ষগণ বলিয়াছিল যে, সমস্ত অচেতনের কার্য্যেই যে, চেতনের সাহায্য বা অধিষ্ঠান আবশ্যক, তাহা নহে। দেখা যায়, বীজ অচেতন পদার্থ, কিন্তু সেই বীজ কোন চেতনের সাহায্য না লইয়াই অঙ্কুর উৎপাদন করে। সুখ স্বয়ং অচেতন; কিন্তু সেই সুখও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই মুখ-বিকাশ ও পুলকাদি কার্য্য সম্পাদন করে। অতএব এই জগৎ-কার্য্যও যে, চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত শুদ্ধ অচেতন হইতে হইতেই পারে না, ইহা বলিতে পারা যায় না, সুতরাং জগতের কারণরূপে ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না,—উল্লিখিত দৃষ্টান্তবলে 'চেতনাধিষ্ঠিতত্ব' নিয়মের ব্যাঘাত হইতে পারে না; কারণ বীজাঙ্কুর ও সুখাদিস্থলগুলিও যখন আমার বিবাদবহির্ভূত নহে; পরন্তু পক্ষ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত; তখন ঐ সকল স্থলেও যে, চেতনের অধিষ্ঠান নাই, ইহা বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ, আমার মতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বহুস্থলে যখন অচেতনের কার্য্যে চেতনের অধিষ্ঠান বা সাহায্য উভয়-সম্মত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে; তখন বীজ-সুখাদি স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

(‡) তাৎপর্য্য,—বিবাদ গ্রস্ত কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলেই তর্কের সাহায্য আবশ্যক হয়; কিন্তু কোন স্থলে যদি অনুকূল, প্রতিকূল, উভয় প্রকার তর্কেরই সম্ভাবনা থাকে; সে স্থলে দেখিতে হইবে, উভয় তর্কের মধ্যে যে তর্কটীতে অধিক বিষয় স্বীকার করিতে হয়, গৌরব দোষে সেই তর্কটী ত্যাগ করিতে হয়; আর যে তর্কটীতে অল্প বিষয় স্বীকার করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, কল্পনার লাঘব বশতঃ সেই তর্কই গ্রহণ করিতে হয়। বিষয়ের আধিক্যই তর্কের গৌরব দোষ, আর কল্পনীয় বিষয়ের অল্পতাই তর্কের লাঘব গুণ। আলোচ্য স্থলে জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রসিদ্ধই আছে, তদুপরি আবার ঈশ্বরেরও জগৎ-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়;

দর্শনানুগুণৈব হি সর্ব্বত্র শক্তি-কল্পনা (*)। নচ ক্ষেত্রজ্ঞবৎ ঈশ্বরস্যাশক্তিনিশ্চয়োঽস্তি। অতঃ প্রমাণান্তরতো ন তৎসিদ্ধ্যনুপপত্তিঃ। সমর্থকর্তৃপূর্ব্বকত্ব-নিয়তকার্য্যত্বহেতুনা সিধ্যন্ স্বাভাবিকসর্ব্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নিয়মনশক্তিসম্পন্ন এব সিধ্যতি ॥ ১১ ॥

যত্তু, অনৈশ্বর্য্যাপাদনেন ধর্ম্মবিশেষ-বিপরীতসাধনত্বমুন্নীতং; তদনুমান-বৃত্তানভিজ্ঞত্বনিবন্ধনম্; সপক্ষে সহদৃষ্টানাং সর্ব্বেষাং কার্য্যস্যাহেতুভূতানাঞ্চ ধর্ম্মাণাং লিঙ্গিন্যপ্রাপ্তেঃ ॥ ১২ ॥

বিষয়ের আনুকূল্য বা উপপত্তির জন্যই সর্ব্বত্র শক্তির কল্পনা হইয়া থাকে, অথচ, সূক্ষ্ম ব্যবহিত (অন্য বস্তু দ্বারা অন্তরিত) ও দূরবর্ত্তী বস্তু দর্শনে জীবগণের সে শক্তি নাই, ইহা নিশ্চিত। পক্ষান্তরে জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও যে, সেই শক্তির অভাব আছে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না; অতএব অনুমানাদি প্রমাণবলে ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধা নাই। [তাহার পর] শক্তিশালী কর্ত্তা হইতেই কার্য্যোৎপত্তির অব্যভিচারী নিয়ম থাকায় [জগৎকর্ত্তা-রূপে] যে ঈশ্বর সিদ্ধ বা প্রমাণিত হন, তাঁহাকে সর্ব্ববিষয় প্রত্যক্ষ করিবার স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্নরূপেই প্রমাণিত করা হয়॥ ১১ ॥

আর যে, [কুম্ভকারাদির দৃষ্টান্তানুসারে জগৎকর্ত্তা] অনৈশ্বর্য্যাদি সম্ভাবনা দ্বারা [কার্য্যত্ব হেতুটীকে] অভীষ্ট ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্ম-সাধক (অতএব 'বিরুদ্ধ') বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে; তাহাও কেবল অনুমান-প্রণালীতে অনভিজ্ঞতারই ফল; কারণ, সপক্ষে অর্থাৎ কর্ত্তৃ-সাধ্যত্বরূপে নিশ্চিত ঘটাদি-কার্য্য-স্থলে যতগুলি ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম ঘটাদি কার্য্যের কারণ নহে, [বাস্তবিক পক্ষে] পক্ষে অর্থাৎ বিচার্য্য স্থলে ত সে সকলের প্রাপ্তি বা সম্ভাবনাই নাই (†)॥ ১২ ॥

(*) সর্ব্বত্র কল্পনা' ইতি (খ) পাঠঃ।

সুতরাং জীবও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে গৌরব দোষ ঘটে, তদপেক্ষা লাঘবতঃ কেবল জীবকেই জগৎ নির্ম্মাণেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে সমস্তই উপপন্ন হইতে পারে, অথচ তদতিরিক্ত জগৎ-নির্ম্মাতা ঈশ্বরের আর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয় না॥

(†) তাৎপর্য্য,—অনুমান স্থলে যাহা দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই 'সপক্ষ' বলে। নিয়ম হইল এই যে, বিচার্য্য বিষয়ের অনুকূল যে সকল ধর্ম্ম দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়, বিচার্য্য বস্তুটীতে কেবল সেই সকল ধর্ম্মেরই সংগ্রহ করিতে হয়; কিন্তু দৃষ্টান্তে যত কিছু ধর্ম্ম থাকে, তৎসমস্তেরই যে, সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা নহে। এরূপ হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিতে পারে না; উভয়েই এক হইয়া পড়ে। এখন দেখিতে হইবে, আলোচ্য স্থলে সংশয় হইয়াছিল যে, এই জগৎ একটী কার্য্য, ইহার স্বতন্ত্র একটী কর্ত্তা—ঈশ্বর আছে কি না? এই সংশয় দূরীকরণার্থ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে; দৃষ্টান্ত ব্যতীত অনুমিতার্থের প্রামাণ্য হয় না; এই কারণে দৃষ্টান্তরূপে ঘটাদি কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। কার্য্য করিতে হইলে কর্ত্তার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক; জগৎ-কর্ত্তার কেবল কার্য্যোপযোগী সেই সকল গুণ আছে কি না? ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে; কার্য্যসাধনে অনুপযোগী গুণ সমুদয় আছে কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। অতএব, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বলে যে, জগৎ-কর্ত্তার অনৈশ্বর্য্যাদির অস্তিত্ব সম্ভাবনা করা, তাহা সুধীজনোচিত হয় না॥

এতদুক্তং ভবতি,—কেনচিৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়মাণং স্বোৎপত্তয়ে কর্ত্তুঃ স্বনির্ম্মাণসামর্থ্যং স্বোপাদানোপকরণজ্ঞানঞ্চাপেক্ষতে; নত্বন্যাসামর্থ্যমন্যাজ্ঞানঞ্চ, হেতুত্বাভাবাৎ। স্বনির্ম্মাণসামর্থ্য-স্বোপাদানোপকরণজ্ঞানাভ্যামেব স্বোৎপত্তাবুপপন্নায়াং সম্বন্ধিতয়া দর্শনমাত্রেণাকিঞ্চিৎকরস্যার্থান্তরাজ্ঞানাদের্হেতুত্বকল্পনাঽযোগাৎ (*) ইতি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ক্রিয়মাণবস্তুব্যতিরিক্তার্থাজ্ঞানাদিকং কিং সর্ব্ববিষয়ং ক্রিয়োপযোগি? উত কতিপয়বিষয়ম্? ন তাবৎ সর্ব্ববিষয়ম্; নহি কুলালাদিঃ ক্রিয়মাণব্যতিরিক্তং কিমপি ন (†) বিজানাতি। নাপি কতিপয়বিষয়ম্; সর্ব্বেষু কর্ত্তৃষু তত্তদজ্ঞানাশক্ত্যনিয়মেন সর্ব্বেষামজ্ঞানাদীনাং ব্যভিচারাৎ।

অভিপ্রায় এই যে,—কেহ যখন কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে, তখন সেই ক্রিয়মাণ কার্য্যটী নিজের উৎপত্তির জন্য কর্ত্তার কেবল স্ব-নির্ম্মাণে সামর্থ্য এবং আপনার উপাদান-কারণ ও সহকারী কারণবিষয়ে জ্ঞানসত্তার অপেক্ষা করে; অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কার্য্যের নির্ম্মাণে শক্তি এবং তাহার উপাদান ও সহকারী কারণ বিষয়ে কর্ত্তার জ্ঞান থাকিলেই কার্য্যটী উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু, কর্ত্তার অন্য বিষয়ে সামর্থ্য আছে কি না, এবং অন্য বিষয় জানে কি না, এ সমস্তের অপেক্ষা করে না; কারণ, কার্য্যোৎপত্তির পক্ষে সে সকলগুলি হেতু নহে। কেন না, কর্ত্তার নিজের কার্য্য-নির্ম্মাণসামর্থ্য এবং উপাদান ও উপকরণসমূহের জ্ঞান থাকিলেই যখন নিজের (কার্য্যের) উৎপত্তি সুসম্পন্ন হইতে পারে, তখন কর্ত্তাতে কেবল দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই যে, কার্য্যানুপযোগী—বিষয়ান্তরে জ্ঞানাভাব প্রভৃতিরও হেতুত্ব কল্পনা করা, তাহা হইতেই পারে না ॥ ১৩ ॥

আরও এক কথা,—জিজ্ঞাসা করি, ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে কর্ত্তার জ্ঞানাভাবকেও যে, ক্রিয়ার উপযোগী (ক্রিয়া-সাধক) [বলা হইয়াছে], সেই জ্ঞানাভাব কি সর্ব্ববিষয়ক? অথবা কতিপয়-বিষয়ক? অর্থাৎ ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য্য হইতে পারে? কিংবা কয়েকটীমাত্র বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য্য হইতে পারে? তন্মধ্যে, সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানাভাব বলা যায় না; কারণ, কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তারা যে, ক্রিয়মাণ ঘটাদির অতিরিক্ত কোন বস্তুই জানে না, তাহা নহে। আর কতিপয়বিষয়কও বলা যায় না, কারণ, সকল কর্ত্তাতেই যে, নির্দ্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে অজ্ঞান ও অশক্তি থাকিবেই, এ রূপ কোনও নিয়ম নাই; [সুতরাং কোন্ অশক্তি বা অজ্ঞানটী যে, কার্য্যোপযোগী, ইহা নিশ্চিত না থাকায়] অজ্ঞানাদির কার্য্যোপযোগিতা সম্বন্ধে ব্যভিচার বা অনিয়ম ঘটে। অতএব, কার্য্যান্তের

(*) 'অহেতুত্বকল্পনাযোগাৎ' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) 'জানাতি' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

অতঃ কার্য্যত্বস্যাসাধকানাম্ অনীশ্বরত্বাদীনাং লিঙ্গিন্যপ্রাপ্তিরিতি ন বিপরীতসাধনত্বম্ ॥ ১৪ ॥

কুলালাদীনাং দণ্ডচক্রাদ্যধিষ্ঠানত্বং শরীরদ্বারেণ দৃষ্টম্, ইতি জগদুপাদানোপকরণাধিষ্ঠানমীশ্বরস্যাশরীরস্যানুপপন্নমিতি চেৎ; ন, সংকল্পমাত্রেণৈব পরশরীরগত-ভূতবেতালগরলাদ্যপগম-বিনাশদর্শনাৎ। কথমশরীরস্যেশ্বরস্য পরপ্রবর্ত্তনরূপঃ সংকল্প ইতি চেৎ; ন শরীরাপেক্ষঃ সংকল্পঃ, শরীরস্য সংকল্পহেতুত্বাভাবাৎ। মন এব হি সংকল্পহেতুঃ; তদভ্যুপগতমীশ্বরেঽপি, কার্য্যত্বেনৈব জ্ঞানশক্তিবন্মনসোঽপি প্রাপ্তত্বাৎ। মানসঃ সংকল্পঃ সশরীরস্যৈব, শরীরস্যৈব সমনস্কত্বাদিতি চেৎ; ন, মনসো নিত্যত্বেন দেহাপগমেঽপি মনসঃ সদ্ভাবেনানৈকান্তিকত্বাৎ। অতো বিচিত্রাবয়বসন্নিবেশবিশেষ-তনুভুবনাদিকার্য্যনির্ম্মাণে পুণ্যপাপ-পরবশঃ পরিমিতশক্তিজ্ঞানঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ন প্রভবতি, ইতি নিখিলভুবন-নির্ম্মাণচতুরোঽচিন্ত্যাপরিমিতজ্ঞানশক্ত্যৈশ্বর্য্যোঽশরীরঃ সংকল্পমাত্রসাধন-পরিনিষ্পন্নানন্তবিস্তারবিচিত্ররচন-

---

ব্যপস্থাপক নহে এমন যে অনৈশ্বর্য্যাদি ধর্ম্ম সকল; পক্ষে (বিচার্য্যস্থলে) সে সকলের প্রাপ্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত হেতুটী বিপরীত ধর্ম্মের (অকার্য্যত্বের) সাধক হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

যদি বল, দেখা যায়, কুলাল (কুম্ভকার) প্রভৃতি কর্ত্তারা শরীর দ্বারাই দণ্ড-চক্র প্রভৃতি কার্য্যোপকরণের অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্ত্তক হন; অতএব, ঈশ্বর যখন অশরীর, তখন জগতের উপাদান ও উপকরণাদি পদার্থে তাঁহার অধিষ্ঠান অসম্ভব; না—তাহাও বলিতে পার না, কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়,—[ব্যক্তিবিশেষের] সংকল্প মাত্র বা ইচ্ছাবিশেষ বশেই পরশরীরে আবিষ্ট ভূত, বেতাল (দেবযোনিবিশেষ) প্রভৃতি অপগত হয় (সরিয়া যায়), এবং গরল বা বিষ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভাল, শরীরশূন্য ঈশ্বরের আবার পরপ্রবর্ত্তনাত্মক সংকল্প হয় কিরূপে? না—[ঈশ্বরের] সংকল্প শরীরসাপেক্ষ নহে; কারণ, সংকল্প কার্য্যে শরীরের হেতুত্বই নাই; মনই সংকল্পের একমাত্র হেতু; ঈশ্বরেরও মন স্বীকার করা হয়; কারণ, কার্য্যকারিতা দর্শনে যেমন (ঈশ্বরের) জ্ঞান-শক্তি পাওয়া যায়, তেমন মনঃসত্তাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি বল, শরীরই যখন সমস্ক বা মনোযুক্ত হয়, তখন মানস (মনোজন্য) সংকল্প ধর্ম্মটীও সশরীরের পক্ষেই সম্ভব হয়, (অশরীরের পক্ষে নহে); এ কথা বলা যায় না; কারণ, মন যখন নিত্য [অথচ শরীর যখন অনিত্য], তখন দেহবিগমেও মন বিদ্যমান থাকে; সুতরাং মনের সশরীরত্ব নিয়মটী ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী নহে। অতএব, বিচিত্র অবয়ব-সন্নিবেশসম্পন্ন শরীর ও ভুবনাদি কার্য্যনির্ম্মাণে পুণ্য ও পাপের বশবর্ত্তী ও পরিমিত জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব কখনই সমর্থ হইতে পারে না; এই কারণে সমস্ত ভুবন-নির্ম্মাণে নিপুণ, অচিন্ত্য ও অপরিমিত

প্রপঞ্চঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরোঽনুমানেনৈব সিধ্যতি। অতঃ প্রমাণান্তরাবসেয়ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ, নৈতদ্বাক্যং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ, অত্যন্তভিন্নয়োরেব মৃদ্দ্রব্য-কুলালয়োর্নিমিত্তোপাদানত্বদর্শনেন আকাশাদের্নিরবয়বদ্রব্যস্য কার্য্যত্বানুপপত্ত্যা চ নৈকমেব ব্রহ্ম কৃৎস্নস্য জগতো নিমিত্তমুপাদানঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং শক্নোতীতি ॥১৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ —]

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম জন্মাদিবাক্যং বোধয়ত্যেব। কুতঃ, শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ। যদুক্তং—সাবয়বত্বাদিনা কার্য্যং সর্ব্বং জগৎ; কার্য্যঞ্চ তদুচিতকর্তৃবিশেষপূর্ব্বকং দৃষ্টমিতি নিখিলজগন্নির্ম্মাণ-তদুপাদানোপকরণবেদনচতুরঃ কশ্চিদনুমেয় ইতি। তদযুক্তম্; মহী-মহার্ণবাদীনাং (*) কার্য্যত্বেঽপি একদৈবৈকেন নির্ম্মিতা ইত্যত্র

জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য (অণিমাদিসিদ্ধি) সম্পন্ন এবং অনন্তবিস্তার ও বিচিত্র রচনাপূর্ণ এই জগৎপ্রপঞ্চ যাঁহার একমাত্র সংকল্প বা ইচ্ছাসাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এমন পুরুষ-বিশেষরূপ ঈশ্বর অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হন। অতএব, ব্রহ্ম যখন শব্দ ভিন্ন প্রমাণেই (অনুমান দ্বারাই) নির্ণীত হন; তখন এই বাক্য ("যতো বা ইমানি ভূতানি" বাক্য) ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

অপিচ, যেহেতু অত্যন্ত বিভিন্নপ্রকৃতির দ্রব্য মৃত্তিকা ও কুম্ভকারের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্তকারণ কুম্ভকার, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত অত্যন্ত পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এবং যেহেতু নিরবয়ব দ্রব্য আকাশের ও কার্য্যত্ব বা উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না, —অতএব একই ব্রহ্মকে সমস্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে [কেহই] সমর্থ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

[ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত —]

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি,—জগতের জন্মাদিবোধক ('যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি) বাক্য নিশ্চয়ই ব্রহ্মপ্রতিপাদনে সমর্থ,—[যেহেতু] ব্রহ্মপদার্থটী একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণগম্য। আর যে বলা হইয়াছে, সাবয়বত্ব বশতঃ সমস্ত জগৎই কার্য্য বা উৎপত্তিশীল, কার্য্য মাত্রই তদুপযুক্ত কারণ-সম্ভূত দেখা যায়; অতএব, সমস্ত জগৎনির্ম্মাণে নিপুণ এবং জগতের উপকরণ পরিজ্ঞানে সুচতুর, এমন কোন একটী কারণ অনুমেয়, অর্থাৎ অনুমানের সাহায্যে ঐরূপ একটী কারণ নিশ্চয় করিতে হইবে। তাহা যুক্তি যুক্ত হয় না; কেন না, বিশাল পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি বস্তু কার্য্য বা জন্য হইলেও একই সময়ে যে, একজন কর্তৃক সৃষ্ট

(*) 'মহীমহীধরাদীনাম্' ইতি (ভ) পাঠঃ।

প্রমাণাভাবাৎ। ন চৈকস্য ঘটস্যেব সর্ব্বেষামেকং কার্য্যত্বং, যেনৈকদৈব একঃ কর্ত্তা স্যাৎ। পৃথগ্‌ভূতেষু কার্য্যেষু কালভেদ-কর্ত্তৃভেদদর্শনেন কর্ত্তৃকালৈক্যনিয়মাভাবাৎ (*)। ন চ ক্ষেত্রজ্ঞানাং বিচিত্রজগন্নির্ম্মাণাশক্ত্যা কার্য্যত্ববলেন তদতিরিক্তকল্পনায়ামনেককল্পনানুপপত্তেশ্চৈক এব কর্ত্তা ভবিতুমর্হতি। ক্ষেত্রজ্ঞানামেবোপচিতপুণ্যবিশেষাণাং (†) শক্তিবৈচিত্র্য-দর্শনেন, তেষামেবাতিশয়িতাদৃষ্টসম্ভাবনয়া চ তত্তদ্বিলক্ষণকার্য্যহেতুত্বসম্ভবাৎ, তদতিরিক্তাত্যন্তাদৃষ্ট (‡) পুরুষকল্পনানুপপত্তেশ্চ। নচ যুগপৎ সর্ব্বোচ্ছিত্তিঃ সর্ব্বোৎপত্তিশ্চ প্রমাণপদবীমধিরোহতঃ; অদর্শনাৎ, ক্রমেণৈবোৎপত্তি-বিনাশদর্শনাচ্চ। কার্য্যত্বেন সর্ব্বোৎপত্তি-বিনাশয়োঃ কল্প্যমানয়োর্দর্শনানু-গুণ্যেন কল্পনায়ামপি বিরোধাভাবাচ্চ। অতো বুদ্ধিমদেককর্ত্তৃকত্বে সাধ্যে,

---

হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ ঘটের ন্যায় সমস্ত পদার্থেরই যে, কার্য্যত্ব ধর্ম্মটী এক, অর্থাৎ ঘট যেরূপ একই মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অপরাপর সমস্ত পদার্থই যে, একই উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও নহে, যাহাতে এক কালে একই কর্ত্তা কল্পিত হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের কর্ত্তাও ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং কর্ত্তা ও কালের ঐক্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। আর এরূপ কল্পনা করাও উচিত হয় না যে, ঈদৃশ বিচিত্র জগৎ-নির্ম্মাণে যখন কোন জীবেরই শক্তি নাই, অথচ জগতের কার্য্যত্ব দর্শনে জীবাতিরিক্ত কর্ত্তার কল্পনা করিতে হইলেও অনেক কর্ত্তা কল্পনা করিতে হয়; এই নিমিত্ত (গৌরব হয় বলিয়া) একই কর্ত্তা হওয়া উচিত। কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞক সমধিক পুণ্যসম্পন্ন জীবগণের মধ্যেই শক্তিগত বৈচিত্র্য (অল্পাধিকভাব প্রভৃতি) পরিদৃষ্ট হয়; তদ্দর্শনে তাহাদেরই মধ্যে কাহারো নিরতিশয় (সর্ব্বাধিক) অদৃষ্ট (পুণ্য) থাকা সম্ভব; সুতরাং সেই নিরতিশয় ভাগ্যবান্ জীবেরই এই বিচিত্র কার্য্য সম্পাদনে কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে। অতএব, জীবাতিরিক্ত অথচ অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট (যাহা কস্মিন্ কালেও দৃষ্ট হয় নাই), এরূপ পুরুষবিশেষকে 'কর্ত্তা' বলিয়া কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ একই কালে যে সর্ব্বোৎপত্তি ও সর্ব্বোচ্ছিত্তি (সমস্তের বিনাশ), তাহাও কখন প্রমাণ পথে আসিতেছে না; অর্থাৎ প্রমাণিত হইতেছে না। কারণ, যুগপৎ সর্ব্বোৎপত্তি বা সর্ব্ববিনাশ দৃষ্ট হয় না, পরন্তু, উৎপত্তি ও বিনাশের ক্রমিকত্বই দৃষ্ট হয়। আর কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব দর্শনের বলে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করিতে হইলেও দৃষ্টানুসারে কল্পনা করিলে কোনই বিরোধ ঘটে না। অতএব বুদ্ধিসম্পন্ন একটীমাত্র পুরুষের

(*) নিয়মাদর্শনাৎ' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ।　　　　(†) বিশেষাণামপি' ইতি (খ) পাঠঃ।

‡ তদতিরিক্তাদৃষ্ট' ইতি (গ) পাঠঃ।

কার্য্যত্বস্য অনৈকান্ত্যং, পক্ষস্যাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, সাধ্যবিকলতা চ দৃষ্টান্তস্য; সর্ব্বনির্ম্মাণচতুরস্যৈকস্যাপ্রসিদ্ধেঃ। বুদ্ধিমৎকর্ত্তৃকত্বমাত্রে সিদ্ধসাধনতা (*)। সার্ব্বজ্ঞ্য-সর্ব্বশক্তিযুক্তস্য কস্যচিদেকস্য সাধকমিদং কার্য্যত্বং কিং যুগপদুৎপদ্যমান-সর্ব্ববস্তুগতম্, উত ক্রমেণোৎপদ্যমানসর্ব্ববস্তুগতম্? যুগপদুৎপদ্যমানসর্ব্ববস্তুগতত্বে কার্য্যত্বস্যাসিদ্ধিতা। ক্রমেণোৎপদ্যমান-সর্ব্ববস্তুগতত্বে অনেককর্ত্তৃকত্বসাধনাদ্বিরুদ্ধতা। অত্রাপ্যেককর্ত্তৃকত্বসাধনে প্রত্যক্ষানুমান-বিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ; 'কুম্ভকারো জায়তে, রথকারশ্চ' (†) ইত্যাদি-শ্রবণাৎ ॥ ১৭ ॥

জগৎকর্ত্তৃত্ব সাধন করিতে হইলে কার্য্যত্ব হেতুটীর অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচার দোষ ঘটে, [সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি] পক্ষ বিশেষণের অসিদ্ধি হয়, এবং দৃষ্টান্তটীও সাধ্যবিকল (সাধ্যের প্রতিকূল) হইয়া পড়ে। হেতু এই যে, একই লোক যে, সর্ব্ববস্তু নির্ম্মাণে নিপুণ; ইহা প্রসিদ্ধ নাই। আর কেবলই যদি বুদ্ধিমান কর্ত্তার অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, তাহা হইলেও 'সিদ্ধসাধনতা' দোষ ঘটে, (কারণ, বুদ্ধিমান্ না হইলে যে, কর্ত্তা হইতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে, তাহার সাধন করার আবশ্যক হয় না)। তাহার পর এক কথা; সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত কর্ত্তার সাধক বা অনুমাপক যে, এই 'কার্য্যত্ব' হেতুটী, ইহা কি যুগপৎ (একসঙ্গে) সমুৎপন্ন সমস্ত কার্য্য-বস্তুগত? কিংবা ক্রমশঃ সমুৎপন্ন সমস্ত বস্তুগত? তন্মধ্যে, একসঙ্গে সমুৎপদ্যমান সর্ব্ববস্তুগত বলিলে কার্য্যত্বের অসিদ্ধতা হয়; (কারণ, একসঙ্গে সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই), আর ক্রমশ উৎপদ্যমান সমস্ত বস্তুগত স্বীকার করিলেও কর্ত্তৃবহুত্বেরই সিদ্ধি হয়; সুতরাং 'কার্য্যত্ব' হেতুটীর 'বিরুদ্ধতা' নামক দোষ উপস্থিত হয় (‡)। একই কর্ত্তার সাধন করিতে হইলে [পূর্ব্বের ন্যায়] এখানেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত বিরোধ হয়, এবং শাস্ত্রবিরোধও হয়, উপস্থিত শাস্ত্রে 'কুম্ভকার জন্মিতেছে', এবং 'রথকার জন্মিতেছে', এইরূপ পৃথক্ উক্তি শ্রুত হয়; (কুম্ভ ও রথ, উভয়ের কর্ত্তা এক হইলে, ঐরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না (§) ॥ ১৭ ॥

(*) সিদ্ধসাধ্যতা' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) রথকারো জায়তে ইত্যাদি' ইতি (খ,ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—প্রদর্শিত হেতুটী যদি নিজেই অসিদ্ধ অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রায়ানুযায়িরূপে প্রসিদ্ধ না থাকে; পরন্তু তাহার প্রদর্শিত অবস্থাটীও যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অসিদ্ধ' বলা হয়। এই অসিদ্ধ হেতুর সাহায্যে কোন সন্দিগ্ধ বিষয়ের নির্ণয় করা যায় না। 'বিরুদ্ধতা'ও হেতুর অপর একটী দোষ। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, সেই হেতুই যদি উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ কোন বিষয় প্রমাণ করিয়া দেয়; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'বিরুদ্ধ' বলা হয়। ইহা দ্বারাও কোন সন্দিগ্ধ বিষয় প্রমাণিত করা যায় না।

(§) তাৎপর্য্য,—এখানে প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অনুমানবিরোধ ও শাস্ত্রবিরোধ, এই ত্রিবিধ বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ-বিরোধের স্থল—প্রত্যেক কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তা প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে, সুতরাং 'সর্ব্বকার্য্যে এক কর্ত্তা' বলিলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটে। প্রত্যক্ষ দৃশ্য স্থলে যখন বিভিন্ন কার্য্যে বিভিন্ন কর্ত্তা দৃষ্ট হয়, তখন অপ্রত্যক্ষ স্থলেও কার্য্য-ভেদে কর্ত্তৃভেদ অনুমান করা যাইতে পারে, সুতরাং সর্ব্ব কার্য্যে

অপি চ, সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং শরীরাদীনাং সত্ত্বাদিগুণকার্য্যরূপ-সুখাদ্যন্বয়-দর্শনেন সত্ত্বাদিমূলত্বমবশ্যমাশ্রয়ণীয়ম্। কার্য্যবৈচিত্র্য-হেতুভূতাঃ কারণগতা বিশেষাঃ সত্ত্বাদয়ঃ। তেষাং কার্য্যাণাং তন্মূলত্বাপাদনং তদযুক্তপুরুষান্তঃ-করণবিকারদ্বারেণ। পুরুষস্য চ তদ্যোগঃ কর্ম্মমূলঃ, ইতি কার্য্যবিশেষারম্ভায়ৈব জ্ঞানশক্তিবৎ কর্ত্তুঃ কর্ম্মসম্বন্ধঃ কার্য্যহেতুত্বেনৈবাবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ; জ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যস্য কর্ম্মমূলত্বাৎ। ইচ্ছায়াঃ কার্য্যারম্ভহেতুত্বেঽপি বিষয়বিশেষ-বিশেষিতায়াস্তস্যাঃ সত্ত্বাদিমূলত্বেন কর্ম্মসম্বন্ধোঽবর্জনীয়ঃ। অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞা এব কর্ত্তারঃ, ন তদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদনুমানাৎ সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—তনু-ভুবনাদি—ক্ষেত্রজ্ঞকর্তৃকং, কার্য্যত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ন ভবতি, প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, মুক্তবৎ। ঈশ্বরঃ কর্ত্তা

আরও এক কথা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীর প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিণাম সুখাদির অন্বয় বা অনুগত সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং সত্ত্বাদি গুণকে ঐ সকল কার্য্যের মূল বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য-বৈচিত্র্যের কারণীভূত সত্ত্বাদি গুণসমুদয়ই কারণগত বিশেষ ধর্ম্ম। উক্ত বিচিত্র কার্য্যসমূহ যে, সেই সত্ত্বাদি গুণমূলক, সত্ত্বাদি-গুণযুক্ত পুরুষীয় অন্তঃকরণের বিকার বা পরিণাম-বিশেষের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। পুরুষের সহিত সেই সত্ত্বাদি যোগেরও মূল কারণ—সেই কর্ম্ম বা অদৃষ্ট; অতএব কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত যেমন পুরুষের জ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়, কর্ম্ম-সম্বন্ধও তেমন কার্য্যহেতুরূপেই অবশ্য আশ্রয় করিতে হয়; কারণ, জ্ঞানশক্তির বৈচিত্র্যেও কর্ম্মই মূল। ইচ্ছার কার্য্যহেতুত্ব থাকিলেও বিষয়বিশেষের দ্বারা তাহাকে বিশেষিত করিতে হইবে, ইচ্ছামাত্রকেই কার্য্যহেতু বলা যায় না। সেই ইচ্ছারও মূল কারণ সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধ; সুতরাং ইচ্ছাতেও কর্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে, ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণই কর্ত্তা, তদ্বিলক্ষণ কোন কর্ত্তাই অনুমান দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ॥ ১৮ ॥

এ বিষয়ে এইসকল অনুমানেরও প্রয়োগ হইতে পারে,—তনু ও ভুবন প্রভৃতি (শরীর ও জগৎ প্রভৃতি) বস্তুর কর্ত্তা—ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব); হেতু—কার্য্যত্ব, অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল বস্তু কার্য্য বা উৎপত্তিশালী; উদাহরণ—ঘট। [পক্ষান্তরে,] ঈশ্বর [এ সকলের] কর্ত্তা হইতে পারেন না; হেতু—তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই; উদাহরণ—মুক্তাত্মা। ঈশ্বর কর্ত্তা হইতে পারেন না

এক কর্ত্তা বলিলে সেই দৃষ্টানুসারী অনুমানের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আর, শাস্ত্রে আছে—'কুম্ভকার জন্মিতেছে', এবং 'রথকার জন্মিতেছে'। এখন সকল কার্য্যে যদি একই কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে, কুম্ভ ও রথ উভয়েরই কর্ত্তা এক হইত; উভয়ের কর্ত্তা এক হইলে 'কুম্ভকার' ও 'রথকার' বলিয়া উভয়ের পৃথক্ কর্ত্তা উল্লেখ অসঙ্গত হইত; পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলে ঐরূপ কথনে পুনরুক্তি দোষও উপস্থিত হইত। এককর্তৃকত্ব পক্ষে এইরূপ শাস্ত্র বিরোধ বা বাক্যবিরোধ ঘটে॥

ন ভবতি, অশরীরত্বাৎ, তদ্বদেব। নচ, ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বশরীরাধিষ্ঠানে ব্যভিচারঃ; তত্রাপ্যনাদেঃ সূক্ষ্মশরীরস্য সদ্ভাবাৎ। বিমতিবিষয়ঃ কালো ন লোকশূন্যঃ, কালত্বাৎ বর্ত্তমানকালবৎ ॥ ১৯ ॥

অপি চ, কিমীশ্বরঃ সশরীরোঽশরীরো বা কার্য্যং করোতিঃ? ন তাবদশরীরঃ, অশরীরস্য কর্ত্তৃত্বানুপলব্ধেঃ (*)। মানসান্যপি কার্য্যাণি সশরীরস্যৈব ভবন্তি, মনসো নিত্যত্বেঽপ্যশরীরেষু মুক্তেষু তৎকার্য্যাদর্শনাৎ। নাপি সশরীরঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ। তচ্চ শরীরং কিং নিত্যং? উতানিত্যং? ন তাবন্নিত্যং, সাবয়বস্য তস্য নিত্যত্বে জগতোঽপি নিত্যত্বাবিরোধাদীশ্বরাসিদ্ধেঃ। নাপ্যনিত্যং, তদ্ব্যতিরিক্তস্য তচ্ছরীরহেতোস্তদানীমভাবাৎ।

হেতু—অশরীরত্ব, অর্থাৎ যেহেতু তাঁহার কার্য্যোপযোগী শরীর নাই; উদাহরণ—এইরূপই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মুক্তাত্মাই উহার দৃষ্টান্ত। আর ক্ষেত্রজ্ঞগণের স্বীয় শরীরে যে, অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরকরূপে দেহের সহিত প্রথম সম্বন্ধ, তাহাতেও যে, ঐ নিয়ম ব্যভিচারী বা ভগ্ন হয়, তাহাও নহে; কারণ, সেখানেও অনাদিকালপ্রবৃত্ত সূক্ষ্মশরীরের সদ্ভাব রহিয়াছে [এ বিষয়ে অনুমান এইরূপ—] বিবাদাস্পদীভূত কাল (সময়) লোকশূন্য হয় না (শরীররহিত হয় না); হেতু—কালত্ব; দৃষ্টান্ত—যেমন বর্ত্তমান কাল, (†) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ঈশ্বর সশরীর অবস্থায় কার্য্য করেন? কি অশরীর অবস্থায়? অশরীর অবস্থায় করিতে পারেন না; কারণ, অশরীরের কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না। যে সকল কার্য্য মনের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সেই মানস কার্য্যসমূহও শরীরধারীর সম্বন্ধেই সংঘটিত হয়; (অশরীরের হয় না); কেন না, মন নিত্য হইলেও [শরীর রহিত] মুক্তপুরুষগণের মানস কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। সশরীর অবস্থায়ও কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ, [এ পক্ষটী] তর্কসহ হয় না। [তর্ক এইরূপ—] তাঁহার শরীর নিত্য কি অনিত্য? নিত্য হইতে পারে না; সাবয়ব সেই শরীর যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সাবয়ব জগতেরও নিত্যত্বে কোন বাধা হইতে পারে না; সুতরাং নিত্য জগতের উৎপাদকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। [তাঁহার শরীর]

(*) তস্য কর্ত্তৃত্বানুপলব্ধেঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। অশরীরকার্য্যানুপলব্ধেরিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—সশরীর বলিয়াই যদি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; পক্ষান্তরে শরীর না থাকারই যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া অস্বীকার করা হয়; তাহা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞের প্রথম শরীর গ্রহণ স্থলে ঐ নিয়ম রক্ষা করা যায় না; কারণ, শরীর উৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞও ত ঈশ্বরেরই মত অশরীর (শরীর রহিত) ছিল; তদবস্থায় ক্ষেত্রজ্ঞ যদি অশরীর হইয়াও স্বীয় শরীর নির্ম্মাণ করিতে পারে; তাহা হইলে কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার যে, শরীর থাকাই চাই, এ নিয়ম রহিল না। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—সেই সময়ও ক্ষেত্রজ্ঞ অশরীর ছিল না—সশরীরই ছিল; কারণ সৃষ্টিপ্রবাহ যখন অনাদি, তখন কাল বা সময় কখনও লোকশূন্য অবস্থায় থাকে না; বর্ত্তমানে ত নাই-ই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, এবং অতীতেও ছিল না। তবে এই মাত্র বিশেষ যে, সৃষ্টির পর ক্ষেত্রজ্ঞের স্থূল, সূক্ষ্ম, উভয় শরীরই থাকে, তৎপূর্ব্বে তাহার সূক্ষ্ম শরীর মাত্র থাকে, স্থূল শরীর থাকে না। কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার শরীর থাকা মাত্র আবশ্যক, কিন্তু—স্থূল, কি সূক্ষ্ম, তাহার কিছু নিয়ম নাই॥

স্বয়মেব হেতুরিতি চেৎ; ন, অশরীরস্য তদযোগাৎ। অন্যেন শরীরেণ সশরীর ইতি চেৎ; ন, অনবস্থানাৎ। স কিং সব্যাপারঃ, নির্ব্যাপারো বা? অশরীরত্বাদেব ন সব্যাপারঃ। নাপি নির্ব্যাপারঃ কার্য্যং করোতি, মুক্তাত্মবৎ (*)। কার্য্যং জগদিচ্ছামাত্রব্যাপারকর্ত্তৃকমিত্যুচ্যমানে পক্ষস্যাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, দৃষ্টান্তস্য চ সাধ্যহীনতা। অতো দর্শনানুগুণ্যেনেশ্বরানুমানং দর্শনানুগুণ্যপরাহতমিতি শাস্ত্রৈকপ্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সর্ব্বেশ্বরঃ (†) পুরুষোত্তমঃ। শাস্ত্রন্তু সকলেতরপ্রমাণ-পরিদৃষ্টসমস্তবস্তু-বিসজাতীয়ং সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি-মিশ্রানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদার-গুণসাগরং (‡) নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন প্রমাণান্তরাবসিত-বস্তু-সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত-দোষগন্ধপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

অনিত্যও হইতে পারে না: কারণ, তৎকালে তদতিরিক্ত এমন কিছুই ছিল না; যাহা তাহার (সেই শরীরের) উৎপাদক হইতে পারে। নিজেই নিজের হেতু, এ কথাও বলা যায় না; কারণ, অশরীরের হেতুত্বই হইতে পারে না। যদি বল, অপর শরীর দ্বারা সশরীর, অর্থাৎ যে শরীরে জগৎ নির্ম্মাণ করিবেন, তদ্ভিন্ন আর একটী শরীর দ্বারা সশরীর হইয়া কার্য্য করেন; তাহা হইলে 'অনবস্থাদোষ ঘটে, অর্থাৎ সেই শরীরের জন্য আবার আর একটী শরীর এবং সেই শরীরের জন্যও আর একটী শরীর, ইত্যাদি রূপে শরীরকল্পনার আর শেষ হইতে পারে না। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই ঈশ্বর কি সব্যাপার? (চেষ্টাশালী?) অথবা নির্ব্যাপার? তাঁহার যখন শরীর নাই, তখন ব্যাপারও থাকিতে পারে না; আর নির্ব্যাপার হইলে কখনই কার্য্য করিতে পারেন না, মুক্ত আত্মাই ইহার দৃষ্টান্ত। আর কার্য্যভূত এই জগৎকে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র ব্যাপার-নিষ্পন্ন বলিলেও জগৎ-রূপ পক্ষেতে যে, কার্য্যত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার 'অসিদ্ধতা' দোষ উপস্থিত হয়; কেন না, পক্ষের ঐ প্রকার বিশেষণ কুত্রাপি প্রসিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় নাই। অধিকন্তু; প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটীও সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে; অর্থাৎ কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তাকে কখনও ইচ্ছামাত্রে কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না। অতএব, প্রত্যক্ষানুসারে যে, ঈশ্বরানুমান তাহা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ব্যাহত হইতেছে। অতএব, সর্ব্বেশ্বর, পরব্রহ্ম পরুষোত্তম (বাসুদেব) একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণেরই বিষয়—অনুমানাদির বিষয় নহে। বিশেষতঃ, শাস্ত্র যখন অপর সর্ব্বপ্রমাণ-পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, সর্ব্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পত্বাদি সমন্বিত, সীমা ও তারতম্যরহিত নিরতিশয় অপরিমিত উদার গুণের সাগরস্বরূপ এবং সর্ব্ববিধ হেয় বা নিকৃষ্ট গুণের বিরোধী গুণপূর্ণ তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন; তখন প্রমাণান্তর-নির্ণীত অপর বস্তুর সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্যানুসারে কোন দোষের গন্ধপর্য্যন্ত তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

(*) মুক্তবৎ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) অখিল গুণসাগরম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

যত্তু, নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যমাকাশাদের্নিরবয়বস্য দ্রব্যস্য কার্য্যত্বঞ্চানুপলব্ধমশক্যপ্রতিপাদনমিত্যুক্তম্; তদপ্যবিরুদ্ধমিতি (*) "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।" [ব্রহ্মসূ০, ১।৪।২৩], "ন বিয়দশ্রুতেঃ।" [ব্রহ্মসূ০ ২।৩।১] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বেন শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বাৎ, "যতো বা ইমানি" ইত্যাদিবাক্যং (†) উক্তলক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥ ৩ ॥

[তৃতীয়ং শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণং সমাপ্তম্।]

যদ্যপি প্রমাণান্তরাগোচরং ব্রহ্ম, তথাপি প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরত্বাভাবেন সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়তীত্যাশঙ্ক্যাহ—

আরও যে, বলা হইয়াছে, একেরই নিমিত্ত-কারণতা ও উপাদান-কারণতা, এবং আকাশাদি নিরবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না; অতএব নিমিত্ত ও উপাদান কারণের একত্ব ও আকাশাদি নিরবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কল্পনা কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ তাহাও যে, বিরুদ্ধ হয় না; ইহা 'প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তানুসারে জানা যায় যে, তিনি প্রকৃতিও বটে।' '[আকাশের উৎপত্তি-বোধক] শ্রুতি না থাকায় আকাশ (বিয়ৎ) [উৎপন্ন হয়] না?' এই সূত্রদ্বয়ে প্রতিপাদন করা হইবে (‡)। অতএব অপর প্রমাণের অবিষয় বলিয়াই ব্রহ্ম একমাত্র শাস্ত্রগম্য; এই কারণেই "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত (জগৎ-জন্মাদি কারণরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন; ইহাও সিদ্ধ বা সমর্থিত হইল ॥ ২১ ॥ ৩ ॥ তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ভাল, ব্রহ্ম যদিও প্রমাণান্তরের অবিষয়; তথাপি শাস্ত্র কখনই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতে পারে না; কারণ, উহাতে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, কিছুই বুঝায় না। অভিপ্রায় এই যে, পুরুষকে কার্য্যবিশেষে প্রবৃত্ত করা বা নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রামাণ্য-কারণ। সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদনে যখন পুরুষের নিয়োগ কিংবা নিষেধ, কিছুই সম্ভবে না; তখন তদ্বোধক শাস্ত্র তাৎপর্য্যহীন -অপ্রমাণ। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন —"তত্তু সমন্বয়াৎ।" (§)

(*) 'দবিরুদ্ধ' ইতি (গ) পাঠঃ।   (†) 'ইমানি ভূতানীত্যাদিবাক্যম্' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ দেখা যায়, কার্য্যের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পরস্পর পৃথক্। 'ঘট' কার্য্যের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার ও উপাদান কারণ মৃত্তিকা কখনই এক পদার্থ নহে। এই লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে আপত্তি হইয়াছিল—একই ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হন কিরূপে? "প্রকৃতিশ্চ" ইত্যাদি সূত্রে ঐ আপত্তির পরিহার করা হইবে; অর্থাৎ তিনি যে, জগতের নিমিত্ত কারণ হইয়াও আবার প্রকৃতি (উপাদান কারণ) হইতে পারেন, তাহার সমর্থন করা হইবে।

(§) তাৎপর্য্য,—এই সূত্রের অধিকরণ এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য। (২) সংশয়—ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব তত্ত্বপর কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—স্বতঃ সিদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুতে যখন পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির

[সমন্বয়াধিকরণম্।] **তত্তু সমন্বয়াৎ। ১ ॥১॥ ॥৪॥**

[পদচ্ছেদ :—তৎ (তাহা) তু (আশঙ্কানিবারক) সমন্বয়াৎ (তাৎপর্য্যাবধারণ হইতে) [জানা যায় ॥]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ 'তু'-শব্দঃ। 'তৎ' শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবত্যেব। কুতঃ ? 'সমন্বয়াৎ'—পরমপুরুষার্থতয়া অন্বয়ঃ সমন্বয়ঃ। পরমপুরুষার্থভূতস্যৈব ব্রহ্মণোঽভিধেয়তয়ান্বয়াৎ ॥১ ॥

এবমেব (*) সমন্বিতো হ্যৌপনিষদঃ পদসমুদায়ঃ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত—বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি; তত্তেজোঽসৃজত।" "ব্রহ্ম বা

[সরলার্থঃ—সূত্রে 'তু' শব্দঃ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বাসম্ভব-শঙ্কা-নিরাসার্থঃ; ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বং সম্ভবত্যেব ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? সমন্বয়াৎ=সম্যক্ পুরুষার্থতয়া অন্বয়ঃ—সম্বন্ধঃ= সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ। পরমপুরুষার্থতয়া ব্রহ্মণ এব শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্ম শাস্ত্র-যোনি কিনা ? এই আশঙ্কা-অপনয়নার্থ সূত্রে 'তু'-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রযোনি, অর্থাৎ শাস্ত্রৈকগম্য; যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রই একমাত্র তাঁহাকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে। 'সমন্বয়' অর্থ—সম্যক্ বা নিয়তভাবে অন্বয়—সম্বন্ধ ॥ ১।১।৪ ॥]

আরোপিত আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে 'তু' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তৎ' অর্থ—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয়। হেতু কি ? —না—'সমন্বয়াৎ' (সমন্বয়হেতু); 'সমন্বয়' অর্থ—পুরুষার্থরূপে অন্বয় (সম্বন্ধ), অর্থাৎ যেহেতু পরমপুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্ম [তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের] অভিধেয় বা বাক্যার্থরূপে অন্বিত; সেই হেতুই ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

উপনিষৎ-শাস্ত্রীয় পদসমূহও ঠিক এই ভাবেই [ব্রহ্মের সহিত] অন্বিত বা সম্বদ্ধ রহিয়াছে, যথা—'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়'।' 'হে সোম্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপে ছিল।' 'তিনি ইচ্ছা করিলেন —বহু হইব—জন্মিব; তিনি

সম্বন্ধ নাই, তখন তাহাতে পুরুষের কোনরূপ প্রয়োজন বা ইষ্টাদেরও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তদ্বোধক শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য নাই। ফলে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্বও সিদ্ধ হয় না। ৪) সিদ্ধান্ত—না পুত্রজন্মাদির সংবাদ শ্রবণেও যখন হর্ষ ও মুখবিকাশাদি কার্য্য দর্শনে সেই বাক্যের প্রামাণ্য (সফলতা) দৃষ্ট হয়, তখন স্বয়ং পরম পুরুষার্থস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ হইবে না কেন ? অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব কখনই অসিদ্ধ হইতে পারে না। (৫) প্রয়োজন—সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি।

(*) 'তু এবমিব' ইতি (খ) পাঠঃ।

ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ।" [বৃহদা০, ৩।২।১১]। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।" [ঐত০ ১।১।১]। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" [তৈত্তিরী০ আন০ ১]। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ।" [মহোপ০ ১।১]। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" [তৈত্তিরী০, আন০ ১।] "আনন্দো ব্রহ্ম" [তৈত্তিরী০ ভৃগু০ ৬] ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২ ॥

ন চ, ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-পরিনিষ্পন্নবস্তুপ্রতিপাদনসমর্থানাং পদসমুদায়ানামখিলজগদুৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতাশেষদোষ-প্রত্যনীকাপরিমিতোদারগুণসাগরানবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপে ব্রহ্মণি সমন্বিতানাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনবিরহাদন্যপরত্বং, স্ববিষয়াববোধপর্যবসায়িত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্। ন চ প্রয়োজনানুগুণা প্রমাণপ্রবৃত্তিঃ। প্রয়োজনং হি প্রমাণানুগুণম্। ন চ প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়বিরহিণঃ প্রয়োজনশূন্যত্বং, পুরুষার্থান্বয়প্রতীতেঃ। তথা, স্বরূপপরেষ্বপি 'পুত্রস্তে জাতঃ,' 'নায়ং সর্পঃ', ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনবত্ত্বং দৃষ্টম্ ॥ ৩ ॥

তেজ সৃষ্টি করিলেন।' 'এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।' সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক আত্মস্বরূপে ছিল।' 'সেই এই আত্মা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) আকাশ সম্ভূত হইল।' '[সৃষ্টির অগ্রে] সেই প্রসিদ্ধ একমাত্র নারায়ণ ছিলেন।' 'ব্রহ্ম— সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম- আনন্দস্বরূপ।' ইত্যাদি ॥ ২ ॥

সমস্ত প্রমাণই যখন নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া চরিতার্থতা বা প্রামাণ্য লাভ করে; তখন, শব্দ-শাস্ত্রোক্ত ব্যুৎপত্তি (শব্দার্থ-শক্তিনিরূপণের প্রণালী) অনুসারে পরিনিষ্পন্ন বস্তুপ্রতিপাদনে সমর্থ, এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতুস্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত, অসীম উদারগুণের সাগর ও নিরবধি সর্ব্বাতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমন্বিত, পূর্ব্বোক্ত পদসমূহের যে, একমাত্র প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনের অভাবেই অন্যপরত্ব, অর্থাৎ ব্রহ্মার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যার্থে তাৎপর্য্য কল্পনা করা; তাহাও হইতে পারে না। আর প্রমাণ-ব্যবহার যে, প্রয়োজনের অনুসরণ করে, তাহা নহে; বরং প্রয়োজনই প্রমাণের অনুসরণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ [ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধ নাই বলিয়াই যে, নিষ্প্রয়োজন হইবে; তাহা নহে; কারণ, [উহাতে] পুরুষার্থ—মুক্তিরূপ প্রয়োজনেরই সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ, 'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে।' 'ইহা সর্প নহে', ইত্যাদি নিষ্পন্নার্থ-বোধক বাক্যেও হর্ষ ও ভয়-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য,—শাস্ত্রের ক্রিয়াপরত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন,—"প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা। পুংসাং যেনোপদিশ্যেত, তৎ 'শাস্ত্র'মভিধীয়তে।" যে বাক্য নিত্য বা অনিত্য কর্ম্ম (কাম্য কর্ম্ম প্রভৃতি) দ্বারা

অত্রাহ - ন বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়-বিরহিণঃ শাস্ত্রস্যানর্থক্যাৎ। যদ্যপি প্রত্যক্ষাদীনি বস্তুযাথাত্ম্যাববোধে পর্য্যবস্যন্তি ; তথাপি শাস্ত্রং প্রয়োজনপর্য্যবসায্যেব। নহি লোক-বেদয়োঃ প্রয়োজনরহিতস্য কস্যচিদপি বাক্যস্য প্রয়োগ উপলব্ধচরঃ। ন চ কিঞ্চিৎ-প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য বাক্যপ্রয়োগঃ শ্রবণং বা সম্ভবতি। তচ্চ প্রয়োজনং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিসাধ্যেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারাত্মকমুপলব্ধম্, -'অর্থার্থী রাজ-কুলং গচ্ছেৎ।' 'মন্দাগ্নির্নাম্বু পিবেৎ।' 'স্বর্গকামো যজেত।' [যজুঃ।২।৫।৫]। 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ', ইত্যেবমাদিষু ॥ ৪ ॥

ইহার বিপক্ষে বলিতেছেন যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ; কারণ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রতিপাদনরহিত শাস্ত্র অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজন; (সুতরাং) অপ্রমাণ। যদিও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ হয় সত্য ; তথাপি শাস্ত্র-প্রমাণ কেবল প্রয়োজনবোধনেই পর্য্যবসিত (চরিতার্থ হয়, (বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপনের অপেক্ষা করে না)। কেন না, লোকব্যবহার কিংবা বেদ--কুত্রাপি প্রয়োজনশূন্য বাক্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই। কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্য না থাকিলে কখনও কোন বাক্যের প্রয়োগ বা শ্রবণ সম্ভবপর হয় না। 'অর্থাভিলাষী পুরুষ রাজবাড়ী যাইবে।' 'যাহার অগ্নি মান্দ্য ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তি জল পান করিবে না।' 'স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে।' 'কলঞ্জ (*) ভক্ষণ করিবে না।' ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায় যে, সেই প্রয়োজনও মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধীন—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৪ ॥

পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ দেয়, সেই বাক্যই 'শাস্ত্র' নামে অভিহিত হয়। অভিপ্রায় এই যে,—পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত ও বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে বাক্যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ নাই—শুধু বস্তুমাত্রের বর্ণনা, সেই বাক্য অপ্রমাণ। ব্রহ্ম যখন স্বতঃসিদ্ধ নিত্য বস্তু, তখন তদ্বিষয়ে উপদেশ থাকিলেও শ্রোতৃবর্গের কিছুমাত্র কর্তব্য দেখা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরও সম্ভাবনা নাই ; কারণ অনিষ্পন্ন বা সাধ্য বিষয়েই কর্তব্যবোধে পুরুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির আবশ্যক হয়। স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মোপদেশে সেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সম্ভব না থাকায়, তদ্বোধক শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

ভাষ্যকারের মতে দুই কারণে এই আপত্তি উপেক্ষণীয়। প্রথম কারণ—'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে' ; 'এটা সর্প নহে—রজ্জু' ; ইত্যাদি সিদ্ধার্থ বোধক বাক্যে কোনরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধ না থাকিলেও হর্ষ ও ভয় নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধার্থবোধক বাক্য অপ্রমাণ হইলে তাহা হইতে পারিত না। দ্বিতীয় কারণ এই ;—প্রবৃত্তি সাধনই শাস্ত্রের প্রামাণ্য কারণ নহে ; পরন্তু, পুরুষার্থ বা পুরুষের অভীষ্টার্থ সম্বন্ধই শাস্ত্রের প্রামাণ্যের কারণ। যে শাস্ত্র পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিপাদন করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয়। বেদান্ত-শাস্ত্র যখন একবাক্যে নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন ; এবং সেই আনন্দময়-ব্রহ্ম প্রাপ্তিই যখন জীবের সর্ব্বোত্তম পুরুষার্থ বা অভীষ্ট বিষয় ; তখন তদ্বোধক বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধ বিরহিত হইলেও অপ্রমাণ হইতে পারে না।

(*) তাৎপর্য্য,—"বিষাক্তেনৈব বাণেন হতৌ যৌ মৃগ-পক্ষিণৌ। তয়োর্মাংসং 'কলঞ্জং' স্যাৎ শুষ্কমাংস-মথাপি বা।" অর্থাৎ বিষলিপ্ত বাণ দ্বারা যে সকল পশু ও পক্ষী নিহত হয় তাহাদের মাংস এবং শুষ্ক মাংসকে 'কলঞ্জ' বলা হয়। কলঞ্জ ভক্ষণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ—পাপকর।

যৎ পুনঃ সিদ্ধবস্তুপরেষ্বপি 'পুত্রস্তে জাতঃ', 'নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা' ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ-পুরুষার্থান্বয়ো দৃষ্ট ইত্যুক্তম্। তত্র কিং পুত্রজন্মাদ্যর্থাৎ পুরুষার্থাবাপ্তিঃ? উত তজ্জ্ঞানাৎ? ইতি বিবেচনীয়ম্। সতোঽপ্যর্থস্যাজ্ঞাতস্য (*) অপুরুষার্থত্বেন তজ্জ্ঞানাদিতি চেৎ; তর্হ্যসত্যপ্যর্থে জ্ঞানাদেব পুরুষার্থঃ সিধ্যতীত্যর্থপরত্বাভাবেন প্রয়োজনপর্য্যবসায়িনোঽপি শাস্ত্রস্য নার্থসদ্ভাবে প্রামাণ্যম্। তস্মাৎ সর্ব্বত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপরত্বেন জ্ঞানপরত্বেন বা প্রয়োজনপর্য্যবসানমিতি কস্যাপি বাক্যস্য পরিনিষ্পন্নে বস্তুনি তাৎপর্য্যাসম্ভবাৎ ন বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ॥৫॥

অত্র কশ্চিদাহ—বেদান্তবাক্যান্যপি কার্য্যপরতয়ৈব ব্রহ্মণি প্রমাণভাবমনুভবন্তি। কথং? নিষ্প্রপঞ্চমদ্বিতীয়ং জ্ঞানৈকরসং ব্রহ্ম অনাদ্যবিদ্যয়া সপ্রপঞ্চতয়া প্রতীয়মানং নিষ্প্রপঞ্চং কুর্য্যাদিতি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চবিলয়-দ্বারেণ বিধিবিষয়ত্বমিতি। কোঽসৌ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলয়দ্বারেণ সাধ্য-

---

আর যে, পরিনিষ্পন্নার্থবোধক—'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে'; 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু' ইত্যাদি বাক্যেও হর্ষ ও ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ-সম্বন্ধ (পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন) দেখা যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, সেখানে পুত্র-জন্মাদি ঘটনা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়? অথবা পুত্র-জন্মাদি-বিষয়ক জ্ঞান হইতে হয়? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি বল, বিদ্যমান বস্তুও জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইলে যখন পুরুষের কোনই প্রয়োজনসাধক হয় না; তখন সেই পুত্রজন্মাদি বিষয়ের জ্ঞান হইতেই (পুরুষার্থ সিদ্ধি) হয়। ভাল, তাহা হইলে ত পদার্থ না থাকিলেও যখন কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, তখন অর্থ বা বিষয়সদ্ভাবের নিয়ম না থাকায় শাস্ত্র কেবল প্রয়োজনাপেক্ষী হইলেও প্রতিপাদ্য বিষয়ের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণে উহার প্রামাণ্য নাই। অতএব, সর্ব্বত্রই প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি কিংবা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রতিপাদনের দ্বারাই শাস্ত্র সপ্রয়োজন বা সার্থক হইয়া থাকে, সুতরাং শুদ্ধ পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্মবস্তু-প্রতিপাদনে কোন বাক্যেরই তাৎপর্য্য না থাকায় বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, বেদান্ত-বাক্য সকলও ক্রিয়াপর, অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রতিপাদন দ্বারাই প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে। কিরূপে? [উত্তর—] নিষ্প্রপঞ্চ (ভেদরহিত) একমাত্র জ্ঞানস্বভাব, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনাদি অবিদ্যাবশতঃ সপ্রপঞ্চ বা ভেদবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হন, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বারা সেই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকে নিষ্প্রপঞ্চ করিবার উপদেশ থাকায় ব্রহ্মকে ত 'নিষ্প্রপঞ্চীকরণ' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে ক্রিয়াবিধিরই বিষয় করা হইয়াছে। ভাল, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাত্মক

(*) সতোঽপ্যজ্ঞাতস্যার্থস্য' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মবিষয়ো বিধিঃ ?—"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন মতের্মন্তারং মন্বীথাঃ" [বৃহদা০ ৫।৪।২] ইত্যেবমাদিঃ। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভেদশূন্যং দৃশিমাত্রং ব্রহ্ম কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। স্বতঃসিদ্ধস্যাপি ব্রহ্মণো নিষ্প্রপঞ্চতারূপেণ (*) কার্য্যত্বমবিরুদ্ধম্ ইতি ॥ ৬ ॥

তদযুক্তম্—(†) নিয়োগ-বাক্যার্থবাদিনা হি নিয়োগঃ, নিয়োজ্যবিশেষণং, বিষয়ঃ, করণম্, ইতিকর্ত্তব্যতা, প্রয়োক্তা চ বক্তব্যাঃ (‡)। তত্র হি (§) নিয়োজ্যবিশেষণমনুপাদেয়ম্। তচ্চ নিমিত্তং, ফলমিতি দ্বিধা। অত্র কিং নিয়োজ্যবিশেষণম্ ? তচ্চ কিং নিমিত্তং, ফলং বা, ইতি বিবেচনীয়ম্। ব্রহ্মস্বরূপযাথাত্ম্যানুভবশ্চেৎ (¶) নিয়োজ্যবিশেষণম্ ; তর্হি ন তৎ নিমিত্তং, জীবনাদিবৎ তস্যাসিদ্ধত্বাৎ। নিমিত্তত্বে চ তস্য নিত্যত্বেনাপবর্গোত্তরকাল-

---

জগৎপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বারা ব্রহ্মের যে, জ্ঞানৈকরূপতা সাধন করিতে হইবে ; তদ্বোধক বিধি কি আছে ? [উত্তর—] 'দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবে না ; মতির মননকর্ত্তাকে মনন করিও না,' ইত্যাদি। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে দ্রষ্টা ও দৃশ্যভেদশূন্য কেবল দৃশিমাত্ররূপে (জ্ঞানস্বরূপে) বোধ করিবে। অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সমারোপিত দ্বৈতপ্রপঞ্চ অপনীত করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানরূপতা উপলব্ধি করিবে। ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাঁহার নিষ্প্রপঞ্চভাব সম্পাদন দ্বারা কার্য্যত্ব অর্থাৎ ক্রিয়াবিধির বিধেয়ত্ব হওয়া বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হয় না ॥ ৬ ॥

না—সে কথা যুক্তিসঙ্গত হয় না, যিনি বলেন নিয়োগই বাক্যের একমাত্র অর্থ বা প্রয়োজন ; তাঁহাকে নিয়োগ, নিয়োজ্য-বিশেষণ (কিরূপ লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে), নিয়োগের বিষয়, করণ বা সাধন, ইতিকর্ত্তব্যতা (অনুষ্ঠানের পূর্ব্বাপর কর্ত্তব্য প্রণালী) ও প্রয়োক্তা (যিনি প্রয়োগ করেন), এই সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে হইবে। তন্মধ্যে, নিয়োজ্য-বিশেষণটী এখানে উপাদেয় বা বিধেয় হইতে পারে না। সেই নিয়োজ্যবিশেষণ দুই প্রকার হইতে পারে—নিমিত্ত ও ফল ; তন্মধ্যে, এই নিষ্প্রপঞ্চীকরণস্থলে নিয়োজ্য-বিশেষণ কোনটী ?—সেই নিমিত্তই এখানে নিয়োজ্য-বিশেষণ ? কিংবা ফলই নিয়োজ্য-বিশেষণ ? ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক। যদি বল, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপানুভূতিই (নিয়োজ্য-বিশেষণ) ; তাহা হইলেও উহা ত নিমিত্ত হইতে পারে না ; কারণ, জীবন বা প্রাণধারণাদির ন্যায় উহা ত সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বনিষ্পন্ন নহে, যে, নিমিত্ত হইবে ? আর ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যানুভবকে নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও জীবন-

---

(*) স ধ্যত্বমবিরুদ্ধম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) বিনিয়োগ' ইতি (গ) পাঠঃ। (‡) ইতিকর্ত্তব্যতা প্রযোক্তব্যা' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(§) প্রযোজ্যবিশেষণমিতি (গ) পাঠঃ। (¶)—যাথাত্ম্যানুভব ইতি চেৎ,' ইতি (খ) পাঠঃ।

মপি জীবননিমিত্তাগ্নিহোত্রাদিবন্নিত্য-তদ্বিষয়ানুষ্ঠানপ্রসঙ্গঃ। নাপি ফলং; নৈয়োগিক-ফলত্বেন স্বর্গাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৭ ॥

কশ্চাত্র নিয়োগবিষয়ঃ? ব্রহ্মৈবেতি চেৎ; ন; তস্য নিত্যত্বেনাভব্যরূপত্বাৎ। অভাবার্থত্বাচ্চ নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্ম সাধ্যমিতি চেৎ; সাধ্যত্বেঽপি ফলত্বমেব; অভাবার্থত্বান্ন বিধিবিষয়ত্বম্। সাধ্যত্বঞ্চ কস্য? কিং ব্রহ্মণঃ? উত প্রপঞ্চনিবৃত্তেঃ? ন তাবদ্ ব্রহ্মণঃ, সিদ্ধত্বাদনিত্যত্বপ্রসক্তেশ্চ। অথ প্রপঞ্চনিবৃত্তেঃ, ন তর্হি ব্রহ্মণঃ সাধ্যত্বম্। প্রপঞ্চনিবৃত্তিরেব বিধিবিষয় ইতি চেৎ; ন; তস্যাঃ ফলত্বেন বিধিবিষয়ত্বাযোগাৎ। প্রপঞ্চ-

---

নিমিত্তক (যাবজ্জীবন) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের ন্যায় অপবর্গের (মুক্তির) পরেও চিরকাল ঐ নিয়োগ-বিষয়ের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হইতে পারে (*)। আর ফলকেও নিয়োজ্য-বিশেষণ বলা যায় না; তাহা হইলে নিয়োগ-নিষ্পন্ন স্বর্গাদি ফলের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান-ফলেরও অনিত্যত্ব হইতে পারে ॥ ৭ ॥

আর এখানে নিয়োগের বিষয়ই বা হইবে কে? যদি বল, ব্রহ্মই নিয়োগের বিষয়; না—তাহা বলা যায় না; কারণ, তিনি নিত্য; সুতরাং ভাব্য বা ক্রিয়া-সম্পাদ্য হইতে পারেন না। বিশেষতঃ ব্রহ্মই নিষ্প্রপঞ্চীকরণরূপ নিয়োগ-বিষয় হইলে তাহার অভাবাত্মকতাই হইতে পারে। যদি বল, ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চভাবই এখানে সাধ্য (সম্পাদনীয়); সাধ্য হইলেও উহা ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু উহা যখন অভাব-স্বরূপ, তখন উহা কখনই বিধিবিষয় বা বিধেয় হইতে পারে না; [কারণ, ভাব পদার্থেই বিধি বা অনুষ্ঠান হইতে পারে, অভাবে নহে]। [আরও এক কথা—] এখানে সাধ্যত্ব কাহার?—ব্রহ্মের?—কিংবা প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির? ব্রহ্ম যখন নিত্যসিদ্ধ, তখন তাহাকে সাধ্য বলা যায় না, পক্ষান্তরে, সাধ্য হইলে তাঁহার অনিত্যত্বও আসিয়া পড়ে। আর যদি প্রপঞ্চনিবৃত্তিই সাধ্য হয়; তাহা হইলে ত ব্রহ্মের আর সাধ্যত্ব-সম্ভাবনাই থাকে না। প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিকেই যদি বিধি-বিষয় বল; তাহাও হয় না; কারণ,

---

(*) তাৎপর্য্য,—যাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহাকে নিযোজ্য বলে। নিযোজ্যের এমন কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, যাহাতে যে-সে লোক সকল কর্ম্মের অধিকারী হইতে না পারে। যেমন 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞের বিধিতে আছে "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি।" অর্থাৎ যতকাল জীবন থাকে; ততকাল 'অগ্নিহোত্র' হোম করিবে। এখানে 'জীবনই' অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের নিমিত্ত; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের পরও জীবিত ব্যক্তির অগ্নিহোত্র করিতে হয়। (অবশ্য, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা নহে)। এখানে যদি ব্রহ্মানুভবকেই নিযোজ্য অধিকারীর বিশেষণরূপ নিমিত্ত বলা হয়; তাহা হইলে এই নিমিত্ত যত কাল বর্ত্তমান থাকিবে, ততকালই তাহাকে 'ব্রহ্ম উপাসীত' ইত্যাদি নিয়োগের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। মুক্তিলাভের পরও যখন ব্রহ্মানুভূতি বিদ্যমান থাকে, তখন সে কালেও পুনর্ব্বার অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয়। তাহা হইলে কখনও আর অনুষ্ঠানের বিরাম হইতে পারে না। এই কারণে, ব্রহ্মানুভবকে বিশেষণ বলা যায় না।

নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ; স চ ফলম্। অস্য চ নিয়োগবিষয়ত্বে নিয়োগাৎ প্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ, প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা নিয়োগঃ, ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বম্ ॥৮॥

অপি চ, কিং নিবর্ত্তনীয়ঃ প্রপঞ্চো মিথ্যারূপঃ? সত্যো বা? মিথ্যারূপত্বে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাদেব নিয়োগেন (*) ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্। নিয়োগস্তু নিবর্ত্তকজ্ঞানমুৎপাদ্য তদ্দ্বারেণ প্রপঞ্চস্য নিবর্ত্তক ইতি চেৎ; তৎ স্ববাক্যাদেব জাতমিতি ন নিয়োগেন প্রয়োজনম্। বাক্যার্থজ্ঞানাদেব ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাভূতস্য প্রপঞ্চস্য বাধিতত্বাৎ সপরিকরস্য নিয়োগস্যাসিদ্ধিশ্চ (†)। প্রপঞ্চস্য নিবর্ত্ত্যত্বে (‡) প্রপঞ্চ-নিবর্ত্তকো

উহাই যখন বিধিব ফল বা উদ্দেশ্য, তখন উহাতে আব বিধিবিষয়তা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিই যখন মোক্ষ, এবং উহাই যখন ফল, তখন সেই মোক্ষনামক ফলকে বিধি-বিষয় বলিলে 'ইতবেতবাশ্রয়ত্ব' দোষ উপস্থিত হয়; কাবণ, নিয়োগ যেমন প্রপঞ্চনিবৃত্তিব কারণ, তেমনি প্রপঞ্চনিবৃত্তিও আবাব নিয়োগেব কাবণ হইয়া পড়ে (§) ॥ ৮ ॥

আবও এক কথা,—নিয়োগ-নিবর্ত্তনীয় এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বরূপতঃ মিথ্যা? কি সত্য? যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মিথ্যা বস্তুমাত্রই যখন জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য, তখন নিয়োগেব ত আর কিছুই প্রয়োজন হয় না; (জ্ঞানেব দ্বাবাই মিথ্যাপ্রপঞ্চেব নিবৃত্তি হইতে পারে)। যদি বল, নিয়োগই নিবর্ত্তক জ্ঞান সমুৎপাদন কবতঃ সেই জ্ঞানেব দ্বারা প্রপঞ্চের নিবাবণ কবিয়া থাকে। তাহা হইলেও স্ববাক্য হইতেই যখন সেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পাবে, তখন নিয়োগেব আর প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্যার্থবোধ হইতেই যখন ব্রহ্মাতিরিক্ত, মিথ্যাময় নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া যায়, তখন তদ্বিষয়ে নিয়োগ ও নিয়োগাঙ্গ, সমস্তই অসিদ্ধ বা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, প্রপঞ্চ যদি

(*) নিয়োগত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) অসিদ্ধেশ্চ'ইতি (গ) পাঠঃ। (‡) প্রপঞ্চস্য নিবর্ত্তকঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—এখানে এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষ বুঝিতে হয়,—সাধারণতঃ বিধিবাক্যের দুইটা অংশ থাকে, একটী ধাতু, অপরটী বিভক্তি (লিঙ্)। তন্মধ্যে ধাতুর অর্থ হয় বিষয়, আর 'লিঙ্ বিভক্তির অর্থ হয় নিয়োগ! নিয়োগই আবার যথাসম্ভব স্বর্গাদি ফলের উৎপাদক 'অপূর্ব্ব' নাম ধারণ করে। এইরূপে নিয়োগের বিষয় ও নিয়োগ-ফল পরস্পর পৃথক্ পদার্থ হইয়া থাকে। এখন কথা হইতেছে যে, এক প্রপঞ্চনিবৃত্তিকেই যদি নিয়োগের বিষয় ও ফল বলিয়া স্বীকার করা হয়; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রপঞ্চনিবৃত্তি যখন নিয়োগের ফল, তখন নিশ্চয়ই নিয়োগ তাহার কারণ; আবার সেই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিই যখন নিয়োগের বিষয়, তখন বলিতে হইবে যে, সেই বিষয়াত্মক প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি হইতেই নিয়োগ সংজ্ঞক 'অপূর্ব্ব' উৎপন্ন হয়; সাধারণতঃ বিষয় পদার্থটাই নিয়োগের কারণ বা নির্ব্বাহক হইয়া থাকে, অতএব, পরস্পর কার্য্য-কারণভাব থাকায় 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষ ঘটে।

নিয়োগঃ কিং ব্রহ্মস্বরূপমেব ? উত তদ্ব্যতিরিক্তঃ ? যদি ব্রহ্মস্বরূপমেব নিবর্ত্তকম্, নিত্যতয়া (*) নিবর্ত্ত্য-প্রপঞ্চসদ্ভাব এব ন সম্ভবতি। নিত্যত্বেন চ (†) নিয়োগস্য বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বঞ্চ ন ঘটতে। অথ ব্রহ্মস্বরূপব্যতিরিক্তঃ ? তস্য কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বেন প্রযোক্তা চ নষ্টঃ, (‡) ইত্যাশ্রয়াভাবাদসিদ্ধিঃ। প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানেনৈব ব্রহ্মস্বরূপব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য নিবৃত্তত্বাৎ, ন নিয়োগনিষ্পাদ্যং মোক্ষাখ্যং ফলম্ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, প্রপঞ্চনিবৃত্তের্নিয়োগ-করণস্যেতিকর্ত্তব্যতাভাবাৎ অনুপকৃতস্য চ করণত্বাযোগাৎ ন করণত্বম্। কথমিতিকর্ত্তব্যতাভাব ইতি চেৎ; ইত্থম্,—অস্যেতিকর্ত্তব্যতা ভাবরূপা ? অভাবরূপা বা ? ভাবরূপা চ করণশরীরনিষ্পত্তি-তদনুগ্রহকার্য্যভেদভিন্না; উভয়বিধা চ ন সম্ভবতি। ন হি

নিয়োগ-নিবর্ত্তনীয়ই হয়; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সেই প্রপঞ্চ-নিবর্ত্তক নিয়োগটী কি ব্রহ্মেরই স্বরূপ ? অথবা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ? সেই নিবর্ত্তকটী যদি ব্রহ্মস্বরূপই হয়, তাহা হইলে নিবর্ত্তক ব্রহ্মের নিত্যতানিবন্ধন তন্নিবর্ত্ত্য প্রপঞ্চের আদৌ সদ্ভাবই হইতে পারে না এবং নিত্যসিদ্ধত্ব বশতঃ বিষয়ের (যাগাদি ক্রিয়ার) অনুষ্ঠানেও নিয়োগের সাধ্যতা (উৎপত্তি) হইতে পারে না; [কারণ, নিত্য পদার্থের আবার উৎপত্তি কি ?]। আর নিয়োগ যদি ব্রহ্মাতিরিক্ত হয়, তাহা হইলেও সেই নিয়োগ যখন নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠান-সাধ্য, তখন সেই জগৎ-প্রপঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োক্তা বা অনুষ্ঠাতাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে; সুতরাং আশ্রয়ের অভাবেই নিয়োগের অসিদ্ধি বা অভাব হইবে। বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠানেই ব্রহ্মাতিরিক্ত সর্ব্ব বস্তুর নিবৃত্তি হইয়া যাইবে; সুতরাং নিয়োগ-নিষ্পাদ্য মোক্ষনামক ফলও সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—নিয়োগের করণস্বরূপ যে, প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি; তৎসম্বন্ধে যখন কোনই ইতিকর্ত্তব্যতা নাই, এবং ইতিকর্ত্তব্যতা না থাকিলেও যখন করণত্ব থাকে না; তখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি কখনই নিয়োগের 'করণ' হইতে পারে না। যদি বল, ইতিকর্ত্তব্যতার অভাব কিরূপে ? [উত্তর—] এইরূপে,—উল্লিখিত নিয়োগ-করণের যে ইতিকর্ত্তব্যতা, তাহা ভাবস্বরূপ (সৎপদার্থ) ? না অভাবস্বরূপ ? ভাবরূপ ইতিকর্ত্তব্যতাও দ্বিবিধ—এক করণের শরীর বা স্বরূপ-নিষ্পাদক, অপর করণের অনুগ্রাহক বা উপকারী। এখানে সেই উভয়প্রকারই সম্ভব হয় না; কেন না,

---

(*) ব্রহ্মস্বরূপমেব, নিবর্ত্তকনিত্যতয়া' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) নিত্যত্বেন নিয়োগস্য' ইতি 'চ'কারশূন্যঃ (খ) পাঠঃ।
(‡) প্রযোক্তা চ দৃষ্টঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

মুদ্গরাভিঘাতাদিবৎ কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবর্ত্তকঃ কোঽপি দৃশ্যতে, ইতি দৃষ্টার্থা ন সম্ভবতি। নাপি নিষ্পন্নস্য করণস্য কার্য্যোৎপত্তাবনুগ্রহঃ সম্ভবতি। অনুগ্রাহকাংশসদ্ভাবেন কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-করণস্বরূপাসিদ্ধেঃ। ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়ত্বজ্ঞানং প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-করণশরীরং নিষ্পাদয়তীতি চেৎ; তেনৈব প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপো মোক্ষঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন করণাদিনিষ্পাদ্যমবশিষ্যতে, ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। অভাবরূপত্বে চাভাবত্বাদেব (*) ন করণশরীরং নিষ্পাদয়তি; নাপ্যনুগ্রহম্। অতো নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মবিষয়ো বিধির্ন সম্ভবতি ॥ ১০ ॥

মুদ্গরাঘাত যেরূপ [তণ্ডুল-নিষ্পাদক] সেইরূপ কাহাকেও প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির নিষ্পাদক (সম্পাদক) দেখাযায় না; অর্থাৎ মুদ্গর-প্রহারে যেরূপ ধান্য হইতে তণ্ডুল নিষ্পন্ন হইতে দেখাযায়; সেরূপ এখানে এমন কিছুই দেখা যায় না, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পারে। সুতরাং দৃষ্টার্থ কোনও ইতিকর্ত্তব্যতা সম্ভব হয় না। আর নিষ্পন্ন বা পূর্ব্বসিদ্ধ করণের (প্রোক্ষণাদির ন্যায়) কর্ম্ম-যোগ্যতা-সম্পাদক অনুগ্রহও সম্ভবপর হয় না (+)। বিশেষতঃ কেবল অনুগ্রাহক অংশটুকু থাকায়ই যে, নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ নিবৃত্তির করণত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাও নহে। অভিপ্রায় এই যে, যেখানে 'করণ' বস্তুটী পূর্ব্বেই সিদ্ধ থাকে, অনুগ্রাহক অংশটী সেখানেই কর্ম্মোপযোগী সংস্কার-বিশেষ সম্পাদন করিতে পারে; কিন্তু, এখানে প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণটী জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে অনিষ্পন্ন থাকায়, অনুগ্রহরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা কাহার উপর প্রযুক্ত হইবে? যদি বল, ব্রহ্ম-বিষয়ে যে অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণের নিষ্পাদক হইবে, না,—সেই জ্ঞানেই যখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষসিদ্ধ হইয়া যায়, তখন করণের নিষ্পাদ্য আর কিছুইত অবশিষ্ট থাকে না, [প্রপঞ্চনিবৃত্তি করণত্ব লাভকরিয়া যাহা সম্পাদন করিবে।] এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর 'ইতিকর্ত্তব্যতা' যদি অভাবরূপী হয়, তাহা হইলে ত অভাবত্ব নিবন্ধনই উহা করণের স্বরূপ-নিষ্পাদক হইতে পারে না; [কারণ, অভাবের কারণতা স্বীকার করা হয় না।] এবং অভাবের পক্ষে কোনরূপ অনুগ্রহকরাও সম্ভবপর হয় না। অতএব, ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ বিষয়ে বিধি হইতেই পারে না ॥ ১০ ॥

(*) অভাবাদেব' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ

(+) তাৎপর্য্য,—"যজেত" (যজ + ইত) স্থলে যেরূপ 'ইত' প্রত্যয়ের অর্থ হয় 'নিয়োগ,' এবং সেই নিয়োগেরই নামান্তর—অদৃষ্ট ও অপূর্ব্ব। 'যজ' ধাতুর অর্থ—'যাগ' হয় সেই নিয়োগের করণ বা স্বরূপনিষ্পাদক সাধন; অর্থাৎ যাগ দ্বারা 'নিয়োগ'-পদবাচ্য অপূর্ব্ব নিষ্পাদিত হয়। এইরূপ "ব্রহ্ম উপাসীত"-ইত্যাদি স্থলেও 'ইত' প্রত্যয়ের নিয়োগ অর্থ করিলে পূর্ব্ববৎ জ্ঞান বা ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ উহার করণ হইতে পারে; কিন্তু যাগের স্থলে যেরূপ পূর্ব্বাপর কর্ত্তব্য 'ইতিকর্ত্তব্যতা' রহিয়াছে; এখানে সেরূপ কোন ইতি কর্ত্তব্যতাই বিদ্যমান নাই; অথচ ইতি-কর্ত্তব্যতাই করণত্বের প্রধান পরিচায়ক; সুতরাং জ্ঞানোদয়ে যখন স্বতই প্রপঞ্চ-

অন্যোঽপ্যাহ—যদ্যপি বেদান্তবাক্যানাং ন পরিনিষ্পন্নব্রহ্মস্বরূপপরতয়া প্রামাণ্যং, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপং সিধ্যত্যেব। কুতঃ ? ধ্যান-বিধিসামর্থ্যাৎ। এবমেব হি সমামনন্তি—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" [বৃহদা০, ৪।৪।৫]। "য আত্মাঽপহতপাপ্মা, সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" [ছান্দো০, ৮।৭।১]। "আত্মেত্যেবোপাসীত।" "আত্মানমেব লোকমুপাসীত", [বৃহদা০, ৩।৪।৭, ১৫] ইতি। অত্র ধ্যানবিষয়ো হি নিয়োগঃ (*) স্ববিষয়ভূতং ধ্যানং ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়মিতি ধ্যেয়মাক্ষিপতি। স চ ধ্যেয়ঃ স্ববাক্য-

---

আরও কেহ বলিয়া থাকেন যে, যদিও বেদান্ত বাক্য সমূহ পরিনিষ্পন্ন (সিদ্ধ-বস্তু) ব্রহ্ম-বোধে প্রমাণ না হউক, তথাপি ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্তস্বরূপ নিশ্চই প্রমাণিত হয়; অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধিতে কিছু-মাত্র ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ কি?—ধ্যানবিধিই কারণ। শ্রুতিও ঠিক এইরূপই বলিয়া থাকেন,—'অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দর্শন করিবে (সাক্ষাৎকার করিবে), শ্রবণ করিবে; মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।' 'অপহতপাপ্মা (পাপ-বিনির্ম্মুক্ত) যে আত্মা, তাহাকে অন্বেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে।' '[তাঁহাকে] 'আত্মা' বলিয়াই উপাসনা করিবে।' 'আত্মাকেই লোক (দ্রষ্টব্য) বলিয়া উপাসনা করিবে।' এখানে ধ্যানবিষয়ে নিয়োগ (বিধি) রহিয়াছে, নিয়োগের বিষয়ীভূত ধ্যান কার্য্যটী ধ্যেয়-সাপেক্ষ; অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে ধ্যান হইতে পারেনা; এই কারণ সেই নিয়োগেই ধ্যেয় পদার্থের অস্তিত্ব

নিবৃত্তি হইয়া যায়, অপর কোন ইতিকর্ত্তব্যতার অপেক্ষা থাকে না; তখন 'ইতিকর্ত্তব্যতা'শূন্য প্রপঞ্চনিবৃত্তির কারণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। 'ইতিকর্ত্তব্যতা' নাই কেন, তাহা পরে বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ ইতিকর্ত্তব্যতার দুইটী অংশ থাকে। একটী সাধনের করণত্ব-নির্ব্বাহক, অপরটী সাধনের কর্ম্ম-যোগ্যতা-সম্পাদক। তন্মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই স্বরূপ নির্ব্বাহক অংশটী দৃষ্টার্থ, অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়, আর অনুগ্রাহক বা সংস্কার-সম্পাদক অংশটী অদৃষ্টার্থ; অর্থাৎ উহার প্রয়োজন প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না। যেমন যজ্ঞবিধিতে আছে "ব্রীহীন্ অবহন্তি" অর্থাৎ ব্রীহি (একপ্রকার ধান্য) অবঘাত করিবে, অর্থাৎ মুদ্গরাঘাতে ধান্য হইতে তণ্ডুল নিষ্কাশিত করিবে। এইযে, আঘাত, ইহা দ্বারা তুষাপনয়নপূর্ব্বক যাগ-সাধন তণ্ডুল নিষ্পাদন করিতে হয়; এই তণ্ডুল নিষ্পাদনরূপ ইতিকর্ত্তব্যতাটী প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট, সুতরাং দৃষ্টার্থ। আবার "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" স্থলে ব্রীহির উপর যে, জলের প্রক্ষেপ দিতে হয়, তাহা দ্বারা ঐ ব্রীহির আর কিছুই হয় না, কেবল কার্য্যোপ-যোগী একপ্রকার সংস্কার সমুৎপন্ন হয় মাত্র; এই সংস্কার না হইলে অসংস্কৃতব্রীহি যজ্ঞে ব্যবহার্য্য হইতে পারে না; এই কারণে ঐ প্রোক্ষণকে অনুগ্রাহক বলা যাইতে পারে।

(*) স্ববিষয়যোগঃ' ইত্যধিকং পঠ্যতে (গ) পুস্তকে।

নির্দ্দিষ্ট আত্মা। স কিংরূপঃ ? ইত্যপেক্ষায়াং তৎস্বরূপবিশেষ সমর্পণদ্বারেণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ (*) একমেবাদ্বিতীয়ম্," ইত্যেবমাদীনাং বাক্যানাং ধ্যানবিধি-শেষতয়া (†) প্রামাণ্যম্, ইতি বিধিবিষয়ভূত-ধ্যানশরীরানুপ্রবিষ্টব্রহ্মস্বরূপেঽপি তাৎপর্য্যমস্ত্যেব। অতঃ "একমেবাদ্বিতীয়ং," "তৎ সত্যং, স আত্মা," (‡) "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন," ইত্যেবমাদিভির্ব্রহ্মস্বরূপমেকমেব সত্যম্, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বং মিথ্যেত্যবগম্যতে। প্রত্যক্ষাদিভির্ভেদাবলম্বিনা চ কর্ম্মশাস্ত্রেণ ভেদঃ প্রতীয়তে। ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধে সতি অনাদ্যবিদ্যামূলত্বেনাপি ভেদপ্রতীত্যুপপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইতি নিশ্চীয়তে। তত্র ব্রহ্মধ্যান-নিয়োগেন তৎসাক্ষাৎকারফলেন নিরস্তসমস্তাবিদ্যাকৃত-বিবিধভেদাদ্বিতীয়জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মভাবরূপো মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ॥ ১১ ॥

ন চ বাক্যাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেণ (§) ব্রহ্মভাবসিদ্ধিঃ, অনুপ-

---

জ্ঞাপন করিয়া দিতেছে। উপাসনা বিধায়ক বাক্যগত আত্মাই সেই ধ্যেয় পদার্থ। সেই আত্মার স্বরূপ কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।' 'হে সোম্য এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপেই ছিল।' ইত্যাদি বাক্যসমূহ সেই আকাঙ্ক্ষিত আত্মার স্বরূপ প্রকাশন করিয়াই ধ্যানবিধি-শেষরূপে (ধ্যানবিধির অঙ্গরূপে) প্রামণ্য লাভ করিয়াছে ; সুতরাং বিধির বিষয়ীভূত ধ্যানে সংশ্লিষ্ট থাকায় ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্ঞাপনেও ঐসকল বাক্যের নিশ্চয়ই তাৎপর্য্য আছে [স্বীকার করিতে হইবে]। অতএব, 'নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়। 'তিনিই সত্য এবং তিনিই আত্মা,' 'জগতে নানা বা পৃথক্‌বস্তু কিছুই নাই,' এই জাতীয় আরও বহু বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই মিথ্যা। অথচ, ভেদসাপেক্ষ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও কর্ম্ম-শাস্ত্র (যাগাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদক শাস্ত্র) দ্বারা ভেদের প্রতীতি হইতেছে। যদিও একত্র ভেদাভেদ থাকায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় সত্য, তথাপি ভেদপ্রতীতিকে অনাদি অবিদ্যা-প্রসূত বলিলেই যখন উপপত্তি বা বিরোধপরিহার হইতে পারে, তখন অভেদ-প্রতীতিই যে, পরমার্থ বা সত্য, ইহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে। তাহার পরও, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার যাহার ফল, সেই ব্রহ্ম-ধ্যান-নিয়োগ দ্বারা অবিদ্যাকৃত সমস্ত ভেদ-প্রতীতি নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং অদ্বিতীয়, জ্ঞানৈকস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষও প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১১ ॥

[কিন্তু নিয়োগ ব্যতীত] কেবল বাক্য জনিত বাক্যার্থ জ্ঞান হইতেই যে, ব্রহ্মভাব সিদ্ধ হয়, তাহা নহে ; কারণ, ঐরূপ কোথাও দেখা যায় না। অধিকন্তু, নানাবিধ ভেদ-জ্ঞানেরও অনুবৃত্তি

(*) একমেবাদ্বিতীয়মিতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (†) ধ্যানবিধিবিশেষণতয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো!" ইত্যধিকঃ (ঘ) পাঠঃ। (§) ন চ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেণ' ইতি (খ) পাঠঃ।

লব্ধেৰ্বিবিধভেদদর্শনানুবৃত্তেশ্চ। তথা চ সতি শ্রবণাদিবিধানমনর্থকং স্যাৎ ॥ ১২ ॥

অথ উচ্যেত—'রজ্জুরেষা—ন সর্পঃ' ইত্যুপদেশেন সর্প-ভয়নিবৃত্তি-দর্শনাৎ, রজ্জু-সর্পবৎ বন্ধস্য চ মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানবাধ্যতয়া তস্য বাক্যজন্য-জ্ঞানেনৈব নিবৃত্তির্যুক্তা, ন নিয়োগেন। নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষস্যানিত্যত্বং স্যাৎ, স্বর্গাদিবৎ। মোক্ষস্য নিত্যত্বং হি সর্ব্ববাদি-সম্প্রতিপন্নম্ ॥১৩॥

কিঞ্চ, ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলহেতুত্বং স্বফলানুভবানুগুণশরীরোৎপাদনদ্বারেণ, ইতি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত-চতুর্ব্বিধশরীরসম্বন্ধরূপ সংসারফলত্বমবর্জ্জনীয়ম্। তস্মাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যো মোক্ষঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি; অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।" [ছান্দো০, ৮।১২।১] ইত্যশরীরত্বরূপে মোক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মসাধ্য-প্রিয়াপ্রিয়-বিরহশ্রবণাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যমশরীরত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। ন চ নিয়োগবিশেষ-

---

(সম্বন্ধ) থাকিতে পারে। তাহা হইলে অর্থাৎ বাক্যলব্ধ জ্ঞানেই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইলে, শ্রবণাদির বিধানও অনর্থক হইতে পারে। [কারণ, শ্রবণেই ফল সিদ্ধি হইলে, মনন ও নিদিধ্যাসন বিফল হইবে না কেন ?] ॥ ১২ ॥

যদি বল, 'ইহা রজ্জু, সর্প নহে,' এই উপদেশে যখন সর্পভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় এবং রজ্জু-সর্পের ন্যায় বন্ধনও যখন মিথ্যা, মিথ্যা বলিয়াই যখন জ্ঞান-বাধ্য—জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হইবার যোগ্য; তখন ত বাক্যজন্য জ্ঞানেই তাহার নিবৃত্তি হওয়া উচিত; কিন্তু নিয়োগের দ্বারা নিবৃত্তি হওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ নিয়োগ-জন্য হইলে স্বর্গাদির ন্যায় মোক্ষও অনিত্য হইতে পারে! অথচ মোক্ষের নিত্যতা সর্ব্ববাদি-সম্মত ॥ ১৩ ॥

আরও এক কথা,—স্বীয় ফল-ভোগের উপযুক্ত শরীর সমুৎপাদন করিয়াই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিজ নিজ ফল প্রদান করিয়া থাকে। [সুতরাং মোক্ষ নিয়োগ-সাধ্য হইলে] ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিদ্, এই চারিপ্রকার) শরীরধারণরূপ যে সংসার, তৎপ্রাপ্তিও অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে। অতএব, মোক্ষ কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্মফল নহে। এতদনুরূপ শ্রুতিও আছে,—'শরীরাভিমানী হইলে তাহার প্রিয়াপ্রিয়ের (সুখ-দুঃখ ভোগের) নিবৃত্তি হয় না।' [পক্ষান্তরে,] 'যিনি অশরীর অর্থাৎ শরীরাভিমানরহিত হন; প্রিয় বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।' এখানে 'অশরীরত্ব' রূপ মোক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধ্য প্রিয় ও অপ্রিয়ের অভাব শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, 'অশরীরত্ব' (মোক্ষ) কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্ম-ফল নহে। এ কথাও বলিতে পার না যে, নিয়োগ-বিশেষে যেরূপ

সাধ্য-ফলবিশেষবৎ ধ্যাননিয়োগ-সাধ্যমশরীরত্বম্ ; অশরীরত্বস্য স্বরূপত্বেনা-সাধ্যত্বাৎ। যথাহুঃ শ্রুতয়ঃ—

"অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেম্ববস্থিতম্।

মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥" [কঠ০, ১।২।২২] "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ।" মুণ্ড০, ২।১।২]। "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ।" [বৃহদা০, ৬।৩।১৫] ইত্যাদ্যাঃ। অতোঽশরীরত্বরূপো মোক্ষো নিত্যঃ, ইতি ন ধর্ম্মসাধ্যঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতা-কৃতাৎ; অন্যত্র ভূতাৎ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্ বদ" [কঠ০ ১।২।১৪] ইতি॥ ১৪॥

অপি চ, উৎপত্তি-প্রাপ্তি-বিকৃতি-সংস্কৃতিরূপেণ চতুর্ব্বিধং হি সাধ্যত্বং মোক্ষস্য ন সম্ভবতি। ন তাবদুৎপাদ্যঃ, মোক্ষস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বেন নিত্যত্বাৎ। নাপি প্রাপ্যঃ, আত্মস্বরূপত্বেন ব্রহ্মণো নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ। নাপি বিকার্য্যঃ, দধ্যাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপি সংস্কার্য্যঃ, সংস্কারো হি দোষাপনয়নেন বা গুণাধানেন বা সাধয়তি। ন তাবদ্ দোষাপনয়নেন, নিত্যশুদ্ধত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ।

ফল-বিশেষ সিদ্ধ হয়; সেইরূপ 'অশরীরত্ব' ফলও ধ্যানবিষয়ক নিয়োগ হইতেই নিষ্পন্ন হয়। কারণ, অশরীরত্বই আত্মার স্বরূপ; সুতরাং উহা আদৌ সাধ্যই নহে। দেখ, শ্রুতিসমূহ যেরূপ বলিতেছেন,—'স্বভাবতঃ অশরীর (শরীরসম্বন্ধরহিত, কিন্তু) অনবস্থিত বা নশ্বর শরীরে অবস্থিত (প্রকাশমান), মহান্ ও বিভু আত্মাকে মনন করিয়া (ধ্যানে সাক্ষাৎ করিয়া) ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না, অর্থাৎ দুঃখ-ভোগ করেন না।' 'আত্মা, প্রাণ ও মনরহিত এবং শুভ্র (দোষ বা মালিন্যরহিত)।' 'এই পুরুষ (ব্রহ্ম) অসঙ্গ (বিকার-সম্বন্ধশূন্য)।' ইতি। অতএব, অশরীরত্বরূপ মোক্ষ নিত্য অর্থাৎ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই ধর্ম্ম-সাধ্য নহে। তদনুরূপ শ্রুতি এই,—'ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে পৃথক্, কৃত-কার্য্য হইতে পৃথক্, অকৃত (কারণ) হইতে পৃথক্, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালীন বস্তু হইতেও পৃথক্, অর্থাৎ এ সমস্তের অতীত যাহা তুমি (যম) জান, তাহা বল।' ইতি॥ ১৪॥

আরও এক কথা,—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কারভেদে চতুর্ব্বিধ সাধ্যের বা কর্ম্মের মধ্যেও মোক্ষ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। প্রথমতঃ মোক্ষ উৎপাদ্য হইতে পারে না; কারণ, মোক্ষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ—নিত্য (জন্মরহিত)। প্রাপ্যও হইতে পারে না; কারণ, আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বদাই প্রাপ্ত রহিয়াছেন। বিকার্য্যও নহে; বিকার্য্য হইলে দধিপ্রভৃতির ন্যায় অনিত্য (উৎপত্তি ও ধ্বংসশালী) হইয়া পড়ে। সংস্কার্য্যও হইতে পারে না; কারণ, সংস্কার দুই প্রকারে হইয়া থাকে; এক দোষ অপসারণ দ্বারা, অপর গুণাধান দ্বারা। ব্রহ্ম যখন নিত্য-

নাপ্যতিশয়াধানেন, অনাধেয়াতিশয়স্বরূপত্বাৎ। নিত্যনির্ব্বিকারত্বেন স্বাশ্রয়ায়াঃ পরাশ্রয়ায়াশ্চ ক্রিয়ায়া অবিষয়তয়া ন (*)নির্ঘর্ষণেনাদর্শাদিবদপি সংস্কার্য্যত্বম্। ন চ দেহস্থয়া স্নানাদিক্রিয়য়া আত্মা সংক্রিয়তে; কিন্ত্ববিদ্যা-গৃহীতস্তৎসঙ্গতোঽহং-কর্ত্তা; তৎফলানুভবোঽপি তস্যৈব। ন চ অহং-কর্ত্তৈবাত্মা, তৎসাক্ষিত্বাৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" [মুণ্ড০, ৩।১।১]।

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।" [কঠ০, ১।৩।৪]।

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

শুদ্ধ (নির্দ্দোষ), তখন আর দোষাপনয়ন সম্ভবপর হয় না। তাহার পর, ব্রহ্মে যখন স্বভাবতই অতিরিক্ত আর কোন গুণ আধেয় বা আরোপযোগ্য হয় না; তখন তাঁহাতে গুণাধানেরও সম্ভব নাই। আর ঘর্ষণ দ্বারা যেমন দর্পণের সংস্কার (উজ্জ্বলতা) হয়; নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মে তেমন স্বকীয় বা পরকীয় কোন ক্রিয়ারও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাঁহাতে সংস্কার্য্যত্বও সম্ভবপর হয় না। [আপত্তি হইতে পারে যে, দেহগত স্নানাদি ক্রিয়া দ্বারা যখন আত্মার পবিত্রতা হয়; তখন পরাশ্রিত বৈধ ক্রিয়া দ্বারা আত্মার সংস্কার হইবে না কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না—] দেহগত স্নান ও আচমনাদি ক্রিয়া দ্বারাও যে, আত্মার সংস্কার হয়, তাহা নহে; পরন্তু, অবিদ্যা-পরিগৃহীত, দেহসংসৃষ্ট, অহঙ্কারকর্ত্তা, অর্থাৎ 'আমি আমার' ইত্যাদি-প্রকার অহঙ্কারবিশিষ্ট কর্ত্তাই সংস্কৃত হয় এবং সেই সংস্কারের ফলও সেই কর্ত্তাই ভোগ করে। বস্তুতঃ এই অহং-অভিমানীই প্রকৃত আত্মা নহে; কারণ, আত্মা ইহার সাক্ষিস্বরূপ(†)। এতদনুরূপ মন্ত্রও আছে,—['একই দেহ-বৃক্ষে একজাতীয় দুইটী পক্ষী অবস্থান করে;] তন্মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) স্বাদু পিপ্পল (ভোগ-যোগ্য কর্ম্ম-ফল) ভোগ করে, আর অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না—দর্শন করেন মাত্র; অর্থাৎ সাক্ষিরূপে জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল দর্শন করেন মাত্র।' 'মনীষিগণ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃসমন্বিত আত্মাকে 'ভোক্তা' বলিয়া থাকেন।' 'একই দেব (পরমাত্মা) সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন; তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের

(*) নিষ্কর্ষণেনেতি (গ), বিঘর্ষণেনেতি (ঙ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মা ভিন্ন চেতনাচেতনমিশ্রিত আরও একটী আত্মা আছে, তাহার স্বরূপ এইরূপ,—"চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ। চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসংঘো জীব উচ্যতে।" অর্থাৎ সমস্ত জগৎ যে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য, লিঙ্গশরীর এবং লিঙ্গদেহস্থ চৈতন্য-প্রতিবিম্ব, এতৎসমষ্টি 'জীব' বলিয়া অভিহিত হয়। এই চেতনাচেতন সংঘাতরূপ আত্মাই ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল-ভাগী এবং 'আমি, আমার' ইত্যাদিরূপে অহঙ্কারকর্ত্তা, পরমাত্মা ইহার সাক্ষীমাত্র। সুতরাং দেহেতে যে, স্নান, আচমনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, দেহে আত্মাভিমান বশতঃ সেই অহংকর্ত্তাই তাহা দ্বারা আপনাকে সংস্কৃত বা পবিত্র বলিয়া মনে করে, কিন্তু পরমাত্মা কেবল উদাসীন সাক্ষিভাবে দর্শন করেন মাত্র।

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥”
[শ্বেতাশ্ব০, ৬ । ১১] ।

“সপর্য্যগাচ্ছুক্র(*)মকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।” [ঈশা০, ৮] ইতি চ অবিদ্যাগৃহীতাদহংকর্ত্তুরাত্মস্বরূপমনাধেয়াতিশয়ং নিত্যশুদ্ধং নির্ব্বিকারং নিষ্কৃষ্যতে। তস্মাদাত্মস্বরূপত্বেন ন সাধ্যো মোক্ষঃ ॥ ১৫ ॥

যদ্যেবম্, কিং বাক্যার্থজ্ঞানেন ক্রিয়তে ? ইতি চেৎ; মোক্ষপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিমাত্রমিতি ব্রূমঃ। তথা চ শ্রুতয়ঃ—“ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি।” [প্রশ্ন০, ৬।৮]। “শ্রুতং হ্যেবমেব ভগবদ্দৃশেভ্যঃ,—তরতি শোকমাত্মবিদিতি। সোঽহং ভগবঃ শোচামি, তং মাং ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু।” [ছান্দো০, ৭।১।৩]। “তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ।” [ছান্দো০, ৭।২৬।২] ইত্যাদ্যাঃ। তস্মাৎ নিত্যস্যৈব মোক্ষস্য প্রতিবন্ধনিবৃত্তির্ব্বাক্যার্থ-

---

অন্তরাত্মা (অন্তর্যামিস্বরূপ), [জীবকৃত শুভাশুভ] কর্ম্মের অধ্যক্ষ (পরিচালক), সর্ব্বভূতে অবস্থিত বা সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সাক্ষী (নির্লেপভাবে দ্রষ্টা), চেতন বা অনুভবিতা এবং কেবল (ফলাসঙ্গী) ও নির্গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণের বশীভূত নহে।’ ‘শুক্র (উজ্জ্বল—অবিদ্যা-বাসনারহিত), অকায় (সূক্ষ্ম শরীর রহিত), অব্রণ (অজ্ঞানরূপ—কারণ শরীররহিত), অস্নাবির, (স্নায়ুশূন্য, সুতরাং স্থূলদেহরহিত , কাম-কর্ম্মাদিদোষশূন্য ও নিষ্পাপ সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায়, কোনরূপ অতিশয় আধানের অযোগ্য, নিত্যশুদ্ধ ও নির্ব্বিকার আত্মস্বরূপকে অবিদ্যাবশবর্ত্তী, অহঙ্কার-কর্ত্তা (অহম্-অভিমানী জীব) হইতে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব, এবংবিধ আত্মস্বরূপ বলিয়াই মোক্ষ কখনই সাধ্য বা ক্রিয়া-নিষ্পাদ্য হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

ভাল, মোক্ষ যদি আত্মার স্বতঃসিদ্ধধর্ম্মই হয়, তাহা হইলে [“তত্ত্বমসি” প্রভৃতি] বাক্যার্থ-বিজ্ঞানে আর কি ফল সম্পাদন করিবে ? এ কথা যদি বল ; [তদুত্তরে আমরা] বলি যে, বাক্যার্থ-বিজ্ঞানে কেবল [মোক্ষপ্রতীতির] প্রতিবন্ধক (অজ্ঞান) নিবৃত্তি করে মাত্র। তদনুরূপ শ্রুতিসমূহ এই—‘নিশ্চয় তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছ। আপনাদের ন্যায় লোকের নিকটই আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, আত্মবিৎ অর্থাৎ আত্মাকে জানিলে শোক (দুঃখ) অতিক্রম করে। হে ভগবন্ ! সেই আমি শোকানুভব করিতেছি, অতএব আপনি আমাকে শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিন।’ ‘[অনন্তর,] ভগবান্ সনৎকুমার ঋষি মৃদিত-কষায় অর্থাৎ ভোগবাসনারহিত সেই নারদকে অজ্ঞানের পার (মায়াতীত আত্মস্বরূপ) দর্শন করিয়াছিলেন।’ ইত্যাদি। অতএব, [বুঝিতে হইবে],

---

(*) শুক্রম্’ ইতি খ০।

জ্ঞানেন ক্রিয়তে। নিবৃত্তিস্তু (*) সাধ্যাপি প্রধ্বংসাভাবরূপা ন বিনশ্যতি। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" [মুণ্ড০, ৩।২।৯]। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।" [শ্বেতাশ্ব০, ৩। ৮] ইত্যাদিবচনং মোক্ষস্য বেদনানন্তরভাবিতাং প্রতিপাদয়ন্ নিয়োগব্যবধানং প্রতিরুণদ্ধি। ন চ, বিদিক্রিয়া-কর্ম্মত্বেন ধ্যানক্রিয়া-কর্ম্মত্বেন বা কার্য্যানুপ্রবেশঃ উভয়কর্ম্মত্বপ্রতিষেধাৎ, —"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদপি।" [কেন০, ১। ৩]। "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ," [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইতি। "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং, যদিদমুপাসতে" [কেন০, ১।৫] ইতি চ। ন চৈতাবতা শাস্ত্রস্য নির্ব্বিষয়ত্বম্ (†); অবিদ্যাপরিকল্পিতভেদনিবৃত্তি-পরত্বাৎ শাস্ত্রস্য। ন হীদন্তয়া ব্রহ্ম বিষয়ী-করোতি শাস্ত্রম্; অপি তু অবিষয়ং প্রত্যগাত্মস্বরূপং প্রতিপাদয়ৎ অবিদ্যাকল্পিত-জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-

---

বাক্যার্থজ্ঞানে কেবল নিত্যসিদ্ধ মোক্ষের [মোক্ষোপলব্ধির] প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করে মাত্র। (কিন্তু মোক্ষ উৎপাদন করে না।) 'নিবৃত্তি' পদার্থটী সাধ্য বা জন্য হইলেও অভাবস্বরূপ, সুতরাং তাহার আর বিনাশ নাই, [কারণ, উৎপত্তিশীল ভাব-পদার্থই বিনষ্ট হয়—অভাব বিনষ্ট হয় না]। বিশেষতঃ, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হন।' 'তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে।' ইত্যাদি বেদবাক্যসমূহ মোক্ষকে জ্ঞানের অনন্তরভাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়া নিয়োগের দ্বারা ব্যবধান অর্থাৎ কালবিলম্ব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। [অভিপ্রায় এই যে, ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানোদয়ের অনন্তরই মোক্ষ-লাভের উপদেশ থাকায় বুঝিতে হয় যে, জ্ঞান ও মোক্ষলাভের মধ্যবর্ত্তী নিয়োগ বা নিয়োগাধীন ক্রিয়াব্যবধান থাকে না।] তাহার পর, বেদনক্রিয়ার কর্ম্মস্বরূপে কিংবা ধ্যানক্রিয়ার কর্ম্মস্বরূপেও যে, মোক্ষের কার্য্যানুপ্রবেশ বা ক্রিয়া-সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, [শ্রুতিতে] উভয়প্রকার কর্ম্মত্বই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে,— 'তিনি (ব্রহ্ম) বিদিত হইতেও পৃথক্, অবিদিত হইতেও পৃথক্।' '[জীব] যাহা দ্বারা এই সমস্ত বিষয় অবগত হয়, তাহাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' 'তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, কিন্তু লোক সকল 'এই' (পরিচ্ছিন্ন ও জড়ত্বাদি বিশিষ্ট) বলিয়া যাহার উপাসনা করে; ইহা ব্রহ্ম নহে।' ইত্যাদি। আর ব্রহ্ম বাক্য-গম্য নয় বলিয়াই যে, তদ্বোধক শাস্ত্র একেবারে নির্ব্বিষয় বা বিফল হইল, তাহা নহে; কারণ, অবিদ্যা-কল্পিত ভেদ নিবৃত্তিতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মবোধনে নহে); কেন না শাস্ত্র কখনই [সম্মুখস্থ বস্তুর ন্যায়] 'এই ব্রহ্ম' বলিয়া ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে না; পরন্তু, অবিষয় ব্রহ্মাত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করতঃ অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত যে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানবিভাগ, অর্থাৎ আমি জ্ঞাতা, অমুক জ্ঞেয় এবং ইহা তদ্বিষয়ক

(*) তন্নিবৃত্তিস্তু' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।　　(†) নির্ব্বিষয়বচনম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

বিভাগং নিবর্ত্তয়তি। তথা চ শাস্ত্রম্—"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্নমতে (*) র্মন্তারম্" [বৃহদা০, ৫।৪।২] ইত্যেবমাদি ॥১৬॥

ন চ, জ্ঞানাদেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি শ্রবণাদিবিধ্যানর্থক্যম্। স্বভাবপ্রবৃত্ত-সকলেতরবিকল্পবিমুখীকরণদ্বারেণ বাক্যার্থাবগতিহেতুত্বাৎ তেষাম্। ন চ জ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিবৃত্তির্ন দৃষ্টেতি বাচ্যম্; বন্ধস্য মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোত্তরকালং স্থিত্যনুপপত্তেঃ। অতএব ন শরীরপাতাদূর্দ্ধমেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি বক্তুং যুক্তম্। ন হি মিথ্যারূপ-সর্পভয়নিবৃত্তিঃ রজ্জুযাথাত্ম্য-জ্ঞানাতিরেকেণ সর্প-বিনাশমপেক্ষতে। যদি শরীরসম্বন্ধঃ পারমার্থিকঃ, তর্হি (†) তদ্বিনাশাপেক্ষা; স তু ব্রহ্মব্যতিরিক্ততয়া ন পারমার্থিকঃ। যস্য তু বন্ধো ন নিবৃত্তঃ, তস্য জ্ঞানমেব ন জাতমিত্যবগম্যতে, জ্ঞানকার্য্যাদর্শনাৎ। তস্মাচ্ছরীরস্থিতির্ভবতু বা, মা বা, বাক্যার্থ-(‡)জ্ঞানসমনন্তরং মুক্ত এবাসৌ। অতো ন ধ্যান-নিয়োগ-

---

জ্ঞান, অবিদ্যা-কল্পিত এই যে, ভেদ, তাহার নিবৃত্তি করিয়া দেয়। দেখ—'দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না; মতির (মননের) মন্তাকে (অনুভবিতাকে) [দর্শন করিবে না]।' এই প্রকার আরও বহুতর শাস্ত্রে [ব্রহ্মের অজ্ঞেয়ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে] ॥ ১৬ ॥

আর এ কথাও বলা যায় না যে, একমাত্র জ্ঞান হইতেই বন্ধ-নিবৃত্তি সম্পন্ন হইলে শ্রবণাদি (শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন) বিষয়ে বিধান করা অনর্থক হইতে পারে। কেন না ব্রহ্মেতর সর্ব্ব-বিষয়ে জীবগণের যে, স্বভাবসিদ্ধ বিকল্পবুদ্ধি (বিবিধপ্রকার জ্ঞান রহিয়াছে; তন্নিবৃত্তিই সেই সকল বিধানের উদ্দেশ্য; অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ সেই সমুদয় বিকল্পবুদ্ধি-নিবৃত্তির জন্যই শ্রবণাদির অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। আর শুধু জ্ঞান হইতে যে, বন্ধ-নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, বন্ধ যখন মিথ্যা—অসত্য পদার্থ, তখন জ্ঞানোদয়ের পর কিছুতেই আর বন্ধের অবস্থিতি যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। অতএব, কেবল শরীর-পাতের পরই যে, বন্ধনিবৃত্তি হয়, এ কথাও বলা যাইতে পারে না। কেন না, মিথ্যা-সর্পদর্শনে যে, ভয় সমুৎপন্ন হয়; সেই ভয়-নিবৃত্তিতে রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে সর্পবিনাশের জন্য আর কোন কারণের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না। আর শরীরের সহিত যদি আত্মার সম্বন্ধটী বাস্তবিকই সত্য হইত, তাহা হইলে অবশ্যই সেই সম্বন্ধ-ধ্বংসের অপেক্ষা থাকিত; কিন্তু, সেই সম্বন্ধটী যখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত, তখন নিশ্চয়ই অপরমার্থিক বা অসত্য। পক্ষান্তরে, যে লোকের বন্ধ নিবৃত্ত হয় নাই; তাহার জ্ঞান-ফল—বন্ধ-নিবৃত্তির অদর্শনেই বুঝিতে হয় যে, নিশ্চয়ই তাহার তত্ত্বজ্ঞানও সমুৎপন্ন হয় নাই। অতএব, শরীর থাকুক বা নাই থাকুক, ['তত্ত্বমসি' ইত্যাদি] বাক্যার্থ-জ্ঞানোদয়ের অনন্তর নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মুক্ত হয়; অতএব, মোক্ষ

(*) ন মতেরিত্যংশঃ (ঘ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে। (খ) পুস্তকেতু 'মতেঃ' ইত্যত্র পাঠ উপলভ্যতে।

(†) 'তদাহি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।　　　　(‡) ভবতু মা বা, মহাবাক্যার্থেতি (খ) পাঠঃ।

সাধ্যো মোক্ষঃ, ইতি ন ধ্যানবিধি-শেষতয়া ব্রহ্মণঃ সিদ্ধিঃ। অপি তু, "সত্যং-জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" "তত্ত্বমসি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", [মাণ্ডুক্য০ ১।২।] ইতি তৎপরেণৈব পদসমুদায়েন সিধ্যতীতি ॥ ১৭ ॥

তদযুক্তম্ ; বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। যদ্যপি মিথ্যারূপো বন্ধো জ্ঞানবাধ্যঃ ; তথাপি বন্ধস্যাপরোক্ষত্বান্ন পরোক্ষরূপেণ বাক্যার্থজ্ঞানেন স বাধ্যতে (*)। রজ্জ্বাদাবপরোক্ষ-সর্পপ্রতীতৌ বিদ্যমানায়াং 'নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা' ইত্যাপ্তোপদেশজনিত-পরোক্ষসর্প-বিপরীতজ্ঞানমাত্রেণ ভয়ানিবৃত্তি-দর্শনাৎ। আপ্তোপদেশস্য তু ভয়নিবৃত্তিহেতুত্বং বস্তুযাথাত্ম্যাপরোক্ষনিমিত্ত-

---

কথনই নিয়োগ-সাধ্য বা বিধির বিষয় নহে ; সুতরাং ধ্যানবিধির শেষ বা কর্ম্মরূপে কথনই ব্রহ্ম প্রমাণিত হন না ;—পরন্তু 'ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞানও অনন্তস্বরূপ।' 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ।' 'এই আত্মা (দেহী) ব্রহ্মস্বরূপ।' ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যসমূহ হইতেই যাথার্থ ব্রহ্মস্বরূপের প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

না—এ কথা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কারণ, কেবলই বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে বন্ধ-নিবৃত্তি হইতে পারে না। যদিও মিথ্যাময় (অবিদ্যাত্মক) বন্ধন জ্ঞান দ্বারা নিবারণের যোগ্য বটে ; তথাপি বন্ধন যখন অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ অনুভবগম্য, তখন পরোক্ষাত্মক বাক্যার্থ-জ্ঞান দ্বারা তাহার বাধা বা নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, [অসর্পভূত] রজ্জু প্রভৃতি পদার্থে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক সর্প-প্রতীতি বা সর্পভ্রম উপস্থিত হইলে আপ্ত-ব্যক্তির নিকট 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', এইরূপ পরোক্ষভাবে সর্প-বিপরীত—রজ্জুজ্ঞানমাত্রে [সর্পভ্রমজাত] ভয়ের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না (†)। আপ্তোপদেশে যে, ভয়নিবৃত্তি হয়, তাহাও বস্তুর যথার্থ স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান-

---

(*) বাধ্যেত' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ ; যে বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই কারণেই রজ্জু প্রত্যক্ষ হইবামাত্র, তদ্‌গত 'সর্প ভ্রম অন্তর্হিত হইয়া যায়। তন্মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, অজ্ঞান যেখানে পরোক্ষভাবে সমুৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ-জনিত না হয় ; সেই পরোক্ষ অজ্ঞান বা ভ্রম, তদ্বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানে নিবারিত হয়, কিন্তু, অজ্ঞান যেখানে প্রত্যক্ষাত্মক, সেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে কথনই সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না বা হইতে পারে না। তাই কপিল বলিয়াছেন—"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে, দিঙ্‌মূঢ়বদ পরোক্ষাদৃ ঋতে ॥" [সাংখ্য দর্শন, ১।৯৫ সূত্র]। অর্থাৎ দিগ্‌ভ্রম যেমন দিক্ প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত শত উপদেশেও বাধিত হয় না ; তেমনি কেবল যুক্তির সাহায্যে—পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম বিদূরিত হয় না।

এখন আলোচ্য স্থলে কথা হইতেছে যে, অনাত্মা দেহাদিতে যে, আত্ম বুদ্ধিরূপ ভ্রম, প্রকৃত পক্ষে তাহাই জীবের বন্ধন, অধিকন্তু সেই বন্ধন ভ্রমাত্মক মিথ্যা হইলেও পরোপদেশাদিজন্য নহে—সাক্ষাৎ অনুভবজন্য—অপরোক্ষ ; সুতরাং তদ্বিষয়ে যতক্ষণ অপর একটী বিরোধী প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমুৎপন্ন না হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই সেই ভ্রমাত্মক বন্ধন নিবৃত্ত হইবে না। আর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই একমাত্র অপরোক্ষ—

প্রবৃত্তিহেতুত্বেন। তথা হি,—রজ্জু-সর্পদর্শনভয়াৎ পরাবৃত্তঃ পুরুষঃ 'নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা' ইত্যাপ্তোপদেশাদ্বস্তুযাথাত্ম্য-(*) দর্শনে প্রবৃত্তঃ, তদেব প্রত্যক্ষেণ দৃষ্ট্বা ভয়ান্নিবর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥

ন চ শব্দ এব প্রত্যক্ষজ্ঞানং জনয়তীতি বক্তুং যুক্তম্, তস্যানিন্দ্রিয়ত্বাৎ। জ্ঞানসামগ্রীষ্বিন্দ্রিয়াণ্যেবাপরোক্ষজ্ঞানসাধনানি। ন চাস্যানভিসংহিতফল-কর্ম্মানুষ্ঠান-মৃদিতকষায়স্য শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনবিমুখীকৃতবাহ্যবিষয়স্য পুরুষস্য বাক্যমেবাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তি। নিবৃত্তপ্রতিবন্ধে তৎপরেঽপি পুরুষে জ্ঞানসামগ্রীবিশেষাণামিন্দ্রিয়াদীনাং স্ববিষয়নিয়মাতিক্রমাদর্শনেন তদ-যোগাৎ। ন চ ধ্যানস্য বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ— বাক্যর্থ-জ্ঞানে জাতে তদ্বিষয়ধ্যানং, ধ্যানে নির্বৃত্তে বাক্যার্থজ্ঞানমিতি। ন চ ধ্যান-বাক্যার্থজ্ঞানয়োর্ভিন্নবিষয়ত্বম্; তথা সতি ধ্যানস্য বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা ন

সমুৎপাদন দ্বারাই হয়, (পরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন দ্বারা নহে)। অভিপ্রায় এই যে,—রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া ভয়ে পরাবৃত্ত বা পশ্চাৎপদ ব্যক্তি যখন আপ্তব্যক্তির উপদেশে জানিতে পারে যে, 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', তখন [সেই সম্মুখীন] বস্তুর (রজ্জু-সর্পের) প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয়; পশ্চাৎ সেই রজ্জুরই স্বরূপটী প্রত্যক্ষ করিয়া ভয় হইতে নিবৃত্ত হয় ॥ ১৮ ॥

আর শব্দ যখন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ পদার্থ—অনিন্দ্রিয়; তখন শব্দকেও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সমুৎপাদক বলা যাইতে পারে না। কারণ, যত প্রকার জ্ঞানসাধন বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়গণই কেবল প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন বা সমুৎপাদক। আর এ কথাও বলা যায় না; নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে যাহার কষায় (হৃদয়গত মল) বিনষ্ট হইয়াছে; এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিশীলনে যাহার হৃদয় বাহ্য-বিষয় হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে; বাক্যই তাদৃশ পুরুষের অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে। বিপক্ষে হেতু এই যে, কষায়রূপ প্রতিবন্ধকরহিত ও শ্রবণাদি-তৎপর পুরুষেও যখন জ্ঞানসামগ্রী বা জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে নিয়মিত স্ব স্ব বিষয় পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না; অর্থাৎ যথানিয়মে কার্য্য করিতে দেখা যায়, তখন তাদৃশ পুরুষে ঐরূপ প্রসিদ্ধ নিয়মেরও উল্লঙ্ঘন হইতে পারে না। আর ধ্যানকে বাক্যার্থ-জ্ঞানের উপায়ও বলা যাইতে পারে না; কেন না, "তত্ত্বমস্যাদি" বাক্যের অর্থবোধের পর হইবে ধ্যান, আবার ধ্যান নিষ্পন্ন হইলে হইবে বাক্যের প্রকৃতার্থ-বোধ; এইরূপে 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষ উপস্থিত হয়। আর ধ্যান ও বাক্যার্থ-জ্ঞানের বিষয়ও পৃথক্ নহে; পৃথক হইলে ধ্যান কখনই

প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তদ্ভিন্ন শব্দ ও অনুমানাদির সহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহা প্রমা বা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না; ঐ জ্ঞান সর্ব্বদাই পরোক্ষ। সুতরাং "তৎ ত্বমসি," ইত্যাদি বাক্যজনিত জ্ঞান সত্য হইলেও কখনই জীবের অজ্ঞান বন্ধন বিধ্বস্ত করিতে পারে না।

(*) আপ্তোপদদেশেন তত্ত্বযাথাত্ম্য'-ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ।

স্যাৎ। ন হ্যন্যধ্যানমন্যৌন্মুখ্যমুৎপাদয়তি। জ্ঞাতার্থ-স্মৃতিসন্ততিরূপস্য ধ্যানস্য বাক্যার্থজ্ঞানপূর্ব্বকত্বমবর্জ্জনীয়ম্ ; ধ্যেয়-ব্রহ্মবিষয়জ্ঞানস্য হেত্বন্তরাসম্ভবাৎ।

ন চ, ধ্যানমূলং জ্ঞানং বাক্যান্তরজন্যম্, নিবর্ত্তকজ্ঞানং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যমিতি যুক্তম্। ধ্যানমূলমিদং বাক্যান্তরজন্যং জ্ঞানং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানেন (*) একবিষয়ং ? ভিন্নবিষয়ং বা ? একবিষয়ত্বে তদেবেতরেতরাশ্রয়ত্বং, ভিন্নবিষয়ত্বে ধ্যানেন তদৌন্মুখ্যাপাদনাসম্ভবঃ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ, ধ্যানস্য ধ্যেয়-ধ্যাত্রাদ্যনেকপ্রপঞ্চাপেক্ষত্বাৎ নিষ্প্রপঞ্চ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ দৃষ্টদ্বারেণ নোপযোগঃ, ইতি বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদবিদ্যানিবৃত্তিং বদতঃ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনবিধীনামানর্থক্যমেব। যতো

বাক্যার্থ-বোধের উপায় হইতে পারিত না। কারণ, এক বিষয়ের ধ্যান কখনই অন্য বিষয়ে একাগ্রতা উৎপাদন করিতে পারে না। বিশেষতঃ, ধ্যেয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের যখন অন্য কোন হেতু নাই, তখন বাক্যার্থ জ্ঞান যে, স্মৃতিধারারূপ ধ্যানের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। আর এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত হয় না যে, "তৎ ত্বম্ অসি" প্রভৃতি বাক্য হইতে অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আর ধ্যানের মূলীভূত জ্ঞানটী অপর বাক্য হইতে উৎপন্ন হয়। [এই পক্ষে জিজ্ঞাস্য এই যে,] ধ্যান এবং ধ্যানের মূল কারণীভূত যে, বাক্যান্তরজন্য জ্ঞান, উভয়েরই বিষয় (জ্ঞেয়) এক কি পৃথক্ ? একই বিষয় হইলে সেই 'ইতরেতরাশ্রয়ত্ব' দোষ হইল, আর ভিন্ন বিষয় হইলে ধ্যানের দ্বারা কখনই সেই বাক্যাবগত বিষয়ে একাগ্রতা জন্মিতে পারে না (†) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ধ্যানে ধ্যেয় ও ধ্যানকর্ত্তা প্রভৃতি বহুবিধ ভেদের অপেক্ষা রহিয়াছে ; সুতরাং নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানোৎপত্তিতে প্রত্যক্ষতঃ কোন উপযোগ বা আবশ্যকই নাই, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি না থাকিলে যখন ধ্যানই হইতে পারে না ; তখন সর্ব্ববিধ ভেদবিমর্দ্দক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে শ্রবণাদির কিছুমাত্র সাফল্য প্রত্যক্ষ হয় না ; এই কারণে, একমাত্র সেই বাক্যার্থজ্ঞানেই অবিদ্যা-নিবৃত্তি হয় বলিলে, বাদীর পক্ষে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-বিধির

(*) বাক্যত এব জন্যজ্ঞানেন' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ধ্যান দ্বারা চিত্ত সমাহিত হইলে হইবে বাক্যার্থ প্রতীতি, আবার বাক্যার্থ পরিজ্ঞাত হইলে হইবে ধ্যান ; এইরূপে পরস্পর অপেক্ষিত থাকায় 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষ উপস্থিত হয়। আর ধ্যান ও বাক্যার্থের বিষয় বিভিন্ন হইলে কখনই পরস্পরের মধ্যে উপকার্য্যোপকারকভাব থাকিতে পারে না।

বাক্যাদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানাসম্ভবাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানেনাবিদ্যা ন নিবর্ত্ততে ; তত এব জীবন্মুক্তিরপি (*) দূরোৎসারিতা ॥ ১৯ ॥

কা চেয়ং জীবন্মুক্তিঃ ? সশরীরস্যৈব মোক্ষ ইতি চেৎ ; 'মাতা মে বন্ধ্যা' ইতিবদসঙ্গতার্থং বচনম্। যতঃ সশরীরত্বং বন্ধঃ, অশরীরত্বমেব (†) মোক্ষঃ, ইতি ত্বয়ৈব শ্রুতিভিরুপপাদিতম্। অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসে (‡) বর্ত্তমানে যস্যায়ং প্রতিভাসো মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, তস্য (§) সশরীরত্ব-নিবৃত্তিরিতি। ন ; মিথ্যেতি প্রত্যয়েন সশরীরত্বং নিবৃত্তং চেৎ ; কথং সশরীরস্য মুক্তিঃ ? অজীবতোঽপি মুক্তিঃ সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিরেব, ইতি কোঽয়ং জীবন্মুক্ত (||) ইতি বিশেষঃ ? অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসো বাধিতোঽপি যস্য দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানবদনুবর্ত্ততে, স 'জীবন্মুক্তঃ' ইতি চেৎ ; ন, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-সকল-

---

আনর্থক্যই হইয়া পড়ে। যেহেতু বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হয় না, এবং পরোক্ষ বাক্যার্থ জ্ঞান দ্বারাও অবিদ্যা-নিবৃত্তি হইতে পারে না। সেই কারণেই [এই পক্ষে] জীবন্মুক্তিও সুদূর-পরাহত হইয়া পড়ে (¶)।

আর জিজ্ঞাসা করি, এই জীবন্মুক্তিই বা কি প্রকার ? যদি বল, সশরীর অবস্থায়ই মোক্ষের নাম জীবন্মুক্তি। তাহা হইলে 'আমার মাতা বন্ধ্যা' এই বাক্যের ন্যায় অসঙ্গতার্থক কথা হয়,—যেহেতু ইতঃপূর্ব্বে তুমিই সশরীরভাবকে 'বন্ধ', আর অশরীরভাবকে 'মোক্ষ' বলিয়া শ্রুতিসমূহ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছ। যদি বল, সশরীরত্ব প্রতীতি বিদ্যমান সত্ত্বেই যাহার সেই সশরীরত্ব প্রতীতিতে মিথ্যাত্ব বোধ উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার সেই মিথ্যাময় সশরীরত্ব প্রতীতি নিবারিত হইয়া যায়। না,—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, [আমার সশরীরত্ব] মিথ্যা, শুধু এই জ্ঞানেই যদি সশরীরভাব নিবারিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সশরীরের আর মুক্তি হইল কোথায় ? মৃতব্যক্তির মুক্তিও যখন মিথ্যাময় সশরীরত্বাভিমান নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন [বিদেহমুক্তে আর] জীবন্মুক্তে বিশেষ কি রহিল ? যদি বল, যাঁহার সশরীরত্ব প্রতীতি বাধিত হইয়াও দ্বিচন্দ্রদর্শন-জ্ঞানের ন্যায় অনুবৃত্ত বা অবিলুপ্ত ভাবে থাকে, তিনিই জীবন্মুক্ত। না,—সে কথাও হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত বাধক জ্ঞান যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত বস্তুবিষয়ক, অর্থাৎ

(*) জীবন্মুক্তিরিতি' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) অশরীর এব' ইতি (গ) পাঠঃ। (‡) শরীরিত্বপ্রতিভাসে' ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (||) কেয়ং জীবন্মুক্তিঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হইলে তৎক্ষণাৎ দ্বৈতবিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, দ্বৈতবিজ্ঞান না থাকিলেও যখন ধ্যানের অনুষ্ঠান হইতে পারে না ; এবং ধ্যানের অভাবেও যখন জীবন্মুক্তি হইতে পারে না ; তখন কাজেই এই মতে জীবন্মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। জীবন্মুক্তির অসম্ভাবনা বিষয়ে পরবর্ত্তী বাক্যে 'ব্যাঘাত' দোষ প্রদর্শিত হইতেছে।

বস্তুবিষয়কত্বাৎ বাধকজ্ঞানস্য। কারণভূতাবিদ্যা-কর্ম্মাদিদোষঃ সশরীরত্বপ্রতি-ভাসেন সহ তেনৈব বাধিত ইতি বাধিতানুবৃত্তির্ন শক্যতে বক্তুম্। দ্বিচন্দ্রাদৌ তু তৎপ্রতিভাসহেতুভূত-দোষস্য বাধকজ্ঞানভূত-(*) চন্দ্রৈকত্ব-জ্ঞানাবিষয়ত্বেনাবাধিতত্বাৎ দ্বিচন্দ্রপ্রতিভাসানুবৃত্তির্যুক্তা ॥ ২০ ॥

কিঞ্চ, "তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে; অথ সম্পৎস্যে", [ছান্দো° ৬।১৪।২] ইতি সদ্বিদ্যানিষ্ঠস্য শরীরপাতমাত্রমপেক্ষতে মোক্ষঃ, ইতি বদন্তীয়ং শ্রুতির্জীবন্মুক্তিং বারয়তি। সৈষা জীবন্মুক্তিরাপস্তম্বেনাপি নিরস্তা—"বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ (†)। বুদ্ধে (‡) ক্ষেমপ্রাপণং, তচ্ছাস্ত্রৈর্বিপ্রতিষিদ্ধম্। বুদ্ধে চেৎ ক্ষেমপ্রাপণম্, ইহৈব ন দুঃখমুপলভেত। এতেন পরং ব্যাখ্যাতম্"। [আপস্তম্বধর্ম্ম° ২।৯।২১]

ব্রহ্মাতিরিক্ত সকল পদার্থেরই মিথ্যাত্ববোধক, তখন সশরীরত্ব প্রতীতির সহিত তৎকারণীভূত অবিদ্যা ও কর্ম্মাদি দোষ নিচয়ও অবশ্যই বাধিত হইবে; সুতরাং [দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের ন্যায়] 'বাধিতানুবৃত্তি' বলিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ দ্বিচন্দ্রাদি-দর্শনাদি স্থলে সেই দ্বিচন্দ্রপ্রতীতির হেতুভূত যে দোষ, তাহা কখনই তদ্বাধক চন্দ্রৈকত্ব-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না; বিষয় হয় না বলিয়াই সেই বাধক জ্ঞান দ্বারা বাধিতও হয় না; এই কারণে সে স্থলে দ্বিচন্দ্রদর্শনের অনুবৃত্তি হওয়া সঙ্গত হয়; [কিন্তু, এখানে একই বিষয়ে বাধ্য ও বাধক জ্ঞান হওয়ায় বাধিতানুবৃত্তি হইতেই পারে না] ॥ ২০ ॥

আরও এক কথা,—'তাঁহার (মুমুক্ষুর) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ বিমুক্তি না হয়, দেহত্যাগের পর বিমুক্ত হন, (বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন)'। সদ্বিদ্যা-নিষ্ঠ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) ব্যক্তির মোক্ষলাভে কেবল দেহত্যাগের মাত্র অপেক্ষা-বোধক উক্ত শ্রুতিই জীবন্মুক্তির প্রতিষেধ করিতেছেন। আপস্তম্বও বক্ষ্যমাণ বচনে এই জীবন্মুক্তি অবস্থার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। [আপস্তম্ব বলিয়াছেন—] 'সমস্ত বেদ (বেদবিহিত ক্রিয়া) এবং ইহলোক ও পরলোক-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মার অন্বেষণ করিবে। বোধ বা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পর যে, ক্ষেমপ্রাপ্তি (মোক্ষলাভ), তাহা শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানলাভের পরই যদি মোক্ষপ্রাপ্তি (মোক্ষলাভ) হইত, তাহা হইলে [জ্ঞানী পুরুষ] ইহলোকেই আর দুঃখভোগ করিতেন না। ইহা দ্বারা [বিপক্ষমতের] অপরাপর কথাও ব্যাখ্যাত অর্থাৎ নিরাকৃত করা হইল (§)।' ইহা

(*) বাধকজ্ঞানবিষয়ীভূত' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) অন্বীক্ষেত' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) বুদ্ধে চেৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—জ্ঞানীর জীবদবস্থায় যে, মুক্তি (জীবন্মুক্তি), তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ। "তস্য তাবদেব চিরং" শ্রুতির উল্লেখ করিয়া শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে আপস্তম্বের কথা উল্লেখ করিয়া স্মৃতিবিরোধও প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিকন্তু, আপস্তম্বের বচনে শাস্ত্র বিরোধ ও প্রত্যক্ষবিরোধ, উভয়প্রকার

ইতি। অনেন জ্ঞানমাত্রান্মোক্ষশ্চ নিরস্তঃ। অতঃ সকলভেদনিবৃত্তিরূপা মুক্তির্জীবতো ন সম্ভবতি। তস্মাৎ ধ্যাননিয়োগেন ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞান-ফলেনৈব বন্ধনিবৃত্তিঃ ॥ ২১ ॥

ন চ নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষস্যানিত্যত্বপ্রসক্তিঃ, প্রতিবন্ধনিবৃত্তি-মাত্রস্যৈব সাধ্যত্বাৎ। কিঞ্চ, ন নিয়োগেন সাক্ষাদ্বন্ধনিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে; কিন্তু নিষ্প্রপঞ্চ-জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানেন। নিয়োগস্তু তদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানং জনয়তি। কথং নিয়োগস্য জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বম্? ইতি চেৎ; কথং বা ভবতোঽনভিসংহিতফলানাং কর্ম্মণাং বেদনোৎপত্তিহেতুত্বম্? মনোনৈর্ম্মল্য-দ্বারেণেতি চেৎ—মমাপি তথৈব। মম তু নির্ম্মলে মনসি শাস্ত্রেণ জ্ঞান-মুৎপাদ্যতে (*); তব তু নিয়োগেন মনসি নির্ম্মলে জ্ঞানসামগ্রী বক্তব্যেতি

দ্বারা, কেবল জ্ঞান হইতেই যে মোক্ষলাভ হয় বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরস্ত হইল। অতএব, সমস্ত ভেদনিবৃত্তিরূপ মুক্তি জীবৎব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না। অতএব ব্রহ্ম-বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক ধ্যান-নিয়োগ বা ধ্যান-বিধি দ্বারাই বন্ধ-নিবৃত্তি হয় ॥ ২১ ॥

আর এ কথাও বলিতে পার না যে, মোক্ষকে নিয়োগ-সাধ্য বলিলে উহার অনিত্যতা হইতে পারে। যে হেতু প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তিই নিয়োগের সাধ্য বা ফল; (মোক্ষ নহে)। বিশেষতঃ নিয়োগ দ্বারাই যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্ধনিবৃত্তি হয়, তাহাও নহে; পরন্তু একমাত্র নিষ্প্রপঞ্চ ও জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি হয়, নিয়োগ কেবল তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন করে মাত্র। যদি বল, নিয়োগে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় কিরূপে? [আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—] তোমার মতেই বা ফলাভিসন্ধান রহিত কর্ম্মরাশি জ্ঞানোৎপত্তির হেতু হয় কিরূপে? যদি বল, মনের নির্ম্মলতা সম্পাদন দ্বারা; তবে আমার মতেও সেই কথা। যদি বল, [আমার মতে] মন নির্ম্মল হইলে পর তাহাতে শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু তোমার মতে নিয়োগ দ্বারা নির্ম্মলীকৃত মনে জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তির সামগ্রী বা সাধন

বিরোধই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে, 'জ্ঞানী পুরুষ স্বীয় পরিমিত আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া মুক্তিলাভ করে।' ইহাতে বুঝা যায় যে জ্ঞানলাভের পরও তাহা'ক মুক্তির জন্য জীবন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। অন্যত্র আছে—"তয়োর্দ্ধমায়ন্ অমৃতত্বমেতি"। অর্থাৎ তাঁহারা সেই মূর্দ্ধস্থ নাড়ী দ্বারা দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, স্থানবিশেষ দ্বারা নিষ্ক্রমণই বিমুক্তিলাভের উপায়। সুতরাং তাদৃশ নিষ্ক্রমণ ব্যতীত জীবদবস্থায়ই মুক্তি লাভ হইবে কেন? তাহার পর জ্ঞানী লোকও যখন অপর লোকের ন্যায় প্রারব্ধ বশে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, তখন তাহার আর আনন্দময় মুক্তি লাভ হইল কৈ? পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি-বিরোধও জীবন্মুক্তির বাধক ॥

(*) উৎপদ্যতে' ইতি (গ) পাঠঃ।

চেৎ—ধ্যাননিয়োগনির্ম্মলং মন এব সাধনমিতি ব্রুমঃ। কেনাবগম্যতে? ইতি চেৎ—ভবতো বা কর্ম্মভির্মনো নির্ম্মলং ভবতি, নির্ম্মলে মনসি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনৈঃ সকলেতরবিষয়বিমুখস্যৈব শাস্ত্রং (*) নিবর্ত্তকজ্ঞানমুৎপাদয়তীতি কেনাবগম্যতে? "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন।" [বৃহদা০ ৬।৪।২২], "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" [বৃহদা০৬।৫।৬] "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" [মুণ্ডক০ ৩।২।৯ ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈরিতি চেৎ; মমাপি "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ", "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্," [তৈত্তি, আন০১,]। "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা," [মুণ্ডক০, ৩।৮।১]। "মনসা তু বিশুদ্ধেন,"। "হৃদা মনীষা, মনসাভিক্লৃপ্তঃ।" [কঠ০, ২।৩।৯]। ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈর্ধ্যাননিয়োগেন মনো নির্ম্মলং ভবতি। নির্ম্মলঞ্চ মনো ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তীত্যবগম্যত ইতি নিরবদ্যম্ ॥

"নেদং যদিদমুপাসতে", ইত্যুপাস্যত্বং প্রতিষিদ্ধমিতি চেৎ; নৈবম্; নাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং প্রতিষিধ্যতে; অপি তু, ব্রহ্মণো জগদ্বৈরূপ্যং

যে কি, তাহা তোমার বলা আবশ্যক। আমরা বলি—ধ্যাননিয়োগ দ্বারা বিমলীকৃত মনই সাধন বা জ্ঞানোৎপত্তির উপায়, (অপর কিছু নহে)। যদি বল ইহা জানা যায় কিসের দ্বারা? [জিজ্ঞাসা করি]—তোমার মতেই বা—কর্ম্ম দ্বারা যে, মন নির্ম্মল হয় এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অপর সমস্ত বিষয় হইতে বিমুখীভূত (বিতৃষ্ণ) ব্যক্তির সেই নির্ম্মল মনে যে, মোক্ষ-শাস্ত্র বন্ধ-নিবর্ত্তক জ্ঞান সমুৎপাদন করে. ইহাই বা জানা যায় কিসে? যদি বল, ইহা—'[ব্রাহ্মণগণ] যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক অর্থাৎ ভোগত্যাগের দ্বারা [ব্রহ্মকে] জানিতে ইচ্ছা করেন।' 'আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।' 'ব্রহ্মকে জানিবে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান।' ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা জানা যায়। [তাহা হইলে] আমার পক্ষেও '[আত্মাকে] শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে।' 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।' 'ব্রহ্ম চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্য দ্বারাও উক্ত হন না; পরন্তু, বিশুদ্ধ মনের দ্বারা গৃহীত হন।' 'বশীকৃত মনের দ্বারা [আত্মা] পরিজ্ঞাত হন।' ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, ধ্যানানুষ্ঠান দ্বারা মন নির্ম্মল হয়, এবং সেই নির্ম্মল মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সমুৎপাদন করিয়া দেয়। অতএব, [আমার পক্ষটীই] নির্দ্দোষ।

যদি বল, 'যাহাকে "ইদং" (বিশিষ্ট রূপ সম্পন্ন) বলিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে।' এই শাস্ত্রে ত ব্রহ্মের উপাস্যত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে? না—ইহার ভাব এরূপ নহে; এখানে ব্রহ্মের

(*) শাস্ত্রম্' ইত্যত্র 'বস্তু' ইতি (গ) পুস্তকে পঠ্যতে।

প্রতিপাদ্যতে। যদিদং জগদুপাসতে প্রাণিনঃ, নেদং ব্রহ্ম; 'তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি—যৎ বাচানভ্যুদিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে' ইতি বাক্যার্থঃ। অন্যথা "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইতি বিরুধ্যতে। ধ্যানবিধিবৈয়র্থ্যঞ্চাত্মনঃ স্যাৎ। অতো ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-ফলেন ধ্যাননিয়োগেনৈবাপরমার্থভূতস্য কৃৎস্নস্য দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাদিপ্রপঞ্চরূপবন্ধস্য নিবৃত্তিঃ ॥ ২২ ॥

[ভেদাভেদবাদ-বিচারঃ]

যদপি কৈশ্চিদুক্তম্,—ভেদাভেদয়োর্বিরোধো ন বিদ্যত ইতি। তদযুক্তম্; ন হি শীতোষ্ণ-তমঃপ্রকাশাদিবদ্ভেদাভেদাবেকস্মিন্ বস্তুনি সংগচ্ছেতে। অথোচ্যেত, -সর্ব্বমেব হি বস্তুজাতং প্রতীতি-ব্যবস্থাপ্যম্; সর্ব্বঞ্চ ভিন্নাভিন্নং প্রতীয়তে—কারণাত্মনা জাত্যাত্মনা চাভিন্নম্; কার্য্যাত্মনা ব্যক্ত্যাত্মনা চ ভিন্নম্। ছায়াতপাদিষু বিরোধঃ সহানবস্থান-নিয়মলক্ষণো ভিন্নাধারত্বরূপশ্চ। কার্য্য-কারণয়োর্জাতি-ব্যক্ত্যোশ্চ তদুভয়মপি নোপলভ্যতে; প্রত্যুত একমেব বস্তু দ্বিরূপং প্রতীয়তে। যথা—মৃদয়ং ঘটঃ, খণ্ডো গৌঃ, মুণ্ডো গৌরিতি (*)। ন চৈকরূপং কিঞ্চিদপি (†) বস্তু

উপাস্যত্ব প্রতিষিদ্ধ হয় নাই; পরন্তু ব্রহ্মের জগদ্বৈলক্ষণ্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে;—অর্থাৎ প্রাণিগণ যে, এই জগতের উপাসনা করিয়া থাকে, ইহা ব্রহ্ম নহে। 'যিনি বাক্য দ্বারা বর্ণিত হন না; পরন্তু যাঁহার প্রেরণায় বাক্য উচ্চারিত হয়; তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।' ইহাই তত্রত্য বাক্যের অর্থ; তাহা না হইলে 'তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে', এই বাক্যটী বিরুদ্ধ হইতে পারে এবং আত্মবিষয়ে ধ্যানবিধিও অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনক ধ্যানবিধি দ্বারাই অসত্যভূত, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাদি প্রপঞ্চাত্মক সমস্ত বন্ধের নিবৃত্তি হয় [বুঝিতে হইবে] ॥ ২২ ॥

কার্য্য কারণের ও জাতি-ব্যক্তির ভেদাভেদ-বাদ বিচার।

আরও যে, কেহ কেহ বলিয়াছেন—[একত্র] ভেদাভেদের বিরোধ নাই। তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ, শীত ও উষ্ণ এবং তমঃ ও প্রকাশের ন্যায় [বিরুদ্ধ-স্বভাব] ভেদ ও অভেদ কখনই একটী বস্তুতে সঙ্গত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যদি বল, সমস্ত বস্তুই প্রতীতি অনুসারে ব্যবস্থাপনীয়; সমস্ত বস্তুই ত ভিন্ন ও অভিন্নরূপে প্রতীত হয়,—সমস্ত বস্তুই কারণরূপে ও জাতিরূপে অভিন্ন, আর কার্য্যরূপে ও ব্যক্তি বা ব্যষ্টিভাবে ভিন্ন। ছায়া ও আলোকের যে বিরোধ, তাহা দ্বিবিধ—একত্র একসঙ্গে অনবস্থাননিয়মরূপ ও ভিন্নাশ্রয়ে অবস্থানের নিয়মরূপ; কিন্তু কার্য্য ও কারণে এবং জাতি ও ব্যক্তিতে উক্ত উভয়প্রকার বিরোধই দৃষ্ট হয় না। পরন্তু, একই বস্তুর দুইটী রূপ বা অবস্থামাত্র প্রতীত হইয়া থাকে। যথা,—'এই ঘটটী মৃত্তিকা এবং এই গো-টী ষাঁড় ও শৃঙ্গহীন'। লোক-ব্যবহারাভিজ্ঞগণ কখনও কোথাও কোন বস্তুই সম্পূর্ণ ভাবে

(*) খণ্ডো গৌঃ' ইতি পাঠঃ (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (†) 'কিঞ্চিৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

লৌকিকৈর্দৃষ্টচরম্। ন চ তৃণাদেজ্বলনাদিবদভেদো ভেদোপমর্দী দৃশ্যত-ইতি ন বস্তুবিরোধঃ। মৃৎসুবর্ণ-গবাশ্বাদ্যাত্মনাবস্থিতস্যৈব ঘটমুকুট-ষণ্ডমুণ্ড-গবাদ্যাত্মনা (*) চাবস্থানাৎ।

ন চাভিন্নস্য ভিন্নস্য চ (†) বস্তুনোঽভেদো ভেদশ্চৈক এবাকার-ইতীশ্বরাজ্ঞা! প্রতীতত্বাদৈকরূপ্যং চেৎ; প্রতীতত্বাদেব ভিন্নাভিন্নত্বমিতি

একরূপ দর্শন করেন নাই (‡)। আর অগ্নি যেরূপ দহ্যমান তৃণাদি বস্তুকে বিনষ্ট (দগ্ধ) করে; অভেদও যে, সেইরূপ ভেদের বিনাশ করে; এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং এখানে 'বস্তুবিরোধ' বলিয়া কোন বিরোধ নাই (§)। বিশেষতঃ মৃত্তিকা, সুবর্ণ, গো, অশ্ব প্রভৃতিভাবাপন্ন বস্তুগুলিকেই আবার [যথাক্রমে] ঘট, মুকুট এবং ষণ্ড ও মুণ্ড গো প্রভৃতিরূপেও অবস্থান করিতে দেখা যায়; অর্থাৎ মৃত্তিকা ঘটাকারে, সুবর্ণ মুকুটাকারে এবং গো ষণ্ডাদি আকারে পরিচিত হয়। [এখানে মৃত্তিকা এই জাতি বা সামান্য-ধর্ম্মানুসারে মৃন্ময় মাত্রই এক—অভিন্ন, অথচ ঘট, শরাবাদিরূপে ভিন্ন]।

আর অভিন্ন বস্তু—জাতির যে, কেবলই অভেদ আকার হইবে এবং ভিন্ন বস্তু—ব্যক্তির যে, কেবল ভেদই একমাত্র আকার হইবে, এরূপ কোন ঈশ্বরাজ্ঞা নাই! [যাহাতে অসঙ্গত হইলেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে]। যদি বল, প্রতীতি অনুসারেই বস্তুর একরূপত্ব স্বীকার করিতে

(*) 'মুণ্ড-বড়বাদ্যাত্মনা' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'ভিন্নস্য চ' ইতি (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(‡) —তাৎপর্য্য —'মৃত্তিকা ও ঘট,' এই উদাহরণে মৃত্তিকা কারণ এবং ঘট তাহার কার্য্য। এস্থলে মৃত্তিকারূপী কারণেরই একটী অবস্থার নাম—ঘট; কার্য্য ও কারণের সহাবস্থানে বিরোধ থাকিলে মৃত্তিকা কখনই ঘটরূপে অবস্থান করিতে পারিত না। দ্বিতীয় উদাহরণে 'ষণ্ড গো' স্থলে 'গোত্ব' একটী জাতি, 'ষণ্ড' একটী ব্যক্তি; জাতি ও ব্যক্তির সহাবস্থানে বিরোধ থাকিলে 'গো' কখনই 'ষণ্ড' হইতে পারিত না। অতএব, ঐরূপ ব্যবহার দৃষ্টে জানা যায় যে, কার্য্য ও কারণ এবং জাতি ও ব্যক্তি একই পদার্থের অবস্থাদ্বয় মাত্র, উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হয় না।

(§) তাৎপর্য্য—একই বস্তুতে ভেদাভেদ স্বীকার পক্ষে প্রথমতঃ দুইটী বিরোধ আশঙ্কিত ও পরিহৃত হইয়াছে। তাহার প্রথমটী সহানবস্থাননিয়মরূপ, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও একত্র না থাকা। দ্বিতীয়টী ভিন্নাধারস্বরূপ, অর্থাৎ স্বভাবতই ভিন্ন স্থানে অবস্থিতির নিয়ম। এখন 'নাশ্য-নাশকত্ব'রূপ আর একটী বস্তু-বিরোধ আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন। আশঙ্কা হইয়াছিল যে, অগ্নি যেমন দহ্যমান তৃণকাষ্ঠাদি বিনষ্ট করিয়া দেয়, তেমনি যে কোন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে অভেদ উপস্থিত হয়, সেই অভেদ উপস্থিত হইবামাত্র তদুভয়-গত ভেদ বিনষ্ট করিয়া দেয়। অভেদমাত্রই ভেদের বিনাশক; সুতরাং একত্র ভেদাভেদ স্বীকার করিলে উক্তপ্রকার বস্তু-বিরোধ উপস্থিত হয়। তদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলিতেছেন—অভেদ হইলেই যে, ভেদ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এরূপ কোনও নিয়ম দৃষ্ট হয় না; পরন্তু একজাতীয় পদার্থে জাতি-গত অভেদ সত্ত্বেও মৃন্ময় ঘট প্রভৃতি পদার্থে ব্যক্তিগত ভেদ দেদীপ্যমান দৃষ্ট হয়। অতএব, উক্তপ্রকার 'বস্তু-বিরোধ' নামক কোন দোষ স্বীকার করা যাইতে পারে না।

দ্বৈরূপ্যমপ্যভ্যুপগম্যতাম্; ন হি বিস্ফারিতাক্ষঃ পুরুষো ঘটশরাব-ষণ্ডমুণ্ডা-দিষু বস্তুষূপলভ্যমানেষু 'ইয়ং মৃৎ, অয়ঞ্চ ঘটঃ, ইদং গোত্বম্, ইয়ঞ্চ ব্যক্তিঃ' ইতি বিবেক্তুং শক্নোতি; অপি তু, 'মৃদয়ং ঘটঃ' ষণ্ডো গৌঃ' ইত্যেব প্রত্যেতি। অনুবৃত্তি-বুদ্ধিবোধ্যং কারণমাকৃতিশ্চ, ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিবোধ্যং কার্য্যং ব্যক্তিশ্চেতি বিবিনক্তীতি চেৎ; নৈবম্; বিবিক্তাকারানুপলব্ধেঃ। ন হি সূক্ষ্মমপি নিরীক্ষমাণৈঃ 'ইদমনুবর্ত্তমানং, ইদঞ্চ ব্যাবর্ত্তমানম্', ইতি পুরোঽবস্থিতে বস্তুন্যাকারভেদ উপলভ্যতে। যথা সংপ্রতিপন্নৈক্যে কার্য্যে বিশেষে চৈকত্ব-বুদ্ধিরুপজায়তে, তথৈব সকারণে সসামান্যে চৈকত্ববুদ্ধিঃ (*) অবিশিষ্টোপজা-য়তে। এবমেব দেশতঃ কালতশ্চাকারতশ্চ অত্যন্তবিলক্ষণেষ্বপি বস্তুষু

হয়; তাহা হইলে বস্তুর ভেদাভেদও যখন প্রতীতির বিষয়, তখন বস্তুর দ্বিরূপতাও (ভেদ ও অভেদ) স্বীকার করা আবশ্যক হয়। কারণ, কোন ব্যক্তিই বিস্ফারিত-নেত্রে ঘট, শরা, ষণ্ড, মুণ্ড বস্তু অবলোকন করিয়া কখনই 'এইটুকু মৃত্তিকা আর এইটুকু ঘট, এবং এইটুকু গোত্ব জাতি, আর এইটুকু গো ব্যক্তি' এইরূপে জাতি ও ব্যক্তির পার্থক্য করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু, 'এই ঘটটী মৃত্তিকাস্বরূপ, এবং 'এই ষণ্ডটী গো', লোকে এইরূপই অনুভব করিয়া থাকে, [কিন্তু, কেহই উভয়ের পার্থক্য অনুভব করে না]। যদি বল, জাতি ও ব্যক্তির এইরূপেই ত বিবেক বা পার্থক্য করা হইয়া থাকে যে, ঘটাদি বস্তুর কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি ও তাহার আকৃতি হয়—অনুবৃত্তি-বুদ্ধিগম্য, আর কার্য্য ও ব্যক্তি (ঘটাদি) হয়—ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধির বিষয়। অভিপ্রায় এই যে, ঘট-কার্য্যের কারণ মৃত্তিকা ও কম্বুগ্রীবাদিরূপ আকৃতি সমস্ত-ঘটেই অনুগত বা বর্ত্তমান দেখা যায়; আর তৎকার্য্য ঘট ব্যক্তির অন্যত্র কুত্রাপি সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয় না। ইহা হইতেই উভয়ের পার্থক্য জানা যায়। না—এইরূপেও পরিস্ফুট দুইটী আকারের পরস্পর পার্থক্যের প্রতীতি হয় না। কেন না, অতি সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করিলেও এই অংশ অনুগত, আর এই অংশ ব্যাবৃত্ত, এইরূপে কোন দৃশ্যমান বস্তুতেই আকারগত পার্থক্য উপলব্ধ বা জ্ঞানগোচর হয় না। বিশেষতঃ যাহার ঐক্য বা অভেদ নিশ্চিত হইয়া আছে; সেইরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যে যেরূপ একত্ব বা অভিন্নত্ব বোধ হয়, কারণ ও সামান্য-ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যবিশেষেও ঠিক সেইরূপই একত্ব-বুদ্ধি উপস্থিত হয়; উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এইরূপ, যে সকল বস্তু দেশ, কাল ও আকার দ্বারা অত্যন্ত বিভিন্ন-প্রকার; অর্থাৎ বিভিন্নদেশগত, পৃথক্ পৃথক্ কালগত ও বিভিন্নপ্রকার আকৃতিসম্পন্ন; সেই বস্তুসমূহেও 'ইহা সেই বস্তুই বটে', এই প্রকারে [জাতিগত ঐক্যের] প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। [পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর যে, পশ্চাৎ দর্শনে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া মনে হওয়া, তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।]

(*) 'অবিশেষো' ইতি (খ) পাঠঃ।

'তদেবেদম্' ইতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে। অতো দ্ব্যাত্মকমেব বস্তু প্রতীয়তে, ইতি কার্য্য-কারণয়োর্জাতি-ব্যক্ত্যোশ্চাত্যন্তভেদোপপাদনং প্রতীতিপরাহতম্ ॥২৩॥

অথোচ্যেত —'মৃদয়ং ঘটঃ, ষণ্ডো গৌঃ' ইতিবৎ 'দেবোঽহং, মনুষ্যোঽহম্' ইতি সামানাধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতেরাত্ম-শরীরয়োরপি ভিন্নাভিন্নত্বং স্যাৎ; অত ইদং ভেদাভেদোপপাদনং নিজসদননিহিত-হুতবহজ্বালায়ত-ইতি। তদিদমনাকলিত-ভেদাভেদসাধন-সামানাধিকরণ্য-তদর্থযাথাত্ম্যাববোধবিলসিতম্।

তথা হি—অবাধিত এব প্রত্যয়ঃ সর্ব্বত্রার্থং ব্যবস্থাপয়তি। দেবাদ্যাত্মাভিমানস্ত্বাত্ম-যাথাত্ম্যগোচরৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রমাণৈর্ব্বাধ্যমানো রজ্জু-সর্পাদিবুদ্ধিবৎ নাত্ম-শরীরয়োরভেদং সাধয়তি। 'ষণ্ডো গৌর্মুণ্ডো গৌঃ,' ইতি সামানাধিকরণ্যস্য ন কেনচিৎ ক্বচিৎ বাধো দৃশ্যতে; তস্মান্নাতিপ্রসঙ্গঃ। অতএব জীবোঽপি ব্রহ্মণো নাত্যন্তভিন্নঃ; অপি তু ব্রহ্মাংশত্বেন ভিন্নাভিন্নঃ।

অতএব বস্তুমাত্রই দ্ব্যাত্মক অর্থাৎ ভেদাভেদ উভয়াকারে প্রতীত হইয়া থাকে; অতএব, কার্য্য ও কারণে এবং জাতি ও ব্যক্তিতে যে, অত্যন্ত ভেদ সমর্থন করা, তাহা অনুভববিরুদ্ধ [সুতরাং উপেক্ষণীয়] ॥ ২৩ ॥

যদি বল, 'এই ঘটটী মৃত্তিকা, এইটী ষণ্ড গো' ইত্যাদির ন্যায় 'আমি দেবতা, আমি মনুষ্য', এই সকল স্থলেও আত্মা ও শরীরের সামানাধিকরণ্য নিবন্ধন (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ) যখন ঐক্য বা অভেদ-প্রতীতি হইতেছে; তখন আত্মা ও শরীরের ত ভেদাভেদ উপপন্ন হইতেই পারে। অতএব, এই ভেদাভেদের সমর্থনকে যে, নিজ-গৃহে অগ্নিশিখা প্রদানের ন্যায় বলা হইয়া থাকে, তাহা কেবল ভেদাভেদসাধক সামানাধিকরণ্য ও সামানাধিকরণ্যের প্রকৃত অর্থের অনভিজ্ঞতারই ফলমাত্র।

দেখ,—যে প্রতীতিটী অপর প্রমাণ দ্বারা বাধিত অর্থাৎ ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চিত না হয়; সেই প্রতীতিই সর্ব্বত্র পদার্থ-নির্দ্ধারণের হেতু হইয়া থাকে; কিন্তু, আলোচ্য স্থলে আত্মার যে, দেবত্বাদি অভিমান, তাহা আত্মযাথাত্ম্য-বোধক সমস্ত প্রমাণে বাধিত; সুতরাং রজ্জু-সর্পাদি-বুদ্ধির ন্যায় উক্ত [ভ্রান্ত] প্রতীতিও আত্মা ও শরীরের অভেদ সাধন করিতে পারে না। অথচ, [পূর্ব্বোদাহৃত] 'ষণ্ড গো, মুণ্ড গো', ইত্যাদি স্থানীয় সামানাধিকরণ্যের কোথাও অপর কোন প্রমাণেই বাধা দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং ['আমি দেবতা' ইত্যাদি স্থলে পূর্ব্বোক্ত ভেদাভেদ নিয়মের] অতিপ্রসক্তি বা ব্যভিচার (নিয়মভঙ্গ) হইল না। অতএব, [সর্ব্ব বস্তুর ভেদাভেদরূপত্ব বশতঃ] জীবও ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ নহে; পরন্তু, ব্রহ্মের অংশরূপে

তত্রাভেদ এব স্বাভাবিকঃ, ভেদস্ত্বৌপাধিকঃ (*)। কথমিদমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; "তত্ত্বমসি।" "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা।" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ, "ব্রহ্মেমে দ্যাবাপৃথিবী" ইতি প্রকৃত্য—

"ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত।
স্ত্রীপুংসৌ ব্রহ্মণো জাতৌ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মোত বা পুমান্ (†) ॥" [অথর্ব্ব০...]

ইত্যাথর্ব্বণিকানাং সংহিতোপনিষদি ব্রহ্মসূক্তে অভেদশ্রবণাচ্চ।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।১৩]
"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" [শ্বেতাশ্ব০ ১। ৯]।
"ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাম্,
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥" [শ্বেতাশ্ব০, ৫।১২]
"প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশঃ সংসার-মোক্ষস্থিতি-বন্ধহেতুঃ ॥"
[শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৬]।

ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। তন্মধ্যে অভিন্নভাবই [জীবের] স্বাভাবিক, ভিন্নভাবটী ঔপাধিক, বা আরোপিত। যদি বল, উক্ত স্বাভাবিকত্ব ও ঔপাধিকত্ব জানা যায় কিসে ? [উত্তর] নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণেই ইহা জানা যায়,—[প্রথমতঃ] 'তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ।' 'এই আত্মা ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই।' 'এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ।' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা,—দ্বিতীয়তঃ 'ব্রহ্মই এই ভূমি ও অন্তরীক্ষ স্বরূপ', এই প্রকরণে 'ব্রহ্মদাশ (ব্রহ্ম-সম্প্রদাতা) ও ব্রহ্মদাস ; এতদুভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ এবং এই কিতব সমূহও ব্রহ্মস্বরূপ। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মই স্ত্রী ও পুরুষস্বরূপ।' এই অথর্ব্ববেদীয় সংহিতার ব্রহ্মসূক্তে অভেদ শ্রবণহেতু,—আর 'যিনি অনিত্য পদার্থ সমূহের নিত্যশক্তি স্বরূপ, চেতনসমূহেরও চৈতন্যসম্পাদক এবং এক হইয়াও অনেকের বহুপ্রকার কাম বা অভিলষিত বিষয়সমূহ সম্পাদন করেন।' '[জীব ও পরমাত্মা], উভয়ই অজ (জন্মরহিত) ; তন্মধ্যে একটী (চেতন), অপরটী অজ্ঞ (অজ্ঞানে অভিভূত)' এবং 'একটী ঈশ (প্রভু), অপরটী অনীশ (অপ্রভু)'। '[সংসারহেতুভূত] ক্রিয়াগুণে, আর [মোক্ষকারণীভূত] আত্মগুণ দ্বারা তাহাদের সংযোগহেতু আরও একটী (জীবের অস্তিত্ব) জানা যায়।' 'প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) অধিপতি (পরিচালক), সত্ত্ব-রজঃ-

---

(*) ভেদ এবৌপাধিকঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। ভেদস্ত্বৌপচারিকঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(†) ভবান্' ইতি (গ) পাঠঃ।

"স কারণং করণাধিপাধিপঃ।" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৯]।

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" [শ্বেতাশ্ব০৪।৬]।

"য আত্মনি তিষ্ঠন্", [বৃহদা০ ৬।৭।২২]। "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্।...প্রাজ্ঞেনাত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জন্ যাতি।" [বৃহদা০, ৪।৩।২১,৩৫]। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮] ইত্যাদিভির্ভেদশ্রবণাচ্চ (*) জীব-পরয়োর্ভেদাভেদাববশ্যাশ্রয়ণীয়ৌ। তত্র "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদিভির্মোক্ষদশায়াং জীবস্য ব্রহ্ম-স্বরূপাপত্তিব্যপদেশাৎ, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" [বৃহদা০ ৪।৪।১৪] ইতি (†) তদানীং ভেদেনেশ্বরদর্শননিষেধাচ্চ অভেদঃ স্বাভাবিক ইত্যবগম্যতে ॥ ২৪ ॥

ননু চ, "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" [তৈত্তি-আন০ ১] ইতি 'সহ' শ্রুত্যা তদানীমপি ভেদঃ প্রতীয়তে। বক্ষ্যতি চ—

তমোগুণের ঈশ (নিয়ন্তা) ঈশ্বরই সংসার, মুক্তি ও বন্ধের কারণ।' 'তিনিই কারণ ও করণাধি-পতিরও অধিপতি।' '[জীব ও পরমাত্মা,] এতদুভয়ের মধ্যে একটী (জীব) ভোগযোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া কেবল [জীবের কর্ম্ম] দর্শন করেন।' 'যিনি আত্মাতে (দেহে) অধিষ্ঠিত হন।' '[জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর (আভ্যন্তরিক) কোন বিষয় অবগত হয় না।' '[মৃত্যুকালে জীব] প্রাজ্ঞ আত্মা-কর্তৃক পরিচালিত হইয়া [দেহ] ত্যাগ করতঃ চলিয়া যায়।' তাঁহাকেই (পরমাত্মাকেই) জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করিয়া থাকে।' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে ভেদশ্রবণহেতুও জীব ও পরমাত্মার ভেদাভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তন্মধ্যেও, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপই হন', ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির উল্লেখ থাকায় এবং 'যখন ইহার (মুমুক্ষুর) নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়; তখন কে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে?' এই শ্রুতিতে ঈশ্বরেও ভেদদর্শনের নিষেধ থাকায় জানা যায় যে, [জীব-ব্রহ্মের] অভেদভাবই স্বাভাবিক বা প্রকৃতিসিদ্ধ রূপ ॥ ২৪ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, 'সেই মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন।' এই 'সহ' শ্রুতি (সহ ব্রহ্মণা) কথায় জানা যায় যে, মোক্ষদশায়ও [জীব-পরমেশ্বরভেদ] অক্ষুণ্ণই

(*) ভেদাভেদ শ্রবণাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　　(†) ইতি চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০,৪।৪।১৭]। "ভোগ-মাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ চ" [ব্রহ্মসূ০,৪।৪।২১] ইতি। নৈতদেবম্; "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যেবমাদিশ্রুতিশতৈরাত্মভেদপ্রতিষেধাৎ। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইতি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সহ ব্রহ্ম অশ্নুতে—সর্ব্বগুণান্বিতং ব্রহ্ম অশ্নুত ইত্যুক্তং ভবতি। অন্যথা, 'ব্রহ্মণা সহ' ইত্য-প্রাধান্যং (*) ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যেত। "জগদ্ব্যাপারবর্জম্" ইত্যত্র মুক্তস্য ভেদেনাবস্থানে সতি ঐশ্বর্য্যস্য ন্যূনতাপ্রসঙ্গো বক্ষ্যতে। অন্যথা "সম্পদ্যা-বির্ভাবঃ স্বেন, শব্দাৎ।" [ব্রহ্ম সূ০, ৪।৪।১] ইত্যাদিভির্ব্বিরোধাৎ। তস্মাদভেদ এব স্বাভাবিকঃ; ভেদস্তু জীবানাং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পরস্পরঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহোপাধিকৃতঃ।

যদ্যপি, ব্রহ্ম নিরবয়বং সর্ব্বগতঞ্চ, তথাপ্যাকাশ ইব ঘটাদিনা, বুদ্ধ্যা-দ্যুপাধিনা ব্রহ্মণ্যপি (†) ভেদঃ সম্ভবত্যেব। ন চ ভিন্নে ব্রহ্মণি বুদ্ধ্যাদ্যুপা-

---

থাকে। স্বয়ং সূত্রকারও বলিবেন যে, 'প্রকরণানুসারে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের জগৎ-রচনা ভিন্ন কার্য্যে ঈশ্বরতুল্য অধিকার হয়, বিশেষতঃ ঐ প্রকরণে জগৎ-রচনার প্রসঙ্গও নাই।' 'কেবল ভোগাংশেই ঈশ্বর-সাম্যের সূচনা বশতও [ঐরূপ জানা যায়]।' না—ইহা এরূপ নহে; অর্থাৎ উক্ত বাক্যসমূহের এইরূপ তাৎপর্য্য নহে; কেননা, 'ইহা ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই,' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি দ্বারা [ব্রহ্মের সহিত] আত্মার ভেদ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। আর "সোঽশ্নুতে" ইত্যাদির অর্থও এইরূপ যে, মুক্ত পুরুষ সমস্ত কাম বা ভোগ্যবিষয়ের সহিত ব্রহ্মকে ভোগ করেন। এই-রূপ অর্থ না করিয়া 'ব্রহ্মের সহিত [ভোগ করেন]' বলিলে ব্রহ্মের অপ্রাধান্য হইয়া পড়ে, [এবং কাম্যবিষয় সমূহেরই প্রাধান্য হইতে পারে!]। আর "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" সূত্রেও মুক্তপুরুষ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ভাবে অবস্থান করায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যেরই কেবল ন্যূনতা কথিত হইবে; নচেৎ 'মুক্ত-পুরুষের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে অধিকার জন্মে; ইহা তদ্বোধক শব্দ হইতেই জানা যায়।' ইত্যাদি সূত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব, [বুঝিতে হইবে,] অভেদই স্বভাবসিদ্ধ; আর পরব্রহ্ম হইতে যে, জীবগণের ভেদ, তাহা কেবল বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও দেহরূপ উপাধি দ্বারা সম্পাদিত হয় মাত্র। ব্রহ্ম যদিও নিরবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী, তথাপি ঘটাদি দ্বারা আকাশের যেমন ভেদ সম্ভাবিত হয়, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা ব্রহ্মেও সেইরূপ ভেদ নিশ্চয়ই সম্ভাবিত হয়। এখানে এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, ব্রহ্মের ভেদ সম্পন্ন হইলে পর হইবে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ, আবার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ হইলে হইবে ব্রহ্মভেদ; সুতরাং 'ইতরেতরাশ্রয়'

(*) 'অপ্রাধান্যক' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'ব্রহ্মণোঽপি' ইতি (গ) পাঠঃ।

ধিসংযোগঃ, বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মণি ভেদঃ, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্। উপাধেস্তৎসংযোগস্য (*) চ কর্ম্মকৃতত্বাৎ, তৎপ্রবাহস্য চানাদিত্বাৎ।

এতদুক্তং ভবতি—পূর্ব্বকর্ম্মসম্বন্ধাৎ জীবাৎ স্বসম্বদ্ধ এবোপাধিরুৎপদ্যতে; তদ্যুক্তাৎ কর্ম্ম; এবং বীজাঙ্কুরন্যায়েন কর্ম্মোপাধিসম্বন্ধস্য (†) অনাদিত্বাদদোষ ইতি। অতো জীবানাং পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদ এব স্বাভাবিকঃ, ভেদস্ত্বৌপাধিকঃ। উপাধীনাং পুনঃ পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদবৎ ভেদোঽপি স্বাভাবিকঃ (‡)। উপাধীনামুপাধ্যন্তরাভাবাৎ, তদভ্যুপগমেঽনবস্থানাচ্চ। অতো জীবকর্ম্মানুরূপং (§) ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নস্বভাবা এবোপাধয় উৎপদ্যন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

অত্রোচ্যতে—অদ্বিতীয়-সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মধ্যানবিষয়বিধিপরং বেদান্তবাক্য-

---

দোষ উপস্থিত হয়। 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষ না হইবার কারণ এই যে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও সেই উপাধির সহিত যে, ব্রহ্মের সংযোগ; এতদুভয়ই কর্ম্মকৃত বা কর্ম্মফল; সেই কর্ম্ম ও উপাধিসংযোগের প্রবাহ অনাদি-সিদ্ধ (‖)।

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, পূর্ব্বজন্মীয় শুভাশুভ কর্ম্মসম্বদ্ধ জীব হইতেই (বুদ্ধি প্রভৃতি) উপাধির উৎপত্তি হয়, এবং সেই উপাধিসম্বদ্ধ জীব হইতেই আবার শুভাশুভ কর্ম্ম সমুৎপন্ন হয়; এই ভাবে বীজাঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্ম ও উপাধি-সংযোগের অনাদিত্বনিবন্ধন [পূর্ব্বোক্ত 'ইতরেতরাশ্রয়'] দোষ হয় না। অতএব, জীবসমূহের যে, পরস্পর ভেদ এবং ব্রহ্ম হইতেও যে, জীবসমূহের ভেদ, ইহা উপাধিকৃত—স্বাভাবিক নহে। কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি সমূহেরও পরস্পরের সঙ্গে এবং ব্রহ্মের সঙ্গে ভেদ, অভেদ, উভয়ই আছে; তন্মধ্যে ভেদই উহাদের স্বাভাবিক, আর অভেদভাবটী ঔপাধিক বা কাল্পনিক। কারণ, উপাধি সমূহেরও ভেদক আর ত কোনও উপাধি নাই। পক্ষান্তরে, উপাধিরও অপর উপাধি কল্পনা করিলে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। অতএব, [বুঝিতে হইবে যে,] স্বকৃত কর্ম্মানুসারেই জীবের অনুরূপ উপাধিসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; সেই উপাধিসমূহ আবার ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে॥ ২৫ ॥

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের ধ্যান-

---

(*) তত্তৎসংযোগস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) কর্ম্মসম্বন্ধস্য' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) "ভেদস্ত্বৌপাধিকঃ" ইত্যাদিঃ "স্বাভাবিকঃ" ইত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(§) জীবকর্ম্মানুরূপাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‖) তাৎপর্য্য.—অভিপ্রায় এই যে, জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্মফলে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও তৎ-সংযোগের উৎপত্তি হয়, আবার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিযোগের পর শুভাশুভ কর্ম্মের অধিকার হয়, অথচ অগ্রে কর্ম্ম না থাকিলে উপাধি জন্মিতে পারে না, আবার অগ্রে বুদ্ধিরূপ উপাধি না জন্মিলেও বুদ্ধিসম্পাদ্য কর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে না; সুতরাং কর্ম্ম ও উপাধি-সংযোগের মধ্যে যদিও আপাতদৃষ্টিতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ সম্ভাবিত হয় সত্য; কিন্তু ঐ কর্ম্ম ও উপাধি-সংযোগ যখন অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—কে অগ্রে কে পশ্চাৎ, ইহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই, তখন এরূপ স্থলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইতে পারে না।

জাতমিতি বেদান্তবাক্যৈরভেদঃ প্রতীয়তে। ভেদাবলম্বিভিঃ কর্ম্মশাস্ত্রৈঃ প্রত্যক্ষাদিভিশ্চ ভেদঃ প্রতীয়তে। ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধাদনাদ্য-বিদ্যামূলতয়াপি ভেদপ্রতীত্যুপপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইত্যুক্তম্। তত্র(*) যদুক্তং—ভেদাভেদয়োরুভয়োরপি প্রতীতিসিদ্ধত্বাৎ ন বিরোধ ইতি; তদযুক্তম্; কস্মাচ্চিৎ কস্যচিৎ বিলক্ষণত্বং হি তস্মাৎ তস্য ভেদঃ, তদ্বিপরীতত্বং চাভেদঃ। তয়োঃ তথাভাবাতথাভাবরূপয়োরেকত্র সম্ভবমনুম্মত্তঃ কো ব্রবীতি। কারণাত্মনা জাত্যাত্মনা চাভেদঃ, কার্য্যাত্মনা ব্যক্ত্যাত্মনা চ ভেদঃ, ইতি আকার-ভেদাদবিরোধ ইতি চেৎ; ন, বিকল্পাসহত্বাৎ। আকারভেদাদ-বিরোধ ইতি বদতঃ (†) কিমেকস্মিন্নাকারে ভেদঃ, আকারান্তরে চাভেদ (‡) ইত্যভিপ্রায়ঃ? উত আকারদ্বয়যোগি-বস্তুগতাবুভাবপি? ইতি। পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে, ব্যক্তিগতো ভেদো জাতিগতশ্চাভেদ ইতি নৈকস্য দ্ব্যাত্মকতা। জাতি-র্ব্যক্তিরিতি চৈকমেব বস্তিতি চেৎ; তর্হি আকারভেদাদবিরোধঃ পরিত্যক্তঃ

বিধায়ক; সুতরাং সেই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যে [জীব-ব্রহ্মের] অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে; পক্ষান্তরে, ভেদসাপেক্ষ কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রসমূহ হইতেও আবার ভেদ-প্রতীতি হইতেছে; একত্র ভেদ ও অভেদে বিরোধ হয় বলিয়া—এবং অনাদি অবিদ্যামূলক বলিয়াও যখন ভেদ প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে; তখন অভেদ প্রতীতিই যে, পরমার্থ বা সত্য; এ কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এই পক্ষে যে, ভেদ ও অভেদের প্রতীতি-সিদ্ধত্ব-নিবন্ধন বিরোধ নাই, বলা হইয়াছে; তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না। কেন না; কোন এক পদার্থের যে, অপর পদার্থ হইতে বৈলক্ষণ্য, তাহাই তদুভয়ের ভেদ, আর তাহার বিপরীতভাবই অভেদ; সুতরাং পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন সেই ভেদাভেদের যে, একই স্থানে সম্ভাবনা, তাহা অনুন্মত্ত বা প্রকৃতিস্থ কোন্ লোক বলিতে পারে? যদি বল, কারণরূপে ও জাতিরূপে অভেদ, আর কার্য্য ও ব্যক্তিরূপে ভেদ; এই উভয়ভাবে একত্র ভেদাভেদে ত কোনই বিরোধ হইতে পারে না। না,—ইহাও বলা যাইতে পারে না; কারণ, ইহা বিচারসহ হয় না। জিজ্ঞাসা করি—আকারভেদে যিনি অবিরোধ বলিয়া থাকেন, তাহার এই কথার অভিপ্রায় কি?—এক আকারে (জাতিরূপে ও কারণাকারে) অভেদ, আর আকারান্তরে (কার্য্য ও ব্যক্তিরূপে) ভেদ? অথবা, ভেদাভেদ উভয়ই কি [জাতি-ব্যক্তি ও কার্য্যকারণ, এই] উভয়বিধ আকারবিশিষ্ট বস্তুগত? প্রথম পক্ষে যখন ব্যক্তিগত ভেদ ও জাতিগত অভেদ; তখন একের ত আর দ্বিরূপতা হইল না, [কারণ, জাতি ও ব্যক্তি এক পদার্থ নহে]। যদি বল, জাতি ও ব্যক্তি, একই পদার্থ (পৃথক্ নহে); তাহা হইলেও

(*) 'অত্র' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'অবিরোধং বদতঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(‡) 'বাভেদঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

স্যাৎ। একস্মিংশ্চ বিলক্ষণত্ব-তদ্বিপর্যয়ৌ বিরুদ্ধাবিত্যুক্তম্। দ্বিতীয়ে তু কল্পে, অন্যোন্যবিলক্ষণমাকারদ্বয়ম্, অপ্রতিপন্নঞ্চ তদাশ্রয়ভূতং বস্ত্বিতি। তৃতীয়াভ্যুপগমেঽপি (*) ত্রয়াণামন্যোন্যবৈলক্ষণ্যমেবোপপাদিতং স্যাৎ; ন পুনরভেদঃ। আকারদ্বয়নিরূপ্যমাণাবিরোধং (†) তদাশ্রয়ভুতে বস্তুনি ভিন্নাভিন্নত্বমিতি চেৎ; স্বস্মাদ্ বিলক্ষণং স্বাশ্রয়মাকারদ্বয়ং স্বস্মিন্ বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়-সমাবেশ-নির্ব্বাহকং কথং ভবেৎ? অবিলক্ষণং তু কথন্তরাম্? আকারদ্বয়-তদ্বতোশ্চ দ্ব্যাত্মকত্বাভ্যুপগমে নির্ব্বাহকান্তরাপেক্ষয়া অনবস্থানাৎ(‡)। ন চ সম্প্রতিপন্নৈক্য-ব্যক্তি-প্রতীতিবৎ সসামান্যেঽপি(§) বস্তুন্যেকরূপা প্রতীতি-রুপজায়তে। যতঃ(||) 'ইদমিত্থম্,' ইতি সর্ব্বত্র প্রকার-প্রকারিতয়ৈব সর্ব্বা প্রতীতিঃ। তত্র, প্রকারাংশো জাতিঃ, প্রকার্য্যংশো ব্যক্তিঃ, ইতি নৈকা-

'আকারভেদে অবিরোধ', কথাটা পরিত্যাগ করিতে হইল। কারণ, একই পদার্থে বৈলক্ষণ্য ও তদ্বিপর্য্যয় অর্থাৎ অবৈলক্ষণ্য যে, বিরুদ্ধ হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় কল্পেও (আকারদ্বয়বিশিষ্ট এক বস্তুগত, এই পক্ষেও , পরস্পর বিজাতীয় (পৃথক্ প্রতীতি-গম্য) [জাতি ও ব্যক্তিরূপ] দুইটী আকার ত উপলব্ধির বিষয় হয় না; অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তি যে, সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটী পদার্থ, ইহা ত অনুভব হয় না; [জাতি ও ব্যক্তির অতিরিক্ত তদাশ্রয়ীভূত যে, তৃতীয়ও কোন বস্তু প্রতীতি-সিদ্ধ নাই; ইহাও 'অপ্রতিপন্ন' কথা হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে]। আর জাতি ও ব্যক্তির আশ্রয়ীভূত তৃতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও [জাতি, ব্যক্তি ও তদাশ্রয় বস্তু, এই] তিনই যখন অন্যোন্যবিলক্ষণ, তখন উহাদের বৈলক্ষণ্যই প্রতিপাদিত হয়, কিন্তু অভেদ প্রতিপাদিত হয় না। আর আকারদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুতে আকারভেদে ভেদাভেদ সম্ভব হয়, বলিলেও বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ আকার-দ্বয় স্বীয় আশ্রয়ীভূত বস্তুতে কিরূপেইবা ভেদাভেদরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ সম্পাদনে সমর্থ হইবে? আর অবিলক্ষণ হইলে অর্থাৎ উক্ত তিনই একরূপ হইলে ত কোনরূপেই উহা হইতে পারে না। অথচ আকারদ্বয় ও তদাশ্রয়, এতদুভয়ের দ্বিরূপতা (বৈলক্ষণ্য) স্বীকার করিলে সেই বৈলক্ষণ্য-নির্ব্বাহের জন্য অপর একটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; তাহারও বৈলক্ষণ্য-নির্ব্বাহের জন্য অপর একটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইতে পারে। আর যাহার একত্ব পক্ষে কোন বিসংবাদ নাই, সেই ব্যক্তিরূপেও (একটী বস্তুতেও) একত্ব প্রতীতি হয় না; কেন না, সর্ব্বত্রই 'ইহা এইপ্রকার', এইরূপে প্রকার-প্রকারিভাবেই অর্থাৎ সামান্য-বিশেষভাবে বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেই সমস্ত প্রতীতি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 'প্রকার' অংশটী জাতি, আর

(*) ত্রিতয়াভ্যুপগমেঽপি' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।　(†) নিরূপ্যমাণা' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) অনবস্থা স্যাৎ' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।　(§) তত্তৎসামান্যেঽপি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(||) যতঃ' ইতি (গ) পুস্তকে নাস্তি।

কারতা-(*) প্রতীতিঃ। অতএব জীবস্যাপি ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নত্বং ন সম্ভবতি। তস্মাদভেদস্যানন্যথাসিদ্ধ-শাস্ত্রমূলত্বাদনাদ্যবিদ্যামূল এব ভেদ-প্রত্যয়ঃ॥ ২৬ ॥

নন্বেবং ব্রহ্মণ এবাজ্ঞত্বাৎ তন্মূলাশ্চ জন্ম-জরা মরণাদয়ো দোষাঃ প্রাদুঃষ্যুঃ। ততশ্চ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।" [মুণ্ড০ ১।১।৯]। "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা", [ছান্দো০,৮।১।৫] ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণি বাধ্যেরন্। নৈবম্; অজ্ঞত্বাদিদোষাণামপরমার্থত্বাৎ। ভবতস্তূপাধি-ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্ত্বন্তর-মনভ্যুপগচ্ছতো ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গঃ, তৎকৃতাশ্চ জীবত্বাজ্ঞত্বাদয়ো দোষাঃ পরমার্থত এব (†) ভবেয়ুঃ। ন হি ব্রহ্মণি নিরবয়বেঽচ্ছেদ্যে সম্বধ্যমানা উপাধয়স্তচ্ছিত্ত্বা ভিত্ত্বা বা সম্বধ্যন্তে, অপি তু—ব্রহ্মস্বরূপে সংযুজ্য তস্মিন্নেব স্বকার্য্যাণি কুর্ব্বন্তি॥ ২৭ ॥

যদি মন্বীত - উপাধ্যুপহিতং ব্রহ্ম জীবঃ, স চাণুপরিমাণঃ। অণুত্বঞ্চ

'প্রকারী' অংশটী ব্যক্তি; সুতরাং কুত্রাপি একাকারতার প্রতীতি হয় না। এই কারণেই (এক বস্তুতে ভেদাভেদের বিরোধ বশতই) জীবেরও ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদভাব সম্ভবপর হয় না। অতএব, এই অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের অন্যথা অর্থাৎ প্রকারান্তরে সঙ্গতি করিতে পারা যায় না বলিয়াই এই ভেদ-প্রত্যয়কেই অনাদি অবিদ্যামূলক বলিতে হইবে॥ ২৬॥

ভাল, জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নভাবই পরমার্থ সত্য হইলে ব্রহ্মকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিতে হয়, আজ্ঞানাশ্রয়ত্ব বা অজ্ঞত্ব নিবন্ধন জীবের ন্যায় ব্রহ্মেও অজ্ঞানমূলক জন্ম-মরণাদি দোষ রাশি প্রাদুর্ভূত হইতে পারে? ব্রহ্মেও জন্ম-মরণাদি দোষ সম্বন্ধ হইলে 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় জানেন।' 'এই আত্মা নিষ্পাপ।' ইত্যাদি শ্রুতিশাস্ত্র বাধিত হইয়া পড়ে। না—অজ্ঞত্বাদি দোষ যখন পারমার্থিক বা সত্য নহে, তখন ব্রহ্মে উক্ত দোষের সম্ভাবনাই হইতে পারে না; বরং তুমি যখন উপাধি ও ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব অঙ্গীকার কর না; তখন তোমার মতেই ব্রহ্মে উপাধি সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং সেই উপাধি-কৃত জীবত্ব, অজ্ঞত্ব প্রভৃতি দোষ রাশিও পরমার্থ-সত্যরূপেই ব্রহ্মে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। কেন না, নিরবয়ব ও অচ্ছেদ্য ব্রহ্মে সংসৃষ্ট উপাধি সমূহ যে, ব্রহ্মকে ছেদন ভেদন করিয়া তাহাতে সম্বদ্ধ হয়, তাহা নহে; পরন্তু ব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়া সেই ব্রহ্মের উপরেই নিজ নিজ কার্য্য সমুৎপাদন করে মাত্র॥ ২৭॥

আর যদি মনে কর, উপাধি-উপহিত অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মই জীবসংজ্ঞা লাভ করেন; জীবের অবচ্ছেদক বা উপাধিস্বরূপ মনের পরিমাণ—অণু; এই কারণে

(*) 'নৈকাকারা' ইতি (খ) পাঠঃ।   (†) 'পরমার্থতয়ৈব' ইতি (খ) পাঠঃ।

অবচ্ছেদকস্য মনসোঽণুত্বাৎ। স চাবচ্ছেদঃ (*) অনাদিঃ। এবমুপাধ্যুপহিতে দেশে (†) সম্বধ্যমানা দোষা অনুপহিতে পরে ব্রহ্মণি ন সম্বধ্যন্ত-ইতি। অয়ং (‡) প্রষ্টব্যঃ—কিমুপাধিনা ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডোঽণুরূপো জীবঃ? উত অচ্ছিন্ন এবাণুরূপোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ? উত উপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্? অথ উপাধিসংযুক্তং চেতনান্তরম্? অথ "উপাধিরেব?" ইতি।(।) অচ্ছেদ্যত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রথমঃ কল্পো ন কল্পতে; আদিমত্ত্বঞ্চ জীবস্য স্যাৎ। একস্য সতো দ্বৈধীকরণং হি ছেদনম্। দ্বিতীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মণ এব প্রদেশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধাদৌপাধিকাঃ সর্ব্বে দোষা-স্তস্যৈব (§) স্যুঃ। উপাধৌ গচ্ছত্যুপাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগা-দনুক্ষণমুপাধিসংযুক্ত-ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ-মোক্ষৌ

তদুপহিত জীবও অণুপরিমাণ। সেই অবচ্ছেদ বা উপাধিসম্বন্ধও অনাদি। এই প্রণালী অনুসারে [বুঝা যায় যে,] উপাধিবিশিষ্ট দেশে (জীবে) যে সকল দোষ সমুৎপন্ন হয়, অনুপহিত (উপাধিসম্বন্ধরহিত) পরব্রহ্মে সে সকল দোষ কখনই সম্বদ্ধ হয় না বা হইতে পারে না। (||) এখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, অণুপরিমাণ জীব কি উপাধিপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাংশ? অথবা [উপাধি দ্বারা] অনবচ্ছিন্ন অথচ অণুপরিমাণ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মেরই প্রদেশবিশেষ? কিংবা উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ? অথবা উপাধিসংযুক্ত অপর একটী চেতন? কিংবা উপাধিই? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটী সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য [সুতরাং উপাধি দ্বারা ছিন্ন হইতে পারেন না।] বিশেষতঃ এ পক্ষে জীবের আদিমত্ত্ব বা জন্যত্বও হইতে পারে! কারণ, একটা পদার্থের যে দ্বিধা করণ বা পার্থক্যসাধন, তাহারই নামছেদন। দ্বিতীয় পক্ষে ব্রহ্মেরই অংশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধ হওয়ায় ফলতঃ উপাধিকৃত দোষসমূহ তাঁহারই (ব্রহ্মেরই) সম্ভাবিত হয়। বিশেষতঃ উপাধি যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, তখন সেই উপাধিটী কখনই স্বসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশকেও সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না, তাহার প্রতিনিয়তই ব্রহ্মপ্রদেশের সহিত বিচ্ছেদ হইতেছে; এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে উপাধি-বিগম হওয়ায় সেই সকল ক্ষণে জীবের বন্ধ ও মোক্ষ হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, অংশবিশেষের সহিত উপাধি-সংযোগই

(*) অবচ্ছেদকঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) উপহিতেঽংশে' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) ইহায়ং' ইতি (খ) পাঠঃ। (§) একত্রৈব' ইতি (গ) পাঠঃ।

(||) তাৎপর্য্য,—অভিপ্রায় এই যে, অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মই অণুপরিমাণ (অতিসূক্ষ্ম) মনরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া 'জীব' সংজ্ঞা লাভ করেন। অবচ্ছেদক মন যখন অণুপরিমাণ, তখন তদবচ্ছিন্ন জীবও অণুপরিমাণ। ব্রহ্মের এই অবচ্ছিন্ন জীব ভিন্ন অনবচ্ছিন্ন অংশও আছে; তাহাই 'পরব্রহ্ম' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। উপাধি সম্বন্ধ বশতঃ যে কোন দোষ সম্ভাবিত হয়, তৎসমস্ত সেই উপহিত অংশ—জীবেই প্রাদুর্ভূত হয়; কিন্তু অনুপহিত অখণ্ড পরব্রহ্মে আর সেই সমস্ত দোষ সংশ্লিষ্ট হয় না। সুতরাং জীবগত অজ্ঞত্বাদি দোষে ব্রহ্মের সম্বন্ধ

স্যাতাম্। আকর্ষণে চাচ্ছিন্নত্বাৎ কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণ আকর্ষণং স্যাৎ। নিরংশস্য ব্যাপিন আকর্ষণং ন সম্ভবতীতি চেৎ; তর্হি উপাধিরেব গচ্ছতীতি পূর্ব্বোক্ত এব দোষঃ স্যাৎ। অচ্ছিন্নব্রহ্মপ্রদেশেষু সর্ব্বোপাধিসংসর্গে সর্ব্বেষাঞ্চ জীবানাং ব্রহ্মণ এব প্রদেশত্বেন অভেদ-প্রতিসন্ধানং (*) স্যাৎ। প্রদেশভেদাদপ্রতিসন্ধানে চৈকস্যাপি স্বোপাধৌ গচ্ছতি সতি প্রতিসন্ধানং ন স্যাৎ। তৃতীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মস্বরূপস্যৈবোপাধিসম্বন্ধেন জীবত্বাপাতাৎ তদতিরিক্তানুপহিতব্রহ্মাসিদ্ধিঃ স্যাৎ; সর্ব্বেষু চ দেহেম্বেক এব জীবঃ স্যাৎ। তুরীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মণোঽন্য এব জীবঃ, ইতি জীবভেদস্যৌপাধিকত্বং পরিত্যক্তং স্যাৎ। চরমে চার্ব্বাকপক্ষ এব পরিগৃহীতঃ স্যাৎ। তস্মাদভেদ-

বন্ধ, আর সেই উপাধির বিগমই মোক্ষ; এইরূপই যখন বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা, তখন পরিচ্ছিন্ন মনরূপ উপাধিটী ব্রহ্মের যখন যে প্রদেশে সংযুক্ত হইবে, তখন সেই অংশে বন্ধ উপস্থিত হইবে, পূর্ব্বসংযুক্ত অপরাপর অংশগুলি বিমুক্ত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড পদার্থ, উপাধি-দ্বারা তাহার আকর্ষণ স্বীকার করিলে অখণ্ড সমস্ত ব্রহ্মেরই আকর্ষণ হইতে পারে। যদি বল, নিরংশ ব্যাপক পদার্থের আকর্ষণই অসম্ভব; তাহা হইলে ত সেই পূর্ব্বোক্ত দোষই (প্রতিক্ষণে বন্ধ-মোক্ষ-সম্ভাবনাই) উপস্থিত হইয়া পড়ে। উপাধি দ্বারা অচ্ছিন্ন অর্থাৎ পৃথক্ কৃত নহে, এমন ব্রহ্মপ্রদেশে যখন সমস্ত উপাধিরই সম্বন্ধ হইতে পারে, অথচ সমস্ত জীবই যখন এক ব্রহ্মেরই প্রদেশ বিশেষ, তখন সমস্ত জীবেরই পরস্পর অভিন্ন প্রতীতি হইতে পারে? অর্থাৎ একই জ্ঞান সকলের হৃদয়েই সমানভাবে স্থান পাইতে পারে। আর জীব যদি ব্রহ্মের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশ-স্বরূপ হয়, এবং তন্নিমিত্তই যদি একের জ্ঞানে সকলের জ্ঞান না হয়, তাহা হইলেও স্ব-স্ব উপাধি যখন প্রদেশান্তর সম্বদ্ধ হয়, তখন একই ব্যক্তির পূর্ব্বাপর জ্ঞানের স্মৃতি না হইতে পারে? (‡)। আর তৃতীয় পক্ষেও উপাধি-সম্বন্ধ বশতঃ স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই যখন জীবত্ব উপস্থিত হয়; তখন জীবাতিরিক্ত অনুপহিত ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অভাব হইয়া পড়ে! এবং সর্ব্বদেহে একই জীব কল্পিত হইতে পারে? চতুর্থ কল্পেও জীব যখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ই হইল, তখন পূর্ব্বকল্পিত জীব-ভেদের ঔপাধিকত্ব-সিদ্ধান্তটী পরিত্যাগ করিতে হয়। আর সর্ব্বশেষ পক্ষটী স্বীকার করিলে ত চার্ব্বাকের

(*) 'তত্রৈব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) একত্ব-প্রতিসন্ধানম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—ভিন্ন ভিন্ন জীব ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশাত্মক, এই কারণে যদি একের জ্ঞানে অপরের জ্ঞান না হয়; তাহা হইলে একই জীবের উপাধি যখন ব্রহ্মের পূর্ব্বপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া অপর প্রদেশে সংযুক্ত হইল, তখনও ত ব্রহ্ম-প্রদেশ এক রহিল না—ভিন্ন হইয়া গেল; সুতরাং সে অবস্থায় পূর্ব্বভাব মনে করা অসম্ভব হইয়া উঠে; কারণ, তখনও অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধক প্রদেশ-ভেদ কারণটী বিদ্যমানই রহিয়াছে। অতএব, প্রদেশ ভেদকে অভেদ প্রতিসন্ধানের বাধক বলা যায় না।

শাস্ত্রবলেন কৃৎস্নস্য ভেদস্যাবিদ্যামূলত্বমেবাভ্যুপগন্তব্যম্। অতঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনপরতয়ৈব শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যেঽপি ধ্যানবিধি-শেষতয়া বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্যমুপপন্নমিতি ॥২৮॥

তদপ্যযুক্তম্ ;—ধ্যানবিধিশেষত্বেঽপি বেদান্তবাক্যানামর্থ-সত্যত্বে প্রামাণ্যাযোগাৎ। এতদুক্তং ভবতি,—ব্রহ্মস্বরূপগোচরাণি বাক্যানি কিং ধ্যানবিধিনৈকবাক্যতামাপন্নানি ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্যং প্রতিপদ্যন্তে? উত স্বতন্ত্রাণ্যেব? একবাক্যত্বে ধ্যানবিধিপরত্বেন ব্রহ্মস্বরূপে তাৎপর্য্যং ন সম্ভবতি। ভিন্নবাক্যত্বে প্রবৃত্তি-নির্বৃত্তিরূপপ্রয়োজন-বিরহাদনববোধকত্বমেব। ন চ বাচ্যম্,—ধ্যানং নাম স্মৃতিসন্ততিরূপম্; তচ্চ স্মর্ত্তব্যৈকনিরূপণীয়মিতি। ধ্যানবিধেঃ স্মর্ত্তব্যবিশেষাকাঙ্ক্ষায়াম্—"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সর্ব্বানুভূতিঃ (*)", "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", [তৈত্তি০ আন০, ১।]

পক্ষই স্বীকার করা হয় (†)। অতএব অভেদবোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্যবলে জীব-ভেদকে অবিদ্যা-মূলক বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। অতএব, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন-প্রকাশক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও ধ্যান-বিধির অঙ্গরূপে ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণেও বেদান্ত-বাক্যসমূহের প্রামাণ্য সুসঙ্গতই হইতে পারে ॥ ২৮ ॥

এ সিদ্ধান্তও যুক্তি-যুক্ত হয় না ; কেন না, ধ্যান-বিধির শেষ বা অঙ্গ হইলেও বেদান্ত-বাক্য-সকল যে সত্য অর্থের প্রকাশক, এবিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম-স্বরূপ-বোধক বেদান্ত-বাক্যসকল কি ধ্যান-বিধির সহিত একবাক্যতা (এক বিষয়ে তাৎপর্য্যশালিতা) প্রাপ্ত হইয়াই ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকাশনে প্রামাণ্য লাভ করে? অথবা স্বতন্ত্রভাবে? একবাক্যতা পক্ষে ঐ বাক্যসমূহ যখন ধ্যান বিধির শেষ বা অঙ্গমাত্র, তখন ব্রহ্ম-স্বরূপ-জ্ঞাপনে উহাদের তাৎপর্য্য সম্ভবপর হয় না ; আর ভিন্নবাক্যতা পক্ষেও ঐ সকল বাক্য যখন প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন-রহিত, তখন নিশ্চই সত্যার্থ-বোধক নহে. এ কথাও বলিতে পার না যে, স্মৃতি-ধারার নাম হইল ধ্যান ; সেই ধ্যানের নিরূপণ কেবল স্মর্ত্তব্য বিষয়মাত্র-সাপেক্ষ ; সেই ধ্যান-বিধিরই অপেক্ষিত বিশেষ বিশেষ স্মর্ত্তব্য বিষয়ের নিরূপণের ইচ্ছায়—'এই দৃশ্যমান যে কিছু পদার্থ, সমস্তই এই আত্মস্বরূপ।' 'এই আত্মাই সর্ব্বানুভাবক ব্রহ্মস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত (অসীম)।'

(*) সর্ব্বানুভূঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শেষ কল্পে জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, যে, 'উপাধি মনই কি জীব?' এখন কথা হইতেছে যে, যদি উপাধিভূত মনকেই 'জীব' বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাক-মতের সঙ্গে এই মতের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না ; কারণ, চার্ব্বাকও বলেন দেহাদির অতিরিক্ত 'জীব' নামক কোন চেতন পদার্থ নাই, পরন্তু ঐ দেহাদিই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। "ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥" অর্থাৎ স্বর্গ নাই, মোক্ষ নাই, এবং পারলৌকিক (পরলোকগামী) [দেহাতিরিক্ত] আত্মাও নাই। দেহ ভস্মীভূত (বিনষ্ট) হইলে তাহার আর পুনর্ব্বার আগমন হইবে কোথা হইতে বা কি প্রকারে? ইত্যাদি বাক্যে চার্ব্বাকের নিজ মত পরিব্যক্ত হইয়াছে।

ইত্যাদীনি স্বরূপ-তদ্বিশেষাদীনি সমর্পয়ন্তি। তেনৈকবাক্যতামাপন্নান্যর্থ-সদ্ভাবে (*) প্রমাণম্, ইতি ধ্যানবিধেঃ স্মর্তব্যবিশেষাপেক্ষত্বেঽপি "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত [ছান্দো০ ৭।১।৫।] (†) ইত্যাদি-দৃষ্টিবিধিবৎ অসত্যেনাপ্যর্থবিশেষেণ ধ্যাননির্ব্বৃত্ত্যুপপত্তের্ধ্যেয়সত্যত্বানপেক্ষণাৎ। অতো বেদান্তবাক্যানাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপ্রয়োজনবিধুরত্বাৎ ধ্যানবিধিশেষত্বেঽপি (‡) ধ্যেয়-বিশেষ-স্বরূপসমর্পণমাত্রপর্য্যবসানাৎ, স্বাতন্ত্র্যেঽপি বালাতুরাদ্যুপচ্ছন্দন-বাক্যবৎ জ্ঞানমাত্রেণৈব পুরুষার্থপর্যন্ততাসিদ্ধেশ্চ পরিনিষ্পন্নবস্তু-সত্যতা-গোচরত্বাভাবাৎ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ন সম্ভবতীতি প্রাপ্তম্ ॥২৯॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

তত্র প্রতিপদ্যতে—"তত্তু সমন্বয়াৎ" ইতি। সমন্বয়ঃ—সম্যক্ অন্বয়ঃ, পুরুষার্থতয়া অন্বয় ইত্যর্থঃ। পরমপুরুষার্থভূতস্য অনবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽভিধেয়তয়ান্বয়াৎ তৎ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং সিধ্যত্যে-

---

ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যসমূহ যখন ব্রহ্মের স্বরূপ ও তদ্গত বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহ প্রকাশ করিরতেছে, তখন সেই ধ্যান-বিধির সহিত একবাক্যতালাভ করিয়া প্রতিপাদ্য অর্থের সত্যতা বিষয়ে প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে? তাহা হইলেও মনেতে ব্রহ্মদৃষ্টি বিধায়ক 'মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে।' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় অসত্য বাক্যার্থ দ্বারাও যখন ধ্যান-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে; তখন ধ্যান-কার্য্যে ধ্যেয় পদার্থের কিছুমাত্রও সত্যতার অপেক্ষা করে না। অতএব, বেদান্ত-বাক্য সমূহ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনবাহিত্য বশতঃ ধ্যান-বিধির অধীন হইলেও যেহেতু কেবল ধ্যেয়-পদার্থের স্বরূপ প্রকাশনেই পর্য্যবসিত, আর স্বাতন্ত্র্য বা ধ্যান-বিধির অনধীনতা পক্ষেও বালক ও রোগার্ত্ত ব্যক্তির পরিসান্ত্বনা-বাক্যের ন্যায় যেহেতু কেবল বাক্যার্থ-বোধেই পুরুষের প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে; অতএব, পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃ সিদ্ধ) বস্তুর সত্যতা বোধনে শাস্ত্রের সামর্থ্য নাই; সুতরাং ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকতা (বেদান্ত-প্রতিপাদ্যতা) সম্ভবপর হইতে পারে না; ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল ॥ ২৯ ॥

তদুত্তরে 'তত্তু সমন্বয়াৎ,' এই সিদ্ধান্ত-সূত্রের অবতারণা করা হইল। 'সমন্বয়' অর্থ—সম্যক্‌রূপে অন্বয়, অর্থাৎ যথোপযুক্তরূপে পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধ। যাঁহার অবধি এবং (সীমা) নাই এবং যদপেক্ষা অতিশয়ও (মহত্ত্ব) নাই; তাদৃশ ব্রহ্মই পরম-পুরুষার্থরূপে সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ। অতএব, ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকতা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয়। সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বাতিশয়

সূত্র-সিদ্ধান্ত।

(*) অর্থসত্যত্বে মিথ্যাত্বেঽপ্যুদাসীনত্বমাত্রপদার্থসদ্ভাবঃ' ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে (গ) পুস্তকে।

(†) নাম ব্রহ্মেতি (গ, ঘ) পাঠঃ।　　(‡) বিশেষত্বেঽপীতি (গ) পাঠঃ।

বেত্যর্থঃ। নিরস্তনিখিলদোষ-নিরতিশয়ানন্দস্বরূপতয়া পরমপ্রাপ্যং ব্রহ্ম বোধয়ন্ বেদান্তবাক্যগণঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপরতা বিরহাৎ ন প্রয়োজনপর্য্যবসায়ীতি ব্রুবাণো রাজকুলবাসিনঃ পুরুষস্য কৌলেয়ক-(*) কুলাননুপ্রবেশেন প্রয়োজনশূন্যতাং ব্রূতে। এতদুক্তং ভবতি —অনাদিকর্ম্মরূপাবিদ্যাবেষ্টন-তিরোহিত-পরাবরতত্ত্বযাথাত্ম্য-স্বস্বরূপাববোধানাং (†) দেবাসুর-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-বিদ্যাধর-কিন্নর-কিম্পুরুষ-যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজ-পশু-শকুনি-সরীসৃপ-বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-দূর্ব্বাদীনাং স্ত্রী-পুং-নপুংসকভেদভিন্নানাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং (‡) ব্যবস্থিত-ধারক-পোষক-ভোগ্যবিশেষাণাং মুক্তানাং স্বস্য চাবিশেষেণানুভবসম্ভবে স্বরূপগুণবিভব-চেষ্টিতৈঃ অনবধিকাতিশয়ানন্দজনকং পরং ব্রহ্মাস্তি, ইতি বোধয়দেব বাক্যং প্রয়োজনপর্য্যবসায়ি। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিনিষ্ঠন্তু যাবৎ পুরুষার্থানন্বয়বোধং, ন প্রয়োজনপর্য্যবসায়ি ॥৩০॥

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মবোধক বেদান্ত-বাক্য সমূহকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বোধক নয় বলিয়া যে, প্রয়োজনহীন বা নিবর্থক বলা, তাহা ঠিক রাজকুলবাসী পুরুষের ম্লেচ্ছ-গৃহে অগমনে যেমন নিষ্প্রয়োজনতা, তাহারই অনুরূপ। এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত কর্ম্মরূপ অবিদ্যাময় আবরণ দ্বারা যাহাদের পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের যথার্থ ভাব এবং নিজেরও প্রত্যক্-স্বরূপতা-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া রহিয়াছে, যাহাদের দেহধারণ ও পোষণোপযোগী ভোগ্য বিষয় সমূহ সুব্যবস্থিত আছে, এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক-ভেদে বিভিন্নপ্রকার দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ [গন্ধর্ব্বাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই দেবযোনি-বিশেষ], মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ (সর্পাদি), বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ও দূর্ব্বাপ্রভৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ—জীবসমূহ, মুক্ত-পুরুষ এবং নিজেরও যখন তুল্যরূপ অনুভব করিবার যোগ্যতা আছে; তখন যাহার স্বীয় রূপ, গুণ, বিভব (ঐশ্বর্য্য) ও চেষ্টা বা ক্রিয়ার অবধি নাই, এবং যদপেক্ষা অধিক নাই; তাদৃশ আনন্দজনক ব্রহ্মের সদ্ভাবপ্রতিপাদক বেদান্ত-বাক্য নিশ্চয়ই প্রয়োজন-পর্য্যবসায়ী অর্থাৎ সপ্রয়োজন বা সার্থক হইবে। কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবোধক বাক্য পুরুষের পরিমিত অভীষ্ট প্রতিপাদক হইলেও প্রকৃত প্রয়োজন-(আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি-) সাধনে কখনই সমর্থ হয় না (§) ॥ ৩০ ॥

(*) 'কৌলেয় কুলাপ্রবেশেন' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) স্বরূপাববোধকানামিতি (ক, গ) পাঠঃ।

(‡) ব্যবস্থিতেতি (খ) পাঠঃ। (চ) 'পরং ব্রহ্ম' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—রাজকুলবাসী পুরুষ যেমন ম্লেচ্ছগৃহে গমন করে না, কারণ, সেখানে তাহার এমন কোন অভীষ্ট বস্তু নাই, যাহা রাজগৃহেই না—ম্লেচ্ছগৃহে পাওয়া যায়, বরং রাজ ভবনেই এরূপ বিস্তর বস্তু থাকে, যাহা ম্লেচ্ছভবনে দুর্লভ। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিময় কর্ম্মকাণ্ডে যে সমস্ত পুরুষার্থ প্রাপ্য বলিয়া বর্ণিত আছে, তৎ সমস্ত বিষয় পুরুষার্থ হইলেও পরম পুরুষার্থ নহে; পরন্তু নিত্যনির্দ্দোষ ও নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ংই পরম

এবম্ভূতং ব্রহ্ম কথং প্রাপ্যতে, ইত্যপেক্ষায়াম্—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" [তৈত্তি০, আন০ ১] "আত্মানমেব লোকমুপাসীত।" [বৃহদা০ ৩।৪।১৫] ইতি বেদনাদিশব্দৈরুপাসনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বিধীয়তে। যথা—'স্ববেশ্মনি (*) নিধিরস্তি', ইতি বাক্যেন নিধিসদ্ভাবং জ্ঞাত্বা তৃপ্তঃ সন্ পশ্চাত্তদুপাদানে চ প্রযততে। যথা চ—কশ্চিৎ রাজকুমারো বালক্রীড়াসক্তো নরেন্দ্রভবনাৎ নিষ্ক্রান্তো মার্গাদ্ ভ্রষ্টো (†) নষ্ট ইতি রাজ্ঞা বিজ্ঞাতঃ স্বয়ঞ্চাজ্ঞাতপিতৃকঃ কেনচিৎ দ্বিজবর্য্যেণ বর্দ্ধিতোঽধিগতবেদশাস্ত্রার্থঃ (‡) ষোড়শবর্ষঃ সর্ব্বকল্যাণগুণাকরস্তিষ্ঠন্, 'পিতা তে সর্ব্বলোকাধিপতির্গাম্ভীর্য্যৌদার্য্য-বাৎসল্য-সৌশীল্য-শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রমাদি-(§) গুণগণসম্পন্নঃ ত্বামেব নষ্টং পুত্রং দিদৃক্ষুঃ পুরবরে তিষ্ঠতি'; ইতি কেনচিদভিযুক্ততমেন প্রযুক্তং বাক্যং শৃণোতি চেৎ; তদানীমেব 'অহং তাবৎ জীবতঃ পুত্রঃ, মৎপিতা চ সর্ব্ব-

---

পূর্ব্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই আকাঙ্ক্ষায় 'ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।' 'আত্মাকেই 'প্রাপ্য বা দ্রষ্টব্য' রূপে উপাসনা করিবে।' ইত্যাদি বাক্যে 'বেদন' প্রভৃতি শব্দে উপাসনাই আত্ম-লাভের উপায়রূপে বিহিত হইয়াছে। যেমন কোন লোক নিজ-গৃহে গুপ্ত ধন আছে, জানিতে পারিয়া পরিতুষ্ট হইয়া পশ্চাৎ সেই গুপ্তধন উদ্ধারে সচেষ্ট হয়; অথবা, যেমন কোন এক জন রাজকুমার শৈশবসুলভ ক্রীড়াপ্রসঙ্গে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিভ্রষ্ট হওয়ায় হারাইয়া গেল। রাজা (কুমারের পিতা) পুত্রকে জানিতেন বটে, পুত্র কিন্তু পিতার নামাদি জানিত না; এমত অবস্থায় কোন একজন ব্রাহ্মণের যত্নে সেই রাজকুমার পরিবর্দ্ধিত ও বেদশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া ষোড়শবর্ষবয়সে সমস্ত উৎকৃষ্টগুণে বিভূষিত হইলেন, এমন সময় সে যদি কোন অভিজ্ঞ লোকের নিকট শ্রবণ করিতে পারে যে, 'সর্ব্বলোকাধিপতি এবং গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, বাৎসল্য, সৎস্বভাব, শৌর্য্য, বীর্য ও পরাক্রমাদিগুণ সম্পন্ন তোমার পিতা হারান পুত্র তোমাকেই দর্শন করিবার অভিলাষে রাজভবনে অবস্থান করিতেছেন।' তাহা হইলে সেই

পুরুষার্থ; এবং সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই সমন্বয়ে তাঁহাকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন; সেই নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দলাভই জীবনিচয়ের একমাত্র প্রয়োজন; সুতরাং বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বোধক না হইলেও নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক হইতে পারে না; পরন্তু, সর্ব্বপ্রয়োজনের সারভূত ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে।

বিশেষতঃ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি প্রকাশনই শাস্ত্রের সফলতা বা সপ্রয়োজনতার কারণ নহে; পরন্তু, সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ-প্রতিপাদনই শাস্ত্রের সফলতার একমাত্র কারণ। বেদান্ত-শাস্ত্র যখন নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মকে পুরুষার্থরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন; তখন তাহার নিরর্থকত্ব-শঙ্কা কখনই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

(*) 'তব বেশ্মনি' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) 'দুর্গাৎ ভ্রষ্ট' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) অধিগতঃবেদশাস্ত্রঃ' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ।　　(§) 'ধৈর্য্যপরাক্রমাদীতি (খ) পাঠঃ

সম্পৎসমৃদ্ধঃ,' ইতি নিরতিশয়-হর্ষসমন্বিতো ভবতি। রাজা চ স্বপুত্রং জীবন্তমরোগমতিমনোহরদর্শনং বিদিতসকলবেদ্যং শ্রুত্বা অবাপ্তসমস্তপুরুষার্থো ভবতি; পশ্চাৎ তদুপাদানে চ প্রযততে। পশ্চাৎ তাবুভৌ (*) সঙ্গচ্ছেতে চেতি ॥ ৩১ ॥

যৎ পুনঃ, পরিনিষ্পন্নবস্তু-গোচরস্য বাক্যস্য তজ্জ্ঞানমাত্রেণাপি পুরুষার্থ-পর্য্যবসানাৎ বালাতুরাদ্যুপচ্ছন্দনবাক্যবৎ নার্থসদ্ভাবে প্রামাণ্যমিতি। তদসৎ;—অর্থসদ্ভাবাভাবে নিশ্চিতে জ্ঞাতোঽপ্যর্থঃ পুরুষার্থায় ন ভবতি। বালাতুরাদীনামপ্যর্থসদ্ভাবভ্রান্ত্যৈব (†) হর্ষাদ্যুৎপত্তিঃ। তেষামেব তস্মিন্নপি (‡) জ্ঞানে বিদ্যমানে যদ্যর্থাভাবনিশ্চয়ো জায়েত; ততস্তদানীমেব হর্ষাদয়ো নিবর্ত্তেরন্। ঔপনিষদেষ্বপি বাক্যেষু ব্রহ্মাস্তিত্ব-তাৎপর্য্যাভাবনিশ্চয়ে

কুমার যেরূপ তৎক্ষণাৎ 'আমার পিতা জীবিত আছেন, এবং তিনি সর্ব্বসম্পদে ধনী।' এই মনে করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হন, রাজাও পুত্রকে জীবিত, নীরোগ, অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ও সকল শাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রবণে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ হন। পরে সেই পুত্রের আনয়নেও যত্নপর হন; এবং শেষে তাহারা উভয়ে (পিতা-পুত্রে) একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকেন। [ব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্বন্ধে উপদেশও ঠিক তদ্রূপ] ॥ ৩১ ॥

আরও যে বলা হইয়াছে, স্বতঃসিদ্ধ বস্তুবোধক বাক্যের বাক্যার্থপ্রতীতিই কেবল পুরুষার্থে পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ শ্রোতা ঐরূপ বাক্য হইতে একটা অর্থ প্রতীতি করিয়াই পরিতুষ্ট হয় মাত্র, আর কিছু প্রাপ্তব্য বা কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করে না। অতএব, বালক ও রোগার্ত্ত ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্য কথিত বাক্যের ন্যায় ঐ সকল বাক্যেরও তদ্বোধিত অর্থের সদ্ভাবে (অস্তিত্বে) কিছুমাত্র প্রামাণ্য নাই; অর্থাৎ ঐ জাতীয় বাক্যাবগত অর্থ যে, সত্য সত্যই থাকিবে, তাহা নহে। এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, সেই বাক্যাবগত অর্থ সত্য নহে, ইহা যদি নিশ্চিত জানা যায়; তাহা হইলে সেই বিজ্ঞাত অর্থ কখনই পুরুষার্থের (হর্ষাদি প্রয়োজনের) নিমিত্ত হইতে পারে না। আর বালক ও আতুর প্রভৃতির যে, [ঐরূপ বাক্যে] হর্ষাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাও কেবল তদুপযুক্ত অর্থ আছে, এই বিশ্বাস বশতঃই হইয়া থাকে। সেই বাক্যার্থ জ্ঞানের পর তাহাদেরও যদি তদুপযুক্ত অর্থের (বস্তুর) অসদ্ভাববিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে; তাহা হইলে ত তৎক্ষণাৎই তাহাদের সেই হর্ষাদির নিবৃত্তি হইয়া যাইতে পারে। [এইরূপ] উপনিষদুক্ত বাক্যসমূহেও যদি ব্রহ্মাস্তিত্ব বিষয়ে তাৎপর্য্যের অভাব নিশ্চয় থাকিত, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান সমুদিত হওয়া সত্ত্বেও সেই জ্ঞান কখনই পুরুষার্থে অর্থাৎ পুরুষের কোনরূপ

(*) 'পশ্চাদুভৌ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'ভ্রান্ত্যা' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) 'তস্মিন্নেব' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

ব্রহ্মজ্ঞানে সত্যপি পুরুষার্থপর্য্যবসানং ন স্যাৎ। অতঃ "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি বাক্যং নিখিল জগদেককারণং নিরস্তনিখিলদোষগন্ধং সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্য-সংকল্পত্বাদ্যনন্তকল্যাণগুণাকরমনবধিকাতিশয়ানন্দং ব্রহ্মাস্তীতি বোধয়তীতি সিদ্ধম্ ॥১।১।৪॥ [চতুর্থং সমন্বয়াধিকরণং সমাপ্তম্।]

প্রয়োজন-সাধনে পর্য্যবসিত হইতে পারিত না। অতএব, 'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত সমুৎপন্ন হয়,' ইত্যাদি বাক্য যে, সর্ব্বজগতের একমাত্র কারণ, সর্ব্বপ্রকার দোষ সম্পর্কশূন্য, সর্ব্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পতা প্রভৃতি কল্যাণময় অনন্তগুণের আকর এবং অবধি ও অতিশয়রহিত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে; ইহা সিদ্ধ বা নিশ্চিত (*) ॥ ১।১।৪ ॥

॥ চতুর্থ সমন্বয়াধিকরণ সমাপ্ত। চতুঃসূত্রী সমাপ্ত হইল ॥

(*) তাৎপর্য্য—চতুর্থ অধিকরণে প্রধানতঃ এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে—প্রথমতঃ সংশয় হইয়াছিল যে, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্র প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে কি না? অনন্তর পূর্ব্বপক্ষ বা আপত্তি ইহয়াছিল—

১। অনুষ্ঠানযোগ্য ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই যখন বেদশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য; তখন যে সকল বাক্যে ঐরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধান আছে, সেই সকল বাক্যই প্রমাণ; ক্রিয়াপ্রতিপাদনহীন কোন বাক্যই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না; সুতরাং বেদান্ত শাস্ত্রে যখন অনুষ্ঠান-যোগ্য কোন ক্রিয়ারই উল্লেখ নাই, তখন ঐ শাস্ত্র প্রমাণ হইবে কিরূপে?

২। মনুষ্যকে কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করা ও অকর্ত্তব্য বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করাই শাস্ত্রোপদেশের প্রয়োজন। যে শাস্ত্র মনুষ্যকে কর্ত্তব্য বিষয় গ্রহণ করিতে এবং অকর্ত্তব্য বিষয় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ। নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম যখন নিজেরই স্বরূপ—ত্যাগ বা গ্রহণের যোগ্য নহে; তখন তদুপদেশক বেদান্ত শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন; সুতরাং অপ্রমাণ।

৩। বেদান্তশাস্ত্রকে যদি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেই হয়, তাহা হইলেও কর্ম্ম-কাণ্ডোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার জন্য অবশ্য-বক্তব্য যে, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও দেবতাদি, তৎপ্রকাশক বলিয়া--অথবা বেদান্তশাস্ত্রেও যে সকল উপাসনাদি ক্রিয়ার বিধান আছে, তৎপ্রকাশক বলিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্ম প্রকাশক বলিয়া নহে। অতএব, বেদান্ত-শাস্ত্রের স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই, সুতরাং বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্ম প্রমাণিত হইতে পারেন না। এতদুত্তরে বলা হইয়াছে—

৪। একমাত্র ক্রিয়া-প্রতিপাদনেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, 'ইহা সর্প নহে- রজ্জু' ইত্যাদি অক্রিয়াবোধক বাক্যেও যখন ভয়-নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়, তখন অক্রিয়াস্বরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ বা সফল হইবে না কেন? আর যেখানে বাক্যোপদিষ্ট বিষয়ে অনুষ্ঠানের যোগ্যতা আছে; সেই খানেই ঐরূপ নিয়ম; সুতরাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অভাব অপ্রমাণ্যের কারণ নহে।

৫। যে বাক্যে পুরুষার্থের সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমুল্লেখ আছে; সেই বাক্যই সার্থক ও প্রমাণ; প্রবৃত্তি নিবৃত্তিই প্রামাণ্যের একমাত্র কারণ নহে। বেদান্ত শাস্ত্রে যখন পরম পুরুষার্থরূপী সাক্ষাৎ ব্রহ্মই 'প্রাপ্তব্য' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন; তখন তাহার প্রামাণ্য-সংশয়ের কোন কারণ নাই।

৬। এই প্রসঙ্গে জীব-ব্রহ্মের ভেদাভেদ বিষয়ে জীবের স্বরূপ সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত। বাক্যার্থ জ্ঞান ও ধ্যান, এতদুভয়ের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-হেতুত্ব বিচার প্রভৃতি বিষয় সমূহ বিস্তৃতরূপে বিচারিত হইয়াছে। উপসংহারে

অন্বয়। ভ্রান্তিবশাৎ (ভ্রমপ্রযুক্ত) ত্বদীয়ং (তোমার সম্বন্ধীয়) শরীরতদ্‌-যোগতদীয়ধর্ম্মাস্থারোপণং (দেহ, দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ, এবং দেহের ধর্ম্ম—স্থূলত্ব, কৃশত্বাদির আরোপ হইতেছে), বস্তুতঃ (বাস্তবিকপক্ষে) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন (নাই) অতঃ (এজন্য) ত্বং (তুমি) তু (অবধারণে) অজঃ (জন্মরহিত) তব (তোমার) মৃত্যোঃ (মরণ হইতে) ভয়ং (ভীতি) ক্ব (কোথায়) অস্তি (আছে) [ত্বং—তুমি] পূর্ণঃ (পরিপূর্ণস্বরূপ) অসি (হও)॥ ৭৮২

অনুবাদ। ভ্রান্তিবশতঃ তোমাতে এই শরীর দেহ ও আত্মার সংযোগ, দেহধর্ম্ম—স্থূলত্ব কৃশত্ব প্রভৃতি আরোপিত হইয়াছে; বস্তুতঃ এ সমস্ত কিছুই নহে; অতএব তুমি জন্মরহিত, সুতরাং তোমার মরণভয় কোথায়? তুমি পরিপূর্ণ-স্বভাব ব্রহ্ম॥ ৭৮২

যদ্‌যদ্দৃষ্টং ভ্রান্তিমত্যা স্বদৃষ্ট্যা
তত্তৎ সম্যগ্‌বস্তুদৃষ্ট্যা ত্বমেব।
ত্বত্তো নান্যদ্‌বস্তু কিঞ্চিত্তু লোকে
কস্মাদ্‌ভীতিস্তে ভবেদদ্বয়স্য॥ ৭৮৩

অন্বয়। ভ্রান্তিমত্যা (ভ্রমযুক্ত) স্বদৃষ্ট্যা (স্বীয় দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা) যদ্‌ যৎ (যাহা যাহা) দৃষ্টং (অবলোকিত হয়) সম্যক্‌ (উত্তমরূপে) বস্তুদৃষ্ট্যা (বস্তুর জ্ঞানদ্বারা জানিলে) তৎ তৎ (তাহা তাহা) ত্বমেব (তুমিই); তু (কিন্তু) লোকে (সংসারে) ত্বত্তঃ (তোমা হইতে) অন্যৎ (অপর) কিঞ্চিৎ (কিছু) বস্তু (পদার্থ) ন (নাই), অদ্বয়স্য (অদ্বিতীয়) তে (তোমার) কস্মাৎ (কোথা হইতে) ভীতিঃ (ভয়) ভবেৎ (হইবে)?॥ ৭৮৩

অনুবাদ। স্বকীয় ভ্রান্তজ্ঞান দ্বারা যে যে বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, সেই সমুদয় বস্তুর সম্যগ্‌রূপে স্বরূপ অবগত হইলে জানিতে পারিবে, সেই সমস্ত তুমি (আত্মা) ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই সংসারে তুমি (আত্মা) ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই, অতএব তুমি অদ্বিতীয়; তোমার ভয় কোথা হইতে * আসিবে?॥ ৭৮৩

* তাৎপর্য্য—লোকে দেখা যায়, কেহ একাকী থাকিলে ভয় পায়; কিন্তু উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে,—যদি একজন ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ না থাকে, তাহা হইলে কে ভয় দেখাইবে এবং ভয় বা কি? সুতরাং অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞান হইলে, তাহার আর সংসার ভয় থাকে না।

পশ্যতস্ত্বহমেবেদং সর্ব্বমিত্যাত্মনাখিলম্।
ভয়ং স্যাদ্বিদুষঃ কস্মাৎ স্বস্মান্ন ভয়মিষ্যতে ॥ ৭৮৪

অন্বয়। তু (পরন্তু) ইদং (এই) সর্ব্বম্ (সমস্ত) অহমেব (আমিই) ইতি (এইরূপে) আত্মনা (স্বয়ং) অখিলং (সমগ্র) পশ্যতঃ (দর্শনকারী) বিদুষঃ (পণ্ডিতের) কস্মাৎ (কোন্ ব্যক্তি হইতে) ভয়ং (ভীতি) স্যাৎ (হয়)? স্বস্মাৎ (নিজ হইতে) [কস্যাপি = কাহারও] ভয়ং (ভীতি) ন ইষ্যতে (অভিলষিত হয় না) ॥ ৭৮৪

অনুবাদ। "এই সমস্ত বস্তু আমিই"—এইরূপে সমস্ত বস্তু আত্মস্বরূপে যিনি দর্শন করেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষের ভয় কোথা হইতে আসিবে? নিজ হইতে নিজের ভয় হইতে পারে না ॥ ৭৮৪

তস্মাৎ ত্বমভয়ং নিত্যং কেবলানন্দলক্ষণম্।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং ব্রহ্মৈবাসি সদাদ্বয়ম্ ॥ ৭৮৫

অন্বয়। তস্মাৎ (সেইজন্য—যেহেতু তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই এইজন্য) ত্বম্ (তুমি) অভয়ং (নির্ভয়) নিত্যং (ক্ষয়োদয়রহিত) কেবলানন্দলক্ষণং (নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ) নিষ্কলং (কলারহিত—পূর্ণ) নিষ্ক্রিয়ং (নির্ব্ব্যাপার) শান্তং (নির্ম্মল) সদা (সর্ব্বদা অদ্বয়ং (দ্বৈতরহিত) ব্রহ্ম (শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ) অসি (হও) ॥ ৭৮৫

অনুবাদ। অতএব তুমি অভয়, নিত্য, কেবলসুখস্বরূপ, পূর্ণ, নির্ব্ব্যাপার, শান্ত, সর্ব্বদা দ্বৈতরহিত ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত ॥ ৭৮৫

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনং
জ্ঞাতুরভিন্নং জ্ঞানমখণ্ডম্।
জ্ঞেয়াজ্ঞেয়ত্বাদিবিমুক্তং
শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৮৬

অন্বয়। জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনং (জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়-রহিত) জ্ঞাতু (জ্ঞাতা হইতে) অভিন্নম্ (ভেদশূন্য) অখণ্ডং (একরূপ) জ্ঞানং (বিজ্ঞানস্বরূপ জ্ঞেয়াজ্ঞেয়ত্বাদিবিমুক্তং (জ্ঞেয়ত্ব ও অজ্ঞেয়ত্বের বিষয় হইতে বিমুক্ত) শুদ্ধ

(স্বচ্ছ) বুদ্ধং (জ্ঞানস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) ॥ ৭৮৬

অনুবাদ। তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় হইতে পৃথক্, জ্ঞাতার সহিত অভিন্ন অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞেয়ত্ব-অজ্ঞেয়ত্ব-বিরহিত, শুদ্ধ, বুদ্ধ তুমিই 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৭৮৬

অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিবিকল্পৈ-
রস্পৃষ্টং যত্তদ্দৃশিমাত্রম্।
সত্তামাত্রং সমরসমেকং
শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্॥ ৭৮৭

অন্বয়। অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিবিকল্পৈঃ (অন্তঃকরণবিষয়ে জ্ঞানবত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ কল্পসমূহের দ্বারা) অস্পৃষ্টং (নির্লিপ্ত) যৎ (যে) তৎ (সেই) দৃশিমাত্রং (জ্ঞানস্বরূপ) সত্তামাত্রং (সৎস্বরূপ) একং (অদ্বিতীয়) সমরসং (একরূপে অবস্থিত) শুদ্ধং (কেবল) বুদ্ধং (জ্ঞানরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম)॥ ৭৮৭

অনুবাদ। অন্তঃকরণ বিষয়ে জ্ঞানবত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিকল্প দ্বারা অস্পৃষ্ট, যাহা কেবলজ্ঞানস্বরূপ, সৎস্বভাব, তুল্যরূপ, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ, বোধস্বরূপ তুমিই 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৭৮৭

সর্ব্বাকারং সর্ব্বমসর্ব্বং
সর্ব্বনিষেধাবধিভূতং যৎ।
সত্যং শাশ্বতমেকমনন্তং
শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্॥ ৭৮৮

অন্বয়। যৎ (যাহা) সর্ব্বাকারং (সমস্ত পদার্থ যাহার আকার—সকল পদার্থে যিনি বিরাজমান) সর্ব্বম (সর্ব্বাত্মক) অসর্ব্বং (সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্) সর্ব্বনিষেধাবধিভূতং (সকল বস্তুর নিষেধের সীমাবিশিষ্ট) সত্যং (সত্যস্বরূপ) শাশ্বতম্ (নিত্য) একম্ (অদ্বিতীয়) অনন্তং (ব্যাপক) শুদ্ধং (কেবল) বুদ্ধং (বোধস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম)॥ ৭৮৮

অনুবাদ। যিনি সর্ব্বপদার্থে বিরাজমান, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বপদার্থ হইতে পৃথক্, সমস্ত নিষেধের অবধিভূত, সত্যস্বরূপ, নিত্য, অদ্বিতীয়, ব্যাপক, শুদ্ধ, বোধস্বরূপ তুমিই 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ॥ ৭৮৮

নিত্যানন্দাখণ্ডৈকরসং
নিষ্কলমক্রিয়মস্তবিকারম্।
প্রত্যগভিন্নং পরমব্যক্তং
বুদ্ধং শুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৮৯

অন্বয়। নিত্যানন্দাখণ্ডৈকরসং (নিত্যসুখস্বরূপ, অখণ্ড এবং একরূপ) নিষ্কলম্ (ভাগরহিত) অক্রিয়ম্ (ক্রিয়ারহিত) অস্তবিকারম্ (বিকারশূন্য) প্রত্যগভিন্নং (আত্মাভিন্ন) পরমব্যক্তং (অতি স্ফুট) [অথবা পরম্—অত্যন্ত, অব্যক্তং—দুরবগাহ] শুদ্ধং (কেবল) বুদ্ধং (বোধস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) ॥ ৭৮৯

অনুবাদ। নিত্যসুখস্বরূপ অখণ্ড, একরূপ, অংশরহিত নিষ্ক্রিয়, বিকারশূন্য, আত্মাহইতে অভিন্ন, অতীব স্ফুট [অথবা অতীব দুরবগাহ] শুদ্ধ ও বোধস্বরূপ তুমি 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৭৮৯

ত্বং প্রত্যস্তাশেষবিশেষং
ব্যোমেবান্তর্বহিরপি পূর্ণম্।
ব্রহ্মানন্দং পরমদ্বৈতং
শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৯০

অন্বয়। ত্বং (তুমি) প্রত্যস্তাশেষবিশেষং (যাবতীয় বিশেষকে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন) ব্যোম ইব (আকাশ তুল্য) অন্তঃ (অন্তরে) বহিঃ অপি (বাহিরেও) পূর্ণম্ (পরিপূর্ণ), ব্রহ্মানন্দং (ব্রহ্মানন্দস্বরূপ) পরম্ (অতীব) অদ্বৈতং (দ্বৈতশূন্য) শুদ্ধং (কেবল) বুদ্ধং (জ্ঞানস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) ॥ ৭৯০

অনুবাদ। যাহাতে যাবতীয় বিশেষ অস্তমিত হইয়াছে, যিনি

আকাশের ন্যায় ভিতরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ, ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, দ্বৈতরহিত, স্বচ্ছ, জ্ঞানস্বরূপ তুমিই 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ॥ ৭৮৯

ব্রহ্মৈবাহমহং ব্রহ্ম নির্গুণং নির্ব্বিকল্পকম্।
ইত্যেবাখণ্ডয়া বৃত্ত্যা তিষ্ঠ ব্রহ্মণি নিষ্ক্রিয়ে ॥ ৭৯১

অন্বয়। অহং (আমি—আত্মা) ব্রহ্ম এব (অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপই) অহং (আমি) নির্গুণং (গুণশূন্য) নির্ব্বিকল্পকম্ (বিকল্পরহিত) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি (এইরূপেই) অখণ্ডয়া (একরূপ) বৃত্ত্যা (চিত্তের পরিণাম দ্বারা) নিষ্ক্রিয়ে (ক্রিয়া শূন্য) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) তিষ্ঠ (অবস্থান কর) ॥ ৭৯১

অনুবাদ। আমি ব্রহ্মই অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কিছুই নাই, আমি সত্ত্বাদিগুণবিহীন, নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম—এইরূপে অখণ্ড চিত্ত-বৃত্তি দ্বারা তুমি নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে অবস্থান কর ॥ ৭৯১

অখণ্ডামেবৈতাং ঘটিতপরমানন্দলহরীং
পরিধ্বস্তদ্বৈতপ্রমিতিমমলাং বৃত্তিমনিশম্।
অমুঞ্চানঃ স্বাত্মন্যনুপমসুখে ব্রহ্মণি পরে
রমস্ব প্রারব্ধং ক্ষপয় সুখবৃত্ত্যা ত্বমনয়া ॥ ৭৯২

অন্বয়। এতাম্ (এই) অখণ্ডামেব (একরূপাই) ঘটিতপরমানন্দলহরীং (অতিশয় আনন্দতরঙ্গসংযুক্ত) পরিধ্বস্তদ্বৈতপ্রমিতিং (দ্বৈতজ্ঞানশূন্য) অমলাং (নির্ম্মল) বৃত্তিম্ (চিত্ত-পরিণামকে) অমুঞ্চানঃ (ত্যাগ না করিয়া) ত্বম্ (তুমি) অনুপমসুখে (উপমাবিহীন সুখবিশিষ্ট) স্বাত্মনি (আত্মায়) পরে (পরম) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) অনিশং (নিরন্তরং) রমস্ব (ক্রীড়া কর), অনয়া (এইরূপ) সুখবৃত্ত্যা (সুখাকার বৃত্তি দ্বারা) প্রারব্ধং (প্রারব্ধভোগ) ক্ষপয় (নাশ কর) ॥ ৭৯২

অনুবাদ। এই অখণ্ড পরমানন্দতরঙ্গযুক্ত, দ্বৈতজ্ঞানশূন্য, নির্ম্মল চিত্তবৃত্তিকে ত্যাগ না করিয়া তুমি আত্মার সহিত অভিন্ন পরব্রহ্মে সতত রত হও, এই সুখাকার চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রারব্ধ নাশ কর ॥ ৭৯২

ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদতৎপরেণৈব চেতসা।
সমাধিনিষ্ঠিতো ভূত্বা তিষ্ঠ বিদ্বন্ সদা মুনে ॥ ৭৯৩

অন্বয়। মুনে (হে মুনে !) বিদ্বন্ (হে জ্ঞানিন্ !) ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদতৎপরেণ (ব্রহ্মানন্দরসের আস্বাদে তৎপর) চেতসা এব (চিত্ত দ্বারাই) সদা (সর্ব্বদা) সমাধিনিষ্ঠিতঃ (সমাহিত-চিত্ত) ভূত্বা (হইয়া) তিষ্ঠ (অবস্থান কর) ॥ ৭৯৩

অনুবাদ। হে মুনে ! হে বিদ্বন্ ! ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে তৎপর চিত্ত দ্বারা সমাধিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান কর ॥ ৭৯৩

শিষ্যঃ —

অখণ্ডাখ্যা বৃত্তিরেষা বাক্যার্থশ্রুতিমাত্রতঃ।
শ্রোতুঃ সঞ্জায়তে কিংবা ক্রিয়ান্তরমপেক্ষতে ॥ ৭৯৪

অন্বয়। শিষ্যঃ—(ছাত্র) ; [আহ = কহিলেন—] শ্রোতুঃ (শ্রোতার) বাক্যার্থশ্রুতিমাত্রতঃ (তত্ত্বমসি-বাক্যার্থ শ্রবণমাত্রে) অখণ্ডাখ্যা (অখণ্ডরূপ) এষা (এই) বৃত্তিঃ (চিত্তপরিণাম) সঞ্জায়তে (জন্মে) কিংবা (অথবা) ক্রিয়ান্তরম্ (অন্যক্রিয়া) অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে) ? ॥ ৭৯৪

অনুবাদ। শিষ্য কহিলেন—তত্ত্বমসিবাক্যের অর্থশ্রবণমাত্রেই কি শ্রোতার অখণ্ডরূপা চিত্তবৃত্তি হয় ? কিংবা অন্য কোন ক্রিয়াকে অপেক্ষা করে ? ॥ ৭৯৪

সমাধিঃ কঃ কতিবিধস্তৎসিদ্ধেঃ কিমু সাধনম্।
সমাধেরন্তরায়াঃ কে সর্ব্বমেতন্নিরূপ্যতাম্ ॥ ৭৯৫

অন্বয়। সমাধিঃ (সমাধান) কঃ (কি), কতিবিধঃ (কয় প্রকার), তৎ-সিদ্ধেঃ (সমাধিসিদ্ধির) কিমু (কি) সাধনং (উপায়), কে (কাহারা) সমাধেঃ (সমাধির) অন্তরায়াঃ (বিঘ্নকারক), এতৎ (এই) সর্ব্বং (সমস্ত) নিরূপ্যতাম্ (নিরূপণ করুন) ॥ ৭৯৫

অনুবাদ। সমাধি কাহাকে বলে, উহা কয়প্রকার, সমাধিসিদ্ধির উপায় কি এবং সমাধির অন্তরায় (বিঘ্ন) বা কি কি, এই সমুদায় নিরূপণ করুন ॥ ৭৯৫

অধিকারিনিরূপণম্।

শ্রীগুরুঃ —

মুখ্যগৌণাদিভেদেন বিগুন্তেহত্রাধিকারিণঃ।
তেষাং প্রজ্ঞানুসারেণাখণ্ডা বৃত্তিরুদেষ্যতে॥ ৭৯৬

অন্বয়। শ্রীগুরুঃ (গুরুদেব) [আহ = কহিলেন—] অত্র (এ বিষয়ে—ব্রহ্ম-বিদ্যায়) মুখ্যগৌণাদিভেদেন (প্রধান ও অপ্রধান-ভেদে) অধিকারিণঃ (অধি-কারিগণ) বিগুন্তে (আছে); তেষাং (তাহাদের) প্রজ্ঞানুসারেণ (জ্ঞানানুযায়ী) অখণ্ডা (একরূপা) বৃত্তিঃ (চিত্তপরিণাম) উদেষ্যতে (আবির্ভূত হয়)॥ ৭৯৬

অনুবাদ। গুরুদেব বলিলেন—প্রধান ও অপ্রধান ভেদে এ বিষয়ে (ব্রহ্মবিদ্যায়) অধিকারী দেখা যায়; তাহাদের জ্ঞানানুসারে অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি আবির্ভূত হয়॥ ৭৯৬

শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরেণ বিহিতেনৈবেশ্বরং কর্ম্মণা
সন্তোষ্যার্জ্জিততৎপ্রসাদমহিমা জন্মান্তরেষ্বেব যঃ।
নিত্যানিত্যবিবেকতীব্রবিরতিন্যাসাদিভিঃ সাধনৈ-
র্যুক্তঃ স শ্রবণে সতামভিমতো মুখ্যাধিকারী দ্বিজঃ॥ ৭৯৭

অন্বয়। যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরেণ (শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক) বিহিতেন (বেদবিহিত) কর্ম্মণা এব (কর্ম্ম দ্বারাই) ঈশ্বরং (ঈশ্বরকে) সন্তোষ্য (সন্তুষ্ট করিয়া) জন্মান্তরেষু এব (পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই) অর্জ্জিততৎপ্রসাদমহিমা (ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা মহিমা অর্জ্জনপূর্ব্বক) নিত্যানিত্যবিবেকতীব্রবিরতিন্যাসাদিভিঃ (নিত্যবস্তু ও অনিত্যবস্তুর বিবেক, অতিশয় বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাস প্রভৃতি) সাধনৈঃ (উপায়সমূহের দ্বারা) যুক্তঃ (বিশিষ্ট) সঃ (সেই) দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণ অথবা ত্রৈবর্ণিক) শ্রবণে (শ্রবণবিষয়ে) মুখ্যাধিকারী (প্রধান অধিকারী) [ইতি—ইহা] সতাং (সাধুদিগের) অভিমতঃ (সম্মত)॥ ৭৯৭

অনুবাদ। যিনি শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিয়া জন্মান্তরে ঈশ্বরানুগ্রহ দ্বারা মাহাত্ম্য অর্জ্জন পূর্ব্বক

নিত্য ও অনিত্য বস্তুতে বিবেক, অতিশয় বৈরাগ্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি উপায় সমন্বিত হ'ন, সেই দ্বিজ শ্রবণে মুখ্যাধিকারী, ইহা সাধুদিগের সম্মত ॥ ৭৯৭

অধ্যারোপাপবাদক্রমমনুসরতা দৈশিকেনাত্র বেত্ত্রা
বাক্যার্থে বোধ্যমানে সতি সপদি সতঃ শুদ্ধবুদ্ধেরমুষ্য।
নিত্যানন্দাদ্বিতীয়ং নিরুপমমমলং যৎ পরং তত্ত্বমেকং
তদ্‌ব্রহ্মৈবাহমস্মীত্যুদয়তি পরমাখণ্ডতাকারবৃত্তিঃ ॥ ৭৯৮

অন্বয়। অত্র (বেদান্তবিষয়ে) অধ্যারোপাপবাদক্রমমনুসরতা (অধ্যারোপ—রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি,—রজ্জুতে যথার্থ জ্ঞান, এইরূপ রীতির অনুসরণকারী) বেত্ত্রা (জ্ঞাতা) দৈশিকেন (উপদেষ্টৃকর্ত্তৃক) বাক্যার্থে (তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ) বোধ্যমানে (জ্ঞায়মান) সতি (হইলে) সপদি (তৎক্ষণাৎ) শুদ্ধবুদ্ধেঃ (কেবল জ্ঞানস্বরূপ) সতঃ (নিত্যস্থ) অমুষ্য (ইহার) নিত্যানন্দাদ্বিতীয়ং (নিত্যানন্দ-স্বরূপ, অদ্বিতীয়) নিরুপমম্ (উপমারহিত) অমলং (স্বচ্ছ) যৎ (যে) পরম্ (পরম) একং (অদ্বিতীয়) তত্ত্বম্ (বস্তু, তৎ (সেই) ব্রহ্ম এব (শুদ্ধচৈতন্যই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ইতি (এই) পরমা (উৎকৃষ্টা) অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ (অখণ্ডাকার চিত্তপরিণাম) উদয়তি (উৎপন্ন হয়) ॥ ৭৯৮

অনুবাদ। অধ্যারোপ (রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি) এবং অপবাদ (রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি দূর করিয়া যথার্থ রজ্জুজ্ঞান)-রীতি-অবলম্বনকারী জ্ঞানী উপদেশক-কর্ত্তৃক 'তত্ত্বমসি'-বাক্যের অর্থ জ্ঞাত হইলে, তৎক্ষণাৎ নির্ম্মলান্তঃকরণ এই পুরুষের নিত্যসুখস্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপমারহিত, নির্ম্মল, উৎকৃষ্ট, এক বস্তু,—সেই ব্রহ্মই আমি এবংবিধ পরম অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি সমুদিত হয় ॥ ৭৯৮

অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ সা চিদাভাসসমন্বিতা।
আত্মাভিন্নং পরং ব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য কেবলম্ ॥ ৭৯৯

অন্বয়। সা (সেই) চিদাভাসসমন্বিতা (চৈতন্যস্ফুরণযুক্ত) অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ (অখণ্ডরূপচিত্তবৃত্তি) কেবলং (শুদ্ধ) আত্মাভিন্নং (আত্মা হইতে অপৃথক্) পরং (পরম) ব্রহ্ম, (ব্রহ্ম) বিষয়ীকৃত্য (অবলম্বন করিয়া) [বর্ত্ততে—আছে] ॥ ৭৯৯

অনুবাদ। সেই চৈতন্যস্ফুরণযুক্ত অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি, আত্মা হইতে অপৃথক্ পরব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান থাকে॥ ৭৯৯

বাধতে তদ্গতাজ্ঞানং যদাবরণলক্ষণম্।
অখণ্ডাকারয়া বৃত্ত্যা ত্বজ্ঞানে বাধিতে সতি॥ ৮০০

অন্বয়। তু (পরন্তু) অখণ্ডাকারয়া (একরূপ) বৃত্ত্যা (চিত্তপরিণাম দ্বারা) অজ্ঞানে (অবিদ্যা) বাধিতে (নাশ প্রাপ্ত) সতি (হইলে) যৎ (যে) আবরণ-লক্ষণং (আবরণরূপ) তদ্গতাজ্ঞানং (অন্তঃকরণগত অবিদ্যা) বাধতে (বাধিত হয়)॥ ৮০০

অনুবাদ। অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞান বাধিত হইলে অন্তঃকরণস্থ আবরণরূপ যে অজ্ঞান সেও বাধিত হয়॥ ৮০০

তৎকার্য্যং সকলং তেন সমং ভবতি বাধিতম্।
তন্তুদাহে তু তৎকার্য্যপটদাহো যথা তথা॥ ৮০১

অন্বয়। যথা (যেমন) তু (পাদপূরণে) তন্তুদাহে (সূত্রদহনে) তৎকার্য্যপট-দাহঃ (তন্তুর কার্য্য বস্ত্রের দাহ) [হয়], তথা (সেইরূপ) তেন (সেই অজ্ঞানের) সমং (সহিত) সকলং (সমস্ত) তৎকার্য্যং (অবিদ্যার কার্য্য) বাধিতং (নাশ-প্রাপ্ত) ভবতি (হয়)॥ ৮০১

অনুবাদ। যেমন সূত্র দগ্ধ হইলে সূত্রের কার্য্য পটও দগ্ধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইলে, তাহার সহিত যাবতীয় অজ্ঞানের কার্য্য নাশপ্রাপ্ত হয়॥ ৮০১

তস্য কার্য্যতয়া জীববৃত্তির্ভবতি বাধিতা।
উপপ্রভা যথা সূর্য্যং প্রকাশয়িতুমক্ষমা॥ ৮০২
তদ্বদেব চিদাভাসচৈতন্যং বৃত্তিসংস্থিতম্।
স্বপ্রকাশং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়িতুমক্ষমম্॥ ৮০৩

অন্বয়। তস্য (অজ্ঞানের) কার্য্যতয়া (কার্য্যত্ব প্রযুক্ত) জীববৃত্তিঃ (জীবের অবস্থা, ব্যাপার) বাধিতা (বাধাপ্রাপ্ত) ভবতি (হয়), উপপ্রভা (দীপাদি) যথা (যেমন) সূর্য্যং (তপনকে) প্রকাশয়িতুম্ (প্রকাশ করিতে) অক্ষমা

(অসমর্থ হয়) তদ্বৎ এব (সেইরূপই) বৃত্তিসংস্থিতং (বৃত্তিরূপে পরিণত) চিদাভাসচৈতন্যং (চিতের স্ফুরণরূপ চৈতন্য) স্বপ্রকাশং (প্রকাশস্বভাব) পরং (পরম) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) প্রকাশয়িতুং (প্রকাশ করিতে) অক্ষমম্ (অসমর্থ) ॥ ৮০২ ॥ ৮০৩

অনুবাদ। অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া [অজ্ঞান বাধিত হইলে] জীবের ব্যাপার বাধিত হয়। দীপাদি উপপ্রভা যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিস্থিত চিদাভাসরূপ চৈতন্য পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না ॥ ৮০২ ॥ ৮০৩

প্রচণ্ডাতপমধ্যস্থদীপবন্নষ্টদীধিতিঃ।
তত্তেজসাভিভূতং সল্লীনোপাধিতয়া ততঃ ॥ ৮০৪
বিম্বভূতপরব্রহ্মমাত্রং ভবতি কেবলম্।
যথাপনীতে ত্বাদর্শে প্রতিবিম্বমুখং স্বয়ম্ ॥ ৮০৫
মুখমাত্রং ভবেৎ তদ্বদেতচ্চোপাধিসংক্ষয়াৎ।
ঘটাজ্ঞানে যথা বৃত্ত্যা ব্যাপ্তয়া বাধিতে সতি ॥ ৮০৬
ঘটং বিস্ফুরয়ত্যেষ চিদাভাসঃ স্বতেজসা।
ন তথা স্বপ্রভে ব্রহ্মণ্যাভাস উপযুজ্যতে ॥ ৮০৭

অন্বয়। প্রচণ্ডাতপমধ্যস্থদীপবৎ (প্রখর সূর্য্যতাপের মধ্যবর্ত্তী প্রদীপের ন্যায়) নষ্টদীধিতিঃ (প্রভাহীন) [চিদাভাসঃ] তত্তেজসা (ব্রহ্মের প্রকাশের দ্বারা) অভিভূতং (তিরস্কৃত) সং (হইয়া) লীনোপাধিতয়া (উপাধি লয় হইয়া যাওয়ায়) ততঃ (অনন্তর) কেবলং (শুদ্ধ) বিম্বভূতপরব্রহ্মমাত্রং (বিম্বরূপ কেবল পরব্রহ্ম) ভবতি (থাকেন); যথা (যেমন) তু (পাদপূরণে) আদর্শে (আয়না, আরসি) অপনীতে (দূরীকৃত হইলে, স্বয়ং (নিজে) প্রতিবিম্বমুখং (প্রতিবিম্বে স্থিত মুখ) মুখমাত্রং (কেবল মুখস্বরূপ) ভবেৎ (হয়), তদ্বৎ (সেইরূপ) উপাধিসংক্ষয়াৎ (উপাধি নষ্ট হইলে) এতৎ চ (ইহাও) [ভবেৎ—হয়]; যথা (যেমন) ব্যাপ্তয়া (পরিব্যাপ্ত) বৃত্ত্যা (চিত্তের পরিণাম দ্বারা) ঘটাজ্ঞানে (ঘটবিষয়ক অজ্ঞান) বাধিতে (নাশপ্রাপ্ত) সতি (হইলে) এষঃ (এই) চিদাভাসঃ (অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্ব) স্বতেজসা (নিজের তেজঃ দ্বারা) ঘটং

(কুম্ভকে) বিস্ফুরয়তি (প্রকাশিত করে) তথা (সেইরূপ) স্বপ্রভে (স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) আভাসঃ (চিৎপ্রতিবিম্ব) ন উপযুজ্যতে (উপযোগী হয় না) ॥ ৮০৪ ॥ ৮০৫ ॥ ৮০৬ ॥ ৮০৭

অনুবাদ। প্রখর সূর্য্যকিরণের মধ্যবর্ত্তী প্রভাহীন প্রদীপের ন্যায় চিদাভাস ব্রহ্মতেজের দ্বারা অভিভূত হইয়া উপাধির লয় হেতু শুদ্ধ বিম্বস্বরূপ পরব্রহ্মে অবস্থান করে; যেরূপ আদর্শ অপনয়ন করিলে প্রতিবিম্বস্থিতমুখ মুখরূপে অবস্থিত হয়, সেইরূপ উপাধি নষ্ট হইলে, চিদাভাসও পরব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত থাকে; যেমন পরিব্যাপ্ত বৃত্তি দ্বারা ঘটবিষয়ক অজ্ঞান বাধিত হইলে, চিদাভাস স্বকীয় তেজঃ দ্বারা ঘটকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্মে আভাস (চিৎস্ফুরণ) উপযোগী নহে ॥ ৮০৪ ॥ ৮০৫ ॥ ৮০৬ ॥ ৮০৭

অতএব মতং বৃত্তিব্যাপ্যত্বং বস্তুনঃ সতাম্।
ন ফলব্যাপ্যতা তেন ন বিরোধঃ পরস্পরম্ ॥ ৮০৮
শ্রুত্যোদিতস্ততো ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং বুদ্ধ্যৈব সূক্ষ্ময়া।
প্রজ্ঞামান্দ্যং ভবেদ্‌যেষাং তেষাং ন শ্রুতিমাত্রতঃ।
স্যাদখণ্ডাকারবৃত্তির্বিনা তু মননাদিনা ॥ ৮০৯

অন্বয়। অতঃ এব (এইজন্যই—ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া) বস্তুনঃ (বস্তুর—ব্রহ্মের) বৃত্তিব্যাপ্যত্বং (অন্তঃকরণবৃত্তির কর্ম্মত্ব) সতাং (সাধুগণের) মতং (অভিমত), ফলব্যাপ্যতা (ফল প্রকাশের কর্ম্মত্ব) ন [অভিমত] (নহে); তেন (তজ্জন্য) শ্রুত্যা (বেদকর্ত্তৃক) উদিতঃ (কথিত) পরস্পরং (অন্যোন্য) বিরোধঃ (বিরুদ্ধতা) ন (নাই) ততঃ (সেই কারণে) সূক্ষ্ময়া (সূক্ষ্ম) বুদ্ধ্যা এব (বুদ্ধি দ্বারাই) ব্রহ্ম (শুদ্ধচৈতন্য) জ্ঞেয়ং (জানিবে), তু (পরন্তু) যেষাং (যাহাদের) প্রজ্ঞামান্দ্যং (জ্ঞানের অল্পত্ব) তেষাং (তাহাদের) মননাদিনা বিনা (মননাদি ব্যতীত) শ্রুতিমাত্রতঃ (শ্রবণমাত্রেই) অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ (অখণ্ড চৈতন্যরূপে অন্তঃকরণের বৃত্তি) ন স্যাৎ (হয় না) ॥ ৮০৮ ॥ ৮০৯

অনুবাদ। এইজন্য (ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া) * সাধুগণ

* তাৎপর্য্য —ঘটাদি জড়বস্তুগত অজ্ঞান অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা দূরীভূত হয়; পরে চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং ঘটাদি জড়পদার্থ বৃত্তিব্যাপ্য ও ফল (চৈতন্য—প্রকাশ)।

ব্রহ্মকে চিত্তবৃত্তির ব্যাপ্য (কর্ম্ম) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; ব্রহ্মের ফলব্যাপ্যত্ব স্বীকার করেন না, অতএব শ্রুতিবাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধ হয় না; তজ্জন্য সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবে। যাহারা জড়বুদ্ধি, তাহাদের মনন ব্যতীত কেবল শ্রবণমাত্রেই অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয় না ॥ ৮০৮ ॥ ৮০৯

শ্রবণাদি-নিরূপণম্।

শ্রবণান্মননাদ্ধ্যানাৎ তাৎপর্য্যেণ নিরন্তরম্।
বুদ্ধেঃ সূক্ষ্মত্বমায়াতি ততো বস্তূপলভ্যতে ॥ ৮১০
মন্দপ্রজ্ঞাবতাং তস্মাৎ করণীয়ং পুনঃপুনঃ।
শ্রবণং মননং ধ্যানং সম্যগ্‌বস্তূপলব্ধয়ে ॥ ৮১১
সর্ব্ববেদান্তবাক্যানাং ষড়্‌ভিলিঙ্গৈঃ সদদ্বয়ে।
পরে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যনিশ্চয়ং শ্রবণং বিদুঃ ॥ ৮১২
শ্রুতস্যৈবাদ্বিতীয়স্য বস্তুনঃ প্রত্যগাত্মনঃ।
বেদান্তবাক্যানুগুণযুক্তিভিস্ত্বনুচিন্তনম্।
মননং তচ্ছ্রুতার্থস্য সাক্ষাৎকরণকারণম্ ॥ ৮১৩

অন্বয়। নিরন্তরং (সর্ব্বদা) তাৎপর্য্যেণ (তৎপরত্বরূপে) শ্রবণাৎ (গুরু-মুখ হইতে শ্রবণ হেতু) মননাৎ (শ্রুতির অবিরোধী তর্কবশতঃ) [এবং] ধ্যানাৎ (নিদিধ্যাসন হেতু) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) সূক্ষ্মত্বং (বস্তুগ্রহণসামর্থ্য) আয়াতি (প্রাপ্ত হয়) ততঃ (তাহার পর) বস্তু (যথার্থতত্ত্ব—ব্রহ্ম) উপলভ্যতে (জ্ঞাত হয়), তস্মাৎ (তজ্জন্য) সম্যক্ (উত্তমরূপে) বস্তূপলব্ধয়ে (পদার্থজ্ঞানের নিমিত্ত—ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত) মন্দপ্রজ্ঞাবতাং (জড়ধী ব্যক্তিগণের) পুনঃপুনঃ (বার বার) শ্রবণং (গুরুমুখ হইতে অধ্যয়ন) মননং (শ্রুতির অবিরোধী তর্ক) [এবং] ধ্যানং (নিদিধ্যাসন) করণীয়ং (করা উচিত) [বুধাঃ—পণ্ডিতেরা] ষড়্‌ভিঃ

ব্যাপ্য হয়। কিন্তু ব্রহ্ম কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তিব্যাপ্য হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি দ্বারা 'ব্রহ্ম নাস্তি' এবংবিধ অজ্ঞান দূর হয়; কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তাহা আর ফলব্যাপ্য অর্থাৎ প্রকাশের কর্ম্ম হয় না।

(ছয়টি) লিঙ্গৈঃ (হেতু দ্বারা) সদদ্বয়ে (সৎস্বরূপ অদ্বিতীয়) পরে (পরম) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) সর্ব্ববেদান্তবাক্যানাং (সমস্ত বেদান্তবাক্যের) তাৎপর্য্যনিশ্চয়ং (তাৎপর্য্য নির্ণয়কে) শ্রবণং (শ্রবণ) বিদুঃ (জানেন) তু (পরন্তু) শ্রুতস্য (অধীত) অদ্বিতীয়স্য এব (একই) প্রত্যগাত্মনঃ (ব্যাপক আত্মরূপ) বস্তুনঃ (বস্তু—ব্রহ্মের) বেদান্তবাক্যানুগুণযুক্তিভিঃ (শ্রুতিবাক্যের অনুকূল যুক্তি সকলের দ্বারা) অনুচিন্তনং (চিন্তাকে) তচ্ছ্রুতার্থস্য (সেই শ্রুত পদার্থের) সাক্ষাৎকরণকারণং (প্রত্যক্ষ হেতু) মননং (মনন) [বিদুঃ—জানেন] ॥৮১০॥৮১১॥৮১২॥৮১৩

অনুবাদ। অবিরত তৎপরভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বশতঃ বুদ্ধি সূক্ষ্মভাব ধারণ করে, তাহার পর যথার্থ বস্তু উপলব্ধ হয় ; অতএব সম্যগ্‌রূপে বস্তুতত্ত্ব উপলব্ধির নিমিত্ত জড়ধী ব্যক্তিগণের বারংবার শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করা উচিত ; উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতাপ্রভৃতি ষড়্‌বিধ লিঙ্গের দ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে সমস্ত বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়কে পণ্ডিতেরা শ্রবণ বলিয়া থাকেন। বেদান্তবাক্যের অনুকূল যুক্তি দ্বারা গুরুমুখ হইতে শ্রুত অদ্বিতীয় ব্যাপক ব্রহ্মের চিন্তা করাকে পণ্ডিতেরা মনন বলিয়া থাকেন। এই মননই শ্রুত পদার্থের সাক্ষাৎকারের হেতু ॥ ৮১০ ॥ ৮১১ ॥ ৮১২ ॥ ৮১৩

বিজাতীয়শরীরাদিপ্রত্যয়ত্যাগপূর্ব্বকম্।
সজাতীয়াত্মবৃত্তীনাং প্রবাহকরণং যথা ॥ ৮১৪
তৈলধারাবদচ্ছিন্নবৃত্ত্যা তদ্ধ্যানমিষ্যতে।
তাবৎকালং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং শ্রবণং সদা ॥ ৮১৫
প্রমাণসংশয়ো যাবৎ স্ববুদ্ধের্ন নিবর্ত্ততে।
প্রমেয়সংশয়ো যাবৎ তাবৎ তু শ্রুতিযুক্তিভিঃ ॥ ৮১৬
আত্মযাথার্থ্যনিশ্চিত্যৈ কর্ত্তব্যং মননং মুহুঃ।
বিপরীতাত্মধীর্যাবন্ন বিনশ্যতি চেতসি।
তাবন্নিরন্তরং ধ্যানং কর্ত্তব্যং মোক্ষমিচ্ছতা ॥ ৮১৭

অন্বয়। যথা (যেমন) বিজাতীয়শরীরাদিপ্রত্যয়ত্যাগপূর্ব্বকং (বিরুদ্ধ-

জাতীয় দেহ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান ত্যাগ করিয়া) তৈলধারাবৎ (তেলের ধারার মত) অচ্ছিন্নবৃত্ত্যা (অবিচ্ছেদরূপে) সজাতীয়াত্মবৃত্তীনাং (সমানজাতীয় আত্মাকার বৃত্তিগুলির) প্রবাহকরণং (একভাবে চালন) তৎ (তাহাকে) ধ্যানং (নিদিধ্যাসন) ঈর্য্যতে (কথিত হয়) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) স্ববুদ্ধেঃ (স্বকীয় বুদ্ধি হইতে) প্রমাণসংশয়ঃ (প্রমাণ বিষয়ে সন্দেহ) ন নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয় না) তাবৎকালং (সেইকাল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া) সদা (সর্ব্বদা) প্রযত্নেন (যত্নপূর্ব্বক) শ্রবণং (শ্রবণ) কর্ত্তব্যং (করা উচিত), যাবৎ (যে পর্য্যন্ত)' প্রমেয়সংশয়ঃ (প্রমেয় বিষয়ে সন্দেহ) তাবৎ তু (সেই পর্য্যন্তই) শ্রুতিযুক্তিভিঃ (শ্রবণ ও বেদানুকূল যুক্তিসমূহের দ্বারা) আত্মযাথার্থ্যনিশ্চিত্যৈ (আত্মার যথার্থতা নিশ্চয়ের জন্য) মুহুঃ (পুনঃপুনঃ) মননং (তর্ক) কর্ত্তব্যং (করা উচিত) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) চেতসি (অন্তঃকরণে) বিপরীতাত্মধীঃ (বিপরীত আত্মজ্ঞান) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়) তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) মোক্ষং (মুক্তি) ইচ্ছতা (অভিলাষকারী ব্যক্তি) নিরন্তরং (সর্ব্বদা) ধ্যানং (নিদিধ্যাসন) কর্ত্তব্যম্ (করিবে) ॥ ৮১৪ ॥ ৮১৫ ॥ ৮১৬ ॥ ৮১৭

অনুবাদ। দেহ প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিজাতীয় প্রত্যয় পরিত্যাগ করিয়া তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে আত্মরূপ সজাতীয় অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহের একভাবে প্রবাহকরণকে ধ্যান বলা হয়। যতকাল পর্য্যন্ত প্রমাণগত সন্দেহ নিবৃত্ত না হয়, ততকাল প্রযত্ন-সহকারে সর্ব্বদা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত প্রমেয়গত সন্দেহ বিনিবৃত্ত না হয়, ততকাল শ্রুতি এবং তদনুকূল যুক্তি-সমূহের দ্বারা আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ মনন করা বিধেয়। যে পর্য্যন্ত চিত্তে বিপরীত আত্মজ্ঞান (দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি) বিনষ্ট না হয়, তদবধি মুমুক্ষু পুরুষের অবিরত ধ্যান করা উচিত ॥ ৮১৪ ॥ ৮১৫ ॥ ৮১৬ ॥ ৮১৭

যাবন্ন তর্কেণ নিরাসিতোঽপি
দৃশ্যপ্রপঞ্চস্ত্বপরোক্ষবোধাৎ।
বিলীয়তে তাবদমুষ্য ভিক্ষো-
র্ধ্যানাদি সম্যক্ করণীয়মেব ॥ ৮১৮

অন্বয়। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) তর্কেণ (মননের দ্বারা) দৃশ্যপ্রপঞ্চঃ (দৃশ্য জগৎ) নিরাসিতঃ অপি (দূরীকৃতহইলেও) তু (কিন্তু) অপরোক্ষবোধাৎ (প্রত্যক্ষজ্ঞান হেতু) ন বিলীয়তে (বিলয়প্রাপ্ত হয় না), তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) অমুষ্য (এই) ভিক্ষোঃ (সন্ন্যাসীর) ধ্যানাদি (নিদিধ্যাসন প্রভৃতি) সম্যক্ এব (উত্তমরূপেই) করণীয়ম্ (কর্ত্তব্য) ॥ ৮১৮

অনুবাদ। মননের দ্বারা দৃশ্যপ্রপঞ্চ (পরিদৃশ্যমান জগৎ) দূরীকৃত হইলেও, যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা বিলয়প্রাপ্ত না হয়, তদবধি এই সন্ন্যাসীর উত্তমরূপে ধ্যান করা উচিত ॥ ৮১৮

সবিকল্পসমাধিঃ।

সবিকল্পো নির্ব্বিকল্প ইতি দ্বেধা নিগদ্যতে।
সমাধিঃ সবিকল্পস্য লক্ষণং বচ্মি তচ্ছৃণু ॥ ৮১৯

অন্বয়। সবিকল্পঃ (বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান) নির্ব্বিকল্পঃ (বিকল্পশূন্য) ইতি (এই) দ্বেধা (দুই প্রকার) সমাধিঃ (সমাধান—যোগ) নিগদ্যতে (কথিত হয়); সবিকল্পস্য (সবিকল্প সমাধির) লক্ষণং (ইতরভেদের অনুমাপক লক্ষণ) বচ্মি (বলিতেছি), তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৮১৯

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প এই দুই প্রকার সমাধি বলিয়া থাকেন ; [তন্মধ্যে] সবিকল্প সমাধির লক্ষণ বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৮১৯

জ্ঞাত্রাদ্যবিলয়েনৈব জ্ঞেয়ব্রহ্মণি * কেবলে।
তদাকারাকারিতয়া চিত্তবৃত্তেরবস্থিতিঃ ॥ ৮২০
সদ্ভিঃ স এব বিজ্ঞেয়ঃ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ।
মৃদ এবাবভানেঽপি মৃন্ময়দ্বিপভানবৎ ॥ ৮২১
সন্মাত্রবস্তুভানেঽপি ত্রিপুটী ভাতি সন্ময়ী।
সমাধিরত এবায়ং সবিকল্প ইতীর্য্যতে ॥ ৮২২

---

* জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি ইতি বা পাঠঃ।

অন্বয়। জ্ঞাত্রাদ্যবিলয়েন এব (জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিলয় না হইয়াই) কেবলে (শুদ্ধ) জ্ঞেয়ব্রহ্মণি (জ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্মে) তদাকারাকারিতয়া (ব্রহ্মাকারে আকারিত হওয়ায়) চিত্তবৃত্তেঃ (অন্তঃকরণ-পরিণামের) অবস্থিতিঃ (অবস্থান) সদ্ভিঃ (সজ্জনগণকর্ত্তৃক) সঃ এব (তাহাই) সবিকল্পকঃ (বিকল্পযুক্ত) সমাধিঃ (যোগ) বিজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্য), মৃদঃ এব (মৃত্তিকারই) অবভানে অপি (প্রকাশেও) মৃন্ময়দ্বিপভানবৎ (মৃদ্‌বিকার হস্তীর প্রকাশের ন্যায়) সন্মাত্রবস্তুভানে অপি (নিত্যরূপ পদার্থের জ্ঞান হইলেও) সন্ময়ী (সত্তাযুক্ত) ত্রিপুটী (জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটি) ভাতি (প্রকাশ পায়) অতঃ এব (এই নিমিত্তই) অয়ং (এই) সবিকল্পঃ (বিকল্পযুক্ত) সমাধিঃ (যোগ) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৮২০ ॥ ৮২১ ॥ ৮২২

অনুবাদ। জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিলয় না হইয়া শুদ্ধ জ্ঞেয় ব্রহ্মে তদাকারে চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে সাধুগণ সবিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন, মৃন্ময় হস্তী দেখিয়া তাহাতে মৃত্তিকার জ্ঞান হইয়া ও যেমন মৃন্ময় হস্তীর জ্ঞান হয়, তদ্রূপ সত্তা মাত্র বস্তুর জ্ঞান হইলেও, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় (এই তিনটি) অবভাসমান হয়; অতএব পণ্ডিতেরা ইহাকে সবিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন ॥ ৮২০ ॥ ৮২১ ॥ ৮২২

নির্ব্বিকল্পসমাধিঃ।

জ্ঞাত্রাদিভাবমুৎসৃজ্য জ্ঞেয়মাত্রস্থিতির্দৃঢ়া।
মনসো নির্ব্বিকল্পঃ স্যাৎ সমাধির্যোগসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮২৩

অন্বয়। জ্ঞাত্রাদিভাবং (জ্ঞাতা জ্ঞান প্রভৃতির ধর্ম্ম) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) মনসঃ (মনের) দৃঢ়া (দৃঢ়রূপে) জ্ঞেয়মাত্রস্থিতিঃ (জ্ঞানের বিষয়মাত্রে অবস্থিতি) যোগসংজ্ঞিতঃ (যোগ এই নাম-বিশিষ্ট) নির্ব্বিকল্পঃ (বিকল্পরহিত) সমাধিঃ (সমাধান) স্যাৎ (হইয়া থাকে) ॥ ৮২৪

অনুবাদ। জ্ঞাতৃত্বাদি পরিত্যাগ-পুরঃসর জ্ঞেয় বস্তুতে মনের দৃঢ় অবস্থানকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে; ইহারই নাম যোগ ॥ ৮২৩

জলে নিক্ষিপ্তলবণং জলমাত্রতয়া স্থিতম্।
পৃথঙ্ন ভাতি কিং ন্বন্তু * একমেবাবভাসতে ॥৮২৪
যথা তথৈব সা বৃত্তি র্ব্রহ্মমাত্রতয়া স্থিতা
পৃথঙ্ন ভাতি ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়মবভাসতে ॥৮২৫

অন্বয়। যথা (যেমন) জলে (উদকে) নিক্ষিপ্তলবণং (প্রক্ষিপ্তসৈন্ধব) জলমাত্রতয়া (কেবল জলরূপে) স্থিতং (অবস্থিত) পৃথক্ (পৃথক্‌ভাবে) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না) কিং নু (প্রশ্নে) [অথবা কিন্তু—পরন্তু] একম্ এব (কেবলই) অম্ভঃ (জল) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে), তথা (সেই-রূপ) ব্রহ্মমাত্রতয়া (ব্রহ্মস্বরূপত্বরূপে) স্থিতা (অবস্থিত) সা (সেই) বৃত্তিঃ (চিত্ত-পরিণাম) পৃথক্ (পৃথক্‌ভাবে) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না) অদ্বিতীয়ং (একরূপ) ব্রহ্ম এব (শুদ্ধচৈতন্যই) অবভাসতে (প্রকাশ পায়) ॥ ৮২৪ ॥ ৮২৫

অনুবাদ। যেমন জলে লবণ নিক্ষেপ করিলে তাহা জলরূপে অবস্থিত থাকে, পৃথগ্‌রূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু কেবল জলই অবভাসমান থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মমাত্ররূপে অবস্থিত অন্তঃকরণবৃত্তি পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ পায় না, অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৮২৪ ॥ ৮২৫

জ্ঞাত্রাদিকল্পনাভাবান্মতোঽয়ং নির্ব্বিকল্পকঃ।
বৃত্তেঃ সদ্‌ভাববাধাভ্যামুভয়োর্ভেদ ইষ্যতে ॥ ৮২৬

অন্বয়। জ্ঞাত্রাদিকল্পনাভাবাৎ (জ্ঞাতা, জ্ঞান প্রভৃতির কল্পনা না থাকা বশতঃ) অয়ং (এই) নির্ব্বিকল্পকঃ (নির্ব্বিকল্প সমাধি) মতঃ (সাধুগণের অভিমত), বৃত্তেঃ (চিত্তবৃত্তির) সদ্‌ভাববাধাভ্যাম্ (স্থিতি ও নাশবশতঃ) উভয়োঃ (সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পের) ভেদঃ (বিশেষ, ভিন্নতা) ইষ্যতে (অভি-লষিত হয়) ॥ ৮২৬

অনুবাদ। জ্ঞাতা ও জ্ঞান প্রভৃতির কল্পনা না থাকায়, সাধুগণ

* কিন্বত্ত ইতি বা পাঠঃ।

ইহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন। সবিকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি থাকে, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি থাকে না ইহাই উভয় প্রকার সমাধির ভেদ॥ ৮২৬

সমাধিসুপ্ত্যো র্জ্ঞানঞ্চাজ্ঞানং সুপ্ত্যাত্র নেষ্যতে।
সবিকল্পো নির্ব্বিকল্পঃ সমাধির্দ্বাবিমৌ হৃদি॥ ৮২৭
মুমুক্ষোর্যত্নতঃ কার্য্যৌ বিপরীতনিবৃত্তয়ে।
কৃতেঽস্মিন্ বিপরীতায়া ভাবনায়া নিবর্ত্তনম্॥
জ্ঞানস্যাপ্রতিবদ্ধত্বং সদানন্দশ্চ সিধ্যতি॥ ৮২৮

অন্বয়। অত্র (ইহাতে—নির্ব্বিকল্প সমাধিতে) সুপ্ত্যা (সুষুপ্তিদ্বারা) সমাধিসুপ্ত্যোঃ (সমাধি এবং সুষুপ্তির) জ্ঞানং (বোধ) চ (এবং) অজ্ঞানং (জ্ঞানাভাব অথবা অবিদ্যা) ন ইষ্যতে (অভিপ্রেত, ইষ্ট হয় না), সবিকল্পঃ (বিকল্পযুক্ত) নির্ব্বিকল্পঃ (বিকল্পরহিত) সমাধিঃ (যোগ) ইমৌ (এই) দ্বৌ (দুইটি) বিপরীতনিবৃত্তয়ে (বিরুদ্ধ ভাবনা নিবৃত্তির জন্য) মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকাম পুরুষের) হৃদি (মনে) যত্নতঃ (যত্নসহকারে) কার্য্যৌ (করা কর্ত্তব্য), অস্মিন্ (এই সমাধি) কৃতে (অনুষ্ঠিত হইলে) বিপরীতভাবনায়াঃ (বিরুদ্ধ চিন্তার) নিবর্ত্তনং (নিবৃত্তি) [ভবতি—হয়], জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) অপ্রতিবদ্ধত্বং (অপ্রতিবন্ধ) সদা (সর্ব্বদা) আনন্দঃ চ (এবং সুখ) সিধ্যতি (সম্পন্ন হয়)॥ ৮২৭॥ ৮২৮

অনুবাদ। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সাধুগণ সবিকল্প সমাধি ও সুষুপ্তি-গত জ্ঞান ও অজ্ঞানকে স্বীকার করেন না। মুমুক্ষু পুরুষ বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তির নিমিত্ত মনোমধ্যে যত্নসহকারে সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প এই দুই প্রকার সমাধির অনুষ্ঠান করিবেন। এই সমাধি অনুষ্ঠিত হইলে বিপরীত ভাবনা নিবৃত্ত হয়, অপ্রতিবন্ধ-জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং নিত্য আনন্দ আবির্ভূত হয়॥ ৮২৭॥ ৮২৮

দৃশ্যানুবিদ্ধসবিকল্পঃ।

দৃশ্যানুবিদ্ধঃ শব্দানুবিদ্ধশ্চেতি দ্বিধা মতঃ ॥ ৮২৯
সবিকল্পস্তয়োর্যৎ তল্লক্ষণং বচ্মি তচ্ছৃণু।
কামাদিপ্রত্যয়ৈর্দৃশ্যৈঃ সংসর্গো যত্র দৃশ্যতে ॥ ৮৩০
সোঽয়ং দৃশ্যানুবিদ্ধঃ স্যাৎ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ।
অহং মমেদমিত্যাদিকামক্রোধাদিবৃত্তয়ঃ ॥ ৮৩১
দৃশ্যন্তে যেন সংদৃষ্টা দৃশ্যাঃ স্যুরহমাদয়ঃ।
কামাদিসর্ব্ববৃত্তীনাং দ্রষ্টারমবিকারিণম্ ॥ ৮৩২
সাক্ষিণং স্বং বিজানীয়াদ্ যস্তাঃ পশ্যতি নিষ্ক্রিয়ঃ।
কামাদীনামহং সাক্ষী দৃশ্যন্তে তে ময়া ততঃ ॥ ৮৩৩
ইতি সাক্ষিতয়াত্মানং জানাত্যাত্মনি সাক্ষিণম্।
দৃশ্যং কামাদি সকলং স্বাত্মন্যেব বিলাপয়েৎ ॥ ৮৩৪

অন্বয়। সবিকল্পঃ (সবিকল্প সমাধি) দৃশ্যানুবিদ্ধঃ (দৃশ্যসম্বন্ধ) শব্দানুবিদ্ধঃ (শব্দসম্বন্ধ) চ (এবং) দ্বিধা (দুই প্রকার) মতঃ (অভিমত), তয়োঃ (তাহাদের উভয়ের) যৎ (যাহা) লক্ষণং (চিহ্ন) তৎ (তাহা) বচ্মি (বলিতেছি) শৃণু (শ্রবণ কর), যত্র (যে সমাধিতে) কামাদিপ্রত্যয়ৈঃ (কামাদি-বিষয়ক জ্ঞান) দৃশ্যৈঃ (দৃশ্যসমূহের দ্বারা) সংসর্গঃ (সম্বন্ধ) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) সঃ (সেই) অয়ং (এই) দৃশ্যানুবিদ্ধঃ (দৃশ্য-সম্বন্ধ) সবিকল্পকঃ (সবিকল্প) সমাধিঃ (যোগ) স্যাৎ (হয়). অহংমমেত্যাদিকামক্রোধাদি-বৃত্তয়ঃ (আমি, আমার—এইরূপ কাম, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিসমূহ) যেন (যৎ কর্তৃক) দৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হয়) অহমাদয়ঃ (আমি আমার প্রভৃতি) দৃশ্যাঃ (দৃশ্য-সমূহ) [যেন—যৎকর্তৃক] সংদৃষ্টা (অবলোকিত হয়), কামাদিসর্ব্ববৃত্তীনাং (কাম, ক্রোধ প্রভৃতি যাবতীয় চিত্তের অবস্থার) দ্রষ্টারম্ (দর্শক) অবিকারিণং (বিকারশূন্য) সাক্ষিণং (উদাসীন) স্বং (আত্মাকে) যঃ (যিনি) বিজানীয়াৎ (জানেন), [যঃ—যিনি] নিষ্ক্রিয়ঃ (নির্ব্ব্যাপার হইয়া) তাঃ (সেই সমস্ত বৃত্তিকে) পশ্যতি (দেখেন), অহং (আমি) কামাদীনাং (কাম ক্রোধ প্রভৃতির) সাক্ষী

(দ্রষ্টা) ততঃ (অতএব) তে (তাহারা—কামক্রোধ প্রভৃতি) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) দৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হইতেছে), ইতি (এইরূপ) সাক্ষিতয়া (দ্রষ্টৃত্বরূপে) আত্মনি (আত্মাতে) আত্মানং (নিজকে) বিজানীয়াৎ (জানিয়া থাকেন), কামাদি (কাম ক্রোধ প্রভৃতি) সকলং (সমস্ত) দৃশ্যং (দর্শনের বিষয়) স্বাত্মনি এব (আত্মাতেই) বিলাপয়েৎ (লয় করিবে) ॥ ৮২৯ ॥ ৮৩০ ॥ ৮৩১ ॥ ৮৩২ ৮৩৩ ॥ ৮৩৪

অনুবাদ। সবিকল্প সমাধি দুই প্রকার,—দৃশ্যানুবিদ্ধ ও শব্দানুবিদ্ধ; তাহাদের উভয়ের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহাতে কামক্রোধ প্রভৃতি প্রত্যয়রূপ দৃশ্য পদার্থসমূহের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহাকে দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলে। 'যাঁহার দ্বারা অহং মম ইত্যাদি কামক্রোধ প্রভৃতির বৃত্তিগুলি পরিদৃষ্ট হয়—যিনি অহং মম প্রভৃতি দৃশ্য পদার্থসমূহের দ্রষ্টা, সমস্ত কামাদি বৃত্তির দর্শক, বিকাররহিত সাক্ষী আত্মাকে যিনি জানেন, যিনি নিষ্ক্রিয় থাকিয়া এই সমস্ত বৃত্তি নিরীক্ষণ করেন, আমি কামক্রোধাদি বৃত্তির সাক্ষী, অতএব সেই সমুদায় আমি দর্শন করি—এইরূপ সাক্ষিভাবে আত্মাতে আত্মাকে যিনি জানেন এবং কামাদি দৃশ্য সমুদায় আত্মাতেই লীন করেন ॥ ৮২৯ ॥ ৮৩০ ॥ ৮৩১ ॥ ৮৩২ ॥ ৮৩৩ ॥ ৮৩৪

নাহং দেহো নাপ্যসুর্নাক্ষবর্গো
নাহঙ্কারো নো মনো নাপি বুদ্ধিঃ।
অন্তস্তেষাং চাপি তদ্বিক্রিয়াণাং
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৫

অন্বয়। অহং (আমি) দেহঃ (শরীর) ন (নহি), অসুঃ অপি ন (প্রাণও নহি) অক্ষবর্গঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) ন (নহি), অহঙ্কারঃ (অভিমান) ন (নহি), মনঃ (মন) নো (নহি, বুদ্ধিঃ অপি ন (বুদ্ধিও নহি) [যত্র—যেখানে] তেষাং (দেহ প্রভৃতির) তদ্বিক্রিয়াণাং চ অপি (এবং দেহাদির বিকারেরও) অন্তঃ (অবসান) [সঃ—সেই সাক্ষী] (উদাসীন, নিত্যঃ (সৎস্বরূপ) প্রত্যক্ (ব্যাপক আত্মা) অহম্ এব (আমিই) অস্মি (হই) ॥ ৮৩৫

অনুবাদ। আমি দেহ নহি, কিংবা প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ, অহঙ্কার, মনঃ, বুদ্ধি নহি ; দেহাদি ও তাহাদের বিকার সমূহের যেখানে অবসান হইয়াছে, সেই সাক্ষিস্বরূপ নিত্য ব্যাপক আত্মাই আমি ॥ ৮৩৫

বাচঃ সাক্ষী প্রাণবৃত্তেশ্চ সাক্ষী
বুদ্ধেঃ সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তেশ্চ সাক্ষী।
চক্ষুঃশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাঞ্চ সাক্ষী
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৬

অন্বয়। [যঃ—যিনি] বাচঃ (বাক্যের) সাক্ষী (দ্রষ্টা) প্রাণবৃত্তেঃ চ (এবং প্রাণের ব্যাপারের) সাক্ষী (দ্রষ্টা) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) সাক্ষী (দ্রষ্টা) বুদ্ধিবৃত্তেঃ চ (বুদ্ধিবৃত্তির ও) সাক্ষী (দ্রষ্টা) চক্ষুঃশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাং চ (চক্ষুঃ শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের ও) সাক্ষী (দ্রষ্টা) [সঃ—সেই] নিত্যঃ (সৎস্বরূপ) সাক্ষী (উদাসীন) প্রত্যক্ এব (ব্যাপক আত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৩৬

অনুবাদ। যিনি বাক্যের এবং প্রাণক্রিয়ার সাক্ষী, বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী, যিনি চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সাক্ষী, সেই উদাসীন নিত্য প্রত্যগাত্মাই আমি ॥ ৮৩৬

নাহং স্থূলো নাপি সূক্ষ্মো ন দীর্ঘো
নাহং বালো নো যুবা নাপি বৃদ্ধঃ।
নাহং কাণো নাপি মূকো ন ষণ্ডঃ
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৭

অন্বয়। অহং (আমি) স্থূলঃ (মোটা) ন (নহি), সূক্ষ্মঃ অপি (সরু, কৃশ ও) ন (নহি), দীর্ঘঃ (বিস্তৃত) ন (নহি), অহং (আমি) বালঃ (শিশু) ন (নহি), যুবা (তরুণ) নো (নহি), বৃদ্ধঃ অপি (স্থবির ও) ন (নহি), অহং (আমি) কাণঃ (চক্ষুর্বিহীন) ন (নহি), মূকঃ অপি (বোবা, বাক্‌শক্তি-বিহীন ও) ন (নহি), ষণ্ডঃ (ক্লীব) ন (নহি), সাক্ষী (উদাসীন) নিত্যঃ (সৎ-স্বরূপ) প্রত্যক্ এব (ব্যাপক আত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৩৭

অনুবাদ। আমি স্থূল নহি, সূক্ষ্ম বা দীর্ঘ নহি, বালক, তরুণ কিংবা বৃদ্ধ নহি; আমি নেত্রবিহীন, বোবা কিংবা ক্লীব নহি, সাক্ষি-স্বরূপ নিত্য প্রত্যগাত্মাই আমি ॥ ৮৩৭

নাস্ম্যাগন্তা নাপি গন্তা ন হন্তা
নাহং কর্ত্তা ন প্রযোক্তা ন বক্তা।
নাহং ভোক্তা নো সুখী নৈব দুঃখী
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৮

অন্বয়। অহং (আমি) আগন্তা (আগমনকারী) ন অস্মি (হই না), গন্তা অপি (গতিমান্ ও) ন (নহি), হন্তা (হননকর্ত্তা) ন (নহি), কর্ত্তা (কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট) ন (নহি), প্রয়োক্তা (প্রয়োগকর্ত্তা) ন (নহি), বক্তা (বক্তৃতা-কারী) ন (নহি), অহং (আমি) ভোক্তা (ভোক্তৃত্বযুক্ত) ন (নহি), সুখী (সুখবিশিষ্ট) ন (নহি), দুঃখী এব (দুঃখিত ও) ন (নহি), সাক্ষী (উদাসীন) নিত্যঃ (সদা বর্ত্তমান) প্রত্যক্ এব (পরমাত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৩৮

অনুবাদ। আমি কোন স্থান হইতে আসি নাই, কিংবা গতিমান্ও নহি; হন্তা, কর্ত্তা, প্রযোক্তা, বক্তা, ভোক্তা, সুখী বা দুঃখী আমি নহি; সাক্ষিস্বরূপ নিত্য পরমাত্মাই আমি ॥ ৮৩৮

নাহং যোগী নো বিয়োগী ন রাগী
নাহং ক্রোধী নৈব কামী ন লোভী।
নাহং বদ্ধো নাপি যুক্তো ন মুক্তঃ
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৯

অন্বয়। অহং (আমি) যোগী (সমাধিমান্ পুরুষ) ন (নহি), বিয়োগী (যোগবিহীন পুরুষ) ন (নহি) রাগী (অনুরাগবান্ পুরুষ) ন (নহি) অহং (আমি) ক্রোধী (ক্রুদ্ধ) ন (নহি) কামী এব (কামনাবান্ ও) ন (নহি) লোভী (লোভযুক্ত) ন (নহি) অহং (আমি) বদ্ধঃ (বন্ধনযুক্ত) ন (নহি) যুক্তঃ (কার্য্যে নিযুক্ত) ন (নহি) মুক্তঃ (মুক্তিপ্রাপ্ত) ন (নহি) সাক্ষী

(উদাসীন) নিত্যঃ (সদা বিদ্যমান) প্রত্যক্ এব (ব্যাপক আত্মা, পরমাত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৩৯

অনুবাদ। আমি যোগী নহি কিংবা বিয়োগীও নহি; আমি রাগী, ক্রোধী, কামী, কিংবা লোভীও নহি; আমি বদ্ধ, কোন কার্য্যে নিযুক্ত কিংবা মুক্ত নহি; সাক্ষিস্বরূপ নিত্য প্রত্যগাত্মাই আমি ॥ ৮৩৯

নান্তঃপ্রজ্ঞো ন বহিঃপ্রজ্ঞকো বা
নৈব প্রজ্ঞো নাপি চাপ্রজ্ঞ এষঃ।
নাহং শ্রোতা নাপি মন্তা ন বোদ্ধা
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৪০

অন্বয়। এষঃ (এই) অহম (আমি) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (অন্তঃসংজ্ঞাযুক্ত) বা (কিংবা) বহিঃপ্রজ্ঞকঃ (বহিঃসংজ্ঞাযুক্ত) ন (নহি) প্রজ্ঞঃ এব (প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবান্ ও) ন (নহি) অপ্রজ্ঞঃ চ (প্রজ্ঞাহীন ও) ন (নহি) শ্রোতা (শ্রবণ-কর্ত্তা) ন (নহি) মন্তা অপি (মননকর্ত্তা ও) ন (নহি) বোদ্ধা (জ্ঞাতা) ন (নহি) সাক্ষী (উদাসীন) নিত্যঃ (সদা বর্ত্তমান) প্রত্যক্ এব (বিভু আত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৪০

অনুবাদ। আমি অন্তঃসংজ্ঞাবিশিষ্ট কিংবা বহিঃসংজ্ঞাযুক্ত নহি; আমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানী বা অজ্ঞ নহি; আমি শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা নহি; সাক্ষিস্বরূপ নিত্য প্রত্যগাত্মাই আমি ॥ ৮৪০

ন মেঽস্তি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিযোগো
ন পুণ্যলেশোঽপি ন পাপলেশঃ।
ক্ষুধাপিপাসাদিষড়ূর্ম্মিদূরঃ
সদা বিমুক্তোঽস্মি চিদেব কেবলঃ ॥ ৮৪১

অন্বয়। মে (মম) দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিযোগঃ (শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ) ন অস্তি (নাই) পুণ্যলেশঃ অপি (সুকৃতকণাও) ন (নাই) পাপলেশঃ (দুষ্কৃতিকণা) ন (নাই) ক্ষুধাপিপাসাদিষড়ূর্ম্মিদূরঃ (যিনি ক্ষুধা, পিপাসা,

শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু এই ছয়টি দেহধর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থিত, অর্থাৎ এই সমস্ত দেহধর্ম্ম যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না) সদা (সর্ব্বদা) বিমুক্তঃ (মুক্ত) কেবলঃ (শুদ্ধ) [সেই] চিৎ এব (জ্ঞানস্বরূপই) [অহং—আমি] অস্মি (হই) ॥ ৮৪১

অনুবাদ। আমার দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ কিংবা বুদ্ধির সহিত [কোনরূপ] সম্বন্ধ নাই; স্বল্পমাত্র পুণ্য বা পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না; ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু এই ছয়টি শরীরধর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্ত, শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই আমি ॥ ৮৪১ ॥

অপাণিপাদোঽহমবাগচক্ষু-
রপ্রাণ এবাস্ম্যমনা হ্যবুদ্ধিঃ।
ব্যোমেব পূর্ণোঽস্মি বিনির্ম্মলোঽস্মি
সদৈকরূপোঽস্মি চিদেব কেবলঃ ॥ ৮৪২

অন্বয়। অহং (আমি) অপাণিপাদঃ (হস্তপদাদিরহিত) অবাক্ (বাক্‌শক্তিশূন্য) অচক্ষুঃ (চক্ষুর্দ্বয়শূন্য) অপ্রাণঃ এব (প্রাণরহিত ও) অস্মি (হই) হি (নিশ্চিত) অমনাঃ (মনোরহিত) অবুদ্ধিঃ (বুদ্ধিশূন্য) ব্যোম (আকাশ) ইব (তুল্য) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণস্বরূপ) অস্মি (হই) বিনির্ম্মলঃ (স্বচ্ছ) অস্মি (হই) সদা (সর্ব্বদা) একরূপঃ (কূটস্থ) কেবলঃ (শুদ্ধ) চিৎ এব (জ্ঞান-স্বরূপই) অস্মি (আছি) ॥ ৮৪২

অনুবাদ। আমি হস্ত ও পদ নহি; আমি বাক্য, চক্ষুঃ, প্রাণ, মনঃ বা বুদ্ধি নহি; আমি আকাশের ন্যায় বিভু, স্বচ্ছ, সদা কূটস্থ শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত আছি ॥ ৮৪২ ॥

ইতি স্বমাত্মানমবেক্ষমাণঃ
প্রতীতদৃশ্যং প্রবিলাপয়ন্ সদা।
জহাতি বিদ্বান্ বিপরীতভাবং
স্বাভাবিকং ভ্রান্তিবশাৎ প্রতীতম্ ॥ ৮৪৩

অন্বয়। ইতি (এইরূপে—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) স্বং (স্বকীয়) আত্মানম্

(আত্মাকে) অবেক্ষমাণঃ (দর্শনকারী) বিদ্বান্ (পণ্ডিত) সদা (সর্ব্বদা) প্রতীতদৃশ্যং (অনুভূত ঘটপটাদি দৃশ্যবস্তু) প্রবিলাপয়ন্ (দূর করিয়া, কারণে অন্তর্লীন করিয়া) ভ্রান্তিবশাৎ (ভ্রমপ্রযুক্ত) প্রতীতং (অনুভূত) স্বাভাবিকং (আবিদ্যক, অবিদ্যাকল্পিত) বিপরীতভাবং (বিরুদ্ধভাব) জহাতি (ত্যাগ করেন)॥ ৮৪৩

অনুবাদ। বিদ্বান্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বকীয় আত্মাকে দর্শন করিয়া সতত অনুভূত ঘটপটাদি দৃশ্যকে কারণে অন্তর্লীন করিয়া ভ্রমবশতঃ অনুভূত স্বাভাবিক বিপরীতভাব (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি) কে পরিত্যাগ করেন॥ ৮৪৩॥

বিপরীতাত্মতাস্ফূর্ত্তিরেব মুক্তিরিতীর্য্যতে।
সদা সমাহিতস্যৈব সৈষা সিধ্যতি নান্যথা॥ ৮৪৪

অন্বয়। বিপরীতাত্মতাস্ফূর্ত্তিঃ এব (বিপরীতরূপে আত্মার অপ্রকাশ অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মত্ববুদ্ধি না হওয়াই) মুক্তিঃ (মোক্ষ) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়); সদা (সর্ব্বদা) সমাহিতস্য এব (সমাধিমান্ পুরুষেরই) এষা (এই মুক্তি) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়), অন্যথা ন (অন্য প্রকারে হয় না)॥ ৮৪৪

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মত্ববুদ্ধি না হওয়াকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন, সর্ব্বদা সমাধিমান্ পুরুষের মুক্তি ঘটিয়া থাকে, অন্যপ্রকারে হয় না॥ ৮৪৪॥

ন বেষভাষাভিরমুষ্য মুক্তি-
র্যাকেবলাখণ্ডচিদাত্মনা স্থিতিঃ।
তৎসিদ্ধয়ে স্বাত্মনি সর্ব্বদা স্থিতো
জহ্যাদহন্তাং মমতামুপাধৌ॥ ৮৪৫

অন্বয়। অমুষ্য (এই পুরুষের) বেষভাষাভিঃ (ভূষা ও ভাষা দ্বারা) মুক্তিঃ (মোক্ষ) ন (হয় না) যা (যাহা) কেবলাখণ্ডচিদাত্মনা (শুদ্ধ অখণ্ড—একরূপ—চৈতন্যরূপে) স্থিতিঃ (বিদ্যমানতা) [এব—ই, মুক্তিঃ—মোক্ষ] তৎসিদ্ধয়ে (মুক্তিলাভের নিমিত্ত) স্বাত্মনি (স্বস্বরূপে) সর্ব্বদা (সকল সময়)

স্থিতঃ (অবস্থিত পুরুষ) অহন্তাং (আমি স্থূল ইত্যাদি অহংভাব) মমতাং (আমার দেহ ইত্যাদি মমত্ব) [এইরূপ] উপাধৌ (উপাধিদ্বয়কে) জহ্যাৎ (ত্যাগ করিবে)॥ ৮৪৫

অনুবাদ। বেশ (মুমুক্ষুর পরিচ্ছদ) ও ভাষা (মুমুক্ষুর ন্যায় কথা) দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; শুদ্ধ অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে অবস্থান করাকে মুক্তি বলে। পণ্ডিত ব্যক্তি মুক্তিলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া অহন্তা ও মমতাকে বর্জ্জন করিবেন ॥ ৮৪৫ ॥

স্বাত্মতত্ত্বং সমালম্ব্য কুর্য্যাৎ প্রকৃতিনাশনম্।
তেনৈব মুক্তো ভবতি নান্যথা কর্ম্মকোটিভিঃ ॥ ৮৪৬

অন্বয়। স্বাত্মতত্ত্বং (আত্মার যথার্থস্বরূপকে) সমালম্ব্য (আশ্রয় করিয়া) প্রকৃতিনাশনং (অজ্ঞান-বিনাশ) কুর্য্যাৎ (করিবেন), তেন এব (তাহার দ্বারা—অজ্ঞানের নাশ দ্বারাই) মুক্তঃ (মুক্তিযুক্ত) ভবতি (হন) অন্যথা (অন্যপ্রকারে) কর্ম্মকোটিভিঃ (কোটি কোটি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা) ন (হয় না)॥ ৮৪৬

অনুবাদ। [মানব] আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবলম্বন করিয়া (অবগত হইয়া) অবিদ্যার বিনাশসাধন করিবেন। একমাত্র আত্ম-জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়; তদ্ভিন্ন কোটি কোটি কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা মুক্তি হয় না ॥ ৮৪৬ ॥

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ।
ইত্যেবৈষা বৈদিকী বাগ্ ব্রবীতি
ক্লেশক্ষত্যাং জন্মমৃত্যুপ্রহানিম্ ॥ ৮৪৭

অন্বয়। দেবং (ব্রহ্মকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্ব্বপাশাপহানিঃ* (সমস্ত বন্ধননাশ হয়) ক্লেশৈঃ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচটি ক্লেশ) ক্ষীণৈঃ (ক্ষয় প্রাপ্ত হেতু) জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ (উৎপত্তি ও মরণের

অভাব [হয়] ইতি এব (এইরূপই) বৈদিকী (বেদসম্বন্ধিনী) বাক্ (বাক্য, শ্রুতি) ক্লেশক্ষত্যাং (ক্লেশক্ষয় হইলে) জন্মমৃত্যুপ্রহানিং (জন্ম ও মরণের নাশ) ব্রবীতি (বলিয়া থাকেন ॥ ৮৪৭

অনুবাদ। ব্রহ্মকে জানিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পাঁচটি ক্লেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে উৎপত্তি ও বিনাশ থাকে না—এইরূপ শ্রুতি, ক্লেশক্ষয় হইলে, জন্ম ও মৃত্যুর অভাব হয়,—ইহাই বলিয়া থাকেন ॥ ৮৪৭ ॥

ভূয়ো জন্মাদ্যপ্রসক্তির্বিমুক্তিঃ
ক্লেশক্ষত্যাং ভাতি জন্মাদ্যভাবঃ।
ক্লেশক্ষত্যা হেতুরাত্মৈকনিষ্ঠা
তস্মাৎ কার্য্যা হ্যাত্মনিষ্ঠা মুমুক্ষোঃ ॥ ৮৪৮

অন্বয়। ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) জন্মাদ্যপ্রসক্তিঃ (জন্মনাশ প্রভৃতির অপ্রাপ্তি) বিমুক্তিঃ (মুক্তি, মোক্ষ) ক্লেশক্ষত্যাং (অবিদ্যাদি ক্লেশ-পঞ্চকের ক্ষয় হইলে) জন্মাদ্যভাবঃ (জন্ম প্রভৃতির অভাব) ভাতি (প্রকাশ পায়) আত্মৈকনিষ্ঠা (একমাত্র আত্মজ্ঞানপরায়ণতা) ক্লেশক্ষত্যাঃ (ক্লেশনাশের) হেতুঃ (কারণ) তস্মাৎ (সেইজন্য) মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকাম ব্যক্তির) আত্মনিষ্ঠা (আত্মপরায়ণতা) কার্য্যা (কর্ত্তব্য) হি (নিশ্চিত) ॥ ৮৪৮

অনুবাদ। পুনর্ব্বার জন্ম, বিনাশ প্রভৃতির অপ্রাপ্তিকে মোক্ষ বলা যায়। অবিদ্যাদি ক্লেশের ক্ষয় হইলে জন্ম ও বিনাশ আর থাকে না। একমাত্র আত্মস্বরূপে অবস্থিতি ক্লেশক্ষয়ের কারণ; অতএব মুমুক্ষু পুরুষের আত্মনিষ্ঠ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৮৪৮ ॥

ক্লেশাঃ স্যুর্বাসনা এব জন্তোর্জন্মাদিকারণম্।
জ্ঞাননিষ্ঠাগ্নিনা দাহে তাসাং নো জন্মহেতুতা ॥ ৮৪৯

অন্বয়। বাসনাঃ এব (সংস্কারগুলিই) ক্লেশাঃ (ক্লেশ এই সংজ্ঞাযুক্ত) জন্তোঃ (প্রাণীর) জন্মাদিকারণম্ (জন্ম, নাশের হেতু) স্যুঃ (হয়), জ্ঞাননিষ্ঠাগ্নিনা (জ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ অগ্নি দ্বারা) তাসাং (সেই বাসনাসমূহের) দাহে (দাহ হইলে) জন্মহেতুতা (জন্মকারণতা) নো [ন—তিষ্ঠতি] (থাকে না) ॥ ৮৪৯

অনুবাদ। বাসনা (সংস্কার)-কে ক্লেশ বলা যায়; তাহাই প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে। জ্ঞানের উৎকর্ষরূপ অগ্নি দ্বারা বাসনা সকল দগ্ধ হইলে, তাহারা কিরূপে জন্মের কারণ হইবে? ॥ ৮৪৯ ॥

বীজান্যগ্নিপ্রদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সংপদ্যতে পুনঃ ॥ ৮৫০

অন্বয়। বীজানি (বীজসমূহ) অগ্নিপ্রদগ্ধানি (আগুনের দ্বারা দগ্ধ) [সন্তি—হইলে] যথা (যেমন) পুনঃ (আবার) ন রোহন্তি (অঙ্কুরিত হয় না), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানদগ্ধৈঃ (জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ) ক্লেশৈঃ (বাসনাসমূহ কর্তৃক) পুনঃ (আবার) আত্মা (স্বস্বরূপ) ন সংপদ্যতে (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৮৫০

অনুবাদ। যেমন বীজ সমুদায় অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে আর অঙ্কুর উৎপাদন করে না, সেইরূপ ক্লেশরাশি জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হইলে আবার স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না ॥ ৮৫০ ॥

তস্মান্মুমুক্ষোঃ কর্তব্যা জ্ঞাননিষ্ঠা প্রযত্নতঃ।
নিঃশেষবাসনাক্ষত্যৈ বিপরীতনিবৃত্তয়ে ॥ ৮৫১

অন্বয়। তস্মাৎ (সেইজন্য) মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকাম পুরুষের) নিঃশেষ বাসনাক্ষত্যৈ (নিঃশেষরূপে ক্লেশহানির নিমিত্ত) বিপরীতনিবৃত্তয়ে (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনা নাশের নিমিত্ত) প্রযত্নতঃ (যত্ন-সহকারে) জ্ঞাননিষ্ঠা (জ্ঞানোৎকর্ষ) কর্তব্যা (সম্পাদন করিবে) ॥ ৮৫১

অনুবাদ। সেই কারণে মুমুক্ষু পুরুষ নিঃশেষরূপে বাসনা-হানির নিমিত্ত এবং দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তির নিমিত্ত যত্নসহকারে জ্ঞানের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবেন ॥ ৮৫১

জ্ঞাননিষ্ঠায়াং কর্ম্মানুপযোগঃ।

জ্ঞাননিষ্ঠাতৎপরস্য নৈব কর্ম্মোপযুজ্যতে।
কর্ম্মণো জ্ঞাননিষ্ঠায়া ন বিদ্যতে সহ স্থিতিঃ ॥ ৮৫২

অন্বয়। জ্ঞাননিষ্ঠাতৎপরস্য (জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং জ্ঞানে তৎপর ব্যক্তির) কর্ম্ম (ক্রিয়া) ন উপযুজ্যতে এব (উপযোগী হয়ই না); কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) [চ—এবং] জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ (জ্ঞানোৎকর্ষের) সহ (একত্র) স্থিতিঃ (অবস্থান) ন বিদ্যতে (হইতে পারে না) ॥ ৮৫২

অনুবাদ। জ্ঞানোৎকর্ষ-পরায়ণ পুরুষের কর্ম্ম উপযোগী নহে; কর্ম্ম এবং জ্ঞাননিষ্ঠা কখনই একত্র অবস্থান করিতে পারে না ॥ ৮৫২

পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ তয়োর্ভিন্নস্বভাবয়োঃ।
কর্ত্তৃত্বভাবনাপূর্ব্বং কর্ম্ম জ্ঞানং বিলক্ষণম্ ॥ ৮৫৩

অন্বয়। ভিন্নস্বভাবয়োঃ (বিরুদ্ধস্বভাব) তয়োঃ (কর্ম্ম ও জ্ঞানের) পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ (অন্যোন্য—বৈপরীত্যহেতু) [সহস্থিতিঃ—একত্রাবস্থান, ন সিধ্যতি—সিদ্ধ হয় না], কর্ম্ম (ক্রিয়া) কর্ত্তৃত্বভাবনাপূর্ব্বং (আমি কর্ত্তা এইরূপ ভাবনাবিশিষ্ট), জ্ঞানং (বোধ) বিলক্ষণম্ (কর্ম্মের বিপরীত) ॥ ৮৫৩

অনুবাদ। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্নস্বভাব, সুতরাং তাহাদের পরস্পর বিরোধ থাকায়, সহাবস্থান হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বভাবনাযুক্ত, জ্ঞান তাহার বিপরীত (কর্ত্তৃত্বাদিভাবনার উচ্ছেদক) ॥ ৮৫৩

দেহাত্মবুদ্ধের্বিচ্ছিত্ত্যৈ জ্ঞানং কর্ম্ম বিবৃদ্ধয়ে।
অজ্ঞানমূলকং কর্ম্ম জ্ঞানং তূভয়নাশকম্ ॥ ৮৫৪

অন্বয়। জ্ঞানং (বোধ) দেহাত্মবুদ্ধেঃ (শরীরে আত্মত্বজ্ঞানের) বিচ্ছিত্ত্যৈ (নাশের নিমিত্ত) কর্ম্ম (যজ্ঞাদিক্রিয়া) বিবৃদ্ধয়ে (দেহাদিতে আত্মত্ববুদ্ধির বৃদ্ধির নিমিত্ত) [হইয়া থাকে]; কর্ম্ম (যজ্ঞাদি ক্রিয়া) অজ্ঞানমূলকং (অজ্ঞানসম্ভূত),

তু (কিন্তু) জ্ঞানং (বোধ) উভয়নাশকম্ (অজ্ঞান ও তজ্জনিত কর্ম্মের বিনাশক)॥ ৮৫৪

অনুবাদ। [জ্ঞান ও কর্ম্ম কেন একত্র অবস্থান করিতে পারে না, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—জ্ঞান দেহে আত্মবুদ্ধির বিচ্ছেদের হেতু, এবং কর্ম্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে; [যেহেতু] কর্ম্মের কারণ অজ্ঞান ; কিন্তু জ্ঞান, অজ্ঞান ও তজ্জনিত কর্ম্মেরও নাশক ॥ ৮৫৪

জ্ঞানেন কর্ম্মণো যোগঃ কথং সিধ্যতি বৈরিণা।
সহযোগো ন ঘটতে যথা তিমিরতেজসোঃ ॥ ৮৫৫

অন্বয়। বৈরিণা (শত্রু) জ্ঞানেন (জ্ঞানের সহিত) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) যোগঃ (সম্বন্ধ) কথং (কিরূপে) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়), যথা (যেমন) তিমিরতেজসোঃ (অন্ধকার ও আলোকের) সহযোগঃ (একত্রমিলন) ন ঘটতে (সম্ভব হয় না)॥ ৮৫৫

অনুবাদ। যেমন অন্ধকার ও আলোক [নিত্য-বিরোধী বলিয়া] একত্র অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ—জ্ঞান, কর্ম্মের শত্রু বলিয়া উভয়ের সম্বন্ধ সম্ভব নহে ॥ ৮৫৫

নিমেষোন্মেষয়োর্বাপি তথৈব জ্ঞানকর্ম্মণোঃ।
প্রতীচীং পশ্যতঃ পুংসঃ কুতঃ প্রাচীবিলোকনম্।
প্রত্যক্‌প্রবণচিত্তস্য কুতঃ কর্ম্মণি যোগ্যতা ॥ ৮৫৬

অন্বয়। বা অপি (অথবা) [যথা—যেমন] নিমিষোন্মেষয়োঃ (চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলনের) তথা এব (সেইরূপই) জ্ঞানকর্ম্মণোঃ (জ্ঞান ও কর্ম্মের) [সহযোগঃ—সম্বন্ধ, ন ঘটতে—সম্ভব হয় না]; প্রতীচীং (পশ্চিমদিক্) পশ্যতঃ (অবলোকনকারী) পুংসঃ (পুরুষের) প্রাচীবিলোকনং (পূর্ব্বদিগ্‌দর্শন) কুতঃ (কোথায়). প্রত্যক্‌প্রবণচিত্তস্য (আত্মার প্রতি যাঁহার মনঃ উন্মুখ হইয়াছে, তাঁহার) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) যোগ্যতা (ঔচিত্য) কুতঃ (কোথায়)?॥ ৮৫৬

অনুবাদ। অথবা যেমন চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলনের এক-

কালে সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মের সহাবস্থান হইতে পারে না। যে পশ্চিম দিক্ দর্শন করে, তাহার পূর্ব্বদিক্ দর্শন কিরূপে সম্ভব হয়? যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে প্রবণ (উন্মুখ) হইয়াছে, তাঁহার আবার কর্ম্মে যোগ্যতা কোথায়? ॥ ৮৫৬

জ্ঞানৈকনিষ্ঠানিরতস্য ভিক্ষো-
নৈর্বাবকাশোঽস্তি হি কর্ম্মতন্ত্রে।
তদেব কর্ম্মাস্য তদেব সন্ধ্যা
তদেব সর্ব্বং ন ততোঽন্যদস্তি ॥ ৮৫৭

অন্বয়। জ্ঞানৈকনিষ্ঠানিরতস্য (একমাত্র জ্ঞানোৎকর্ষে নিযুক্ত) ভিক্ষোঃ (সন্ন্যাসীর) কর্ম্মতন্ত্রে (কর্ম্মের অধীন বিষয়ে অথবা শাস্ত্রে) অবকাশঃ (অবসর) ন অস্তি এব (নাই) হি (নিশ্চিত), অস্য (এই—পুরুষের) তৎ এব (সেই—জ্ঞানই) কর্ম্ম (কর্ত্তব্য কার্য্য), তৎ এব (জ্ঞানই) সন্ধ্যা (সম্যক্ ধ্যান), তৎ এব (জ্ঞানই) সর্ব্বং (সমস্ত), ততঃ (জ্ঞান অপেক্ষা) অন্যৎ (আর) ন অস্তি (নাই) ॥ ৮৫৭

অনুবাদ। জ্ঞানোৎকর্ষ-পরায়ণ সন্ন্যাসীর কর্ম্মশাস্ত্রে অবসর নাই; তাঁহার জ্ঞানই কর্ম্ম, জ্ঞানই সন্ধ্যা, জ্ঞানই; সমস্ত, তদতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই ॥ ৮৫৭

বুদ্ধিকল্পিতমালিন্যক্ষালনং স্নানমাত্মনঃ।
তেনৈব শুদ্ধিরেতস্য ন মৃদা ন জলেন চ ॥ ৮৫৮

অন্বয়। বুদ্ধিকল্পিতমালিন্যক্ষালনং (বুদ্ধি দ্বারা আরোপিত আত্মার মলিনতা ধাবন) আত্মনঃ (আত্মার) স্নানং (স্নান); তেন এব (তাহা দ্বারাই) এতস্য (এই পুরুষের, আত্মার) শুদ্ধিঃ (বিশুদ্ধতা), মৃদা (মৃত্তিকা দ্বারা) ন (নহে), জলেন চ (জলদ্বারাও) ন (নহে) ॥ ৮৫৮

অনুবাদ। বুদ্ধি দ্বারা কল্পিত মলিনতার প্রক্ষালনকে আত্মার স্নান কহে। তাহা দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, মৃত্তিকা কিংবা জলের দ্বারা হয় না ॥ ৮৫৮

স্বস্বরূপে মনঃস্থানমনুষ্ঠানং তদিষ্যতে।
করণত্রয়সাধ্যং যৎ তন্মৃষা তদসত্যতঃ ॥ ৮৫৯

অন্বয়। স্বস্বরূপে (নিজস্বরূপে) যৎ (যে) মনঃস্থানং (মনের স্থিতি) তৎ (তাহা) অনুষ্ঠানম্ (আচরণ) ইষ্যতে (কথিত হয়), যৎ (যাহা) করণত্রয়সাধ্যং (জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ দ্বারা নিষ্পাদ্য) তদসত্যতঃ (তাহার অসত্যত্ববশতঃ) তৎ (তাহা) মৃষা (মিথ্যা) ॥ ৮৫৯

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা স্বস্বরূপে (নিজের যথার্থস্বরূপে) মনের স্থিতিকে অনুষ্ঠান বলিয়া থাকেন। যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, তাহা সত্য নহে; স্থতরাং মিথ্যা ॥ ৮৫৯

বিনিষিধ্যাখিলং দৃশ্যং স্বস্বরূপেণ যা স্থিতিঃ।
সা সন্ধ্যা তদনুষ্ঠানং তদ্দানং তদ্ধি ভোজনম্ ॥ ৮৬০

অন্বয়। অখিলং (সমস্ত) দৃশ্যং (ঘটপটাদি বস্তু) বিনিষিধ্য (নিষেধ করিয়া) স্বস্বরূপেণ (নিজরূপে) যা (যে) স্থিতিঃ (প্রতিষ্ঠা), সা (সেই) সন্ধ্যা (সম্যক্ ধ্যান), তৎ (তাহাই) অনুষ্ঠানং (অনুষ্ঠান), তৎ (তাহা) দানং (দান), তৎ (তাহা) ভোজনং (আহার) হি (নিশ্চিত) ॥ ৮৬০

অনুবাদ। যাবতীয় দৃশ্য পদার্থকে প্রতিষেধ করিয়া স্বকীয়-স্বরূপে অবস্থানকে সন্ধ্যা বলে; তাহাই অনুষ্ঠান, তাহাই দান এবং তাহাকেই আহার বলা যায় ॥ ৮৬০

বিজ্ঞাতপরমার্থানাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মনাং সতাম্।
যতীনাং কিমনুষ্ঠানং স্বানুসন্ধিং বিনা পরম্ ॥ ৮৬১

অন্বয়। বিজ্ঞাতপরমার্থানাং (যাঁহারা ব্রহ্মরূপ পরমতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন তাদৃশ) শুদ্ধসত্ত্বাত্মনাং (বিশুদ্ধসত্ত্বচেতা) সতাং (সাধু) যতীনাং (সন্ন্যাসিগণের) স্বানুসন্ধিং (আত্মানুসন্ধান) বিনা (ব্যতীত) অপরং (অন্য) কিম্ (কি) অনুষ্ঠানম্ (আচরণ) [অস্তি—আছে]? ॥ ৮৬১

অনুবাদ। যাঁহারা পরমপদার্থ অবগত হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধসত্ত্বগুণে পূর্ণ, এবংবিধ সাধু সন্ন্যাসিগণের আত্মানুসন্ধান ব্যতিরেকে অন্য কি অনুষ্ঠান থাকিতে পারে? ॥ ৮৬১

তস্মাৎ ক্রিয়ান্তরং ত্যক্ত্বা জ্ঞাননিষ্ঠাপরো যতিঃ।
সদাত্মনিষ্ঠয়া তিষ্ঠেন্নিশ্চলস্তৎপরায়ণঃ ॥ ৮৬২

অন্বয়। তস্মাৎ (অতএব) ক্রিয়ান্তরং (অন্যক্রিয়াকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) জ্ঞাননিষ্ঠাপরঃ (জ্ঞানোৎকর্ষ-পরায়ণ) যতিঃ (সন্ন্যাসী) সদা (সর্ব্বদা) আত্মনিষ্ঠয়া (আত্মতৎপরত্ববশতঃ) নিশ্চলঃ (স্থির) তৎপরায়ণঃ (আত্মপরায়ণ) [সন্=হইয়া]) তিষ্ঠেৎ (থাকিবে) ॥ ৮৬২

অনুবাদ। তজ্জন্য জ্ঞাননিষ্ঠাপরায়ণ সন্ন্যাসী অন্য ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা আত্মোৎকর্ষ দ্বারা স্থির ও আত্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন ॥ ৮৬২

কর্ত্তব্যং স্বোচিতং কর্ম্ম যোগমারোঢ়ুমিচ্ছতা।
আরোহণং কুর্ব্বতস্তু কর্ম্ম নারোহণং মতম্ ॥ ৮৬৩

অন্বয়। যোগং (সমাধিকে) আরোঢ়ুম্ (আরোহণ করিতে) ইচ্ছতা (অভিলাষী পুরুষ কর্ত্তৃক) স্বোচিতং (নিজের উচিত) কর্ম্ম (কার্য্য) কর্ত্তব্য (অনুষ্ঠান করা উচিত); তু (কিন্তু) আরোহণং কুর্ব্বতঃ (যোগে আরোহণকারীর) কর্ম্ম (ক্রিয়া) আরোহণং (আরোহণ করা) ন মতম্ (অভিমত নহে) ॥ ৮৬৩

অনুবাদ। যিনি যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের উচিত কার্য্য করা কর্ত্তব্য; যিনি যোগে আরূঢ়, তাঁহার আর কর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত নহে ॥ ৮৬৩

যোগং সমারোহতি যো মুমুক্ষুঃ
ক্রিয়ান্তরং তস্য ন যুক্তমীষৎ।
ক্রিয়ান্তরাসক্তমনাঃ পতত্যসৌ
তালদ্রুমারোহণকর্ত্তৃবদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৮৬৪

অন্বয়। যঃ (যে) মুমুক্ষুঃ (মোক্ষেচ্ছু পুরুষ) যোগং (সমাধি) সমারোহতি (আরোহণ করেন), তস্য (তাঁহার) ঈষৎ (অল্প) ক্রিয়ান্তরং

(যজ্ঞাদি কর্ম্ম) ন যুক্তম্ (উচিত নহে); অসৌ (ঐ) ক্রিয়ান্তরাসক্তমনাঃ (ক্রিয়াতে আসক্তচিত্ত) [পুরুষঃ = পুরুষ] তালদ্রুমারোহণকর্ত্তৃবৎ (তালবৃক্ষে আরোহণকারী পুরুষের মত) ধ্রুবং (নিশ্চিত) পততি (পতিত হয়) ॥ ৮৬৪

অনুবাদ। যে মুমুক্ষু পুরুষ যোগে সমারূঢ়, তাঁহার অল্পও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা উচিত নহে; ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে আসক্তচিত্ত ঐ পুরুষ তালবৃক্ষে আরোহণকর্ত্তার ন্যায় পতিত হয় ॥ ৮৬৪

যোগারূঢ়স্য সিদ্ধস্য কৃতকৃত্যস্য ধীমতঃ।
নাস্ত্যেব হি বহির্দৃষ্টিঃ কা কথা তত্র কর্ম্মণাম্ ॥
দৃশ্যানুবিদ্ধঃ কথিতঃ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ ॥ ৮৬৫

অন্বয়। যোগারূঢ়স্য (সমাধিতে সমারূঢ়) সিদ্ধস্য (যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার) কৃতকৃত্যস্য (যিনি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহার) ধীমতঃ (বুদ্ধিমানের) বহির্দৃষ্টিঃ (বাহিরে দর্শন) নাস্ত্যেব (নিশ্চয়ই নাই) হি (নিশ্চিত), তত্র (তাহাতে) কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) কা (কি) কথা (বার্ত্তা)? দৃশ্যানুবিদ্ধঃ (দৃশ্য-সংবদ্ধ) সমাধিঃ (যোগ) সবিকল্পকঃ (সবিকল্প বলিয়া) কথিতঃ (উক্ত হইয়া থাকে) ॥ ৮৬৫

অনুবাদ। যোগে সমারূঢ়, সিদ্ধ, কৃতার্থ, বুদ্ধিমান্ পুরুষের বাহ্যবিষয়ে সংজ্ঞা নাই, কর্ম্মের কথা দূরে থাকুক; দৃশ্যপদার্থ-সম্বদ্ধ সমাধিকে সবিকল্প সমাধি বলা যায় ॥ ৮৬৫

শুদ্ধোঽহং বুদ্ধোঽহং প্রত্যগ্রূপেণ নিত্যসিদ্ধোঽহম্।
শান্তোঽহমনন্তোঽহং সততপরানন্দসিন্ধুরেবাহম্ ॥ ৮৬৬

অন্বয়। অহং (আমি) শুদ্ধঃ (কেবল, গুণসঙ্গরহিত), অহং (আমি) বুদ্ধঃ (জ্ঞানস্বরূপ), প্রত্যগ্রূপেণ (আত্মস্বরূপে) অহং (আমি) নিত্যসিদ্ধঃ (সদা সিদ্ধস্বরূপ), অহং (আমি) শান্তঃ (নির্ম্মল), অহম্ (আমি) অনন্তঃ (ব্যাপক), অহং (আমি) সততপরানন্দসিন্ধুঃ এব (সর্ব্বদা পরমানন্দ-সাগরই) [অস্মি = হই] ॥ ৮৬৬

অনুবাদ। আমি শুদ্ধ, আমি জ্ঞানস্বরূপ, আমি আত্মস্বরূপে নিত্যসিদ্ধ, আমি শান্ত, আমি ব্যাপক, আমিই সর্ব্বদা পরমানন্দ-সাগর [যোগীর এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে] ॥ ৮৬৬

আদ্যোঽহমনাদ্যোঽহং বাঙ্‌মনসা সাধ্যবস্তুমাত্রোঽহম্।
নিগমবচোবেদ্যোঽহমনবদ্যাখণ্ডবোধরূপোঽহম্॥ ৮৬৭

অন্বয়। অহম্ (আমি) আদ্যঃ (সকলের প্রথম) অহম্ (আমি) অনাদ্যঃ (অনাদি, আদিশূন্য) অহং (আমি) বাঙ্‌মনসা (বাক্য ও মনের দ্বারা) সাধ্য-বস্তুমাত্রঃ (নিষ্পাদনীয় পদার্থমাত্র) অহং (আমি) নিগমবচো বেদ্যঃ (বেদবাক্য দ্বারা জ্ঞেয়) অহম্ (আমি) অনবদ্যাখণ্ডবোধরূপঃ (অনিন্দনীয় অখণ্ডজ্ঞান-স্বরূপ) ॥ ৮৬৭

অনুবাদ। [সমাহিতচিত্ত যোগীর যেরূপ অবস্থা হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে—] আমি সকলের আদি, আমি অনাদি, আমি বিশুদ্ধ বাক্য ও মনঃ দ্বারা লভ্য পদার্থ, আমি শ্রুতিবচন দ্বারা জ্ঞেয় এবং আমিই অনিন্দনীয় অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ ॥ ৮৬৭

বিদিতাবিদিতান্যোঽহং মায়াতৎকার্য্যলেশশূন্যোঽহম্।
কেবলদৃগাত্মকোঽহং সংবিন্মাত্রঃ সকৃদ্‌বিভাতোঽহম্॥ ৮৬৮

অন্বয়। অহম্ (আমি) বিদিতাবিদিতান্যঃ (বিদিত ও অবিদিত হইতে ভিন্ন) অহং (আমি) মায়াতৎকার্য্যলেশশূন্যঃ (মায়া এবং মায়ার কার্য্যসম্পর্ক-রহিত) অহং (আমি) কেবলদৃগাত্মকঃ (কেবল দ্রষ্টৃস্বরূপ) সংবিন্মাত্রঃ (জ্ঞান-রূপ) অহং (আমি) সকৃদ্‌বিভাতঃ (একরূপে প্রকাশশীল) ॥ ৮৬৮

অনুবাদ। আমি বিদিত ও অবিদিত হইতে ভিন্ন, আমি মায়া ও মায়ার কার্য্যের লেশমাত্র রহিত, আমি কেবল উদাসীন-স্বরূপ এবং জ্ঞানরূপ, আমি একরূপে প্রকাশমান ॥ ৮৬৮

অপরোঽহমনপরোঽহং বহিরন্তশ্চাপি পূর্ণ এবাহম্।
অজরোঽহমক্ষরোঽহং নিত্যানন্দোঽহমদ্বিতীয়োঽহম্॥ ৮৬৯

অন্বয়। অহম্ (আমি) অপরঃ (পর ভিন্ন), অহম্ (আমি) অনপরঃ

(অপর-ভিন্ন), অহং (আমি) বহিঃ (বাহিরে) অন্তশ্চ (অন্তরেও) পূর্ণঃ এব (পরিপূর্ণই) অহম্ (আমি) অজরঃ (জরাবিহীন) অহম্ (আমি) অক্ষরঃ (ক্ষর-রহিত), অহং (আমি) নিত্যানন্দঃ (নিত্যসুখস্বরূপ) অহম্ (আমি) অদ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয়শূন্য) ॥ ৮৬৯

অনুবাদ। আমি অপর, আমিই অনপর, বাহিরে এবং অন্তরে আমি পূর্ণভাবেই অবস্থিত আছি, আমি অজর, আমি ক্ষর-শূন্য, আমি নিত্যসুখস্বরূপ এবং আমিই অদ্বিতীয় ॥ ৮৬৯

প্রত্যগভিন্নমখণ্ডং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণং শুদ্ধম্।
শ্রুত্যবগম্যং তথ্যং ব্রহ্মৈবাহং পরং জ্যোতিঃ ॥ ৮৭০

অন্বয়। অহং (আমি) প্রত্যগভিন্নং (পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহি), অখণ্ডং (একরূপ), সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণং (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ), শুদ্ধং (কেবল); শ্রুত্যবগম্যং (উপনিষদ্ দ্বারা প্রাপ্য) তথ্যং (যথার্থ) পরং (উৎকৃষ্ট) জ্যোতিঃ (প্রকাশস্বরূপ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) [অস্মি = আছি] ॥ ৮৭০

অনুবাদ। আমি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, অখণ্ড, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, কেবল; উপনিষৎ দ্বারা লভ্য পরম সত্য, স্বয়ং-প্রকাশ ব্রহ্মই আমি ॥ ৮৭০

এবং সন্মাত্রগ্রাহিণ্যা বৃত্ত্যা তন্মাত্রগ্রাহকৈঃ।
শব্দৈঃ সমর্পিতং বস্তু ভাবয়েন্নিশ্চলো যতিঃ ॥ ৮৭১

অন্বয়। যতিঃ (সন্ন্যাসী) এবং (এইরূপ, পূর্ব্বোক্তরূপ) সন্মাত্রগ্রাহিণ্যা (ব্রহ্মমাত্রকে গ্রহণ করে এরূপ) বৃত্ত্যা (চিত্তবৃত্তিদ্বারা) নিশ্চলঃ (স্থির) [সন্ = হইয়া] তন্মাত্রগ্রাহকৈঃ (সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করে এরূপ) শব্দৈঃ (শব্দ-সমূহদ্বারা) সমর্পিতং (প্রাপ্ত) বস্তু (পদার্থকে) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবেন) ॥ ৮৭১

অনুবাদ। সন্ন্যাসী পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মমাত্রগ্রাহিণী চিত্তবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মগ্রাহক শব্দসমূহ দ্বারা অর্পিত সত্য পদার্থকে স্থিরভাবে চিন্তা করিবেন ॥ ৮৭১

কামাদিদৃশ্যপ্রবিলাপপূর্ব্বকং
শুদ্ধোঽহমিত্যাদিকশব্দমিশ্রঃ।
দৃশ্যেব নিষ্ঠস্য য এষ ভাবঃ
শব্দানুবিদ্ধঃ কথিতঃ সমাধিঃ ॥ ৮৭২

অন্বয়। কামাদিদৃশ্যপ্রবিলাপপূর্ব্বকং (কাম প্রভৃতি দৃশ্য বস্তুর নাশ পুরঃসর) অহং (আমি) শুদ্ধঃ (কেবল) ইত্যাদিকশব্দমিশ্রঃ (ইত্যাদিরূপ শব্দযুক্ত) দৃশি এব (দ্রষ্টাতেই—আত্মাতেই) নিষ্ঠস্য (অবস্থিত পুরুষের) যঃ এব ভাবঃ (যে অবস্থা বা যে ধর্ম্মই) [ভবতি=হয়] [সঃ=সেই] শব্দানুবিদ্ধঃ (শব্দসম্বন্ধ) সমাধিঃ (যোগ) কথিতঃ (উক্ত হইয়া থাকে)॥ ৮৭২

অনুবাদ। কাম প্রভৃতি দৃশ্যবস্তুসমূহের লয়-পুরঃসর আত্মনিষ্ঠ পুরুষের "আমি শুদ্ধ" এবম্প্রকার শব্দ-সংবলিত যে অবস্থা দেখা যায়, তাহাকে পণ্ডিতগণ শব্দানুবিদ্ধ সমাধি বলিয়া থাকেন॥ ৮৭২

নির্ব্বিকল্প-সমাধিঃ।

দৃশ্যস্যাপি চ সাক্ষিত্বাৎ সমুল্লেখনমাত্মনি।
নিবর্ত্তকমনোঽবস্থা নির্ব্বিকল্প ইতীর্য্যতে॥ ৮৭৩

অন্বয়। দৃশ্যস্য (দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি দৃশ্যবস্তুর) অপি (আমন্ত্রণে) চ (পাদপূরণে) সাক্ষিত্বাৎ (দ্রষ্টৃত্বহেতু) আত্মনি (আত্মাতে) সমুল্লেখনং (কথন, দৃঢ়প্রতিষ্ঠা) নিবর্ত্তকমনোঽবস্থা (নিবৃত্তিজনক মনের দশাকে) নির্ব্বিকল্পঃ (বিকল্পরহিত সমাধি) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৮৭৩

অনুবাদ। দেহ প্রভৃতি দৃশ্য পদার্থের সাক্ষিরূপে আত্মাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা এবং চিত্তের শান্ত অবস্থাকে পণ্ডিতগণ নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন॥ ৮৭৩

সবিকল্পসমাধিং যো দীর্ঘকালং নিরন্তরম্।
সংস্কারপূর্ব্বকং কুর্য্যান্নির্ব্বিকল্পোঽস্য সিধ্যতি ॥ ৮৭৪

অন্বয়। যঃ (যিনি) দীর্ঘকালং (বহুকাল ব্যাপিয়া) নিরন্তরং (অবিচ্ছেদে) সংস্কারপূর্ব্বকং (সংস্কার-সহিত) সবিকল্পসমাধিং (সবিকল্প-সমাধিকে) কুর্য্যাৎ (অনুষ্ঠান করেন) অস্য (তাঁহার) নির্ব্বিকল্পঃ (নির্ব্বিকল্প সমাধি) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়)॥ ৮৭৪

অনুবাদ। যিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছেদে সংস্কার-সংযুক্ত সবিকল্প সমাধির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারই নির্ব্বিকল্প সমাধি আবির্ভূত হয়॥ ৮৭৪

নির্ব্বিকল্পকসমাধিনিষ্ঠয়া
তিষ্ঠতো ভবতি নিত্যতা ধ্রুবম্।
উদ্ভবাদ্যপগতির্নিরর্গলা
নিত্যনিশ্চলনিরন্তনির্বৃতিঃ ॥ ৮৭৫

অন্বয়। নির্ব্বিকল্পকসমাধিনিষ্ঠয়া (নির্ব্বিকল্প যোগের পরকাষ্ঠা দ্বারা) তিষ্ঠতঃ (বর্ত্তমান পুরুষের) ধ্রুবং (নিশ্চিত) নিত্যতা (নিত্যত্ব) ভবতি (হয়), উদ্ভবাদ্যপগতিঃ (জন্ম প্রভৃতির অভাব [ঘটতে=ঘটিয়া থাকে], নিরর্গলা (অবাধ) নিত্যনিশ্চলনিরন্তনির্বৃতিঃ (নাশরহিত দৃঢ় অসীম শান্তি) [ভবতি= হয়])॥ ৮৭৫

অনুবাদ। যিনি, নির্ব্বিকল্প সমাধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিত্যত্ব নিশ্চিত; তাঁহার জন্ম, বিনাশ প্রভৃতি থাকে না এবং অবাধ নিত্য অস্খলিত অসীম শান্তিলাভ ঘটিয়া থাকে॥ ৮৭৫

বিদ্বানহমিদমিতি বা কিঞ্চিদ্-
বাহ্যাভ্যন্তরবেদনশূন্যঃ।
স্বানন্দামৃতসিন্ধুনিমগ্ন-
স্তূষ্ণীমাস্তে কশ্চিদনন্যঃ ॥ ৮৭৬

অন্বয়। অনন্যঃ (ব্রহ্ম হইতে আপনাকে পৃথক্ বিবেচনা করেন না, এমন) কশ্চিৎ (কোন) বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞানী) অহং (আমি) [সুখী দুঃখী বা=সুখী কিংবা

দুঃখী] ইতি (ইহা) ইতি (এইরূপ) বা (কিংবা) কিঞ্চিদ্বাহ্যাভ্যন্তরবেদনশূন্যঃ (কিছুমাত্র বাহ্য ও অন্তরের দুঃখ জানিতে না পারিয়া) স্বানন্দামৃতসিন্ধুনিমগ্নঃ (আত্মানন্দরূপ অমৃতসাগরে মগ্ন) [সন্ = হইয়া] তূষ্ণীং (স্থিরভাবে) আস্তে (অবস্থান করেন) ॥ ৮৭৬

অনুবাদ। "আমি সুখী কিম্বা আমি দুঃখী কিংবা এই বস্তু আমার সুখ বা দুঃখজনক" এইরূপ বাহ্য ও আন্তর জ্ঞানশূন্য বিদ্বান্ আত্মানন্দরূপ অমৃতসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া, ব্রহ্ম হইতে আপনাকে অভিন্ন জানিয়া মৌন অবলম্বন করেন ॥ ৮৭৬

নির্ব্বিকল্পং পরং ব্রহ্ম যৎ তস্মিন্নেব নিষ্ঠিতাঃ।
এতে ধন্যা এব মুক্তা জীবন্তোঽপি বহির্দৃশাম্ ॥ ৮৭৭

অন্বয়। যৎ (যাহা) নির্ব্বিকল্পং (বিকল্পরহিত) পরং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) ব্রহ্ম (আত্মা), তস্মিন্ এব (তাহাতেই) নিষ্ঠিতাঃ (স্থিত) এতে ধন্যাঃ (এই সমস্ত ধন্য লোক) বহির্দৃশাং (বাহ্যদ্রষ্টাদিগের সম্বন্ধে) জীবন্তঃ অপি (জীবিত থাকিলেও) মুক্তাঃ এব (নিশ্চয়ই সংসারবন্ধনরহিত) ॥ ৮৭৭

অনুবাদ। যাঁহারা নির্ব্বিকল্প পর ব্রহ্মে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধন্য পুরুষ বাহ্যদর্শিগণের সম্মুখে জীবিত বলিয়া পরিগণিত হইলেও, বস্তুতঃ মুক্ত ॥ ৮৭৭

বাহ্যসমাধি-প্রকারঃ।

যথা সমাধিত্রিতয়ং যত্নেন ক্রিয়তে হৃদি।
তথৈব বাহ্যদেশেঽপি কার্য্যং দ্বৈতনিবৃত্তয়ে ॥ ৮৭৮

অন্বয়। যথা (যেমন) সমাধিত্রিতয়ং (দুই প্রকার সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প— এই তিন প্রকার সমাধি) যত্নেন (প্রযত্নসহকারে) হৃদি (হৃদয়দেশে) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়), তথা এব (সেইরূপই) দ্বৈতনিবৃত্তয়ে (দ্বৈতের নিরাসের জন্য) বাহ্যদেশেঽপি (প্রতিমা প্রভৃতি বহির্বস্তুতেও) কার্য্যং (সমাধি কর্ত্তব্য) ॥ ৮৭৮

অনুবাদ। যেমন পণ্ডিতগণ যত্নসহকারে হৃদয়দেশে তিন প্রকার (সবিকল্প দুই প্রকার ও নির্ব্বিকল্প) সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেইরূপ দ্বৈতের নিবাসের নিমিত্ত [দেব-প্রতিমা প্রভৃতি] বাহ্যদেশেও সমাধির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ৮৭৮

তৎপ্রকারং প্রবক্ষ্যামি নিশাময় সমাসতঃ ।
অধিষ্ঠানং পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥ ৮৭৯

অন্বয়। তৎপ্রকারং (সমাধির প্রণালী) সমাসতঃ (সঙ্ক্ষেপে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), নিশাময় (শ্রবণ কর),—সচ্চিদানন্দলক্ষণং (সৎ, জ্ঞান ও সুখস্বরূপ) পরং (পরম) ব্রহ্ম (আত্মা) অধিষ্ঠানং (আশ্রয়) ॥ ৮৭৯

অনুবাদ। সেই সমাধির প্রণালী তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর;—সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই সকলের অধিষ্ঠান ॥ ৮৭৯

তত্রাধ্যস্তমিদং ভাতি নামরূপাত্মকং জগৎ ।
সত্ত্বং চিত্ত্বং তথানন্দরূপং যদ্‌ব্রহ্মণস্ত্রয়ম্ ॥ ৮৮০
অধ্যস্তজগতো রূপং নামরূপমিদং দ্বয়ম্ ।
এতানি সচ্চিদানন্দনামরূপাণি পঞ্চ চ ॥ ৮৮১
একীকৃত্যোচ্যতে মূর্খৈরিদং বিশ্বমিতি ভ্রমাৎ ।
শৈত্যং শ্বেতং রসং দ্রাব্যং তরঙ্গ ইতি নাম চ ॥ ৮৮২
একীকৃত্য তরঙ্গোঽয়মিতি নির্দ্দিশ্যতে যথা ।
আরোপিতে নামরূপে উপেক্ষ্য ব্রহ্মণঃ সতঃ ॥ ৮৮৩
স্বরূপমাত্রগ্রহণং সমাধির্বাহ্য আদিমঃ ।
সচ্চিদানন্দরূপস্য সকাশাদ্‌ব্রহ্মণো যতিঃ ॥ ৮৮৪
নামরূপে পৃথক্‌কৃত্বা ব্রহ্মণ্যেব বিলাপয়ন্ ।
অধিষ্ঠানং পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ।
যৎ তদেবাহমিত্যেব নিশ্চিতাত্মা ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৮৮৫

অন্বয়। তত্র (সেই অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মে) অধ্যস্তম্ (আরোপিত) ইদং (এই) নামরূপাত্মকং (নাম ও রূপ-স্বরূপ) জগৎ (প্রপঞ্চ) ভাতি (প্রকাশ পায়), সত্ত্বং (সৎস্বরূপ) চিত্ত্বং (জ্ঞানস্বরূপ) তথা (এবং) আনন্দরূপং (সুখ-স্বরূপ) যৎ (যে) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মার) ত্রয়ং (তিনটি রূপ), অধ্যস্তজগতঃ (আরোপিত প্রপঞ্চের) ইদং (এই) নামরূপং (ঘট এই নাম, ঘট এইরূপ) দ্বয়ং (দুই) রূপ (প্রকার) এতানি (এই সমুদয়) সচ্চিদানন্দনামরূপাণি পঞ্চ (এবং সৎ, চিৎ, আনন্দ এবং নাম ও রূপ পাঁচটি) একীকৃত্য (একত্র মিলিত করিয়া) মূর্খৈঃ (মূঢ়গণ কর্ত্তৃক) ভ্রমাৎ (অজ্ঞানবশতঃ) ইদং (ইহা) বিশ্বং (জগৎ) ইতি (ইহা) উচ্যতে (কথিত হয়), যথা (যেমন) শৈত্যং (শীততা) শ্বেতং (ধবল) রসং (রস) দ্রাব্যং (দ্রবত্ব) তরঙ্গঃ (ঢেউ) ইতি (এই) নাম চ (নাম) একীকৃত্য (মিলিত করিয়া) অয়ং (ইহা) তরঙ্গঃ (ঢেউ) ইতি (ইহা) নির্দ্দিশ্যতে (নির্দ্দিষ্ট হয়), সতঃ (বিদ্যমান) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) আরোপিতে (কল্পিত) নামরূপে (নাম ও রূপকে) উপেক্ষ্য (দূর করিয়া) স্বরূপমাত্রগ্রহণং (আত্মস্বরূপ মাত্রবোধ) বাহ্যঃ (বহির্বস্তু-বিষয়ক) সমাধিঃ (সমাধান) আদিমঃ (প্রথম), যতিঃ (সন্ন্যাসী) সচ্চিদানন্দরূপস্য (সৎ, চিৎ ও সুখস্বরূপ) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) নামরূপে (নাম ও রূপকে) পৃথক্ (স্বতন্ত্র, বিবেক) কৃত্বা (করিয়া) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মেতে) বিলাপয়ন্ (বিলয় করাইয়া) অধিষ্ঠানং (ভ্রমের আশ্রয়) সচ্চিদানন্দম্ (সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) অদ্বয়ং (দ্বৈতশূন্য) যৎ (যে) পরং (পরম) ব্রহ্ম (আত্মা) তৎ (তাহা) অহম্ এব (আমিই) ইত্যেব (এইরূপই) ধ্রুবং (সত্য) নিশ্চয়াত্মা (দৃঢ়চিত্ত) ভবেৎ (হইবে) ॥ ৮৮০ ॥ ৮৮১ ॥ ৮৮২ ॥ ৮৮৩ ॥ ৮৮৪ ॥ ৮৮৫

অনুবাদ। সেই ব্রহ্মে এই নামরূপাত্মক জগৎ প্রতিভাসমান হয়, সৎস্বরূপত্ব, চিৎস্বরূপত্ব ও আনন্দস্বরূপত্ব—এই তিনটি ব্রহ্মের রূপ, নাম ও রূপ এই দুইটি অধ্যস্ত জগতের রূপ, মূর্খেরা সৎ, চিৎ, আনন্দ, নাম ও রূপ এই পাঁচটি এক করিয়া ভ্রমবশতঃ 'বিশ্ব' বলিয়া থাকে, [যেমন] শীতত্ব, শ্বেত, রস, দ্রবত্ব ও তরঙ্গ এই কয়টিকে একত্র করিয়া তরঙ্গ এই নাম কথিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের আরোপিত নামরূপ উপেক্ষা করিয়া স্বরূপ মাত্র বোধকে বাহ্য সমাধি বলে; তাহা প্রথম সমাধি বলিয়া কথিত হয়। সন্ন্যাসী সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ

ব্রহ্মের নিকট হইতে নাম ও রূপকে পৃথক্ করিয়া ব্রহ্মে বিলীন করত সকলের অধিষ্ঠানভূত সচ্চিদানন্দ, অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম আমিই এইরূপ নিশ্চয়চিত্ত হইবে ॥ ৮৮০ ॥ ৮৮১ ॥ ৮৮২ ॥ ৮৮৩ ॥ ৮৮৪ ॥৮৮৫

ইয়ং ভূর্ন সন্নাপি তোয়ং ন তেজো
ন বায়ু র্ন খং নাপি তৎকার্য্যজাতম্।
যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৮৬

অন্বয়। ইয়ং (এই দৃশ্যমান) ভূঃ (পৃথিবী) সৎ (ব্রহ্ম) ন (নহে) তোয়মপি (জলও) ন (ব্রহ্ম নহে), তেজঃ (অগ্নি) ন (ব্রহ্ম নহে), বায়ুঃ (পবন) ন (ব্রহ্ম নহে), খং (আকাশ) ন (ব্রহ্ম নহে), তৎকার্য্যজাতম্ (পৃথিবী প্রভৃতির কার্য্য ঘটপটাদিও) ন (ব্রহ্ম নহে) এষামপি (ইহাদিগের) অধিষ্ঠানভূতং (অবলম্বনস্বরূপ) যৎ (যে) বিশুদ্ধং (নির্ম্মল, কেবল) একং (একমাত্র) সৎ (নিত্যং) পরং (ব্রহ্ম) তৎ (সেই) সৎ এব (ব্রহ্মই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৮৬

অনুবাদ। এই দৃশ্যমান পৃথিবী সৎ (ব্রহ্ম) নহে; জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ এবং তাহাদের কার্য্যসমূহও ব্রহ্ম নহে, এই সকলের অধিষ্ঠানভূত বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মস্বরূপই আমি ॥ ৮৮৬

ন শব্দো ন রূপং ন চ স্পর্শকো বা
তথা নো রসো নাপি গন্ধো ন চান্যঃ।
যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৮৭

অন্বয়। শব্দঃ (আকাশগুণ) ন (ব্রহ্ম নহে), রূপং (তেজের গুণ) ন (ব্রহ্ম নহে) বা (কিংবা) স্পর্শকশ্চ (বায়ুর গুণও) ন (ব্রহ্ম নহে), তথা (সেইরূপ) রসঃ (জলের গুণ) ন (ব্রহ্ম নহে), গন্ধঃ অপি (পৃথিবীর গুণও) ন (ব্রহ্ম নহে), এতেষাং (ইহার) যৎ (যে) অধিষ্ঠানভূতং (আশ্রয়স্বরূপ)

বিশুদ্ধং (কেবল) সৎ (নিত্য) একং (অদ্বিতীয়) পরং (উৎকৃষ্ট) সৎ (ব্রহ্ম) তৎ (তাহা) অহম্ এব (আমিই) অস্মি (হই) ॥ ৮৮৭

অনুবাদ। শব্দ, রূপ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ কিংবা অন্য কোন দ্রব্য ব্রহ্ম নহে। ইহাদের অধিষ্ঠানভূত, বিশুদ্ধ, নিত্য পরব্রহ্মস্বরূপই আমি ॥ ৮৮৭

> ন সদ্‌দ্রব্যজাতং গুণা ন ক্রিয়া বা
> ন জাতির্বিশেষো ন চান্যঃ কদাপি।
> যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং
> সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৮৮

অন্বয়। দ্রব্যজাতং (ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য) সৎ (ব্রহ্ম) ন (নহে), গুণাঃ (রূপ প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি গুণ) ন (ব্রহ্ম নহে), বা (কিংবা) ক্রিয়া- (উৎক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটি ক্রিয়া) ন (ব্রহ্ম নহে) জাতিঃ (ঘটত্বাদি সামান্য) বিশেষঃ (পরমাণুর ভেদক ধর্ম্ম) অন্যশ্চ (এবং অপর কোন বস্তু) কদাপি (কখনও) ন (ব্রহ্ম নহে), এষাম্ (এই সমস্ত বস্তুর) অধিষ্ঠানভূতং (আশ্রয়ভূত) যৎ (যে) বিশুদ্ধম্ (গুণলেশরহিত) একং (অদ্বিতীয়) পরং (উৎকৃষ্ট) সৎ (সত্তাবৎ—ব্রহ্ম) তৎ (সেই) সৎ এব (ব্রহ্মই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৮৮

অনুবাদ। নয়টি দ্রব্য, * চতুর্ব্বিংশতিগুণ, কিংবা পাঁচটি

---

* তাৎপর্য্য—পৃথিবী, জল, তেজঃ বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, দেহী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) ও মনঃ—এই নয়টি দ্রব্য।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ এই চতুর্ব্বিংশতি গুণ।

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন—এই পাঁচটি ক্রিয়া।

নিত্য হইয়া অনেকে সমবায়-সম্বন্ধে যে থাকে, তাহার নাম জাতি, যেমন ঘটত্ব, ঘটত্ব নিত্য, অনেক ঘটে সমবায়-সম্বন্ধে (নিত্য সম্বন্ধে) বিদ্যমান আছে।

ঘট হইতে দ্ব্যণুক পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের অবয়ব দ্বারা বিভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরমাণু অবয়বশূন্য, তাহার বিভাগের জন্য বৈশেষিক 'বিশেষ' নামক পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। যে পদার্থ নিত্য দ্রব্যে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে তাহাকে বিশেষ বলে।

ক্রিয়া, ঘটত্বাদি জাতি, বিশেষ পদার্থ অথবা অন্য কোন বস্তু কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না ; এই সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠানস্বরূপ বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই আমি ॥ ৮৮৮

ন দেহো ন চাক্ষাণি ন প্রাণবায়ু
র্মনো নাপি বুদ্ধির্ন চিত্তং হ্যহংধীঃ।
যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৮৯

অন্বয়। দেহঃ (শরীর) ন (ব্রহ্ম নহে) অক্ষাণি চ (ইন্দ্রিয়বর্গ ও) ন (ব্রহ্ম নহে), প্রাণবায়ুঃ (প্রাণ নামক বায়ু) ন (নহে), মনঃ অপি (মনও) ন (নহে), বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ) ন (ব্রহ্ম নহে), চিত্ত (স্মরণাত্মক অন্তঃকরণ) [ন—নহে] অহংধীঃ (অহঙ্কার) [ন—নহে], এষাম্ (দেহ-প্রভৃতির) অধিষ্ঠানভূতং (আশ্রয়স্বরূপ) বিশুদ্ধং (নির্ম্মল) যৎ (যে) একং (অদ্বিতীয়) পরং (উৎকৃষ্ট) সৎ (ব্রহ্ম) তৎ (সেই) সৎ এব (ব্রহ্মই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৮৯

অনুবাদ। দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার আত্মা নহে ; ইহাদের অধিষ্ঠানস্বরূপ শুদ্ধ অদ্বিতীয় সদাত্মক পরব্রহ্মই আমি ॥ ৮৮৯

ন দেশো ন কালো ন দিগ্ বাপি সৎস্যা-
ন্ন বস্ত্বন্তরং স্থূলসূক্ষ্মাদিরূপম্।
যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৯০

অন্বয়। দেশঃ (ভূমিখণ্ড) সৎ (ব্রহ্ম) ন (নহে), কালঃ (অখণ্ড-কাল) ন (নহে), বা (অথবা) দিক্ অপি (পূর্ব্বপশ্চিমাদিদিক্ ও) ন (নহে) স্থূলসূক্ষ্মাদিরূপং (স্থূল ও সূক্ষ্ম যাহার স্বরূপ এরূপ) বস্ত্বন্তরং (অন্য বস্তু) ন (ব্রহ্ম নহে), এষাম্ (ইহাদের) অধিষ্ঠানভূতং (আশ্রয়স্বরূপ) যৎ (যে) বিশুদ্ধং

(স্বচ্ছ) একং (অদ্বিতীয় ; পরং (উৎকৃষ্ট) সৎ (ব্রহ্ম) তৎ (সেই) সৎ এব (ব্রহ্মই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৯০

অনুবাদ। দেশ, কাল, দিক্ কিংবা স্থূল অথবা সূক্ষ্মস্বরূপ অন্য কোন বস্তু ব্রহ্ম (আত্মা) নহে, এই সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠান স্বরূপ স্বচ্ছ অদ্বিতীয় সদাত্মক পর ব্রহ্মই আমি ॥ ৮৯০

এতদ্দৃশ্যং নামরূপাত্মকং যো-
হধিষ্ঠানং তদ্ব্রহ্ম সত্যং সদেতি।
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ বা শয়ানোঽপি নিত্যং
কুর্য্যাদ্বিদ্বান্ বাহ্যদৃশ্যানুবিদ্ধম্ ॥ ৮৯১

অন্বয়। যঃ (যে) বিদ্বান্ (জ্ঞানী) নিত্যং (সর্ব্বদা) গচ্ছন্ (গমন করিতে করিতে) তিষ্ঠন্ (স্থিত হইয়া) বা (কিংবা) শয়ানঃ অপি (শয়ন করিয়াও) বাহ্যদৃশ্যানুবিদ্ধম্ (বাহ্য ঘটপটাদিদৃশ্যসম্বদ্ধ) এতৎ (এই) নাম-রূপাত্মকং (নামরূপস্বরূপ) দৃশ্যং (জগৎ) তৎ (প্রসিদ্ধ) অধিষ্ঠানং (অধিষ্ঠান-ভূত) সত্যং (সত্যস্বরূপ) সৎ (সৎস্বরূপ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) এতি (প্রাপ্ত হ'ন) [তদ্ব্রহ্মাহম্ অস্মি—সেই ব্রহ্মস্বরূপই আমি] ॥ ৮৯১

অনুবাদ। যে বিদ্বান্ পুরুষ সর্ব্বদা গমনাবস্থায় কিংবা আসীন হইয়া অথবা শয়ন করিয়াও বাহ্যবস্তুসম্বদ্ধ নামরূপাত্মক দৃশ্য জগৎকে অধিষ্ঠানভূত সত্যস্বরূপ যদাত্মক ব্রহ্মরূপে অবগত হ'ন, সেইব্রহ্মস্বরূপ আমি ॥ ৮৯১

অধ্যস্তনামরূপাদিপ্রবিলাপেন নির্ম্মলম্।
অদ্বৈতং পরমানন্দং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯২

অন্বয়। [যতিঃ—সন্ন্যাসী] অধ্যস্তনামরূপাদি প্রবিলাপেন (আরোপিত নামরূপাদি তিরোহিত করিয়া) নির্ম্মলম্ (শুদ্ধ) অদ্বৈতং (দ্বৈতশূন্য) পরমানন্দং (অসীমসুখস্বরূপ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৮৯২

অনুবাদ। সন্ন্যাসী আরোপিত নাম ও রূপ প্রভৃতিকে কারণে

প্রলীন করিয়া "অদ্বিতীয় পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আমি" ইহা চিন্তা করিবে ॥ ৮৯২

নির্ব্বিকারং নিরাকারং নিরঞ্জনমনাময়ম্ ।
আদ্যন্তরহিতং পূর্ণং ব্রহ্মৈবাহং ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯৩

অন্বয়। অহং (আমি) নির্ব্বিকারং (বিক্রিয়ারহিত) নিরাকারং (আকার-শূন্য) নিরঞ্জনং (মালিন্যরহিত) অনাময়ম্ (রোগরহিত) আদ্যন্তরহিতং (উৎপত্তি-নাশশূন্য) পূর্ণং (পরিপূর্ণস্বভাব) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) [অত্র—ইহাতে] সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন (নাই) ॥ ৮৯৩

অনুবাদ। আমি বিক্রিয়ারহিত, নিরাকার, কলঙ্কশূন্য, রোগ-রহিত, উৎপত্তি-নাশ-হীন পূর্ণ ব্রহ্মই, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮৯৩

নিষ্কলঙ্কং নিরাতঙ্কং ত্রিবিধচ্ছেদবর্জ্জিতম্ ।
আনন্দমক্ষরং মুক্তং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯৪

অন্বয়। অহং (আমি) নিষ্কলঙ্কং (শুদ্ধ) নিরাতঙ্কং (নির্ভয়) ত্রিবিধ-চ্ছেদরহিতম্ (দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদশূন্য) আনন্দম্ (সুখস্বরূপ) অক্ষরং (অবিনাশী) মুক্তং (সংসারবন্ধনরহিত) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) অস্মি (হই) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৮৯৪

অনুবাদ। আমি শুদ্ধস্বভাব, নির্ভয়, দেশ, কাল ও বস্তু এই তিন প্রকার পরিচ্ছেদ (সীমা)-রহিত, আনন্দস্বরূপ, অবিনাশী, মুক্ত ব্রহ্মই, এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৮৯৪

নির্ব্বিশেষং নিরাভাসং নিত্যমুক্তমবিক্রিয়ম্ ।
প্রজ্ঞানৈকরসং সত্যং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯৫

অন্বয়। অহং (আমি) নির্ব্বিশেষং (বিশেষশূন্য অর্থাৎ একরূপ) নিরাভাসং (আভাসশূন্য) নিত্যমুক্তম্ (সর্ব্বদা বিমুক্ত) অবিক্রিয়ং (বিকার-রহিত) প্রজ্ঞানৈকরসং (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) সত্যং (সত্যস্বরূপ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) অস্মি (হই) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৮৯৫

অনুবাদ। আমি একরূপ, আভাস-রহিত, সদামুক্ত বিক্রিয়া-রহিত, একমাত্র জ্ঞানরূপ, সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম ইহা চিন্তা করিবে ॥ ৮৯৫

শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বসিদ্ধং পরং প্রত্যগখণ্ডিতম্।
স্বপ্রকাশং পরাকাশং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯৬

অন্বয়। অহং (আমি) শুদ্ধং (গুণসঙ্গরহিত) তত্ত্বসিদ্ধং (তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিশ্চিত) পরং (শ্রেষ্ঠ) প্রত্যক্ (ব্যাপক) অখণ্ডিতং (অখণ্ড) স্বপ্রকাশং (অন্যপ্রকাশ-নিরপেক্ষ-প্রকাশ-স্বভাব) পরাকাশং (মহাকাশ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) অস্মি (আছি) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৮৯৬

অনুবাদ। আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞানলভ্য, উৎকৃষ্ট, ব্যাপক, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, মহাকাশস্বরূপ ব্রহ্ম—ইহা চিন্তা করিবে ॥ ৮৯৬

সুসূক্ষ্মমস্তিতামাত্রং নির্ব্বিকল্পং মহত্তমম্।
কেবলং পরমাদ্বৈতং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯৭

অন্বয়। অহং (আমি) সুসূক্ষ্মম্ (অতীব দুরবগাহ) অস্তিতামাত্রং (সত্তাস্বরূপ) নির্ব্বিকল্পং (বিকল্পরহিত) মহত্তমম্ (সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ) কেবলং (শুদ্ধ) পরমাদ্বৈতং (পরম অদ্বৈতস্বরূপ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) অস্মি (হই) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৮৯৭

অনুবাদ। আমি অতীব সূক্ষ্মস্বভাব, সত্তাস্বরূপ, বিকল্পশূন্য, অতীব বৃহৎ, শুদ্ধ, দ্বৈতলেশশূন্য, ব্রহ্মস্বরূপ—এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৮৯৭

ইত্যেবং নির্ব্বিকারাদিশব্দমাত্রসমর্পিতম্।
ধ্যায়তঃ কেবলং বস্তু লক্ষ্যে চিত্তং প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮৯৮

অন্বয়। ইত্যেবং (ইতি-এবং—এইরূপ, পূর্ব্বোক্তরূপ) নির্ব্বিকারাদি-শব্দমাত্রসমর্পিতম্ (নির্ব্বিকার প্রভৃতি শব্দ মাত্র দ্বারা জ্ঞাত) কেবলং (শুদ্ধ) বস্তু (পদার্থকে) ধ্যায়তঃ (চিন্তাকারীর) লক্ষ্যে (লক্ষ্যপদার্থ ব্রহ্মে) চিত্তং (অন্তঃকরণ) প্রতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠা লাভ করে) ॥ ৮৯৮

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্তরূপ নির্ব্বিকার প্রভৃতি শব্দের জ্ঞাত শুদ্ধ পদার্থে (ব্রহ্মে) ধ্যানশীল পুরুষের চিত্ত লক্ষ্যপদার্থে প্রতিষ্ঠা লাভ করে॥ ৮৯৮

ব্রহ্মানন্দরসাবেশাদেকীভূয় তদাত্মনা।
বুদ্ধের্যা নিশ্চলাবস্থা* স সমাধিরকল্পকঃ॥ ৮৯৯

অন্বয়। ব্রহ্মানন্দরসাবেশাৎ (ব্রহ্মসুখরসে আসক্তিবশতঃ) তদাত্মনা (ব্রহ্মস্বরূপে) একীভূয় (এক হইয়া) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) যা (যে) নিশ্চলাবস্থা (স্থির অবস্থা) সঃ (সেই) অকল্পকঃ নির্ব্বিকল্প) সমাধিঃ (যোগ)॥ ৮৯৯

অনুবাদ। ব্রহ্মসুখরূপ রসে আসক্তিবশতঃ ব্রহ্মরূপে এক হইয়া বুদ্ধির যে নিশ্চল অবস্থা হয়, তাহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলা যায়॥ ৮৯৯

উত্থানে বাপ্যনুত্থানেঽপ্যপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সমাধিষট্‌কং কুর্ব্বীত সর্ব্বদা প্রযতো যতিঃ॥ ৯০০

অন্বয়। অপ্রমত্তঃ (সাবধান) জিতেন্দ্রিয়ঃ (বশীকৃতেন্দ্রিয়) যতিঃ (সন্ন্যাসী) প্রযতঃ (সংযত) [সন্—হইয়া] উত্থানে (উত্থিতিতে) বা (অথবা) অপি (আমন্ত্রণে) অনুত্থানে অপি (শয়নেও) সর্ব্বদা (সকল সময়) সমাধি-ষট্‌ক (ছয় প্রকার সমাধি) কুর্ব্বীত (করিবে)॥ ৯০০

অনুবাদ। সন্ন্যাসী সাবধান জিতেন্দ্রিয় ও সংযত হইয়া উত্থানে এবং শয়নেও পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ সমাধির অনুষ্ঠান করিবে॥ ৯০০

বিপরীতার্থধীর্যাবন্ন নিঃশেষং নিবর্ত্ততে।
স্বরূপস্ফুরণং যাবন্ন প্রসিধ্যত্যনির্গলম্।
তাবৎ সমাধিষট্‌কেন নয়েৎ কালং নিরন্তরম্॥ ৯০১

অন্বয়। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) বিপরীতার্থধীঃ (দেহ প্রভৃতিতে আত্মজ্ঞান-স্বরূপ বিরুদ্ধ বুদ্ধি) নিঃশেষং (সমূলে) ন নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত না হয়), যাবৎ

---

* বুদ্ধের্যা নিশ্চলাবস্থা ইতি বা পাঠঃ।

(যে পর্য্যন্ত) স্বরূপস্ফুরণম্ (স্বরূপের স্ফূর্ত্তি) অনির্গলং (অবাধে) ন প্রসিধ্যতি (সম্পন্ন না হয়), তাবৎ (ততকাল) সমাধিষট্‌কেন (ছয়টি সমাধির দ্বারা) নিরন্তরং (সর্ব্বদা) কালং (সময়) নয়েৎ (যাপন করিবে) ॥ ৯০১

অনুবাদ। যদবধি দেহাদিতে আত্মজ্ঞানরূপ বিপরীত বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত না হয়, যে পর্য্যন্ত অবাধে স্বরূপস্ফুর্ত্তি না হয়, ততকাল ছয়টি সমাধি দ্বারা কালক্ষেপ করিবে ॥ ৯০১

প্রমাদত্যাগঃ।

ন প্রমাদোঽত্র কর্ত্তব্যো বিদুষা মোক্ষমিচ্ছতা।
প্রমাদে জৃম্ভতে মায়া সূর্য্যাপায়ে তমো যথা ॥ ৯০২

অন্বয়। মোক্ষং (মুক্তিকে) ইচ্ছতা (ইচ্ছুক) বিদুষা (বিদ্বান্ কর্ত্তৃক) অত্র (সমাধিতে) প্রমাদঃ (অনবধানতা) ন কর্ত্তব্যঃ (করা কর্ত্তব্য নহে); প্রমাদে (অসতর্কতা আবির্ভূত হইলে) সূর্য্যাপায়ে (সূর্য্য অস্ত গেলে) তমো যথা (অন্ধকারের ন্যায়) মায়া (অজ্ঞান) জৃম্ভতে (আবির্ভূত হয়, প্রকাশ পায়) ॥ ৯০২

অনুবাদ। মুক্তিকাম বিদ্বান্ পুরুষের সমাধিতে প্রমাদ (অনবধানতা) ত্যাগ করা বিধেয়; [কারণ] যেমন সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে অন্ধকার আবির্ভূত হয়, সেইরূপ প্রমাদ থাকিলে, মায়া প্রকাশিত হয় ॥ ৯০২

স্বানুভূতিং পরিত্যজ্য ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণং বুধাঃ।
স্বানুভূতৌ প্রমাদো যঃ স মৃত্যুর্ন যমঃ সতাম্ ॥ ৯০৩

অন্বয়। বুধাঃ (পণ্ডিতেরা) স্বানুভূতিং (আত্মার অনুভবকে) পরিত্যজ্য (ত্যাগ করিয়া) ক্ষণং (অল্পকাল) ন তিষ্ঠন্তি (অবস্থান করেন না); স্বানু-

ভূতৌ (স্বকীয় অনুভবে) যঃ (যে) প্রমাদঃ (অনবধানতা), সঃ (তাহা) সতাং (সাধুগণের) মৃত্যুঃ (মরণ) ন যমঃ (যম নহে) ॥৯০৩

অনুবাদ। বুধগণ আত্মার অনুভব বর্জ্জন করিয়া ক্ষণকাল, অবস্থান করেন না; আত্মানুভবে যে প্রমাদ উপস্থিত হয়, তাহা সজ্জনগণের মৃত্যুস্বরূপ, যম (কাল) তাঁহাদিগের মৃত্যু নহে ॥ ৯০৩

অস্মিন্ সমাধৌ কুরুতে প্রয়াসং
যস্তস্য নৈবাস্তি পুনর্বিকল্পঃ।
সর্ব্বাত্মভাবোঽপ্যমুনৈব সিধ্যেৎ
সর্ব্বাত্মভাবঃ খলু কেবলত্বম্ ॥ ৯০৪

অন্বয়। যঃ (যিনি) অস্মিন্ (এই) সমাধৌ (সমাধিতে) প্রয়াসং (যত্ন) কুরুতে (করেন), তস্য (তাঁহার) পুনঃ (আবার) বিকল্পঃ (বিরুদ্ধকল্প) ন এব অস্তি (থাকে না, হয় না); অমুনা এব (এই সমাধির দ্বারাই) সর্ব্বাত্মভাবঃ অপি (সর্ব্ব বস্তুতে আত্মজ্ঞানও) সিধ্যেৎ (সম্পন্ন হয়), কেবলত্বং (শুদ্ধস্বরূপতা) সর্ব্বাত্মভাবঃ (সর্ব্ববস্তুতে আত্মবোধ) খলু (নিশ্চিত) ॥ ৯০৪

অনুবাদ। যিনি সমাধিতে প্রযত্ন করেন তাঁহার, আর বিকল্প * আবির্ভূত হয় না, কেবল মাত্র এই সমাধিদ্বারা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন ঘটে; [আত্মার] শুদ্ধ স্বরূপত্বকে সর্ব্বাত্মভাব কহে ॥ ৯০৪

সর্ব্বাত্মভাবো বিদুষো ব্রহ্মবিদ্যাফলং বিদুঃ।
জীবন্মুক্তস্য তস্যৈব স্বানন্দানুভবঃ ফলম্ ॥ ৯০৫

অন্বয়। [পণ্ডিতাঃ—পণ্ডিতেরা] বিদুষঃ (বিদ্বানের) সর্ব্বাত্মভাবঃ (সকল বস্তুতে আত্মবোধ) ব্রহ্মবিদ্যাফলং (ব্রহ্মজ্ঞানের ফল) [ইতি—ইহা] বিদুঃ (জানিয়া থাকেন) তস্য এব (সেই) জীবন্মুক্তস্য (জীবিত থাকিয়া যিনি মুক্ত, তাঁহার) স্বানন্দানুভবঃ (আত্মসুখানুভূতি) ফলম্ (কার্য্য) ॥ ৯০৫

---

* এইটি বটে, অথবা এইটি নহে চিত্তের এরূপ অবস্থাকে বিকল্প বলে।

অনুবাদ। বিদ্বানের সর্ব্বাত্মভাব ব্রহ্মজ্ঞানের ফল, এবং সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের আত্মানন্দানুভবই ফল,—একথা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৯০৫

যোঽহং মমেত্যাত্মসদাত্মগাহকো
গ্রন্থির্লয়ং যাতি স বাসনাময়ঃ।
সমাধিনা নশ্যতি কর্ম্মবন্ধো
ব্রহ্মাত্মবোধোঽপ্রতিবন্ধ ইষ্যতে ॥ ৯০৬

অন্বয়। যঃ (যে) অহংমমেত্যাত্মসদাত্মগাহকঃ (আমি দুঃখী, আমার ঐশ্বর্য্য ইত্যাদিরূপ অনাত্মাবগাহী) বাসনাময়ঃ (সংস্কারযুক্ত) গ্রন্থিঃ (গাঁইট—প্রতিবন্ধক) সঃ (তাহা) লয়ং (লয়কে) যাতি (প্রাপ্ত হয়); সমাধিনা (যোগ-দ্বারা) কর্ম্মবন্ধঃ (কর্ম্মের বন্ধন) নশ্যতি (নষ্ট হয়), অপ্রতিবন্ধঃ (অবাধ) ব্রহ্মাত্মবোধঃ (ব্রহ্মাভিন্ন আত্মজ্ঞান) ইষ্যতে (অভিলষিত হয়) ॥ ৯০৬

অনুবাদ। 'আমি' 'আমার' ইত্যাদিরূপ অনাত্মাবগাহী যে বাসনাময় গ্রন্থি বিদ্যমান আছে, তাহা সমাধি দ্বারা বিলয়প্রাপ্ত হয়; সমাধি দ্বারা কর্ম্মের বন্ধনও নষ্ট হয়, এবং প্রতিবন্ধকরহিত ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ৯০৬

এষ নিষ্কণ্টকঃ পন্থা মুক্তে র্ব্রহ্মাত্মনা স্থিতেঃ।
শুদ্ধাত্মনাং মুমুক্ষূণাং যৎ সদেকত্বদর্শনম্ ॥ ৯০৭

অন্বয়। শুদ্ধাত্মনাং (বিশুদ্ধচিত্ত) মুমুক্ষূণাং (মুক্তিকাম পুরুষগণের) যৎ (যে) সদেকত্বদর্শনম্ (সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান) এষঃ (ইহা) ব্রহ্মাত্মনা (ব্রহ্মস্বরূপে) স্থিতেঃ (অবস্থানরূপ) মুক্তেঃ (মোক্ষের) নিষ্কণ্টকঃ (অবাধ) পন্থাঃ (উপায়) ॥ ৯০৭

অনুবাদ। বিশুদ্ধচিত্ত মুক্তিকাম পুরুষগণের সৎস্বরূপ ব্রহ্মের ও আত্মার একত্বদর্শনই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তির অকণ্টক উপায় ॥ ৯০৭

তস্মাত্ত্বং চাপ্যপ্রমত্তঃ সমাধীন্
কৃত্বা গ্রন্থিং সাধু নির্দাহ্য যুক্তঃ।
নিত্যং ব্রহ্মানন্দপীযূষসিন্ধৌ
মজ্জন্ ক্রীড়ন্ মোদমানো রমস্ব ॥ ৯০৮

অন্বয়। তস্মাৎ (তজ্জন্য, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদজ্ঞান মুক্তির উপায় বলিয়া) ত্বং চ অপি (তুমিও) অপ্রমত্তঃ (সাবধান) [সন্—হইয়া] সমাধীন্ (পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার সমাধি) কৃত্বা (করিয়া) সাধু (উত্তমরূপে) গ্রন্থিং (কামাদি গ্রন্থিকে) নির্দাহ্য (পোড়াইয়া) যুক্তঃ (যোগী হইয়া) নিত্যং (সর্ব্বদা) ব্রহ্মানন্দপীযূষসিন্ধৌ (ব্রহ্মসুখরূপ অমৃতসাগরে) মজ্জন্ (মগ্ন হইয়া) ক্রীড়ন্ (ক্রীড়া করিয়া) মোদমানঃ (আনন্দিত হইয়া) রমস্ব (রত হও) ॥ ৯০৮

অনুবাদ। সেইজন্য তুমিও সাবধানে পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার সমাধির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক উত্তমরূপে কামক্রোধাদি গ্রন্থি দগ্ধ করিয়া যোগযুক্ত হইয়া, সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া ক্রীড়া কর, আনন্দ লাভ কর এবং নিরত থাক ॥ ৯০৮

যোগঃ।

নির্ব্বিকল্পসমাধির্যো বৃত্তিনৈশ্চল্যলক্ষণা।
তমেব যোগ ইত্যাহুর্যোগশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ ॥ ৯০৯

অন্বয়। যঃ (যে) নির্ব্বিকল্পসমাধিঃ (বিকল্পশূন্য যোগ) নৈশ্চল্যলক্ষণা (স্থৈর্য্যরূপ) বৃত্তিঃ (চিত্তের পরিণাম), যোগশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ (যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞ পণ্ডিতেরা) তম্ এব (তাহাকেই) যোগ ইতি (যোগ এই সংজ্ঞা) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ৯০৯

অনুবাদ। চিত্তবৃত্তির স্থিরতাই নির্ব্বিকল্প সমাধি; যোগশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকেই "যোগ" বলিয়া থাকেন ॥ ৯০৯

অষ্টাবঙ্গানি

অষ্টাবঙ্গানি যোগস্য যমো নিয়ম আসনম্।
প্রাণায়ামস্তথা প্রত্যাহারশ্চাপি চ ধারণা ॥ ৯১০
ধ্যানং সমাধিরিত্যেব নিগদন্তি মনীষিণঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ ॥ ৯১১
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো মুহুর্মুহুঃ।
সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ ॥ ৯১২
নিয়মো হি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ।
সুখেনৈব ভবেদ্ যস্মিন্নজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্ ॥ ৯১৩

অন্বয়। যমঃ (যম), নিয়মঃ (নিয়ম), আসনং (আসন), প্রাণায়ামঃ (প্রাণায়াম) তথা (এবং) প্রত্যাহারঃ চ (প্রত্যাহার) অপি চ (এবং) ধারণা (দেশবন্ধ) ধ্যানম্ (চিত্তের একাগ্রতা) ইতি এব (ইহাই) যোগস্য (যোগের) অষ্টৌ (আটটি) অঙ্গানি (অবয়ব) মনীষিণঃ (মহাত্মারা) নিগদন্তি (বলিয়া থাকেন; সর্ব্বং (সমস্ত বস্তু) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ইতি (এইরূপ) বিজ্ঞানাৎ (জানিয়া) ইন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ (ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহ) অয়ং (এই) যমঃ (যম) ইতি (ইহা) সংপ্রোক্তঃ (কথিত হয়), [অসৌ যমঃ—এই যম] মুহুর্মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অভ্যসনীয়ঃ (অভ্যাস করা কর্ত্তব্য); সজাতীয়প্রবাহঃ (সমান-জাতীয় প্রত্যয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারা) চ (এবং (বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ (বিরুদ্ধ-জাতীয় প্রত্যয়ের অপনয়ন) নিয়মঃ (নিয়ম) [উচ্যতে—কথিত হয়], হি (যেহেতু) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) নিয়মাৎ (নিয়ম হইতে) পরানন্দঃ (পরমসুখ) ক্রিয়তে (লব্ধ হয়), যস্মিন্ (যাহাতে) সুখেন এব (অনায়াসেই) অজস্রং (নিরন্তর) ব্রহ্মচিন্তনং (ব্রহ্মচিন্তা) ভবেৎ (হইয়া থাকে) ॥ ৯১০ ॥ ৯১১ ॥ ৯১২ ॥ ৯১৩

অনুবাদ। মনীষিগণ "যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যা-হার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি" এই আটটিকে যোগের অঙ্গ বলিয়া থাকেন। 'এই সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে'—এইরূপ জ্ঞানের

দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম 'যম' বলিয়া অভিহিত হয়, এই 'যম' পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। বিজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহকে পরিত্যাগ ও সজাতীয় বিজ্ঞানধারাকে নিয়ম বলা যায়; পণ্ডিতেরা এই নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়া পরম সুখ অনুভব করেন, যাহাতে অনায়াসে নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা আসিয়া থাকে ॥ ৯১০ ॥ ৯১১ ॥ ৯১২ ॥ ৯১৩

আসনং তদ্ বিজানীয়াদিতরসুখনাশনম্।
চিত্তাদিসর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ ॥ ৯১৪

অন্বয়। চিত্তাদিসর্ব্বভাবেষু (চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত পদার্থে) ব্রহ্মত্বেন এব (ব্রহ্ম-স্বরূপে) ভাবনাৎ (চিন্তনহেতু) [যৎ—যে] ইতর-সুখনাশনং (বাহ্যসুখক্ষয়) তৎ (তাহাকে) আসনং (আসন) বিজানীয়াৎ (জানিবে) ॥ ৯১৪

অনুবাদ। চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত পদার্থকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিয়া বাহ্য সুখের নাশকে 'আসন' বলিয়া জানিবে ॥ ৯১৪

নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে।
নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচকাখ্যঃ সমীরণঃ ॥ ৯১৫

অন্বয়। [যঃ—যে] সর্ব্ববৃত্তীনাং (চিত্তের সমস্ত বৃত্তির) নিরোধঃ (রোধ), সঃ (তাহা) প্রাণায়ামঃ (প্রাণায়াম) উচ্যতে (কথিত হয়); প্রপঞ্চস্য (জগতের) নিষেধনং (নিষেধ, ব্রহ্মে লয়) রেচকাখ্যঃ (রেচক-নামক) সমীরণঃ (বায়ু) [উচ্যতে—উক্ত হয়] ॥ ৯১৫

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা চিত্তের সমস্ত বৃত্তির নিরোধকে 'প্রাণায়াম' বলিয়া থাকেন; প্রপঞ্চের নিষেধ (ব্রহ্মে লয়)-কে রেচক-নামক বায়ু বলা হয় ॥ ৯১৫

ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরীরিতঃ।
ততস্তদ্বৃত্তিনৈশ্চল্যং কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ ॥ ৯১৬

অন্বয়। [অহং—আমি] ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) অস্মি (হই) ইতি (এইরূপ) যা (যে) বৃত্তিঃ (চিত্তের অবস্থা) [সঃ=তাহা] পূরকো বায়ুঃ (পূরক নামক

বায়ু) ঈরিতঃ (কথিত হয়); ততঃ (অনন্তর) তদ্‌বৃত্তিনৈশ্চল্যং (আমি ব্রহ্ম ইত্যাকার বৃত্তির স্থৈর্য্য) [চ—এবং] প্রাণসংযমঃ (প্রাণবায়ুর নিশ্চলতা) কুম্ভকঃ (কুম্ভক) [উচ্যতে—কথিত হয়] ॥ ৯১৬

অনুবাদ। 'আমিই ব্রহ্ম'—এইরূপ চিত্তবৃত্তিকে 'পূরক বায়ু' বলে, অনন্তর সেইরূপ বৃত্তির স্থৈর্য্য এবং প্রাণবায়ুর সংযমকে 'কুম্ভক' বলা যায় ॥ ৯১৬

অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং প্রাণপীড়নম্।
বিষয়েম্বাত্মতাং ত্যক্ত্বা মনসশ্চিতিমজ্জনম্ ॥ ৯১৭
প্রত্যাহারঃ সবিজ্ঞেয়োঽভ্যসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ।
যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ ॥ ৯১৮
মনসো ধারণঞ্চৈব ধারণা সা পরা মতা।
ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্‌বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ ॥ ৯১৯
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী।
নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ ॥ ৯২০
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধি র্ধ্যানসংজ্ঞিকঃ।
সমাধৌ ক্রিয়মাণে তু বিঘ্না হ্যায়ান্তি বৈ বলাৎ ॥ ৯২১

অন্বয়। অয়ং চ অপি (এই কুম্ভকই) প্রবুদ্ধানাং (জ্ঞানিগণের, [চ—এবং] অজ্ঞানাং (জ্ঞানহীনগণের) প্রাণপীড়নং (প্রাণবায়ুর নিরোধ) বিষয়েষু (শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহে) আত্মতাং (আত্মত্বকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসঃ (মনের) চিতিমজ্জনং (চৈতন্যে—ব্রহ্মে স্থাপন) সঃ (তাহাই) প্রত্যাহারঃ (প্রত্যাহার-নামক যোগাঙ্গ) বিজ্ঞেয় (জ্ঞাত হইবে) [সঃ—সেই প্রত্যাহার] মুমুক্ষুভিঃ (মুক্তিকাম পুরুষগণ কর্তৃক) অভ্যসনীয়ঃ (অভ্যাস করা কর্ত্তব্য) যত্র যত্র (যেখানে যেখানে) মনঃ (মন) যাতি (গমন করে) তত্র (সেইস্থানে) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) দর্শনাৎ (সাক্ষাৎকারহেতু) মনসঃ (মনের) ধারণং চ এব (কোন একস্থানে রক্ষণই) সা (তাহা) পরা (উৎকৃষ্ট) ধারণা (ধারণা) মতা (অভিমত), ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) অস্মি (হই) ইতি (এইরূপ) সদ্‌বৃত্ত্যা (উত্তম বৃত্তি দ্বারা) নিরালম্বতয়া (অবলম্বনশূন্যতারূপে) স্থিতিঃ (অবস্থান) ধ্যানশব্দেন (ধ্যান

এই নাম দ্বারা) বিখ্যাতা (প্রথিত হয়) [সা—সেই স্থিতি] পরমানন্দদায়িনী (অতিশয় আনন্দ প্রদান করে) নির্ব্বিকারতয়া (বিকারশূন্যত্বরূপে) ব্রহ্মাকারতয়া (ব্রহ্মাকারত্বরূপ) বৃত্ত্যা (বৃত্তি দ্বারা) পুনঃ (বাক্যালঙ্কার) সম্যক্ (উত্তমরূপে) বৃত্তিবিস্মরণং (বৃত্তির বিস্মৃতি) ধ্যানসংজ্ঞকঃ (ধ্যানাপর-নামক) সমাধিঃ (সমাধি) [উচ্যতে - কথিত হয়] সমাধৌ (সমাধি) ক্রিয়মাণে (অনুষ্ঠিত হইলে) হি (নিশ্চিত) বিঘ্নাঃ (প্রতিবন্ধকসমূহ) বলাৎ (বলপূর্ব্বক) আয়ান্তি (আগমন করে) ॥ ৯১৭ ॥ ৯১৮ ॥ ৯১৯ ॥ ৯২০ ॥ ৯২১

অনুবাদ। এই কুম্ভকই জ্ঞানী ও অজ্ঞদিগের প্রাণবায়ুর নিরোধক। শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহে আত্মত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক মনের চৈতন্যে স্থাপনকে 'প্রত্যাহার' বলিয়া জানিবে; মুমুক্ষুগণের এই প্রত্যাহার অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে যে স্থানে মনঃ গমন করে, সেই সেই স্থানে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হেতু মনের ধারণকে উৎকৃষ্ট 'ধারণা' বলিয়া কথিত হয়। 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ সাধুবৃত্তি দ্বারা মনের আশ্রয়হীনত্বরূপে অবস্থানকে 'ধ্যান' বলা যায়; ইহা পরম আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। বিকাররহিত ব্রহ্মাকার বৃত্তি দ্বারা ইতর-বৃত্তির সম্যক্ বিস্মরণকে 'সমাধি' বলে; ইহাকে ধ্যান (ধ্যানের পরাকাষ্ঠা) বলা যায়। সমাধি অনুষ্ঠিত হইলে, বিঘ্নসকল বলপূর্ব্বক উপস্থিত হয় ॥ ৯১৭ ॥ ৯১৮ ॥ ৯১৯ ॥ ৯২০ ॥ ৯২১

অনুসন্ধানরাহিত্যমালস্যং ভোগলালসম্।
ভয়ং তমশ্চ বিক্ষেপস্তেজঃস্পন্দশ্চ শূন্যতা ॥ ৯২২

অন্বয়। অনুসন্ধানরাহিত্যং (ব্রহ্মান্বেষণরহিততা) আলস্যং (অলসতা) ভোগলালসং (ভোগেচ্ছা) ভয়ং (ভীতি) তমশ্চ (এবং অজ্ঞান) বিক্ষেপঃ (চিত্তচাঞ্চল্য) তেজঃস্পন্দশ্চ (উত্তাপের দ্বারা স্পন্দন) শূন্যতা (শূন্যত্ব) [এই-গুলি যোগবিঘ্ন] ॥ ৯২২

অনুবাদ। [ব্রহ্মবিষয়ে] অনুসন্ধান-রাহিত্য, আলস্য, ভোগ-বাসনা, ভয়, অজ্ঞান, বিক্ষেপ, তেজের দ্বারা স্পন্দন এবং শূন্যতা—এই কয়টি সমাধির বিঘ্ন ॥ ৯২২

এবং যদ্‌বিঘ্নবাহুল্যং ত্যাজ্যং তদ্ ব্রহ্মবিজ্জনৈঃ।
বিঘ্নানেতান্ পরিত্যজ্য প্রমাদরহিতো বশী।
সমাধিনিষ্ঠয়া ব্রহ্ম সাক্ষাদ্‌ভবিতুমর্হসি ॥ ৯২৩

অন্বয়। এবং (এইরূপ) যৎ (যে) বিঘ্নবাহুল্যং (অন্তরায়ের প্রাচুর্য্য) তৎ (তাহা) ব্রহ্মবিজ্জনৈঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক) ত্যাজ্যং (পরিহরণীয়)। [ত্বং—তুমি] এতান্ (এই) বিঘ্নান্ (অন্তরায়সকলকে) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) প্রমাদরহিতঃ (অনবধানতাবিহীন) বশী (জিতেন্দ্রিয়) [সন্—হইয়া] সমাধিনিষ্ঠয়া (সমাধির উৎকর্ষ দ্বারা) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ভবিতুং (হইতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥ ৯২৩

অনুবাদ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের এবংবিধ বিঘ্নপ্রাচুর্য্য ত্যাগ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। তুমি (শিষ্য) এই সমুদায় বিঘ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রমাদবিহীন এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সমাধির পরাকাষ্ঠা দ্বারা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে সমর্থ হও ॥ ৯২৩

শিষ্যস্য স্বানুভবঃ।

ইতি গুরুবচনাৎ শ্রুতিপ্রমাণাৎ
পরমবগম্য স্বতত্ত্বমাত্মবুদ্ধ্যা।
প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্মা
ক্বচিদচলাকৃতিরাত্মনিষ্ঠিতোঽভূৎ ॥ ৯২৪

অন্বয়। [শিষ্যঃ=বিদ্যার্থী] ইতি (এইরূপ) শ্রুতিপ্রমাণাৎ (বেদ-প্রমাণ) গুরুবচনাৎ (গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া) আত্মবুদ্ধ্যা (নিজ জ্ঞান দ্বারা) পরং (উৎকৃষ্ট) স্বতত্ত্বম্ (আত্মস্বরূপ) অবগম্য (অবগত হইয়া) প্রশমিতকরণঃ (শান্তেন্দ্রিয়) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) অচলাকৃতিঃ (স্থির) [চ—এবং] আত্ম-নিষ্ঠিতঃ (আত্মপরায়ণ) সমাহিতাত্মা (সমাহিতচিত্ত) অভূৎ (হইয়াছিলেন) ॥ ৯২৪

অনুবাদ। শিষ্য এবংপ্রকার শ্রুতি-প্রমাণ গুরুবাক্য শ্রবণ

করিয়া, সমুদিত আত্মজ্ঞান দ্বারা প্রকৃষ্ট আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, শান্তেন্দ্রিয়, স্থির, আত্মপরায়ণ এবং কদাচিৎ সমাহিতচিত্ত হইয়াছিলেন॥ ৯২৪

বহুকালং সমাধায় স্বস্বরূপে চ মানসম্।
উত্থায় পরমানন্দাদ্ গুরুমেত্য পুনর্মুদা॥ ৯২৫
প্রমাণপূর্ব্বকং ধীমান্ সগদ্গদমুবাচ হ।
নমো নমস্তে গুরবে নিত্যানন্দস্বরূপিণে॥ ৯২৬
মুক্তসঙ্গায় শান্তায় ত্যক্তাহন্তায় তে নমঃ।
দয়াধাম্নে নমো ভূম্নে মহিম্নঃ পারমস্য তে।
নৈবাস্তি যৎকটাক্ষেণ ব্রহ্মৈবাহভবমদ্বয়ম্॥ ৯২৭

অন্বয়। ধীমান্ (বুদ্ধিমান্ শিষ্য) বহুকালং (অনেক কাল ব্যাপিয়া) স্বস্বরূপে চ (আত্মস্বরূপে) মানসং (মন) সমাধায় (সমাধান করিয়া) পরমানন্দাৎ (অতিশয় সুখবশতঃ) উত্থায় (উত্থিত হইয়া) মুদা (হর্ষভরে) পুনঃ (আবার) গুরুম্ (গুরুকে) এত্য (প্রাপ্ত হইয়া) প্রণামপূর্ব্বকং (প্রণিপাত-পুরঃসর) সগদ্গদং (গদ্গদকণ্ঠে) উবাচ হ (কহিয়াছিলেন),— নিত্যানন্দস্বরূপিণে (নিত্যসুখস্বরূপ) গুরবে (গুরু) তে (তোমাকে) নমোনমঃ (নমস্কার করি), মুক্তসঙ্গায় (সঙ্গরহিত) শান্তায় (শমগুণবিশিষ্ট) ত্যক্তাহন্তায় (বিগতাহঙ্কার) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার), দয়াধাম্নে (দয়ার আধার) ভূম্নে (ভূমা—ব্রহ্ম উদ্দেশে) নমঃ (নমস্কার), তে (তোমার) অস্য (এই) মহিম্নঃ (মহিমার) পারং (সীমা) ন এব অস্তি (নাই), যৎকটাক্ষেণ (যাঁহার কটাক্ষ দ্বারা) [অহং=আমি] অদ্বয়ং (অদ্বৈত) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) অভবম্ (হইয়াছি)॥ ৯২৫॥ ৯২৬॥ ৯২৭

অনুবাদ। বুদ্ধিমান্ শিষ্য বহুকাল আত্মস্বরূপে মনঃসমাধানপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া, পরমানন্দবশতঃ পুনরায় হর্ষভরে গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রণিপাত-পুরঃসর গদ্গদ্কণ্ঠে গুরুকে বলিলেন,—তুমি নিত্যানন্দস্বরূপ, গুরু, তোমাকে নমস্কার করি; তুমি সঙ্গরহিত, শান্ত ও অহঙ্কারশূন্য, তোমাকে প্রণিপাত করি; দয়ার আধার

ব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি, যে গুরুর কৃপা-কটাক্ষ দ্বারা আমি অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি, সেই গুরু তুমি, তোমার মহিমার সীমা নাই ॥ ৯২৫ ॥ ৯২৬ ॥ ৯২৭

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিম্।
যন্ময়া পূরিতং বিশ্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা ॥ ৯২৮

অন্বয়। [অহং—আমি] কিং (কি) করোমি (করি), ক্ব (কোথায়) গচ্ছামি (যাই), কিং (কি) গৃহ্লামি (গ্রহণ করি), কিং (কি) ত্যজামি (ত্যাগ করি) ? যৎ (যে কারণে) ময়া (আমা কর্তৃক) যথা (যেন) মহা-কল্পাম্বুনা (অতিশয় সঙ্কল্পরূপ বারির দ্বারা) বিশ্বং (জগৎ) পূরিতম্ (পূরিত, পূর্ণকৃত হইয়াছে) ॥ ৯২৮

অনুবাদ। আমি কি করি, কোথায় যাই, কি গ্রহণ করি এবং কোন্ বস্তু ত্যাগ করি ? কারণ, আমি যেন এই বিশ্বকে অত্যন্ত সঙ্কল্পরূপ বারি দ্বারা পূর্ণ করিয়াছি ॥ ৯২৮

ময়ি সুখবোধপয়োধৌ মহতি ব্রহ্মাণ্ডবুদ্‌বুদসহস্রম্।
মায়াময়েন মরুতা ভূত্বা ভূত্বা পুনস্তিরোধত্তে ॥ ৯২৯

অন্বয়। মহতি (অতীব) সুখবোধপয়োধৌ (আনন্দজ্ঞান-সমুদ্র) ময়ি (আমাতে) ব্রহ্মাণ্ডবুদ্‌বুদসহস্রং (ব্রহ্মাণ্ডরূপ সহস্র সহস্র জলবিম্ব) মায়াময়েন (মায়াযুক্ত) মরুতা (বায়ু দ্বারা) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া) পুনঃ (আবার) তিরোধত্তে (বিলীন হইয়া থাকে) ॥ ৯২৯

অনুবাদ। অতীব আনন্দজ্ঞান-পারাবারস্বরূপ আমাতে (আত্মাতে) ব্রহ্মাণ্ডরূপ সহস্র জলবিম্ব মায়াময় বায়ু দ্বারা পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত হইয়া আবার তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ৯২৯

নিত্যানন্দস্বরূপোঽহমাত্মাহং ত্বদনুগ্রহাৎ।
পূর্ণোঽহমনবদ্যোঽহং কেবলোঽহং চ সদ্‌গুরো ॥ ৯৩০

অন্বয়। সদ্‌গুরো (হে সাধু গুরো !) অহং (আমি) ত্বদনুগ্রহাৎ (তোমার কৃপায়) নিত্যানন্দস্বরূপঃ (সদা সুখস্বরূপ), অহম্ (আমি) আত্মা

(ব্রহ্মস্বরূপ), অহং (আমি) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণ), অহম্ (আমি) অনবদ্যঃ (অনিন্দনীয়), অহং (আমি) কেবলঃ (শুদ্ধ)॥ ৯৩০

অনুবাদ। হে সদ্‌গুরো! আমি আপনার অনুগ্রহে নিত্য সুখস্বরূপ, আমি আত্ম-(ব্রহ্ম)-স্বরূপ, আমি পূর্ণ, অনিন্দনীয় এবং শুদ্ধস্বভাব॥ ৯৩০

অকর্ত্তাহমভোক্তাহমবিকারোঽহমক্রিয়ঃ।
আনন্দঘন এবাহমসঙ্গোঽহং সদাশিবঃ॥ ৯৩১

অন্বয়। অহম্ (আমি) অকর্ত্তা (কর্তৃত্বরহিত), অহম্ (আমি) অভোক্তা (ভোক্তৃত্বরহিত), অহম্ (আমি) অবিকারঃ (বিকাররহিত), [অহম্—আমি] অক্রিয়ঃ (ক্রিয়ারহিত), অহম্ (আমি) আনন্দঘনঃ এব (সুখস্বরূপই), অহম্ (আমি) অসঙ্গঃ (সঙ্গবর্জ্জিত), [অহম্—আমি] সদাশিবঃ (সর্ব্বদা কল্যাণময়)॥ ৯৩১

অনুবাদ। আমি,—অকর্ত্তা, অভোক্তা, বিকারশূন্য, নিষ্ক্রিয়, সুখস্বরূপ, অসঙ্গ এবং সদাশিব॥ ৯৩১

ত্বৎকটাক্ষবরচান্দ্রচন্দ্রিকাপাতধূতভবতাপজশ্রমঃ।
প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবানন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাৎ॥ ৯৩২

অন্বয়। ত্বৎকটাক্ষবরচান্দ্রচন্দ্রিকাপাতধূতভবতাপজশ্রমঃ (তোমার কটাক্ষ-রূপ উৎকৃষ্ট জ্যোৎস্নাপাতের দ্বারা সংসারতাপজনিত শ্রান্তি বিদূরিত হইয়াছে যাহার, সেই), অহং (আমি) ক্ষণাৎ (ক্ষণমাত্রেই) অখণ্ডবৈভবানন্দম্ (অখণ্ড-ঐশ্বর্য্যসুখরূপ) অক্ষয়ম্ (অবিনাশী) আত্মপদং (আত্মস্থিতি) প্রাপ্তবান্ (প্রাপ্ত হইয়াছি)॥ ৯৩২

অনুবাদ। ত্বদীয় কটাক্ষরূপ উৎকৃষ্ট জ্যোৎস্নাপাতের দ্বারা আমার সংসারতাপজনিত শ্রান্তি বিদূরিত হইয়াছে, আমি মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অখণ্ড-ঐশ্বর্য্য-আনন্দরূপ অক্ষয় আত্মপদ লাভ করিয়াছি॥ ৯৩২

ছায়য়া স্পৃষ্টমুষ্ণং বা শীতং বা দুষ্ঠু সুষ্ঠু বা।
ন স্পৃশত্যেব যৎকিঞ্চিৎ পুরুষং তদ্‌বিলক্ষণম্॥ ৯৩৩

অন্বয়। ছায়য়া (ছায়া দ্বারা) স্পৃষ্টং (কৃতস্পর্শ) উষ্ণং (গরম) বা (কিংবা) শীতং (ঠাণ্ডা) বা (কিংবা) তুষ্ঠু (মন্দ) সুষ্ঠু (ভাল) যৎকিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) তদ্‌বিলক্ষণং (শীতাদির বিপরীত) পুরুষং (পুরুষকে) ন স্পৃশতি এব (স্পর্শ করিতে পারেই না)॥ ৯৩৩

অনুবাদ। ছায়া দ্বারা স্পৃষ্ট উষ্ণ শীত কিংবা ভাল মন্দ যাহা কিছু, তাহার (শীতাদির) বিরুদ্ধধর্ম্ম পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না॥ ৯৩৩

ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্ম্মা ন স্পৃশন্তি বিলক্ষণম্।
অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্ম্মাঃ প্রদীপবৎ॥ ॥ ৯৩৪

অন্বয়। গৃহধর্ম্মাঃ (গৃহের ধর্ম্মসমূহ) প্রদীপবৎ (যেমন প্রদীপকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ) সাক্ষ্যধর্ম্মাঃ (যেগুলি সাক্ষীর ধর্ম্ম নহে, তাহারা) বিলক্ষণং (বিপরীত) সাক্ষিণং (সাক্ষীকে) ন স্পৃশন্তি (স্পর্শ করে না), অবিকারম্ (বিকারশূন্য) উদাসীনং (কর্ত্তৃত্বাদিরহিত) [আত্মানং—আত্মাকে] ন স্পৃশন্তি (স্পর্শ করে না)॥ ৯৩৪

অনুবাদ। গৃহের ধর্ম্মসমূহ যেমন প্রদীপকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ যে সমুদায় সাক্ষীর ধর্ম্ম নহে—তাহারা বিলক্ষণ, বিকার-রহিত, উদাসীন সাক্ষীকে স্পর্শ করে না॥ ৯৩৪

রবের্যথা কর্ম্মণি সাক্ষিভাবো
বহ্নের্যথা বায়সি দাহকত্বম্।
রজ্জোর্যথারোপিতবস্তুসঙ্গ-
স্তথৈব কূটস্থচিদাত্মনো মে॥ ৯৩৫

অন্বয়। যথা (যেমন) রবেঃ (সূর্য্যের) কর্ম্মণি (ক্রিয়ায়) সাক্ষিভাবঃ (সাক্ষিত্ব), যথা বা (অথবা) বহ্নেঃ (অগ্নির) অয়সি (লৌহে) দাহকত্বং (দাহকর্ত্তৃত্ব) যথা (যেরূপ), রজ্জোঃ (দড়ির) আরোপিতবস্তুসঙ্গঃ (কল্পিত সর্পাদিবস্তুর সহিত সম্বন্ধ) কূটস্থচিদাত্মনঃ (কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ) মে (আমার) তথা এব (সেইরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ সঙ্গ নাই)॥ ৯৩৫

অনুবাদ। সূর্য্যের যেমন কর্ম্মে সাক্ষিতামাত্র, কিংবা অগ্নির যেমন লৌহে দাহজনকতা, অথবা রজ্জুর যেরূপ সর্পাদি কল্পিত বস্তুর সহিত সঙ্গ বিদ্যমান আছে, কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ আমার (আত্মার) সেইরূপই সম্বন্ধ ॥ ৯৩৫

ইত্যুক্ত্বা স গুরুং স্তুত্বা প্রশ্রয়েণ কৃতানতিঃ।
মুমুক্ষোরুপকারায় প্রষ্টব্যাংশমপৃচ্ছত ॥ ৯৩৬

অন্বয়। সঃ (সেই শিষ্য) ইতি (ইহা) উক্ত্বা (বলিয়া) গুরুং (গুরুকে) স্তুত্বা (স্তব করিয়া) প্রশ্রয়েণ (বিনয়-সহকারে) কৃতানতিঃ (প্রণামপূর্ব্বক) মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকামের) উপকারায় (উপকারের জন্য) প্রষ্টব্যাংশম্ (প্রষ্টব্য ভাগ) অপৃচ্ছত (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) ॥ ৯৩৬

অনুবাদ। শিষ্য এবংবিধ বাক্য বলিয়া, গুরুকে স্তুতি করিয়া, বিনয়সহকারে প্রণত হইয়া, মুমুক্ষুর উপকারের জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৯৩৬

জীবন্মুক্তস্য ভগবন্ননুভূতেশ্চ লক্ষণম্।
বিদেহমুক্তস্য চ মে কৃপয়া ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ৯৩৭

অন্বয়। ভগবন্ (হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্!) জীবন্মুক্তস্য (জীবিতাবস্থায় মুক্তের) অনুভূতেশ্চ (এবং অনুভবের) বিদেহমুক্তস্য চ (এবং বিদেহ মুক্তের) লক্ষণং (লক্ষণ) মে (আমাকে) কৃপয়া (দয়াপূর্ব্বক) তত্ত্বতঃ (যথার্থভাবে) ব্রূহি (বলুন) ॥ ৯৩৭

অনুবাদ। হে ভগবন্! জীবন্মুক্ত, অনুভব এবং বিদেহ-মুক্তির (দেহনাশের পর মুক্তির) লক্ষণ আমাকে কৃপাপূর্ব্বক যথাযথ বিবৃত করুন ॥ ৯৩৭

জ্ঞানভূমিকালক্ষণম্।

শ্রীগুরুঃ—

বক্ষ্যে তুভ্যং জ্ঞানভূমিকায়া লক্ষণমাদিতঃ।
জ্ঞাতে যস্মিংস্ত্বয়া সর্ব্বং জ্ঞাতং স্যাৎ পৃষ্টমদ্য যৎ ॥ ৯৩৮

অন্বয়। শ্রীগুরুঃ (গুরু) [কহিলেন], [অহং—আমি] জ্ঞানভূমিকায়াঃ (জ্ঞান-ভূমিকার) লক্ষণং (লক্ষণ) আদিতঃ (প্রথম হইতে) তুভ্যং (তোমার উদ্দেশে, তোমাকে) বক্ষ্যে (বলিব); যস্মিন্ (যাহা) জ্ঞাতে (জ্ঞাত হইলে) ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) অদ্য (আজ) যৎ (যাহা) পৃষ্টং (জিজ্ঞাসিত হইয়াছে) [তৎ—তাহা] সর্ব্বং (সমস্ত) জ্ঞাতং (বিদিত) স্যাৎ (হইবে)॥ ৯৩৮

অনুবাদ। গুরু কহিলেন,—তোমাকে জ্ঞানের ভূমিকার (অবস্থার) লক্ষণ প্রথম হইতে বলিব; যাহা অবগত হইলে, অদ্য তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তৎসমুদায় অবগত হইবে॥ ৯৩৮

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছা স্যাৎ প্রথমা সমুদীরিতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া তনুমানসী॥ ৯৩৯

অন্বয়। শুভেচ্ছা (শুভেচ্ছা-নাম্নী) জ্ঞানভূমিঃ (জ্ঞানের অবস্থা) প্রথমা (আদ্যা) সমুদীরিতা (কথিতা) স্যাৎ (হয়), তু (পাদপূরণে) বিচারণা (বিচারণা-নাম্নী) দ্বিতীয়া (দ্বিতীয়া ভূমি) তনুমানসী (তনুমানসী-নামিকা) তৃতীয়া (তৃতীয়া ভূমি)॥ ৯৩৯

অনুবাদ। প্রথমা জ্ঞানভূমি 'শুভেচ্ছা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 'বিচারণা' দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমি; তৃতীয়া 'তনুমানসী' বলিয়া কথিত হয়॥ ৯৩৯

সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাৎ ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবনা ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতা॥ ৯৪০

অন্বয়। চতুর্থী (চতুর্থী ভূমি) সত্ত্বাপত্তিঃ (সত্ত্বাপত্তি-নামিকা) স্যাৎ (হয়) ততঃ (অনন্তর অর্থাৎ চতুর্থীর পর পঞ্চমী) অসংসক্তিনামিকা (অসংসক্তি-

নাম্নী), ষষ্ঠী (ষষ্ঠী) পদার্থাভাবনা (পদার্থাভাবনানাম্নী), সপ্তমী (সপ্তমী ভূমিকা) তুর্য্যগা (তুর্য্যগা-নামিকা) স্মৃতা (কথিত হয়)॥ ৯৪০

অনুবাদ। চতুর্থী ভূমিকার নাম 'সত্ত্বাপত্তি'। 'অসংসক্তি' নামিকা পঞ্চমী ভূমিকা, ষষ্ঠী পদার্থাভাবনা, এবং তুর্য্যগা ভূমিকা সপ্তমী বলিয়া কথিত হয়॥ ৯৪০

শুভেচ্ছা।

স্থিতঃ কিং মূঢ় এবাস্মি প্রেক্ষ্যোঽহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।
বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছা চোচ্যতে বুধৈঃ॥ ৯৪১

অন্বয়। শাস্ত্রসজ্জনৈঃ (শাস্ত্রবিষয়ে যাঁহারা সাধু ব্যক্তি, অর্থাৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহাদের কর্ত্তৃক) প্রেক্ষ্যঃ (দর্শনবিষয়ীভূত) অহং (আমি) কিং (কি) মূঢ় এব (মোহপ্রাপ্তই) স্থিতঃ (বিদ্যমান আছি) ইতি (এবংপ্রকার) বৈরাগ্যপূর্ব্বং (বৈরাগ্যসহকারে) ইচ্ছা (বাসনা) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক): শুভেচ্ছা চ (শুভেচ্ছা নাম্নী যোগভূমিকা) উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৪১

অনুবাদ। আমি শাস্ত্রদর্শিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া কি মূঢ়ের মত অবস্থান করিতেছি, বৈরাগ্যপূর্ব্বক এবংবিধ ইচ্ছাকে পণ্ডিতেরা "শুভেচ্ছা" বলিয়া থাকেন॥ ৯৪১

বিচারণা।

শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকম্।
সদাচারপ্রবৃত্তি র্যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা॥ ৯৪২

অন্বয়। শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকং (বেদাদি শাস্ত্র, সাধুগণের সহিত সম্বন্ধ এবং বৈরাগ্যের অভ্যাস-সহকারে) যা (যে) সদাচারপ্রবৃত্তিঃ (সদাচারেচ্ছা) সা (তাহা) বিচারণা (বিচারণা-নাম্নী দ্বিতীয়ভূমি) প্রোচ্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৪২

অনুবাদ। বেদাদিশাস্ত্রের অনুশীলন, সাধুগণের সহিত সহবাস এবং বৈরাগ্যের অভ্যাস-সহকারে যে সদাচারে প্রবৃত্তি জন্মে, পণ্ডিতেরা তাহাকে 'বিচারণা' বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪২

তনুমানসী।

বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যামিন্দ্রিয়ার্থেষু রক্ততা।
যত্র সা তনুতামেতি প্রোচ্যতে তনুমানসী ॥ ৯৪৩

অন্বয়। যত্র (যে অবস্থায়) বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যাং (বিচারণা-নাম্নী দ্বিতীয়-ভূমি ও শুভেচ্ছানামিকা প্রথম ভূমির দ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে) রক্ততা (অনুরাগ) তনুতাম্ (ক্ষীণতাকে) এতি (প্রাপ্ত হয়) সা (তাহা) তনুমানসী (তনুমানসী-নামিকা তৃতীয়া যোগভূমি) প্রোচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৪৩

অনুবাদ। যে অবস্থায় বিচারণা ও শুভেচ্ছা-নাম্নী যোগভূমিদ্বয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে অনুরাগ ক্ষীণভাব ধারণ করে, তাহাকে পণ্ডিতগণ "তনুমানসী" বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪৩

সত্ত্বাপত্তিঃ।

ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চিত্তেঽর্থবিরতের্বশাৎ।
সত্ত্বাত্মনি স্থিতে শুদ্ধে সত্ত্বাপত্তিরুদাহৃতা ॥ ৯৪৪

অন্বয়। ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাৎ (পূর্ব্বোক্ত শুভেচ্ছা বিচারণা ও তনুমানসী-নামিকা ভূমিত্রয়ের অভ্যাসহেতু) চিত্তে (অন্তঃকরণে) অর্থবিরতের্বশাৎ (বিষয়ের উপশান্তিবশতঃ) শুদ্ধে (কেবল) সত্ত্বাত্মনি (সত্ত্বগুণাধিক চিত্তে) স্থিতে (অবস্থিত হইলে) সত্ত্বাপত্তি (সত্ত্বাপত্তিনামিকা চতুর্থী ভূমিকা) উদাহৃতা (কথিত হয়) ॥ ৯৪৪

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত তিনটি ভূমির অভ্যাসপ্রযুক্ত চিত্তে বিষয়-বাসনা নিবৃত্ত হইলে, শুদ্ধ-সত্ত্বগুণপ্রধান আত্মাতে অবস্থান করাকে পণ্ডিতেরা "সত্ত্বাপত্তি" বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪৪

সংসক্তিনামিকা ।

দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসর্গফলা তু যা ।
রূঢ়সত্ত্বচমৎকারা প্রোক্তা সংসক্তিনামিকা ॥ ৯৪৫

অন্বয়। তু (পরন্তু) দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাৎ (পূর্ব্বোক্ত চারিটি দশার অভ্যাসবশতঃ) যা (যে) অসংসর্গফলা (অসংসর্গ যাহার ফল এবংবিধ) রূঢ়সত্ত্বচমৎকারা (প্রসিদ্ধ সত্ত্বগুণের চমৎকৃতি—আধিক্য) [সা—তাহা] সংসক্তিনামিকা (সংসক্তিনামিকা চতুর্থী যোগভূমি) প্রোক্তা (কথিত হয়) ॥ ৯৪৫

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ভূমিচতুষ্টয়ের অভ্যাসবশতঃ কাহারও সহিত সংসর্গ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং সত্ত্বগুণের আধিক্য জন্মে, এরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা 'সংসক্তি-নামিকা' ভূমিকা বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪৫

পদার্থাভাবনা ।

ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া ভৃশম্ ।
অভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাৎ ॥ ৯৪৬
পরপ্রযুক্তেন চিরপ্রযত্নেনাববোধনম্ ।
পদার্থাভাবনা নাম ষষ্ঠী ভবতি ভূমিকা ॥ ৯৪৭

ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ (পূর্ব্বোক্ত ভূমিকা পাঁচটির অভ্যাসবশতঃ) স্বা-রামতয়া (আত্মাতে অনুরক্তি হেতু) অভ্যন্তরাণাং (অন্তরস্থিত) [এব বাহ্যানাং (বহিঃস্থিত ঘটপটাদি) পদার্থানাং (পদার্থসমূহের) ভৃশম্ (অত্য

অভাবনাৎ (চিন্তা না করা বশতঃ) পরপ্রযুক্তেন (অপর কর্ত্তৃক প্রেরিত) চিরপ্রযত্নেন (বহুকালের যত্ন দ্বারা) অববোধনং (জ্ঞান) [স—তাহা] পদার্থা-ভাবনা-নাম (পদার্থাভাবনা-নামিকা) ষষ্ঠী (ষষ্ঠী) ভূমিকা (জ্ঞানের অবস্থা) ভবতি (হয়) ॥ ৯৪৬ ॥ ৯৪৭

অনুবাদ। পাঁচটি ভূমির অভ্যাস বশতঃ আত্মাতে রত থাকায় আভ্যন্তর ও বাহ্য পদার্থসমূহের অধিকতররূপে চিন্তা না করিয়া পর-প্রযুক্ত অতিশয় যত্ন দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'পদার্থা-ভাবনা'-নামিকা ষষ্ঠীজ্ঞানভূমি বলে ॥ ৯৪৬ ॥ ৯৪৭

তুর্য্যগা।

ষড়্ভূমিকাচিরাভ্যাসাদ্ ভেদস্যানুপলম্ভনাৎ।
যৎ স্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তুর্য্যগা গতিঃ ॥ ৯৪৮

অন্বয়। ষড়্ভূমিকাচিরাভ্যাসাৎ (পূর্ব্বোক্ত ছয়টি ভূমির বহুকাল অভ্যাস-বশতঃ) ভেদস্য (দ্বৈতের) অনুপলম্ভনাৎ (অপ্রতীতিবশতঃ) যৎ (যে) স্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং (এক স্বভাবে স্থিতি), সা (তাহা) তুর্য্যগা (তুর্য্যগা নাম্নী সপ্তমী) গতিঃ (জ্ঞানভূমি) জ্ঞেয়া (জানিবে) ॥ ৯৪৮

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ছয়টি জ্ঞানভূমির বহুকাল ধরিয়া অভ্যাস-বশতঃ ভেদের (দ্বৈতের) আর উপলব্ধি না হওয়ায়, একভাবে অব-স্থিতিকে পণ্ডিতেরা 'তুর্য্যগা'-নাম্নী [সপ্তমী] জ্ঞানভূমি বলেন ॥ ৯৪৮

জাগ্রজ্জাগ্রৎ।

ইদং মমেতি সর্ব্বেষু দৃশ্যভাবেষ্বভাবনা।
জাগ্রজ্জাগ্রদিতি প্রাহুর্মহান্তো ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ৯৪৯

অন্বয়। মহান্তঃ (মহানুভব) ব্রহ্মবিত্তমাঃ (ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ) সর্ব্বেষু (সমস্ত) দৃশ্যভাবেষু (ঘটপটাদি দৃশ্য বস্তুতে) ইদং (এই বস্তু) মম (আমার) ইতি (এইরূপ) অভাবনা (চিন্তা না করা) জাগ্রজ্জাগ্রৎ (জাগ্রজ্জাগ্রৎ) ইতি (ইহা) প্রাহুঃ (বলেন)॥ ৯৪৯

অনুবাদ। শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদিগণ সমস্ত দৃশ্য পদার্থে 'এই বস্তু আমার' এইরূপ ভাবনা না করাকে 'জাগ্রজ্জাগ্রৎ' বলিয়া থাকেন॥৯৪৯

জাগ্রৎস্বপ্নঃ।

বিদিত্বা সচ্চিদানন্দে ময়ি দৃশ্যপরম্পরাম্।
নামরূপপরিত্যাগো জাগ্রৎস্বপ্নঃ সমীর্য্যতে॥ ৯৫০

অন্বয়। সচ্চিদানন্দে (সৎ, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ) ময়ি (আমাতে—আত্মাতে) দৃশ্যপরম্পরাং (দৃশ্যসমূহকে) বিদিত্বা (জানিয়া—আরোপিত জানিয়া) নামরূপপরিত্যাগঃ (নাম ও রূপের ত্যাগ) জাগ্রৎস্বপ্নঃ (জাগ্রৎস্বপ্ন) সমীর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৫০

অনুবাদ। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে দৃশ্যপরম্পরা [অধ্যস্ত] জানিয়া, নাম ও রূপের পরিত্যাগকে পণ্ডিতেরা 'জাগ্রৎস্বপ্ন' বলিয়া থাকেন॥ ৯৫০

জাগ্রৎসুপ্তিঃ।

পরিপূর্ণচিদাকাশে ময়ি বোধাত্মতাং বিনা।
ন কিঞ্চিদন্যদস্তীতি জাগ্রৎসুপ্তিঃ সমীর্য্যতে॥ ৯৫১

অন্বয়। পরিপূর্ণচিদাকাশে (পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ আকাশ) ময়ি (আমাতে—আত্মায়) বোধাত্মতাং (জ্ঞানস্বরূপত্ব) বিনা (ব্যতীত) অন্যৎ (অন্য) কিঞ্চিৎ

(কিছু) ন অস্তি (নাই) ইতি (এইরূপ) জাগ্রৎসুপ্তিঃ (জাগ্রৎসুপ্তি) সমীর্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৫১

অনুবাদ। পরিপূর্ণ চিদাকাশস্বরূপ আমাতে (আত্মাতে) জ্ঞানস্বরূপতা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই—এইরূপ ভাবনাকে পণ্ডিতগণ 'জাগ্রৎসুপ্তি' বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫১

স্বপ্নজাগ্রৎ।

মূলাজ্ঞানবিনাশেন কারণাভাসচেষ্টিতৈঃ।
বন্ধো ন মেঽতিস্বল্পোঽপি স্বপ্নজাগ্রদিতীর্য্যতে ॥ ৯৫২

অন্বয়। মূলাজ্ঞানবিনাশেন (মূল অবিদ্যার নাশ হেতু) কারণাভাসচেষ্টিতৈঃ (প্রকৃত যাহা কারণ নহে অথচ কারণের মত বলিয়া বোধ হয়, তাহার চেষ্টা—ব্যাপার দ্বারা) মে (আমার) অতিস্বল্পঃ অপি (অতি সামান্যও) বন্ধঃ (বন্ধন) ন (নাই) ইতি (ইহা) স্বপ্নজাগ্রৎ (স্বপ্নজাগ্রৎ বলিয়া) ঈর্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৫২

অনুবাদ। মূলাজ্ঞানের বিনাশ বশতঃ কারণাভাসের চেষ্টা (ব্যাপার) দ্বারা আমার অণুমাত্রও বন্ধন নাই,—এইরূপ বোধকে পণ্ডিতেরা 'স্বপ্নজাগ্রৎ' বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫২

স্বপ্নস্বপ্নঃ।

কারণাজ্ঞাননাশাদ্ যদ্দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যতা।
ন কার্য্যমস্তি তজ্জ্ঞানং স্বপ্নস্বপ্নঃ সমীর্য্যতে ॥ ৯৫৩

অন্বয়। কারণাজ্ঞাননাশাৎ (কারণরূপ অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যারূপ কারণের নাশবশতঃ) দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যতা (দর্শনকর্ত্তা, দর্শনক্রিয়া এবং দর্শনের বিষয়তা)

কার্য্যং (কার্য্য) ন অস্তি (নাই) [ইতি—এইরূপ] যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান) তৎ (তাহা) স্বপ্নস্বপ্নঃ (স্বপ্নস্বপ্ন) সমীর্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৫৩

অনুবাদ। কারণস্বরূপ মূল অবিদ্যার বিনাশ হইলে, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্যস্বরূপ কার্য্য থাকে না,—এবংপ্রকার জ্ঞানকে পণ্ডিতেরা 'স্বপ্নস্বপ্ন' বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫৩

স্বপ্নসুপ্তিঃ।

অতিসূক্ষ্মবিমর্শেন স্বধীবৃত্তিরচঞ্চলা।
বিলীয়তে যদা বোধে স্বপ্নসুপ্তিরিতীর্য্যতে ॥ ৯৫৪

অন্বয়। যদা (যখন) অতিসূক্ষ্মবিমর্শেন (অত্যন্তসূক্ষ্ম বিচার বা তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা) অচঞ্চলা (স্থিরা) স্বধীবৃত্তিঃ (স্বকীয় চিত্তবৃত্তি) বোধে (জ্ঞানে) বিলীয়তে (বিলীন হয়) [তদা—তখন] স্বপ্নসুপ্তিঃ (স্বপ্নসুপ্তি) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৫৪

অনুবাদ। অতিশয় সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা যখন স্থিরা স্বকীয় চিত্তবৃত্তি জ্ঞানে বিলয়প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতেরা 'স্বপ্নসুপ্তি' বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫৪

সুপ্তিজাগ্রৎ।

চিন্ময়াকারমতয়ো ধীবৃত্তিপ্রসরৈর্গতঃ।
আনন্দানুভবো বিদ্বন্ সুপ্তিজাগ্রদিতীর্য্যতে ॥ ৯৫৫

অন্বয়। বিদ্বন্ (হে জ্ঞানিন্) [যস্য-যাঁহার] চিন্ময়াকারমতয়ঃ (বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ চিন্ময়াকার ধারণ করিয়াছে) ধীবৃত্তিপ্রসরৈঃ (বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারের দ্বারা) গতঃ (প্রাপ্ত) আনন্দানুভবঃ (সুখের অনুভূতি) সুপ্তিজাগ্রৎ (সুপ্তিজাগ্রৎ) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৫৫

অনুবাদ। হে বিদ্বন্, যাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ চিন্ময়াকার ধারণ করে, যিনি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা কেবল আনন্দানুভব করেন, সেইরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা 'সুপ্তিজাগ্রৎ' বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫৫

সুপ্তিস্বপ্নঃ।

বৃত্তৌ চিরানুভূতান্তরানন্দানুভবস্থিতৌ।
সমাত্মতাং যো যাত্যেষ সুপ্তিস্বপ্ন ইতীর্য্যতে ॥ ৯৫৬

অন্বয়। যঃ (যিনি) চিরানুভূতান্তরানন্দানুভবস্থিতৌ (বহুকাল ধরিয়া অনুভূত আত্মানন্দের অনুভব দ্বারা স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ) বৃত্তৌ (চিত্তবৃত্তি হইলে) যঃ (যে পুরুষ) সমাত্মতাং (আত্মরূপতা, আত্মতুল্যতা) যাতি (প্রাপ্ত হয়) এষঃ (এই আত্মস্বারূপ্য প্রাপ্তি) সুপ্তিস্বপ্নঃ (সুপ্তিস্বপ্ন) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৫৬

অনুবাদ। চিরকাল আত্মানন্দের অনুভব দ্বারা যাঁহার চিত্তবৃত্তি স্থিরতা লাভ করে, এবং যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, পুরুষের তাদৃশ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা 'সুপ্তিস্বপ্ন' বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫৬

সুপ্তিসুপ্তিঃ।

দৃশ্যধীবৃত্তিরেতস্য কেবলীভাবভাবনা।
পরং বোধৈকতাবাপ্তিঃ সুপ্তিসুপ্তিরিতীর্য্যতে ॥ ৯৫৭

অন্বয়। এতস্য (এই পুরুষের) [যা = যে] দৃশ্যধীবৃত্তিঃ (দৃশ্য বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তি) কেবলীভাবভাবনা (বিশুদ্ধতা-চিন্তা) [চ = ও] পরং (কেবল) বোধৈকতাবাপ্তিঃ (জ্ঞানের সহিত ঐক্য প্রাপ্তি) [সা = তাহা] সুপ্তিসুপ্তিঃ (সুপ্তিসুপ্তি) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে কথিত হয়) ॥ ৯৫৭

অনুবাদ। এই পুরুষের দৃশ্যবিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তি আত্মার বিশুদ্ধতাকে চিন্তা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের সহিত ঐক্যলাভ করে, এরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা 'সুপ্তিসুপ্তি' বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫৭

তুর্য্যাখ্যা।

পরব্রহ্মবদাভাতি নির্ব্বিকারৈকরূপিণী।
সর্ব্বাবস্থাসু ধারৈকা তুর্য্যাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৯৫৮

অন্বয়। [যঃ-যিনি] পরব্রহ্মবৎ (পরব্রহ্মের ন্যায়) আভাতি (প্রকাশ-পান) [যস্য=যাঁহার] সর্ব্বাবস্থাসু (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি সকল অবস্থায়) নির্ব্বিকারৈকরূপিণী (নির্ব্বিকার-স্বরূপা) একা (একরূপ) ধারা (প্রবাহ) [সা=সেই অবস্থা] তুর্য্যাখ্যা (তুর্য্যাখ্যা) পরিকীর্ত্তিতা (কথিত হয়) ॥ ৯৫৮

অনুবাদ। যিনি পরব্রহ্মের ন্যায় প্রকাশ পান, যাঁহার সমস্ত অবস্থাতে নির্ব্বিকারস্বরূপা একাকার বৃত্তি, তাঁহার অবস্থাকে পণ্ডিতেরা 'তুর্য্যাখ্যা' বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫৮

ইত্যবস্থাসমুল্লাসং বিমৃশন্ মুচ্যতে সুখী।
শুভেচ্ছাত্রিতয়ং ভূমিভেদাভেদযুতং স্মৃতম্ ॥ ৯৫৯

অন্বয়। [যোগী] ইতি (এইরূপ) অবস্থাসমুল্লাসং (অবস্থার প্রকর্ষ—আনন্দকে) বিমৃশন্ (চিন্তা করিয়া—বিচার করিয়া) সুখী (সুখযুক্ত) মুচ্যতে (মুক্ত হয়েন), শুভেচ্ছাত্রিতয়ং (শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসী এই তিনটি) ভূমিভেদাভেদযুতং (অবস্থার ভেদ এবং অভেদযুক্ত) স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ৯৫৯

অনুবাদ। যোগী এইরূপ জ্ঞানাবস্থার আনন্দকে বিচার করিয়া সুখী হইয়া মুক্তিলাভ করেন। শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসী এই তিনটি ভূমি, 'ভূমিভেদাভেদযুক্ত' বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯৫৯

যথাবদ্ ভেদবুদ্ধ্যেদং জাগ্রজ্জাগ্রদিতীর্য্যতে।
অদ্বৈতে স্থৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতে চ প্রশমং গতে॥ ৯৬০
পশ্যন্তি স্বপ্নবল্লোকং তুর্য্যভূমিসুযোগতঃ।
পঞ্চমীং ভূমিমারুহ্য সুষুপ্তিপদনামিকাম্॥ ৯৬১
শান্তাশেষবিশেষাংশস্তিষ্ঠেদদ্বৈতমাত্রকে।
অন্তর্মুখতয়া নিত্যং ষষ্ঠীং ভূমিমুপাশ্রিতঃ॥ ৯৬২
পরিশান্ততয়া * গাঢ়নিদ্রালুরিবলক্ষ্যতে।
কুর্ব্বন্নভ্যাসমেতস্যাং ভূম্যাং সম্যগ্ বিবাসনঃ।
তুর্য্যাবস্থাং সপ্তভূমিং † ক্রমাদাপ্নোতি যোগিরাট্॥ ৯৬৩

অন্বয়। ইদং (এই শুভেচ্ছাত্রিতয়) যথাবৎ (যথাযোগ্য) ভেদবুদ্ধ্যা (ভেদজ্ঞানের দ্বারা) জাগ্রজ্জাগ্রৎ (জাগ্রজ্জাগ্রৎ) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়), [চিত্তে=মনে] অদ্বৈতে (অদ্বৈত ব্রহ্মে) স্থৈর্য্যম্ (স্থিরতা) আয়াতে (প্রাপ্ত হইলে) দ্বৈতে চ (এবং ভেদ) প্রশমং (উপশান্তি) গতে (প্রাপ্ত হইলে) [যোগিনঃ—যোগিগণ] তুর্য্যভূমিসুযোগতঃ (চতুর্থাবস্থার সুবিধাবশতঃ) লোকং (ভুবনকে) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নের মত মিথ্যা) পশ্যন্তি (দেখেন) [যোগী] সুষুপ্তিপদনামিকাং (সুষুপ্তিপদনাম্নী) পঞ্চমীং (পঞ্চমী) ভূমিং (জ্ঞানাবস্থাকে) আরুহ্য (আরোহণ করিয়া, লাভ করিয়া) শান্তাশেষবিশেষাংশঃ (অশেষবিধ বিশেষাংশ হইতে নিবৃত্ত হইয়া) অদ্বৈতমাত্রকে (কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মে) তিষ্ঠেৎ (অবস্থান করেন); অন্তর্মুখতয়া (চিত্তের অন্তর্মুখীনতাবশতঃ নিত্যং (সতত) ষষ্ঠীং (ষষ্ঠী) ভূমিম্ (অবস্থাকে) উপাশ্রিতঃ (আশ্রয় করত) পরিশান্ততয়া (সমস্ত বিষয় হইতে পরম নিবৃত্তিবশতঃ) গাঢ়নিদ্রালুরিব (গভীর নিদ্রিতের ন্যায়) লক্ষ্যতে (দৃষ্ট হইয়া থাকে), যোগিরাট্ (যোগিশ্রেষ্ঠ) এতস্যাং (এই ষষ্ঠী) ভূম্যাম্ (ভূমিতে) অভ্যাসং (অভ্যাস) কুর্ব্বন্ (করিয়া) সম্যক্ (উত্তমরূপে) বিবাসনঃ (বাসনাশূন্য হইয়া) ক্রমাৎ (ক্রমে ক্রমে) তুর্য্যাবস্থাং (চতুর্থাবস্থা—মোক্ষ) সপ্তভূমি (এবং সপ্তমী ভূমিকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)॥ ৯৬০॥ ৯৬১॥ ৯৬২॥ ৯৬৩

---

* 'পরিশ্রান্ততয়া' ইতি বা পাঠঃ। † 'তুর্য্যাবস্থাং সপ্তমীঞ্চ' ইতি পাঠান্তরম্।

অনুবাদ। এই শুভেচ্ছাদি তিনটি ভূমি ভেদবুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হইলে, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'জাগ্রজ্জাগ্রৎ' বলিয়া থাকেন; অদ্বৈত ব্রহ্মে চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে এবং দ্বৈত উপশান্ত হইলে, যোগিগণ চতুর্থভূমির সুযোগবশতঃ ভুবনকে স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা দর্শন করেন; যোগী 'সুষুপ্তিপদনাম্নী' পঞ্চমী ভূমিতে উপারূঢ় হইয়া, অশেষবিধ বিশেষাংশ (পঞ্চভূত প্রভৃতি) হইতে নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ অদ্বৈতে অবস্থান করেন; সতত চিত্তের অন্তর্মুখত্বহেতু ষষ্ঠী ভূমিকে অবলম্বনকারী যোগিবর নিবৃত্তিবশতঃ গাঢ়নিদ্রাতুরের ন্যায় পরিলক্ষিত হন; যোগিশ্রেষ্ঠ সপ্তমী ভূমিতে অভ্যাস করিয়া সম্যগ্‌রূপে বাসনারহিত হইয়া ক্রমে চতুর্থী (মোক্ষরূপ) সপ্তমী ভূমিকে প্রাপ্ত হন॥ ৯৬০॥ ৯৬১॥ ৯৬২॥ ৯৬৩

বিদেহমুক্তিঃ।

বিদেহমুক্তিরেবাত্র তুর্য্যাতীতদশোচ্যতে॥ ৯৬৪

অন্বয়। অত্র (এইরূপ অবস্থায়) বিদেহমুক্তিঃ এব (বিদেহমুক্তিই) তুর্য্যাতীতদশা (তুর্য্যাতীতাবস্থা) উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৬৪

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা বিদেহমুক্তিকে তুর্য্যাতীতদশা বলিয়া থাকেন॥ ৯৬৪

যত্র নাসন্ন সচ্চাপি নাহং নাপ্যনহংকৃতিঃ।
কেবলং ক্ষীণমনন আস্তেঽদ্বৈতেঽতিনির্ভয়ঃ॥ ৯৬৫
অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে॥ ৯৬৬
যথাস্থিতমিদং সর্ব্বং ব্যবহারবতোঽপি চ।
অস্তং গতং স্থিতং ব্যোম স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৬৭

অন্বয়। যত্র (যে অবস্থায়) [যোগী] অহং (আমি) ন অসৎ (অসৎ নহে) সৎ চ অপি ন (সৎ ও নহে) নাপি অনহং-কৃতিঃ (অনহঙ্কারও

নহে) অদ্বৈতে (অদ্বৈত ব্রহ্মে) অতিনির্ভয়ঃ (অত্যন্ত ভয়হীন) কেবলং (কেবল) ক্ষীণমনন (মননশূন্য হইয়া) আস্তে (উপবেশন করেন—থাকেন), অম্বরে (আকাশে) শূন্যকুম্ভ ইব (শূন্য কলসের ন্যায়) অন্তঃশূন্যঃ (অন্তরে শূন্য) [এবং] বহিঃশূন্যঃ (বাহিরে শূন্য), অর্ণবে (সমুদ্রে) পূর্ণকুম্ভ ইব (জলপূর্ণ-কলসের ন্যায়) অন্তঃপূর্ণঃ (অন্তঃকরণে পরিপূর্ণ) [এবং] বহিঃপূর্ণঃ (বাহিরে পূর্ণ) যথাস্থিতম্ (যেরূপে অবস্থিত) ইদং (এই) সর্ব্বং (সমস্ত) ব্যবহারবতঃ অপি চ (ব্যবহারকারীরও) স্থিতং (অবস্থিত) ব্যোম (আকাশ) অস্তং গতং (লয়প্রাপ্ত হইয়াছে) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ৯৬৫ ॥ ৯৬৬ ॥ ৯৬৭

অনুবাদ। যে অবস্থায় যোগী "আমি সৎ নহি অসৎও নহি, [কিংবা] অনহঙ্কারও নহি," এইরূপ চিন্তা করত কেবল মননবিহীন হইয়া অতি নির্ভীকভাবে অদ্বৈত ব্রহ্মে অবস্থান করেন ; যিনি আকাশে শূন্যকুম্ভের ন্যায় অন্তঃশূন্য ও বহিঃশূন্য, সমুদ্রে পূর্ণকুম্ভের ন্যায় অন্তঃপূর্ণ ও বহিঃপূর্ণ ; যথাস্থিত এই সমস্ত ব্যবহার করিয়া যাঁহার পক্ষে আকাশও অস্তগত হইয়াছে, তাঁহাকে "জীবন্মুক্ত" বলা হইয়া থাকে ॥ ৯৬৫ ॥ ৯৬৬ ॥ ৯৬৭

নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখদুঃখে মনঃপ্রভা।
যথাপ্রাপ্তস্থিতির্যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৬৮

অন্বয়। যস্য (যাঁহার) সুখদুঃখে (সুখদুঃখরূপ) মনঃপ্রভা (মনের ধর্ম্ম) ন উদেতি (আবির্ভূত হয় না) ন অস্তমায়াতি (নাশপ্রাপ্ত হয় না) [যস্য —যাঁহার] যথাপ্রাপ্তস্থিতিঃ (যেরূপ প্রাপ্তি, সেইরূপ অবস্থিতি) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ৯৬৮

অনুবাদ। যাঁহার সুখদুঃখরূপ মনের ধর্ম্ম উদিতও হয় না এবং নাশপ্রাপ্তও হয় না, প্রাপ্তি অনুসারে যাঁহার অবস্থিতি, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন ॥ ৯৬৮

যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৬৯

অন্বয়। সুষুপ্তিস্থঃ (সুষুপ্তি অবস্থায় স্থিত) যঃ (যে পুরুষ) জাগর্ত্তি (জাগরণ করেন), যস্য (যাঁহার) জাগ্রৎ (জাগ্রদবস্থা) ন বিদ্যতে (নাই) যস্য (যাঁহার) বোধঃ (জ্ঞান) নির্ব্বাসনঃ (বাসনারহিত) সঃ (সেই ব্যক্তি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৬৯

অনুবাদ। যিনি সুষুপ্তি অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া জাগরিত থাকেন, যাঁহার জাগ্রদবস্থা নাই, যাঁহার জ্ঞান বাসনাশূন্য, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন॥ ৯৬৯

রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।
যোঽন্তর্ব্যোমবদত্যচ্ছঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৭০

অন্বয়। যঃ (যিনি) রাগদ্বেষভয়াদীনাং (অনুরাগ, অসূয়া এবং ভীতি প্রভৃতির) অনুরূপং (অনুরূপ—তদধীনরূপে) চরন্ অপি (বিচরণ করিলেও) ব্যোমবৎ (আকাশের ন্যায়) অন্তঃ (অন্তঃকরণে) অত্যচ্ছঃ (অতিশয় নির্ম্মল) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৭০

অনুবাদ। যিনি অনুরাগ, অসূয়া এবং ভীতি প্রভৃতির অনুরূপ তদধীনরূপে বিচরণ করিলেও আকাশের ন্যায় অন্তঃকরণে অতিশয় নির্ম্মল তিনি জীবিতাবস্থায় মুক্ত বলিয়া কথিত হন॥ ৯৭০

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৭১

অন্বয়। কুর্ব্বতঃ (কার্য্যানুষ্ঠানকারীর) বাপি (অথবা) অকুর্ব্বতঃ (কার্য্যানুষ্ঠান-বিহীন) যস্য (যাঁহার) অহঙ্কৃতো ভাবঃ (অহঙ্কার ভাব) ন (নাই), যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণ) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবন্মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৭১

অনুবাদ। কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কিংবা না করিয়াও যাঁহার অহঙ্কার নাই, যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, এবংবিধ পুরুষকে 'জীবন্মুক্ত' বলা যায়॥ ৯৭১

যঃ সমস্তার্থজালেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ।
পরার্থেষ্বিব পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৭২

অন্বয়। যঃ (যিনি) সমস্তার্থজালেষু (যাবতীয় বিষয়জালে) ব্যবহারী অপি (ব্যবহার করিয়াও) শীতলঃ (স্থির) [তিষ্ঠতি—থাকেন], পরার্থেষু ইব (পরপ্রয়োজন সাধনে যেন) পূর্ণাত্মা (পূর্ণমনা, তৎপর) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায়ও মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৭২

অনুবাদ। যিনি সমস্ত বিষয়জালে ব্যবহার (কার্য্য) করিয়াও স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি পরার্থসাধনে আত্মা নিয়োজিত করেন, তিনিই 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন॥ ৯৭২

দ্বৈতবর্জ্জিতচিন্মাত্রে পদে পরমপাবনে।
অক্ষুব্ধচিত্তবিশ্রান্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৭৩

অন্বয়। দ্বৈতবর্জ্জিতচিন্মাত্রে (দ্বৈতরহিত চৈতন্যস্বরূপ) পরমপাবনে (অতীব পবিত্র) পদে (স্থানে, গম্যবস্তুতে) [যঃ—যিনি] অক্ষুব্ধচিত্তবিশ্রান্তঃ (নির্ম্মলচিত্তে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ চিত্ত স্থির হওয়ায় যিনি শান্তিলাভ করিয়াছেন, এবংবিধ) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (অভিহিত হ'ন)॥ ৯৭৩

অনুবাদ। যিনি চিত্তের স্থিরতাবশতঃ পরম পবিত্র প্রাপ্তব্য দ্বৈতরহিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন॥ ৯৭৩

ইদং জগদয়ং সোঽয়ং দৃশ্যজাতমবাস্তবম্।
যস্য চিত্তে ন স্ফুরতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৭৪

অন্বয়। ইদং (এই) জগৎ (পৃথিবী) অয়ং (এই পদার্থ) সঃ (সেই) অয়ং (এই পদার্থ) [ইতি—এইরূপ] অবাস্তবং (মিথ্যা) দৃশ্যজাতং (পদার্থসমূহ) যস্য (যাঁহার) চিত্তে (অন্তঃকরণে) ন স্ফুরতি (প্রকাশ পায় না), সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবন্মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৭৪

অনুবাদ। 'ইহা জগৎ, এইটি বস্তু, ইহা সেই বস্তু'—এইরূপ

মিথ্যা দৃশ্যসমূহ যাঁহার চিত্তে প্রকাশ পায় না, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন ॥ ৯৭৪

চিদাত্মাহং পরাত্মাহং নির্গুণোঽহং পরাৎপরঃ।
আত্মমাত্রেণ যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৫

অন্বয়। অহং (আমি) চিদাত্মা (চৈতন্যস্বরূপ) অহং (আমি) পরাত্মা (পরমাত্মা) অহং (আমি) নির্গুণঃ (গুণহীন) পরাৎপরঃ (পর—ব্রহ্মাদি হইতে উৎকৃষ্ট) ইতি (এইরূপ) আত্মমাত্রেণ (আত্মস্বরূপে) যঃ (যিনি) তিষ্ঠেৎ (অবস্থান করেন), সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবন্মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ৯৭৫

অনুবাদ। 'আমি চৈতন্যস্বরূপ, আমি পরমাত্মা, আমি গুণহীন এবং ব্রহ্মা হইতেও উৎকৃষ্ট'—এইরূপে যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন ॥ ৯৭৫

দেহত্রয়াতিরিক্তোঽহং শুদ্ধচৈতন্যমস্ম্যহম্।
ব্রহ্মাহমিতি যস্যান্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৬

অন্বয়। অহং (আমি) দেহত্রয়াতিরিক্তঃ (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর হইতে ভিন্ন), অহং (আমি) শুদ্ধচৈতন্যম্ (কেবল চিৎস্বরূপ) অস্মি (হই) অহং (আমি) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) ইতি (এইরূপ) যস্য (যাঁহার) অন্তঃ (চিত্ত), সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ৯৭৬

অনুবাদ। 'আমি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই ত্রিবিধ শরীর হইতে ভিন্ন, আমি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, আমি ব্রহ্ম'—যাঁহার চিত্ত এইরূপ ভাব ধারণ করে, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া কথিত হ'ন ॥ ৯৭৬

যস্য দেহাদিকং নাস্তি যস্য ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ।
পরমানন্দপূর্ণো যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৭

অন্বয়। যস্য (যাঁহার) দেহাদিকং (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি—অর্থাৎ তাহাতে অভিমান) নাস্তি (নাই), যস্য (যাঁহার) ব্রহ্ম ইতি (আমি ব্রহ্ম এইরূপ)

নিশ্চয়ঃ (নিশ্চয় জ্ঞান) যঃ (যিনি) পরমানন্দপূর্ণঃ (পরম সুখদ্বারা পরিপূর্ণ) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ৯৭৭

অনুবাদ। যাঁহার দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অভিমান নাই, যাঁহার নিজেতে ব্রহ্মরূপে নিশ্চয় আছে, যিনি পরম সুখদ্বারা পরিপূর্ণ, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন ॥ ৯৭৭

অহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ।
চিদহং চিদহঞ্চেতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৮

অন্বয়। [যস্য—যাঁহার] অহং (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অস্মি (হই), অহং (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অস্মি (হই) অহং (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি (এইরূপ) নিশ্চয়ঃ (নিশ্চয় জ্ঞান), অহং (আমি) চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) অহং (আমি) চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) ইতি চ (এইরূপ) [নিশ্চয়ঃ=নিশ্চয় জ্ঞান] সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ৯৭৮

অনুবাদ। 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ,'—যাঁহার এইরূপ নিশ্চয় আছে, তাঁহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলা যায় ॥ ৯৭৮

জীবন্মুক্তিপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে।
বিশত্যদেহমুক্তিত্বং পবনোঽস্পন্দতামিব ॥ ৯৭৯

অন্বয়। [জ্ঞানী—জ্ঞানবান্] পবনঃ (বায়ু) অস্পন্দতামিব (স্থিরতার ন্যায়) জীবন্মুক্তিপদং (জীবন্মুক্তি অবস্থাকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) স্বদেহে (নিজের শরীর) কালসাৎকৃতে (কালের আয়ত্ত করিলে) অদেহমুক্তিত্বং (বিদেহমুক্তিত্বকে) বিশতি (প্রবেশ করে, প্রাপ্ত হয়) ॥ ৯৭৯

অনুবাদ। বায়ু যেমন স্থিরভাব ধারণ করে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ জীবন্মুক্তিপদ ত্যাগ করিয়া নিজের দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হইলে 'বিদেহ-মুক্তি'কে লাভ করে ॥ ৯৭৯

ততস্তৎ সংবভূবাসৌ যদ্গিরামপ্যগোচরম্।
যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ ॥৯৮০

অন্বয়। ততঃ (অনন্তর) যৎ (যাহা) গিরামপি (বাক্যসমূহেরও) াগোচরং (অবিষয়), যৎ (যাহা) শূন্যবাদিনাং (শূন্যবাদিগণের) শূন্যং (শূন্য), ২ (যাহা) ব্রহ্মবিদাং চ (এবং ব্রহ্মবাদিগণের) ব্রহ্ম (পরমাত্মা), অসৌ (এই ‍ঃাগী) তৎ (সেই ব্রহ্ম) সংবভূব (হইয়াছিলেন)॥ ৯৮০

অনুবাদ। অনন্তর সেই যোগী, যাহা বাক্যের অবিষয়, যাহা শূন্যবাদিগণের শূন্য এবং ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৯৮০

বিজ্ঞানং বিজ্ঞানবিদাং মলানাঞ্চ মলাত্মকম্।
পুরুষঃ সাংখ্যদৃষ্টীনামীশ্বরো যোগবাদিনাম্॥ ৯৮১
শিবঃ শৈবাগমস্থানাং কালঃ কালৈকবাদিনাম্।
যৎ সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তং যৎ সর্ব্বহৃদয়ানুগম্।
যৎ সর্ব্বং সর্ব্বগং বস্তু তৎ তত্ত্বং তদসৌ স্থিতঃ॥ ৯৮২

অন্বয়। [যৎ=যাহা] বিজ্ঞানবিদাং (বিজ্ঞানবাদিগণের) বিজ্ঞানং (জ্ঞান), ালানাং চ (এবং মলিনচিত্ত পুরুষদিগের) মলাত্মকম্ (মলস্বরূপ), সাংখ্য-ষ্টীনাং (সাংখ্যজ্ঞানীদিগের) পুরুষঃ, (আত্মা) যোগবাদিনাং (যোগিগণের) ঈশ্বর (পরমেশ্বর), শৈবাগমস্থানাং (শৈবশাস্ত্রস্থিত পুরুষগণের) শিবঃ মহাদেব), কালৈকবাদিনাং (যাহারা একমাত্র কালই আত্মা এ কথা বলে, তাহাদের) কালঃ (কাল, সময়), যৎ (যাহা) সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তং (যাহা সমস্ত াস্ত্রের সিদ্ধান্ত), যৎ (যাহা) সর্ব্বহৃদয়ানুগং (সকলের হৃদয়ের অনুকূল, অনুসারী), যৎ (যাহা) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মক), সর্ব্বগং (সর্ব্বত্র বিরাজমান) বস্তু পদার্থ), তৎ (তাহা) তত্ত্বং (যথার্থ বস্তু); তৎ (সেইরূপে) অসৌ (যোগী) স্থিতঃ (অবস্থিত আছেন)॥ ৯৮১॥ ৯৮২

অনুবাদ। বিজ্ঞানবাদীরা যাঁহাকে বিজ্ঞান বলিয়া থাকেন, যাহা মলিনচিত্ত ব্যক্তিগণের মলস্বরূপ, যাহা সাংখ্যশাস্ত্রদর্শিগণের মতে 'পুরুষ' বলিয়া অভিহিত, যাহা যোগিগণের পরমেশ্বর,[১] শৈব-শাস্ত্রমতাবলম্বীরা যাঁহাকে শিব বলিয়া থাকেন, কালবাদিগণের মতে যিনি 'কাল' বলিয়া কথিত, যাহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, যাহা সকলের

হৃদয়ের অনুকূল (হৃদয়স্থিত), যাহা সর্ববস্বরূপ এবং সর্ব্বত্র বিরাজমান, সেই যথার্থবস্তু; এই যোগী তখন সেইরূপে অবস্থিত থাকেন ॥ ৯৮১ ॥ ৯৮২

ব্রহ্মৈবাহং চিদেবাহমেবং বাপি ন চিন্ত্যতে।
চিন্মাত্রেণৈব যস্তিষ্ঠেদ্‌বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৩

অন্বয়। অহং (আমি) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মস্বরূপই), অহং (আমি) চিদেব (জ্ঞানস্বরূপই) [যেন—যে পুরুষ কর্ত্তৃক] এবং বা অপি (এইরূপও) ন চিন্ত্যতে (চিন্তিত হয় না); যঃ (যিনি) চিন্মাত্রেণ (চৈতন্যস্বরূপে) তিষ্ঠেৎ (অবস্থান করেন) সঃ (তিনি) বিদেহঃ (দেহশূন্য) মুক্ত এব (বন্ধন রহিত ই) ॥ ৯৮৩

অনুবাদ। 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ'—যিনি এইরূপ চিন্তাও করেন না, যিনি কেবল চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিই বিদেহমুক্ত ॥ ৯৮৩

যস্য প্রপঞ্চভানং ন ব্রহ্মাকারমপীহ ন।
অতীতাতীতভাবো যো বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৪

অন্বয়। ইহ (এই সংসারে) যস্য (যাঁহার) প্রপঞ্চভানং ন (জগদ্‌বিষয়ক জ্ঞান নাই), ব্রহ্মাকারমপি ন (ব্রহ্মাকারেও জ্ঞান নাই), যঃ (যিনি) অতীতাতীতভাবঃ (যাঁহার ধর্ম্ম বা সংস্কার নাই), সঃ (তিনি) বিদেহঃ (দেহরহিত) মুক্তঃ এব (বন্ধন শূন্যই) ॥ ৯৮৪

অনুবাদ। যাঁহার প্রপঞ্চ-বিষয়ক জ্ঞান নাই, যাঁহার ব্রহ্মাকার বোধ নাই, যাঁহার ধর্ম্ম বা সংস্কার বিলীন হইয়াছে, তিনিই বিদেহ মুক্ত ॥ ৯৮৪

চিত্তবৃত্তেরতীতো যশ্চিত্তবৃত্ত্যাবভাসকঃ।
চিত্তবৃত্তিবিহীনো যো বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৫

অন্বয়। যঃ (যিনি) চিত্তবৃত্তেঃ (অন্তঃকরণবৃত্তির) অতীতঃ (অতিক্রমকারী) যঃ (যিনি) চিত্তবৃত্ত্যা (চিত্তবৃত্তি দ্বারা) অবভাসকঃ (প্রকাশক) যঃ

(যিনি) চিত্তবৃত্তিবিহীনঃ (চিত্তবৃত্তিরহিত) সঃ (তিনি) বিদেহঃ (দেহরহিত) মুক্তঃ এব (মুক্তই) ॥ ৯৮৫

অনুবাদ। যিনি চিত্তবৃত্তির অতীত, যিনি চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রকাশক হ'ন (অথবা যিনি চিত্তবৃত্তির প্রকাশক), যিনি চিত্তবৃত্তিবিহীন, তিনিই বিদেহ মুক্ত ॥ ৯৮৫

জীবাত্মেতি পরাত্মেতি সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বসঙ্কল্পহীনাত্মা বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৬

অন্বয়। [যঃ—যিনি] জীবাত্মেতি (ইহা জীবাত্মা এইরূপ) পরাত্মেতি (ইহা পরমাত্মা এইরূপ) সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতঃ (সমস্তচিন্তাবিহীন) সর্ব্বসঙ্কল্পহীনাত্মা (যাঁহার চিত্ত সমস্তসঙ্কল্পবর্জ্জিত) সঃ এব (তিনিই) বিদেহঃ (দেহরহিত) মুক্তঃ (বন্ধনমুক্ত) ॥ ৯৮৬

অনুবাদ। যিনি 'ইহা জীবাত্মা, ইহা পরমাত্মা'—এইরূপ চিন্তাবিহীন, যাঁহার চিত্ত সমস্তসঙ্কল্পশূন্য, তিনিই বিদেহ মুক্ত ॥ ৯৮৬

ওঙ্কারবাচ্যহীনাত্মা সর্ব্ববাচ্যবিবর্জ্জিতঃ।
অবস্থাত্রয়হীনাত্মা বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৭

অন্বয়। [যঃ—যিনি] ওঙ্কারবাচ্যহীনাত্মা (যিনি প্রণবের বাচ্য নহেন), সর্ব্ববাচ্যবিবর্জ্জিতঃ (সমস্ত পদার্থের বাচ্যরহিত), অবস্থাত্রয়হীনাত্মা (যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার অতীত), সঃ এব (তিনিই) বিদেহঃ (দেহরহিত) মুক্তঃ (মুক্ত) ॥ ৯৮৭

অনুবাদ। যিনি প্রণবের বাচ্য নহেন, যিনি সমস্ত পদার্থের বাচ্যরহিত, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থার অতীত, তিনিই বিদেহ মুক্ত ॥ ৯৮৭

অহিনির্ল্ব য়নীসর্পনির্ম্মোকো জীববর্জ্জিতঃ।
বল্মীকে পতিতস্তিষ্ঠেৎ তং সর্পো নাভিমন্যতে ॥ ৯৮৮

এবং স্থূলঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ শরীরং নাভিমন্যতে।
প্রত্যগ্‌জ্ঞানশিখিধ্বস্তে মিথ্যাজ্ঞানে সহেতুকে ॥ ৯৮৯

অন্বয়। অহিনির্ল্ব য়নী (সর্পত্বক্) সর্পনির্ম্মোকঃ (সাপের খোলস) জীব-বর্জ্জিতঃ (জীবনরহিত অবস্থায়) বল্মীকে (উইয়ের ঢিপিতে) পতিতঃ (পড়িয়া) তিষ্ঠেৎ (থাকে) সর্পঃ (সাপ) তং (তাহাকে—সর্প-নির্ম্মোককে) ন অভিমন্যতে (আমার বলিয়া অভিমান করে না)। [এবং-এইরূপ] সহেতুকে (অবিদ্যারূপ কারণের সহিত বর্ত্তমান) মিথ্যাজ্ঞানে (ভ্রমজ্ঞান) প্রত্যগ্‌জ্ঞানশিখিধ্বস্তে (আত্মজ্ঞানরূপ- অগ্নির দ্বারা বিনাশিত হইলে) স্থূলং চ (স্থুল, দৃশ্যমান) সূক্ষ্মং চ (লিঙ্গ) শরীরং (দেহ) ন অভিমন্যতে (অভিমান করে না) ॥ ৯৮৮॥৯৮৯

অনুবাদ। [যেমন] সর্পনির্ম্মোক (সাপের খোলস) জীবন-বিহীন অবস্থায় বল্মীকে পড়িয়া থাকে, সর্প তাহাতে [আমার বলিয়া] অভিমান করে না ; সেইরূপ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা অবিদ্যারূপ কারণের সহিত মিথ্যাজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে, জ্ঞানী স্থুল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান করেন না ॥ ৯৮৮॥৯৮৯

নেতি নেতীত্যরূপত্বাদশরীরো ভবত্যয়ম্।
বিশ্বশ্চ তৈজসশ্চৈব প্রাজ্ঞশ্চেতি চ তে ত্রয়ম্ ॥ ৯৯০
বিরাড্ হিরণ্যগর্ভশ্চ ঈশ্বরশ্চেতি তে ত্রয়ম্।
ব্রহ্মাণ্ডং চৈব পিণ্ডাণ্ডং লোকা ভূরাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ৯৯১
স্বস্বোপাধিলয়াদেব লীয়ন্তে প্রত্যগাত্মনি।
তূষ্ণীমেব ততস্তূষ্ণীং তূষ্ণীং সত্যং ন কিঞ্চন ॥ ৯৯২

অন্বয়। অয়ং (জ্ঞানী) ন ইতি (ইহা আত্মা নহে) ন ইতি (ইহা আত্মা নহে) ইতি (এইরূপ) অরূপত্বাৎ (রূপশূন্যত্বহেতু) অশরীরঃ (শরীরাভি-মানরহিত) ভবতি (হ'ন); বিশ্বশ্চ (দেব, মানব প্রভৃতি) তৈজসশ্চৈব (ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরোপহিত চৈতন্য) প্রাজ্ঞশ্চ (এবং জীব) ইতি চ তে ত্রয়ং (এই তিনটি) বিরাড্ (ব্যষ্টিস্থূলশরীরাভিমানী চৈতন্য) হিরণ্যগর্ভশ্চ (এবং সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরাভিমানী চৈতন্য) ঈশ্বরশ্চ (এবং পরমেশ্বর) ইতি তে ত্রয়ম্ (এই-রূপী তাঁহারা তিনজন) ব্রহ্মাণ্ডং চৈব (এবং ব্রহ্মাণ্ড) পিণ্ডাণ্ডং (পিণ্ডাকার অণ্ড) ভূরাদয়ঃ (ভূ প্রভৃতি) লোকাঃ (ভুবনসমূহ) ক্রমাৎ (ক্রমে) স্বস্বোপাধিলয়াদেব (নিজ নিজ উপাধির লয় হেতু) প্রত্যগাত্মনি (পরমাত্মার

ব্রহ্মে) লীয়ন্তে (লয়প্রাপ্ত হয়) ততঃ (তদনন্তর) তূষ্ণীমেব (নীরবই) তূষ্ণীং (নীরবে) তূষ্ণীং (নীরব) কিঞ্চন (কিছু) সত্যং ন (যথার্থ নহে) ॥ ৯৯০ ॥ ৯৯১ ॥ ৯৯২

অনুবাদ। 'ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে' এইরূপে জ্ঞানী শরীরাভিমানশূন্য হ'ন ; বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনটি এবং বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর এই তিনটি, এবং ব্রহ্মাণ্ড, পিণ্ডাণ্ড ও ভূঃ প্রভৃতি লোক নিজ নিজ উপাধির লয়বশতঃ প্রত্যগাত্মায় লয় প্রাপ্ত হ'ন ; অনন্তর তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা উচিত,প্রত্যগাত্মা ব্যতীত কিছুই সত্য নাই ॥ ৯৯০॥৯৯১॥৯৯২

কালভেদং বস্তুভেদং দেশভেদং স্বভেদকম্।
কিঞ্চিদ্‌ভেদং ন তস্যাস্তি কিঞ্চিদ্ বাপি ন বিদ্যতে ॥ ৯৯৩

অন্বয়। তস্য (তাঁহার) কালভেদং (কালের সহিত ভেদ) বস্তুভেদং (বস্তুর সহিত ভেদ) দেশভেদং (দেশের সহিত ভেদ) স্বভেদকং (নিজের ভেদক) কিঞ্চিৎ (কিছু) ভেদং (ভিন্নতা) নাস্তি (নাই) কিঞ্চিদ্‌বাপি (অথবা অন্য কিছু) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ৯৯৩

অনুবাদ। সেই বিদেহমুক্ত পুরুষের কালভেদ, বস্তুভেদ, দেশভেদ কিংবা আত্মভেদক কোন বস্তু নাই, অথবা অন্য কোন ভেদ নাই ॥ ৯৯৩

জীবেশ্বরেতি বাক্যে চ বেদশাস্ত্রেষহং ত্বিতি।
ইদং চৈতন্যমেবেত্যহং চৈতন্যমিত্যপি ॥ ৯৯৪
ইতি নিশ্চয়শূন্যো যো বিদেহো মুক্ত এব সঃ।
ব্রহ্মৈব বিদ্যতে সাক্ষাদ্ বস্তুতোঽবস্তুতোঽপি চ ॥ ৯৯৫

অন্বয়। অহং (আমি) বেদশাস্ত্রেষু (বেদশাস্ত্রে) জীবেশ্বরেতি বাক্যে চ (জীব ঈশ্বর এইরূপ বেদবাক্যে) তু ইতি (এইরূপ) ইদং (এই) চৈতন্যমেব (চৈতন্যই) অহং (আমি) চৈতন্যমিত্যপি (চৈতন্যও) ইতি (এইরূপ) য (যিনি) নিশ্চয়শূন্যঃ (নিশ্চয়রহিত) সঃ (তিনি) বিদেহঃ (দেহরহিত) মুক্ত

ব (মুক্ত) বস্তুতঃ (যথার্থতঃ) অবস্তুতঃ অপিচ (অবাস্তবিকরূপেও) সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ) ব্রহ্মৈব (ব্রহ্মস্বরূপেই বর্ত্তমান আছেন)॥ ৯৯৪ ॥ ৯৯৫

অনুবাদ। আমি বেদশাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরনিরূপণবাক্যে চতন্যস্বরূপ, চৈতন্যও মৎস্বরূপ যিনি এইরূপ নিশ্চয়শূন্য, তিনিই বিদেহমুক্ত, বস্তুতঃ অথবা অবস্তুতঃ তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৯৯৪ ॥ ৯৯৫

তদ্‌বিদ্যাবিষয়ং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানসুখাত্মকম্।
শান্তঞ্চ তদতীতঞ্চ পরং ব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥ ৯৯৬

অন্বয়। তৎ (সেই প্রসিদ্ধ) সত্যজ্ঞানসুখাত্মকং (সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও সুখস্বরূপ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) বিদ্যাবিষয়ং (জ্ঞানের বিষয়), শান্তঞ্চ (শান্ত), তদতীতঞ্চ (তাহার অতীত); তৎ (তাহা) পরংব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৯৬

অনুবাদ। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিদ্যার বিষয় হ'ন; পরব্রহ্ম শান্ত, তদবস্থার অতীত বলিয়া কথিত হ'ন ॥ ৯৯৬

সিদ্ধান্তোঽধ্যাত্মশাস্ত্রাণাং সর্ব্বাপহ্নব এব হি।
নাবিদ্যাস্তীহ নো মায়া শান্তং ব্রহ্মৈব তদ্‌বিনা ॥ ৯৯৭

অন্বয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রাণাং (আত্মাকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান শাস্ত্রসমূহের মধ্যে) সর্ব্বাপহ্নব এব হি (সকল বস্তুর অপলাপ, কারণে লয়) সিদ্ধান্তঃ (মীমাংসিত বিষয়); ইহ (এই সংসারে) শান্তং (নির্ম্মল) তৎ (সেই) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) বিনা (ব্যতিরেকে) অবিদ্যা (অজ্ঞান). নাস্তি (নাই) মায়া (কারণ) নাস্তি (নাই)॥ ৯৯৭

অনুবাদ। সমস্ত বস্তুর অপহ্নবই (কারণে লয় করাই) অধ্যাত্ম শাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্ত; শান্ত, অদ্বৈত ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অবিদ্যা কিংবা মায়া কিছুই নাই ॥ ৯৯৭

প্রিয়েষু স্বেষু সুকৃতমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতম্।
বিসৃজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্মাঽপ্যেতি সনাতনম্ ॥ ৯৯৮

অন্বয়। [জ্ঞানী = জ্ঞানবান্ ব্যক্তি] স্বেষু (স্বকীয়) প্রিয়েষু (প্রিয়বস্তুসমূহে) সুকৃতং (পুণ্য) অপ্রিয়েষু চ (এবং অপ্রিয় বস্তুসমূহে) দুষ্কৃতং (পাপকে) বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) ধ্যানযোগেন (ধ্যানযোগদ্বারা) সনাতনং (নিত্য) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অপ্যেতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৯৯৮

অনুবাদ। জ্ঞানী প্রিয়বস্তুসমূহে পুণ্য ও অপ্রিয়বস্তুসমূহে পাপ ত্যাগ করিয়া ধ্যানযোগের দ্বারা সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৯৯৮

যাবদ্‌যাবচ্চ সদ্‌বুদ্ধে স্বয়ং সন্ত্যজ্যতেঽখিলম্।
তাবৎ তাবৎ পরানন্দঃ পরমাত্মৈব শিষ্যতে ॥ ৯৯৯

অন্বয়। সদ্‌বুদ্ধে (হে সুবুদ্ধে) যাবদ্ যাবচ্চ (যত যত) স্বয়ং (নিজে) অখিলং (সমস্ত) সন্ত্যজ্যতে (ত্যক্ত হয়), তাবৎ তাবৎ (তত তত) পরানন্দঃ (পরমানন্দস্বরূপ) পরমাত্মৈব (পরব্রহ্মই) শিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে) ॥ ৯৯৯

অনুবাদ। হে ধীর! এই সমস্ত প্রপঞ্চ যতদূর ত্যাগ করা যায়, ততই পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে ॥ ৯৯৯

যত্র যত্র মৃতো জ্ঞানী পরমাক্ষরবিৎ সদা।
পরে ব্রহ্মণি লীয়েত ন তস্যোৎক্রান্তিরিষ্যতে ॥ ১০০০

অন্বয়। পরমাক্ষরবিৎ (ব্রহ্মবিৎ) জ্ঞানী (জ্ঞানবান্) যত্র যত্র (যে যে স্থানে) মৃতঃ [সন্] (মরিয়া) সদা (সর্ব্বদা) পরে ব্রহ্মণি (পরব্রহ্মে) লীয়েত (লীন হ'ন)। [পণ্ডিতৈঃ—পণ্ডিতগণ] তস্য (তাঁহার) উৎক্রান্তি (উৎক্রমণ, লোকান্তরগমন) ন ইষ্যতে (ইচ্ছা করেন না) ॥ ১০০০

অনুবাদ। পরব্রহ্মবিৎ পুরুষ যেখানে মরুন না কেন, সর্ব্বদা পরব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হ'ন। পণ্ডিতেরা তাদৃশ পুরুষের উৎক্রমণ (লোকান্তরগমন) স্বীকার করেন না ॥ ১০০০

যদ্‌যৎ স্বাভিমতং বস্তু তৎ ত্যজন্ মোক্ষমশ্নুতে।
অসঙ্কল্পেন শস্ত্রেণ ছিন্নং চিত্তমিদং যদা ॥ ১০০১
সর্ব্বং সর্ব্বগতং শান্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০০২

জ্ঞাতজ্ঞেয়ঃ সংপ্রণম্য সদ্‌গুরোশ্চরণাম্বুজম্।
স তেন সমনুজ্ঞাতো যযৌ নির্ম্মুক্তবন্ধনঃ॥ ১০০৩

অন্বয়। [জ্ঞানী—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি] যদ্ যৎ (যে যে) স্বাভিমতং (অভি-প্রেত) বস্তু পদার্থ তৎ (তাহাকে) ত্যজন্ (ত্যাগ করিয়া) মোক্ষম্ (মুক্তিকে) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন); যদা (যখন) অসঙ্কল্পেন (সঙ্কল্পহীনত্ব রূপ) শস্ত্রেণ (অস্ত্র-দ্বারা) ইদং (এই) চিত্তং (মনঃ) ছিন্নং (বিনাশপ্রাপ্ত হয়), তদা (তখন) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মক) সর্ব্বগতং (সর্ব্বগত) শান্তং (শান্ত) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) সম্পদ্যতে (হ'ন), তু (কিন্তু) শিষ্যঃ (ছাত্র) ইতি (এইরূপ) গুরোঃ (গুরুর) বাক্যং (কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) ছিন্নসংশয়ঃ (সন্দেহবিহীন) [অভূৎ—হইলেন] জ্ঞাতজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্য বিষয় যিনি জানিয়াছেন) সঃ (তিনি—শিষ্য) সদ্‌গুরোঃ (উৎকৃষ্টগুরুর) চরণাম্বুজং (পাদপদ্মকে) সংপ্রণম্য (সম্যগ্‌রূপে প্রণাম করিয়া) নির্ম্মুক্তবন্ধনঃ (বন্ধনবিহীন) যযৌ (হইলেন)॥ ১০০১ ॥ ১০০২ ॥ ১০০৩

অনুবাদ। জ্ঞানী নিজের অভিপ্রেত বস্তুকে ত্যাগ করিয়া মুক্তি-লাভ করেন; যখন অসঙ্কল্পরূপ শস্ত্রদ্বারা এই চিত্ত ছিন্ন (বিনষ্ট) হয়, তখন জ্ঞানী সর্ব্বাত্মক সর্ব্বব্যাপী শান্ত ব্রহ্ম প্রাপ্ত হ'ন, শিষ্য গুরুর এবংপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন এবং জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হইয়া, গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া বন্ধনশূন্য হইলেন॥ ১০০১ ॥ ১০০২ ॥ ১০০৩

গুরুরেষ সদানন্দসিন্ধৌ নির্মগ্নমানসঃ।
পাবয়ন্ বসুধাং সর্ব্বাং বিচচার নিরুত্তরঃ॥ ১০০৪

অন্বয়। এষঃ (এই) গুরুঃ (উপদেশক) সদানন্দসিন্ধৌ (সর্ব্বদা আনন্দ-সমুদ্রে) নির্মগ্নমানসঃ (চিত্তকে মগ্ন করিয়া) সর্ব্বাং (সমস্ত) বসুধাং (পৃথিবীকে) পাবয়ন্ (পবিত্র করিয়া) নিরুত্তরঃ [সন্] (উত্তর না দিয়া) বিচচার (ইচ্ছামত বিচরণ করিলেন)॥ ১০০৪

অনুবাদ। গুরুদেব পরমানন্দসমুদ্রে নিমগ্নচিত্ত হইয়া, সমস্ত পৃথিবীতল পবিত্র করিয়া উত্তর প্রদান না করিয়া, যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ১০০৪

ইত্যাচার্য্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেনাত্মলক্ষণম্ ।
নিরূপিতং মুমুক্ষূণাং সুখবোধোপপত্তয়ে ॥ ১০০৫

অন্বয়। ইতি (এইরূপ, পূর্ব্বোক্তরূপ) আচার্য্যস্য (আচার্য্যের, গুরুর) শিষ্যস্য [চ] (এবং শিষ্যের) সংবাদেন (সংবাদ, মিলন, কথোপকথন দ্বারা) মুমুক্ষূণাং (মুক্তিকামদিগের) সুখবোধোপপত্তয়ে (সুখে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) আত্মলক্ষণং (আত্মার লক্ষণ) নিরূপিতম্ (নির্ণীত হইল)॥ ১০০৫

অনুবাদ। এবংপ্রকার আচার্য্য এবং শিষ্যের সংবাদের দ্বারা মুমুক্ষুগণের অনায়াসে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আত্মস্বরূপ নিরূপিত হইল॥ ১০০৫

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহনামকঃ।
গ্রন্থোঽয়ং হৃদয়গ্রন্থিবিচ্ছিত্ত্যৈ রচিতঃ সতাম্ ॥ ১০০৬

অন্বয়। অয়ং (এই) সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহনামকঃ (সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহনামক) গ্রন্থঃ (পুস্তক) সতাং (সাধুদিগের) হৃদয়গ্রন্থিবিচ্ছিত্ত্যৈ (অন্তঃকরণের কামাদি গ্রন্থিসমূহের নাশের জন্য) রচিতঃ (বিরচিত হইল)॥১০০৬

অনুবাদ। সাধুগণের হৃদয়ের কামক্রোধাদি গ্রন্থিসমূহের বিনাশের নিমিত্ত "সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ"-নামধেয় গ্রন্থ বিরচিত হইল॥ ১০০৬

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ সম্পূর্ণঃ॥